ঋগ্বেদীয় গৃহ্যসূত্র

সম্পাদক
অমরকুমার চট্টোপাধ্যায়

সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার

ঋগ্বেদীয় গৃহ্যসূত্র

(আশ্বলায়ন-শাঙ্খায়ন-কৌষীতকী গৃহ্যসূত্র)

[বৈদিক যুগের লোকবিশ্বাস ও গৃহস্থের আচার-অনুষ্ঠান]

সম্পাদক ঃ
অমরকুমার চট্টোপাধ্যায়

সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার
৩৮, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

Ṛgvedīya Gṛhya sūtra
(Āśvalāyana, Śānkhāyana & Kauṣītoki Gṛhasūtras)
Edited by : Amar Kumar Chattopadhyay

প্রকাশক ঃ
দেবাশিস ভট্টাচার্য
৩৮ বিধান সরণী, কলকাতা—৬

প্রথম প্রকাশ ঃ ১৫ই অগাষ্ট, ২০০১ শ্রাবণ, ১৪০৮

মূল্য

মুদ্রক ঃ
অভিনব মুদ্রণী
কলকাতা — ৬

প্রকাশকের নিবেদন

বৈদিক যুগের ধর্ম, দর্শন, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিধৃত হয়ে রয়েছে বিভিন্ন বেদ ও বেদাঙ্গ নামে গ্রন্থে। বেদাঙ্গের প্রসিদ্ধ ছটি ধারার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে সূত্রগ্রন্থ। চার শ্রেণীর সূত্রগ্রন্থের মধ্যে গৃহ্যসূত্রে রয়েছে নানা পারিবারিক ও সামাজিক আচার-অনুষ্ঠানের কথা। লোকধর্ম এবং লোকবিশ্বাসেরও নানা উপাদান সেখানে ইতস্তত ছড়িয়ে রয়েছে। সেই-সব মূল্যবান তথ্যে পূর্ণ বলে আপাতত ঋগ্বেদের দুই সম্প্রদায়ের দুটি গৃহ্যসূত্র 'আশ্বলায়ন-গৃহ্যসূত্র' ও শাঙ্খায়ন-গৃহ্যসূত্র মূল ও সহজ অনুবাদসমেত পাঠকদের হাতে তুলে দেওয়া হল। স্থানে স্থানে পাঠান্তর এবং সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যাও দেওয়া হয়েছে। ইচ্ছা থাকলেও গ্রন্থের মূল্যবৃদ্ধি যাতে না ঘটে সেই দিকে লক্ষ্য রাখতে গিয়ে টীকাকারদের বৃত্তি আর যোগ করা সম্ভব হয়ে ওঠে নি।

ঋগ্বেদীয় এই দুই সূত্রগ্রন্থ প্রকাশ করার জন্য অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায়কে সম্পাদনার ভারগ্রহণের জন্য বিশেষ অনুরোধ জানিয়েছিলাম। তিনি অন্য কাজে ব্যস্ত থাকা সত্ত্বেও সেই অনুরোধ গ্রহণ করেছেন। তাঁকে তাই জানাই আমার বিশেষ শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা।

গ্রন্থের শেষে কৌষীতকি-গৃহ্যসূত্র এবং পরিশিষ্ট অংশে সূত্র, শব্দ ইত্যাদির বিস্তৃত সূচী ছাড়াও উপনয়ন, বিবাহ, অন্ত্যেষ্টি ইত্যাদি বিভিন্ন স্মার্তকর্মের প্রচলিত অনুষ্ঠান-পদ্ধতিও সংযোজিত করা হয়েছে। আমাদের আশা যাঁরা এই সকল কর্মে ও কর্মের আলোচনায় সাক্ষাৎ ব্যাপৃত তাঁদের পক্ষে তা বিশেষ সহায়কই হবে।

আশা করি গ্রন্থটি পাঠকদের স্বভাবসুলভ আগ্রহ ও উদারতার কারণে যোগ্য সমাদরই পাবে।

নিবেদন

বৈদিক যুগের গৃহস্থজীবনের পরিচয় সংগ্রহ করার অন্যতম উৎস 'গৃহ্যসূত্র' নামে বেদাঙ্গগ্রন্থগুলি। বিবাহ, সন্তানলাভ,অন্নপ্রাশন, উপনয়ন, অন্ত্যেষ্টি ইত্যাদি নানা পারিবারিক অনুষ্ঠানই হচ্ছে গৃহ্যসূত্রের মুখ্য আলোচ্য বিষয়। সেই সাথে প্রসঙ্গক্রমে লোকবিশ্বাস ও লোকাচারেরও বেশ কিছু তথ্য আমরা এই গ্রন্থগুলি থেকে পেয়ে থাকি। লোকসংস্কৃতির অনুসন্ধানে যাঁরা ব্যাপৃত বা আগ্রহী তাঁদের পক্ষে তাই গৃহ্যসূত্রগুলিকে উপেক্ষা করা মোটেই সম্ভব নয়। সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার থেকে গৃহ্যসূত্র-সম্পাদনার আহ্বান আসতে তাই নানা ব্যস্ততা সত্ত্বেও সেই কাজের দায়িত্ব উপেক্ষা করা গেল না।

ঋগ্বেদীয় সম্প্রদায়বিশেষের আশ্বলায়ন ও শাঙ্খায়ন গৃহ্যসূত্র বর্ত্তমানে অনুবাদ সমেত প্রকাশ করা হল। সেই সাথে কৌষীতকি-গৃহ্যসূত্রের মূলও সংযোজিত হল। সূত্রে অনেক শব্দ উহ্য থাকে, প্রসঙ্গ থেকে তা বুঝে নিতে হয়। অর্থ অসম্পূর্ণ থাকে বলে এখানে অনুবাদের মধ্যে সেই উহ্য শব্দগুলির যথাযথ সংযোজন ঘটানো হয়েছে। পাঠকের পক্ষে যাতে কোন অসুবিধা না হয়, একসাথে অনুবাদটি পড়ে ফেলা যায়, সেই কারণে উহ্য শব্দগুলিকে বন্ধনীর মধ্যে রাখা হয় নি। সূত্রের সঙ্গে মিলিয়ে পড়লে কোন্‌গুলি সেখানে উহ্য শব্দ তা পাঠকের পক্ষে বুঝে নিতে অসুবিধা হবে না বলেই মনে করি।

পাঠকেরা যাতে গ্রন্থটি দ্রুত হাতে পান সেই উদ্দেশে আশ্বলায়ন-গৃহ্যসূত্রের অনুবাদকার্যের ভার ন্যস্ত করা হয় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতবিভাগের অধ্যাপিকা ডঃ দীধিতি বিশ্বাসের উপর এবং শাঙ্খায়ন-গৃহ্যসূত্রের অনুবাদকর্মের দায়িত্ব দেওয়া হয় যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্টারন্যাশ্‌নাল রিলেশন্‌স্‌ বিভাগের অধ্যাপিকা ডঃ কণা চট্টোপাধ্যায়ের উপর। সূত্রের অনুবাদ দুরূহ কাজ। যথাসাধ্য চেষ্টা তাঁরা করেছেন। এই দুই স্নেহাস্পদ ছাত্রীকে তাই তাঁদের শ্রম ও উৎসাহের জন্য জানাই আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও আশীর্বাদ। পাণ্ডুলিপিকে পরিচ্ছন্ন ও মুদ্রণের উপযোগী করে তোলার জন্য সুদীপ্তা চক্রবর্তী, সুতর্যা সেনগুপ্ত ও রীনা রায় বিশেষ সাহায্য করেছে। তারা তাদের নিজ নিজ জীবনে আকাঙ্ক্ষিত সাফল্য অর্জন করুক— এই কামনা রইল।

সবশেষে সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডারের শ্রীমান দেবাশিস ভট্টাচার্যকে বিশেষ শুভাশিস ও ধন্যবাদ জানাতে হয়, কারণ অন্যান্য কাজে আগে থেকেই ব্যস্ত থাকা সত্ত্বেও তারই ঐকান্তিকতার কারণে এই কাজে প্রবৃত্ত হতে হয়েছে। নানা বৈদিক গ্রন্থের প্রকাশনায় অধুনা বিশেষ আগ্রহী ও উদ্যোগী হওয়ায় সে সংশ্লিষ্ট সকল পাঠকেরই ধন্যবাদের পাত্র হবে বলে মনে করি।

সময়ের অভাবে ও মুদ্রণে ব্যস্ততার কারণে গ্রন্থের মধ্যে কিছু ত্রুটি থেকে গেলে পরবর্ত্তী সংস্করণে সেগুলি সংশোধন করার আন্তরিক ইচ্ছা রইল। কিছু পাঠকও যদি গ্রন্থটি পাঠ করে বৈদিক সাহিত্যে আকৃষ্ট হয়ে ওঠেন তাহলেই সকল উদ্যোগ সফল বলে মনে করব।

কলিকাতা- ৭০০ ০২৭।
১ বৈশাখ, ১৪০৮।

অমরকুমার চট্টোপাধ্যায়

সূচীপত্র

ভূমিকা

সভ্যতার উদ্‌যোগপর্ব থেকেই মানুষ যেমন চেয়েছে পার্থিব সুখ ও সমৃদ্ধি তেমন লোকান্তরেও সে চেয়েছে আনন্দ ও শান্তি। দর্শনশাস্ত্রের ভাষায় বলতে গেলে একদিকে সে যেমন চেয়েছে অভ্যুদয়, অপরদিকে তেমনই তার প্রার্থিত ছিল নিঃশ্রেয়সও। ঈপ্সিতলাভের জন্য উপায়ের অনুসন্ধান সে যেমন করেছে, তার সাথে সেই উপায়কে সুনিশ্চিত করতে মানুষ নিজের প্রয়াস ছাড়াও নানা নামে নানা অদৃশ্য শক্তির কাছে প্রার্থনা নিবেদনও করেছে। বৈদিক যুগের মানুষও তার কোন ব্যতিক্রম নয়। বৈদিক যুগে অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়স লাভের যে প্রয়াস ও সাধনা প্রচলিত ছিল তার বিবরণ আমরা পাই বিভিন্ন বেদে এবং কল্প-সাহিত্য নামে বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠানমূলক গ্রন্থে। কল্প-সাহিত্যের চারটি শাখা—শ্রৌতসূত্র, গৃহ্যসূত্র, ধর্মসূত্র ও শুল্বসূত্র। তার মধ্যে শ্রৌতসূত্রের মূল লক্ষ্য নিঃশ্রেয়স, অপরদিকে অভ্যুদয়-সম্পর্কিত তথ্যের মূল্যবান্ দলিল হল বিভিন্ন গৃহ্যসূত্র। এই গৃহ্যসূত্রগুলিতে আছে গৃহস্থজীবনের নানা আচার-অনুষ্ঠানের বিবরণ। পারিবারিক উৎসব উপলক্ষে ও গৃহের সদস্যদের কল্যাণের জন্য অনুষ্ঠিত হয় বলে এই অনুষ্ঠানগুলিকে বলা হয় গৃহ্যকর্ম।

শ্রৌতকর্মের মতো গৃহ্যকর্মের ক্ষেত্রেও অগ্নির প্রয়োজন হয়। তবে শ্রৌতকর্মে যেমন তিনটি বিভিন্ন কুণ্ডে গার্হপত্য, আহবনীয় ও দক্ষিণ এই তিন অগ্নি প্রজ্বলিত করার প্রয়োজন পড়ে, গৃহ্যকর্মের ক্ষেত্রে কিন্তু তা হয় না, সেখানে একটি অগ্নিই যথেষ্ট এবং সেই অগ্নির নাম গৃহ্য-অগ্নি। এই অগ্নিরই অপর নাম আবসথ্য, ঔপাসন বা স্মার্ত অগ্নি। জন্মগ্রহণ থেকে পরিণত বয়সে মৃত্যু পর্যন্ত সকল গৃহস্থের জীবনেই যে-সকল বিশেষ ঘটনা ঘটে থাকে, প্রধানত সেই ঘটনাগুলিকে উপলক্ষ করেই আয়োজন করা হয় নানা ধর্মীয় অনুষ্ঠানের। শিশুর জন্ম, তার নামকরণ, তার প্রথম অন্নগ্রহণ, শিক্ষাজীবনে তার প্রথম প্রবেশ, শিক্ষালাভের শেষে আচার্যগৃহ থেকে নিজগৃহে প্রত্যাবর্তন, বিবাহ, পুত্রলাভের আকাঙ্ক্ষা, পত্নীর সুখপ্রসব, নবান্নভক্ষণ, সবশেষে সকল জীবেরই যা অন্তিম পরিণতি সেই মৃত্যু এবং এই ধরনের আরও কিছু ঘটনাকে ঘিরে যে-সকল অনুষ্ঠান তা নিয়েই গৃহ্যসূত্রের আলোচনা। প্রকাশভঙ্গী যেমনই হোক, জীবনে ও সংসারে এই আচার-অনুষ্ঠান অবান্তর কোন বিষয় নয়, মানুষের স্বভাবেরই তা প্রকাশ ও বিকাশ, এ তার স্ব-ধর্ম বা সংক্ষেপে ধর্ম। স্ব-ধর্ম বা ধর্ম বলেই, মানুষের অন্তরের এই উচ্ছ্বাস (অত্যুচ্ছ্বাস নয়) সংস্কৃত মনের পরিচয় বহন করে বলেই, তা আবার সংস্কৃতিও বটে। এইভাবে জীবনে ধর্ম ও সংস্কৃতি জড়িয়ে পড়ে পরস্পরের সঙ্গে এক অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে। ধর্ম থেকে সংস্কৃতিকে তাই বিচ্ছিন্ন করে দেখলে বা দেখার প্রবণতা থাকলে তা হয় অসম্পূর্ণ দর্শন; আবার ধর্মকে সংস্কৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখলে বা প্রতিষ্ঠিত করতে চাইলে তা হয় নিছক লক্ষ্যহীন এক উন্মাদনা। কোনটিই সদর্থক জীবনে কাম্য হতে পারে না।

মানুষকে ক্রমোত্তরণের পথে নিয়ে যেতে যা-কিছু সাহায্য করে, যা মানুষকে করে অনুশীলিত ও পরিশীলিত, যা তার উত্তরণের স্পৃহা ব্যক্ত করে তা-ই ধর্ম। কিন্তু সমাজের সকল স্তরের মানুষের পরিশীলিত হয়ে ওঠার প্রেরণা ও শক্তি সমান নয়, মনের ভাবকে প্রকাশ করার রীতিও সকলের সমান নয়। এই ভেদ থেকেই সৃষ্টি হয় ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম এবং একই ধর্মের মধ্যে আবার ভিন্ন ভিন্ন উপধর্ম ও লোকধর্ম। উন্নত ও পরিশীলিত ধর্মের মধ্যেও তাই দেশাচার, দশাচার ও কুলাচারের প্রভাবে অনুন্নত লোকধর্মেরও অনুপ্রবেশ ঘটে যায়। কখনও কখনও আবার লোকধর্মের মধ্যেও উন্নত ধর্মের কিছু আঙ্গিক প্রবেশ করিয়ে তাকে উন্নতরূপে দান করার চেষ্টা করা হয়। তারই ফলে নানা ধর্মগ্রন্থে বহু উন্নত ধারণার ও উদাত্ত ভাবনার পাশাপাশি বেশ কিছু অপেক্ষাকৃত তুচ্ছ ধারণারও সন্ধান পাওয়া যায় এবং তথ্যানুসন্ধানীদের কাছে তা বিশেষ বিস্ময়েরও সৃষ্টি করে। কিন্তু সমাজের মতো সাহিত্যে এবং ধর্মাচরণেও ভালো ও মন্দের, সুন্দর ও অসুন্দরের, উৎকর্ষ ও অপকর্ষের এই বিমিশ্রণ অনিবার্য।

দেবতার কাছে মানুষে ইষ্টলাভের জন্য যে প্রার্থনা নিবেদন করে, তার মধ্যে হয়তো মানুষের অন্তরের কিছু দুর্বলতা প্রকাশ পেতে পারে, কিন্তু সেই সঙ্গে একথাও মানতে হয় যে, উৎকট পৌরুষের ঔদ্ধত্য ও আস্ফালন কিন্তু সেখানে প্রকাশ পায় না। ইষ্টলাভের আশায় প্রার্থনা অথবা অভীষ্টপূরণের পরে কোন অদৃশ্য শক্তির কাছে অভাবিত ইষ্টপ্রাপ্তির জন্য কৃতজ্ঞতা নিবেদন লজ্জাকর ও মানবতাবিরোধী কোন কাজ অবশ্যই নয়, আপন অন্তরেরই গভীর অনুভূতির তা এক স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ। প্রথমে যে মন্ত্র ও অনুষ্ঠান ছিল স্বতঃস্ফূর্ত ও আন্তরিক, ভাবের ও ভাষার সৌন্দর্য ও গাম্ভীর্যের কারণে এবং ঋষিহৃদয়ের আপন অনুভূতি ও ঋষির মধুর ব্যক্তিত্বের কারণে সকলের নিকটে বিশেষ আকর্ষণীয় ও অনুসরণীয়, পরবর্তী কালে সমাজজীবনে তা ঐ অনুসরণ ও অনুকরণের ফলে বিস্তার লাভ করে নানা সামাজিক প্রথায় পরিণত হয়।

আজ অবশ্য নানা দিক থেকে সমাজের বিরাট পরিবর্তন ঘটায় অনুষ্ঠানের প্রাচীন পদ্ধতি ও ঋষিকবিদের বাক্যের (মন্ত্রের) প্রতি সেই মুগ্ধভাব, সেই আন্তরিক গভীর আকর্ষণ আমরা হারিয়েছি, কিন্তু প্রবল গতি ও অভাবনীয় নানা যান্ত্রিক প্রগতি সত্ত্বেও বিবাহ, অন্নপ্রাশন প্রভৃতি এমন কিছু কিছু পারিবারিক অনুষ্ঠান আছে যা আমরা এখনও ব্যক্তিজীবন ও সমাজজীবন থেকে সম্পূর্ণরূপে বর্জন করতে পারিনি। এই-সব অনুষ্ঠানে আনন্দ ও উচ্ছ্বাস প্রকাশের ভাষা ও রীতি এখন ভিন্ন। কিন্তু ভিন্নমুখী হলেও, সমাজজীবনের আধুনিক নানা পরিবর্তন ঘটতে থাকা সত্ত্বেও উৎকর্ষের অনুসন্ধানী মানুষ কেবল অতীত বলেই অতীতকে ত্যাগ করতে, নিজের দেশের সংস্কৃতির পরম্পরা ও আপন পূর্বপুরুষদের প্রবর্তিত ঐতিহ্যের ধারার প্রতি সম্পূর্ণরূপে উদাসীন থাকতে পারে না। জীবনকে উন্নততর করে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় পাথেয়-সংগ্রহে, উন্নত আদর্শের সন্ধানে যিনি বাহির হন সেই প্রকৃত সংস্কৃতিসম্পন্ন

মানুষ সর্বদাই ব্যাকুল হন অনাগতের মতো অতীতকেও জানতে। উত্তরণের উপাদান-সংগ্রহে যাঁরা আগ্রহী গৃহ্যসূত্রগুলি তাঁদের সেই আগ্রহ ও আকূতি জীবনে কিছুটা পূর্ণ করতে পারবে বলে মনে করি।

এ-বার আসা যাক কিছু প্রাসঙ্গিক আলোচনায়। গৃহ্যসূত্রগুলিতে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে পাঠ্য এমন বহু মন্ত্রই বিহিত হয়েছে যেগুলি বিভিন্ন বেদের সংহিতা-গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত। মন্ত্রগুলি যদি প্রথম থেকেই সংশ্লিষ্ট গৃহ্য অনুষ্ঠানকে লক্ষ্য করেই দৃষ্ট বা রচিত হয়ে থাকে তাহলে স্বীকার করতে হয় যে, গর্ভাধান, নামকরণ, অন্নপ্রাশন ইত্যাদি নানা গৃহ্যকর্মের প্রচলন শুরু হয়েছিল সুদূর অতীতেই, মন্ত্ররচনার যুগেই। ঋক্‌সংহিতার ১০/৮৫ সূক্তের কথা এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে। বিবাহ-অনুষ্ঠান নিয়েই এই সূক্ত। সংহিতার ১০/১৪-১৬ সূক্তগুলিও অন্ত্যেষ্টিকর্মের সঙ্গে সম্পর্কিত। মন্ত্রগুলি যে ভাব ও ভাষায় সংহিতায় উপস্থাপিত করা হয়েছে তা অবশ্যই মার্জিত ও অলঙ্কৃত এক কাব্যরূপ, কিন্তু তা হলেও এই দুই (বিবাহ ও অন্ত্যেষ্টি) প্রথার উদ্ভব যে, প্রাক্-ঋগ্বেদীয় যুগেই ঘটেছিল তা নিয়ে বোধহয় সন্দেহের তেমন কোন অবকাশ থাকতে পারে না। সন্দেহ থাকতে পারে না যে, সেই-সব বিবাহ প্রভৃতি অনুষ্ঠান অত্যন্ত নীরবে নিভৃতে অনুষ্ঠিত হত না, আনন্দ-প্রত্যাশা-প্রার্থনা ইত্যাদি প্রকাশের কিছু স্থানও সেখানে ছিল। এই বিষয়ে ওল্‌ডেনবার্গ ও ভিণ্টারনিৎসের মধ্যে কিছুটা যে মতপার্থক্য আছে, তার বিস্তারে এখানে অবশ্য না গেলেও চলে, কারণ গৃহ্যকর্মের প্রাচীনতার কথাই আমরা এখানে আলোচনা করছি।

যজুর্বেদের বিভিন্ন সংহিতার মধ্যে আমরা গৃহ্যসূত্রে প্রায়শই ব্যবহৃত হয়েছে এমন কিছু শব্দের ব্যবহার লক্ষ্য করি (তৈ. স. ১/৭/১/৩; ৬/২/৫/৪-পাকযজ্ঞ)। বিভিন্ন বৈদিক সংহিতার মধ্যে অথর্ববেদ-সংহিতায় বিবাহ ও অন্ত্যেষ্টি ছাড়াও চতুর্থীকর্ম, পুংসবন, জাতকর্ম, উপনয়ন, গোদান, অষ্টকা, গৃহনির্মাণ এবং পঞ্চমহাযজ্ঞ (৬/৭১/২)-সম্পর্কিত সূক্ত বা মন্ত্রের সন্ধান পাই। এগুলি সবই নিঃসন্দেহে গৃহ্য অনুষ্ঠান। ব্রাহ্মণগ্রন্থেও গৃহ্যসূত্রে বিহিত পাকযজ্ঞের উল্লেখ পেয়ে থাকি (ঐ. ব্রা. ১৪/২; শ. ব্রা. ১/৪/২/১০)। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে গৃহ্য অগ্নিরও উল্লেখ আছে (৩৭/৬)। গৃহসূত্রে যে আগ্রয়ণ-ইষ্টির কথা বলা হয়েছে ঋগ্বেদের ব্রাহ্মণেও তার উল্লেখ পাওয়া যায় (ঐ. ব্রা. ৩২/৮; কৌ. ব্রা. ৪/১২)। শতপথ ব্রাহ্মণেও গৃহ্যসূত্রে বর্ণিত পঞ্চমহাযজ্ঞ, নবান্ন-ইষ্টি, উপনয়ন, গর্ভাধান, মেধাজনন, আয়ুষ্যকর্ম, শোষ্যন্তীকর্ম ও নামকরণের উল্লেখ আমরা পেয়ে থাকি (শ. ব্রা. ৪/৯/৪/১৭; ১১/৫/৬/১; ১১/৫/৪/১; বৃ. উ. ৬/৪/১-২৮)।

ষড়্‌বিংশ ব্রাহ্মণের চতুর্থ প্রপাঠকে (৪/৪ অংশে) প্রাতঃ-সন্ধ্যার এবং পঞ্চম প্রপাঠকে আপৎ-শান্তির কিছু আলোচনা পাওয়া যায়। এই গ্রন্থের পঞ্চম প্রপাঠকটি 'অদ্ভুত ব্রাহ্মণ' নামেও পরিচিত। এই প্রপাঠকের দশম খণ্ডে আমরা দেবমন্দির ও দেবপ্রতিমার উল্লেখ পাই। সামবিধানব্রাহ্মণে সামাধ্যায়ন ও পাপক্ষয়ের জন্য চান্দ্রায়ণ প্রভৃতি প্রায়শ্চিত্তের বিধান

পাওয়া যায়। পাঁচ খণ্ডের সংহিতোপনিষদ্-ব্রাহ্মণে বেদ-অধ্যয়নের রীতি, ফল ও আচার্যের দক্ষিণা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। তিন খণ্ডের বংশব্রাহ্মণে আছে আচার্য পরম্পরার তালিকা। শাঙ্খায়ন আরণ্যকের একাদশ অধ্যায়ে পাই বিভিন্ন স্বপ্নফলের বর্ণনা। তৈত্তিরীয় আরণ্যকের দ্বিতীয় প্রপাঠকে পাওয়া যায় পঞ্চমহাযজ্ঞের বিধান (২/১০)। এই-সব তথ্য থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, গৃহ্য অনুষ্ঠানগুলির প্রবর্তন যে সূত্রসাহিত্যের যুগেই হয়েছিল তা নয়, তার অনেক আগে থেকেই সমাজে সেগুলি প্রচলিত ছিল।

গৃহ্যসূত্রের আলোচ্য বিষয়গুলির উৎস সম্ভবত সমাজের সর্বসাধারণের মধ্যে প্রচলিত নানা প্রাচীন অনুষ্ঠান এবং অনুষ্ঠান-সম্পর্কিত বিভিন্ন মৌখিক আলোচনা। উল্লেখ্য যে, কিছু কিছু বৈদিক গৃহ্য অনুষ্ঠানের সঙ্গে ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্গত জাতিসমূহের মধ্যে প্রচলিত নানা অনুষ্ঠানের বিশেষ মিল দেখা যায়। এ থেকে মনে হয় যখন বৈদিক আর্যেরা অন্যান্য জাতিগোষ্ঠীর সঙ্গে একত্র বাস করতেন তখনই সমাজে অনেক গৃহ্য অনুষ্ঠানের উদ্ভব ও প্রচলন ঘটেছিল। পরে দেশাচার ও কুলাচারের মধ্যে পরিবর্তন ঘটার কারণেই হোক অথবা অবৈদিক সংস্কৃতির সঙ্গে আদান-প্রদানের কারণেই হোক বেদপন্থী সমাজে অনেক নূতন প্রথার আবির্ভাব ঘটে। যেহেতু লেখার কোন উপকরণ তখন ছিল না তাই প্রথমে সেগুলি মুখে মুখেই প্রচারিত হত ও স্মৃতিতেই ধরে রাখা হত। পারস্কর-গৃহ্য-সূত্রেও বোধহয় সেই কারণেই বলা হয়েছে, যে, বিবাহ এবং অন্ত্যেষ্টির অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে সেই সেই গ্রামে যে প্রথা প্রচলিত আছে তাকেই প্রামাণ্য বলে গ্রহণ করতে হবে—'গ্রামবচনং চ কুর্যুঃ বিবাহশ্মশানয়োর্ গ্রামং প্রবিশতাদিতি বচনাত্। তস্মাত্ তয়োর্গ্রামঃ প্রমাণম্ ইতি শ্রুতেঃ' (১/৮/১১-১৩)। 'সীমন্তোন্নয়ন' অনুষ্ঠানের প্রসঙ্গেও আশ্বলায়ন-গৃহ্যসূত্রে বলা হয়েছে, সন্তানবতী সধবা নারী যে উপদেশ দেবেন তা প্রমাণ বলে গ্রহণ করে সেই অনুযায়ী কাজ করতে হবে ('ব্রাহ্মণ্যশ্চ বৃদ্ধাঃ'—১/১৪/৮)।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, গৃহ্যসূত্রের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে গৃহস্থ জীবনের বিভিন্ন পারিবারিক অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানগুলির আলোচনা অবশ্য সূত্রগ্রন্থগুলির মধ্যে যে সুবিন্যস্ত আকারে করা হয়েছে তা নয়। এমন কি, আলোচ্য বিষয়গুলির সংখ্যাও সব গ্রন্থে এক নয়।

গৃহ্যসূত্রে বিহিত অনুষ্ঠানগুলি সাধারণত গৃহ্য অগ্নিকে প্রজ্বলিত করে করতে হয় বলে এই গ্রন্থগুলিতে গৃহে গৃহ্য-অগ্নি স্থাপনের বিবরণ বিশেষ প্রাধান্য পেয়েছে। এছাড়া আছে বিবাহ, সন্তানের জন্মের সঙ্গে সম্পর্কিত গর্ভসঞ্চারের জন্য অনুষ্ঠেয় কর্ম, গর্ভাধানের কয়েক মাস পরে পুত্রলাভের জন্য করণীয় 'পুংসবন', পুংসবনের কয়েক মাস পরে ভাবী জননীর মাথার চুলগুলিকে দুই পাশে বিভক্ত করে দেওয়াকে উপলক্ষ করে অনুষ্ঠেয় 'সীমন্তোন্নয়ন', সন্তানের জন্মের পর করণীয় 'জাতকর্ম', তারপরে সেই সন্তানের 'নামকরণ', সন্তানকে প্রথম গৃহের বাহিরে নিয়ে যাওয়ার জন্য 'নিষ্ক্রমণ' ও তাকে প্রথম অন্নভক্ষণ করাবার জন্য

'অন্নপ্রাশন', তৃতীয় বৎসরে মস্তক মুণ্ডিত করে শিখা ধারণ করাবার জন্য 'চূড়াকরণ' এবং তারপর প্রথম শ্মশ্রুমুণ্ডনের জন্য করণীয় 'গোদান' নামে অনুষ্ঠানের বিবরণ।

বর্তমান যুগে পুত্র-কন্যাকে শিক্ষিত করে তোলার জন্য বিদ্যালয়ে পাঠানো হয়। প্রাচীনকালে সেই বিদ্যালয় ছিল গুরুরই গৃহ এবং সেখানে গিয়ে ছাত্রকে আবাসিক শিক্ষা গ্রহণ করতে হত। বালককে গুরুগৃহে নিয়ে যাওয়ার সময়ে 'উপনয়ন' নামে এক অনুষ্ঠান হত। গুরুগৃহে গিয়ে শিক্ষালাভ শুরু করার জন্য আবার 'উপাকর্ম' নামে এক অনুষ্ঠান প্রচলিত ছিল। বর্যশেষে শিক্ষার সমাপ্তিসূচক 'উৎসর্জন' বা 'উৎসর্গ' নামে এক অনুষ্ঠানের প্রথা বর্তমান ছিল। যেদিন বিদ্যালয় থেকে শিক্ষান্তে বালক যুবক হয়ে নিজগৃহে প্রত্যাবর্তন করত সেইদিন হত 'সমাবর্তন' অনুষ্ঠান। শিক্ষা সম্পর্কিত এই অনুষ্ঠানগুলির কথাও গৃহ্যসূত্রে আছে।

যে অনুষ্ঠানগুলির কথা এখানে এতক্ষণ বলা হল সেগুলি ছাড়াও গৃহীর পক্ষে অনুষ্ঠেয় কতকগুলি যাগযজ্ঞের বিবরণও গৃহ্যসূত্রে পাওয়া যায়। এগুলির মধ্যে আছে দেবযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, ব্রহ্মযজ্ঞ ও মনুষ্যযজ্ঞ—এই 'পঞ্চ-মহাযজ্ঞ'। এছাড়া আছে প্রত্যেক অমাবস্যা ও পূর্ণিমায় অনুষ্ঠেয় দর্শপূর্ণমাস যাগ। বৎসরে একবার মাত্র অনুষ্ঠেয় নানা অনুষ্ঠানের মধ্যে আছে শ্রবণা, ইন্দ্রযজ্ঞ, আশ্বযুজী, আগ্রহায়ণী, অষ্টকা, ফাল্গুনী এবং চৈত্রী অনুষ্ঠান। এগুলি যেন পৌরাণিক ধর্মের সেই বারোমাসে তেরো পার্বণের মতো। গৃহ্যসূত্রের মধ্যে আবার অন্ত্যেষ্টি এবং শ্রাদ্ধকর্মেরও বিবরণ আমরা পেয়ে থাকি।

পারিবারিক পার্থিব সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও কল্যাণের সঙ্গে জড়িত হয়ে রয়েছে গৃহনির্মাণ, গৃহপালিত পশু এবং কৃষিকার্যের প্রসঙ্গও। সূত্রকারেরা তাই স্বাভাবিকভাবেই সেই প্রসঙ্গও উপেক্ষা করে যেতে পারেন নি। আমরা তাই দেখি গৃহের বাছুরগুলির কানে বিশেষ চিহ্ন অঙ্কিত করা এবং পশুসম্পদ বৃদ্ধির জন্য বৃষকে উন্মুক্ত করা উপলক্ষে সূত্রগ্রন্থে বিশেষ বিধান দেওয়া হয়েছে। পশুসম্পদ বৃদ্ধির জন্যই বিহিত হয়েছে 'শূলগব' নামে অনুষ্ঠান। শস্যবৃদ্ধির জন্য বিধান দেওয়া হয়েছে কৃষির অধিষ্ঠাত্রী দেবী সীতার নিকট অর্ঘদানের। আগ্রয়ণ অনুষ্ঠানেও দেখা যায় দেবতার নিকট নবজাত শস্য আহুতি দেওয়া হচ্ছে শ্রীলাভের কারণে।

এছাড়া গৃহ্যসূত্রগুলির মধ্যে আমরা নানা লোকবিশ্বাসের উপকরণও পাই। এখানে দেখা যায় ঘরের মধ্যে পায়রা ঢুকে পড়লে, গৃহের মধ্যম স্তম্ভটি ভেঙে পড়লে, সঙ্গহীন কোন শৃগালের দিকে চোখ পড়ে গেলে সেই-সব অশুভ সংকেতজনিত ভাবী অমঙ্গল দূর করার জন্য নানা প্রায়শ্চিত্তের বিধান দেওয়া হয়েছে। অপরের আনুকূল্য অর্জনের জন্য, যশলাভের জন্য, ক্রুদ্ধব্যক্তির ক্রোধ প্রশমিত করার জন্য এবং রাজপদ প্রাপ্তির জন্যও নানা অনুষ্ঠানের নির্দেশ এই সূত্রগ্রন্থগুলিতে দেওয়া হয়েছে।

গুরু-শিষ্য-পরম্পরায় বেদের পঠন-পাঠন প্রচলিত থাকার ফলে নানা গুরুর নানা

সম্প্রদায় গড়ে ওঠে। এই সকল সম্প্রদায় 'শাখা' নামে পরিচিত। চার বেদেরই বিভিন্ন শাখা বা সম্প্রদায় ছিল। প্রত্যেক বেদেরই নিজ নিজ শাখাগুলির মধ্যে পারস্পরিক একটা মৌলিক ঐক্য থাকলেও মন্ত্রপাঠের রীতি, আঞ্চলিক আচার-অনুষ্ঠানগত ভেদ অর্থাৎ দেশাচারের ভিন্নতা প্রভৃতি বিষয়ে প্রত্যেক সম্প্রদায়ই তার নিজ বৈশিষ্ট্য রক্ষা করায় প্রয়াসী ছিল। মহাভাষ্য-গ্রন্থের প্রণেতা পতঞ্জলির উক্তি অনুসারে ঋগ্‌বেদের একুশটি, সামবেদের একহাজার, যজুর্বেদের একশত এবং অথর্ব-বেদের নয়টি শাখা। এককালে প্রত্যেক শাখারই নিজ নিজ গৃহ্যসূত্র হয়তো প্রচলিত ছিল, বর্তমানে কিন্তু সেগুলির অধিকাংশই বিলুপ্ত। এখন যে গৃহ্যসূত্রগুলি অবশিষ্ট আছে সেগুলির কোন্‌টি কোন্ বেদের অন্তর্গত, কোন্ বেদের কতগুলি গৃহ্যসূত্র এখনও বর্তমান আছে তার একটি তালিকা নীচে দেওয়া হল—

ঋগ্‌বেদ	—	আশ্বলায়ন শাঙ্খায়ন, শাম্বব্য গৃহ্যসূত্র।
সামবেদ	—	গোভিল, খাদির, জৈমিনীয় গৃহ্যসূত্র।
শুক্ল যজুর্বেদ	—	পারস্কর গৃহ্যসূত্র।
কৃষ্ণ যজুর্বেদ	—	বৌধায়ন, বাধূল (অসম্পূর্ণ), আপস্তম্ব, হিরণ্যকেশী, বৈখানস, কাঠক, মানব, বারাহ গৃহ্যসূত্র।
অথর্ববেদ	—	কৌশিকসূত্র।

গৃহ্যসূত্র বলতে সেই সূত্রগ্রন্থগুলিকেই বোঝায় যেখানে পারিবারিক নানা আচার-অনুষ্ঠানের বিবরণ সূত্রের আকারে দেওয়া হয়েছে। 'সূত্র' শব্দটি এসেছে সিব্-ধাতু থেকে, যার অর্থ হল একাধিক তন্তুকে পরস্পর সংযুক্ত করা— সিব্ + ষ্ট্রন্ —'সিবিমুচ্যোষ্টের্‌ ঊ চ' (উণাদি ৬০১)। যেমন একটি বস্ত্র নানা সূত্রের সংযোগে গঠিত হয়, তেমন এই গ্রন্থগুলিও সূত্রতুল্য নানা সংক্ষিপ্ত বাক্যের দ্বারা গঠিত বলে এগুলিকে সূত্রগ্রন্থ বলা হয়ে থাকে।

ঋগ্‌বেদের তিনটি গৃহ্যসূত্রের মধ্যে আশ্বলায়ন-গৃহ্যসূত্র অন্যতম। এই সূত্রগ্রন্থটি আশ্বলায়ন শাখার সঙ্গে যুক্ত। বৃত্তি অনুযায়ী অবশ্য এই গ্রন্থটি শাকল ও বাষ্কল দুই শাখার সঙ্গেই যুক্ত—'শাকলসমাম্নায়স্য বাষ্কলসমাম্নায়স্য চেদম্ এব সূত্রং গৃহ্যং চেত্যধ্যেতৃ-প্রসিদ্ধম্' (৩/৫/৯-বৃত্তি)। সাধারণত আশ্বলায়ন এই গ্রন্থটির রচয়িতা বলে স্বীকার করা হয়। ষড়্‌গুরুশিষ্যের বিবরণ অনুযায়ী আশ্বলায়ন ছিলেন আচার্য শৌনকের শিষ্য। এই শৌনকের নিজেরই রচিত একটি শ্রৌতসূত্রও না-কি ছিল। পরে আশ্বলায়ন নিজেও একটি শ্রৌতসূত্র রচনা করেন। শৌনক যখন শিষ্য আশ্বলায়নের রচিত সূত্রগ্রন্থটির কথা জানতে পারেন তখন সেই গ্রন্থের উৎকর্ষে ও রচনাকৌশলে মুগ্ধ হয়ে স্বরচিত গ্রন্থটি তিনি বিনষ্ট করে ফেলেন। কেবল তা-ই নয়, নিজে ঘোষণাও করেন যে, আশ্বলায়নের শ্রৌতসূত্রই হবে তাঁর সম্প্রদায়ের প্রামাণ্য সূত্রগ্রন্থ। এই দিক থেকে দেখলে আশ্বলায়ন ব্যক্তিবিশেষেরই নাম। আবার তা সম্প্রদায় (শাখা)-বিশেষের নামও হতে পারে এবং সে-ক্ষেত্রে আশ্বলায়ন-শ্রৌতসূত্র এবং আশ্বলায়ন-গৃহ্যসূত্র একই ব্যক্তির রচনা না হয়ে একই সম্প্রদায়ের অন্তর্গত

ভিন্ন দুই ব্যক্তির রচনা হতে পারে। মোট চারটি অধ্যায় নিয়ে আশ্বলায়নের এই গৃহ্যসূত্র। প্রত্যেক অধ্যায়ে আবার কয়েকটি করে খণ্ডিকা (ছোট খণ্ড) বা কাণ্ডিকা আছে। নিজ আচার্যের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে গ্রন্থকার গ্রন্থটি সমাপ্ত করেছেন। সমাপ্তিতে বলা হয়েছে—'নমঃ শৌনকায়'—শৌনককে নমস্কার। নিজ আচার্যের একটি মতের উল্লেখও আশ্বলায়ন তাঁর এই গ্রন্থে একস্থানে বিশেষ শ্রদ্ধার সঙ্গে করেছেন (৪/৭/১৪)। শ্রৌতসূত্রের মধ্যেও তিনি তাঁর আচার্যের নাম একাধিক স্থানে উল্লেখ করেছেন (১২/৮, ৩৫; ১২/১০/২ দ্রঃ)।

বেদজ্ঞমহলে 'বৃহদ্‌দেবতা' গ্রন্থটি শৌনকের রচনা বলে প্রচলিত। অনেকে অনুমান করেন শৌনক নয়, সম্ভবত শৌনকেরই কোন শিষ্য গ্রন্থটি রচনা করেছিলেন। এই গ্রন্থের ৪/১৩৯ শ্লোকে আশ্বলায়নের একটি মত উদ্ধৃত করা হয়েছে যা আশ্বলায়ন-গৃহ্যসূত্রের ২/৬/১২ অংশে পাওয়া যায়। এই বৃহদ্‌দেবতা আবার কাত্যায়নের 'সর্বানুক্রমণী' গ্রন্থের অন্যতম প্রধান উৎস। শৌনক তা'হলে কাত্যায়নের পূর্ববর্তী। এই কাত্যায়নই না-কি কাত্যায়ন-শ্রৌতসূত্রেরও রচয়িতা। সর্বানুক্রমণী-গ্রন্থে অনেক অতি প্রাচীন এবং পাণিনি কর্তৃক অসমর্থিত শব্দের উল্লেখ পাওয়া যায়। এ থেকে অনুমান করা যায় যে, অনুক্রমণীর রচয়িতা কাত্যায়ন ছিলেন পাণিনির পূর্ববর্তী। বৃহদদেবতায় যেহেতু আশ্বলায়নের নামের উল্লেখ আছে তাই আশ্বলায়ন সর্বানুক্রমণী ও তারও পূর্ববর্তী বৃহদ্‌দেবতা গ্রন্থেরও পূর্বতন এবং পাণিনির পূর্ববর্তী (আশ্বলায়ন ← বৃহদ্‌দেবতা ← সর্বানুক্রমণী ← পাণিনি)। ষড়্‌গুরুশিষ্য ঐতরেয় আরণ্যকের চতুর্থ অংশটি আশ্বলায়নেরই রচনা বলে মনে করেন ('চতুর্থারণ্যকং চেতি হ্যাশ্বলায়নসূত্রকম্'—ঐ. আ. রাজেন্দ্রলাল মিত্রের ভূমিকা দ্রঃ) এবং আরণ্যকের পঞ্চম অংশটিকে চতুর্থ অংশ বলেই তিনি উল্লেখ করেছেন (সর্বানুক্রমণী—ম্যাক্‌ডোনেলের সম্পাদিত সংস্করণের ভূমিকার ১৯ পৃষ্ঠা দ্রঃ)। সম্ভবত তিনি চতুর্থ ও পঞ্চম অংশটিকে একটি অখণ্ড অংশরূপেই পেয়েছিলেন। কীথ ঐতরেয় আরণ্যকের ৫/৩/২ অংশে আশ্বলায়ন-শ্রৌতসূত্রের (১/৫/১৭) অংশবিশেষের উল্লেখ আছে বলে মনে করেন (ঐতরেয় আরণ্যকের ভূমিকার ১৮-২০, ৭০ এবং অনুবাদ অংশের ২৯৭ পৃষ্ঠা দ্রঃ)। তাঁর মতে এই সাদৃশ্য থেকে বুঝা যায় যে, আশ্বলায়ন-শ্রৌতসূত্র এবং ঐতরেয় আরণ্যকের পঞ্চম অংশ একই ব্যক্তির রচনা। যেহেতু ঐতরেয় আরণ্যক পাণিনির পূর্ববর্তী তাই আরণ্যকের পঞ্চম অংশের রচয়িতা আশ্বলায়নও অবশ্যই পাণিনির পূর্ববর্তী হবেন। রচনাশৈলী থেকেও মনে হয় যে, আশ্বলায়নের গৃহ্যসূত্রটি সূত্রযুগের প্রথম পর্বের রচনা, কারণ কয়েকটি সূত্রে ব্রাহ্মণগ্রন্থসুলভ ভঙ্গী বেশ সুস্পষ্ট (৩/৩/১-৪; ৪/৪/২-৮)। এ থেকেও বেশ বুঝা যায় যে, আশ্বলায়নের গৃহ্যসূত্রটি পাণিনির অপেক্ষায় যথেষ্ট পূর্ববর্তী। আশ্বলায়নের শ্রৌতসূত্রের রচনাশৈলী অবশ্য তাঁর গৃহ্যসূত্রের অপেক্ষায় অনেকখানি সংক্ষেপধর্মী বা গোছানো কিন্তু বিশেষজ্ঞদের মতে কেবল এই কারণেই শ্রৌতসূত্রটিকে গৃহ্যসূত্রের অপেক্ষায় পরবর্তী বলে স্থির করা ঠিক হবে না।

আশ্বলায়ন-গৃহ্যসূত্রে সূত্রকার নিজ মতের সমর্থনে কয়েকটি স্থানে 'উদাহরন্তি' (১/১/৪; ৪/৬/১৫), 'বিজ্ঞায়তে' (১/২০/১০; ১/২১/৩; ৩/৯/৮; ৩/১০/৮; ৪/৪/৮; ৪/৮/৬; ৪/৯/১৬, ৩৯) এবং 'যজ্ঞগাথা' (১/৩/১০) বলে প্রামাণ্য কিছু উক্তি উদ্ধৃত করেছেন। এ ছাড়া 'একে' (১/৪/২, ৫, ৬; ১/৮/১২; ১/৯/৩; ১/২৩/২; ২/৪/১২; ৩/৫/১৭; ৪/৩/২২, ২৩; ৪/৮/১৩; ৪/৯/৫, ১৩) এবং 'আচক্ষতে' (৩/৫/১৯) বলে ভিন্ন মতও তিনি প্রসঙ্গত উল্লেখ করেছেন।

গ্রন্থের মধ্যে বিশেষ কিছু শব্দ আছে যা নানা কারণে আমাদের দৃষ্টি বিশেষভাবেই আকৃষ্ট করে। এই শব্দগুলি হল ব্রীহি, যব, মাষ, তিল (১/৯/৭; ১/১৭/২), কণ্টকী (৪/১/১৩), ক্ষীরী (ঐ), পলাশ, উদুম্বর (১/১৯/১৩), শমী (১/১৭/৩), ছাগ, ঐণেয়, রৌরব (১/১৯/৮), লোহা (৪/৩/১৮), শরাব (১/১৭/২), নবনীত (১/১৭/৭), দধি, মধু, ঘৃত (১/১৬/৫), ঘৃতান্ন (১/১৬/৪), ওদন, কৃসর, পায়স, দধিমন্থ, মধুমন্থ (২/৫/২), ছাগমাংস, তিত্তিরি মাংস (১/১৬/২, ৩) যক্ষ্মা (৩/৬/৪), অক্ষিস্পন্দন (৩/৬/৮), বৃষল (৪/২/২১), সরণজীবী (৩/৮/১১), চতুষ্পথ (১/৮/৬), বীণাবাদক (১/১৪/৬), গন্ধ, মাল্য, ধূপ, দীপ (৩/৮/১৩; ৪/৬/৪; ৪/৮/১), অনুলেপন দ্রব্য (৩/৮/১, ১৬), মণি, কুন্তল, বস্ত্র, ছাতা, জুতা, উষ্ণীষ, কাজল (ঐ), জনপদধর্ম (১/৭/১), বাস্তুদেবতা (১/২/৪), যমপুরুষ (১/২/৫), গুরু (৩/৯/৪; ৪/৪/১৯ ইত্যাদি), শৌনক (৪/৯/৪৫), ইতিহাস-পুরাণ (৪/৬/৬), রুদ্র-মহাদেব (৪/৯/৯), চৈত্যযজ্ঞ বা মানত (১/১২/১)।

ব্যাকরণগত দিক থেকে যে পদগুলি বিশেষ উল্লেখ্য সেগুলির কয়েকটি হল কৃতাকৃতৌ (১/৩/৪), অক্ষারলবণাশিনৌ (১/৮/১০), আবৃতা (১/১৫/১২ ইত্যাদি), শীতোষ্ণাভিঃ (৩/৮/৯), অমনোজ্ঞাঃ (৩/১০/৯), অক্ষারলবণাশী (৪/৪/১৬)।

ঋগ্বেদের অপর গৃহ্যসূত্রটি হল শাঙ্খায়ন-গৃহ্যসূত্র। এই সূত্রগ্রন্থ ঋগ্বেদের শাঙ্খায়ন শাখার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট; ওল্ডেনবার্গের মতে ঐ বেদের বাষ্কল শাখাকে অবলম্বন করেই গ্রন্থটি রচিত হয়েছিল।

শাঙ্খায়ন-গৃহ্যসূত্রে মোট ছয়টি অধ্যায় আছে। এর মধ্যে পঞ্চম ও ষষ্ঠ—এই দুটি অধ্যায়কে পরবর্তীকালের সংযোজন বলে মনে করা হয়। ভাষ্যকার নারায়ণ পঞ্চম অধ্যায়কে 'পরিশিষ্ট' বলে উল্লেখ করে ঐ অধ্যায়ের শুরুতেই বলেছেন—'অথ পরিশিষ্টাখ্যঃ পঞ্চমোঽধ্যায় আরভ্যতে'। পঞ্চম অধ্যায়ের শেষেও তিনি বলেছেন—''পঞ্চমাধ্যায়ঃ পরিশিষ্টরূপঃ সমাম্নাতঃ''। বাসুদেবের রচিত 'শাঙ্খায়ন-গৃহ্যসংগ্রহ' নামে গ্রন্থেও আমরা এই দুই অধ্যায়ের কোন উল্লেখ পাই না। ঋগ্বেদের অপর এক গৃহ্যসূত্র হচ্ছে কৌষীতকী-গৃহ্যসূত্র। ঐ গৃহ্যসূত্রের সঙ্গে শাঙ্খায়ন গৃহ্যসূত্রের নিবিড় সাদৃশ্য রয়েছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও পঞ্চম ও ষষ্ঠ অধ্যায়ের বিষয়বস্তুর অনুরূপ কোন বিষয়ের আলোচনা কৌষীতকীর সূত্রে আমরা পাই না। শাঙ্খায়ন-গৃহসূত্রের প্রথম অধ্যায়ের ২৬তম খণ্ডটি প্রক্ষিপ্ত অংশ বলেই

মনে হয়। কারণ, এই গৃহ্যসূত্রের আলোচ্য বিষয়বস্তুর সঙ্গে কৌষীতকী-গৃহ্যসূত্রের মিল থাকলেও ২৬তম খণ্ডের বিষয়বস্তুর অনুরূপ কোন বিষয়বস্তু সেখানে আলোচিত হয় নি এবং ভাষ্যকার নারায়ণ স্পষ্টতই এই অংশকে 'ক্ষেপক' খণ্ড বলে উল্লেখ করেছেন।

এই গৃহ্যসূত্রের গ্রন্থকার কে? ওল্ডেনবার্গ বলেন যে, সুযজ্ঞ, যাঁর বংশানুক্রমিক নাম শাঙ্খায়ন, তিনিই হচ্ছেন এই গ্রন্থের রচনাকর্তা। এই প্রসঙ্গে ওল্ডেনবার্গ তাঁর নিজ মতের সমর্থনে আলোচ্য গৃহ্যসূত্রে এবং আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্র ও শাম্বব্য-গৃহ্যসূত্রে তর্পণপ্রকরণে যে-সকল আচার্যদের নাম উল্লেখ করা হয়েছে, তাঁদের প্রতিও আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট করেছেন। আলোচ্য গৃহ্যসূত্রে ১/১/১০ সূত্রের ব্যাখ্যায় নারায়ণের 'অত্রারণিপ্রদানম্ যদধ্বর্যুঃ কুরুতে ক্বচিত্। মতং তং ন সুযজ্ঞস্য মথিতং সোঽত্র নেচ্ছতি' এই উক্তিটিরও উল্লেখ করেছেন।

কৌষীতকী এবং শাঙ্খায়নের গৃহ্যসূত্রে কয়েকটি অভিন্ন শ্লোক পাওয়া যায়। যেমন—শা. গৃ. ১/১০/৭-৯; ৪/৫/১৭; ২/১৬, ১৭ অংশের শ্লোক যথাক্রমে কৌ. গৃ. ১/৬/৭; ৩/৭/১৩; ৩/১০/৩৫ অংশের সঙ্গে সমান। এছাড়া এমন অনেক শ্লোক আছে যা কৌষীতকী-গৃহ্যসূত্রে থাকলেও শাঙ্খায়ন গৃহ্যসূত্রে আমরা পাই না। শাঙ্খায়ন-গৃহসূত্রের যে শ্লোকগুলি কৌষীতকীর সঙ্গে অভিন্ন সেগুলিও শাঙ্খায়ন-গৃহ্যসূত্রে সংশ্লিষ্ট খণ্ডগুলির শেষাংশেই পাওয়া যায়। এই কারণে অভিন্ন শ্লোকগুলির উপর নির্ভর করে শাঙ্খায়ন-গৃহ্যসূত্রের কাল নির্ণয় করা সম্ভব নয় বলেই মনে হয়।

আশ্বলায়ন-গৃহ্যসূত্রের সঙ্গে শাঙ্খায়ন-গৃহ্যসূত্রের তুলনামূলক আলোচনা করলে দেখা যায় যে, তর্পণ-প্রকরণে আচার্যদের নামের তালিকায় শাঙ্খায়নের নাম আশ্বলায়নের পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। এ থেকে মনে হতে পারে যে, শাঙ্খায়ন আশ্বলায়নের অপেক্ষায় পূর্ববর্তী, কিন্তু এই যুক্তি তেমন নির্ভরযোগ্য নয় বলেই বিশেষজ্ঞগণ মনে করে থাকেন। এর কারণ এই যে, ঐ তালিকার মধ্যে দেখা যায় ঐতরেয় এবং শাকল্যের মতো প্রাচীন আচার্যের নামও উল্লেখ করা হয়েছে শাঙ্খায়নের নামের পরে। এই দুই গৃহ্যসূত্রের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা করলে দেখা যায় রচনাশৈলী এবং ভাবের ক্রমবিকাশের দিক থেকে আশ্বলায়নই শাঙ্খায়নের পূর্ববর্তী। আশ্বলায়ন-গৃহ্যসূত্রের তুলনায় শাঙ্খায়ন-গৃহ্যসূত্রের বর্ণনারীতি কিছুটা অগোছাল ও ত্রুটিপূর্ণ। শাঙ্খায়ন-গৃহ্যসূত্রে উদাহরণ এবং ব্যাখ্যামূলক উদ্ধৃতি বিশেষ পাওয়া যায় না, কিন্তু আশ্বলায়নে তা আছে। তাছাড়া এই গৃহ্যসূত্রে (শাঙ্খায়নে) অসমাপিকা ক্রিয়া (ক্ত্বাচ্ ও ল্যপ্ প্রত্যয়যুক্ত ধাতু), ভাবলক্ষণে সপ্তমী (দুটি কর্তার একটিতে সপ্তমী—ভাবে সপ্তমী) এবং শতৃ ও শানচ্ প্রত্যয়ের ব্যবহার প্রায়শই লক্ষ্য করা যায় এবং তা করা হয়েছে বিবরণকে আরও সংক্ষেপধর্মী করারই জন্য। বিবাহের শেষে উপহার প্রদানের ক্ষেত্রে এখানে বর্ণব্যবস্থার বিশেষ গুরুত্ব লক্ষ্য করা যায় (১/১৪)। চূড়াকরণের বয়স (১/২৮) এবং উপনয়নে কোন্ ছন্দের সাবিত্র মন্ত্রে বালককে দীক্ষিত করা হবে (২/৫) সেই বিষয়েও বর্ণভেদ অনুযায়ী ব্যবস্থার ভেদ আমরা এখানে লক্ষ্য করে থাকি।

আশ্বলায়ন-গৃহ্যসূত্রে কিন্তু এই-সব ক্ষেত্রে বর্ণ অনুযায়ী ব্যবস্থার কোন ভেদভাব দেখা যায় না। এই কারণেও মনে হয় পরবর্তীকালে সমাজে বর্ণব্যবস্থা যখন আরও কঠোর হয়ে উঠেছিল তখনই শাঙ্খায়ন-গৃহ্যসূত্র রচিত হয়েছিল। ঐতরেয়-আরণ্যকের সঙ্গে শাঙ্খায়ন-শ্রৌতসূত্রের তুলনা করলেও শাঙ্খায়নের অপেক্ষায় আশ্বলায়ন যে পূর্ববর্তী তা প্রমাণিত হয়।

আশ্বলায়ন ও শাঙ্খায়নের গৃহ্যসূত্রে তাঁদের নিজ নিজ সম্প্রদায়ের শ্রৌতসূত্রের পরোক্ষ উল্লেখ পাওয়া যায়। ভাষা, রচনাশৈলী এবং বিষয়বস্তুর দিক থেকে বিবেচনা করলেও সুযজ্ঞ শাঙ্খায়নই যে শাঙ্খায়ন-শ্রৌতসূত্র ও শাঙ্খায়ন-গৃহ্যসূত্রের প্রণেতা এবং আশ্বলায়নই যে আশ্বলায়ন সম্প্রদায়ের শ্রৌত ও গৃহ্যসূত্রের প্রণেতা তা স্পষ্ট বুঝা যায়। হিলেব্রান্ত্ মনে করেন যে, এই দুই আচার্যের মধ্যে শাঙ্খায়নই পূর্ববর্তী এবং আশ্বলায়ন তাঁর অপেক্ষায় পরবর্তী। কিন্তু ঐতরেয় আরণ্যকে (আশ্বলায়ন-শ্রৌতসূত্রে মহাব্রতের বিবরণ নেই) এবং শাঙ্খায়ন-শ্রৌতসূত্রে মহাব্রতের যে বিবরণ প্রদত্ত হয়েছে, তা থেকে বুঝা যায় যে, ঐতরেয় আরণ্যকের পঞ্চম অংশটি অর্থাৎ যে অংশে মহাব্রতের আলোচনা ও আশ্বলায়ন-শ্রৌতসূত্রের উল্লেখ আছে সেই অংশটি শাঙ্খায়ন-শ্রৌতসূত্রের অপেক্ষায় প্রাচীনতর। আরও অনুমান করা হয় যে, আশ্বলায়নের গৃহ্যসূত্রটিও শাঙ্খায়নের গৃহ্যসূত্রের অপেক্ষায় প্রাচীনতর।

শাঙ্খায়ন-গৃহ্যসূত্রেও আশ্বলায়ন-গৃহ্যসূত্রের মতোই স্থানে স্থানে অন্য গ্রন্থ থেকে প্রমাণরূপে কিছু কিছু উক্তি উদ্ধৃত হতে দেখা যায়। যেমন—১/২/৬; ১/৭/১১; ১/৮/১৩; ১/১০/৬ সূত্রে তা দেখে থাকি। 'আচার্য' (১/১/১০) এবং 'মাণ্ডূকেয়' (১/২৪/৭) শব্দের উল্লেখও এই প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য। এছাড়া 'একে' শব্দের উল্লেখ করে সূত্রকার অনুষ্ঠানের কোন বিশেষ বিষয় সম্পর্কে ভিন্নমতাবলম্বীদের মতও উপস্থাপিত করেছেন (১/১/৭, ৯; ১/৩/১২, ১৬; ১/৫/৪; ১/১৩/৭; ২/১২/১৫; ৪/১/১০ সূত্র দ্র:)।

কতকগুলি শব্দের উল্লেখ থেকে আমরা সে-যুগের বনজ-সম্পদ, খাদ্য, ধর্মাচরণ ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কেও কিছু কিছু তথ্যের সন্ধান পাই। কুশ-কণ্টক (১/২০/৩), ন্যগ্রোধ (১/২০/৩; ২/১/১৯), উদুম্বর (১/২২/৮), পলাশ (২/১/১৮), অধ্যাণ্ডা (১/১৯/১), কাকাতনী, মচকচাতনী, কোশাতকী, বৃহতী, কালক্লীতক (১/২৩/১), শণ (১/২৪/১১), মুঞ্জা (২/১/১৫), ঊর্ণাসূত্র (২/১/১৭), সর্প (৪/১৫/৬), অক্ষত (২/৮/১), ব্রীহি, যব, মাষ, তিল (১/২৮/৬), কর্কন্ধু (৪/১৯/২), ধানা (২/৮/১), ধান্যপাত্র (১/২৮/২৪), দধি, মধু, ঘৃত (১/২৭/৬), মাংস (৬/১/৭), লোহক্ষুর (১/২৮/৭), অতিবাত (৪/৭/২৮), বজ্রপাত (৬/১/১২), শূদ্র (৪/৭/২০, ৩৩), পুষ্করিণী, কূপ, তড়াগ (৫/২/১), আরাম বা পার্ক (৫/৩/১), গুরু (৪/৮/৫), ইতিহাস-পুরাণ (১/২৪/৮), মাতৃযাগ (৪/৪/৩), ত্রিপুণ্ড্রধারণ (২/১০/৬), ভদ্রকালী (২/১৪/১৪), দেবতার তুণ্ডিলমূর্তি (৪/১৯/৩) শব্দগুলি এই প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখ্য।

এই গ্রন্থের অনেক সূত্রেই অসমাপিকা ক্রিয়ার (ক্তাচ্, শতৃ, শানচ্ প্রত্যয়ের) প্রয়োগ

লক্ষ্য করার মতো। ১/৭/৮; ১/৮/১৮, ২০; ১/১৩/১৩; ৩/১/১; ৫/১/১ ইত্যাদি সূত্র তার কয়েকটি উদাহরণ। এ ছাড়া 'কুমার্যৈ' (১/৫/৫; ১/১২/১), 'মূর্ধনি' (১/৬/৬; ১/১৩/১; ১/১৬/৭), 'গ্রহণাসাদনপ্রোক্ষণানি' (১/৩/৪) ইত্যাদি পদের ব্যবহারও উল্লেখযোগ্য।

শাঙ্খায়ন-গৃহ্যসূত্রের সঙ্গে পারস্কর-গৃহ্যসূত্রেরও বেশ কিছু আক্ষরিক মিল দেখা যায়। এই প্রসঙ্গে শাঙ্খায়ন-গৃহ্যসূত্রের ১/৫/১-৫ অংশের এবং পারস্কর-গৃহ্যসূত্রের ১/৪/১-৫ অংশের কথা এখানে বিশেষভাবেই উল্লেখযোগ্য। দুই গৃহ্যসূত্রেই বিবাহ-অনুষ্ঠান সম্পর্কে যে সূত্রগুলি পরস্পর প্রায় অভিন্ন সেগুলি সংশ্লিষ্ট খণ্ডে আলোচনার প্রথমাংশেই স্থান পেয়েছে। ওল্ডেনবার্গ মনে করেন, এই প্রারম্ভিক অভিন্ন সূত্রগুলি কোন এক প্রাচীনতর অভিন্ন উৎস থেকেই সংগ্রহ করা হয়েছিল। এই ধরনের সাদৃশ্য আবার আমরা পাই শাঙ্খায়ন-গৃহ্যসূত্রের ১/১৪/১৩-১৬; ১/২২/১০-১২; ৩/১১ এবং পারস্কর-গৃহ্যসূত্রের ১/৮/১৫-১৮; ১/১৫/৬, ৭; ৩/৯ অংশে (দুটি গ্রন্থেই বিবাহ-অনুষ্ঠানের বিবরণের শেষাংশে এই মিল পাওয়া যায়)। ওল্ডেনবার্গ তাই মনে করেন যে, পারস্কর ঋগ্বেদের কোন সূত্রগ্রন্থ থেকেই তাঁর বিষয়বস্তু আহরণ করেছিলেন। উল্লেখ্য যে, পারস্করের গ্রন্থে মন্ত্রের যে সমস্ত প্রতীক গ্রহণ করা হয়েছে, সেই মন্ত্রগুলির সঙ্গে বাজসনেয়-সংহিতার তেমন কোন যোগই নেই।

মনুস্মৃতির ২/২৪৬ শ্লোকটির পাঠ শাঙ্খায়ন-গৃহ্যসূত্রে যে আকৃতিতে আমরা পাই, তা বশিষ্ঠ-ধর্মসূত্র এবং মনুস্মৃতিতে প্রদত্ত পাঠের অপেক্ষায় প্রাচীনতর বলেই মনে হয়। শাঙ্খায়নের গ্রন্থে বলা হয়েছে, সোমযাগে প্রাণিহত্যা করা যেতে পারে এবং সেই কারণে মনে হয়, যখন সোমযাগে পশুবলি দেওয়ার রীতি অপ্রচলিত হয়ে যায় নি, সেই সময়েই এই গ্রন্থটি রচিত হয়েছিল। বশিষ্ঠ-ধর্মসূত্রে এবং মনুস্মৃতিগ্রন্থের সংশ্লিষ্ট অংশে সোমযাগের পরিবর্তে 'যজ্ঞ' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। এ থেকে বুঝা যায়, সোমযাগ সমাজে তখন প্রায় অপ্রচলিত অথবা বিলুপ্তপ্রায় হয়ে পড়েছিল।

আশ্বলায়ন এবং শাঙ্খায়নের গৃহ্যসূত্র ছাড়াও কৌষীতকী-গৃহ্যসূত্র নামে ঋগ্বেদের আর একটি গৃহ্যসূত্র পাওয়া যায়। এই তৃতীয় সূত্রগ্রন্থটি শাম্বব্যের রচিত। রচনাকর্তার নাম অনুসারে গ্রন্থটি শাম্বব্য-গৃহ্যসূত্র নামেও পরিচিত। এই গৃহ্যসূত্রে মোট পাঁচটি অধ্যায় আছে। গ্রন্থটির সঙ্গে শাঙ্খায়ন-গৃহ্যসূত্রের বহু সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। কতকগুলি ক্ষেত্রে দুই গ্রন্থের ভাষাও প্রায় এক। কিন্তু শাঙ্খায়নের পঞ্চম ও ষষ্ঠ অধ্যায়ে যে-সকল বিষয় আলোচিত হয়েছে, এই গৃহ্যসূত্রে তা পাওয়া যায় না। আবার এই গৃহ্যসূত্রের পঞ্চম অধ্যায়ে যে অন্ত্যেষ্টিকর্মের আলোচনা করা হয়েছে, তা শাঙ্খায়নের গৃহ্যসূত্রে পাওয়া যায় না। সম্ভবত তার উৎস তাই গৃহ্যসূত্র নয়, শাঙ্খায়ন-শ্রৌতসূত্রের ৪/১৪-১৬ অংশই। কৌষীতকী-গৃহ্যসূত্রে ১/২০ অংশে যে কর্ণবেধ অনুষ্ঠানের কথা বলা হয়েছে, তা অবশ্য গ্রন্থের একটি অভিনব সংযোজন বলেই মানতে হয়।

কৌষীতকী-গৃহ্যসূত্র এবং শাঙ্খায়ন-গৃহ্যসূত্রে কিছু কিছু শ্লোক উদ্ধৃত হয়েছে। এই ধরনের কতকগুলি শ্লোকের বিষয়বস্তুর সঙ্গে মনুস্মৃতির কিছু শ্লোকের বিশেষ সাদৃশ্য দেখা যায় এবং একটি শ্লোকে মনুর প্রামাণ্য বিশেষভাবেই উল্লেখও করা হয়েছে (কৌ. গৃ. ২/৩/১৯; ৩/৭/১৩; ৩/১০/৩৫ (ক), (গ), (ছ) এবং মনু ২/২৪৬; ৪/১১৯; ৫/৪১; ৩/১০৩; ৩/১০০ তুলনীয়)। এ থেকে অনুমান করা হয়ে থাকে যে, কৌষীতকী-গৃহ্যসূত্র রচিত হয়েছিল মনুস্মৃতি রচিত হওয়ার পরে। মনুর নামে প্রচলিত প্রথমোক্ত শ্লোকটি (২/২৪৬) বশিষ্ঠের ধর্মসূত্রেও পাওয়া যায়। ধর্মসূত্রে উদ্ধৃত শ্লোকটির সঙ্গে অবশ্য মনুস্মৃতির শ্লোকের কোন পাঠান্তর দেখা যায় না, কিন্তু পূর্বোক্ত দুই গৃহ্যসূত্রে মনুস্মৃতির অপেক্ষায় সামান্য পাঠান্তর বর্তমান। ব্যুহলার অবশ্য মনে করেন যে, শাঙ্খায়ন-গৃহ্যসূত্রে মনুস্মৃতি থেকে নয়, সম্ভবত মানব-ধর্মসূত্র থেকেই সংশ্লিষ্ট শ্লোকটি উদ্ধৃত হয়েছে। অন্যান্য শ্লোকগুলি সম্পর্কে তাঁর মত হল, ঐ শ্লোকগুলি মনুস্মৃতি থেকেই উদ্ধৃত। আমাদের এখানে মনে রাখতে হবে যে, অন্য গ্রন্থ থেকে শ্লোক উদ্ধৃত করার রীতি কেবল যে এই দুই গৃহ্যসূত্রেই লক্ষ্য করা যায় তা নয়, অন্যান্য গৃহ্যসূত্রেও এবং সূত্রাকারে রচিত অন্যান্য গ্রন্থেও এই প্রবণতা বর্তমান। আচার্য যাস্কের নিরুক্তগ্রন্থেও তাই দেখা যায় মনুসংহিতা থেকে শ্লোক উদ্ধৃত হয়েছে (৩/১/৪)। হপ্‌কিন্‌স এবং ব্যুহলার মনে করেন যে, বিদগ্ধ সমাজে লোকমুখে এমন অনেক প্রাচীন শ্লোক প্রচলিত ছিল যেগুলি মনুরই রচনা বলে বিশ্বাস করা হত এবং বিভিন্ন গ্রন্থে তাঁরই নামে সেগুলি উদ্ধৃত হত। যে অভিন্ন শ্লোকগুলির কথা উপরে বলা হয়েছে সেগুলি কৌষীতকী-গৃহ্যসূত্রের প্রত্যেক খণ্ডের শেষাংশেই পাওয়া যায়। ঐ শ্লোকগুলি তাই গ্রন্থের মৌলিক অংশ কি-না, তা নিয়ে সন্দেহ থেকেই যায়। শ্লোকগুলিকে বাদ দিলে আলোচ্য বিষয়ের বিবরণ যে অসম্পূর্ণ থেকে যায়, তাও কিন্তু মোটেই নয়। শ্লোকগুলি তাই পরবর্তীকালের সংযোজন হতেই পারে। এই উদ্ধৃত শ্লোকগুলির ভিত্তিতে কৌষীতকী-গৃহ্যসূত্রের রচনাকাল স্থির করা তাই উচিত হবে না। এই গৃহ্যসূত্রের পঞ্চম অধ্যায়টি সম্ভবত শাঙ্খায়ন-শ্রৌতসূত্রের ৪/৩-৫ (প্রেতকর্ম-সম্পর্কিত) অংশের ভিত্তিতেই রচিত। এছাড়া গ্রন্থের অন্যান্য অংশও শাঙ্খায়ন-গৃহসূত্রেরই পরিমার্জিত রূপ এবং নূতন স্বতন্ত্র এক গৃহ্যসূত্ররূপে পরিগণিত হওয়ার ঠিক উপযুক্ত নয়। মোটের উপর কৌষীতকী-গৃহ্যসূত্র শাঙ্খায়ন-গৃহ্যসূত্রের অপেক্ষায় অবশ্যই পরবর্তী।

উপরে যে তিনটি গৃহ্যসূত্রের উল্লেখ করা হল, সেগুলি ছাড়াও নানা সূত্রে ঋগ্বেদের আরও কয়েকটি অপ্রকাশিত গৃহ্যসূত্রের সন্ধান পাওয়া যায়। এই গ্রন্থগুলি হল—শৌনক, ভার্বীয়, শাকল্য, পৈঙ্গি এবং পারাশরের গৃহ্যসূত্র।

এখানে প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, আশ্বলায়ন-গৃহ্যসূত্রের ও শাঙ্খায়ন-গৃহ্যসূত্রের উপর নারায়ণের বৃত্তি বা ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। আশ্বলায়ন-শ্রৌতসূত্রের উপর যে নারায়ণ ব্যাখ্যা লিখেছেন তিনি কিন্তু নরসিংহের পুত্র গার্গ্য নারায়ণ ("তত্প্রসাদাত্ ময়েদানীং ক্রিয়তে

বৃত্তির্ ঈদৃশী। নারায়ণেন গার্গ্যেণ নরসিংহস্য সূনুনা।।" —বৃত্তির শুরুতে উক্ত)। অপর পক্ষে দেখি গৃহ্যসূত্রের ব্যাখ্যাকার নৈধ্রুব নারায়ণ দিবাকরের পুত্র—"দিবাকর-দ্বিজবর্য-সূনুনা নৈধ্রুবেণ বৈ। নারায়ণেন বিপ্রেণ কৃতেয়ং বৃত্তির্ ঈদৃশী।।" (গ্রন্থশেষে কথিত)।

বৈদিক যজ্ঞ সাধারণত দুই প্রকারের—শ্রৌতযজ্ঞ ও গৃহ্যযজ্ঞ। বেদের মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ অংশে যা সাক্ষাৎ বিহিত হয়েছে, যে যজ্ঞগুলির সম্পর্কে সেখানে সংক্ষেপে অথবা বিস্তারে আলোচনা করা হয়েছে, তা হচ্ছে শ্রৌতযজ্ঞ। সাক্ষাৎ শ্রুতির দ্বারা বিহিত বলে সেগুলি শ্রৌতযজ্ঞ। বেদের মধ্যে অনেক পারিবারিক অনুষ্ঠানেরও উল্লেখ আছে। সেগুলিও তাই শ্রৌতযজ্ঞরূপে গণ্য হতে পারে। ঠিক ঠিক বলতে গেলে তাই যেগুলির অনুষ্ঠানে কমপক্ষে তিনটি অগ্নিকুণ্ডের এবং (অগ্নিহোত্র ছাড়া) একাধিক ঋত্বিকের প্রয়োজন হয় সেগুলিই হচ্ছে শ্রৌতযজ্ঞ। অপরপক্ষে বেদে সাক্ষাৎ উল্লেখ থাক বা না থাক, যেগুলির অনুষ্ঠানে একটিমাত্র অগ্নিকুণ্ড থাকে অথবা তা না থাকলেও চলে এবং একজন মাত্র পুরোহিত থাকে অথবা থাকে না সেগুলিই হচ্ছে গৃহ্যযজ্ঞ। যদি অগ্নি প্রজ্বলিত করে কুণ্ডে আহুতি দেওয়া হয় তাহলে গৃহ্যযজ্ঞেও শ্রৌতযজ্ঞের অনুষ্ঠানরীতিই মোটামুটি অনুসরণ করা হয়ে থাকে, তবে সেই পদ্ধতির পুনরুল্লেখ আর গৃহ্যসূত্রে করা হয় না। কিন্তু গৃহ্যসূত্রে বিহিত অনুষ্ঠানগুলিকে ঠিক ঠিক বোঝার জন্য শ্রৌতযাগগুলির, বিশেষ করে শ্রৌত ইষ্টিযাগ ও পশুযাগের, অনুষ্ঠান-পদ্ধতি জানা থাকলে সুবিধা হয়। এখন তাই সেগুলির সম্পর্কে এখানে সংক্ষেপে কিছু বলা হচ্ছে।

শ্রৌতযাগগুলিকে মোটামুটি ইষ্টিযাগ, পশুযাগ ও সোমযাগ—এই তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়ে থাকে। ইষ্টিযাগে শস্যজাত দ্রব্যই অগ্নিতে আহুতি দেওয়া হয়। পশুযাগে দেওয়া হয় শস্যজাতদ্রব্য ছাড়াও পশুর বিশেষ বিশেষ অঙ্গের মাংস। সোমযাগের প্রধান আহুতি দ্রব্য হচ্ছে সোমলতার নিষ্কাশিত রস। এই সোমরস ছাড়াও সঙ্গে থাকে শস্যজাত দ্রব্য এবং পশুর মাংসও। এগুলি ছাড়াও তিন শ্রেণীর যাগেই আজ্য বা তরল ঘি অথবা অন্য কোন দুগ্ধজাত দ্রব্যও আহুতি দেওয়া হয়ে থাকে।

যাগের যেটি মুখ্য অনুষ্ঠান, তাকে বলে 'প্রধান যাগ' এবং ঐ প্রধানযাগে যে যে দেবতার উদ্দেশে আহুতি প্রদান করা হয়, তাঁদের বলা হয় 'প্রধান দেবতা'। প্রধান যাগের আগে ও পরে থাকে বেশ কিছু গৌণ অনুষ্ঠান। এই গৌণ অনুষ্ঠানগুলিকে বলে 'অঙ্গযাগ'। ইষ্টিযাগে শস্যজাত অথবা দুগ্ধজাত দ্রব্যই প্রধানযাগের দ্রব্য এবং আজ্য (তরল ঘি) গৌণ যাগগুলির দ্রব্য। পশুযাগে পশুমাংসই প্রধানযাগের দ্রব্য এবং শস্যজাত দ্রব্য ও আজ্য প্রভৃতি গৌণযাগের দ্রব্য। সোমযাগে প্রধানযাগে সোমরসই মুখ্যদ্রব্য এবং গৌণযাগগুলির অনুষ্ঠান হয় আজ্য, দুগ্ধজাত দ্রব্য, শস্যজাত দ্রব্য অথবা পশুমাংস দ্বারা।

যে যাগের সকল অঙ্গের সম্পূর্ণ বিবরণ যজ্ঞগ্রন্থে দেওয়া থাকে তাকে বলা হয় 'প্রকৃতিযাগ'। এই দিক থেকে দর্শপূর্ণমাস হচ্ছে সকল ইষ্টিযাগের, নিরূঢ় পশুবন্ধ সকল

পশুযাগের এবং জ্যোতিষ্টোম যাগ সকল সোমযাগের প্রকৃতি বা আদর্শ বা মূল ছাঁদ। যে যাগগুলির পূর্ণাঙ্গ বিবরণ শ্রুতিতে অথবা কোন প্রামাণ্য যজ্ঞগ্রন্থে নেই সেই যাগগুলিকে বলা হয় 'বিকৃতিযাগ'। বিকৃতি এই কারণে যে প্রকৃতিযাগগুলির তুলনায় এই-সব যাগের অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে দ্রব্য ও দেবতায় এবং অঙ্গযাগের কোন কোন অংশে কিছু বিকৃতি বা পরিবর্তন ঘটে থাকে। বিকৃতি শব্দটি এখানে নিন্দাসূচক কোন শব্দ নয়, বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন বা মূলের অপেক্ষায় পরিবর্তিত এই হচ্ছে তার প্রকৃত অর্থ।

প্রত্যেক অমাবস্যায় (দর্শে) ও পূর্ণিমায় এবং এই দুই তিথিরই ঠিক পরবর্তী প্রতিপদ-তিথিতে যে যাগের অনুষ্ঠান হয়, তারই নাম 'দর্শপূর্ণমাস'। এটি একটি যুগলবদ্ধ অনুষ্ঠান - অর্থাৎ দর্শযাগ ও পৌর্ণমাসযাগ এই ভিন্ন দুটি যাগ মিলিত হয়ে একত্রে 'দর্শপূর্ণমাসযাগ' এই যুগ্ম নামে পরিচিত। দুটি যাগের মধ্যে পৌর্ণমাস যাগটিরই অনুষ্ঠান হয় আগে, পূর্ণিমা ও প্রতিপদের দিনে, আর দর্শযাগটির হয় পরবর্তী অমাবস্যা ও শুক্লা প্রতিপদে। দুই যাগেরই অনুষ্ঠানক্রম প্রায় অভিন্ন এবং সংক্ষেপে এই প্রকার—

পৌর্ণমাসযাগ

পূর্ণিমার দিন—

(১) অগ্নিপ্রণয়ন ও অন্বাধান—কুণ্ডে পরিসমূহন, গোময়-লেপন, রেখাকরণ, পাংসু-উদ্ধরণ ও জলপ্রোক্ষণ—এই পাঁচটি 'ভূ-সংস্কার' করে অগ্নির প্রণয়ন করতে হয়।

(২) বপন অর্থাৎ ক্ষৌরকর্ম।

(৩) কাষ্ঠ-আহরণ ও কুশ-সংগ্রহ।

প্রতিপদের দিন—

(১) পাত্রস্থাপন ও অপ্-প্রণয়ন।

(২) হবির্নির্বাপ ও হবিঃপ্রোক্ষণ—প্রত্যেক দেবতার উদ্দেশ্যে তিনবার করণীয়।

(৩) অবহনন, পেষণ, পুরোডাশ-নির্মাণ।

(৪) পুরোডাশ-শ্রপণ—অগ্নিতে পুরোডাশ পাক করা।

(৫) পত্নীসন্নহন—'যোক্ত্র' নামে তৃণনির্মিত রজ্জু নিয়ে অধ্বর্যু তা যজমানের পত্নীর কটিতে বেঁধে দেন।

(৬) আজ্যাবেক্ষণ—(ক) পত্নী আজ্যস্থালীর আজ্য প্রথমে চোখ বন্ধ করে এবং পরে চোখ মেলে দেখেন।
(খ) অধ্বর্যু ঐ ভাবেই দেখেন।
(গ) যজমানও ঐ ভাবেই দেখেন।

(৭) পাত্রসমূহে আজ্যগ্রহণ—জুহূ, ধ্রুবা, উপভৃতে।

(৮) বেদিস্তরণ—বেদিতে কুশ বিছানো।

(৯) আহবনীয়ে পরিধি-পরিধান—পশ্চিম, দক্ষিণ ও উত্তরে একটি করে কাঠ রাখা হয়।

(১০) সামিধেনী—আহবনীয় নামে অগ্নিকুণ্ডে পনেরটি কাঠের স্থাপন।

(১১) আঘার—(ক) প্রজাপতির উদ্দেশ্যে কুণ্ডে বিনা মন্ত্রে বায়ু কোণ (উত্তর-পশ্চিম) অর্থাৎ উত্তর পরিধির সন্ধি থেকে অগ্নি (দক্ষিণ-পূর্ব) কোণ পর্যন্ত আজ্যদান।
(খ) অগ্নি ও পরিধির সংমার্গকরণ—আগ্নীধ্র 'স্ফ্য' নামে কাঠের তৈরী খড়্গা দিয়ে তা করেন।
(গ) ইন্দ্রের উদ্দেশ্যে নৈঋত (দক্ষিণ-পশ্চিম) কোণ অর্থাৎ দক্ষিণ পরিধির সন্ধিস্থল থেকে ঈশান (উত্তর-পূর্ব) কোণ পর্যন্ত আজ্যপ্রদান।

(১২) আর্ষেয়বরণ—বংশের ঋষিদের নাম-উল্লেখ।

(১৩) প্রযাজ—সমিৎ, তনূনপাৎ, ইট্, বর্হিঃ, স্বাহাকার এখানে দেবতা এবং দ্রব্য আজ্য।

(১৪) আজ্যভাগ—(ক) অগ্নির উদ্দেশে উত্তর-পূর্বার্ধে। দ্রব্য-আজ্য।
(খ) সোমের উদ্দেশে দক্ষিণ-পূর্বার্ধে। দ্রব্য আজ্য।

(১৫) প্রধানযাগ—অগ্নি, অগ্নি-সোম / বিষ্ণু / প্রজাপতি (উপাংশু), অগ্নি-সোম—পৌর্ণমাসে। অগ্নি, উপাংশুযাগ, ইন্দ্র-অগ্নি/ইন্দ্র/মহেন্দ্র—দর্শযাগে।

(১৬) পার্বণ-হোম ও নারিষ্ঠ হোম।

(১৭) স্বিষ্টকৃৎ—দেবতা ঃ অগ্নি স্বিষ্টকৃৎ। দ্রব্য-প্রধানযাগের হুতাবশিষ্ট প্রত্যেক পুরোডাশের সামান্য অংশ।

(১৮) ব্রহ্মার প্রশিত্রহরণভক্ষণ—হুতাবশিষ্ট প্রত্যেক পুরোডাশের যব/ব্রীহি-পরিমাণ সামান্য অংশ 'প্রাশিত্র' নামে কাঠের পাত্রে রেখে ভক্ষণ।

(১৯) ইড়াভক্ষণ।

(২০) দক্ষিণা (= অন্ন)-দান।

(২১) অগ্নি ও পরিধির সংমার্গকরণ।

(২২) আহবনীয়ে ইধ্মসন্নহন-রজ্জুর নিক্ষেপ।

(২৩) অনুযাজ—দেবতাঃ-বর্হিঃ, দেব নারাশংস, দেব অগ্নি স্বিষ্টকৃৎ। দ্রব্য-আজ্য।

(২৪) সূক্তবাক-পাঠ ও প্রস্তর-প্রহরণ ('প্রস্তর' নামে দর্ভমুষ্টির অগ্নিতে নিক্ষেপ)।

(২৫) শংযুবাক ও পরিধি-প্রহরণ।

(২৬) পত্নীসংযাজ—দেবতা : সোম, ত্বষ্টা দেবপত্নী, রাকা, সিনীবালী, কুহূ, অগ্নি-গৃহপতি।

(২৭) সংপত্নীয়হোম

(২৮) ইধ্মপ্রব্রশ্চন-হোম + ফলীকরণ হোম + পিষ্টলেপ হোম।

(২৯) বেদস্তরণ—গার্হপত্য থেকে আহবনীয় পর্যন্ত 'বেদ'নামে কুশমুষ্টি থেকে কুশ নিয়ে ছড়ানো।

(৩০) প্রায়শ্চিত্তহোম।

(৩১) কপাল-উদ্‌বাসন—যে কপাল (মাটির খাপ্‌রা) গুলির উপর পুরোডাশ রেখে পুরোডাশকে পাক করা হয় সেগুলিকে পরিত্যাগ করা বা চারদিকে ফেলে দেওয়া।

পশুযাগ

পশুযাগের অনুষ্ঠানক্রম হচ্ছে সংক্ষেপে—

(১) যূপাহুতি, অরণ্যে কাষ্ঠসংগ্রহ, বৃক্ষছেদন, স্থাণুহোম (যূপের জন্য চাই খয়ের, পলাশ বা বেল কাঠ)।

(২) যজ্ঞভূমিতে ফিরে এসে যূপনির্মাণ।

(৩) উত্তরবেদিতে অগ্নিপ্রণয়ন।

(৪) অবট (= গর্ত)-খনন।

(৫) যূপস্থাপন বা যূপ-উচ্ছ্রয়ণ—যূপের তলদেশ মাটির অরত্নি-পরিমাণ নীচে থাকবে।

(৬) যূপাঞ্জন, চষালস্থাপন।

(৭) রজ্জু দ্বারা যূপ-পরিব্যাণ বা যূপের পরিবেষ্টন।

(৮) পশুর উপাকরণ।

(৯) অগ্নিমন্থন ও মথিত অগ্নির আহবনীয়কুণ্ডে স্থাপন।

(১০) পশু-প্রোক্ষণ।

(১১) প্রযাজ—দেবতাঃ সমিৎ, তনূনপাৎ, নরাশংস, ইট্, বর্হি, দ্বার্ দেবীগণ, দেবী উষাসা-নক্তা, দৈব্য হোতৃদ্বয়, তিন দেবী, ত্বষ্টা, বনস্পতি।

(১২) পশুর পর্যগ্নিকরণ—আহবনীয় থেকে অঙ্গার নিয়ে পশুর আরতি।

(১৩) শামিত্রভূমিতে আগ্নীধ্র ও শমিতার গমন।

(১৪) পশুর সংজ্ঞপন, সংজ্ঞপ্তহোম, প্রায়শ্চিত্তহোম।

(১৫) বপাপাক—বপাশ্রপণীর সাহায্যে।

(১৬) প্রযাজ (অন্তিম)—দেবতা ঃ স্বাহাকার।

(১৭) আজ্যভাগ

(১৮) বপাহোম, বপাশ্রপণীর আহবনীয়ে নিক্ষেপ।

(১৯) পশুপুরোডাশ—পুরোডাশের নির্বাপের সময়ে শামিত্র অগ্নিতে পশু-অঙ্গগুলির পাক। আহুতিযোগ্য পশু-অঙ্গগুলি হল—হৃৎপিণ্ড, জিহ্বা, বক্ষ, যকৃৎ, বৃক্ক, বাম বাহুমূল, বাম পাশ, দক্ষিণ পাশ, শ্রোণি, অন্ত্রের এক-তৃতীয়াংশ।

(২০) প্রধানযাগ—দেবতা ঃ ইন্দ্র-অগ্নি/সূর্য/প্রজাপতি।

(২১) বসাহোম—প্রধানযাগের যাজ্যার অর্ধাংশ পাঠের সময়ে করণীয়।

(২২) নারিষ্ঠহোম, বনস্পতিযাগ।

(২৩) স্বিষ্টকৃৎ।

(২৪) অনুযাজ—দেবতা ঃ বর্হিঃ, দ্বার্, উষাসা-নক্তা, দুই দেবী জোষ্ট্রী, ঊর্জ-আহুতি, দুই দৈব্য হোতা, তিন দেবী, নরাশংস, বনস্পতি, বর্হি, অগ্নি স্বিষ্টকৃৎ।

(২৫) উপযাজ—অন্ত্রের এক-তৃতীয়াংশকে এগারটি খণ্ড করে বেদির উত্তর শ্রোণিতে রাখা শামিত্র অগ্নিতে আহুতিদান।

(২৬) পত্নীসংযাজ।

এ-বার আমরা আশ্বলায়ন-গৃহ্যসূত্রে বর্ণিত বিভিন্ন বিষয়ের সঙ্গে সংক্ষেপে পরিচিত হওয়ার চেষ্টা করি। সূত্রকার এই সূত্রগ্রন্থে পাকযজ্ঞগুলিকে (আ. গৃ. ১/১/২ সূত্রের বৃত্তি দ্র:) হুত, প্রহুত ও ব্রহ্মণিহুত—এই তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করেছেন। আহুতিদ্রব্য অগ্নিতে প্রদত্ত হলে তা 'হুত'; যেগুলির ক্ষেত্রে অগ্নি প্রজ্বলিত করা হয় না, আহুতিদ্রব্য উদ্দিষ্টের উদ্দেশে অগ্নিতে নয়, পাত্রে বা ভূমিতে সমর্পণ করা হয় সেগুলি 'প্রহুত'; ব্রাহ্মণের মুখে আহুতিদ্রব্য অর্পণ করা হলে অর্থাৎ ব্রাহ্মণকে ভোজন করানো হলে তা 'ব্রহ্মণি-হুত'। গ্রন্থে বর্ণিত নানা গৃহ্যকর্মের মধ্যে ধন্বন্তরিযাগ ও শূলগব নামে অনুষ্ঠানে ব্রহ্মা নামে ত্রিবেদজ্ঞ ঋত্বিকের উপস্থিতি আবশ্যক, কিন্তু অন্যান্য অনুষ্ঠানে তাঁকে নিয়োগ করার কোন প্রয়োজন পড়ে না।

বিবাহ—সংসার ও সমাজকে রক্ষার ক্ষেত্রে বিবাহ এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান। গৃহ্যকর্মের পরিচয় নিতে গিয়ে প্রথমেই তাই বিবাহ-অনুষ্ঠানের প্রসঙ্গে আসা যাক। চূড়াকরণ, উপনয়ন, গোদান ও বিবাহের অনুষ্ঠান করতে হয় উত্তরায়ণের অন্তর্গত যে-কোন মাসের শুক্লপক্ষে। কোন কোন মতে অবশ্য বিবাহের অনুষ্ঠান বৎসরের যে-কোন সময়েই হতে পারে। এই চারটি অনুষ্ঠানই শুরু করার আগে অগ্নিতে চারটি আজ্যহোম করে নিতে হয়।

বিবাহের ক্ষেত্রে প্রথমেই পাত্র-পাত্রীর বংশের কথা আগে বিচার করতে হবে। কন্যার বিবাহ দিতে হয় কোন বুদ্ধিমান পাত্রের সঙ্গে। পাত্রীকেও হতে হবে বুদ্ধিমতী, রূপবতী, সদাচারসম্পন্না, সুলক্ষণা ও নীরোগ। সুলক্ষণা কি-না তা বুঝতে হবে পরীক্ষা করে। উর্বর জমি, গোয়ালঘর, যজ্ঞবেদি, অশোষ্য হ্রদ, জুয়ার আড্ডা, চতুষ্পথ, বন্ধ্যাভূমি ও শ্মশান—এই আট জায়গা থেকে মাটি তুলে এনে পিণ্ড প্রস্তুত করে সেগুলি পাত্রীর কাছে রাখতে হবে। যদি পাত্রী উর্বর জমি থেকে আনা মাটির পিণ্ডটি তুলে নেয় তাহলে তার সন্তানেরা হবে প্রচুর অন্নের অধিকারী। এইভাবে অন্য সাতটি পিণ্ডের ক্ষেত্রে পাত্রী যথাক্রমে প্রভূত পশুর অধিকারিণী, ব্রহ্মশক্তিসম্পন্না, সর্বসম্পদযুক্তা, জুয়ায় আসক্তা, ব্যভিচারিণী, দরিদ্রা ও পতিঘাতিনী হয়। সমাজে ব্রাহ্ম, দৈব, প্রাজাপত্য, আর্ষ, গান্ধর্ব, আসুর, পৈশাচ ও রাক্ষস—এই আট প্রকারের বিবাহ প্রচলিত। প্রথম চার প্রকারের বিবাহে বংশের পূর্বপুরুষ ও উত্তরপুরুষ পবিত্র হয়ে ওঠে।

বিবাহে শাস্ত্রাচার ছাড়াও নানা জনপদধর্ম ও গ্রামধর্ম অর্থাৎ দেশাচার ও আঞ্চলিক লোকাচার পালন করতে হয়। এই অনুষ্ঠানের জন্য অগ্নি, অগ্নির পিছনে শিল-নোড়া এবং উত্তর-পূর্ব দিকে জলপূর্ণ একটি কলস রাখা হয়। অগ্নি ও জলের কলসীর চারপাশে তিনবার বর ও বধূ প্রদক্ষিণ করেন। প্রত্যেকবার প্রদক্ষিণ করে বধূকে প্রস্তরখণ্ডের (নোড়া) উপর আরোহণ করতে হয়। এরপর বধূর অঞ্জলিতে তার ভ্রাতা বা ভ্রাতৃস্থানীয় অন্য কেউ দু-বার বা তিনবার খই (লাজ) ঢেলে দেবেন। খইয়ের উপরে আজ্য নিক্ষেপ করে সেই খই হাত দিয়েই আহুতি দিতে হয়। দু-বার (মতান্তরে তিনবার) এইভাবে অগ্নির পরিক্রমা করে খই আহুতি দিয়ে আর একবার অগ্নিকে পরিক্রমা না করে কুলোয় খই নিয়ে তা আহুতি দেবেন।

এরপর বধূর মাথায় জাল দিয়ে বাঁধা দুটি বেণী খুলে ফেলতে হয়। উত্তর-পূর্ব দিকে তাঁকে সাতটি পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হয়। পদক্ষেপ করা হয়ে গেলে সপ্তম পদক্ষেপের স্থানেই বর ও বধূকে একত্রিত করে তাদের মাথায় কলসী দিয়ে জল ঢেলে দিতে হবে। বিবাহ হয়ে গেলে বরবধূকে নিয়ে নিজগৃহে ফিরে আসেন। আসার পথে কোথাও রাত্রিযাপন করতে হলে কোন পতিপুত্রবিশিষ্ট বৃদ্ধার গৃহে আশ্রয় নিতে হয়। লাজহোমের সময় থেকে মৌন হয়ে থাকতে হয়। এই সময়ে আকাশে ধ্রুব, অরুন্ধতী ও সপ্তর্ষি নক্ষত্রমণ্ডল দেখার পরে সেই মৌনব্রত ভঙ্গ করা হয়। গৃহে এসে বিবাহাগ্নিকে উপযুক্ত স্থানে রেখে তার পিছনে বলদের চর্ম বিছিয়ে দেওয়া হয়। বধূ সেই চর্মের উপরে বসলে বর তাকে স্পর্শ করে চারটি

হোম করেন। হোমের পরে বর দই খেয়ে অবশিষ্ট দই বধূকে খেতে দেন অথবা আহুতির পরে অবশিষ্ট যে আজ্য আছে তা উভয়ের বক্ষে লেপন করেন। ক্ষার ও লবণজাতীয় কোন খাদ্য এই দিন গ্রহণ করতে নেই। রাত্রে অলঙ্কৃত অবস্থাতেই ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করে দু-জনকে মাটিতে শুয়ে থাকতে হয়। ব্রহ্মচর্য পালন করতে হবে বিবাহের দিন থেকে তিন বা বারো দিন পর্যন্ত। ব্রতপালনের কাল শেষ হলে বধূর বিবাহের বস্ত্রটি সূর্যাসূক্ত জানেন এমন কোন ব্যক্তিকে দান করতে হয়। এছাড়া ব্রাহ্মণদের অন্ন দান করে তাঁদের দিয়ে স্বস্তিবাক্য পাঠ করতে হয়। এখানে বিশেষ উল্লেখ্য যে, বিবাহের দিন থেকে শুরু করে বিবাহাগ্নিকে সর্বদা প্রজ্বলিত রাখতে এবং বিবাহিত ব্যক্তিকে প্রতিদিন সন্ধ্যায় ও সকালে সেই অগ্নিতে আহুতি দিতে হয়।

গর্ভাধান, পুংসবন, সীমন্তোন্নয়ন—গর্ভধারণের তৃতীয় মাসে তিষ্যনক্ষত্রযুক্ত দিনে দুটি যব ও একটি মাষের দানা দই দিয়ে মিশিয়ে পত্নীকে তা খাওয়াতে হয়। দই প্রস্তুত করতে হবে এমন গাভীর দুধ দিয়ে যার বাছুরের গায়ের রঙ ঐ গাভীটিরই মতো। খাওয়াবার সময়ে পত্নীকে প্রশ্ন করতে হয় কি পান করছ? উত্তরে স্ত্রী বলবেন—পুত্রলাভের দ্রব্য। তিন অঞ্জলি পরিমাণ দই খাওয়াতে হয়। এরপর পত্নীকে একটি গোলাকৃতি গৃহের ছায়ায় বসিয়ে তাঁর ডান নাসায় দূর্বার রস সেচন করতে হয়।

গর্ভধারণের চতুর্থ মাসে শুক্লপক্ষে পুংলিঙ্গ-বিশিষ্ট তিষ্য, পুষ্য, হস্ত ইত্যাদি নক্ষত্রযুক্ত কোন দিনে সীমন্তোন্নয়ন নামে একটি অনুষ্ঠান হয়। কাঁচা ফলের বিজোড়সংখ্যক গুচ্ছ বা স্তবক, তিন স্থানে সাদা এমন সজারুর কাঁটা এবং তিনটি কুশগুচ্ছ দিয়ে পত্নীর মাথার চুল উপর দিকে তিন-চারবার আঁচড়ে তুলে দিতে হয়। দুইজন বীণা বাদককে দিয়ে ঐ দিন গান গাওয়াতে হয়। গানে নিজ গ্রামের নদীর নাম উল্লেখ করাবেন। এছাড়া যে-সব ব্রাহ্মণপত্নীদের স্বামী ও সন্তান দুইই জীবিত আছেন তাঁদের পরামর্শমতো চলতে হবে।

জাতকর্ম বা মেধাজনন বা নামকরণ—সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরে তাকে অন্য কেউ স্পর্শ করার আগে একটি সোনার পাত্রে ঘি ও মধু নিয়ে তার মধ্যে স্বর্ণচূর্ণ মিশিয়ে সেই মিশ্রণটি শিশুকে খাওয়ান হয়। তারপর শিশুর কানের কাছে মুখ রেখে 'মেধাজনন' নামে একটি মন্ত্র জপ করতে হয়। এরপর শিশুর দুটি কাঁধ স্পর্শ করে তার শতায়ু প্রার্থনা করা হয়। শিশুকে নাম দিতে হবে। সেই নামে দুটি অথবা চারটি স্বরবর্ণ থাকা চাই। নামের আদিতে বর্গের তৃতীয়, চতুর্থ বা পঞ্চম বর্ণ, মাঝে অন্তঃস্থ বর্ণ এবং শেষে বিসর্গ থাকতে হবে। কন্যার নামে থাকতে হবে বিজোড়-সংখ্যক স্বরবর্ণ। এই নিত্যব্যবহার্য নাম ছাড়াও শিশুর আরও একটি নাম দিতে হয়। এই নামটি পুত্রের উপনয়নের আগে অন্য কারও কাছে কিন্তু প্রকাশ করতে নেই।

অন্নপ্রাশন—জন্মের পরে ষষ্ঠ মাসে শিশুর অন্নপ্রাশন অনুষ্ঠান হয়। কামনাভেদে শিশুকে ছাগ, তিতির পাখীর মাংস বা ঘৃতমিশ্রিত অন্ন খাওয়ানো হয়। যদি বিশেষ কোন

কামনা না থাকে তাহলে অন্নে দধি, ঘৃত ও মধু মিশ্রিত করে সেই অন্ন খাওয়াতে হবে। কন্যার অন্নপ্রাশনে কিন্তু কোন মন্ত্র উচ্চারণ করতে হয় না, বিনা মন্ত্রেই সমগ্র অনুষ্ঠানটি হয়।

চূড়াকরণ বা শিখাধারণ—পুত্রের তিন বছর বয়সের সময়ে অথবা কুলাচার অনুযায়ী নির্দিষ্ট বয়সে বালকের চুল প্রথম কাটা হয়। বালককে অগ্নির পিছনে তার মায়ের কোলে বসিয়ে রাখতে হয়। পিতা পুত্রের পিছনে দাঁড়িয়ে একটি পাত্রে ঠাণ্ডা ও গরম জল নিয়ে সেই জলের কিছুটা এবং মাখন বা দই প্রদক্ষিণক্রমে তার মাথায় তিনবার ছিটিয়ে দেন। ডানদিকের কেশগুচ্ছে তিনটি কুশগুচ্ছ বালকের বক্ষের অভিমুখী করে রেখে দিতে হয়। তামার বা লোহার ক্ষুর দিয়ে কুশগুচ্ছ চেপে ধরে কেশগুচ্ছ কেটে ফেলা হয়। একটি শাঁইপাতায় কাটা চুলগুলির সামনের দিক পূর্বমুখী করে রেখে জননীর হাতে ঐ পাতাটি দেওয়া হলে জননী তা বৃষের বিষ্ঠার উপর রেখে দেন। তিনবার মন্ত্র পাঠ করে এবং একবার বিনামন্ত্রে কেশচ্ছেদন করতে হয়। এইভাবে বাঁদিকের কেশগুচ্ছও তিনবার কাটা হয়। এরপর ঠাণ্ডা ও গরম জল ছিটিয়ে নাপিত বালকের মাথার অবশিষ্ট চুলগুলি আঁচড়ে কুলধর্ম অনুযায়ী শিখা সুবিন্যস্ত করেন। কন্যারও কেশচ্ছেদন করা হয়, তবে তা বিনামন্ত্রে।

গোদান—ষোল বছর বয়সের সময়ে বালকের প্রথম শ্মশ্রুছেদন বা দাড়ি-কামানো (গো-দান) হয়। দাড়িগুলি আগে জল দিয়ে ভিজিয়ে নিতে হবে। শ্মশ্রুচ্ছেদন করা হয় চূড়াকরণের মতোই। এই গোদানে বালককে মায়ের কোলে এসে বসতে হয় না। এরপর একবছর ধরে বিহিত ব্রত পালন করতে হবে।

উপনয়ন—গর্ভবাস থেকে অথবা ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময় থেকে ধরে ব্রাহ্মণের ক্ষেত্রে আট বছর, ক্ষত্রিয়ের এগার ও বৈশ্যের বারো বছর বয়সে উপনয়ন হয়। এই তিন বর্ণের বালকের ক্ষেত্রে উপনয়নের ঊর্ধ্বসীমা হল যথাক্রমে ষোল, বাইশ ও চব্বিশ বছর বয়স। এর মধ্যে উপনয়ন না হলে এরা গুরুগৃহে স্থান পাবে না, যাজনকর্মের অযোগ্য থেকে যাবে এবং শিক্ষিত সমাজে কারও সঙ্গে কোন যোগ তাদের থাকবে না।

উপনয়নে ব্রাহ্মণকে অজিনের, ক্ষত্রিয়কে রুরু হরিণের এবং বৈশ্যকে ছাগের চর্ম পরিধান করতে হয়। যদি রঙীন বস্ত্র পরিধানের ইচ্ছা হয় তাহলে তারা যথাক্রমে গৈরিক, ঈষৎ রক্তবর্ণ (মঞ্জিষ্ঠা) ও হলুদ বর্ণের বস্ত্র পরবে। কটিতে ধারণ করতে হবে যথাক্রমে মুঞ্জা, ধনুর ছিলা ও মেষের লোম। দণ্ড হবে তাদের যথাক্রমে পলাশ, যজ্ঞডুমুর ও বেল কাঠ থেকে তৈরী। দণ্ডের দৈর্ঘ্য হওয়া চাই বর্ণ অনুযায়ী যথাক্রমে মাথার চুল, কপাল ও নাসা পর্যন্ত উচ্চ।

ব্রহ্মচারী বালক আচার্যকে স্পর্শ করে থাকলে আচার্য আহুতি দান করে অগ্নির উত্তর দিকে পূর্বমুখী হয়ে এবং শিষ্য পূর্ব দিকে পশ্চিমমুখী হয়ে দাঁড়ান। আচার্য নিজের ও শিষ্যের অঞ্জলি জলে পূর্ণ করে নিজের অঞ্জলিপূর্ণ জল শিষ্যের অঞ্জলিতে ঢেলে দেন। মোট তিনবার জল ঢালতে হয়। তৃতীয়বার জল ঢালা শেষ হলে আচার্য শিষ্যকে সূর্যদর্শন করান। এরপর

শিষ্যকে প্রদক্ষিণক্রমে আবর্তিত করিয়ে তাঁর কাঁধের উপর দিয়ে নিজের হাত এনে শিষ্যের বক্ষস্থল স্পর্শ করেন। পরে অগ্নির চারপাশ মুছে শিষ্য অগ্নিতে বিনামন্ত্রে অথবা মন্ত্রপাঠ করে একটি সমিৎ স্থাপন করে। সমিৎ স্থাপনের পরে অগ্নিকে স্পর্শ করে নিজের মুখ মুছে নিতে হয়। মুছে নিয়ে অগ্নির নিকটে ডান হাঁটু পেতে বসে আচার্যের চরণ স্পর্শ করে বলতে হয় 'সাবিত্রীং ভো অনুব্রূহি' (পূজ্যপাদ, সাবিত্রী ঋক্‌টি বলুন)। শিষ্যের বস্ত্র ও অঙ্গুষ্ঠসমেত হাত নিজ হাত দিয়ে ধরে আচার্য সাবিত্রী মন্ত্রটি পৃথক পৃথক চরণে চরণে, প্রত্যেক অর্ধর্চে এবং মন্ত্রের শেষে শেষে থেমে থেমে পাঠ করে শোনাবেন। শোনাবার পরে শিষ্যকে দিয়ে যথাশক্তি মন্ত্রটি আবার পাঠ করাবেন। পাঠ করা হলে আচার্য শিষ্যের বক্ষে নিজের হাতটি স্থাপন করেন। এরপর শিষ্যের কটিতে মেখলা পরিয়ে তার হাতে পূর্বোক্ত একটি দণ্ড দিয়ে বলেন—'তুমি ব্রহ্মচারী, জল খাও, কর্তব্য কর্ম পালন কর, দিনে নিদ্রা যেও না, বেদ অধ্যয়ন কর'।

শিষ্যকে বারো বছর অথবা যতদিন না শিক্ষা শেষ হয় ততদিন ব্রহ্মচর্য পালন করে গুরুগৃহে বাস করতে হবে। ব্রহ্মচারীকে সকালে ও সন্ধ্যায় ভিক্ষা সংগ্রহ করতে হয়। ভিক্ষান্তে গুরুগৃহের অগ্নিতে সমিৎ নিক্ষেপ করতে হয়। যিনি প্রত্যাখান করবেন না বলে মনে হয় প্রথমে তাঁর কাছেই ভিক্ষার জন্য যেতে হবে। ভিক্ষাপ্রার্থনার মন্ত্র 'ভবান্ ভিক্ষাং দদাতু' বা 'ভবান্ অনুপ্রবচনীয়াং দদাতু'। অর্জিত ভিক্ষা আচার্যের নিকট নিবেদন করে দিনের অবশিষ্ট সময় দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। আচার্যকে শিষ্য স্পর্শ করলে আচার্য অগ্নিতে চারটি আহুতি দেন। পরে ব্রাহ্মণদের ভোজন করিয়ে বেদের পাঠদান তিনি শেষ করেন। এরপর শিষ্য ঝাল ও লবণ নেই এমন খাদ্য আহার করে তিনরাত্রি, বারো রাত্রি বা একবৎসর ভূমিতে শয়ন করবে।

ঋত্বিক্‌বরণ—যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠানের জন্য গৃহীকে ঋত্বিক্ নিযুক্ত করতে হয়। নিয়োগের সময়ে দেখতে হবে এই ঋত্বিক্‌দের কারও অধিক অথবা কম অঙ্গ যেন না থাকে, তাঁদের মাতৃকুল ও পিতৃকুল যেন অভিজাত হয়, প্রত্যেকে যেন বয়সে তরুণ হয়। ঋত্বিক্‌দের মধ্যে প্রথমে ব্রহ্মাকেই বরণ করবেন। তারপরে করবেন হোতা, অধ্বর্যু ও উদ্‌গাতাকে। প্রথমে বরণ করতে হয় যাঁরা অহীন ও একাহে যাগ করান তাঁদেরই। বৃত হয়ে মন্ত্র পাঠ করে তাঁরা নিজ নিজ দায়িত্ব স্বীকার করে নেবেন। অপরের পরিত্যক্ত দায়িত্ব কিন্তু তাঁদের গ্রহণ করা উচিত নয়। অল্প দক্ষিণার বিনিময়ে অহীনযাগের দায়িত্ব গ্রহণযোগ্য নয়। ব্যাধিগ্রস্ত, শয্যাশায়ী, যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত, স্বদেশে নিন্দিত ও ব্যভিচারী পরিবারের সন্তানের আয়োজিত যজ্ঞে যেতে নেই।

সোমযাগে ঋত্বিক্‌দের আমন্ত্রণ করার জন্য তাঁদের গৃহে যে প্রতিনিধিকে পাঠানো হয় তাঁকে বলা হয় 'সোমপ্রবাক'। এই ব্যক্তির নিকট জিজ্ঞাসা করে আমন্ত্রিত ব্যক্তিকে জেনে নিতে হয় সঙ্কল্পিত যজ্ঞে অন্য ঋত্বিকেরা কে কে? দক্ষিণাই বা কত? উত্তম ঋত্বিক্‌দের

সঙ্গেই আর্ত্বিজ্য করা উচিত। আহূত ঋত্বিক্ আমন্ত্রণ স্বীকার করে নেওয়ার পরে যজ্ঞ শেষ না-হওয়া পর্যন্ত মাংসভক্ষণ ও স্ত্রীসঙ্গ থেকে নিবৃত্ত থাকবেন। অবিবাহিত ব্যক্তিও ঋত্বিক্ হওয়ার অধিকারী (১/২৩/২৩ দ্র:)।

রাজা, আচার্য, ঋত্বিক্, শ্বশুর, পিতৃব্য, মাতুল এবং স্নাতক গৃহে উপস্থিত হলে তাঁকে মধুপর্ক নিবেদন করতে হয়। দই-এর মধ্যে মধু অথবা ঘি মিশিয়ে এই মধুপর্ক প্রস্তুত করতে হয়। মধুপর্ক ছাড়াও আগত ব্যক্তিকে কাঠের আসন, পাদপ্রক্ষালনের জল, অর্ঘ্য, আচমনের জল ও গাভী তিনটি তিনটি করে দিতে হয়। সমাগত ব্যক্তি চরণ ধৌত করার জন্য তাঁর দক্ষিণ চরণই প্রথমে এগিয়ে দেবেন। প্রক্ষালনকারী ব্যক্তি শূদ্র হলে অবশ্য বামচরণই প্রথমে এগিয়ে দেওয়া হয়। এরপর সমাগত ব্যক্তির হাতে অর্ঘ্য দান করতে হয়। অর্ঘ্যগ্রহণের পরে অতিথি আচমনের জল নিয়ে আচমন করবেন। আচমন হয়ে গেলে মধুপর্কের পাত্রটি নিয়ে অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকা দিয়ে তা প্রদক্ষিণক্রমে ভাল করে মিশিয়ে নিয়ে তিনবার ভক্ষণ করতে হয়। মতান্তরে সম্পূর্ণ ভক্ষণ না করে কিছুটা রেখে সেই অংশটি কোন ব্রাহ্মণের হাতে দিতে হয় অথবা তা জলে ফেলে দেওয়া হয়ে থাকে। ভক্ষণ হয়ে গেলে আবার আচমন করতে হয়। এরপর অভ্যাগত ব্যক্তিকে গোমাংস অথবা তিনি তা না চাইলে অন্য কোন মাংস খাওয়ানো হয়। মাংসভক্ষণ মধুপর্ক ভক্ষণেরই অঙ্গ।

শ্রবণাকর্ম—শ্রাবণমাসের পূর্ণিমা তিথিতে এই অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। নূতন কলসীতে যবের ছাতু ভরে সেই কলসী ও একটি হাতা নূতন এক শিকেয় তুলে রাখতে হয়। যবের খই প্রস্তুত করে সেই খই-এর অর্ধেক ঘি দিয়ে মেখে নিতে হয়। সূর্যাস্তের পরে স্থালীতে অন্ন সিদ্ধ করে ও একটিমাত্র কপালে একটি পুরোডাশ সেঁকে নিয়ে তা অগ্নিতে আহুতি দিতে হয়। অন্ন আহুতি দেওয়া হয় মোট চারবার। পুরোডাশটি একটি পাত্রে ঘৃতের মধ্যে অর্ধমগ্ন করে রেখে ঐ পাত্রের সাহায্যেই তা আহুতি দেওয়া হয়, উপরে স্রুব নামে হাতা দিয়ে তার উপর তখন আজ্য ফেলা হতে থাকে। যবের খইগুলি আহুতি দিতে হয় অঞ্জলি দিয়েই। অবশিষ্ট যে অর্ধেক খই, যা ঘিয়ে মাখা হয় নি, তা স্বজনদের দিয়ে দিতে হয়।

এরপর শিকেয় তুলে রাখা কলসী থেকে যবের ছাতু নিয়ে হাতায় তা ভরে গৃহের বাহিরে পূর্বদিকে কোন পরিচ্ছন্ন স্থানে এসে মাটিতে জল ঢেলে দেবেন। সেই জলে হাতার ছাতু সর্পদের উদ্দেশ্যে নিবেদন করতে হয়। আগামী চতুর্দশী অথবা পূর্ণিমা পর্যন্ত প্রতিদিন সন্ধ্যায় ও সকালে এইভাবে 'বলি' অর্থাৎ উপহার প্রদান করতে হয়। কেউ কেউ পূর্ণিমা পর্যন্ত অপেক্ষা না করে এইদিনই পূর্ণিমা পর্যন্ত সন্ধ্যা ও সকালের মোট সংখ্যা গণনা করে ততগুলি আহুতি দিয়ে দেন। চতুর্দশী বা পূর্ণিমার দিন অনুষ্ঠান করলে সেই দিনের কর্মকে বলে 'প্রত্যবরোহণ'। ঐ দিন ঘরকে নূতন করে সংস্কার করে সূর্যাস্তের পরে কিছু পায়স সাপেদের উদ্দেশে অগ্নিতে প্রদান করতে হয়। পরে অগ্নির পিছনে তৃণ দিয়ে প্রস্তুত বিছানায় পূর্ব দিকে মাথা ও উত্তর দিকে মুখ করে শোবেন। গৃহের অন্যান্যরাও তাঁর পাশে

শুয়ে পড়বেন। তারপরে উঠে সূর্যমন্ত্র ও স্বস্তিমন্ত্র পাঠ করে ব্রাহ্মণভোজনের ব্যবস্থা করতে হয়।

আশ্বযুজী—আশ্বযুজীর অনুষ্ঠান হয় আশ্বিন মাসের পূর্ণিমার দিন। ঘর সাজিয়ে স্নান সেরে শুচি বস্ত্র পরে ও স্থালীতে অন্ন সিদ্ধ করে সেই অন্ন পশুপতির উদ্দেশে আহুতি দিতে হয়। অঞ্জলি পূর্ণ করে পৃষাতক (দুধ ও ঘি-এর মিশ্রণ) নিয়ে আর একটি আহুতি দেওয়া হয়। এরপর আহিতাগ্নি ব্যক্তিকে শ্রৌত আগ্রয়ণ-ইষ্টির পরিবর্তে স্থালীতে অন্ন পাক করে সেই অন্ন শ্রৌত অগ্নিতে আহুতি দিতে হয়। যদি তিনি আহিতাগ্নি না হন তাহলে গৃহ্য অগ্নিতেই তা আহুতি দিতে হবে।

অষ্টকা—হেমন্ত ও শিশির এই দুই ঋতুর কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী তিথিতে 'অষ্টকা' নামে অনুষ্ঠান করতে হয়। চার মাসের সব-কটি অষ্টমীতেই অথবা যে-কোন এক অষ্টমীতে তা করলে চলে। অনুষ্ঠানের আগের দিন সপ্তমী তিথিতে প্রয়াত পিতৃগণকে অন্ন, কৃসর (তিলমিশ্রিত অন্ন) ও পায়স নিবেদন করতে হয়। বিকল্পে চার শরা চাল দিয়ে পিঠা তৈরী করে তা তাঁদের উদ্দেশ্যে প্রদান করা যেতে পারে। অষ্টমীর দিন পশুযাগ অথবা পাত্রে সিদ্ধ-করা অন্ন নিয়ে অষ্টকার অনুষ্ঠান করতে হয়। ষাঁড়কে আহারের জন্য অন্ন দিলেও তা অষ্টকা-কর্মই। অগ্নিসংযোগে ঝোপ বা ভাঙা ডালপালা দগ্ধ করলেও অষ্টকা কর্ম সম্পন্ন হয়। পশুমাংসই আহুতি দেওয়া হোক অথবা স্থালীপাক (স্থালীর সিদ্ধ অন্ন) প্রদত্ত হোক স্বিষ্টকৃতের জন্য আহুতিটি ধরে মোট আটটি আহুতি দিতে হয়। শেষে ব্রাহ্মণদের আহার করাতে হবে।

পরদিন অর্থাৎ নবমীতে হয় 'অন্বষ্টক্য' অনুষ্ঠান। অষ্টকার পরে অনুষ্ঠিত হচ্ছে বলে নাম অন্বষ্টক্য। শ্রৌত পিণ্ডপিতৃযজ্ঞের মতোই এই অনুষ্ঠান সম্পন্ন করা হয়ে থাকে। দক্ষিণ দিক ঢালু এমন স্থানে অগ্নি স্থাপন করে চার পাশ বালি দিয়ে ঘিরে কুশ ছড়িয়ে সেই অগ্নিতে প্রয়াত পিতৃপুরুষদের উদ্দেশ্যে অন্ন, তিলমিশ্রিত অন্ন, পায়স, দধিমন্থ (দধিমিশ্রিত ছাতু), মধুমন্থ (মধুমিশ্রিত ছাতু) প্রদান করতে হয়। মধুমন্থ ছাড়া অন্য দ্রব্যগুলি আহুতি দেওয়ার পরে পিতৃগণের উদ্দেশ্যে পিণ্ড নিবেদন করতে হয়। প্রয়াত মাতৃগণের উদ্দেশ্যে পিণ্ড ছাড়াও দিতে হবে সুরা ও আচমনের জল। পিণ্ডগুলি অগ্নিতে(?) না দিয়ে দুটি অথবা ছয়টি গর্তেও নিক্ষেপ করা যায়। পিতৃগণের পিণ্ডগুলিকে নিক্ষেপ করবেন পূর্বদিকে নির্মিত গর্তে এবং মাতৃগণের পিণ্ডগুলি দিতে হবে পশ্চিম দিকের গর্তে।

প্রোষ্ঠপদা পূর্ণিমার পরবর্তী কৃষ্ণপক্ষে যে 'মাঘ্যাবর্ষ' অনুষ্ঠান হয় তার অনুষ্ঠানও এই অন্বষ্টক্যের মতোই হয়ে থাকে। প্রত্যেক মাসে কৃষ্ণপক্ষে তৃতীয়া, পঞ্চমী ইত্যাদি বিজোড় তিথিতে পিতৃগণের উদ্দেশ্যে অন্বষ্টক্যের রীতিতে শ্রাদ্ধকর্ম করতে হয় এবং বিজোড়-সংখ্যক ব্রাহ্মণকে এনে ভোজন করাতে হয়। বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ ও জনহিতকর পূর্তকর্মে ভোজন করাতে হয় যুগ্মসংখ্যক ব্রাহ্মণকে। এই দুই শ্রাদ্ধকর্মে সকল কর্মই বাঁ দিকে আরম্ভ করে ডান দিকে শেষ করতে হয় এবং তিলের স্থানে ব্যবহার করতে হয় যব।

রথারোহণ ও নৌকারোহণ—কোথাও যেতে হলে রথে প্রথম আরোহণ করার সময়ে রথের দুটি চাকা পৃথক পৃথক স্পর্শ করবেন। অক্ষের দুই অধিষ্ঠান অর্থাৎ নাভিও স্পর্শ করতে হবে। প্রথমে ডান পা রথের উপরে রাখবেন, তারপরে বাম পা। এরপর অশ্বের লাগাম স্পর্শ করতে হবে অথবা দণ্ড দিয়ে অশ্বকে স্পর্শ করতে হবে। অশ্ব এগিয়ে চললে বিশেষ মন্ত্র জপ করতে হয়। কাঠের তৈরী শকট ইত্যাদিকে 'বনস্পতে-' মন্ত্রে স্পর্শ করা হয়। শকটে আরোহণের সময়ে শকটের অক্ষ, ঈষা, যুগ ও দুই গরুকে 'স্থিরো-' মন্ত্রে স্পর্শ করতে হবে। নৌকায় আরোহণের সময়ে 'সূত্রামাণং-' মন্ত্র জপ করতে হয়।

নবনির্মিত রথে আরোহণ করলে কোন প্রসিদ্ধ বৃক্ষের ফলসমেত একটি শাখা অথবা আত্মীয়স্বজনের অভীষ্ট কোন বস্তু নিয়ে বাড়ীতে আসবেন। 'অস্মাকম্ উত্তমম্-' মন্ত্র জপ করে নূতন রথ থেকে নামতে হয়। নেমে গৃহের দিকে অগ্রসর হওয়ার সময়ে 'ঋষভং-', সূর্যাস্ত হতে থাকলে 'বয়মদ্যে-', সকাল হয়ে গেলে 'তদ্ বো দিবো-' মন্ত্র জপ করতে হবে।

বাস্তুনির্মাণ—ঊষর ও বিবাদগ্রস্ত নয়, ওষধি, বিশাল বৃক্ষ ও প্রচুর বীরিণ ঘাস আছে এমন জমিতে গৃহনির্মাণ করতে হয়। প্রথমে জমি থেকে কাঁটা গাছ, দুগ্ধপূর্ণ, অপামার্গ, শাক, তিল্বক ও পরিব্যাধ বৃক্ষগুলি সমূলে কেটে ফেলতে হবে। চারদিক থেকে জল এসে তারপরে পূর্বদিকে তা নিঃশব্দে প্রবাহিত হয় এমন স্থানই গৃহনির্মাণের জন্য নির্বাচন করা উচিত। পূর্বদিকে জল নির্গমনের পথে ভাণ্ডারগৃহ (বা রন্ধনশালা) নির্মাণ করতে হয়, কারণ তা হলে না-কি ঘরে অন্নের অভাব কখনও হবে না, সর্বদাই অন্নে পূর্ণ থাকবে ঘরটি। ডান দিকে ঢালু স্থানে সভাকক্ষ বা বৈঠকখানা নির্মাণ না করে যেখানে সব দিক থেকে জল আসতে বা এসে নেমে যেতে পারে সেই স্থানেই তা করা উচিত। বিশ্বাস এই যে, এমন হলে তা জুয়ার আড্ডায় পরিণত না হয়ে গৃহীর পক্ষে মঙ্গলজনকই হয়ে উঠবে।

বাস্তুপরীক্ষার জন্য জমিতে হাঁটু পরিমাণ গর্ত করে গর্তের ঐ মাটি দিয়েই গর্তটি আবার ভরে দিতে হয়। গর্তটি ভর্তি হওয়ার পরেও যদি কিছু মাটি অবশিষ্ট থাকে তাহলে জমিটি উত্তম, সমান হলে মধ্যম, পূর্ণ হতে বাকি থাকলে নিকৃষ্টমানের বলে বুঝতে হবে। সূর্য অস্ত গেলে গর্তটি জলে পূর্ণ করে রেখে দিতে হয়। সকালে উঠে যদি দেখা যায় যে, গর্তে তখনও জল আছে তাহলে জমিটি প্রশস্ত, ভিজা থাকলে মধ্যম, শুষ্ক হয়ে উঠলে নিকৃষ্ট বলে বুঝতে হবে। ব্রাহ্মণের পক্ষে সেই জমিই উত্তম যা শ্বেতবর্ণ, মিষ্ট আস্বাদযুক্ত, উপরে বালুকাবিশিষ্ট। ক্ষত্রিয়ের পক্ষে মাটির বর্ণ হতে হবে লাল এবং বৈশ্যের ক্ষেত্রে পীত। সেই জমিতে সহস্রবার কর্ষণ করে সমচতুষ্কোণ বা আয়তাকার করে স্থান মেপে নেবেন। এরপর ঐ ভূমিকে পরিক্রমা করে সেখানে জল ছিটাতে হয়।

জমিতে যতগুলি গর্ত করা হবে সেগুলিতে অবকা (শৈবাল) ও শীপাল (জলজ গুল্ম) রেখে দেবেন, কারণ, জানা যায় যে, তা রাখলে গৃহে অগ্নিসংযোগের কোন ভয় থাকে না। গর্তগুলিতে বাঁশের স্তম্ভ পুঁতে রাখতে হয়। গৃহপ্রবেশের সময় গৃহের মধ্যে বীজ স্থাপন করে

বিনামন্ত্রে প্রবেশ করতে হয়। তারপর চারটি শিলায় দুর্বা বিছিয়ে তার উপরে একটি জলের ভাঁড় রাখা হয়। বাস্তুর শান্তির জন্য ব্রীহি ও যবে পূর্ণ জলে স্বর্ণখণ্ড রেখে তিনবার প্রদক্ষিণক্রমে গৃহের পরিক্রমা করতে করতে সেই জল ছিটাতে হয়। গৃহমধ্যে স্থালীতে অন্ন পাক করে সেই অন্ন ব্রাহ্মণদের ভোজন করাতে হয় এবং সেই ব্রাহ্মণেরা ভোজনের পরে বাস্তুর শান্তি কামনা করেন। বিশেষ উল্লেখ্য যে, সূত্রের ক্রম অনুযায়ী বাস্তুশান্তির প্রার্থনার পরে গৃহে প্রবেশ করতে হয় বলে বোধ হচ্ছে, কিন্তু বৃত্তির নির্দেশ ভিন্ন প্রকার।

পঞ্চ মহাযজ্ঞ—দেবযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, ব্রহ্মযজ্ঞ ও মনুষ্যযজ্ঞ এই পাঁচটিকে বলে 'পঞ্চ মহাযজ্ঞ'। গৃহস্থকে এই যজ্ঞগুলির অনুষ্ঠান প্রতিদিনই করতে হয়। এর মধ্যে দেবযজ্ঞে অগ্নিতে আহুতি দেওয়া হয়, ভূতযজ্ঞে প্রাণীদের উদ্দেশ্যে 'বলি' প্রদান করা হয়, প্রয়াত পিতৃগণের উদ্দেশ্যে তর্পণ হচ্ছে পিতৃযজ্ঞ, বেদপাঠ ব্রহ্মযজ্ঞ এবং মনুষ্যগণের উদ্দেশ্যে অন্নদান হল মনুষ্যযজ্ঞ।

ব্রহ্মযজ্ঞ বা বেদপাঠ বা স্বাধ্যায়ের জন্য গ্রাম থেকে বাহির হয়ে পূর্ব অথবা উত্তর দিকে যেতে হয়। সেখানে স্নান সেরে পরিচ্ছন্ন এক স্থানে যজ্ঞোপবীতধারণ, আচমন ও পরিচ্ছন্ন বস্ত্র পরিধান করে দর্ভ বিছিয়ে তার উপর হাতে পবিত্র (কুশ) নিয়ে পূর্বমুখী হয়ে বসতে হয়। বসে বাম হাতের উপরে ডান হাত রেখে দিগন্তের দিকে তাকিয়ে অথবা চোখ বন্ধ করে রেখে অথবা যেমন করলে একাগ্র হওয়া যায় বলে মনে হয় তেমনভাবে অবস্থান করে স্বাধ্যায় পাঠ শুরু করবেন। প্রথমে বলতে হবে 'ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ'। এরপর তিনবার সাবিত্রী (গায়ত্রী) মন্ত্রটি পাঠ করবেন। প্রথমে চরণে চরণে, পরে অর্ধমন্ত্রে এবং তৃতীয় বারে মন্ত্রের অন্তে থামবেন। এরপর স্বাধ্যায়পাঠ শুরু হবে।

স্বাধ্যায়পাঠ মানে যে কেবল বেদেরই পাঠ তা নয়, ঋক্, সাম, যজুঃ, অথর্ব, ব্রাহ্মণ, কল্পসূত্র, গাথা, নারাশংসী, ইতিহাস এবং পুরাণের পাঠও। স্বাধ্যায়ে গ্রন্থের যতটা পাঠ করা সম্ভব ততটুকু পাঠ করেই থেমে যাবেন। সমাপ্তির সময়ে 'নমো ব্রহ্মণে–' মন্ত্রটি পাঠ করতে হয়। পরে প্রজাপতি, ব্রহ্মা, বেদসমূহ, ঋষিবৃন্দ প্রভৃতির উদ্দেশ্যে জল দিয়ে তর্পণ করতে হয়। তারপর শতর্চিন, মাধ্যম প্রভৃতি ঋষিদের তর্পণ (তৃপ্তিবিধান) করা হয়।

এরপর প্রাচীনাবীত ধারণ করে সুমন্ত, জৈমিনি, বৈশম্পায়ন, পৈল প্রভৃতির উদ্দেশে তর্পণ করতে হবে। প্রয়াত পিতৃগণের উদ্দেশে তর্পণ করে গৃহে ফিরে এসে ভিক্ষাদান বা অতিথিভোজনের ব্যবস্থা করতে হয়। এই নিত্য স্বাধ্যায় বন্ধ থাকে শুধু নিজে অথবা অধ্যয়নের স্থানটি কোন কারণে অশুচি হয়ে পড়লে।

ব্রহ্মযজ্ঞ স্বাধ্যায়ের 'উপাকরণ' (শুরু) হয় শ্রাবণী পূর্ণিমার দিন অথবা শ্রাবণমাসের সেই পঞ্চমী তিথিতে যে-দিন চন্দ্র হস্ত নক্ষত্রে অবস্থান করে। এই উপাকরণ কর্মকে বলে 'বার্ষিক'। শিষ্যেরা আচার্যকে স্পর্শ করলে আচার্য সবিতা, ব্রহ্মা, শ্রদ্ধা, মেধা, প্রজ্ঞা, ধারণা, সদসম্পতি, ছন্দ ও ঋতু এই নয় দেবতার উদ্দেশ্যে আজ্য এবং 'অগ্নিমীলে–' ইত্যাদি কুড়িটি

মন্ত্রের (১ + ৯ × ২ + ১) উদ্দিষ্ট কুড়ি দেবতার উদ্দেশে দই-মেশানো ছাতু আহুতি দেন। যাগের শেষে দই-মেশানো ছাতু খেয়ে হাত ধুয়ে নিতে হয়। এরপর অগ্নির পশ্চিম দিকে দর্ভের উপর বসে একটি জলের পাত্রে কিছু দর্ভ রেখে ব্রহ্মাঞ্জলি হয়ে জপ করবেন। বেদপাঠ শুরু করার আগে তিনবার 'ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ তৎসবিতুর্বরেণ্যং-' মন্ত্রটি জপ করতে হয়। শেষেও (উৎসর্জন বা উপসর্গের সময়েও) উক্ত (৯ + ২০ =) ঊনত্রিশটি হোম ও তিনবার এই মন্ত্র জপ করতে হয়। ভক্ষণ ও প্রক্ষালন কর্ম অবশ্য বাদ দেওয়া হয়। অবিচ্ছিন্ন ছয় মাস ধরে পাঠ চালিয়ে যেতে হয়।

সমাবর্তনের পর গৃহীকে ব্রহ্মযজ্ঞ চলার সময়ে ব্রহ্মচারীর মতোই থাকতে হয়। যাঁরা ব্রহ্মচারী হয়ে গুরুগৃহে থেকেই ব্রহ্মযজ্ঞ করছেন তাঁরা যথারীতি ব্রহ্মচারীর মতোই থাকবেন। সমাবর্তনের পরে অবিচ্ছিন্ন ছয় মাস ব্রহ্মযজ্ঞ চলার সময়ে গৃহী সন্তানলাভের জন্য স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হতে পারেন।

ছয় মাস ধরে পাঠের পরে মাঘী পূর্ণিমার দিন এই অগ্নি প্রভৃতি দেবতার উদ্দেশ্যে অন্ন আহুতি দিয়ে স্নানে যেতে হয়। স্নানের পরে (৯ + ২০ =) ঊনত্রিশ দেবতার প্রত্যেকের নাম উল্লেখ করে প্রত্যেকের নামের শেষে 'তর্পয়ামি' বলে তর্পণ করতে হয়। দেবতা, আচার্য, ঋষি এবং পিতৃপুরুষ উদ্দেশেও এইভাবে তর্পণ করবেন। 'উৎসর্জন' অর্থাৎ বেদপাঠের আপাত সমাপ্তি এখানেই। পরবর্তী ছয় মাস বেদাঙ্গ গ্রন্থের পাঠ করা যেতে পারে।

বিবিধ লোকবিশ্বাস ও গৃহীর আরোগ্যলাভ—শ্রৌতসূত্রে বিহিত নানা কাম্য কর্মের অনুষ্ঠান গৃহী গৃহ্য অগ্নিতেও করতে পারেন। এতে ফললাভে কিন্তু কোন তারতম্য হয় না। যক্ষ্মা প্রভৃতি ব্যাধিতে আক্রান্ত ব্যক্তি 'মুঞ্চামি-' (ঋ. ১০/১৬১) সূক্তে 'ষড়াহুতি' নামে একটি চরুযাগ করবেন। দুঃস্বপ্ন দেখে থাকলে আদিত্যের উদ্দেশে বিহিত সাতটি মন্ত্রে প্রণাম জানাতে হয়। হাঁচি ফেললে, হাই তুললে, অপ্রীতিকর কিছু দেখলে, দুর্গন্ধ আঘ্রাণ করলে, চোখ কাঁপতে থাকলে অথবা কানে শব্দ হতে থাকলে 'সুচক্ষা অহম্-' মন্ত্রটি জপ করতে হয়। কোন নারীর সঙ্গে অবৈধ সংস্পর্শে লিপ্ত হলে, অযোগ্য ব্যক্তির যজ্ঞে পৌরোহিত্য করলে, অনুচিত খাদ্য গ্রহণ করলে, অথবা চিতার অগ্নি অথবা যূপ স্পর্শ করলে আজ্য দিয়ে 'পুনর্মামেত্বিন্দ্রিয়ং-' মন্ত্রে দুটি হোম করতে অথবা অগ্নিতে দুটি সমিৎ নিক্ষেপ করতে হয়। অবশ্য পরিবর্তে মন্ত্রটি কেবল জপ করলেও চলে। সুস্থ ব্যক্তি সূর্যাস্তের সময়ে নিদ্রিত থাকলে পরে উঠে দাঁড়িয়ে সূর্যকে পাঁচটি মন্ত্রে প্রণাম জানাবেন। সূর্যাস্তের সময়ে পরিশ্রম না করা সত্ত্বেও অথবা অনুচিত কর্ম করে পরিশ্রান্ত হয়ে ঘুমিয়ে থাকলে চারটি মন্ত্রে সূর্যকে প্রণাম জানাতে হয়।

গৃহের মধ্যে কপোত (বৃত্তি অনুযায়ী শুক্লবর্ণের রক্তচরণ বিশিষ্ট অরণ্যচারী প্রাণী) ঢুকে পড়লে অথবা গৃহের নিকটে এলে 'দেবাঃ কপোত-' (ঋ. ১০/১৬৫) সূক্তটি জপ করবেন অথবা এই সূক্তের প্রতি মন্ত্রে একটি করে আহুতি দেবেন।

অর্থ-উপার্জনের জন্য গৃহস্থকে বাহিরে যেতে হলে 'বয়মু—' সূক্ত দ্বারা অগ্নিতে আহুতি দিতে হয়। দীর্ঘ বা বিপৎসঙ্কুল পথে যাওয়ার আগে ১/৪২ সূক্তে আহুতি দিতে অথবা মন্ত্রগুলি জপ করতে হবে। নষ্ট বস্তু ফিরে পেতে চাইলে অথবা বিভ্রান্ত হয়ে পড়লে 'সং পূষন্—' (৬/৫৪) সূক্তটি জপ করতে হয় অথবা সূক্তের মন্ত্রগুলি পাঠ করে আহুতি দিতে হয়।

আহিতাগ্নি ব্যক্তি ব্যাধিগ্রস্ত হলে গ্রামের বাহিরে পূর্ব, উত্তর অথবা উত্তর-পূর্ব দিকে গিয়ে বাস করবেন। বিশ্বাস, অগ্নি হব্যলাভের ইচ্ছায় তাহলে ঐ ব্যক্তিকে দ্রুত সুস্থ করে তুলবেন। সুস্থ হয়ে উঠলে ইষ্টি, পশু ও সোমযাগ করে অথবা না করে গ্রামে প্রবেশ করবেন।

সমাবর্তন—গুরুগৃহ থেকে প্রত্যাবর্তনের সময়ে ব্রহ্মচারী শিষ্য নিজের ও আচার্যের জন্য পৃথক পৃথক মণি, দুটি কর্ণকুণ্ডল, দুটি বস্ত্র, ছত্র, দুটি পাদুকা, দণ্ড, স্রক্, গাত্রমর্দনের দ্রব্য, প্রসাধনদ্রব্য, কাজল ও উষ্ণীষের ব্যবস্থা করে রাখবেন। যদি দু-জনের জন্য পৃথক ব্যবস্থা করা সম্ভব না হয় তাহলে কেবল আচার্যের জন্যই এগুলি প্রস্তুত রাখবেন। উত্তর-পূর্ব দিকে গিয়ে কোন যজ্ঞিয় বৃক্ষ থেকে সমিৎ সংগ্রহ করে আনতে হয়। কামনাভেদে আর্দ্র বা শুষ্ক অথবা কিছুটা আর্দ্র কিছুটা শুষ্ক সমিৎ সংগ্রহ করতে হয়। ব্রাহ্মণদের গাভী ও অন্ন দান করে 'গোদান' কর্মের অনুষ্ঠান করতে হয়। একক্লীতক (করঞ্জ) বীজের চূর্ণ দিয়ে নিজের গাত্র তিনি সেই দিন মর্দন করবেন।

এরপর ঈষদুষ্ণ জলে স্নান করে সমাবর্তনকারী শিষ্য দুটি নূতন বস্ত্র পরিধান করে চোখে কাজল পরিয়ে নেবেন। দুই চোখে কাজল পরার পরে দুই কানে কুণ্ডল পরে অঙ্গে অনুলেপন দ্রব্য মেখে নিতে হবে। দুই হাতে কুঙ্কুম প্রভৃতি অনুলেপন দ্রব্য মেখে নিয়ে বর্ণভেদে প্রথমে মুখে, বাহুতে অথবা উদরে (নারী হলে উপস্থে ও দৌড়জীবী হলে উরুতে) তা মাখাবেন, পরে মাখাবেন অন্যান্য অঙ্গে। এরপরে স্রক ও জুতা পরে হাতে ছাতা ও বেণুদণ্ড নিতে হয়। কণ্ঠে মণি ও মাথায় উষ্ণীষ পরে প্রথমে দাঁড়িয়ে অগ্নিতে একটি সমিৎ স্থাপন করে, পরে বসে থেকে 'মমাগ্নে—' (ঋ. ১০/১২৮) সূক্তের এক একটি মন্ত্রে একটি করে সমিৎ স্থাপন করবেন। প্রত্যাবর্তনের সময়ে পথে মধুপর্ক দিয়ে যেখানে তাঁকে সম্বর্ধনা দেওয়া হবে সেখানে রাত্রিবাস করতে হয়। বিদায়কালে আচার্যকে কিছু প্রদান করে তাঁর অনুমতি নিয়ে আনুষ্ঠানিক স্নান সম্পন্ন করতে হয়। সমাবর্তনকারী বর্ষায় দৌড়াবেন না, রাত্রে স্নানে যাবেন না, নগ্ন হয়ে স্নান ও শয়ন করবেন না, সম্ভোগকাল ছাড়া অন্য সময়ে নগ্ন নারীর দিকে দৃষ্টিপাত করবেন না, গাছে উঠবেন না, কূপে নামবেন না, নদীতে সাঁতার কাটবেন না, কোন কাজে কোন ঝুঁকি নেবেন না।

গুরুগৃহ থেকে বিদায়কালে গুরুর নাম ক্ষীণকণ্ঠে উল্লেখ করে পরে জোরে বলতে হয় 'গার্হস্থ্যাশ্রমং বত্স্যামো ভোঃ' (আচার্য, আমি গৃহস্থাশ্রমে বাস করব)। আচার্য তখন তাঁকে বিদায়ের অনুমতি দেন।

সমাবর্তনকারী পথে পাখীর অথবা মৃগের অদ্ভুত শব্দ শুনলে বিশেষ মন্ত্র পাঠ করবেন। যদি ভয় পান, তাহলে যে দিক থেকে তিনি ভয়ের আশঙ্কা করছেন সেই দিকে একটি অঙ্গারের দুই প্রান্তে আগুন জ্বালিয়ে তা ফেলে দিতে হয় অথবা একটি মন্থনদণ্ড দ্বারা মন্থকে অপ্রদক্ষিণক্রমে আলোড়িত করে ঐ মন্থ উপুড় করে রেখে দিতে হয়। যদি সব দিক থেকেই কোন অজ্ঞাত বিপদের ভয় থাকে তাহলে আটটি আজ্যহোম করে উত্তর-পূর্ব দিকে দাঁড়িয়ে বিশেষ মন্ত্র পাঠ করবেন।

যুদ্ধযাত্রা—যুদ্ধ আসন্ন হলে রাজপুরোহিত রাজাকে অস্ত্র প্রভৃতি দ্বারা সুসজ্জিত করবেন। রাজাকে তিনি কবচ, ধনু ও বাণ দেবেন। রথ চলতে শুরু করলে বিশেষ মন্ত্র জপ করে অশ্বগুলিকে তিনি অনুমন্ত্রণ (মন্ত্রশুদ্ধ) করেন। রাজা বাণগুলি দেখতে থাকলে, হাতে দস্তানা পরতে থাকলে, রথে চড়িয়ে রাজাকে নিয়ে যাওয়া হতে থাকলে পুরোহিত নিজে রথে উঠে তাঁকে দিয়ে মন্ত্র পাঠ করাবেন। যুদ্ধের সময়ে পুরোহিত রাজাকে উচিত পরামর্শও দেবেন। দুন্দুভি স্পর্শ করার ও বাণ নিক্ষেপের সময়ে রাজাকে বিশেষ মন্ত্র পাঠ করতে হয়। যুদ্ধ করবেন তিনি দিনে সূর্যের ও রাত্রে শুক্র গ্রহের অভিমুখী হয়ে।

ক্ষেত্রকর্ষণ—উত্তর প্রোষ্ঠপদা, উত্তর ফল্গুনী অথবা রোহিণী নক্ষত্রযুক্ত দিনে ক্ষেত্রকর্ষণ করতে হয়। কর্ষণের পরে 'ক্ষেত্রস্য—' (ঋ. ৪/৫৭) সূক্তের প্রত্যেকটি মন্ত্রে একটি করে হোম করবেন অথবা এই সূক্তের মন্ত্রগুলি জপ করবেন। গাভীগুলি চারণভূমিতে বিচরণ করতে গেলে এবং সেখান থেকে গৃহে ফিরে এলে গৃহী তাদের অনুমন্ত্রণ করবেন। গাভীগুলিকে উপস্থানও করতে হয়।

অন্ত্যেষ্টি—আহিতাগ্নি গৃহস্থের মৃত্যু হলে তাঁর অন্ত্যেষ্টির ব্যবস্থা করতে হয়। দক্ষিণ-পূর্ব বা দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে অথবা এই দুই দিকে বা দক্ষিণ দিকে ঢালু এমন স্থানে গর্ত খনন করা হয়। ঐ গর্তের দৈর্ঘ্য হবে একজন মানুষ ঊর্ধ্ববাহু হয়ে দাঁড়ালে যতটা উচ্চতা হয় সেই-পরিমাণ এবং প্রস্থ হবে এক ব্যাম অর্থাৎ দুইপার্শ্বে প্রসারিত দুই বাহুর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত। গর্তের গভীরতা হবে বিতস্তি-পরিমাণ অর্থাৎ বারো আঙুল। শ্মশানের সব দিক রাখতে হবে উন্মুক্ত। শ্মশান দুটি—একটি দাহের জন্য, অপরটি মৃতের অস্থিগুলিকে ভূমিতে সমাধি দেওয়ার জন্য। দুই শ্মশানই হবে এমন স্থানে যেখানে থাকবে অনেক ওষধি। কাঁটাগাছ, দুগ্ধতুল্যরসক্ষরণকারী গাছ থাকলে তা কেটে ফেলতে হয়। যেখানে সব দিক থেকে জল গড়িয়ে আসতে পারে তেমন স্থানেই হবে দহনের শ্মশান। দাহের আগে মৃতের চুল, দাড়ি, লোম, নখ কেটে ফেলতে হয়। প্রচুর কুশ, আজ্য ও পৃষদাজ্য (দধি ও ঘৃতের মিশ্রণ) প্রস্তুত রাখতে হবে।

মৃতের আত্মীয়েরা প্রয়াত ব্যক্তির যজ্ঞাগ্নি ও যজ্ঞপাত্রগুলি শ্মশানে নিয়ে আসেন। পিছনে নিয়ে আসা হয় মৃতদেহকে। শব বহন করে আনবেন বিজোড়-সংখ্যক বয়স্ক ব্যক্তি। তাঁদের মধ্যে যেন কোন মহিলা না থাকেন। কেউ কেউ বলেন একটি আসনযুক্ত শকটে মৃতকে

বহন করে আনতে হবে। সঙ্গে একটি গাভী, অথবা কৃষ্ণবর্ণের বা যে-কোন এক বর্ণের একটি ছাগকে বাম বাহুতে বেঁধে মৃতের পিছনে নিয়ে আসতে হয়। আত্মীয়েরা শিখা উন্মুক্ত করে যজ্ঞোপবীত নীচুতে রেখে অনুগমন করবেন। তাঁদের মধ্যে সম্মুখে থাকবেন জ্যেষ্ঠরা, পিছনে কনিষ্ঠেরা। শ্মশানে এসে দাহকারী ব্যক্তি জল ও শমীশাখা নিয়ে ঐ শ্মশানের চারপাশে প্রদক্ষিণক্রমে তিনবার পরিক্রমা করেন। পরিক্রমা করার সময়ে শ্মশানে জল ছিটাতে হয়। এরপর গর্তের প্রান্তে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে মৃতের আহবনীয় অগ্নিকে, উত্তর-পশ্চিম দিকে গার্হপত্য অগ্নিকে এবং দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে দক্ষিণাগ্নিকে স্থাপন করা হয়। এ-বার যিনি চিতানির্মাণে বিচক্ষণ ব্যক্তি তিনি এই তিন অগ্নির মাঝে একটি চিতা সাজাবেন। সেই চিতায় কুশ ও কৃষ্ণাজিন বিছিয়ে গার্হপত্যের উত্তর দিক দিয়ে শবটিকে এনে শবের মাথাটি আহবনীয়ের দিকে রেখে ঐ কৃষ্ণাজিনের উপর শয়ন করানো হয়। মৃতের উত্তর দিকে এসে চিতার উপরই শয়ন করবেন তাঁর পত্নী। ক্ষত্রিয় হলে একটি ধনুও এনে সেখানে রাখা হবে। এরপর দেবর বা পতিতুল্য অন্য কেউ বা শিষ্য অথবা গৃহের বৃদ্ধ ভৃত্য পত্নীকে চিতা থেকে তুলে নিয়ে যাবেন। ধনুও তুলে আনতে হয় এবং এনে তা ভেঙে ফেলে দিতে হয়।

এরপর মৃতের ডান হাতে জুহূ, বাম হাতে উপভৃৎ, ডান পাশে স্ফ্য, বাম পাশে অগ্নিহোত্রহবণী এইভাবে তার নানা অঙ্গে নানা যজ্ঞপাত্র রাখা হয়। যে গাভী বা স্ত্রী-ছাগকে সঙ্গে আনা হয়েছে তাকে বধ করে বপা উৎপাটন করা হয়। সেই বপা দিয়ে মৃতের মস্তক ও মুখ আচ্ছাদিত করবেন। পশুর দুই বৃক্ক ও দুই অন্নপিণ্ড মৃতের দুই হাতে এবং হৃৎপিণ্ডটি হৃৎপিণ্ডের উপরে রাখতে হয়। পশুর চর্মটি বিছিয়ে দেওয়া হয় মৃতের শরীরে। বাম হাঁটু মাটিতে রেখে দক্ষিণাগ্নিতে চারটি আহুতি দিয়ে মৃতের বক্ষদেশেও একটি আহুতি দিতে হবে।

এ-বার সঙ্গীদের নির্দেশ দেওয়া হয় তিন অগ্নিকেই প্রজ্বলিত করতে। প্রজ্বলিত করার পরে যদি আহবনীয়ের অগ্নি মৃতকে প্রথম স্পর্শ করে তাহলে মৃতের স্বর্গলাভ, গার্হপত্যের অগ্নি প্রথমে স্পর্শ করলে অন্তরীক্ষলোকে সমৃদ্ধি এবং দক্ষিণাগ্নি প্রথমে স্পর্শ করলে মনুষ্যলোকেই প্রতিষ্ঠা হয় বলে বুঝতে হবে। যদি একই সঙ্গে তিন অগ্নিই মৃতকে স্পর্শ করে তাহলে লাভ হয় পরম সমৃদ্ধি। শব অগ্নিতে দগ্ধ হতে থাকলে তাকে অনুমন্ত্রণ করতে হয়। দাহকর্তা দাহ শেষ হলে বাম দিকে ঘুরে পিছনে আর না তাকিয়ে চলে আসবেন।

কোন এক স্থির জলাশয়ে এসে একবার মাত্র ডুব দিয়ে স্নান করে মৃতের নাম ও গোত্র উল্লেখ করে এক অঞ্জলি জল উৎসর্গ করতে হয়। স্নানের বস্ত্রগুলি নিঙড়ান হলে বস্ত্রের অগ্রভাগ উত্তর দিকে থাকে এমনভাবে সেগুলি শুকাতে দিতে হয়। আকাশে নক্ষত্র যতক্ষণ দেখা না যায় অথবা সূর্য না ওঠে ততক্ষণ গৃহে ফিরে আসতে নেই। ফিরে এসে কনিষ্ঠেরা প্রথমে ও জ্যেষ্ঠরা পরে গৃহে প্রবেশ করবেন। গৃহে প্রবেশের আগে প্রস্তর, অগ্নি, গোবিষ্ঠা, খই, তিল ও জল স্পর্শ করতে হয়। এই দিন রাত্রে অন্নপাক করতে নেই। কেনা অথবা গৃহে পূর্বেই প্রস্তুত করা রয়েছে এমন অন্নই আহার করতে হয়। তিন রাত্রি খাদ্যে ঝাল ও লবণ

গ্রহণ করা চলে না। মহাগুরুর (পিতা, মাতা, আচার্য) মৃত্যুতে বারো বা দশ রাত্রি দান ও অধ্যয়ন বর্জন করতে হয়। সপিণ্ড ব্যক্তি, অসপিণ্ড আচার্য ও অবিবাহিতা নারীর মৃত্যুতে দশ রাত্রি দান ও অধ্যয়ন বন্ধ থাকে। অন্য আচার্যেরা (বেদের সামান্য অংশ যাঁরা পড়িয়েছেন), অসপিণ্ড জ্ঞাতি, বিবাহিতা নারী, দাঁত ওঠে নি এমন শিশু এবং গর্ভস্থ শিশু মারা গেলে তা বন্ধ থাকে তিন রাত্রি। সহপাঠী এবং একই গ্রামের বেদপাঠীর মৃত্যুতে বন্ধ থাকবে এক রাত্রি।

কৃষ্ণপক্ষের দশমীর পরে একনক্ষত্রযুক্ত (অর্থাৎ অষাঢ়া, ফল্গুনী ও প্রোষ্ঠপদ ছাড়া) বিজোড় কোন তিথিতে (তৃতীয়া, পঞ্চমী ইত্যাদি) মৃতের অস্থি সংগ্রহ করতে হয়। বিজোড়-সংখ্যক প্রবীণ ব্যক্তি একটি কলসে অস্থি সংগ্রহ করবেন। দাহকর্তা শ্মশানভূমিকে তিনবার অপ্রদক্ষিণক্রমে পরিক্রমা করতে করতে স্থানটিতে শমীশাখা দিয়ে দুধ-মেশানো জল ছিটাবেন। অস্থিসংগ্রহকারীরা অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকা দিয়ে কলসে অস্থি রাখবেন। মৃতের চরণ থেকে মস্তক এই ক্রমে একে একে অস্থিগুলি নিয়ে কলসে এমনভাবে রাখবেন, যাতে কোন শব্দ না হয়। চালুনী দিয়ে ভাল করে সেগুলি ছেঁকে যেখানে বর্ষার জল ছাড়া অন্য কোন জল চারদিক থেকে গড়িয়ে আসে না তেমন স্থানে গর্তের মধ্যে কলসটি রেখেদেবেন। শরা দিয়ে কলসের মুখ ঢেকে গর্তটি বুজিয়ে দিয়ে পিছনে আর না তাকিয়ে সেখান থেকে চলে আসতে হয়। এরপর স্নান সেরে শ্রাদ্ধকর্মের আয়োজন করতে হয়।

গুরু প্রয়াত হলে অথবা নিজে অন্য দিক থেকে শ্রীহীন হয়ে পড়লে অমাবস্যার দিন শান্তিকর্ম করতে হয়। সেই দিন সূর্যোদয়ের আগে রন্ধনকর্মের অগ্নিকে নিয়ে দক্ষিণ দিকে চতুষ্পথে এসে সেখানে তা রেখে ঐ অগ্নির চারপাশে পরিক্রমা করতে হয়। অপ্রদক্ষিণক্রমে তিনবার পরিক্রমা করতে হয় এবং সেই সময়ে বাম হাত দিয়ে বাম ঊরুতে আঘাত করতে হয়। এরপর পিছনে না তাকিয়ে ফিরে এসে স্নান সেরে চুল, দাড়ি ও নখ কেটে আবার স্নান করতে হয়। তারপরে ভাঁড়, কলস ও আচমনের জলে শমীফুল রাখবেন। শমীকাঠ, শমীকাঠের দুটি অরণি ও তিনটি পরিধি, বৃষের বিষ্ঠা, ষাঁড়ের বিষ্ঠা, চর্ম, মাখন, পাথর এবং গৃহে যতজন যুবতি আছেন ততগুলি কুশগুচ্ছ প্রস্তুত রাখতে হয়। অপরাহ্নে শমীকাঠে প্রস্তুত দুটি অরণি ঘর্ষণ করে অগ্নি উৎপন্ন করতে হবে। বংশের বয়োবৃদ্ধদের কথা এবং ইতিহাস ও পুরাণের নানা শুভকাহিনী বর্ণনা করে রাত্রি গভীর হওয়া পর্যন্ত সেই অগ্নিকে অনির্বাপিত রেখে বাহিরে অপেক্ষা করতে হয়। রাত্রি সম্পূর্ণ নীরব নিঃস্তব্ধ হয়ে এলে অথবা তার আগেই সকল শবসঙ্গী গৃহে বা শয়নকক্ষে প্রবেশ করলে মুখাগ্নিকারী ব্যক্তি গৃহের দক্ষিণ দ্বার থেকে উত্তর দ্বার পর্যন্ত অবিচ্ছিন্ন ধারায় জল ঢালবেন। গৃহ্য অগ্নিতে সমিৎ সংযুক্ত করে সেই অগ্নির পিছনে বৃষচর্ম বিছিয়ে তার উপর গৃহের সকলজনকে আরোহণ করাতে হয়। একটি নূতন বস্ত্র বিছিয়ে তার উপর সূর্য না-ওঠা পর্যন্ত তিনি বসে থাকবেন। সূর্য উঠলে অন্ন প্রস্তুত করে সেই অন্ন আহুতি দিয়ে ব্রাহ্মণদের ভোজন করাতে হবে। গাভী, কাঁসার পাত্র, নূতন বস্ত্র তাঁদের দক্ষিণারূপে দিতে হবে।

পার্বণ, কাম্য, আভ্যুদয়িক ও একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ—এই শ্রাদ্ধে প্রয়াত তিন পিতৃপুরুষের প্রত্যেকের জন্য কমপক্ষে একজন করে জ্ঞানী সদাচারী স্নানসম্পন্ন ব্রাহ্মণকে ভোজন করাতে হয়। সমাগত ব্রাহ্মণদের গন্ধ দ্রব্য, মালা, ধূপ, দীপ ও বস্ত্র দান করতে হয় এবং তাঁদের হাতে কিছু অন্ন আহুতি দিতে হয়। এরপর তাঁদের দিতে হবে ভোজনের জন্য অন্ন। তাঁদের ভোজন শেষ হলে পিণ্ড দান করতে হবে। সবশেষে 'অস্তু স্বধা' বলে অভ্যাগত ব্রাহ্মণদের বিদায় দেবেন।

শূলগব—শরৎ অথবা বসন্তে আর্দ্রানক্ষত্রে চন্দ্রের অবস্থানের সময়ে শূলগবের অনুষ্ঠান করতে হয়। কুষ্ঠরোগগ্রস্ত নয় ও লোহিত বর্ণের উপর শ্বেত বিন্দুযুক্ত নয় এমন অথবা কৃষ্ণবিন্দুচিহ্নিত অথবা ঈষৎ লোহিত কৃষ্ণবর্ণের বৃষকে উৎসর্গ করতে হয়। দাঁত উঠলে ও প্রজননক্ষম হলে চাল ও যব দিয়ে মেশানো জলে সেই বৃষকে মস্তক থেকে পুচ্ছ পর্যন্ত অভিষিক্ত করা হয়। শূলগবের অনুষ্ঠান হয় অর্ধরাত্রের বা সূর্যোদয়ের পরে। যেখান থেকে গ্রামকে আর দেখা যায় না, যাগের পক্ষে উপযুক্ত এমন কোন স্থানে যূপে বৃষকে বন্ধন করে পশুযাগের নিয়মে বধ করা হয়। একটি পাত্রী অথবা পলাশপাতার সাহায্যে পশুর বপা রুদ্রশিবের উদ্দেশে আহুতি দেওয়া হয়। চারটি দিকে চারটি চারটি করে কুশ ও তৃণের মিলিত গুচ্ছে স্থালীপাকের চরু ও পশুমাংস আহুতি দেবেন। আহুতির পরে প্রত্যেক দিককে প্রণাম জানাতে হয়। অগ্নির উত্তর দিকে দর্ভসমূহে বা কুশগুচ্ছে পশুর রক্ত সর্পদের উদ্দেশ্যে ঢেলে দিতে হয়। কেউ কেউ বলেন, এই যাগের প্রসাদ গ্রহণ করতে নেই এবং ব্যবহৃত কোন দ্রব্য গ্রামে ফিরিয়ে আনতে নেই। 'শন্তাতীয়' সূক্ত (ঋ. ৭/৩৫) জপ করতে করতে গৃহে প্রবেশ করতে হয়।

পশুদের কোন অসুখ হলে গোয়ালঘরের মধ্যেই এই দেবতার উদ্দেশে যাগ করতে হয়। এক্ষেত্রে সমগ্র স্থালীপাকই আহুতি দিতে হয় বলে স্বিষ্টকৃতের অনুষ্ঠান আর করতে হয় না। বর্হি ও আজ্য অগ্নিতে নিক্ষেপ করে উত্থিত ধূমের মধ্যে গাভীগুলিকে নিয়ে আসতে হয়। শন্তাতীয় সূক্ত জপ করতে করতে পশুদের মাঝখানে গিয়ে দাঁড়াতে হয়।

এই পর্যন্ত আশ্বলায়ন-গৃহ্যসূত্রে আলোচিত প্রধান বিষয়গুলির সংক্ষিপ্ত কিছু পরিচয় আমরা নিলাম। এ-বার শাঙ্খায়নে বর্ণিত বিষয়গুলিরও কিছু পরিচয় সংক্ষেপে নেওয়া যাক।

শাঙ্খায়নের মতে গৃহ্যকর্মগুলি হুত, আহুত, প্রহুত, প্রাশিত এই চার প্রকারের। অগ্নিহোত্রহোম হচ্ছে হুত, 'বলি' (উপহার-) নিবেদন আহুত, প্রয়াত পিতৃপুরুষদের উদ্দেশে অনুষ্ঠিত কর্ম প্রহুত এবং ব্রাহ্মণদের উদ্দেশ্যে যা প্রদান করা হয় তা প্রাশিত (= ভক্ষিত)। রুদ্র, রাক্ষস, প্রেতপুরুষ, অসুর ও অভিচারের উদ্দেশে অনুষ্ঠিত কর্মে মন্ত্রপাঠের পরে নিজেকে স্পর্শ করে জল স্পর্শ করতে হয়। বিভিন্ন পাকযজ্ঞে প্রযাজের অনুষ্ঠান করতে হলেও সামিধেনী, অনুযাজ, ইডাভক্ষণ ও নিগদমন্ত্রের পাঠ বর্জন করা হয়।

যুবা শিষ্য যখন বিদ্যাশিক্ষার পরে গুরুগৃহ থেকে প্রত্যাবর্তন করেন তখন আচার্যগৃহে

তিনি যে অগ্নিতে শেষে কাষ্ঠখণ্ডটি প্রদান করেছিলেন সেই অগ্নিকেই অথবা বিবাহের অগ্নিকে গৃহে এনে নিজগৃহে প্রতিষ্ঠিত করতে হয়। কেউ কেউ বলেন, অগ্নিপ্রতিষ্ঠা পিতৃসম্পত্তির বিভাজনের সময়েই করতে হবে। পিতার মৃত্যু হলে জ্যেষ্ঠপুত্র অগ্নিপ্রতিষ্ঠা করতে পারেন। বৈশাখ অথবা অন্য কোন মাসের শুক্লা প্রতিপদে অথবা কোন বিশেষ নক্ষত্রে এই অগ্নিপ্রতিষ্ঠা-কর্মটি করতে হয়। প্রচুর গো-সম্পদ আছে অথবা যিনি বহু যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেছেন এমন কোন ব্যক্তির নিকট হতে অগ্নি এনে তা প্রতিষ্ঠা করা চলে। এই অগ্নিতে প্রতিদিন সন্ধ্যায় ও সকালে অগ্নিহোত্রের নিয়ম অনুসারে আহুতি দিতে হয়। অগ্নিহোত্রের পদ্ধতি গৃহ্যসূত্রে নয়, বর্ণিত হয়েছে শ্রৌতসূত্রগুলিতে।

বিবাহ—বিবাহ, সীমন্তোন্নয়ন, চূড়াকরণ, গোদান ও উপনয়ন অনুষ্ঠানে গৃহের বাহিরে এসে নির্ধারিত স্থানটি মাটি ও গোময় দিয়ে লেপে সেখানে অগ্নি স্থাপন করতে হয়। কেউ কেউ বলেন, অরণি মন্থন করে এই অগ্নি উৎপন্ন করতে হবে। বিবাহের অনুষ্ঠান করতে হয় উত্তরায়ণে শুক্লপক্ষের কোন এক শুভ দিনে।

যে কন্যার মধ্যে শুভচিহ্ন বর্তমান, যার অঙ্গের গঠন সুন্দর, মাথার চুলগুলি সমান দৈর্ঘ্যের এবং দুটি কেশগুচ্ছ কাঁধের ডান দিকে ঘোরানো তেমন পাত্রীই উপযুক্ত বলে মনে করতে হবে। বিবাহের দিন বরপক্ষ গোত্র ও নাম উল্লেখ করে কন্যাকে বরণ করেন। এরপর ফুল, খই, যব ও স্বর্ণখণ্ডে মিশ্রিত জল যে পাত্রে রাখা হয়েছে সেই পাত্রটি তাঁরা স্পর্শ করেন। কন্যাপক্ষের আচার্য উঠে দাঁড়িয়ে ঐ পাত্রটি কন্যার মাথায় রাখেন।

যে-দিন বিবাহ অনুষ্ঠিত হয় সেই দিন রাত্রে অথবা দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় দিনের রাত্রে পতি পত্নীকে নিজ গৃহে নিয়ে আসেন। যে-দিন নিয়ে আসা হয় সেই দিন রাত্রে বধূকে বিভিন্ন ওষধি, উৎকৃষ্ট ফল ও সুগন্ধি দ্রব্য দ্বারা মিশ্রিত জলে স্নান করিয়ে লাল অথবা অন্য কোন রঙের নূতন বস্ত্র পরানো হয়। তারপরে তাকে অগ্নির পিছনে বসিয়ে অগ্নি, সোম প্রভৃতি দেবতার উদ্দেশে আজ্য আহুতি দেওয়া হয়। চার অথবা আট জন বিবাহিত সধবা নারীকে শাক, অন্ন ও সুরা দিয়ে আপ্যায়ন করা হয়। তাঁরা চারবার নৃত্য প্রদর্শন করেন। এরপর বৈশ্রবণ ও ঈশান দেবতার উদ্দেশ্যে আহুতি দিয়ে পরে ব্রাহ্মণদের ভোজন করান। এই রাত্রের অনুষ্ঠানকে বলা হয় 'ঐন্দ্রাণীকর্ম'।

স্নান ও মঙ্গল কর্ম সম্পন্ন করে বর কন্যাগৃহে এসে উপস্থিত হলে কয়েকজন সুন্দরী সধবা যুবতী তাঁকে গৃহে নিয়ে আসেন। এই দিন সেই যুবতীদের কোন আচরণে বরকে অসন্তুষ্ট হতে নেই। বর কন্যাকে বস্ত্র, কাজললতা, তেল, ডান হাতে সজারুর কাঁটা ও তিনটি সূতা এবং বাম হাতে আয়না দেন। কন্যার আত্মীয়েরা কন্যার দেহে তিনটি রত্ন ও একটি লাল-কালো সূতা বেঁধে দেন। অনেকগুলি মধুক ফুলও বধূকে পরানো হয়। এরপর সেই বধূকে অগ্নির পিছনে বসিয়ে তাকে স্পর্শ করে অগ্নিতে তিনটি আহুতি দিতে হয়।

কন্যার পিতা বা ভ্রাতা পশ্চিমমুখী হয়ে দাঁড়িয়ে তরবারি বা 'স্রুব' নামে একটি কাঠের

হাত দিয়ে পূর্বমুখী হয়ে উপবিষ্ট কন্যার মস্তকে 'সম্রাজ্ঞী-' (ঋ. ১০/৮৫/৪৬) মন্ত্রে আহুতি দেন। বরও পশ্চিমমুখী হয়ে দাঁড়িয়ে নিজের চিং-করা ডান হাত দিয়ে পূর্বমুখী হয়ে উপবিষ্ট কন্যার চিং-করা অঙ্গুষ্ঠ সমেত ডান হাত 'গৃভ্ণামি তে-' (ঋ. ১০/৮৫/৩৬) মন্ত্রে গ্রহণ করেন। একটি নূতন কলসে জল নিয়ে তার মধ্যে কুশ ও কোন বড় গাছের সজীব পাতা রেখে দিতে হয়। কেউ কেউ কলসে সোনাও রাখেন। ঐ কলস এক ব্রহ্মচারীর হাতে দিয়ে উত্তর-পূর্ব দিকে রাখা ঐ জলের চারপাশে প্রদক্ষিণ করতে হয়। উত্তরদিকে একটি পাথর রেখে (রাখেন কন্যাপক্ষের আচার্য) কন্যাকে সেই পাথরের উপর ডান পায়ের সামনের অংশ দিয়ে স্পর্শ করিয়ে অগ্নির চার পাশে প্রদক্ষিণ করিয়ে আর একটি বস্ত্র তাঁর হাতে দেন। কন্যার পিতা বা ভ্রাতা তাঁর অঞ্জলিবদ্ধ হাতে শমীপাতা ও খই ঢেলে দেন; কন্যা সেগুলি দাঁড়িয়ে থেকে অগ্নিতে অর্পণ করেন। পাথরে চরণস্পর্শ করা থেকে এই পর্যন্ত কর্মগুলি তিন অথবা চার বার করে করতে হয়। এরপর 'সপ্তপদীগমন'। আচার্য উত্তর-পূর্ব দিকে বর ও বধূকে সাতটি পদক্ষেপ পর্যন্ত দূরত্ব এগিয়ে নিয়ে যান। পদক্ষেপের স্থানগুলিতে তিনি (আচার্য) জল ঢেলে দেবেন। তাঁদের মাথার উপরেও জল ঢালা হয়। বধূর বিবাহ বস্ত্রটি যিনি সূর্যাসূক্তে অভিজ্ঞ তাঁকে দান করতে হয়।

বধূকে পিতৃগৃহ থেকে নিয়ে আসার সময়ে কতকগুলি মন্ত্র পাঠ করতে হয়। যে রথে নিয়ে আসা হবে সেই রথের অক্ষ, দুই চাকা এবং দুই ষাঁড়ের অঙ্গে ঘৃত লেপে দিতে হয়। পথে রথের চাকা ভেঙে গেলে কোন আহিতাগ্নি ব্যক্তির গৃহে পত্নীকে এনে তারপরে রথের সংস্কার করতে হবে। আসার পথে বড় গাছ থাকলে সেখানে নেমে বিশেষ মন্ত্র জপ করতে হয়। জলপথে আসতে হলে বিভিন্ন বিহিত মন্ত্র জপ করতে হয়।

পতিগৃহে এসে বধূ একটি বৃষচর্মের উপর বসেন। তাঁকে স্পর্শ করে থেকে বর চারটি আহুতি দেন। এরপর বধূর দুই চোখে আজ্য লেপে কেশের প্রান্ত স্পর্শ করে তাঁর মাথায় আজ্য ঢেলে দেন। এই সময়ে কেউ কেউ উভয় বংশের দিক থেকে কোন এক শুভলক্ষণযুক্ত বালককে এনে বধূর কোলে বসিয়ে দেন। বালকের হাতে কিছু ফল দেওয়া হলে ব্রাহ্মণেরা এই দিনটি যে শুভ তা ঘোষণা করেন। এরপর মন্ত্র পাঠ করে বর ও বধূ গৃহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করেন।

বর ও বধূকে দধি ভক্ষণ করে আকাশে যতক্ষণ ধ্রুবতারা দেখা না যায় ততক্ষণ মৌনী হয়ে বসে থাকতে হয়। ধ্রুবতারা উঠলে বর বধূকে তারাটি দেখান এবং বধূ তা দেখে 'ধ্রুবং-' মন্ত্র পাঠ করেন। এরপর তিনরাত্রি দু-জনকে ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করে ভূমিতে শয়ন করতে হয়। চতুর্থ দিনে বর স্থালীতে অন্নপাক করে তা আহুতি দেন।

গর্ভাধান ও পুংসবন—শাঙ্খায়নের মতে পতি অধ্যাণ্ডবৃক্ষের মূল গুঁড়া করে তা পত্নীর ডান নাসারন্ধ্রে স্থাপন করেন। এরপর মন্ত্রসমেত পত্নীর জননাঙ্গ স্পর্শ করে আবার মন্ত্র পাঠ করে সন্তানকামনায় পত্নীর সঙ্গে মিলিত হন। গর্ভের তৃতীয় মাসে চন্দ্রের

পুষ্যা বা শ্রবণা নক্ষত্রে অবস্থানের সময়ে এই অনুষ্ঠানটি করতে হয়। সোমের অংশু, কুশসূচী, বটের কাণ্ডের শেষ শাখাপল্লব অথবা যজ্ঞের মধ্যম যূপটি পিষ্ট করে সেই পিষ্ট দ্রব্যটি পতি পত্নীর ডান নাসারন্ধ্রে নিবিষ্ট করান।

সীমন্তোন্নয়ন—প্রথমবার সন্তানধারণের সময়ে গর্ভের সপ্তম মাসে সীমন্তোন্নয়ন কর্ম অনুষ্ঠিত হয়। এই দিন পত্নী নূতন বস্ত্র পরে অগ্নির পিছনে এসে বসেন। পতি এর পরে অগ্নিতে কয়েকটি আহুতি দেন। আহুতির দ্রব্য মতান্তরে অন্নের পরিবর্তে মুগমিশ্রিত অন্ন হতে পারে। অপক্ক ডুমুরের ফল ও তিনস্থানে শ্বেতচিহ্ন আছে এমন শজারুর কাঁটা অথবা কুশ দিয়ে 'ভূর্ভুবঃ স্বঃ' মন্ত্রে পত্নীর মাথার চুল পতি উপর দিকে আঁচড়ে তুলে দেন। ডুমুরের ফলগুলি একটি সূতায় বেঁধে পত্নীর কণ্ঠে বেঁধে দেওয়া হয়। বীণাবাদকেরা তারপরে গান করেন। জলপাত্রে খই ঢেলে পত্নীকে সেই জল পান করতে হয়। শেষে পত্নীও অলঙ্কৃত হয়ে গান পরিবেশন করেন।

জাতকর্ম, মেধাজনন, নামকরণ—যে গৃহে প্রসব হবে সেই গৃহে অপশক্তি বিনাশের জন্য কাকাতনী, মচকচাতনী, কোশাতকী, বৃহতী ও নীল গাছের মূল গুঁড়া করে সূতিকাস্থানটিতে লেপে দিতে হয়। সন্তান ভূমিষ্ঠ হলে পিতা নবজাত শিশুকে তিনবার আঘ্রাণ করেন। তারপরে ঘি ও মধু এবং দই ও জল একসাথে মিশিয়ে তা ঐ শিশুকে খাওয়াতে হয়। শিশুর ডান হাতে সূতা দিয়ে একখণ্ড সোনা বেঁধে রাখতে হয়। যে দিন শিশুর মা প্রসবগৃহ ত্যাগ করেন সেই দিন পর্যন্ত তার হাতে তা বাঁধা থাকে। দশম দিনে সেটি ব্রাহ্মণদের দিয়ে দিতে হয়। ঘরে তা রেখে দিলেও চলে। সন্তানের নামকরণের ক্ষেত্রে এমন নাম দেন যার প্রথম অক্ষরে ঘোষবর্ণ, মাঝের অক্ষরে অন্তস্থ বর্ণ এবং নামে মোট যুগ্মসংখ্যক স্বরবর্ণ থাকে। নামটি যেন তদ্ধিত-প্রত্যয়যুক্ত না হয়। এই নামটি পিতা ও মাতা ছাড়া অন্য কেউ জানবে না। দশম দিনে দেওয়া হয় ব্যাবহারিক প্রকাশ্য একটি নাম।

শিশুর মেধাবৃদ্ধির জন্য প্রার্থনা নিবেদন করতে হয়। মাণ্ডূকেয়ের মতে এই উপলক্ষে কালো ষাঁড়ের সাদা-কালো ও লাল লোম গুঁড়া করে ঘি, মধু, দই ও জলে মিশিয়ে শিশুকে তা খাওয়াতে হয়। সন্তানের ক্ষিপ্রতাগুণ প্রার্থনা করলে বালককে মাছ খাওয়ানো যেতে পারে।

চূড়াকরণ—ব্রাহ্মণ প্রভৃতি বর্ণভেদে শিশুর এক, তিন, পাঁচ অথবা সাত বছর বয়সে এই অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। ডান দিকের কেশগুচ্ছ তিনবার ও বামদিকের কেশগুচ্ছ দু-বার কাটা হয়। কাটা চুল উত্তর-পূর্ব দিকে, ওষধিবহুল স্থানে অথবা জলাশয়ের কাছে মাটিতে পুঁতে ফেলতে হয়। ব্যবহৃত পাত্রগুলি নাপিতকে দিয়ে দেবেন। বালককে জননীর কোলে অবশ্য বসতে হয় না। এই অনুষ্ঠানের জন্য চাল, যব, তিল, মাষকলাই, ষাঁড়ের বিষ্ঠা, কুশগুচ্ছ, আয়না, মাখন এবং লোহার বা তামার ক্ষুর প্রস্তুত রাখা হয়।

গোদান—বালকের ষোল অথবা আঠারো বছর বয়সে এই কর্ম অনুষ্ঠিত হয়ে

থাকে। বাহুমূলের কেশগুলিও ছয়-সাতবার করে কেটে ফেলা হয়। কন্যাদের ক্ষেত্রেও চূড়াকরণ অনুষ্ঠান হয়, তবে তা হয় বিনামন্ত্রে।

উপনয়ন—গর্ভবাসের সময় থেকে ধরে আট অথবা দশ বছর বয়সের সময়ে ব্রাহ্মণের উপনয়ন হয়। উপনয়নের ঊর্ধ্বসীমা আশ্বলায়ন যেমন বলেছেন শাঙ্খায়নের ক্ষেত্রেও তেমনই। বর্ণভেদে যথাক্রমে কৃষ্ণাজিন, চিত্রল মৃগ ও গাভীর চর্ম পরিধান করতে হয়। নূতন বস্ত্রও পরিধান করা চলে। দণ্ড হবে বর্ণ অনুযায়ী যথাক্রমে পলাশ বা বেল, নগ্রোধ ও যজ্ঞডুমুরের তৈরী। দণ্ডের দৈর্ঘ্যে হবে তিন বর্ণের ক্ষেত্রে যথাক্রমে নাক, কপাল ও মাথার চুল পর্যন্ত উঁচু। মতান্তরে যে-কোন বর্ণ যে-কোন কাঠের দণ্ডই গ্রহণ করতে পারেন। আচার্য নিজের ও শিষ্যের অঞ্জলি জল দিয়ে পূর্ণ করে শিষ্যকে তার নাম জিজ্ঞাসা করেন। নাম বললে সমানার্ষেয় কি-না তা জিজ্ঞাসা করেন। শিষ্য বলে 'সমানার্ষেয়োঽহং ভোঃ'—মহাশয়, আমি সমানার্ষেয়। আচার্য তখন শিষ্যকে বলতে বলেন—'বল, আমি ছাত্র। শিষ্য তা বললে আচার্য তার অঞ্জলিতে তিনবার জল ঢেলে নিজের ডান হাত নিজের বাঁ হাতের উপরে রেখে শিষ্যের দুই হাত শক্ত করে ধরে মন্ত্র পাঠ করেন। শিষ্যকে এরপর তিনি নির্দেশ দেন—অগ্নিতে সমিৎ স্থাপন কর, জল পান কর, দিবানিদ্রা যাবে না, সমিৎ-স্থাপনের আগে পর্যন্ত মৌন হয়ে থাকবে।

সেই দিনই অথবা তিন রাত্রি অথবা এক বৎসর পরে শিষ্যকে সাবিত্রী মন্ত্রের পাঠ দেওয়া হয়। ব্রাহ্মণকে গায়ত্রী ছন্দের, ক্ষত্রিয়কে ত্রিষ্টুপ্ ছন্দের এবং বৈশ্যকে জগতী ছন্দের সাবিত্র মন্ত্র পাঠ করানো হয়। অগ্নির উত্তর দিকে আচার্য পূর্বমুখী এবং শিষ্য পশ্চিমমুখী হয়ে বসেন। প্রথমে একনিঃশ্বাসে একটি করে চরণ, পরে একটি করে অর্ধাংশ এবং তারপরে সমগ্র মন্ত্রটি পাঠ করে শিষ্যকে শোনানো হয়।

শিষ্য তিনবার জল পান করলে আচার্য শিষ্যের হাতে দণ্ডটি দেন। শিষ্য তিনবার অগ্নির চারপাশ পরিক্রমা করে। এরপর সে গ্রামে অন্ন ভিক্ষা করতে যায়। প্রথমে নিজ জননীর কাছেই অথবা যিনি তাকে বিমুখ করবেন না বলে মনে হয় তাঁর কাছেই ভিক্ষা চাইতে যেতে হয়। ভিক্ষালব্ধ বস্তুর কথা আচার্যের নিকটে এসে নিবেদন করে সেই ভিক্ষালব্ধ বস্তুর অন্ন গ্রহণ করতে হয়। প্রতিদিন অগ্নিতে সমিৎ-স্থাপন, ভিক্ষা সংগ্রহ ও ভূমিতে শয়ন শিষ্যের পক্ষে অবশ্যকর্তব্য।

বেদমন্ত্রের শিক্ষাদান ও পাঠগ্রহণের জন্য ঐ আগের মতোই গুরু ও শিষ্য অগ্নির উত্তর দিকে এসে বসেন। প্রতিদিন প্রত্যেক ঋষির যতগুলি সূক্ত আছে সেগুলি সব অথবা ঋগ্বেদের এক একটি অনুবাকের সকল সূক্ত অথবা যতটা উচিত অর্থাৎ শিষ্য যতটা গ্রহণ করতে সমর্থ বলে মনে করবেন গুরু শিষ্যকে ততগুলি সূক্তের পাঠই দেবেন। প্রত্যেক ঋষির অথবা প্রত্যেক অনুবাকের প্রথম ও শেষ সূক্ত অথবা প্রত্যেক সূক্তের প্রথম মন্ত্রটি শিখাতে হয়। অপরাহ্নে ভাজা যব ভিক্ষা করে এনে অগ্নিতে সেই যব আহুতি দিতে হয়।

শিষ্য প্রতিদিনই সমিৎ সংগ্রহ করে এনে মৌনী হয়ে উত্তর-পশ্চিমমুখী হয়ে বসে আকাশে যতক্ষণ না নক্ষত্র দেখা যায় ততক্ষণ সন্ধ্যা-উপাসনায় ব্রতী থাকবে। সন্ধ্যা অতিক্রান্ত হলে মহাব্যাহৃতি, সাবিত্র মন্ত্র ও স্বস্তিসূক্ত জপ করে সান্ধ্য উপাসনা শেষ করতে হয়। সকালে যতক্ষণ না সূর্যমণ্ডল দেখা যায় ততক্ষণ পূর্বমুখী হয়ে দাঁড়িয়ে উপাসনায় ব্রতী থাকতে হয়। বেদাধ্যয়ন শুরু হয় সূর্যোদয়ের পরে।

অধ্যয়ন ও অধ্যাপন—বেদের পাঠ গ্রহণ ও দান করার জন্য আচার্য ও শিষ্য দু-জনকেই অগ্নির উত্তর দিকে এসে বসতে হয়। আচার্য বসেন পূর্বমুখী হয়ে, শিষ্য পশ্চিমমুখী হয়ে। শিষ্য আচার্যকে প্রণাম করে দুই হাত ধুয়ে ভূমিতে বিছানো কুশের মূলের উপর ডান হাঁটু পেতে বাম হাতের উপর ডান হাত রেখে বসে। কুশের অগ্রভাগগুলি এক হাতে শক্ত করে ধরে ডান হাত দিয়ে সেগুলির উপর জল ছিটিয়ে দিতে হয়। এরপর আচার্যের নির্দেশ অনুযায়ী ক্রমশ সাবিত্রী, গায়ত্রী, বৈশ্বামিত্র, ঋষি, দেবতা, ছন্দ, শ্রুতি, স্মৃতি, শ্রদ্ধা-মেধা সম্পর্কে পাঠ দেওয়ার জন্য শিষ্য আচার্যকে অনুরোধ করে। আচার্য তা বলার জন্য একে একে সম্মতি জ্ঞাপন করেন। আচার্য যখনই শিষ্যকে বেদের পাঠ দেবেন তখনই ঋষি, দেবতা ও ছন্দ উল্লেখ করে মন্ত্রগুলি পাঠ করবেন। এক ঋষির যতগুলি সূক্ত আছে ততগুলি অথবা একটি করে অনুবাক শিষ্যকে পাঠ করে শোনানো হয়। সূক্তগুলি ছোট হলে একটি সম্পূর্ণ অনুবাকের পাঠ দিতে হয়। অথবা আচার্য প্রত্যেক ঋষির বা অনুবাকের প্রথম ও শেষ সূক্ত অথবা প্রত্যেক সূক্তের প্রথম ও শেষ মন্ত্র পাঠ করে শোনাতে পারেন। পাঠ শেষ হলে গোময়ের উপরে গহ্বর তৈরী করে নূতন কুশের উপর জল ছিটান। অপরাহ্নে শিষ্য ভাজা যব ভিক্ষা করে এনে অগ্নিতে সেগুলি আহুতি দেবেন এবং আচার্যকে আহারের জন্য অন্ন দেবেন। ব্রহ্মচারী শিষ্য প্রবাসে যেতে চাইলে আচার্যের কাছে সে-কথা নিবেদন করলে তার নিরাপত্তার জন্য প্রার্থনা করে শেষে আচার্য বলবেন 'স্বস্তি'। এরপর শিষ্য প্রস্থান করে।

শিষ্যকে গুরুগৃহে বাস করার সময়ে প্রতিদিন আচার্যের অগ্নির পরিচর্যা করতে হবে। কুণ্ডে কাঠ দিয়ে অগ্নিকে প্রজ্বলিত করে কুণ্ডের চারপাশ মুছে জল ছিটিয়ে ডান হাঁটু মাটিতে রেখে মন্ত্রপাঠের মাধ্যমে প্রার্থনা নিবেদন ও অগ্নির উপস্থান করতে হয়। এরপর পাঁচটি মন্ত্রে কপাল, বক্ষস্থল, ডান ও বাম কাঁধ ও পৃষ্ঠদেশে ত্রিপুণ্ড্র চিহ্ন ধারণ করতে হয়।

বেদের পঠন-পাঠনের সঙ্গে 'শুক্রিয়ব্রত' নামে এক কর্মের অনুষ্ঠান যুক্ত হয়ে রয়েছে। সূর্যের উত্তরায়ণের সময়ে শুক্লপক্ষের কোন শুভ দিনে এই অনুষ্ঠান করতে হয়। আচার্য একটি সম্পূর্ণ দিন ও রাত্রি পত্নীর স্পর্শ ও মাংস ভক্ষণ থেকে বিরত থাকেন। এই ব্রত চতুর্দশী ও অষ্টমী তিথি ছাড়া অন্য কোন তিথিতে পালন করতে হয়। কোন কোন মতে প্রতিপদ, পর্বের দিন ও অশুভ দিন বর্জন করে অন্য কোন দিনে ব্রতটি পালন করতে হবে। আচার্য শিষ্যকে ব্রতটি পালন করতে হবে। আচার্য শিষ্যকে এই ব্রত পালনের জন্য নির্দেশ

দেন। আচার্যের অভিপ্রায় অনুসারে শিষ্যকে তিন বা বারো দিন অথবা এক বছর পর্যন্ত ব্রহ্মচর্য পালন করে থাকতে হয়।

মহানাম্নী প্রভৃতির পাঠদানের জন্য দীক্ষার দিনে অপরাহ্নে আচার্য প্রথমে উত্তর-পূর্ব দিকে আহুতি দেন। অগ্নিকুণ্ডের পিছনে আচার্যের সামনে শিষ্য পূর্বমুখী হয়ে দাঁড়ালে তিনি শিষ্যের শির নূতন একটি বস্ত্র দিয়ে প্রদক্ষিণক্রমে বেষ্টন করে দেন। যাতে বন্ধন শিথিল হয়ে না পড়ে তাই বস্ত্রের প্রান্তটি রাখেন ঊর্ধ্বমুখ করে। এরপর শিষ্যকে তিনি বনে, দেবগৃহে বা অগ্নিহোত্রের অনুষ্ঠান যেখানে হয় সেখানে তিন দিন সতর্ক ও মৌনী হয়ে বাস করতে বলেন। আচার্য এই সময়ে নিজে ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করে থাকেন। এক রাত্রি বা তিন রাত্রি অতিক্রান্ত হলে গ্রাম থেকে বাইরে এসে উত্তর-পূর্ব দিকে এক পবিত্র স্থানে আচার্য বসেন। আসার সময়ে পথে কাঁচা মাংস, সদ্যপ্রসূতি, রজস্বলা নারী, ছিন্ন হস্ত, শ্মশান, মুমূর্ষু প্রাণী প্রভৃতির দিকে দৃষ্টি যেন না পড়ে। সূর্যোদয়ের পরে শিষ্যকে তিনি 'মহানাম্নী' অংশের পাঠ দেবেন। মহানাম্নীর পরবর্তী অংশগুলি আচার্য পাঠ করবেন। শিষ্য শুধু শুনবে। শিষ্য আচার্যকে দক্ষিণারূপে উষ্ণীষ, পাত্র, ও একটি উৎকৃষ্ট গাভী দান করবে। এই সময়ে কেউ কেউ বিশ্বে-দেবাঃ নামে দেবগণের উদ্দেশ্যে চরু আহুতি দেন।

আরণ্যক অংশের পাঠ দেওয়ার জন্য আচার্য একটি সম্পূর্ণ দিন ও রাত্রি ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করে থাকবেন। কাঁচা মাংস, সদ্যপ্রসূতি, বজ্রপাত, প্রবল বৃষ্টি, প্রকাণ্ড মেঘের আবির্ভাব ইত্যাদি কারণে অধ্যয়ন স্থগিত রাখতে হয়। আষাঢ়ী পূর্ণিমার পরে চার মাস অধ্যয়ন করতে নেই। উত্তর-পূর্ব দিকে এক আলোকবহুল স্থানে গিয়ে সূর্যোদয়ের আগে শৌচকর্ম করে একটি মণ্ডলে (মণ্ডলাকার স্থানে) প্রবেশ করতে হয়। মণ্ডলটির উত্তর এবং পূর্ব দিকে যেন দ্বার থাকে এবং সেই দ্বার যেন অতিপ্রশস্ত বা অতিসঙ্কীর্ণ না হয়। মণ্ডলে প্রবেশের পরে আচার্য পূর্বমুখী হয়ে বসেন। শিষ্যরা বসে দক্ষিণ দিকে উত্তরমুখী হয়ে। সূর্যোদয় হলে শিষ্যেরা আচার্যকে পাঠদানের জন্য অনুরোধ করে। বাম হাতের উপর ডান হাত রেখে শিষ্যেরা নিজেদের ডান হাত দিয়ে আচার্যের দক্ষিণ চরণ এবং বাম হাত দিয়ে বাম চরণ স্পর্শ করে। একটি দর্ভযুক্ত জলপাত্রে হাত রেখে ঐ হাত থেকে জলক্ষরণ বন্ধ হলে পাঠ আরম্ভ হবে।

গৃহীকে স্বগৃহে প্রাতঃকালে শয্যাত্যাগ করে আচমনের পরে প্রতিদিন 'স্বাধ্যায়' অভ্যাস করতে হয়। এই উপলক্ষে 'অদ্যা-' (ঋ. ৫/৮২/৪, ৫) ইত্যাদি বিশেষ কতকগুলি মন্ত্র তাঁকে পাঠ করতে বলা হয়েছে।

সমাবর্তনের সময়ে শিষ্য স্নান সেরে বৃষচর্মের উপরে বসে। আচার্য নাপিতকে ডেকে এনে তার চুল, দাড়ি ও নখ কাটিয়ে দেবেন। চাল, যব, তিল, সরিষা, অপামার্গ ও সদাপুষ্পীর সাথে কাটা চুলগুলি ফেলে দিয়ে যুবক শিষ্যকে অভিষিক্ত ও অলঙ্কৃত করা হয়। সমাবর্তনকারী শিষ্য নূতন বস্ত্র ও সোনার গহনা পরে। মাথায় তাকে উষ্ণীষ, হাতে ছাতা ও দণ্ড এবং পায়ে জুতা ধারণ করতে হয়। এই দিন স্থির হয়ে থাকতে হয়। রথে চড়ে নিজ গৃহে ফিরে আসার

সময়ে পথে ঋত্বিকেরা যেখানেই গরু বা ছাগ নিবেদন করবে সেই স্থানকেই আগে উপস্থান করতে হয়। গাভী বা কোন ফলন্ত বৃক্ষের নিকট হতে যাত্রা শুরু করতে হয় গৃহে ফেরার সময়ে। শিষ্যের পক্ষে আচার্যকে এই অনুষ্ঠানে দান করতে হয় একজোড়া বস্ত্র, উষ্ণীষ, মণিমণ্ডিত কুণ্ডল, দণ্ড, জুতা ও ছোট ছাতা।

বৈশ্বদেব কর্ম—গার্হপত্য অগ্নিতে সন্ধ্যায় ও সকালে অগ্নি, বিষ্ণু, ধন্বন্তরি প্রভৃতি দেবতার উদ্দেশ্যে আহুতি দেওয়ার পরে দেবতা পিতৃপুরুষ ও মানুষের উদ্দেশ্যে 'বলি' দান করে কোন বেদজ্ঞ ব্যক্তিকে অথবা ব্রহ্মচারীকে আহার করাতে হয়। বিধবা নয় এমন গৃহস্থিত কোন নারীকে, গর্ভবতী স্ত্রীলোককে, বালক ও বৃদ্ধদেরও ভোজন করাতে হবে। কিছু অন্ন কুকুর, পাখী ও চণ্ডালদের উদ্দেশ্যে মাটিতে ঢেলে দেবেন। 'বলি' প্রদান না করে এবং অন্যদের ভোজনের আগে এবং একাকী আহার করতে নেই।

অর্ঘদান—যজ্ঞে অথবা বিবাহ-অনুষ্ঠানে আগত অতিথি, আচার্য, ঋত্বিক্, শ্বশুরমহাশয়, রাজা ও স্নাতক যুবকগৃহে এলে তাঁকে অর্ঘদান করতে হয়। অগ্নিতে সমিৎপ্রদান, অতিথিকে জলদান, প্রত্যহ বেদের একটি অনুবাক বা সূক্তের পাঠ গৃহীর পক্ষে অবশ্য করণীয় কর্ম।

গোষ্ঠকর্ম—প্রত্যহ গাভীরা মাঠে বিচরণ করতে যাওয়ার সময়ে এবং পরে তারা মাঠ থেকে ঘরে ফিরে এলে তাদের উদ্দেশে মন্ত্রপাঠ করতে হয়।

ফাল্গুনী পূর্ণিমার পরে রেবতী নক্ষত্রে অমাবস্যা হলে সংশ্লিষ্ট প্রতিপদ তিথিতে গৃহপালিত গবাদি পশুর গায়ে রক্ষাচিহ্ন অঙ্কিত করতে হয়। যে গাভী প্রথম সন্তান প্রসব করে তার দুধ অগ্নিতে আহুতি দিতে হয়। গাভী যমজ বাছুর প্রসব করলে সেই গাভীর দুধ মহাব্যাহৃতি দিয়ে আহুতি দিয়ে ব্রাহ্মণের হাতে তাকে দান করতে হয়।

কার্তিকী পূর্ণিমার দিন অথবা আশ্বিন মাসে চন্দ্রের রেবতী নক্ষত্রে অবস্থানের দিনে গৃহের গোশালায় অগ্নি প্রজ্বলিত করে তিনটি আজ্য হোমের অনুষ্ঠান করে একটি ষাঁড়কে ছেড়ে দিতে হয়। গাভীগুলির দুধ দিয়ে ব্রাহ্মণদের পায়স খাওয়াতে হয়।

কৃষিকর্ম—চন্দ্রের রোহিণী নক্ষত্রে অবস্থানের প্রথম দিনে কৃষিকর্ম শুরু করতে হয়। তার আগে জমির পূর্বসীমায় দ্যাবা-পৃথিবীর উদ্দেশ্যে অন্নপ্রদান করতে হবে। প্রথম হলচালনার সময়ে 'শুনং নঃ-' (ঋ. ৪/৫৭/৮) মন্ত্রটি পাঠ করে এক ব্রাহ্মণ হল স্পর্শ করেন। এই কর্মে 'ক্ষেত্রস্য পতিনা-' (ঋ. ৪/৫৭) সূক্তের এক একটি মন্ত্রে এক একটি দিককে প্রণাম করতে হয়।

প্লবকর্ম—জলপথ অতিক্রম করতে হলে স্বস্তিকর্মের অনুষ্ঠান করতে হয়। তিনবার অঞ্জলি ভর্তি করে জল নিয়ে সমুদ্র, বরুণ ও নদীসমূহের উদ্দেশে সেই জল জলরাশির উপর নিক্ষেপ করতে হয়। তারপরে বহন্ত জলের ক্ষেত্রে স্রোতের বিরুদ্ধে এবং স্থির জলাশয়ের

ক্ষেত্রে উৎক্ষিপ্তভাবে আহুতিদ্রব্য নিক্ষেপ করবেন। নদী পার হওয়ার সময়ে ভয় পেলে বসিষ্ঠসূক্ত (ঋ. ৭/৪৯) জপ করতে হয়।

শ্রবণাকর্ম—শ্রাবণী পূর্ণিমার দিন গৃহের বাহিরে গৃহ্য অগ্নি স্থাপন করে ভাজা খই ও ঘৃতমিশ্রিত অখণ্ড যব সেই অগ্নিতে আহুতি দিতে হয়। অগ্নির উত্তর দিকে নূতন কুশঘাসের উপরে একটি নূতন জলপাত্র রেখে সাপেদের উদ্দেশে কলসীতে জল ঢেলে দেওয়া হয়। এছাড়া সাপেদের রঙ, ফুল, সূতা, কাজল ও আয়না দেওয়া হয়। তারপর তাদের উদ্দেশে দেওয়া হয় 'বলি'। জলমিশ্রিত খইয়ের ছাতু সেই বলি। প্রতিদিনই 'বলি' দিতে হবে। রাত্রে বলি দিতে হয় বিনামন্ত্রে। তারপর শয্যায় উঠতে হয় নিদ্রা যাওয়ার জন্য।

চৈত্রীকর্ম—চৈত্রী পূর্ণিমায় কর্কন্ধু (অরণ্যজাত বদরী) পাতা ও পিষ্ট অন্ন দিয়ে নানা যুগল পশুমূর্তি, স্ফীত উদরবিশিষ্ট ইন্দ্র-অগ্নির মূর্তি, রুদ্রের গোলাকৃতি মূর্তি ও কতকগুলি নক্ষত্রমূর্তি প্রস্তুত করতে হয়।

পূর্তকর্ম—কূপ, পুষ্করিণী প্রভৃতি জলাশয়ের অভিষেকের জন্য শুক্লপক্ষে অথবা কোন শুভ তিথিতে দুধ দিয়ে যব সিদ্ধ করে কয়েকটি আহুতি দেওয়া হয়। জলে নেমেও আহুতি দিতে হবে। এই কর্মের দক্ষিণা হচ্ছে গাভী ও দুটি বস্ত্র। শেষে ব্রাহ্মণভোজন করাতে হয়। উদ্যানের অভিষেকের ক্ষেত্রে উদ্যানে অগ্নি স্থাপন করে স্থালীতে পাক-করা অন্ন ঐ অগ্নিতে আহুতি দিতে হয়।

গৃহনির্মাণ—গৃহনির্মাণের জন্য নির্ধারিত বাস্তুজমিতে গিয়ে ঐ জমিতে ডুমুরের ডাল দিয়ে তিনবার চারদিকে রেখা টানতে হয়। তারপর জমির মাঝখানে উঁচু জায়গায় হোম করা হয়। 'ইমামুচ্ছ্রয়ামি-' মন্ত্রে দক্ষিণ দ্বারের গর্তে একটি ঘৃতসিক্ত ডুমুরের ডাল স্থাপন করবেন। অপর এক মন্ত্রে বাম দিকের গর্তে অপর একটি ডাল পুঁতে রাখা হয়। এরপর এই দুটি ডালের ডান, পিছন ও বামদিকে একটি করে ডাল রাখবেন। গৃহ নির্মিত হলে গৃহের খুঁটিগুলি স্পর্শ করতে হয়। গৃহপ্রবেশের সময়ে গার্হপত্য অগ্নিকে গৃহের বাহিরে রেখে সেই অগ্নিতে পূর্বাহ্নে, মধ্যাহ্নে ও অপরাহ্নে আজ্য দিয়ে কতকগুলি হোম করতে হবে। জ্যেষ্ঠ পুত্র, পত্নী ও শস্য সঙ্গে নিয়ে মন্ত্র পাঠ করে নবগৃহে প্রবেশ করবেন।

বিভিন্ন প্রায়শ্চিত্ত—যদি পনের দিন অগ্নিতে কোন আহুতি না দেওয়া হয়ে থাকে তাহলে প্রায়শ্চিত্তরূপে অন্ন আহুতি দিতে হয়। যতগুলি আহুতি এ পর্যন্ত বাদ গিয়েছে যথাসম্ভব ততগুলি আহুতি অগ্নিতে প্রদান করতে হবে। বাড়ীতে কোন ঘুঘু বা পেঁচা এসে বসলে, দুঃস্বপ্ন বা অমঙ্গলজনক কিছু দেখলে, গভীর রাতে কাক ডেকে উঠলে দুধ দিয়ে চরু আহুতি দিতে হয়। চরু সেই গাভীর দুধ দিয়ে তৈরী করতে হবে যার বাছুরটি দেখতে তার মায়েরই মতো। কৃষ্ণবর্ণের গাভীর দুধ হলে চলবে না। গৃহস্বামী অসুস্থ হয়ে পড়লে গাবেধুকতৃণ মিশিয়ে চালের অন্ন প্রস্তুত করা হয়। পত্নীর সীমন্তোন্নয়ন কর্ম না করা হয়ে

থাকলে শিশুকে মায়ের কোলে বসিয়ে কতকগুলি আহুতি দিতে হয়। কাষ্ঠস্তম্ভ থেকে কিছু নির্গত হতে থাকলে অথবা বাড়ীতে মৌমাছিরা মৌচাক তৈরী করলেও প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়। মৌচাক তৈরী করলে ১০৮টি ডুমুর কাঠ, দুধ, দই ও ঘি মিশিয়ে অগ্নিতে আহুতি দিতে হবে। বাড়ীতে উই-এর ঢিপি হলে তিনদিন উপবাস করার পরে 'মহাশান্তি' নামে প্রায়শ্চিত্ত করতে হয় এবং গৃহ ছেড়ে চলে যেতে হয়।

শ্রাদ্ধকর্ম—শাঙ্খায়নের নির্দেশ অনুযায়ী প্রত্যেক মাসে প্রয়াত পিতৃপুরুষদের উদ্দেশে শ্রাদ্ধকর্মের অনুষ্ঠান করতে হবে। অন্তত তিনজন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণকে গৃহে নিমন্ত্রণ করে এনে প্রয়াত তিন পিতৃপুরুষের প্রতিনিধি করা হয়। তাঁদের হাতে তিলমিশ্রিত জল ঢেলে দিতে হয়। তারপরে আহুতি দিতে হবে অগ্নিতে।

একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধে একটি চালুনী, অর্ঘপাত্র ও পিণ্ড প্রস্তুত রাখতে হয়। কেউ মারা গেলে এক বৎসর ধরে এই অনুষ্ঠান করে চলতে হবে। মৃত্যুর দেড় মাস বা এক বছর পরে অথবা কোন এক শুভ দিনে চারটি পাত্রে তিল, জল ও সুগন্ধি দ্রব্য নিয়ে তার মধ্যে তিনটি পাত্র দিতে হয় তিন পূর্বপুরুষকে এবং একটি পাত্র দিতে হয় সদ্যমৃত ব্যক্তির উদ্দেশে। সদ্যমৃতের পাত্রটির জল অপর তিন পুরুষের পাত্রে ঢেলে দেওয়া হয়। তাঁর উদ্দেশে প্রদত্ত পিণ্ডটিও অপর তিন প্রয়াতের উদ্দেশ্যে অর্পণ করতে হয়। এই কর্মের নাম সপিণ্ডীকরণ। কোন আনন্দ-অনুষ্ঠানে আনুষঙ্গিকরূপে পূর্বপুরুষদের তৃপ্ত করার উদ্দেশে যে শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠিত হয় তার নাম 'আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ'। শুক্লপক্ষের কোন শুভ দিনে পূর্বাহ্ণে মাতৃকাদের উদ্দেশ্যে যাগ করে যুগ্মসংখ্যক ব্রাহ্মণদের গৃহে নিমন্ত্রণ করে এনে প্রদক্ষিণক্রমে করণীয় কর্মগুলি করতে হয়। তিলের স্থানে এই শ্রাদ্ধে দিতে হয় যব। প্রয়াতদের উদ্দেশে প্রস্তুত পিণ্ডগুলি দই, বদরীফল ও ভাজা কোন শস্যের সাথে মেশানো হয়। নান্দীমুখ পিতৃগণকে আবাহন করে উদ্দিষ্ট দ্রব্য নিবেদন করে তাঁদের জিজ্ঞাসা করতে হয় কর্মটি সুসম্পন্ন হয়েছে কি-না।

এই হল আমাদের আলোচ্য দুই গৃহ্যসূত্রের বিষয়বস্তুর সংক্ষিপ্ত বিবরণ। বিস্তৃত বিবরণ আমরা পাব সূত্র, অনুবাদ ও ব্যাখ্যার মধ্যেই। এ-বার তাই মূল গ্রন্থের মধ্যেই প্রবেশ করা যাক।

অমরকুমার চট্টোপাধ্যায়

আশ্বলায়ন-গৃহ্যসূত্র

সম্পাদক ঃ
অমরকুমার চট্টোপাধ্যায়

অনুবাদিকা ঃ
ডঃ দীধিতি বিশ্বাস

সঙ্কেতসূচী

আ.গৃ.	=	আশ্বলায়ন-গৃহ্যসূত্র
আপ.	=	আপস্তম্ব
ঋ.	=	ঋক্‌সংহিতা
কৌ.গৃ.	=	কৌষীতকি-গৃহ্যসূত্র
গো. গৃ.	=	গোভিল-গৃহ্যসূত্র
তুঃ	=	তুলনীয়
দ্রঃ	=	দ্রষ্টব্য
পা. গৃ.	=	পারস্কর-গৃহ্যসূত্র
শা. গৃ.	=	শাঙ্খায়ন-গৃহ্যসূত্র
শ্রৌ. সূ.	=	শ্রৌতসূত্র
সূ.	=	সূত্র

আশ্বলায়ন-গৃহ্যসূত্র

প্রথম অধ্যায়

প্রথম খণ্ড (১/১)

উক্তানি বৈতানিকানি গৃহ্যাণি বক্ষ্যামঃ।।১।।

অনুবাদ—বৈতানিক কর্মসমূহ বলা হল, এখন গৃহ্য কর্মসমূহ বলব।

বিবৃতি—অগ্নিসমূহের বিস্তার অর্থাৎ আহবনীয়, গার্হপত্য, দক্ষিণ প্রভৃতি অগ্নিকে পৃথক পৃথক কুণ্ডে স্থাপন হচ্ছে 'বিতান'। এই বিতানের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত অনুষ্ঠান সমূহ হল 'বৈতানিক'—'বহ্বগ্নিসাধ্যানি কর্মাণীত্যর্থঃ' (বৃত্তি)। আশ্বলায়ন তাঁর শ্রৌতসূত্রে মোট বারোটি অধ্যায়ে গার্হপত্য প্রভৃতি একাধিক অগ্নি প্রজ্বলিত করে যে- সকল যাগের অনুষ্ঠান করতে হয়, সেগুলির আলোচনা করেছেন। এ-বার তিনি বিবাহ অথবা সম্পত্তি-বিভাগের সময় যে অগ্নি প্রজ্বলিত হয়, সেই গৃহ (স্ত্রী, আবাস)-গত অগ্নিতে করণীয় অনুষ্ঠানগুলির আলোচনা এই 'গৃহ্যসূত্র' নামে গ্রন্থে করবেন। কিছু গৃহ্য অনুষ্ঠানে আবার অগ্নির প্রয়োজন হয় না, সেগুলির আলোচনাও এখানে করা হবে। গৃহ (পত্নী বা সম্পত্তি)-সম্পর্কিত বলে এই অগ্নির নাম 'গৃহ্য'। লক্ষণাবশত এই অগ্নিতে অনুষ্ঠেয় কর্মকেও বলা হয় 'গৃহ্য'।

ত্রয়ঃ পাকযজ্ঞাঃ ।।২।।

অনুবাদ—পাকযজ্ঞ তিন-প্রকার।

বিবৃতি — এখানে 'ত্রয়ঃ' বলতে তিন নয়, তিন প্রকারের বলে বুঝতে হবে। এই তিন-প্রকার পাকযজ্ঞ কি কি, তা পরবর্তী সূত্রে বলা হয়েছে। ঐ সূত্রে হুত, প্রহুত ও ব্রহ্মাণি-হুত শব্দের প্রত্যেকটিতে বহুবচন প্রয়োগ করার কারণেই অনুবাদে অর্থ করা হয়েছে তিন- প্রকার। 'পাক' শব্দের অর্থ অল্প অথবা প্রশস্ত। এই অনুষ্ঠানগুলি সংক্ষিপ্ত এবং সংস্কার -সাধনকারী বলে প্রশস্ত, তা-ই এগুলি 'পাকযজ্ঞ '।

হুতা অগ্নৌ হূয়মানা অনগ্নৌ প্রহুতা ব্রাহ্মণভোজনে ব্রহ্মাণিহুতাঃ ।। ৩।।

অনুবাদ—অগ্নিতে কৃত যজ্ঞ হুত, অগ্নিভিন্ন অন্য-কিছুতে কৃত যজ্ঞ প্রহুত এবং ব্রাহ্মণভোজন হচ্ছে ব্রহ্মাণিহুত।

বিবৃতি — পাকযজ্ঞের মধ্যে সেইগুলি 'হুত' যেগুলির ক্ষেত্রে অগ্নিতে আহুতি দেওয়া হয়। যে বলিহরণ প্রভৃতি অনুষ্ঠানে আহুতি বা অন্ন- নিবেদনের জন্য অগ্নির প্রয়োজন

হয় না সেগুলি 'প্রহুত'। যেগুলিতে ব্রাহ্মণদের আহার করাতে হয় সেগুলি 'ব্রহ্মাণি- হুত'; ব্রাহ্মণের মুখে আহুতি দেওয়া হচ্ছে বলে নাম ব্রহ্মাণি-হুত।

অথাপ্যৃচ উদাহরন্তি যঃ সমিধা য আহুতী যো বেদেনেতি ।।৪।।

অনুবাদ— এই বিষয়ে মন্ত্রও উদ্ধৃত করা হয়, 'যঃ সমিধা য আহুতী যো বেদেন' (ঋ.৮/১৯/৫,৬) ইত্যাদি।

সমিধম্ এবাপি শ্রদ্দধান আদধন্ মন্যেত যজ ইদম্ ইতি নমস্ তস্মৈ য আহুত্যা যো বেদেনেতি বিদ্যয়ৈবাপ্যস্তি প্রীতিস্ তদ্ এতত্ পশ্যন্ ঋষির্ উবাচ। অগোরুধায় গবিষে দ্যুক্ষা যদস্ম্যং বচঃ। ঘৃতাত্ স্বাদীয়ো মধুনশ্চ বোচতেতি। বচ এব ম ইদং ঘৃতাচ্চ মধুনশ্চ স্বাদীয়োঽস্তি প্রীতিঃ স্বাদীয়োঽস্ত্বিত্যেব তদাহ। আ তে অগ্ন ঋচা হবির্হৃদা তষ্টং ভরামসি। তে তে ভবন্তূক্ষণ ঋষভাসো বশা উতেতি। এত এব ম উক্ষাণশ্চ ঋষভাশ্চ বশাশ্চ ভবন্তি। য ইমং স্বাধ্যায়ম্ অধীয়ত ইতি যো নমসা স্বধ্বর ইতি নমস্কারেণ বৈ খল্বপি ন বৈ দেবা নমস্কারম্ অতি; যজ্ঞো বৈ নম ইতি হি ব্রাহ্মণং ভবতি।। ৫।।

অনুবাদ—শুধুমাত্র শ্রদ্ধার সঙ্গে অগ্নিতে সমিৎ স্থাপন করেও মনে করবেন, আমি (শিষ্য) এই দেবতার উদ্দেশে যজ্ঞ সম্পাদনই করছি; সমিৎ দেবতার নিকট অন্নই। যিনি আহুতির দ্বারা, যিনি বিদ্যা-জ্ঞানের দ্বারা যজ্ঞ করছেন, তিনিও অনুরূপ চিন্তা করবেন। বিদ্যার দ্বারাও দেবতাদের প্রীতি উৎপন্ন হয়। এইরূপ প্রত্যক্ষ ক'রে, ঋষি বলেছেন— 'অগোরুধায় গবিষে দ্যুক্ষা যদস্ম্যং বচঃ। ঘৃতাত্ স্বাদীয়ো মধুনশ্চ বোচত' (ঋ. ৮/২৪/২০)। এর দ্বারা (এই মন্ত্রের দ্বারা) তিনি বুঝাচ্ছেন— আমার এই বাক্যই (বেদাধ্যয়নই) ঘৃত ও মধু অপেক্ষা অধিকতর সুস্বাদু, প্রীতিকর; তা আরও সুস্বাদু হোক। অপর এক ঋষি বলেছেন 'আ তে অগ্ন ঋচা হবির্হৃদা তষ্টং ভরামসি। তে তে ভবন্তূক্ষণ ঋষভাসো বশা উত' (ঋ.৬/১৬/৪৭)। (তিনি এখানে এ-ই বলতে চাইছেন)— এইগুলি হচ্ছে আমার বলদ, ষাঁড় ও গাভী। আমার শব্দটির অর্থ যাঁরা এই বেদ পাঠ করছেন। নমঃ অর্থাৎ নমস্কার দ্বারাও দেবতার উৎকৃষ্ট পূজারী হওয়া যায়। নমস্কারকে দেবতারা অতিক্রম করেন না; নমস্কারও যজ্ঞই— ব্রাহ্মণগ্রন্থের এইরূপ একটি বচন আছে।

বিবৃতি—পূর্বসূত্রে যে মন্ত্রটি উদ্ধৃত করা হয়েছে, তার সমর্থনে এখানে ব্রাহ্মণগ্রন্থ থেকে একটি সন্দর্ভ উদ্ধৃত করা হল। ব্রাহ্মণগ্রন্থ আবার নিজ মন্তব্যের সমর্থনে 'অগোরুধায়—' এবং 'আ তে অগ্ন —' এই দুটি মন্ত্র উদ্ধৃত করে সংক্ষেপে মন্ত্রের অর্থ নির্দেশ করেছে। অগ্নিতে সমিৎস্থাপনও যজ্ঞ, সমিৎ দেবতাদের নিকট অন্নেরই তুল্য। বেদপাঠও যজ্ঞ; ঘৃত,

মধু ও মাংসের অপেক্ষাও তা সুস্বাদু। নমস্কারও এক যজ্ঞ। এই কর্মগুলি তাই অবশ্যই অনুষ্ঠেয়—এই হল সূত্রের তাৎপর্য।

দ্বিতীয় খণ্ড (১/২)

অথ সায়ং প্রাতঃ সিদ্ধস্য হবিষ্যস্য জুহুয়াত্।। ১।।

অনুবাদ—তিনি সন্ধ্যা ও প্রাতঃকালে পরিপক্ব হব্যদ্রব্য আহুতি দেবেন।

বিবৃতি—পরবর্তী সূত্রে এই আহুতির সময়ে পাঠ্য মন্ত্রটির উল্লেখ করা হয়েছে। 'সিদ্ধ' বলায় দুধ ও দই এবং 'হবিষ্য' বলায় হব্যদ্রব্য নয় এমন ছোলা প্রভৃতি দ্রব্য আহুতি দেওয়া যাবে না।

অগ্নিহোত্রদেবতাভ্যঃ সোমায় বনস্পতয়েঽগ্নীষোমাভ্যামিন্দ্রাগ্নিভ্যাং দ্যাবা-পৃথিবীভ্যাং ধন্বন্তরয় ইন্দ্রায় বিশ্বেভ্যো দেবেভ্যো ব্রহ্মণে।। ২।।

অনুবাদ—(হোমের মন্ত্র—) অগ্নিহোত্রের দেবতাগণের (সূর্য, অগ্নি, প্রজাপতি), বনস্পতি, সোম, অগ্নি-সোম, ইন্দ্র-অগ্নি, দ্যাবা- পৃথিবী (স্বর্গ ও পৃথিবী), ধন্বন্তরি ইন্দ্র, বিশ্বদেবগণ -এবং ব্রহ্মের উদ্দেশে স্বাহা।

বিবৃতি—'অগ্নিহোত্রদেবতা' শব্দটি মন্ত্রের কোন অংশ নয়, অগ্নিহোত্রের যাঁরা দেবতা তাঁদের নাম চতুর্থী বিভক্তিতে উল্লেখ করতে হবে—এই কথাই এখানে বোঝানো হয়েছে। এছাড়া 'সোমায় বনস্পতয়ে—' ইত্যাদি মন্ত্র সূত্রে যেমনভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, তেমনভাবেই আহুতির সময়ে পাঠ করে যেতে হবে।

স্বাহেত্যথ বলিহরণম্ ।। ৩।।

অনুবাদ—'স্বাহা' এই (শব্দ উচ্চারণ করে আহুতি দেবেন)। এরপর 'বলি' প্রদান (করবেন)।

বিবৃতি—পূর্ববর্তী সূত্রে যে মন্ত্রটির উল্লেখ করা হয়েছে, তা পাঠ করে 'স্বাহা' শব্দ উচ্চারণ করতে হবে।

এতাভ্যশ্ চৈব দেবতাভ্যঃ। অদ্ভ্য ওষধিবনস্পতিভ্যো গৃহায় গৃহদেবতাভ্যো বাস্তুদেবতাভ্যঃ।। ৪।।

অনুবাদ—এই একই দেবতাদের এবং অপ্, ওষধি, বনস্পতি, গৃহ, গৃহদেবতাগণ ও বাস্তুদেবতাদের উদ্দেশে ('বলি' দেবেন)।

বিবৃতি—যাঁদের উদ্দেশে 'স্বাহা' শব্দ উচ্চারণ করে সিদ্ধ অন্ন আহুতি দেওয়া হল, তাঁদেরই উদ্দেশে 'বলি' বা আহুতিদ্রব্য নিবেদন করতে হবে। তাঁরা ছাড়াও 'অদ্ভ্য ওষধি—' ইত্যাদি মন্ত্রে, অপ্, ওষধি প্রভৃতির উদ্দেশেও 'বলিহরণ' অনুষ্ঠিত হবে।

ইন্দ্রায়েন্দ্রপুরুষেভ্যো যমায় যমপুরুষেভ্যো বরুণায় বরুণপুরুষেভ্যঃ সোমায় সোমপুরুষেভ্য ইতি প্রতিদিশম্।। ৫।।

অনুবাদ—ইন্দ্র, ইন্দ্রপুরুষগণ, বরুণ, বরুণপুরুষগণ, সোম, সোমপুরুষগণের উদ্দেশে এই বলি তিনি প্রতিদিকে প্রদান করবেন।

বিবৃতি—ইন্দ্র ও ইন্দ্রপুরুষ, যম ও যমপুরুষ, বরুণ ও বরুণপুরুষ, সোম ও সোমপুরুষগণের উদ্দেশে চার দিকের এক একটি বিশেষ দিকে 'বলি' বা অন্ন নিবেদন করবেন। ইন্দ্র, যম প্রভৃতির উদ্দেশে যেখানে অন্ন নিবেদন করা হবে, তাঁদের অনুগত পুরুষদের উদ্দেশে তা নিবেদন করতে হবে সেই স্থানের উত্তর দিকে।

ব্রহ্মণে ব্রহ্মপুরুষেভ্য ইতি মধ্যে।। ৬।।

অনুবাদ—ব্রহ্ম এবং ব্রহ্মপুরুষদের উদ্দেশে দেবেন মাঝখানে।

বিবৃতি—পূর্বসূত্রে যে দেবতাদের কথা বলা হয়েছে, তাঁদের উদ্দেশে প্রদত্ত অন্নের মাঝখানে ব্রহ্ম ও ব্রহ্মপুরুষদের উদ্দেশে অন্ন নিবেদন করতে হয়।

বিশ্বেভ্যো দেবেভ্যঃ।। ৭।।

অনুবাদ—বিশ্বদেবগণের উদ্দেশে মাঝখানেই 'বলি' দিতে হবে।

সর্বেভ্যো ভূতেভ্যো দিবাচারিভ্য ইতি দিবা ।। ৮।।

অনুবাদ—দিবাচারী ভূতসকলের উদ্দেশে দেবেন মাঝখানেই দিনের বেলায়।

নক্তংচারিভ্য ইতি নক্তম্।। ৯।।

অনুবাদ—রাত্রিচারীদের উদ্দেশে দেবেন মাঝখানে রাত্রে।

রক্ষোভ্য ইত্যুত্তরতঃ।। ১০।।

অনুবাদ—রাক্ষসদের উদ্দেশে উত্তরে।

বিবৃতি—সকল দেবতাদের উত্তর দিকে রাক্ষসদের উদ্দেশে (একবারই) এই অন্ন নিবেদন করতে হয়।

স্বধা পিতৃভ্য ইতি প্রাচীনাবীতী শেষং দক্ষিণা নিনয়েত্।। ১১।।

অনুবাদ—'পিতৃগণের উদ্দেশে 'স্বধা' এই বলে প্রাচীনাবীত ধারণ করে অবশিষ্ট অন্ন দক্ষিণ দিকে প্রদান করবেন।

বিবৃতি—উপবীতকে বাম স্কন্ধে ধারণ করে দক্ষিণদিকে লম্বিত করা হলে, তাকে বলা

হয় 'যজ্ঞোপবীত'। ঠিক এর বিপরীতভাবে অর্থাৎ দক্ষিণ স্কন্ধে উপবীত ধারণ করে বাম কটির দিকে প্রলম্বিত রাখলে বলা হয়ে থাকে 'প্রাচীনাবীত'। নিনয়েত্ = ঢেলে দেবেন।

তৃতীয় খণ্ড (১/৩)

অথ খলু যত্র ক্ব চ হোষ্যন্ত্ স্যাদ্ ইষুমাত্রাবরং সর্বতঃ স্থণ্ডিলম্ উপলিপ্যোল্লিখ্য ষড়্লেখা উদগায়তাং পশ্চাত্ প্রাগায়তে নানান্তয়োস্ তিস্রো মধ্যে তদ্ অভ্যুক্ষ্যাগ্নিং প্রতিষ্ঠাপ্যান্বাধায় পরিসমুহ্য পরিস্তীর্য পুরস্তাদ্ দক্ষিণতঃ পশ্চাদ্ উত্তরত ইত্যুদক্সংস্থং তূষ্ণীং পর্যুক্ষণম্।।১।।

অনুবাদ— যিনি যজ্ঞ করতে যাবেন, তিনি যজ্ঞের জন্য নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে বাণ-পরিমিত একটি স্থান চর্তুদিকে গোময়ের দ্বারা লেপন ক'রে সেখানে ছ'টি রেখা আঁকবেন— একটিকে উত্তরমুখী ক'রে অগ্নিস্থানের পশ্চিমদিকে, দুটি রেখাকে পূর্বমুখে পূর্বের রেখাটির দুই প্রান্তে এবং তিনটি রেখা ঐ দুটি রেখার মাঝখানে। সেখানে জল ছিটিয়ে অগ্নি স্থাপন ক'রে, দু'-তিনটি কাঠ তার উপর স্থাপন ক'রে, বৃত্তাকারে স্থানটি মুছে দিয়ে পূর্বে, দক্ষিণে, পশ্চিমে এবং উত্তরদিকে তৃণ ছড়িয়ে দিয়ে—প্রতিবারই উত্তরদিকে তৃণ ছড়ানো শেষ করে—নিঃশব্দে অগ্নির চারদিকে জল ছিটাবেন।

বিবৃতি—একটি বাণের যতটা দৈর্ঘ্য কমপক্ষে সেই পরিমাণ বর্গাকার একটি স্থান মেপে নিয়ে ঐ স্থানটিতে কাঠের টুকরা দিয়ে ছ'টি রেখা টানতে হবে। স্থণ্ডিলে অর্থাৎ অগ্নিস্থাপনের এই স্থানে মাঝখানে উত্তর (-দক্ষিণে) বিস্তৃত একটি রেখা টেনে সেই রেখার দুই প্রান্তে ঐ মধ্যবর্তী রেখাটির সঙ্গে স্পর্শ না ঘটে, এমনভাবে পূর্ব (-পশ্চিমে) বিস্তৃত একটি করে রেখা টানবেন। তারপর মধ্যবর্তী রেখাটির মাঝে পূর্ব (-পশ্চিমে) বিস্তৃত তিনটি রেখা টানবেন। এই ভাবে মোট ছ'টি রেখা টানতে হয়। এরপর ঐ রেখাঙ্কিত স্থণ্ডিলে জল ছিটিয়ে অগ্নি স্থাপন করে অন্বাধান করতে হয়। অন্বাধান হল অগ্নিতে দু'টি বা তিনটি সমিৎ স্থাপন করা। 'পরিসমূহন' হচ্ছে অগ্নির চর্তুদিক পরিষ্কার করে নেওয়া। 'পরিস্তরণ' হচ্ছে চারদিকে তৃণ ছড়িয়ে দেওয়া । তৃণ ছড়িয়ে দিতে হয় যে স্থানে অগ্নিস্থাপন করা হয়েছে যথাক্রমে তার পূর্ব, দক্ষিণ, পশ্চিম ও উত্তর দিকে। প্রত্যেক দিকেই ডানপাশ থেকে শুরু করে বামপাশে ছড়ান শেষ করতে হয়। তৃণ বিছিয়ে দেওয়ার পরে পর্যুক্ষণ করতে হয়। 'পর্যুক্ষণ' (পরি-উক্ষণ) হচ্ছে চতুর্দিকে জল ছিটিয়ে দেওয়া।

পবিত্রাভ্যাম্ আজ্যস্যোত্পবনম্ ।।২।।

অনুবাদ—দু'টি পবিত্রের দ্বারা আজ্যের উৎপবন করবেন।

বিবৃতি—'পবিত্র' কি এবং 'উৎপবন' বলতে ঠিক কি বোঝায়, তা পরবর্তী সূত্রেই বলা হয়েছে।

অপ্রচ্ছিন্নাগ্রাব্ অনন্তর্গর্ভৌ প্রাদেশমাত্রৌ কুশৌ নানান্তয়োর্ গৃহীত্বা-ঙ্গুষ্ঠোপকনিষ্ঠিকাভ্যাম্ উত্তানাভ্যাং পাণিভ্যাং সবিতুষ্ট্বা প্রসব উত্পুনাম্যচ্ছিদ্রেণ পবিত্রেণ বসোঃ সূর্যস্য রশ্মিভির্ ইতি প্রাগ্ উত্পুনাতি সকৃন্ মন্ত্রেণ দ্বিস্ তূষ্ণীম্।। ৩।।

অনুবাদ—তিনি অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকার দ্বারা প্রাদেশ-পরিমিত এমন দু'টি কুশ গ্রহণ করবেন, যাদের অগ্রভাগ ছিন্ন হয়ে যায় নি, যার মধ্য থেকে অপর কোন কুশ উদ্‌গত হয় নি এবং একটির প্রান্ত অপরটির সঙ্গে সংলগ্ন নয়। উত্তান অর্থাৎ চিত করা দুই হাত দিয়ে পশ্চিম থেকে পূর্বদিকে একবার 'সবিতুষ্ট্বা—' (সবিতার শক্তির দ্বারা, ছিদ্রহীন কুশের দ্বারা, বসু সূর্যের রশ্মির দ্বারা তোমাকে আমি পবিত্র করছি) মন্ত্রে এবং অপর দু'বার নিঃশব্দে উৎপবন করবেন।

বিবৃতি—'পবিত্র' হচ্ছে এমন দুটি কুশ, যা নয় (মতান্তরে বারো) আঙুল দীর্ঘ এবং যার ভিতর থেকে অপর কোন কুশের উদ্‌গম হয়নি। সূত্রে 'প্র' শব্দটি থাকায় কুশের অগ্রভাগ সামান্য ছিন্ন হলে ক্ষতি নেই, কিন্তু অনেকখানি ছিন্ন হলে চলবে না। দুটি কুশ নিয়ে কোন তরল পদার্থের মধ্যে তা ইতস্তত চালিত করাকে বলা হয় 'উৎপবন'।

কৃতাকৃতম্ আজ্যহোমেষু পরিস্তরণম্।।৪।।

অনুবাদ—আজ্যহোমগুলির ক্ষেত্রে দর্ভের দ্বারা অগ্নির চারদিকে আচ্ছাদন করতেও পারেন, নাও করতে পারেন।

বিবৃতি—সূত্রে যদি 'আজ্য' শব্দটি উল্লেখ করা থাকে, তা হলে সেই-সব হোমের ক্ষেত্রে পরিস্তরণ কর্মটি 'কৃতাকৃত' অর্থাৎ করাও চলে, না করাও চলে; পরিস্তরণ সেখানে বিকল্পিত বলেই বুঝতে হবে।

তথাজ্যভাগৌ পাকযজ্ঞেষু।। ৫।।

অনুবাদ—অনুরূপভাবে পাকযজ্ঞে দু'টি আজ্যভাগ প্রদান করতেও পারেন, নাও করতে পারেন।

ব্রহ্মা চ ধন্বন্তরিযজ্ঞশূলগববর্জম্।। ৬।।

অনুবাদ—এবং ধন্বন্তরিযজ্ঞ ও শূলগব ব্যতীত অন্য-সব পাকযজ্ঞে ব্রহ্মা উপস্থিত থাকতেও পারেন, নাও থাকতে পারেন।

অমুষ্মৈ স্বাহেতি জুহুয়াত্।।৭।।

অনুবাদ—'অমুক দেবতাকে স্বাহা' এইভাবে নাম উচ্চারণ করে হোম করবেন।

বিবৃতি—কোন সূত্রে কেবল দেবতার নামটুকু উল্লেখ করে আহুতিদানের কথা বলা থাকে, যেমন ৩/৫/৪ সূত্রে তা আছে। কোন সূত্রে আবার যে মন্ত্রটি পাঠ করে আহুতি দিতে হবে সেই মন্ত্রটি নির্দেশ করা থাকে, যেমন আছে ২।১।৪ সূত্রে। কিন্তু যে সূত্রে স্পষ্টভাবে কোন্ দেবতার উদ্দেশে আহুতি দিতে হবে তা বলা না থাকে অথবা পাঠ্য কোন মন্ত্র বিহিত না হয়ে থাকে তাহলে সেখানে প্রথমোক্ত ৩/৫/৪ ক্ষেত্রের মতোই কেবল সংশ্লিষ্ট দেবতার নামে চতুর্থী বিভক্তি যোগ করে 'স্বাহা' শব্দ উচ্চারণ করে আহুতি দিতে হবে। ১/১৩/৭; ৩/৬/১ সূত্রের ক্ষেত্রে তাই আহুতির সময়ে বলতে হবে 'প্রজাপতয়ে স্বাহা'।

অগ্নির্ ইন্দ্রঃ প্রজাপতির্ বিশ্বেদেবা ব্রহ্মেত্যনাদেশে।। ৮।।

অনুবাদ—যেখানে দেবতার নামের কোন উল্লেখ নেই সেখানে অগ্নি, ইন্দ্র, প্রজাপতি, বিশ্বেদেবাঃ এবং ব্রহ্মা-- এঁদের উদ্দেশে হোম করবেন।

বিবৃতি—যদি কোন সূত্রে হোম বিহিত হয়ে থাকে, কিন্তু হোমের কোন পাঠ্য মন্ত্র বিহিত না হয়ে থাকে, দেবতার স্পষ্ট অথবা অস্পষ্ট উল্লেখও না থাকে, তাহলে সেখানে অগ্নি প্রভৃতি পাঁচ দেবতার যে-কোন এক জনের উদ্দেশে আহুতি দেওয়া যেতে পারে। ১/৪/৬ সূত্রের ক্ষেত্রে কেউ চাইলে তাই তেমনই হবে।

একবর্হির্আজ্যস্বিষ্টকৃতঃ স্যুস্ তুল্যকালাঃ।।৯।।

অনুবাদ— একই সময়ে অনুষ্ঠিত পাকযজ্ঞসমূহে একই বর্হি, আজ্য ও স্বিষ্টকৃৎ হয়।

বিবৃতি—যদি একই দিনে একাধিক অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়, তাহলে প্রত্যেক অনুষ্ঠানের জন্য পৃথক পৃথক কুশ, আজ্য ও স্বিষ্টকৃৎ নামে অংশের ব্যবস্থা করতে হয় না। একই কুশ, আজ্য ও স্বিষ্টকৃৎ একাধিক অনুষ্ঠানে ব্যবহৃত হবে। আগ্রয়ণ ইষ্টি ও আশ্বযুজী কর্মের একই দিনে অনুষ্ঠান হলে তাই দুই ক্ষেত্রেই একই আজ্য প্রভৃতি ব্যবহৃত হবে।

তদেষাভি যজ্ঞগাথা গীয়তে— পাকযজ্ঞান্ সমাসাদ্য একাজ্যান্ একবর্হিষঃ। একস্বিষ্টকৃতঃ কুর্যান্ নানাপি সতি দৈবতে।। ১০।।

অনুবাদ—এই প্রসঙ্গে এই যজ্ঞগাথাটি গাওয়া হয়—দেবতারা ভিন্ন ভিন্ন হলেও যাঁরা পাকযজ্ঞ করবেন, তাঁরা একই আজ্য, একই বর্হি, একই স্বিষ্টকৃৎ করবেন।

বিবৃতি—যজ্ঞের অনুষ্ঠান সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত যে শ্লোক, তাকে বলা হয় 'যজ্ঞগাথা'। গীয়তে = গানের ভঙ্গীতে বলা হয়।

চতুর্থ খণ্ড (১/৪)

উদগয়ন আপূর্যমাণপক্ষে কল্যাণে নক্ষত্রে

চৌলকর্মোপনয়নগোদান- বিবাহাঃ।। ১।।

অনুবাদ—সূর্যের উত্তরায়ণের সময়ে শুক্লপক্ষে শুভ নক্ষত্রে (শুভক্ষণে) চৌলকর্ম, উপনয়ন, গোদান ও বিবাহ (অনুষ্ঠিত হবে)।

বিবৃতি—উদক্ + অয়ন = উদগয়ন; সূর্যের উত্তরদিকে আপাত গমন। আপূর্যমাণ পক্ষ = যে পক্ষে চন্দ্র ক্রমশ ষোল কলায় পূর্ণ হয় এবং সেই কারণে পক্ষটি ক্রমশ আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে অর্থাৎ শুক্লপক্ষ।

সার্বকালম্ একে বিবাহম্।। ২।।

অনুবাদ—অন্য মতে বিবাহ সবসময়ই অনুষ্ঠিত হতে পারে।

বিবৃতি—নানা সমস্যার উদ্ভব হতে পারে বলে কন্যা ঋতুমতী হলেই শুভদিনের অপেক্ষায় না থেকে তার বিবাহের ব্যবস্থা করতে হবে—এই হল অপর একদলের মত।

তেষাং পুরস্তাচ্ চতস্র আজ্যাহুতীর্ জুহুয়াত্।। ৩।।

অনুবাদ—তাদের (অর্থাৎ এই চারটি অনুষ্ঠানেরই) আগে চারটি আজ্যাহুতি দেবেন।

বিবৃতি—বৃত্তিকারের মতে 'তেষাং' পদটিতে সম্বন্ধে ষষ্ঠী বিভক্তি হয়েছে। ঐ চৌলকর্ম প্রভৃতির ক্ষেত্রে সেগুলির মধ্যেই এই আজ্যহোমগুলি করতে হবে— "তেষাং সম্বন্ধিন্যোঽন্তর্বর্তিন্য এতা আহুতয়ো ভবন্তি। ন তু তেভ্যঃ পূর্বং ভবন্তি"।

অগ্ন আয়ূংষি পবস ইতি তিসৃভিঃ প্রজাপতে ন ত্বদেতান্যন্য ইতি চ ব্যাহৃতিভির্ বা।। ৪।।

অনুবাদ—'অগ্ন আয়ূংষি পবস' (ঋ.৯/৬৬/১৯-২২)— এই তিনটি মন্ত্রের দ্বারা এবং 'প্রজাপতে ন ত্বদেতান্যন্য'- (ঋ. ১০/১২১/১০) এই মন্ত্রটির দ্বারা অথবা ব্যাহৃতিগুলি দ্বারা চারটি আজ্যাহুতি দেবেন।

বিবৃতি—পূর্ববর্তী সূত্রে যে চারটি আজ্যহোমের কথা বলা হয়েছে সেই চারটি হোমে যথাক্রমে 'অগ্ন আয়ূংষি—' ইত্যাদি তিনটি মন্ত্র এবং 'প্রজাপতে—' এই একটি মন্ত্র পাঠ করতে হবে। বিকল্পে চারটি হোমে যথাক্রমে ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, ভূর্ভুবঃ স্বঃ এই চারটি ব্যাহৃতি উচ্চারণ করতে হবে। প্রত্যেক মন্ত্রের শেষে 'স্বাহা' শব্দ অবশ্যই উচ্চার্য।

সমুচ্চয়ম্ একে।। ৫।।

অনুবাদ—অপর কেউ কেউ এই দুই- এর সমুচ্চয় ইচ্ছা করেন।

বিবৃতি—ভিন্ন মতে মন্ত্র- সহযোগে চারটি এবং ব্যাহৃতি- সহযোগে চারটি—এই মোট আটটি হোম করতে হয়।

নৈকে কাঞ্চন ।। ৬।।

অনুবাদ—অন্য কেউ কেউ একটিও আহুতি চান না।

বিবৃতি—তৃতীয় একদলের মতে চৌলকর্ম প্রভৃতির আগে কোন আজ্যহোমই করার প্রয়োজন নেই।

ত্বমর্যমা ভবসি যত্ কনীনাম্ ইতি বিবাহে চতুর্থীম্।। ৭।।

অনুবাদ—বিবাহে চতুর্থ আজ্যহোমটি 'ত্বমর্যমা—' (ঋ. ৫/৩/২) এই (মন্ত্রে প্রদান করতে হবে)।

বিবৃতি—চতুর্থ হোমটি পূর্ববিহিত 'প্রজাপতে —' মন্ত্রে না করে 'ত্বমর্যমা—' মন্ত্রে করতে হবে এবং ঐ মূল চতুর্থ হোমটি পঞ্চম হোমরূপে অনুষ্ঠিত হবে।

পঞ্চম খণ্ড (১।৫)

**কুলম্ অগ্রে পরীক্ষেত যে মাতৃতঃ পিতৃতশ্
চেতি যথোক্তং পুরস্তাত্।। ১।।**

অনুবাদ—প্রথমে বধূ বা বরের বংশ পূর্বে যেমন বলা হয়েছে— 'পিতার ও মাতার দিক' ইত্যাদি (আ. শ্রৌ. ৯।৩।২০) তেমনভাবে পরীক্ষা করবেন।

বিবৃতি—সূত্রে 'অগ্রে' বলায় পাত্র ও পাত্রীর নিজ গুণাবলীর অপেক্ষায় প্রথমে তাদের বংশ- পরিচয়ই বিবেচ্য। দেখতে হবে বংশের কেউ মহাপাতক করেছে কি-না, অথবা কারও মৃগী প্রভৃতি রোগ ছিল বা আছে কি-না।

বুদ্ধিমতে কন্যাং প্রযচ্ছেত্।। ২।।

অনুবাদ—বুদ্ধিমান ব্যক্তিকে কন্যা সম্প্রদান করবেন।

বিবৃতি—পাত্রের গুণের কথা এখানে বলা হল। পাত্রীর গুণের কথা পরবর্তী সূত্রে বলা হবে।

বুদ্ধিরূপশীললক্ষণসম্পন্নাম্ অরোগাম্ উপযচ্ছেত।। ৩।।

অনুবাদ—বুদ্ধিমতী, রূপবতী ও সদাচার-সম্পন্ন নীরোগ কন্যাকে বিবাহ করবেন।

দুর্বিজ্ঞেয়ানি লক্ষণানি।। ৪।।

অনুবাদ—এই লক্ষণগুলি বোঝা খুবই কঠিন।

বিবৃতি—বিহিত লক্ষণগুলি পাত্র ও পাত্রীর মধ্যে যথার্থই আছে কি-না, তা বোঝা দুষ্কর বলে পরবর্তী সূত্রে যা বলা হচ্ছে, তা অনুসরণ করবেন।

অষ্টৌ পিণ্ডান্ কৃত্বা 'ঋতমগ্রে প্রথমং জজ্ঞে ঋতে সত্যং প্রতিষ্ঠিতম্। যদিয়ং কুমার্যভিজাতা তদিয়মিহ প্রতিপদ্যতাং যৎ সত্যং তদ্ দৃশ্যতাম্ ইতি পিণ্ডান্ অভিমন্ত্র্য কুমারীং ব্রূয়াদ্ এষাম্ একং গৃহাণেতি।। ৫।।

অনুবাদ— তাই আটটি মাটির পিন্ড তৈরী ক'রে 'ঋতমগ্রে—' (সত্য অগ্রে ও প্রথমে জাত হয়েছে, ঋতে সত্য প্রতিষ্ঠিত আছে। যার জন্য এই কুমারী জাত হয়েছেন, তিনি তা লাভ করুন, যা সত্য তা দেখা যাক) এই বাক্য দ্বারা পিণ্ডগুলিকে অভিমন্ত্রণ করে পাত্রীকে বলবেন—এগুলির একটি তুমি বেছে নাও।

বিবৃতি—উর্বর ভূমি, গোশালা, যজ্ঞভূমি, অশুষ্ক হ্রদ, জুয়ার আড্ডা, চতুষ্পথ, বন্ধ্যাভূমি ও শ্মশান এই আটটি বিভিন্ন স্থান থেকে মাটি নিয়ে এসে এক একটি পিণ্ড তৈরী করতে হয়। 'অভিমন্ত্রণ' হচ্ছে উদ্দিষ্ট বস্তুর দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে মন্ত্র পাঠ করা।

ক্ষেত্রাচ্ চেদ্ উভয়তঃ সস্যাদ্ গৃহ্ণীয়াদ্ অন্নবত্যস্যাঃ প্রজা ভবিষ্যতীতি বিদ্যাদ্ গোষ্ঠাত্ পশুমতী বেদিপুরীষাদ্ ব্রহ্মবর্চস্বিন্যবিদাসিনো হ্রদাত্ সর্বসম্পন্না, দেবনাত্ কিতবী চতুষ্পথাদ্ দ্বিপ্রব্রাজিনীরিণাদ্ অধন্যা শ্মশানাত্ পতিঘ্নী।।৬।।

অনুবাদ— যে ভূমিতে দুইবার শস্য উৎপন্ন হয়—যদি সেই স্থানের মাটি থেকে তৈরী পিণ্ড তিনি (কন্যা) গ্রহণ করেন তবে জানবেন- 'এই কন্যার সন্তানেরা অন্নসমৃদ্ধ হবে, যদি গোশালার মাটি থেকে তৈরী পিণ্ড গ্রহণ করেন তবে তিনি পশুসম্পদে সমৃদ্ধা, যদি যজ্ঞবেদির মাটি থেকে গ্রহণ করেন তবে ব্রহ্মতেজসম্পন্না, যদি অশুষ্ক হ্রদ (যে হ্রদ কখনো শুষ্ক হয় না) থেকে গ্রহণ করেন তবে সর্বপ্রকার সম্পদযুক্তা; জুয়া-খেলার স্থান থেকে যদি গ্রহণ করেন তবে জুয়ারী, চতুষ্পথের মিলনস্থান থেকে যদি গ্রহণ করেন তবে স্বৈরিণী, অনুর্বর স্থান থেকে গ্রহণ করলে দরিদ্র এবং শ্মশান থেকে যদি গ্রহণ করেন তাহলে তিনি পতিহন্তা হবেন।

ষষ্ঠ খণ্ড (১/৬)

অলঙ্কৃত্য কন্যাম্ উদকপূর্বাং দদ্যাদ্ এষ ব্রাহ্মো বিবাহঃ তস্যাং জাতো দ্বাদশাবরান্ দ্বাদশ পরান্ পুনাত্যুভয়তঃ। ঋত্বিজে বিততে কর্মণি দদ্যাদ্ অলঙ্কৃত্য স দৈবো দশাবরান্ দশ পরান্

পুনাত্যুভয়তঃ। সহ ধর্মং চরত ইতি প্রাজাপত্যো-হষ্টাবরান্ অষ্ট পরান্ পুনাত্যুভয়তঃ। গোমিথুনং দত্ত্বোপযচ্ছেত স আর্যঃ সপ্তাবরান সপ্ত পরান্ পুনাত্যুভয়তঃ। মিথঃ সময়ং কৃত্বোপযচ্ছেত স গান্ধর্বঃ। ধনেনোপতোষ্যোপযচ্ছেত্ স আসুরঃ। সুপ্তানাং প্রমত্তানাং বাপহরেত্ স পৈশাচঃ। হত্বা ভিত্ত্বা চ শীর্ষাণি রুদতীং রুদদ্ভ্যো হরেত্ স রাক্ষসঃ।। ১।।

অনুবাদ—কন্যাকে অলংকৃত ক'রে, জল প্রদান করে সম্প্রদান করবেন। এই হল 'ব্রাহ্ম' বিবাহ। সেই বধূ থেকে জাত পুত্র উভয় (বধূ ও বরের) দিকের দ্বাদশ পূর্বপুরুষ এবং দ্বাদশ উত্তরপুরুষকে পবিত্র করে। শ্রৌতকর্ম চলাকালীন কন্যাকে অলংকৃত ক'রে ঋত্বিক্‌কে সম্প্রদান করবেন। ঐ বিবাহ 'দৈব'। ঐ বিবাহ থেকে জাত পুত্র উভয়দিকের দশজন পূর্বপুরুষ ও দশজন উত্তরপুরুষকে পবিত্র করে। বর ও বধূ একসঙ্গে দুইজন ধর্ম আচরণ করলে তাকে বলে 'প্রাজাপত্য' বিবাহ। এর থেকে জাত পুত্র উভয়দিকের আটজন পূর্বপুরুষ ও আটজন উত্তপুরুষকে পবিত্র করে। কন্যার পিতাকে গো-মিথুন প্রদান করে যদি কেউ বিবাহ করে, তবে তা 'আর্ষ' বিবাহ। এই বিবাহ থেকে জাত পুত্র উভয়দিকের সাতজন পূর্বপুরুষ ও সাতজন উত্তরপুরুষকে পবিত্র করে। বধূ ও বর নিজেদের মধ্যে চুক্তি করে যদি বিবাহ করে, তাহলে তা 'গান্ধর্ব' বিবাহ। ধনের দ্বারা পাত্রীর পিতাকে সন্তুষ্ট ক'রে যদি বিবাহ করে, তাহলে তা 'আসুর' বিবাহ। নিদ্রিত অথবা অসাবধানী স্বজনদের মাঝখান থেকে কন্যাকে যদি অপহরণ করে, তাহলে তা 'পৈশাচ' বিবাহ। কন্যার আত্মীয়দের হত্যা করে অথবা শিরশ্ছেদ ক'রে ক্রন্দনরতদের কাছ থেকে ক্রন্দনশীলা কন্যাকে যদি অপহরণ করে, তাহলে সেই বিবাহ 'রাক্ষস' বিবাহ।

বিবৃতি—এখানে মোট আটপ্রকার বিবাহের কথা বলা হল। এর মধ্যে প্রথম চারটির ক্ষেত্রে পরেরটির অপেক্ষায় পূর্বেরটিই অধিক প্রশস্ত এবং শেষ চারটির ক্ষেত্রে প্রত্যেক পরবর্তীটি পূর্ববর্তীর অপেক্ষায় বেশী হেয়। আটটির মধ্যে প্রথম দু'টি ব্রাহ্মণের ক্ষেত্রে, গান্ধর্ব ও রাক্ষস ক্ষত্রিয়ের ক্ষেত্রে, আসুর বৈশ্যের ক্ষেত্রে এবং অবশিষ্ট তিনটি ঘটনা অনুযায়ী সকলের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

সপ্তম খণ্ড (১/৭)

অথ খলূচ্চাবচা জনপদধর্মা গ্রামধর্মাশ্ চ তান্ বিবাহে প্রতীয়াত্।। ১।।

অনুবাদ—বিভিন্ন জনপদ ও গ্রামে নানাপ্রকার আচার প্রচলিত থাকে, বিবাহে সেইগুলি

পালন করতে হবে।

বিবৃতি—বিবাহে শাস্ত্রাচার ছাড়াও দেশাচার ও লোকাচার পালন করতে হয়।

যত্ তু সমানং তদ্ বক্ষ্যামঃ।। ২।।

অনুবাদ—যেগুলি সর্বত্র সমানভাবে পালনীয় সেইগুলি-ই বলব।

পশ্চাদ্ অগ্নের্ দৃষদম্ অশ্মানং প্রতিষ্ঠাপ্যোত্তরপুরস্তাদ্ উদকুম্ভং সম্-অন্বারব্ধায়াং হুত্বা তিষ্ঠন্ প্রত্যঙ্মুখঃ প্রাঙ্মুখ্যা আসীনায়া 'গৃভ্ণামি তে সৌভগত্বায় হস্তম্' ইত্যঙ্গুষ্ঠম্ এব গৃহ্ণীয়াদ্ যদি কাময়ীত পুমাংস এব মে পুত্রা জায়েরন্ ইতি।। ৩।।

অনুবাদ—অগ্নির পশ্চিমে দৃষদ্ (শিল) ও প্রস্তর (নোড়া) এবং উত্তর-পূর্ব দিকে একটি জলপূর্ণ পাত্র স্থাপন করে, বধূকে স্পর্শ করে বর হোম সম্পন্ন করে যদি নিজে কামনা করেন যে- আমার শুধুমাত্র পুত্রসন্তান হোক, তাহলে পশ্চিমমুখী হয়ে দাঁড়িয়ে পূর্বমুখী হয়ে উপবিষ্টা বধূর অঙ্গুষ্ঠ ধারণ করে বলবেন 'গৃভ্ণামি-' (নিজ সৌভাগ্যের জন্য আমি তোমার হস্ত গ্রহণ করছি)।

বিবৃতি—এখানে হোম বলতে পূর্বোক্ত আজ্যহোমগুলিকেই বোঝানো হয়েছে।

অঙ্গুলীর্ এব স্ত্রীকামঃ।। ৪।।

অনুবাদ—কন্যা কামনা করলে অন্য অঙ্গুলিগুলি ধারণ করবেন।

বিবৃতি—কন্যাপ্রার্থী হলে বধূর অঙ্গুষ্ঠ ধারণ না করে অন্য অঙ্গুলিগুলি স্পর্শ করবেন।

রোমান্তে হস্তং সাঙ্গুষ্ঠম্ উভয়কামঃ।। ৫।।

অনুবাদ—যদি উভয়ই (পুত্র ও কন্যা) কামনা করেন, তবে অঙ্গুষ্ঠসমেত হস্তের রোমপূর্ণ দিকটি ধারণ করবেন।

প্রদক্ষিণম্ অগ্নিম্ উদকুম্ভঞ্ চ ত্রিঃ পরিণয়ঞ্ জপতি। অমোহমস্মি সা ত্বং সা ত্বমস্যমোহং দ্যৌরহং পৃথিবী ত্বং সামাহম্ ঋক্ ত্বং তাবেহ বিবহাবহৈ। প্রজাং প্রজনয়াবহৈ সং প্রিয়ৌ রোচিষ্ণু সুমনস্যমানৌ জীবেব শরদঃ শতম্ ইতি।। ৬।।

অনুবাদ—বধূকে অগ্নি ও জলপূর্ণ কুম্ভের চারদিকে তিনবার প্রদক্ষিণক্রমে পরিক্রমা করাতে করাতে তিনি 'অমোঽহমস্মি—' (এই যে আমি, ঐ তুমি; ঐ যে তুমি, এই আমি; আমি স্বর্গ, তুমি পৃথিবী; আমি সাম, তুমি ঋক্— এসো এই দুই আমরা বিবাহ করি। এসো

আমরা সন্তানের জন্ম দিই। প্রীতিপূর্ণ, দীপ্তিমান এবং প্রসন্নচিত্ত হয়ে আমরা যেন শত বৎসর বেঁচে থাকি) এই মন্ত্র জপ করবেন।

বিবৃতি—তিন বারই পরিক্রমা করার সময়ে জপ করতে হবে—'জপশ্চ পরিণয়াঙ্গম্ ইতি কৃত্বা যাবৎপরিণয়নম্ আবর্ততে' (বৃত্তি)।

পরিণীয় পরিণীয়াশ্মানম্ আরোহয়তীমম্ অশ্মানমারোহাশ্মেব ত্বং স্থিরা ভব। সহস্ব পৃতনায়তোঽভিতিষ্ঠ পৃতন্যত ইতি।। ৭।।

অনুবাদ—প্রতিবার প্রদক্ষিণ করিয়ে বধূকে প্রস্তরের উপর আরোহণ করাবেন এবং বলবেন, 'ইমম্ অশ্মানং—' (প্রস্তরের উপর আরোহণ কর, প্রস্তরের মত অচঞ্চল হও। শত্রুদের অতিক্রম কর, শত্রুদের কর পরাজিত)।

বধ্বঞ্জলাব্ উপস্তীর্য ভ্রাতা ভ্রাতৃস্থানো বা দ্বির্ লাজান্ আবপতি।। ৮।।

অনুবাদ—বধূর অঞ্জলিতে উপস্তরণ করে (ঘি মাখিয়ে) বধূর ভ্রাতা বা ভ্রাতৃস্থানীয় কেউ অঞ্জলিতে দুইবার লাজ (খই) নিক্ষেপ করবেন।

বিবৃতি—ভ্রাতৃস্থানীয় বলতে এখানে জ্যাঠামহাশয়, কাকাবাবু এবং মাতুলের পুত্রসন্তানকে বোঝানো হয়েছে।

ত্রির্ জামদগ্ন্যানাম্।। ৯।।

অনুবাদ— জমদগ্নি -গোত্রের ক্ষেত্রে তিনবার লাজ নিক্ষেপ করতে হয়।

প্রত্যভিঘার্য(ং) হবিঃ।। ১০।।

অনুবাদ—অবশিষ্ট লাজের উপরে আজ্য নিক্ষেপ করে।

বিবৃতি—পাত্রে আজ্য (ঘৃত) নিক্ষেপের নাম 'উপস্তরণ' এবং দ্রব্যের উপরে আজ্যক্ষারণকে বলে 'অভিঘারণ'। বৃত্তিকারের মতে উপস্তরণ ও অভিঘারণ বরই করবেন, ভ্রাতা অথবা ভ্রাতৃস্থানীয় কেউ নয়; তাঁরা কেবল লাজগুলি বধূর অঞ্জলিতে ঢেলে দেবেন। বৃত্তি অনুযায়ী আহুতির জন্য যে লাজ গ্রহণ করা হয়েছে, সেই অংশ ছাড়া অবশিষ্ট লাজে অভিঘারণের কথাই এখানে বলা হয়েছে।

অবত্তঞ্ চ ।। ১১।।

অনুবাদ—এবং আহুতির জন্য গৃহীত লাজের উপরেও আজ্য নিক্ষেপ করতে হবে।

এষোঽবদানধর্মঃ।। ১২ ।।

অনুবাদ—এটিই খণ্ডাংশ-সম্পর্কিত বিধি।

বিবৃতি—এই আহুতিদ্রব্যের সমগ্র আহুতি দেওয়া হয় না, কিছু অংশ তুলে বা ভেঙে নিয়ে সেই গৃহীত বা খণ্ডিত অংশ আহুতি দেওয়া হয়। ভেঙে বা পৃথক করে নেওয়াকে বলা হয় 'অবদান' (অব-দো+ল্যুট্ বা অন; ন দো = খণ্ডিত করা)। যেখানেই অবদানের কথা বলা হবে, সেখানেই এইভাবে উপস্তরণ ও অভিঘারণ করতে হয়।

অর্যমণং নু দেবং কন্যা অগ্নিমযক্ষত। স ইমাং দেবোঽর্যমা প্রেতো মুঞ্চাতু নামুতঃ স্বাহা। বরুণং নু দেবং কন্যা অগ্নিমযক্ষত। স ইমাং দেবো বরুণঃ প্রেতো মুঞ্চাতু নামুতঃ স্বাহা। পূষণং নু দেবং কন্যা অগ্নিমযক্ষত। স ইমাং দেবঃ পূষা প্রেতো মুঞ্চাতু নামুতঃ স্বাহেত্যবিচ্ছিন্দত্যঞ্জলিং স্রুচেব জুহুয়াত্।। ১৩।।

অনুবাদ—'অর্যমণং নু দেবং —' (কন্যা অর্যমা দেবতার উদ্দেশে যজ্ঞ করেছিলেন, অগ্নির উদ্দেশে যজ্ঞ করেছিলেন। দেবতা অর্যমা তাকে এখান থেকে মুক্ত করুন, কিন্তু ঐ স্থান থেকে নয়, স্বাহা। কন্যা বরুণ দেবতার উদ্দেশে যজ্ঞ করেছিলেন, অগ্নির উদ্দেশে যজ্ঞ করেছিলেন। বরুণ দেবতা তাকে এখান থেকে মুক্ত করুন, ওখান থেকে নয়, স্বাহা।

কন্যা পূষণ দেবতার উদ্দেশে যজ্ঞ করেছিলেন, অগ্নির উদ্দেশে যজ্ঞ করেছিলেন। পূষণ দেব তাকে এখান থেকে মুক্ত করুন, ঐ স্থান থেকে নয়, স্বাহা—এই মন্ত্রে অঞ্জলিকে বিচ্ছিন্ন না করে স্রুকের মত ধরে রেখে লাজ হোম করবেন।

বিবৃতি—মন্ত্রটি বরই পাঠ করবেন। হাতার মতো দেখতে কাঠের পাত্রকে 'স্রুক' বলা হয়। স্রুক দিয়ে যেমন আহুতি দেওয়া হয়, তেমন অঞ্জলিই এখানে লাজহোমে স্রুকের কাজ করবে। যদিও সূত্রে স্ত্রীলিঙ্গে 'অবিচ্ছিন্দতী' বলা হয়েছে, তবুও বৃত্তিকার বধূকে নারী হওয়ার কারণে আহুতিদানে অনধিকারী বলে মনে করেন—'ন হি স্ত্রীণাং মন্ত্রেষ্বধিকারোঽস্তি'।

অপরিণীয় শূর্পপুটেনাভ্যাত্মং তূষ্ণীং চতুর্থম্।। ১৪।।

অনুবাদ—অগ্নির চারদিকে প্রদক্ষিণ না করে বধূ শূর্প দিয়ে নিজের দিকে নিঃশব্দে চতুর্থবার লাজ প্রদান করবেন।

বিবৃতি—আগের হোমগুলির মতো এই চতুর্থবারের লাজহোমে অগ্নির পরিক্রমা করতে হয় না। হোম করবেন এক্ষেত্রে বধূই নিজে। শূর্প হচ্ছে চাল, খই প্রভৃতি বাছার কুলো।

ওপ্যোপ্য হৈকে লাজান্ পরিণয়ন্তি তথোত্তমে আহুতী ন সংনিপততঃ ।।১৫।।

অনুবাদ—কেউ কেউ প্রতিবার লাজবর্ষণের পর বধূকে অগ্নি- প্রদক্ষিণ করান, ফলে শেষ দুই আহুতি পর পর দেওয়া যায় না।

অথাস্যৈ শিখে বিমুঞ্চতি যদি কৃতে ভবতঃ।।১৬।।

অনুবাদ—অতঃপর যদি বধুর চুল বাঁধা থাকে তবে তাঁর দু'টি কেশগুচ্ছ খুলে দেবেন।

বিবৃতি—'অস্যৈ' পদটিতে ষষ্ঠীর স্থানে চতুর্থী বিভক্তি ব্যবহার করা হয়েছে। সূত্রে 'যদি' বলায় বুঝতে হবে— দু'টি করে শিখা বা কেশগুচ্ছ সব নারীর থাকত না। দেশাচার অনুযায়ী কোন কোন স্থানে নারীরা দু'টি করে কেশগুচ্ছ ধারণ করতেন এবং তা জাল দিয়ে বেঁধে রাখতেন। 'অথ' বলায় প্রধান যাগের আহুতির পর 'স্বিষ্টকৃৎ' নামে যে গৌণ অনুষ্ঠানটি করণীয়, তা এখানে করতে হবে না।

ঊর্ণাস্তুকে কেশপক্ষয়োর্ বদ্ধে ভবতঃ প্র ত্বা মুঞ্চামি বরুণস্য পাশাদ্ ইতি ।। ১৭।।

অনুবাদ—দু'টি ঊর্ণা (অর্থাৎ উল) দুই দিকের চুলে বাঁধা থাকে। 'প্র ত্বা মুঞ্চামি বরুণস্য পাশাদ্ (ঋ. ১০। ৮৫।২৪) এই মন্ত্রে ডানদিকের বদ্ধ কেশগুচ্ছ খুলবেন।

উত্তরাম্ উত্তরয়া ।। ১৮।।

অনুবাদ—বাম দিকেরটি খুলবেন পরবর্তী মন্ত্র দিয়ে।

বিবৃতি—'প্রেতো মুঞ্চামি—' (ঋ.১০। ৮৫। ২৫) মন্ত্রে খুলতে হয়।

অথৈনাম্ অপরাজিতায়াং দিশি সপ্তপদান্যভ্যুত্‌ক্রাময়তীষ একপদ্যূর্জে দ্বিপদী রায়স্পোষায় ত্রিপদী ময়োভব্যায় চতুষ্পদী প্রজাভ্যঃ পঞ্চপদ্যৃতুভ্যঃ ষট্‌পদী সখা সপ্তপদী ভব সা মাম্ অনুব্রতা ভব। পুত্রান্ বিন্দাবহৈ বহূস্তে সন্তু জরদষ্টয় ইতি।। ১৯।।

অনুবাদ—এর পর এই বধূকে উত্তর-পূর্বদিকে 'একপদ্যূর্জে—' (অভীষ্টের জন্য এক পদক্ষেপ, বলের জন্য দুই পদক্ষেপ, অর্থপ্রাপ্তির জন্য তিন পদক্ষেপ, শান্তির জন্য চার পদক্ষেপ, সন্তানের জন্য পাঁচ পদক্ষেপ, ঋতুর জন্য ছয় পদক্ষেপ এগিয়ে চল, সপ্ত পদক্ষেপ দ্বারা আমার বন্ধু হও, সেই তুমি মৎপরায়ণা হও। আমরা যেন বহু সন্তান লাভ করি, তারা দীর্ঘজীবী হোক)— এই মন্ত্রে উত্তর-পূর্বদিকে সাতটি পদক্ষেপ করাবেন।

বিবৃতি—'অপরাজিতা' হচ্ছে পূর্ব-উত্তরদিকে। উল্লিখিত মন্ত্রে বধূকে সাতবার পদক্ষেপ করাতে হয়। 'একপদ্যূর্জে' ইত্যাদি মোট সাতটি মন্ত্র আছে। প্রত্যেক মন্ত্রের শেষে 'ভব সা— ' ইত্যাদি উদ্ধৃত অংশ জুড়ে নিতে হবে। সাত মন্ত্রে সাতবার পদক্ষেপ করাতে হবে।

উভয়োঃ সংনিধায় শিরসী উদকুম্ভেনাবসিচ্য।। ২০।।

অনুবাদ—দু'জনের মাথা একসঙ্গে ক'রে জলপূর্ণ কলসী দিয়ে তাদের মাথায় জল ছিটিয়ে দেবেন।

বিবৃতি—সপ্তম পদক্ষেপের পরে সেখানেই এই কাজটি করতে হয়।

ব্রাহ্মণ্যাশ্ চ বৃদ্ধায়া জীবপত্ন্যা জীবপ্রজায়া অগার এতাং রাত্রীং বসেত্ ।।২১।।

অনুবাদ—স্বামী ও সন্তান জীবিত আছে এমন কোন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণীর গৃহে তিনি (বধূ) সেই রাত্রিতে থাকবেন।

বিবৃতি—যদি অদূরে নিজ গ্রামের মধ্যেই বধূর পতিগৃহ হ'য় তাহলে পথে কোথাও রাত্রিবাসের প্রয়োজন হয় না। ভিন্নগ্রামে যেতে হলেই এই নিয়ম।

ধ্রুবম্ অরুন্ধতীং সপ্তঋষীন্ ইতি দৃষ্ট্বা বাচং বিসৃজেত জীবপত্নীং প্রজাং বিন্দেয়েতি।। ২২।।

অনুবাদ—ধ্রুবতারা, অরুন্ধতী নক্ষত্র, সপ্তর্ষিমণ্ডলকে দেখে তিনি 'জীবপত্নীং—' (আমার স্বামী দীর্ঘজীবী হোন, আমি যেন বহু সন্তান লাভ করি)—এই মন্ত্রে মৌন ভঙ্গ করবেন।

বিবৃতি—হোমের সময় থেকে এই পর্যন্ত মৌন হয়ে থাকতে হয়। ঐ রাত্রেই ধ্রুব, অরুন্ধতী ও সপ্তর্ষি নক্ষত্র দেখে 'জীবপত্নীং—' মন্ত্রটি পাঠ করে মৌন ভঙ্গ করবেন।

অষ্টম খণ্ড (১/৮)

প্রয়াণ উপপদ্যমানে 'পূষা ত্বেতো নয়তু হস্তগৃহ্যে'তি যানম্ আরোহয়েত্ ।। ১।।

অনুবাদ—যাওয়ার সময় উপস্থিত হলে তিনি বধূকে 'পূষা ত্বেতো নয়তু হস্তগৃহ্যা(ঋ. ১০।৮৫।২।৬)— এই মন্ত্রে শকটে উঠাবেন।

বিবৃতি—বধূর পতিগৃহ একই গ্রামে হলে অথবা পাল্কী প্রভৃতির সাহায্যে গেলে এই নিয়ম পালন করতে হয় না।

'অশ্মন্বতীরীয়তে সংরভধ্বম্' ইত্যর্ধর্চেন নাবম্ আরোহয়েত্।। ২।।

অনুবাদ —'অশ্মন্বতীরীয়তে সংরভধ্বম্—' এই অর্ধ মন্ত্র দ্বারা বধূকে নৌকাতে (ঋ.১০.।৫৩।৮) আরোহণ করাবেন।

বিবৃতি—পথে নদী পড়লে এই নিয়ম।

উত্তরেণোত্ক্রময়েত্।। ৩।।

অনুবাদ—পরবর্তী অর্ধমন্ত্রের দ্বারা তাকে নৌকা থেকে নামাবেন।

জীবং রুদন্তীতি রুদত্যাম্।। ৪।।

অনুবাদ—(বধূ) রোদন করতে থাকলে 'জীবং রুদন্তি' (ঋ.১০।৪০।১০)— এই (মন্ত্র বলবেন)।

বিবৃতি— পিতা প্রভৃতিকে ছেড়ে আসার জন্যই এই ক্রন্দন।

বিবাহাগ্নিম্ অগ্রতোঽজস্রং নয়ন্তি।। ৫।।

অনুবাদ— তিনি বৈবাহিক অগ্নিকে সর্বদা অগ্রে বহন করবেন।

বিবৃতি—যে অগ্নিতে আহুতিদান করে বিবাহ সম্পন্ন হয়েছে, তাকে এরপর থেকে সর্বদা সংরক্ষণ করতে হয়। কোথাও যেতে হলে এই অগ্নিতে দু'টি অরণি কাষ্ঠ উওপ্ত করে সেই কাষ্ঠকে নিয়ে যেতে হয়।

কল্যাণেষু দেশবৃক্ষচতুষ্পথেষু 'মা বিদন্ পরিপন্থিন' ইতি জপেত্।। ৬।।

অনুবাদ —(গমনপথে) শুভস্থানে, বৃক্ষে এবং চতুষ্পথে 'মা বিন্দন্ পরিপন্থিন' (ঋ.১০।৮৫।৩২)— এই (মন্ত্র) জপ করবেন।

বাসে বাসে 'সুমঙ্গলীরিয়ং বধূর্' ইতীক্ষকান্ ঈক্ষতে।। ৭।।

অনুবাদ—গৃহে গৃহে যারা দর্শক, তাদের 'সুমঙ্গলীরিয়ং বধূঃ, (ঋ.১০। ৮৫।৩৩)— এই মন্ত্রে দেখবেন।

বিবৃতি—পথে যে যে গৃহ থেকে উৎসাহী দর্শকেরা বধূকে দেখবেন সেই সেই গৃহের দর্শকদের দিকে এই মন্ত্রে তাকাতে হয়। পথের দর্শকদের ক্ষেত্রে এই নিয়ম প্রযোজ্য নয়।

'ইহ প্রিয়ং প্রজয়া তে সমৃধ্যতাম্' ইতি গৃহং প্রবেশয়েত্।। ৮।।

অনুবাদ—'ইহ প্রিয়ং প্রজয়া তে সমৃধ্যতাম্' (ঋ. ১০।।৮৫।২৭)— এই মন্ত্রে বধূকে বর নিজ গৃহে প্রবেশ করাবেন।

বিবাহাগ্নিম্ উপসমাধায় পশ্চাদ্ অস্যানডুহং চর্মাস্তীর্য প্রাগ্‌গ্রীবম্ উত্তরলোম তস্মিন্ উপবিষ্টায়াং সম্- অন্বারব্ধায়াম্। আ নঃ প্রজাং জনয়তু প্রজাপতির্ ইতি চতসৃভিঃ প্রত্যৃচং হুত্বা সমঞ্জন্তু বিশ্বেদেবা ইতি দধ্নঃ প্রাশ্য প্রতিপ্রযচ্ছেদ্ আজ্যশেষেণ বানক্তি হৃদয়ে।। ৯।।

অনুবাদ—বৈবাহিক অগ্নিকে স্থাপন করে তার পশ্চিমদিকে একটি বলদচর্ম এমনভাবে বিছিয়ে দেবেন, যাতে তার গ্রীবাটি পূর্বদিকে এবং চর্মের রোমপূর্ণ দিকটি উপরের দিকে

থাকে। সেখানে বধূ উপবেশন করলে এবং তাকে স্পর্শ করা হলে, বর 'আ নঃ প্রজাং জনয়তু প্রজাপতিঃ'(ঋ. ১০।৮৫।৪৩) ইত্যাদি চারটি ঋকের প্রতি মন্ত্র দ্বারা আহুতি দিয়ে 'সমঞ্জন্তু বিশ্বে দেবাঃ' (ঋ. ১০।৮৫।৪৭) এই মন্ত্র বলে নিজে দধির একাংশ ভক্ষণ করে বধূকে অবশিষ্ট অংশ দেবেন অথবা অবশিষ্ট আজ্য দিয়ে উভয়ের হৃদয়ে লেপন করবেন।

বিবৃতি—পিতার সম্পত্তি নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেওয়ার সময়ে পুত্রেরা অগ্নি গ্রহণ করেন। এই অগ্নি হচ্ছে 'গৃহ্যাগ্নি'; বিবাহের সময়ে যে অগ্নি প্রজ্বলিত করে হোম করা হয় তা 'বৈবাহিক অগ্নি।' পত্নীকে নিয়ে নিজ গৃহে প্রবেশের পরে আলোচ্য সূত্রে বিহিত হোম সম্পন্ন হলে এই বৈবাহিক অগ্নিই গৃহ্য অগ্নিরূপে বিবেচিত হয়। 'প্রত্যচং' বলা থাকায় এই গৃহপ্রবেশনীয় হোমে মন্ত্রের শেষে 'স্বাহা' শব্দ পাঠ করতে থাকার সময়েই আহুতি দিতে হবে, 'স্বাহা' শব্দ পাঠ করার পরে নয়। 'প্রত্যচং' বলা না থাকলে অবশ্য 'স্বাহা' বলার পরে আহুতি দিতে হবে। 'উপসমাধান' হচ্ছে কুণ্ডে সমিৎ দিয়ে অগ্নিকে প্রজ্বলিত করে তোলা।

অক্ষারালবণাশিনৌ ব্রহ্মচারিণাব্ অলংকুর্বাণাব্ অধঃশায়িনৌ স্যাতাম্।। ১০।।

অনুবাদ—তাঁরা ক্ষারজাতীয় ও লবণজাতীয় খাদ্য গ্রহণ করবেন না, অলংকৃত হয়ে ভূমিতে শয়ন করে ব্রহ্মচারীর মত থাকবেন।

অত উর্ধ্বং ত্রিরাত্রং দ্বাদশরাত্রম্।। ১১।।

অনুবাদ—এরপর তিন রাত্রি বা বার রাত্রি ব্রহ্মচর্য পালন করবেন।

বিবৃতি—বিবাহের দিন থেকে শুরু করে ৯নং সূত্রে বিহিত হোমগুলির অনুষ্ঠান পর্যন্ত এবং এই (৯নং সূত্রে উক্ত) গৃহপ্রবেশনীয় হোমের দিন থেকে তিন অথবা বারো রাত্রি পর্যন্ত বর ও বধূ দুজনকেই তাঁদের নিজ নিজ আহারে ক্ষার, লবণ ইত্যাদি বর্জন করতে হয়।

সংবত্সরং বৈক ঋষির্জায়ত ইতি।। ১২।।

অনুবাদ—অন্যেরা বলেন— অথবা ঋষিকল্প পুত্র জন্মাবে এই আশায় এক বৎসর ধরে দুইজনে ব্রহ্মচর্য প্রভৃতি পালন করবেন।

বিবৃতি—এখানে আর একটি অর্থও সম্ভব—এক বৎসর অতিক্রান্ত হলে বধূ বরের কুলের গোত্র লাভ করবে।

চরিতব্রতঃ সূর্যাবিদে বধূবস্ত্রং দদ্যাত্।। ১৩।।

অনুবাদ—ব্রত পালন করে যিনি সূর্যাসূক্ত (ঋ. ১০।৮৫) জানেন, তাঁকে বধূর বিবাহকালে

পরিহিত) বস্ত্র দান করবেন।

অন্নং ব্রাহ্মণেভ্যঃ ।।১৪।।

অনুবাদ—ব্রাহ্মণদের অন্ন দান করবেন।

অথ স্বস্ত্যয়নং বাচয়ীত ।।১৫।।

অনুবাদ—অতঃপর তাঁদের দিয়ে স্বস্তিবচন করাবেন।

বিবৃতি—তাঁদের উদ্দেশে বলবেন— 'ওঁ স্বস্তি ভবন্তো ব্রুবন্তু'; তাঁরা তার উত্তরে বলবেন— 'ওঁ স্বস্তি' অর্থাৎ মঙ্গল হোক।

নবম খণ্ড (১/৯)

পাণিগ্রহণাদি গৃহ্যং পরিচরেত্ স্বয়ং পত্ন্যপি বা পুত্রঃ কুমার্যন্তেবাসী বা।।১।।

অনুবাদ—পাণিগ্রহণ থেকে শুরু করে তিনি স্বয়ং অথবা তাঁর পত্নী, পুত্র বা কন্যা বা শিষ্য গৃহ্য অগ্নির পরিচর্যা করবেন।

বিবৃতি—এই পরিচর্যা গৃহপ্রবেশনীয় হোমের পরে নয়, তার আগে থেকেই করতে হবে। একদলের মতে— স্ত্রী ও কন্যা হোম ছাড়া পরিচর্যা করবেন, কারণ মন্ত্রপাঠে তাঁদের কোন অধিকার নেই। অপরদের মতে—হোমে তাঁদের কোন বাধা নেই।

নিত্যানুগৃহীতং স্যাত্।। ২।।

অনুবাদ—সর্বদা গৃহ্য অগ্নিকে রক্ষা করতে হবে।

বিবৃতি—গৃহ্য অগ্নি পরিত্যক্ত বা প্রশমিত হয়ে গেলে প্রায়শ্চিত্ত করে তবে তার পরিচর্যা করতে হবে।

যদি তূপশাম্যেত্ পত্ন্যুপবসেদ্ ইত্যেকে ।। ৩।।

অনুবাদ—কেউ কেউ বলেন— যদি অগ্নি নিভে যায়, তাহলে পত্নী উপবাস করবেন।

বিবৃতি— সূত্রে 'একে' বলায় মতান্তরে যজমান উপবাস করেন।

তস্যাগ্নিহোত্রেণ।। ৪।।

অনুবাদ—অগ্নিহোত্রের বিধির দ্বারা ঐ গৃহ্য অগ্নির নিয়মাদি বিহিত হয়েছে।

প্রাদুষ্ক্করণহোমকালৌ ব্যাখ্যাতৌ।।৫।।

অনুবাদ—প্রাদুষ্করণ এবং হোমের সময় ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

বিবৃতি—শ্রৌতসূত্রে অগ্নিহোত্রের প্রাদুষ্করণ 'অপরাহ্নে গার্হপত্যং প্রজ্বল্য' এবং 'প্রাতর্ব্যুষ্টায়াং' (আ. শ্রৌ. ২।২।১,৫) সূত্রে বলা হয়ে গিয়েছে। 'প্রদোষান্তো হোমকালঃ, সংগবান্তঃ প্রাতঃ, (আ.শ্রৌ. ৩।১২।১,২) সূত্রে অগ্নিহোত্রের আহুতির সময় সম্পর্কেও বলা হয়ে গিয়েছে। এখানেও সেই নিয়ম পালন করতে হবে।

হৌম্যঞ্চ্ চ মাংসবর্জম্।।৬।।

অনুবাদ—আহুতিদ্রব্য হবে মাংস ভিন্ন (অন্য কিছু)।

বিবৃতি—১নং সূত্রে যে পরিচর্যার কথা বলা হয়েছে, সেই পরিচর্যাসম্পর্কিত হোমের আহুতিদ্রব্যও অগ্নিহোত্রেরই মতো; তবে এখানে মাংস আহুতি দেওয়া চলবে না। মাংস, দুধ, দই, যবাগূ (যব বা চালের ক্বাথ), আজ্য (তরল ঘৃত), সিদ্ধ অন্ন, চাল, সোম ও তৈলের মধ্যে মাংস ছাড়া অন্যগুলির যে- কোন একটি আহুতি দেওয়া চলে।

কামং তু ব্রীহিযবতিলৈঃ।। ৭।।

অনুবাদ—ইচ্ছা হলে ধান, যব এবং তিলের দ্বারা (হোম করবেন)।

বিবৃতি—এগুলি মিশ্রিত করে আহুতি দেওয়া চলবে না, যে কোন একটিই বেছে নিতে হবে। সন্ধ্যায় যে দ্রব্য আহুতি দেবেন, সকালেও সেই দ্রব্যই আহুতি দিতে হবে।

অগ্নয়ে স্বাহেতি সায়ং জুহুয়াত্ সূর্যায় স্বাহেতি প্রাতস্ তূষ্ণীং দ্বিতীয়ে উভয়ত্র ।। ৮।।

অনুবাদ—'অগ্নয়ে স্বাহা' এই (মন্ত্রে) সন্ধ্যায় হোম করবেন, 'সূর্যায় স্বাহা' এই (মন্ত্রে) প্রাতঃকালে; দ্বিতীয় আহুতিটি দুই বেলাই হবে নিঃশব্দে (বিনামন্ত্রে)।

বিবৃতি—দুই বেলায়ই দ্বিতীয় আহুতিটি দেওয়া হয় প্রজাপতির উদ্দেশে। তাই 'প্রজাপতয়ে' শব্দটি ধ্যান করে অতি ক্ষীণস্বরে 'স্বাহা' বলে আহুতি দিতে হবে।

দশম খণ্ড (১/১০)

অথ পার্বণঃ স্থালীপাকঃ ।। ১।।

অনুবাদ—অতঃপর পর্ব-সম্পর্কিত স্থালীপাক (করতে হবে)।

বিবৃতি—বিবাহের পর পূর্ণিমা ও অমাবস্যায় 'স্থালীপাক' নামে কর্মের অনুষ্ঠান করতে হয়।

তস্য দর্শপূর্ণমাসাভ্যাম্ উপবাসঃ ।। ২।।

অনুবাদ—ঐ কর্মের উপবাস দর্শপূর্ণমাসের দ্বারাই বলা হয়েছে।

বিবৃতি—স্থালীপাকে পর্বদিনে দর্শপূর্ণমাসের মতোই উপবাস করতে হয়। 'উপবাস' অনাহার নয়, নির্দিষ্ট দ্রব্য আহার করা। দুগ্ধমিশ্রিত বা দধিমিশ্রিত এবং লবণ-ঝাল প্রভৃতি বর্জিত খাদ্য গ্রহণ করতে হয় উপবাসে।

ইধ্মাবর্হিষোশ্ চ সংনহনম্।। ৩।।

অনুবাদ—ইধ্ম ও বর্হির বন্ধনও দর্শপূর্ণমাসের দ্বারা বলা হয়েছে।

বিবৃতি—যজ্ঞের কাঠকে বলে 'ইধ্ম', আর 'বর্হিঃ' হচ্ছে কুশ। এগুলিকে তৃণ দ্বারা প্রস্তুত দড়ি দিয়ে বাঁধতে হয়। বাঁধার রীতি দর্শপূর্ণমাসের মতোই।

দেবতাশ্ চোপাংশুযাজেন্দ্রমহেন্দ্রবর্জম্।। ৪।।

অনুবাদ—উপাংশুযাগ, ইন্দ্র ও মহেন্দ্র ছাড়া দেবতারাও দর্শপূর্ণমাসের দ্বারা বলা হয়ে গিয়েছে।

বিবৃতি—পূর্ণমাসযাগে প্রধান অনুষ্ঠানের দেবতা অগ্নি, অগ্নি-সোম এবং উপাংশু -করণীয় বিষ্ণু বা অন্য কেউ। দর্শযাগের প্রধান দেবতারা হলেন অগ্নি, ইন্দ্র বা মহেন্দ্র। স্থালীপাকে উপাংশুদেবতা, ইন্দ্র ও মহেন্দ্র ছাড়া অপর দেবতাদের উদ্দেশে আহুতি দিতে হয়।

কাম্যা ইতরাঃ ।। ৫।।

অনুবাদ—অন্য দেবতারা কামনা অনুসারে স্থির হবে।

বিবৃতি—কোন বিশেষ কামনা থাকলে অন্য দেবতাদের উদ্দেশেও আহুতি দেওয়া যেতে পারে।

তস্যৈ তস্যৈ দেবতায়ৈ চতুরশ্ চতুরো মুষ্টীন্ নির্‌বপতি পবিত্রে অন্তর্‌ধায়ামুষ্মৈ ত্বা জুষ্টং নির্বপামীতি।। ৬।।

অনুবাদ—পবিত্র স্থাপন করে সেই সেই দেবতার উদ্দেশে 'অমুক দেবতাদের উদ্দেশে তোমাকে প্রদান করছি'— এই বলে চতুর্মুষ্টি করে আহুতি দেবেন ।

বিবৃতি —শূর্পে 'পবিত্র' নামে দু'টি কুশপত্র রেখে তার উপরে প্রত্যেক দেবতার উদ্দেশে চার মুষ্টি চাল বা যব গ্রহণ করবেন। গ্রহণের সময়ে দেবতার নাম চতুর্থী বিভক্তিতে উল্লেখ করে বলতে হবে— 'ত্বা জুষ্টং নির্বপামি'। এইভাবে শস্য পাত্রে গ্রহণ করার নাম 'নির্বাপ'।

অথৈনান্ প্রোক্ষতি যথা নিরুপ্তম্ অমুষ্মৈ ত্বা জুষ্টং প্রোক্ষামীতি।।৭।।

অনুবাদ—অতঃপর যেমনভাবে নির্বাপ করেছেন, তেমনভাবে 'অমুষ্মৈ' (অমুক দেবতার

উদ্দেশে আমি তোমাকে প্রোক্ষণ করছি) এই বলে এইগুলির উপর জল ছিটাবেন।

বিবৃতি—উদ্দিষ্ট সকল দেবতার উদ্দেশে নির্বাপ শেষ হলে তবেই জল ছিটাতে হবে। জল ছিটাবার সময়েও দু'টি কুশপত্রকে শূর্পে রেখে দিতে হয়। প্রত্যেক দেবতার উদ্দেশে যতগুলি মুষ্টি গ্রহণ করা হয়েছে, সেগুলি একত্রিত করে তার উপর জল ছিটাতে হয়। ছিটাবার মন্ত্র '(চতুর্থ বিভক্তিতে দেবতার নাম) ত্বা জুষ্টং প্রোক্ষামি'।

অবহতাংস্ ত্রিঃ ফলীকৃতান্ নানা শ্রপয়েত্।। ৮।।

অনুবাদ—কোটা এবং তিনবার মসৃণ-করা শস্যগুলিকে পৃথক পৃথকভাবে পাক করবেন।

বিবৃতি—তুষ ছাড়াবার জন্য হামানদিস্তায় শস্যকে রেখে কোটার নাম 'অবহনন'। তুষ ছাড়িয়ে আবার হামানদিস্তায় চাল বা যব রেখে সেগুলিকে অল্প আঘাতে সম্পূর্ণ তুষমুক্ত ও মসৃণ করা হল 'ফলীকরণ'। চাল বা যব বেটে লেচি তৈরী করে আগুনে তা সেঁকা হচ্ছে 'শ্রপণ'।

সম্-ওপ্য বা ।। ৯।।

অনুবাদ— অথবা একত্রিত করে (পাক করবেন)।

বিবৃতি—পৃথক পৃথক লেচিগুলি না সেঁকে সবগুলি একসাথেও পাক করা চলে।

যদি নানা শ্রপয়েদ্ বিভজ্য তণ্ডুলান্ অভিমৃশেদ্ ইদম্ অমুষ্মা ইতি ।। ১০।।

অনুবাদ— যদি পৃথকভাবে পাক করেন, তাহলে চালগুলি ভাগ করে নিয়ে 'ইদম্ অমুষ্মৈ' (এটি এই দেবতার)- এই বলে প্রত্যেক ভাগকে পৃথক পৃথক স্পর্শ করবেন।

বিবৃতি—বাটা চালগুলিকে দেবতাদের উদ্দেশে পৃথক পৃথক ভাগ করে নিয়ে কোন্ ভাগটি কোন্ দেবতার— তা স্পর্শ করে করে নির্দেশ করতে হবে— এই ভাগটি এই দেবতার। দেবতার নাম চতুর্থী বিভক্তিতে উল্লেখ করতে হয়।

যদ্যু বৈ সম্-ওপ্য ব্যুদ্ধারং জুহুয়াত্।। ১১।।

অনুবাদ—যদি একসঙ্গে পাক করেন, তাহলে (আহুতির সময়ে) পৃথক পৃথক পাত্রে রেখে আহুতি দেবেন।

শৃতানি হবীংষ্যভিঘার্যোদগ্ উদ্‌বাস্য বর্হিষ্যাসাদ্যেধ্মম্ অভিঘার্যায়ং ত ইধ্ম আত্মা জাতবেদস্তেনেধ্যস্ব বর্ধস্ব চেদ্ধ বর্ধয় চাস্মান্ প্রজয়া পশুভির্ব্রহ্মবর্চসেনান্নাদ্যেন সমেধয় স্বাহেতি।।১২।।

অনুবাদ—পাক্-করা আহুতিদ্রব্যগুলিতে আজ্য নিক্ষেপ করে চুল্লী থেকে উত্তরদিকে নামিয়ে নিয়ে বর্হির উপর স্থাপন করবেন এবং ইধ্মে আজ্য প্রক্ষেপ করে 'অয়ং ত—' (জাতবেদ, এই যজ্ঞকাষ্ঠ তোমার আত্মা, তার দ্বারা প্রদীপ্ত হয়ে ওঠ এবং বর্ধিত হও; আমাদের বর্ধিত কর এবং সন্তান, পশু, ব্রহ্মতেজ ও পুষ্টির দ্বারা আমাদের সমৃদ্ধ কর, স্বাহা) — এই (মন্ত্রে ঐ ইধ্ম অগ্নিকুণ্ডে স্থাপন করবেন)।.

তূষ্ণীম্ আঘারাব্ আঘার্যাজ্যভাগৌ জুহুয়াদ্ অগ্নয়ে স্বাহা সোমায় স্বাহেতি।। ১৩।।

অনুবাদ—দু'টি আঘার অগ্নিতে নিঃশব্দে ঢেলে দিয়ে 'অগ্নয়ে স্বাহা' ও 'সোমায় স্বাহা' (অগ্নিকে স্বাহা, সোমকে স্বাহা) এই দুই মন্ত্রে দুটি আজ্যভাগ আহুতি দেবেন।

বিবৃতি—আঘার ও আজ্যভাগ প্রধানযাগের আনুষঙ্গিক দুই গৌণ অনুষ্ঠান। দু'টিতেই আহুতির দ্রব্য আজ্য। আজ্যভাগে দুই পৃথক দেবতার উদ্দেশে দুটি আহুতি দিতে হয়।

উত্তরম্ আগ্নেয়ং দক্ষিণং সৌম্যম্।। ১৪।।

অনুবাদ—উত্তর দিক অগ্নির, দক্ষিণ দিক সোমের।

বিবৃতি—আজ্যভাগে অগ্নির উদ্দেশে কুণ্ডে উত্তর-পশ্চিম থেকে আরম্ভ করে দক্ষিণ-পূর্বদিক পর্যন্ত এবং সোমের উদ্দেশে দক্ষিণ-পশ্চিম থেকে উত্তর-পূর্বদিক পর্যন্ত আজ্য নিক্ষেপ করতে হয়।

বিজ্ঞায়তে চক্ষুষী বা এতে যজ্ঞস্য যদ্ আজ্যভাগৌ।।১৫।।

অনুবাদ—আজ্যভাগ দু'টি যজ্ঞের দুই চক্ষুস্বরূপ— শ্রুতি থেকে এইরূপ জানা যায়।

তস্মাত্ পুরুষস্য হি প্রত্যঙ্মুখস্যাসীনস্য দক্ষিণম্ অক্ষ্যুত্তরং ভবত্যুত্তরং দক্ষিণম্।।১৬।।

অনুবাদ—উপবিষ্ট পশ্চিমমুখী ব্যক্তির দক্ষিণ চক্ষু তাই উত্তর দিক এবং বাম চক্ষু দক্ষিণ দিক।

বিবৃতি—হোমের সমাপ্তি তাই দক্ষিণ দিকে ঘটা উচিত। সোমের উদ্দেশে তাই দক্ষিণ দিকেই আহুতি দেওয়া হয়।

মধ্যে হবীংষি প্রত্যক্তরং বা প্রাক্সংস্থান্যুদক্সংস্থানি বোত্তরপুরস্তাত্ সৌবিষ্ট-কৃতম্।।১৭।।

অনুবাদ—অগ্নিকুণ্ডের মধ্যস্থানে অথবা আরও পশ্চিমে পূর্বাবসান অথবা উত্তরাবসান করে প্রধানযাগের হব্যগুলি আহুতি দেবেন। স্বিষ্টকৃৎ করবেন অগ্নিকুণ্ডের উত্তর-পূর্ব দিকে।

বিবৃতি—সংস্থ = সমাপ্তি, যা সমাপ্ত হচ্ছে। প্রধানযাগের আহুতিদ্রব্যগুলি কুণ্ডের মধ্যস্থলে অথবা অনেকখানি পশ্চিমে আহুতি দিতে হয়। আহুতিপ্রক্ষেপ শেষ করতে হয় কুণ্ডের

পূর্ব অথবা উত্তরদিকে।

মধ্যাত্ পূর্বার্ধাচ্ চ হবিষোঽবদ্যতি।। ১৮।।

অনুবাদ—হবির মধ্যভাগ অথবা পূর্বভাগ থেকে ভাঙবেন।

বিবৃতি—প্রধানযাগের জন্য হব্যদ্রব্যের মধ্যভাগ থেকে একখণ্ড এবং পূর্বভাগ থেকে একখণ্ড ভেঙে নিতে হয়।

মধ্যাত্ পূর্বার্ধাত্ পশ্চার্ধাদ্ ইতি পঞ্চাবত্তিনাম্।। ১৯।।

অনুবাদ—যাঁরা পাঁচটি অবদান করেন, তাঁদের ক্ষেত্রে মধ্যভাগ, পূর্বভাগ ও পশ্চিমভাগ থেকে ভাঙবেন।

বিবৃতি—পাত্রে আজ্যের উপস্তরণ, হব্যদ্রব্য থেকে তিনটি খণ্ডের গ্রহণ এবং ঐ গৃহীত খণ্ডগুলির উপর অভিঘারণ এই মোট পাঁচটি সংস্কার প্রধানযাগের ক্ষেত্রে কারও কারও ক্ষেত্রে করা হয়ে থাকে। যাঁদের ক্ষেত্রে তা করা হয় তাঁদের বলা হয়, 'পঞ্চাবত্তী' অর্থাৎ পঞ্চাবদানবিশিষ্ট বা পঞ্চখণ্ড- সমন্বিত।

উত্তরার্ধাত্ সৌবিষ্টকৃতম্।। ২০।।

অনুবাদ—আহুতিদ্রব্যের উত্তরার্ধ থেকে স্বিষ্টকৃতের ভাগটি ভাঙবেন।

নাত্র হবীংষি প্রত্যভিঘারয়তি স্বিষ্টকৃতং দ্বির্ অভিঘারয়তি।। ২১।।

অনুবাদ—এখানে হব্যদ্রব্যগুলিতে আবার অভিঘারণ করবেন না; স্বিষ্টকৃতে দুইবার হবিকে অভিঘারণ করবেন।

বিবৃতি—স্বিষ্টকৃতের জন্য খণ্ডগুলি ভেঙে নেওয়ার পর অবশিষ্ট হব্যদ্রব্যে আর অভিঘারণ করতে হয় না। স্বিষ্টকৃতের জন্য গৃহীত খণ্ডগুলিতে দুইবার অভিঘারণ করতে হয়।

যদস্য কর্মণোঽত্যরীরিচং যদ্বা ন্যূনমিহাকরম্। অগ্নিষ্টত্ স্বিষ্টকৃদ্বিদ্বান্ত্ সর্বং স্বিষ্টং সুহুতং করোতু মে। অগ্নয়ে স্বিষ্টকৃতে সুহুতহুতে সর্বপ্রায়শ্চিত্তাহুতীনাং কামানাং সমর্ধয়িত্রে সর্বান্ নঃ কামান্ত্ সমর্ধয় স্বাহা ইতি।। ২২।।

অনুবাদ—'যদস্য-' (এই কর্মের যা অতিরিক্ত অথবা যা অতি কম আমি করেছি, তা সর্ববিদ্ অগ্নি স্বিষ্টকৃৎ আমার জন্য সুপ্রদত্ত ও সুহুত করুন। সর্বপ্রকার প্রায়শ্চিত্তের আহুতির সুপ্রদাতা অগ্নি স্বিষ্টকৃৎকে (স্বাহা), যাতে তারা (অর্থাৎ আহুতিগুলি) সুন্দরভাবে প্রদত্ত হয়। কামনার পূর্তি যিনি করেন —তাঁকে, তিনি আমাদের সকল কামনা সফল করুন, (স্বাহা)— এই (মন্ত্রে স্বিষ্টকৃতের দ্রব্য আহুতি দেবেন)।

বর্হিষি পূর্ণপাত্রং নিনয়েত্।।২৩।।

অনুবাদ— পূর্ণপাত্রটি কুশে ঢেলে দেবেন।

এষোঽবভৃথঃ।। ২৪।।

অনুবাদ—এটি-ই এখানে অবভৃথ।

পাকযজ্ঞানাম্ এতত্ তন্ত্রম্।। ২৫।।

অনুবাদ— পাকযজ্ঞগুলির এই হচ্ছে অনুষ্ঠান-পরম্পরা।

বিবৃতি—পাকযজ্ঞ = যেগুলি হুতযজ্ঞ। তন্ত্র = অঙ্গসমষ্টি, সমগ্র অনুষ্ঠান- পরম্পরা।

হবির্ উচ্ছিষ্টং দক্ষিণা।।২৬।।

অনুবাদ—অবশিষ্ট হবি হবে দক্ষিণা।

বিবৃতি —উচ্ছিষ্ট = অবশিষ্ট। ব্রহ্মাকে নিযুক্ত করা হয়ে থাকলে তিনি এই দক্ষিণা গ্রহণ করবেন, তিনি না থাকলে ব্রাহ্মণেরা তা নেবেন।

একাদশ খণ্ড (১/১১)

অথ পশুকল্পঃ ।। ১।।

অনুবাদ—এরপর পশুযজ্ঞ বলা হচ্ছে।

উত্তরতোঽগ্নেঃ শামিত্রস্যায়তনং কৃত্বা পায়য়িত্বা পশুম্ আপ্লাব্য পুরস্তাত্ প্রত্যঙ্মুখম্ অবস্থাপ্যাগ্নিং দূতম্ ইতি দ্বাভ্যাং হুত্বা সপলাশয়ার্দ্রশাখয়া পশ্চাদ্ উপস্পৃশেদ্ অমুষ্মৈ ত্বা জুষ্টমুপাকরোমীতি।। ২।।

অনুবাদ—অগ্নির উত্তরদিকে শামিত্র অগ্নির স্থান সম্পন্ন করে, পশুটিকে পান করিয়ে, স্নান করিয়ে পূর্বদিকে পশ্চিমমুখী করে স্থাপন করে 'অগ্নিং দূতম্' (ঋ.১।১২।১,২) ইত্যাদি দু'টি মন্ত্রের দ্বারা আহুতি দিয়ে পর্ণযুক্ত আর্দ্র একটি শাখার দ্বারা পশুর পৃষ্ঠদেশ 'অমুষ্মৈ—' (অমুক দেবতার পক্ষে প্রিয়কর তোমাকে স্পর্শ করি) এই মন্ত্রে স্পর্শ করবেন।

বিবৃতি —আর্দ্র = ভিজা, শুকিয়ে যায় নি এমন। আজ্যভাগ পর্যন্ত আনুষঙ্গিক গৌণ অনুষ্ঠানগুলি সম্পন্ন করে এই সূত্রের কাজগুলি করতে হয়। 'অগ্নিং দূতম্—' শব্দে শুরু একাধিক মন্ত্র ঋক্সংহিতায় আছে, কিন্তু মন্ত্রের সম্পূর্ণ চরণটি উদ্ধৃত করা হয় নি বলে এখানে ঐ দুই শব্দে শুরু যে সূক্ত, সেই সূক্তের মন্ত্রকেই বুঝতে হবে। নিয়ম হচ্ছে— সূত্রে মন্ত্রের সম্পূর্ণ চরণ উদ্ধৃত না হলে ঐ শব্দে শুরু যে সূক্ত সেই সূক্তের সব মন্ত্রই

পাঠ করতে হয়। সেই অনুযায়ী এখানে দু'টি সূক্ত পাঠ করার কথা, কিন্তু দু'টি সূক্ত পাঠ করতে হলে সূত্রকার 'দ্বে' না বলে 'সূক্তে' বলেন, যেমন তিনি 'উপ প্র যন্ত্ব ইতি সূক্তে' (আ. শ্রৌ. ৪/১৩) সূত্রে বলেছেন। এখানে তা না বলায় দু'টি মন্ত্রই শুধু পাঠ করতে হবে।

ব্রীহিযবমতীভির্ অদ্ভিঃ পুরস্তাত্ প্রোক্ষতি,
অমুষ্মৈ ত্বা জুষ্টং প্রোক্ষামীতি।। ৩।।

অনুবাদ—'অমুষ্মৈ—' (অমুক দেবতার পক্ষে প্রিয় তোমাকে জল ছিটিয়ে দিচ্ছি-) এই মন্ত্রে পশুর সম্মুখভাগে ধান ও যব-মেশানো জল ছিটিয়ে দেবেন।

তাসাং পায়য়িত্বা দক্ষিণম্ অনু বাহুং শেষং নিনয়েত্ ।। ৪।।

অনুবাদ—পশুকে সেই জলের কিছু অংশ পান করিয়ে অবশিষ্ট জল পশুর দক্ষিণ বাহুতে ঢেলে দেবেন।

বিবৃতি—'প্রোক্ষণ' নিষিদ্ধ হলেও জলপান করাতে বাধা নেই। অষ্টকাকর্মে তাই পশুকে জল পান করাতে হয়।

আবৃতৈব পর্যগ্নিকৃত্বোদঞ্চং নয়ন্তি।। ৫।।

অনুবাদ—বিনা মন্ত্রে পশুর চারদিকে অগ্নি প্রদিক্ষণ করিয়ে পশুকে উত্তরদিকে নিয়ে যাবেন।

বিবৃতি—আবৃতা = নিঃশব্দে, বিনা মন্ত্রে। পর্যগ্নি = পরি (চারপাশে) আগুন নিয়ে ঘোরানো।

তস্য পুরস্তাদ্ উল্মুকং হরন্তি ।। ৬।।

অনুবাদ—তার সামনে একটি জ্বলন্ত কাঠ নিয়ে যাবেন।

শামিত্র এষ ভবতি।। ৭।।

অনুবাদ—এই অগ্নি হচ্ছে 'শামিত্র'।

বপাশ্রপণীভ্যাং কর্তা পশুম্ অন্বারভতে ।। ৮।।

অনুবাদ—দু'টি বপাশ্রপণীর দ্বারা কর্তা পশুকে স্পর্শ করবেন।

বিবৃতি—কাশ্মর্যকাঠে প্রস্তুত দু'টি শূল বা শিক (stick)-কে 'বপাশ্রপণী' বলে। একটি শিকে ডাল থাকে, অপরটিতে তা থাকে না। এই দু'টি শিকে পশুর বপা রেখে তা (শ্রপণ =) পাক করা হয় বলে নাম বপাশ্রপণী। কর্তা বলতে অধ্বর্যু বা তাঁর তুল্য অন্য কোন ব্যক্তিকে বুঝতে হবে।

কর্তারং যজমানঃ ।। ৯।।

অনুবাদ— কর্তাকে যজমান (স্পর্শ করবেন)।

পশ্চাচ্ ছামিত্রস্য প্রাক্শিরসং প্রত্যক্শিরসং বোদক্পাদং সংজ্ঞপ্য পুরা নাভেস্ তৃণম্ অন্তর্ধায় বপাম্ উত্খিদ্য বপাম্ অবদায় বপাশ্রপণীভ্যাং পরিগৃহ্যাদ্ভির্ অভিষিচ্য শামিত্রে প্রতাপ্যাগ্রেণৈনম্ অগ্নিং হৃত্বা দক্ষিণত আসীনঃ শ্রপয়িত্বা পরীত্য জুহুয়াত্।। ১০।।

অনুবাদ—শামিত্র অগ্নির পশ্চিম দিকে তিনি (শমিতা)পশুটিকে বধ করবেন। পশুটি সেই সময় এমনভাবে থাকবে যাতে তার মাথা পূর্ব বা পশ্চিমদিকে এবং পা উত্তরদিকে থাকে। নাভির উপর তৃণ স্থাপন করে বপাকে ছিন্ন করে দু'টি বপাশ্রপণী দ্বারা তা নিয়ে, তার উপর জল সিঞ্চন করে, শামিত্রে সেটি উত্তপ্ত করে ঔপাসন অগ্নির সামনে নিয়ে যাবেন এবং দক্ষিণ দিকে বসে তা (বপা) পাক করে দু'টি অগ্নিকে পরিক্রমা করে আহুতি দেবেন।

বিবৃতি—বৃত্তিকার জানাচ্ছেন— নাভির তলায় ডানপাশে খালি স্থানটিতে 'বপা' থাকে।

এতস্মিন্ন্ এবাগ্নৌ স্থালীপাকং শ্রপয়ন্তি।। ১১।।

অনুবাদ—এই ঔপাসন অগ্নিতেই স্থালীপাক পাক করবেন।

বিবৃতি—শামিত্র অগ্নিতে নয়, গৃহ্য অগ্নিতেই পাক করতে হয়। 'শ্রপয়ন্তি' পদটিতে বহুবচন থাকায় যেকোন ব্যক্তি পাক করতে পারেন।

একাদশ পশোর্ অবদানানি সর্বাঙ্গেভ্যোঽবদায় শামিত্রে শ্রপয়িত্বা হৃদয়ং শূলে প্রতাপ্য, স্থালীপাকস্যাগ্রতো জুহুয়াত্।। ১২।।

অনুবাদ—পশুর সর্ব অঙ্গ থেকে মোট একাদশটি খণ্ড নিয়ে শামিত্র অগ্নিতে তা পাক করে হৃৎপিণ্ডটি শূলে রেখে উত্তপ্ত করে স্থালীপাকের পূর্বে আহুতি দেবেন।

বিবৃতি—পশুর আহুতিযোগ্য এগারটি অঙ্গ হল— হৃৎপিণ্ড, জিভ, বক্ষোদেশ, যকৃৎ, দুটি বৃক্ক, সামনের বাঁ পায়ের মূল, ডান পাশ, বাম পাশ, ডান দিকের নিতম্ব এবং মলদ্বারের তৃতীয়াংশ। হৃৎপিণ্ড পাক করতে হয় কাঠের শূলে।

অবদানৈর্ বা সহ।। ১৩।।

অনুবাদ—অথবা খণ্ডগুলির সঙ্গে একসাথে আহুতি দেবেন।

বিবৃতি—যদি পশুর অঙ্গগুলির সঙ্গে স্থালীপাকের অন্ন একই সাথে আহুতি দেন, তাহলে প্রধানযাগের পরে অনুষ্ঠেয় স্বিষ্টকৃৎ নামে অঙ্গযাগের আহুতিও একই সাথে হবে। যদি পশু-অঙ্গ ও স্থালীপাকের আহুতি পৃথক পৃথক হয়, তাহলে স্বিষ্টকৃৎও হবে পৃথক পৃথক।

একৈকস্যাবদানস্য দ্বির্ দ্বির্ অবদ্যতি।। ১৪ ।।

অনুবাদ—এক একটি খণ্ড থেকে দুটি ক'রে অংশ কেটে নেবেন।

বিবৃতি— পঞ্চাবত্তী যজমানের ক্ষেত্রে ছিন্ন এগারটি অঙ্গের প্রত্যেকটি থেকে তিনটি করে অংশ কেটে নিতে হয়। দুই ক্ষেত্রেই উপস্তরণ ও অভিঘারণ করে আহুতি দিতে হবে। সর্বপ্রায়শ্চিত্ত হোম পর্যন্ত সমস্ত অনুষ্ঠান করতে হয়।

আবৃতৈব হৃদয়শূলেন চরন্তি ।। ১৫।।

অনুবাদ—বিনামন্ত্রেই হৃদয়শূলের দ্বারা অনুষ্ঠান করবেন।

বিবৃতি—হৃদয়শূল-সম্পর্কিত যাবতীয় কর্ম করে তার পরে পূর্ণপাত্রের জল বেদিতে ঢেলে দেওয়া পর্যন্ত সমস্ত অঙ্গের অনুষ্ঠানই করতে হবে।

দ্বাদশ খণ্ড (১/১২)

চৈত্যযজ্ঞে প্রাক্ স্বিষ্টকৃতশ্ চৈত্যায় বলিং হরেত্ ।। ১।।

অনুবাদ— চৈত্যযজ্ঞে স্বিষ্টকৃতের পূর্বে চৈত্যকে হব্যদ্রব্য প্রদান করবেন।

বিবৃতি—মনে মনে কোন দেবতার উদ্দেশে মানত করলে অভীষ্টপূরণের পর সেই দেবতার উদ্দেশে যে যজ্ঞ করা হয়, তাকে 'চৈত্যযজ্ঞ' বলে। দেবতার নামের শেষে 'নমঃ' শব্দ উচ্চারণ করে প্রতিশ্রুত দ্রব্য আহুতি দিতে হয়।

যদ্যু বৈ বিদেশস্থং পলাশদূতেন যত্র বেত্থ বনস্পত ইত্যেতয়র্চা দ্বৌ পিণ্ডৌ কৃত্বা বীবধেঽভ্যাধায় দূতায় প্রযচ্ছেদ্ ইমং তস্মৈ বলিং হরেতি চৈনং ব্রূয়াদ্ অয়ং তুভ্যম্ ইতি যো দূতায়।। ২।।

অনুবাদ—বিদেশে স্থিত চৈত্যকে, পলাশপত্ররূপ দূতের দ্বারা বলি প্রেরণ করবেন। 'যত্র বেত্থ বনস্পত—' (ঋ. ৫।৫।১০) এই মন্ত্রের দ্বারা দুটি পিণ্ড তৈরী করে বীবধে স্থাপন ক'রে 'তস্মৈ—' (এই বলি বহন কর) এই মন্ত্রে দূতকে প্রদান করবেন। যেটি দূতের জন্য সেই পিণ্ডটিকে লক্ষ্য করে এই দূতকেও বলবেন, 'অয়ং তুভ্যম্' (এইটি তোমার জন্য)।

বিবৃতি—বিদেশের কোন দেবতার (মন্দিরের বিগ্রহের?) কাছে মানত করে থাকলে পলাশ কাঠ দিয়ে একটি দূত ও একটি বাঁক (ভারা) তৈরী করে বাঁকের দুই দিকে দুটি পিণ্ড রেখে দূতের কাঁধে তা ঝুলিয়ে দেবেন। একটি পিণ্ডের দিকে নির্দেশ করে দূতকে বলবেন— 'অমুক দেবতার নিকট এই পিণ্ডটি নিয়ে যাও' এবং অপর পিণ্ডটি দেখিয়ে বলবেন— 'এইটি তোমার জন্য'।

প্রতিভয়ং চেদ্ অন্তরা শস্ত্রম্ অপি কিঞ্চিত্।। ৩।।

অনুবাদ—যদি মনের মধ্যে কোন আশঙ্কা থাকে তবে দূতকে কিছু অস্ত্রও দেবেন।

নাব্যা চেন্ নদ্যন্তরা প্লবরূপম্ অপি কিঞ্চিদ্ অনেন তরিতব্যম্ ইতি ।। ৪।।

অনুবাদ—যদি মধ্যে নৌকাচালনার নদী থাকে, তবে 'অনেন—' (এর দ্বারা পার হও) —এই বলে দূতকে তরণের উপযোগী কিছু দেবেন।

বিবৃতি—বিদেশে চৈত্যদেবতা থাকলে যাওয়ার পথে নদী পড়লে একটি ভেলাও দূতকে দিতে হয়।

ধ্বন্বন্তরিযজ্ঞে ব্রহ্মাণম্ অগ্নিঞ্ চান্তরা পুরোহিতায়াগ্রে বলিং হরেত্ ।। ৫।।

অনুবাদ—ধন্বন্তরিযজ্ঞে ব্রহ্মা ও অগ্নির মধ্যে প্রথমে পুরোহিতকে বলি প্রদান করবেন।

বিবৃতি—যদি চৈত্যদেবতা বিদেশস্থিত ধন্বন্তরি হয়, তাহলে ব্রহ্মা ও অগ্নির মাঝে প্রথমে 'পুরোহিতায় নমঃ' বলে পুরোহিতের উদ্দেশে, তারপরে 'ধন্বন্তরয়ে নমঃ' বলে ধন্বন্তরির উদ্দেশে বলি (পিণ্ড) দান করতে হয়। এরপর দূতকে 'বলি' দেওয়া হয়।

ত্রয়োদশ খণ্ড (১/১৩)

উপনিষদি গর্ভলম্ভনং পুংসবনম্ অনবলোভনঞ্ চ ।। ১।।

অনুবাদ— উপনিষদে গর্ভলম্ভন, পুংসবন ও অনবলোভন (আলোচিত হয়েছে)।

বিবৃতি—'গর্ভলম্ভন' হচ্ছে গর্ভসঞ্চার যাতে নিষ্ফল না হয় সেই উদ্দেশে অনুষ্ঠান। 'পুংসবন' পুত্রসন্তান লাভের জন্য করণীয় অনুষ্ঠান। পুত্র জন্মাবার পর যাতে সেই সন্তান জীবিত থাকে তার জন্য যে অনুষ্ঠান করা হয়, তা 'অনবলোভন'। এই শেষ শব্দটিতে 'প'-কারের স্থানে 'ভ'-কার হয়েছে। বৃহদারণ্যক উপনিষদে গর্ভাধান প্রভৃতি বিষয়ে কিছু আলোচনা পাওয়া যায় (৬।৪।১০-২৭ দ্র.)।

যদি নাধীয়াত্ তৃতীয়ে গর্ভমাসে তিষ্যেনোপোষিতায়াঃ সরূপবত্সায়া গোর্ দধনি দ্বৌ দ্বৌ তু মাষৌ যবঞ্ চ দধি প্রসৃতেন প্রাশয়েত্ ।।২।।

অনুবাদ—যদি এই উপনিষদ না-পড়া থাকে, তাহলে উপবাসকারী পত্নীর কল্যাণে গর্ভের তৃতীয় মাসে তিষ্যনক্ষত্রযুক্ত দিনে দু'টি মাষের দানা ও একটি যবের দানা-মেশানো দই খাওয়াবেন। নিজ বর্ণের বাছুর আছে, এমন গাভীর দুধে তৈরী দধিতে এবং স্থালীপাকে

রাখা দধিতে দু'টি দু'টি মাষকলাই এবং যব রেখে পত্নীকে সেই দধি অঞ্জলি দিয়ে খাওয়াবেন।

বিবৃতি—গর্ভলম্ভন বা গর্ভাধান সম্পর্কে সূত্রকার কিছু বলেন নি। এখানে পরবর্তী পুংসবন কর্মটির কথাই বলা হচ্ছে। বাছুর একই বর্ণের না হলেও চলবে। দু'টি মাষকলাই দুই অণ্ডকোষ এবং যব লিঙ্গের প্রতীক। প্রসৃত =অর্ধাঞ্জলি, করকোষ। প্রত্যেক অঞ্জলিতে মাষ ও যব থাকবে।

কিং পিবসি কিং পিবসীতি পৃষ্ট্বা পুংসবনং পুংসবনম্
ইতি ত্রিঃ প্রতিজানীয়াত্।।৩।।

অনুবাদ— 'কি পান করছ? কি পান করছ?' এই প্রশ্নের উত্তরে 'পুত্রের জন্ম, পুত্রের জন্ম',— এই কথা তিনবার বলবেন।

বিবৃতি— প্রশ্ন ও উত্তর দুই-ই তিনবার করে বলতে হবে।

এবং ত্রীন্ প্রসৃতান্।। ৪।।

অনুবাদ—এইভাবে তিন-অঞ্জলি (দই খাওয়াবেন)।

অথাস্যৈ মণ্ডলাগারচ্ছায়ায়াং দক্ষিণস্যাং নাসিকায়াম্ অজীতাম্
ওষধীং নস্তঃ করোতি।। ৫।।

অনুবাদ—এরপর একটি গোলাকৃতি গৃহের ছায়ায় বসিয়ে এই গর্ভিণী পত্নীর দক্ষিণ নাসিকায় কোন অশুষ্ক ওষধির রস সেচন করবেন।

বিবৃতি—এখানে 'অনবলোভন' কর্মের কথা বলা হয়েছে। অজীতা =যা জীর্ণ নয়। নস্তঃ করোতি =রস সেচন করেন। দূর্বার রসই দিতে হয়।

প্রজাবজ্ জীবপুত্রাভ্যাং হৈকে। আ তে গর্ভো যোনিমৈতু পুমান্ বাণ ইবেষুধিম্। আ বীরো জায়তাং পুত্রস্তে দশমাস্যঃ। অগ্নিরৈতু প্রথমো দেবতানাং সোঽস্যৈ প্রজাং মুঞ্চতু মৃত্যুপাশাত্। তদয়ং রাজা বরুণোঽনুমন্যতাং যথেয়ং স্ত্রী পৌত্রমঘং ন রোদাদ্ ইতি।।৬।।

অনুবাদ—কোন কোন মতে প্রজাবৎ ও জীবপুত্র মন্ত্রের দ্বারা সেচন করবেন। 'আ তে গর্ভো—' (বাণ যেমন ইষুধিতে আসে, সেইরকম পুত্ররূপ গর্ভ তোমার যোনিতে আসুক। তোমার দশমাসভাবী বীরপুত্র জন্মগ্রহণ করুক), 'অগ্নিরৈতু—' (দেবতাদের প্রথম যে অগ্নি তিনি প্রসূতির জন্য আগমন করুন, মৃত্যুপাশ থেকে সন্তানকে রক্ষা করুন। এই রাজা বরুণ সেই অনুমতি দিন, যাতে এই স্ত্রী পুত্রজনিত কোন পাপ প্রাপ্ত না হন)

এই প্রজাবান্ ও জীবপুত্র সূক্ত দ্বারা দূর্বারস সেচন করবেন।

বিবৃতি—'আ তে গর্ভো—' প্রজাবানের এবং 'অগ্নিরৈতু—' জীবপুত্রের দৃষ্ট মন্ত্র। বৃত্তিকার এই দু'টি চিহ্নকে সূক্ত বলেই উল্লেখ করেছেন। কেউ আবার বিনা মন্ত্রে রস সেচন করেন।

প্রাজাপত্যস্য স্থালীপাকস্য হুত্বা হৃদয়দেশম্ অস্যা আলভেত। 'যত্তে সুসীমে হৃদয়ে হিতমন্তঃ প্রজাপতৌ। মন্যেঽহং মাং তদ্বিদ্বাংসং মাহং পৌত্রমঘং নিয়াম্ ইতি।। ৭।।

অনুবাদ— প্রজাপতির উদ্দিষ্ট স্থালীপাকের একাংশ আহুতি দিয়ে 'যৎ তে -' (হে সুন্দর সীমন্তযুক্তা, তোমার হৃদয়ে এবং প্রজাপতির মধ্যে যা আছে, তা আমি জানি, এই আমার বিশ্বাস। আমি যেন পুত্রজনিত কোন দুর্দশার মধ্যে পতিত না হই)— এই মন্ত্রে এই পত্নীর হৃদয়দেশ স্পর্শ করবেন।

বিবৃতি—স্থালীপাকের আহুতির পর স্বিষ্টকৃৎ প্রভৃতি সকল অঙ্গেরই অনুষ্ঠান করতে হবে। প্রথম সন্তানের সময়ে তৃতীয় মাসে গর্ভধারণের কথা বোঝা না গেলে চতুর্থ মাসে পুংসবন অনুষ্ঠিত হবে।

চতুর্দশ খণ্ড (১/১৪)

চতুর্থে গর্ভমাসে সীমন্তোন্নয়নম্।।১।।

অনুবাদ—গর্ভের চতুর্থমাসে 'সীমন্তোন্নয়ন' (অনুষ্ঠিত হয়)।

বিবৃতি—'পুংসবন' প্রত্যেকবারই গর্ভসঞ্চারের পরে অনুষ্ঠিত হয়, কিন্তু 'সীমন্তোন্নয়ন' কর্ম অনুষ্ঠিত হবে প্রথমবারই।

আপূর্যমাণপক্ষে যদা পুংসা নক্ষত্রেণ চন্দ্রমা যুক্তঃ স্যাত্ ।। ২।।

অনুবাদ—শুক্লপক্ষে যখন পুরুষনামের কোন নক্ষত্রের সঙ্গে চন্দ্র যুক্ত হবে, তখন এই সীমন্তোন্নয়ন অনুষ্ঠিত হবে।

বিবৃতি—তিষ্য, পুষ্য, হস্ত ইত্যাদি হচ্ছে পুংলিঙ্গবিশিষ্ট নক্ষত্রনাম।

অথাগ্নিম্ উপ-সম্-আধায় পশ্চাদ্ অস্যানডুহং চর্মাস্তীর্য প্রাগ্গ্রীবম্ উত্তরলোম তস্মিন্ উপবিষ্টায়াং সম্-অন্বারব্ধায়াং ধাতা দদাতু দাশুষ ইতি দ্বাভ্যাং রাকামহম্ ইতি দ্বাভ্যাং নেজমেষ প্রজাপতে ন ত্বদেতান্যন্য ইতি চ।। ৩।।

অনুবাদ - অতঃপর অগ্নিতে সমিৎ স্থাপন করে এই অগ্নির পশ্চিমদিকে এমনভাবে একটি মহিষের চর্ম বিছিয়ে দেবেন, যার গ্রীবাটি উত্তরদিকে এবং রোমপূর্ণ অংশটি উপর দিকে

থাকে। পত্নী সেখানে স্পৃষ্ট হয়ে উপবেশন ক'রে থাকলে তিনি 'ধাতা দদাতু-' (ধাতা হব্যদাতাকে দান করুন) ইত্যাদি দু'টি মন্ত্রে, 'রাকামহং—' (ঋ. ২।৩২।৪) ইত্যাদি দুটি মন্ত্রে, 'নেজমেষ' এবং 'প্রজাপতে ন ত্বদেতান্যন্য—' (ঋ. ১০/১২১/১০) এই মন্ত্রে আজ্য আহুতি দেবেন। আজ্যভাগ পর্যন্ত অঙ্গের অনুষ্ঠান শেষ করে তারপরে প্রত্যেক মন্ত্রে একটি করে আজ্যহোম করবেন।

অথাস্যৈ যুগ্মেন শলাটুগ্লপ্সেন ত্রেণ্যা চ শলল্যা ত্রিভিশ্‌ চ কুশপিঞ্জূলৈর্‌ ঊর্ধ্বং সীমন্তং ব্যূহতি ভূর্ভুবঃ স্বরোম্‌ ইতি ত্রিঃ।।৪।।

অনুবাদ—অপক্কফলবিশিষ্ট যুগ্মসংখ্যক স্তবক, তিনটি স্থানে শ্বেতবর্ণবিশিষ্ট শললী এবং তিনটি তরুণ কুশগুচ্ছ দ্বারা এই পত্নীর চুলগুলি 'ভূর্ভুবঃ স্বরোম্‌' মন্ত্রে তিনবার উপর দিকে ছড়িয়ে দেবেন।

বিবৃতি—অস্যৈ = অস্যাঃ = এই পত্নীর। শলাটু = কাঁচা ফল। গ্লপ্স = স্তবক। ত্রেণী = ত্রি + এণী = তিন স্থানে শ্বেতবর্ণবিশিষ্ট। ব্যূহতি = চারদিকে ছড়িয়ে দেওয়া। কপাল ও চুলের সন্ধিস্থল থেকে মাথার পিছনদিকে চুলগুলি ছড়িয়ে দিতে হয়। কেশ (সীমন্ত) উপরদিকে(উৎ) সরিয়ে নিয়ে (নয়ন) যাওয়া হয় বলে কর্মের নাম 'সীমন্তোন্নয়ন'। মন্ত্র তিনবারই পাঠ করতে হবে।

চতুর্‌ বা ।। ৫।।

অনুবাদ—অথবা চারবার ছড়িয়ে দেবেন।

বীণাগাথিনৌ সংশাস্তি সোমং রাজানং সংগায়েতাম্‌ ইতি।। ৬।।

অনুবাদ—তিনি দুইজন বীণাগায়ককে নির্দেশ দেবেন 'সোমং—'(সোম রাজার উদ্দেশে গান কর)।

বিবৃতি—বীণা ও গাথাগান দুই-ই যিনি গানে ব্যবহার করেন, তিনি 'বীণাগাথী'।

সোমো নো রাজাবতু মানুষীঃ প্রজা নিবিষ্টচক্রাসাব্‌ ইতি যাং নদীম্‌ উপবসিতা ভবন্তি।। ৭।।

অনুবাদ—'সোমো—'(রাজা সোম মনুষ্যসন্তানদের রক্ষা করুন, অমুকের চক্র স্থির হয়েছে)এই বলে যে নদীর তীরে বাস করেন,গানে সেই নদীর নাম করবেন।

বিবৃতি—বৃত্তিকারের মতে 'অসৌ' শব্দের স্থানে নদীর নাম সম্বোধনে উল্লেখ করতে হবে। যেমন— নিবিষ্টচক্রা গঙ্গে।

ব্রাহ্মণ্যশ্চ বৃদ্ধা জীবপত্ন্যো জীবপ্রজা যদ্‌ যদ্‌ উপদিশেয়ুস্‌

তত্ তত্ কুর্যুঃ।।৮।।

অনুবাদ—যে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণীদের স্বামী ও সন্তান জীবিত আছে, তাঁরা যা যা বলবেন তা-ই করবেন।

বিবৃতি—এরপর স্বিষ্টকৃৎ প্রভৃতি অঙ্গের অনুষ্ঠান হয়ে থাকে।

ঋষভো দক্ষিণা।। ৯।।

অনুবাদ —(এই অনুষ্ঠানে) বৃষ হচ্ছে দক্ষিণা।

পঞ্চদশ খণ্ড (১/১৫)

কুমারং জাতং পুরান্যৈর্আলম্ভাত্ সর্পির্মধুনী
হিরণ্যনিকাষং হিরণ্যেন প্রাশয়েত্। প্র তে দদামি মধুনো
ঘৃতস্য বেদং সবিত্রা প্রসূতং মঘোনাম্। আয়ুষ্মান্ গুপ্তো
দেবতাভিঃ শতং জীব শরদো লোকে অস্মিন্ ইতি।। ১।।

অনুবাদ—অন্য কেউ স্পর্শ করার আগে নবজাতককে 'প্র তে দদামি—' (আমি তোমাকে ধনী সবিতার দ্বারা উৎপাদিত মধু ও ঘৃতের প্রজ্ঞা প্রদান করি। দেবতাদের দ্বারা সংরক্ষিত হয়ে আয়ুষ্মান্ তুমি এই জগতে শত বৎসর জীবিত থাক) এই মন্ত্রে সুবর্ণময় পাত্রে স্বর্ণচূর্ণমিশ্রিত ঘৃত ও মধু নিয়ে তা খাওয়াবেন।

বিবৃতি—এখানে 'জাতকর্ম' অনুষ্ঠানের কথা বলা হয়েছে। কেউ কেউ বলেন— 'কুমারম্' বলায় কন্যার ক্ষেত্রে জাতকর্ম হবে না। আবার অপর অনেকে বলেন— এরপর উপনয়নের কথা বলা হবে এবং সেই উপনয়ন যাতে পুত্রেরই হয় তাই এখানে কুমার শব্দটির উল্লেখ করা হয়েছে; কন্যার ক্ষেত্রেও তাই জাতকর্ম করতে কোন বাধা নেই।

কর্ণয়োর্ উপনিধায় মেধাজননং জপতি। মেধাং তে দেবঃ সবিতা
মেধাং দেবী সরস্বতী মেধাং তে অশ্বিনৌ দেবাবাধত্তাং
পুষ্করস্রজাব্ ইতি।।২।।

অনুবাদ ঃ— শিশুর কানের কাছে মুখ রেখে 'মেধাং তে—' (সবিতৃদেব তোমাকে মেধা দান করুন, দেবী সরস্বতী তোমাকে মেধা দিন, পদ্মশোভিত অশ্বিদ্বয় তোমাকে) মেধা দিন। এই 'মেধাজনন' নামে মন্ত্রটি জপ করবেন।

বিবৃতি—মন্ত্রটি দুই কানে একবারই জপ করতে হবে। কেউ কেউ ডান ও বাম দুই কানেই

একবার করে মন্ত্রটি জপ করে থাকেন।

অংসাব্ অভিমৃশতি। অশ্মা ভব পরশুর্ভব হিরণ্যমস্তৃতং ভব। বেদো বৈ পুত্রনামাসি স জীব শরদঃ শতম্ ইতি। ইন্দ্র শ্রেষ্ঠানি দ্রবিণানি ধেহ্যস্মে প্র যন্ধি মঘবন্নৃজীষিন্ ইতি চ।।৩।।

অনুবাদ—শিশুর দুই কাঁধ 'অশ্মা ভব—' (প্রস্তর হও, কুঠার হও, অপরাজেয় সুবর্ণ হও, তুমি পুত্রনামক বেদ, শত বৎসর জীবিত থাক), 'ইন্দ্র শ্রেষ্ঠানি-' (ঋ. ২।২১।৬) এবং 'অস্মে-' (ঋ.৩।৩৬।১০) মন্ত্রে স্পর্শ করবেন।

বিবৃতি—এখানে তিনটি পক্ষ আছে—১) দুই কাঁধই স্পর্শ করতে হবে, কিন্তু তিনটি মন্ত্র একবারই পাঠ করা হবে। ২) প্রত্যেক কাঁধের ক্ষেত্রে মন্ত্রগুলি একবার করে পাঠ করতে হবে। ৩) প্রথম মন্ত্রে ডান কাঁধ এবং অপর দু'টি মন্ত্রে বাঁ কাঁধ স্পর্শ করতে হবে, কারণ সূত্রে "ইতি" শব্দটি উল্লেখ করা হয়েছে। তবে দু'টি কাঁধ একই সঙ্গে স্পর্শ করে একবারই মন্ত্রগুলি পাঠ করতে হবে—এই হলো বৃত্তিকারের সর্বশেষ অভিমত ।

নাম চাস্মৈ দদ্যুঃ।। ৪।।

অনুবাদ—এই বালককে নামও দেবেন।

বিবৃতি—এখানে 'নামকরণ' অনুষ্ঠানের কথা বলা হয়েছে।

ঘোষবদ্ আদ্যন্তর্ অন্তস্থম্ অভিনিষ্ঠানান্তং দ্ব্যক্ষরম্।।৫।।

অনুবাদ—নাম হবে দুই- অক্ষরযুক্ত, আদিবর্ণ ঘোষবর্ণ, মধ্যে অন্তস্থবর্ণ এবং শেষে বিসর্গযুক্ত।

বিবৃতি—অক্ষর = স্বরবর্ণ। ঘোষ = বর্গের তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম বর্ণ। অন্তস্থ = য্, র্, ল্, ব্, হ্। অভিনিষ্ঠান = বিসর্গ। বৃত্তিকার বারোটি স্বরবর্ণ স্বীকার করেছেন। হয় তিনি হ্রস্ব ও দীর্ঘ ৯-কারকে বাদ দিয়েছেন, অথবা দীর্ঘ ঋ-কার এবং দীর্ঘ ৯-কার তিনি মানেন না।

চতুর্-অক্ষরং বা ।। ৬।।

অনুবাদ—অথবা নামটি চার-অক্ষরযুক্ত হবে।

বিবৃতি—নাম তাই রুদ্র, ভব, দেব, রুদ্রদত্ত, ভবনাথ, নাগদেব— এই ধরনের কিছু হবে।

দ্ব্যক্ষরং প্রতিষ্ঠাকামশ্ চতুর্-অক্ষরং ব্রহ্মবর্চসকামঃ।। ৭।।

অনুবাদ—শিশুর প্রতিষ্ঠা কামনা করলে দুই-অক্ষরযুক্ত এবং ব্রহ্মতেজ কামনা করলে চার-অক্ষরযুক্ত নাম দেবেন।

যুগ্মানি ত্বেব পুংসাম্।। ৮।।

অনুবাদ—পুত্রদের নাম যুগ্মাক্ষরযুক্তই হবে।

বিবৃতি—৫ নং সূত্র অনুযায়ী নাম না দিলেও চলবে; নামে যুগ্মসংখ্যক স্বরবর্ণ থাকলেই হবে। ফলে পুত্রের দেবস্বামী, জনার্দন, বিষ্ণুশর্মা, শিবদত্ত ইত্যাদি নাম দেওয়া চলবে।

অযুজানি স্ত্রীণাম্।। ৯।।

অনুবাদ—কন্যাদের নাম অযুগ্ম-অক্ষরযুক্ত হবে।

বিবৃতি - যেমন সুভদ্রা, সাবিত্রী ইত্যাদি।

অভিবাদনীয়ঞ্চ চ সমীক্ষেত তন্ মাতাপিতরৌ বিদ্যাতাম্
ওপনয়নাত্।। ১০।।

অনুবাদ—অভিবাদন করবার উপযুক্ত একটি নাম দেবেন। সেটি কেবল মাতা এবং পিতাই বালকের উপনয়ন পর্যন্ত জানবেন।

বিবৃতি—নিত্যব্যবহার্য নাম ছাড়াও উপনয়ন হওয়ার পরে যে নামে বালক নিজের পরিচয় দিয়ে অপরকে অভিবাদন করবে, সেই অতিরিক্ত একটি নামও দেবেন।

প্রবাসাদ্ এত্য পুত্রস্য শিরঃ পরিগৃহ্য জপতি।
অঙ্গাদঙ্গাত্ সংভবসি হৃদয়াদধিজায়সে। আত্মা বৈ পুত্রনামাসি
স জীব শরদঃ শতম্ ইতি মূর্ধনি ত্রির্ অবঘ্রায়।। ১১।।

অনুবাদ— প্রবাস থেকে প্রত্যাবর্তন করে পুত্রের মস্তক স্পর্শ করে তিনবার তা আঘ্রাণ কর 'অঙ্গাদঙ্গাৎ-'(প্রতি অঙ্গ থেকে তুমি সৃষ্ট হয়েছ, হৃদয় থেকে তুমি জাত হয়েছ। তুমি পুত্র নাম ধারী আত্মা, সেই তুমি শত শরৎ জীবিত থাক —এই মন্ত্রটি পিতা জপ করবেন।

আবৃতৈব কুমার্যৈ।। ১২।।

অনুবাদ—কন্যার উদ্দেশে বিনামন্ত্রেই (স্পর্শ ও আঘ্রাণ করতে হবে।)

ষোড়শ খণ্ড (১/১৬)

ষষ্ঠে মাস্যন্নপ্রাশনম্।। ১।।

অনুবাদ—ষষ্ঠমাসে হবে অন্নপ্রাশন।

বিবৃতি—১।১৫।১ সূত্রে 'জাত' শব্দটি থাকায় গর্ভাবস্থার ষষ্ঠমাসে নয়, জন্মগ্রহণ থেকে ষষ্ঠ মাসে 'অন্নপ্রাশন' কর্ম অনুষ্ঠিত হবে।

আজম্ অন্নাদ্যকামঃ ।। ২।।

অনুবাদ— ভক্ষ্য-অন্ন-কামনাকারী পুত্রকে ছাগমাংস খাওয়াবেন।

বিবৃতি—পরবর্তী সূত্রে তৈত্তিরের কথা থাকায় ছাগের দুধ, দই বা ঘি নয়, মাংসই খাওয়াতে হবে। শুধু মাংস কেউ খায় না, তাই অন্নের সঙ্গে তা খেতে হবে।

তৈত্তিরং ব্রহ্মবর্চসকামঃ ।। ৩।।

অনুবাদ—পুত্রের ব্রহ্মতেজকামনাকারী পিতা তিত্তির পাখীর মাংস খাওয়াবেন।

ঘৃতৌদনং তেজস্‌কামঃ ।। ৪।।

অনুবাদ—পুত্রের তেজঃকামনায় ঘৃত-সংস্কৃত অন্ন খাওয়াবেন।

বিবৃতি—ঘৃতমিশ্রিত নয়, ঘৃতসংস্কৃত অন্নই খাওয়াতে হবে। বৃত্তি অনুযায়ী অন্ন সিদ্ধ হলে, সেই অন্নে ঘৃত ছড়িয়ে তা খাওয়াতে হবে; ঘি দিয়ে অন্ন পাক করলে চলবে না।

দধিমধুঘৃতমিশ্রম্ অন্নং প্রাশয়েত্। অন্নপতেহন্নস্য নো দেহ্যনমীবস্য শুষ্মিণঃ। প্র প্রদাতারং তারিষ উর্জং নো ধেহি দ্বিপদে চতুষ্পদ ইতি।। ৫।।

অনুবাদ—দধি, মধু ও ঘৃতমিশ্রিত অন্ন শিশুকে 'অন্নপতে—' (অন্নপতি, দুঃখহীন ও বলকারক অন্ন দাও। দাতাকে অগ্রণী করাও। আমাদের, আমাদের লোকজনকে ও চতুষ্পদ পশুদের বল প্রদান কর) এই মন্ত্রে খাওয়াবেন।

বিবৃতি—খাওয়াবার মন্ত্র সর্বত্রই এই 'অন্নপতে—'। কোন কামনা না থাকলে দধি, মধু ও ঘৃত মিশিয়ে খাওয়াতে হবে। মনে হয় 'মিশ্র' শব্দ থাকলেও এগুলি দিয়ে অন্ন সিদ্ধ করার কথা বলা হচ্ছে না। আগের সূত্রের ব্যাখ্যা অনুযায়ী অবশ্য এগুলি দিয়েই সিদ্ধ করার কথা।

আবৃতৈব কুমার্যৈ ।। ৬।।

অনুবাদ—কন্যার জন্য বিনামন্ত্রেই (অন্নপ্রাশন হবে)।

সপ্তদশ খণ্ড (১/১৭)

তৃতীয়ে বর্ষে চৌলং যথাকুলধর্মং বা ।। ১।।

অনুবাদ—জন্ম থেকে তৃতীয় বৎসরে বা বংশের নিয়ম অনুসারে অন্য কোন সময়ে চৌলকর্ম করতে হবে।

বিবৃতি—কেউ কেউ উপনয়নের সঙ্গে একসাথেই চূড়াকরণ করেন।

উত্তরতোঽগ্নের্ ব্রীহিযবমাষতিলানাং পৃথক্ পূর্ণশরাবাণি নিদধাতি ।।২।।

অনুবাদ—অগ্নির উত্তর দিকে চাল, যব, মাষ ও তিলের দ্বারা পরিপূর্ণ তিনটি পৃথক পৃথক পাত্র রাখবেন।

বিবৃতি—মিশ্রিত করে নয়, ভিন্ন ভিন্ন পাত্রে চাল, যব, মাষ ও তিল পূর্ণ করে রাখতে হবে।

পশ্চাত্ কারয়িষ্যমাণো মাতুর্ উপস্থ আনডুহং গোময়ং নবে শরাবে শমীপর্ণানি চোপনিহিতানি ভবন্তি।। ৩।।

অনুবাদ—অগ্নির পিছনে মাতৃক্রোড়ে থাকবে যার চূড়াকরণ করা হতে থাকবে সেই শিশু-পুত্র। নূতন শরায় (পাত্রে) থাকবে ষাঁড়ের বিষ্ঠা এবং শমী (শাঁই) গাছের অনেকগুলি পাতা। পাতাগুলি থাকবে অন্য এক নূতন শরায়।

মাতুঃ পিতা দক্ষিণত একবিংশতিকুশপিঞ্জূলান্যাদায় ।। ৪।।

অনুবাদ—জননীর দক্ষিণ দিকে পিতা একুশটি কুশগুচ্ছ নিয়ে (দাঁড়িয়ে থাকবেন)।

ব্রহ্মা বৈতানি ধারয়েত্ ।। ৫।।

অনুবাদ—অথবা ব্রহ্মা এই কুশগুচ্ছগুলি ধরে থাকবেন।

পশ্চাত্ কারয়িষ্যমাণস্যাবস্থায় শীতোষ্ণা অপঃ সমানীয়োষ্ণেন বায় উদকেনেহীতি।।৬।।

অনুবাদ—যার চূড়াকরণ করা হবে, সেই বালকের পিছনে দাঁড়িয়ে পিতা 'উষ্ণেন বা—' (হে বায়ু, উষ্ণ বারির সঙ্গে তুমি এসো)—এই মন্ত্রে দুই হাত দিয়ে একই সঙ্গে একটি পাত্রে শীতল ও গরম জল ঢেলে।

বিবৃতি — এরপর কী করণীয়, তা পরবর্তী সূত্রে বলা হচ্ছে।

তাসাং গৃহীত্বা নবনীতং দধিদ্রপ্সান্ বা প্রদক্ষিণং শিরস্ ত্রির্ উন্দতি।

অদিতিঃ কেশান্ বপত্বাপ উন্দন্তু বর্চস ইতি ।। ৭।।

অনুবাদ—সেই জলের কিছুটা এবং মাখন বা দধিবিন্দু নিয়ে বাম থেকে দক্ষিণদিকে 'অদিতিঃ-' (অদিতি কেশ ছেদন করুন এবং তেজের জন্য জল তা আর্দ্র করুন) এই মন্ত্রে তিনবার জাতকের মাথায় তা ছিটিয়ে দেবেন।

দক্ষিণে কেশপক্ষে ত্রীণি কুশপিঞ্জূলান্যাভ্যাত্মাগ্রাণি

নিদধাতি 'ওষধে ত্রায়স্বৈনম্'।।৮।।

অনুবাদ—'ওষধে—'(ওষধি একে রক্ষা কর) এই মন্ত্রে দক্ষিণদিকের কেশগুচ্ছে তিনটি কুশগুচ্ছ রেখে দেবেন —সেগুলির সামনের দিক শিশুপুত্রের অভিমুখী থাকবে।

স্বধিতে মৈনং হিংসীর্ ইতি নিষ্পীড্য লৌহেন ক্ষুরেণ।।৯।।

অনুবাদ—'স্বধিতে—' (স্বধিতি, একে তুমি হিংসা কর না) এই মন্ত্রে তাম্রনির্মিত ক্ষুরের দ্বারা কুশগুচ্ছগুলি চেপে ধরে।

বিবৃতি—সাধারণত ক্ষুর লোহারই হয়। এখানে তা সত্ত্বেও যখন 'লৌহেন' বলা হয়েছে তাই লোহা বলতে বৃত্তিকারের মতে তামাকেই বুঝতে হবে। নিষ্পীড্য = চেপে ধরে, ধরবেন।

প্রচ্ছিদ্যতি যেনাবপৎ সবিতা ক্ষুরেণ সোমস্য রাজ্ঞো বরুণস্য বিদ্বান্। তেন ব্রহ্মাণো বপতেদমস্যায়ুষ্মাঞ্ জরদষ্টির্যথাসদ্ ইতি।। ১০।।

অনুবাদ—'যেনাবপৎ—' (বিদ্বান সবিতৃদেব যে ক্ষুরের দ্বারা রাজা সোম ও বরুণের কেশ ছেদন করেছিলেন, তার দ্বারাই হে ব্রাহ্মণগণ, তার কেশ ছেদন ক'র; এই জাতক যেন বার্ধক্যযুক্ত হয়েও দীর্ঘজীবী হয়)—এই মন্ত্রে কেশগুচ্ছ ছেদন করবেন।

বিবৃতি—'প্রচ্ছিদ্যতি' পদে 'প্র' শব্দের কোন বিশেষ অর্থ নেই। এখানে ছেদন মানে চুল কেটে দেওয়া।

প্রচ্ছিদ্য প্রচ্ছিদ্য প্রাগগ্রাঞ্ ছমীপর্ণৈঃ সহ মাত্রে প্রযচ্ছতি তান্ আনডুহে গোময়ে নিদধাতি।। ১১।।

অনুবাদ—প্রতিবার ছেদন করে কেশগুচ্ছের অগ্রভাগ পূর্বমুখী করে শমীপর্ণসমেত তা বালকের জননীকে দেবেন। তিনি সেইগুলি বৃষের গোময়ে স্থাপন করবেন।

বিবৃতি— গোবিষ্ঠায় রাখার সময়ে পূর্বমুখী করে না রাখলেও চলে ।

যেন ধাতা বৃহস্পতেরগ্নিরিন্দ্রস্য চায়ুষেঽবপৎ তেন ত আয়ুষে বপামি সুশ্লোক্যায় স্বস্তয় ইতি দ্বিতীয়ম্। যেন ভূয়শ্চ রাত্র্যাং জ্যোক্ চ পশ্যাতি সূর্যম্। তেন ত আয়ুষে বপামি সুশ্লোক্যায় স্বস্তয় ইতি তৃতীয়ম্।। ১২।।

অনুবাদ—'যেন ধাতা—'(যার দ্বারা ধাতৃদেব বৃহস্পতি, অগ্নি এবং ইন্দ্রের আয়ুর জন্য তাঁদের কেশ ছেদন করেছিলেন, তার দ্বারাই দীর্ঘজীবন, কীর্তি ও মঙ্গলের জন্য তোমার কেশ ছেদন করছি)- এই মন্ত্রে দ্বিতীয়বার এবং 'যেন ভূয়শ্চ—' (যার দ্বারা তিনি রাত্রিতে দীর্ঘ সময়ের জন্য সূর্যকে দেখতে পান, তার দ্বারা দীর্ঘজীবন, কীর্তি ও মঙ্গলের জন্য

তোমার কেশ ছেদন করছি)— এই মন্ত্রে তৃতীয়বার কেশ ছেদন করতে হয়।

বিবৃতি—প্রথমবারের মন্ত্র ১০নং সূত্রে আগেই বলা হয়ে গিয়েছে।

সর্বৈর্ মন্ত্রৈশ্ চতুর্থম্ ।। ১৩।।

অনুবাদ—সকল মন্ত্রের দ্বারা চতুর্থবার কেশ ছেদন করবেন।

বিবৃতি—'যেনাবপত্—', 'যেন ধাতা—' এবং 'যেন ভূয়শ্চ—' এই তিন মন্ত্রে।

এবম্ উত্তরতস্ ত্রিঃ।। ১৪।।

অনুবাদ— এইভাবে বালকের মাথার বামদিকেও তিনবার কেশছেদন করবেন।

বিবৃতি—বামদিকের কেশগুচ্ছ তিনবারই ছেদন করতে হয়— চারবার নয়।

ক্ষুরতেজো নিমৃজেত্। যত্ ক্ষুরেণ মর্চয়তা সুপ্তশসা বসো বপসি কেশান্। শুন্ধি শিরো মাস্যায়ুঃ প্রমোষীর্ ইতি।।১৫।।

অনুবাদ—ক্ষুরের প্রান্তভাগ 'যত্ ক্ষুরেণ—' (ছেদনকর্তা হিসাবে তুমি যদি এর কেশ ক্ষুর দ্বারা ছেদন কর; তাহলে কেশগুলি পবিত্র কর, এর আয়ু হরণ কর না) এই মন্ত্রে মুছে নেবেন।

নাপিতং শিষ্যাচ্ছীতোষ্ণাভির্ অদ্ভির্ অবর্থং কুর্বাণোঽক্ষণ্বন্ কুশলীকুর্বিতি।। ১৬।।

অনুবাদ—নাপিতকে 'শীতোষ্ণাভি—' (শীতোষ্ণ জল দিয়ে যা করণীয় তা করতে করতে এবং কোন ক্ষতি না করে চুলগুলি পরিপাটী কর)—এই মন্ত্রে কেশবিন্যাস করতে নির্দেশ দেবেন।

যথাকুলধর্মং কেশবেশান্ কারয়েত্।।১৭।।

অনুবাদ—কুলাচার অনুসারে নাপিতকে দিয়ে বালকের কেশসজ্জা করাবেন।

বিবৃতি—কুলধর্ম অনুযায়ী কেউ একটি, কেউ তিনটি, কেউ বা পাঁচটি শিখা রাখেন। কেউ সামনে, কেউ বা পিছনে শিখা রাখেন। এরপর স্বিষ্টকৃৎ প্রভৃতি অঙ্গের অনুষ্ঠান।

আবৃতৈব কুমার্যৈ।। ১৮।।

অনুবাদ—কন্যার জন্য বিনামন্ত্রেই (কেশচ্ছেদন করতে হয়।)

অষ্টাদশ খণ্ড (১/১৮)

এতেন গোদানম্ ।। ১।।

অনুবাদ—এর দ্বারা 'গোদান' কর্মও বলা হল।

বিবৃতি—গোদানকর্ম চৌলকর্মের মতোই। এই কর্মের যেগুলি বৈশিষ্ট্য, তা পরবর্তী সূত্রগুলিতে বলা হচ্ছে। 'গোদানকর্ম' হচ্ছে দাড়ি-কামানো।

ষোডশে বর্ষে।।২।।

অনুবাদ—ষোড়শ বর্ষে এই কর্ম অনুষ্ঠেয়।

বিবৃতি— গোদানকর্ম জন্মগ্রহণ থেকে হিসাব করে ষোল (১৬) বছর বয়সে করতে হবে। চৌলকর্মে বালককে মাতৃক্রোড়ে বসতে হলেও এই গোদানে ক্রোড়ে বসতে হয় না, কারণ তা এই বয়সে শোভন নয়। ১।২২।৩ সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে কেউ কেউ উপনয়নের পর থেকে ষোল বছর হলে গোদান কর্মের অনুষ্ঠান করেন।

কেশশব্দে তু শ্মশ্রুশব্দান্ কারয়েত্।। ৩।।

অনুবাদ—'কেশ' শব্দের স্থানে এখানে শ্মশ্রু শব্দ ব্যবহার করবেন।

বিবৃতি—২।১৭।৭, ১৫নং সূত্রের মন্ত্রে এবং ৮নং সূত্রে নির্দিষ্ট কেশের ক্ষেত্রে।

শ্মশ্রূণীহোন্দতি।। ৪।।

অনুবাদ—এখানে শ্মশ্রুসমূহ আর্দ্র করবেন।

বিবৃতি—এখানে মস্তক জলসিক্ত করতে হয় না।

শুন্ধি শিরো মুখং মাস্যায়ুঃ প্রমোষীর্ ইতি।। ৫।।

অনুবাদ —'শুন্ধি—' (মস্তক ও মুখ পবিত্র কর, কিন্তু এর প্রাণহরণ কর না) এই মন্ত্র পাঠ করবেন।

বিবৃতি—এইটি ক্ষুর-শোধনের মন্ত্র।

কেশশ্মশ্রুলোমনখান্যুদক্সংস্থানি কুর্বিতি সংপ্রেষ্যতি।। ৬।।

অনুবাদ—নাপিতকে 'কেশ—' (কুশলী তুমি শীতোষ্ণ জলে কেশ, শ্মশ্রু, লোম ও নখে জলসেক বামদিকে শেষ কর) এই মন্ত্রে কেশ প্রভৃতি সিক্ত করতে নির্দেশ দেবেন।

আপ্লুত্য বাগ্যতঃ স্থিত্বাহঃশেষম্ আচার্যসকাশে বাচং বিসৃজেত্ বরং দদামীতি।।৭।।

অনুবাদ—স্নান করে দিনের অবশিষ্ট অংশে মৌন থেকে আচার্যের নিকটে 'বরং দদামি' (আমি দক্ষিণা দেব) এই মন্ত্রে মৌন ভঙ্গ করবেন।

গোমিথুনং দক্ষিণা ।। ৮।।

অনুবাদ—একটি বৃষ ও গাভী এখানে দক্ষিণা।

বিবৃতি—গো-মিথুন দেওয়া হয় বলেই এই কর্মের নাম 'গোদান'।

সংবত্সরম্ আদিশেত্ ।। ৯।।

অনুবাদ—এক বৎসরের জন্য আচার্য ব্রতপালনের, নির্দেশ দেবেন।

বিবৃতি—ব্রতের কথা পরে বলা হচ্ছে। পরের দিন থেকে এই ব্রত একবৎসর কাল পালন করতে হয়। বৃত্তিকারের মতে আদিশেত্ = আচরেত্ = পালন করবে।

ঊনবিংশ খণ্ড (১/১৯)

অষ্টমে বর্ষে ব্রাহ্মণম্ উপনয়েত্।। ১।।

অনুবাদ—অষ্টমবর্ষে ব্রাহ্মণকুমারকে উপনয়ন দেবেন।

বিবৃতি—জন্মগ্রহণ থেকে আট বছর বয়সে। 'উপনয়ন' শব্দের আক্ষরিক অর্থ—নিকটে (উপ) নিয়ে যাওয়া (নয়ন), অর্থাৎ শিক্ষিত করে তোলার জন্য আচার্যের কাছে নিয়ে যাওয়া।

গর্ভাষ্টমে বা ।। ২।।

অনুবাদ—অথবা গর্ভাবস্থা থেকে অষ্টমবর্ষে উপনয়ন দেবেন।

একাদশে ক্ষত্রিয়ম্।। ৩।।

অনুবাদ—একাদশবর্ষে ক্ষত্রিয়কে উপনয়ন দেবেন।

বিবৃতি—জন্ম থেকে অথবা গর্ভে ভ্রূণাবস্থা থেকে এগার বছর বয়সে।

দ্বাদশে বৈশ্যম্।। ৪।।

অনুবাদ—দ্বাদশবর্ষে বৈশ্যকে উপনয়ন দেবেন।

আ ষোডশাদ্ ব্রাহ্মণস্যানতীতঃ কালঃ।। ৫।।

অনুবাদ—ষোড়শবর্ষ বয়স পর্যন্ত ব্রাহ্মণের উপনয়নের সময় অতিক্রান্ত হয় না।

আ দ্বাবিংশাত্ ক্ষত্রিয়স্যা চতুর্বিংশাদ্ বৈশ্যস্যাত ঊর্ধ্বং পতিতসাবিত্রিকা ভবন্তি।।৬।।

অনুবাদ—বাইশ বৎসর পর্যন্ত ক্ষত্রিয়ের, চব্বিশ বৎসর পর্যন্ত বৈশ্যের উপনয়নকাল অতিক্রান্ত হয় না। এরপর তাঁরা 'পতিতসাবিত্রিক' হন।

নৈনান্ উপনয়েন্ নাধ্যাপয়েন্ ন যাজয়েন্ নৈভির্ ব্যবহরেয়ুঃ।।৭।।

অনুবাদ—এঁদের কেউ উপনয়ন দেবেন না, কেউ পড়াবেন না, কেউ যজ্ঞ করাবেন না,

কেউ সংযোগ রাখবেন না।

বিবৃতি—নির্দিষ্ট বয়সের মধ্যে উপনয়ন না হয়ে থাকলে প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়। প্রায়শ্চিত্ত না করা হলে কেউ এদের উপনয়ন ইত্যাদি কর্ম করাবেন না। সূত্রে একবার 'ন' বললেই চলত, তবুও আরও তিনবার তা বলায় ভুলবশত উপনয়ন করানো হলেও সেক্ষেত্রে অপর তিনটি কর্ম থেকে কিন্তু অবশ্যই বিরত থাকতে হবে।

অলঙ্কৃতং কুমারং কুশলীকৃতশিরসম্ অহতেন বাসসা সংবীতম্ ঐণেয়েন বাজিনেন ব্রাহ্মণং রৌরবেণ ক্ষত্রিয়ম্ আজেন বৈশ্যম্।।৮।।

অনুবাদ—অলংকৃত, মুণ্ডিতমস্তক বালককে নূতন বস্ত্রে অথবা ব্রাহ্মণসন্তান হলে অজিনের দ্বারা, ক্ষত্রিয়ের সন্তান হলে রুরুজাতীয় হরিণের চর্মের দ্বারা, বৈশ্যসন্তান হলে অজচর্মের দ্বারা আচ্ছাদিত করে উপনয়ন দেবেন।

বিবৃতি—অহত = নূতন অক্ষত ও অব্যবহৃত বস্ত্র।

যদি বাসাংসি বসীরন্ রক্তানি বসীরন্ কাষায়ং ব্রাহ্মণো মাঞ্জিষ্ঠং ক্ষত্রিয়ো হারিদ্রং বৈশ্যঃ।। ৯।।

অনুবাদ—যদি বস্ত্র পরিধান করেন, তবে রঞ্জিত বস্ত্র পরিধান করবেন —ব্রাহ্মণ গৈরিক বর্ণের, ক্ষত্রিয় ঈষৎ রক্তবর্ণের এবং বৈশ্য হলুদবর্ণের বস্ত্র পরিধান করবেন।

বিবৃতি - বিকল্পে শ্বেতবর্ণের বস্ত্রও তাঁরা পরিধান করতে পারেন।

তেষাং মেখলাঃ ।। ১০।।

অনুবাদ—তাঁদের মেখলা সম্পর্কে এবার বলা হচ্ছে।

মৌঞ্জী ব্রাহ্মণস্য ধনুর্ জ্যা ক্ষত্রিয়স্য আবী বৈশ্যস্য ।। ১১।।

অনুবাদ—ব্রাহ্মণের মেখলা হবে মুঞ্জাঘাসের, ধনুর ছিলা ক্ষত্রিয়ের, মেষের লোম বৈশ্যের।

বিবৃতি—মেখলা হচ্ছে কটিতে পরার বেষ্টনী (belt)।

তেষাং দণ্ডাঃ ।। ১২।।

অনুবাদ—তাদের দণ্ড (বলা হচ্ছে)।

পালাশো ব্রাহ্মণস্য ঔদুম্বরঃ ক্ষত্রিয়স্য বৈল্বো বৈশ্যস্য। কেশসংমিতো ব্রাহ্মণস্য ললাটসংমিতঃ ক্ষত্রিয়স্য প্রাণসংমিতো বৈশ্যস্য।। ১৩।।

অনুবাদ—ব্রাহ্মণের দণ্ড হবে পলাশকাঠ- নির্মিত, ক্ষত্রিয়ের ডুমুরকাঠের, বৈশ্যের বেলকাঠের। ব্রাহ্মণের দণ্ড কেশপর্যন্ত দীর্ঘ, ক্ষত্রিয়ের কপালপর্যন্ত, বৈশ্যের নাসিকাপর্যন্ত।

বিংশ খণ্ড (১/২০)

সর্বে বা সর্বেষাম্।। ১।।

অনুবাদ—অথবা সকলপ্রকার দণ্ড সকলেরই (ধারণযোগ্য)।

বিবৃতি—দণ্ডের কাঠ ও দৈর্ঘ্য সম্পর্কে বর্ণবিশেষ অনুযায়ী যে বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়েছে, তা বর্ণ অনুযায়ী না হলেও চলবে।

সম্-অন্বারব্ধে হুত্বোত্তরতোঽগ্নেঃ প্রাঙ্মুখ আচার্যোঽবতিষ্ঠতে।। ২।।

অনুবাদ—শিষ্যকে স্পর্শ করা হলে আচার্য আহুতি প্রদান করে অগ্নির উত্তরদিকে পূর্বমুখী হয়ে দাঁড়াবেন।

বিবৃতি—প্রথমে বেদিতে কুশের উপর আজ্যপাত্রগুলি রাখতে হয়। এরপর ব্রহ্মচারীকে স্পর্শ করা হলে ইধ্ম স্থাপন থেকে আঘার পর্যন্ত অঙ্গের অনুষ্ঠান করে পূর্বোক্ত আজ্যহোমের আহুতি দিতে হয়। জলপূর্ণ প্রণীতাপাত্র যেখানে রাখা আছে, তার পিছন দিয়ে অর্থাৎ 'তীর্থ' পথ ধরে ব্রহ্মচারী এসে আচার্যের ডানদিকে বসে থাকেন এখন তিনি—

পুরস্তাৎ প্রত্যঙ্মুখ ইতরঃ।।৩।।

অনুবাদ—অপর জন (ব্রহ্মচারী) অগ্নির পূর্বদিকে পশ্চিমমুখী হয়ে (দাঁড়াবেন)।

অপাম্ অঞ্জলী পূরয়িত্বা তৎসবিতুর্বৃণীমহ ইতি পূর্ণেনাস্য পূর্ণম্ অবক্ষারয়ত্যাসিচ্য দেবস্য ত্বা সবিতুঃ প্রসবেঽশ্বিনো-র্বাহুভ্যাং পূষ্ণো হস্তাভ্যাং হস্তং গৃহ্ণাম্যসাব্ ইতি তস্য পাণিনা পাণিং সাঙ্গুষ্ঠং গৃহ্ণীয়াত্।। ৪।।

অনুবাদ—জল দিয়ে দুই জনের দুই অঞ্জলি পূর্ণ করে আচার্য 'তত্সবিতুর্বৃণীমহে' (ঋ. ৫।৮২।১)— এই মন্ত্রে নিজের পূর্ণ অঞ্জলির দ্বারা এই শিষ্যের জলপূর্ণ অঞ্জলিতে জল ঢালেন। জল ঢেলে 'দেবস্য ত্বা—' (সবিতৃদেবের তেজের দ্বারা, অশ্বিদ্বয়ের বাহুর দ্বারা, পূষার হস্তদ্বারা আমি অমুক তোমার হাত ধরছি) এই মন্ত্রে নিজের হাত দিয়ে তার অঙ্গুষ্ঠসমেত হাত ধরবেন।

বিবৃতি—মন্ত্রের 'অসৌ' পদটির স্থানে ব্রহ্মাচারীর নাম উল্লেখ করতে হবে।

সবিতা তে হস্তমগ্রভীদসাব্ ইতি দ্বিতীয়ম্।

অগ্নিরাচার্যস্তবাসাব্ ইতি তৃতীয়ম্ ।। ৫।।

অনুবাদ—'সবিতা—' (অমুক, সবিতা তোমার হস্ত গ্রহণ করেছিলেন) এই মন্ত্রে দ্বিতীয়বার এবং 'অগ্নিরাচার্য—' (অমুক, অগ্নি তোমার আচার্য) এই মন্ত্রে তৃতীয়বার ব্রহ্মচারীর অঞ্জলিতে জল ঢেলে হাত ধরতে হবে।

আদিত্যম্ ঈক্ষয়েত্ দেব সবিতরেব তে ব্রহ্মচারী তং গোপায় স মামৃতেত্যাচার্যঃ।।৬।।

অনুবাদ—'আচার্যদেব—' (হে সবিতৃদেব, এই তোমার ব্রহ্মচারী, একে রক্ষা কর। এর যেন মৃত্যু না হয়) এই মন্ত্রে শিষ্যকে সূর্যদর্শন করাবেন।

কস্য ব্রহ্মচার্যসি প্রাণস্য ব্রহ্মচার্যসি কস্ত্বা কমুপনয়তে কায় ত্বা পরিদদামীতি।।৭।।

অনুবাদ—'কস্য—' (তুমি কার ব্রহ্মচারী? তুমি প্রাণের ব্রহ্মচারী। তুমি কে? কা-কে উপনয়ন দেব? প্রজাপতির কাছে তোমাকে সমর্পণ করছি) এই মন্ত্র আচার্য জপ করবেন।

যুবা সুবাসাঃ পরিবীত আগাদ্ ইত্যর্ধর্চেনৈনং প্রদক্ষিণম্ আবর্তয়েত্ ।।৮।।

অনুবাদ—'যুবা সুবাসাঃ—' (ঋ. ৩।৮।৪) এই অর্ধমন্ত্র দ্বারা এই (শিষ্যকে) বাম থেকে ডানদিকে আবর্তিত করাবেন।

বিবৃতি—ব্রহ্মচারী নয়, আচার্যই এই মন্ত্রটি পাঠ করবেন।

তস্যাধ্যংসৌ পাণী কৃত্বা হৃদয়দেশম্ আলভেতোত্তরেণ ।। ৯।।

অনুবাদ—ঐ শিষ্যের কাঁধের উপর দিয়ে নিজের দুই হাত এনে পরবর্তী অর্ধমন্ত্রের (ঋ.৩।৮।৪) দ্বারা তার হৃদয় (বক্ষস্থল) স্পর্শ করবেন।

অগ্নিং পরিসমুহ্য ব্রহ্মচারী তূষ্ণীং সমিধম্ আদধ্যাত্ তূষ্ণীং বৈ প্রাজাপত্যং প্রাজাপত্যো ব্রহ্মচারী ভবতীতি বিজ্ঞায়তে ।। ১০।।

অনুবাদ—অগ্নির চারদিক মুছে ব্রহ্মচারী নিঃশব্দে অগ্নিতে একটি সমিৎ স্থাপন করবেন। শ্রুতি থেকে জানা যায়— নিঃশব্দতাই প্রজাপতির বিষয়, ব্রহ্মচারীও প্রজাপতির বিষয় হয়ে যান।

বিবৃতি—এখানে অগ্নি আগে থেকেই সংস্কৃত হয়ে আছে বলে পরিসমূহন না করেই অগ্নিতে সমিৎ স্থাপন করতে হবে। সূত্রে তাহলেও 'পরিসমূহ্য' বলা হয়েছে এই উদ্দেশে যে— সন্ধ্যায় ও সকালে যখনই অগ্নিতে সমিৎ স্থাপন করা হবে, তখনই পরিসমূহন ও পর্যুক্ষণ করেই তা করতে হবে।

একবিংশ খণ্ড (১/২১)

মন্ত্রেণ হৈকেঽগ্নয়ে সমিধমাহার্ষং বৃহতে জাতবেদসে।
তয়া ত্বমগ্নে বর্ধস্ব সমিধা ব্রহ্মণা বয়ং স্বাহেতি।। ১।।

অনুবাদ—কেউ কেউ মন্ত্রসমেত এই কাজটি করেন এবং ঐ মন্ত্রটি হল 'অগ্নয়ে—' (অগ্নি জাতবেদার নিকট আমি একটি সমিৎ এনেছি। সেই সমিধের দ্বারা হে অগ্নি, তুমি বর্ধিত হও এবং আমরা ব্রহ্মতেজের দ্বারা বর্ধিত হই, স্বাহা)।

স সমিধম্ আধায়াগ্নিম্ উপস্পৃশ্য মুখং নিমার্ষ্টি ত্রিস্তেজসা মা সমনজ্মীতি।। ২।।

অনুবাদ—তিনি অগ্নিতে সমিৎ স্থাপন করে, অগ্নিকে স্পর্শ করে 'তেজসা—' (তেজের দ্বারা আমাকে লেপন করছি) এই মন্ত্রে তিনবার মুখ মুছবেন।

বিবৃতি—ব্রহ্মচারী তিনবারই মন্ত্রটি পাঠ করবেন। অগ্নিকে স্পর্শও করবেন তিনি তিনবার—'অগ্ন্যুপস্পর্শনম্ অপি ত্রিঃ স্যাত্' (বৃত্তি)।

তেজসা হ্যেবাত্মানং সমনক্তীতি বিজ্ঞায়তে।। ৩।।

অনুবাদ—শ্রুতি থেকে জানা যায়—তেজেরই দ্বারা নিজেকে লেপন করেন।

ময়ি মেধাং ময়ি প্রজাং ময্যগ্নিস্তেজো দধাতু। ময়ি মেধাং ময়ি প্রজাং ময়ীন্দ্র ইন্দ্রিয়ং দধাতু। ময়ি মেধাং ময়ি প্রজাং ময়ি সূর্যো ভ্রাজো দধাতু। যত্তে অগ্নে তেজস্তেনাহং তেজস্বী ভূয়াসম্। যত্তে অগ্নে বর্চস্তেনাহং বর্চস্বী ভূয়াসম্। যত্তে অগ্নে হরস্তেনাহং হরস্বী ভূয়াসম্। ইত্যুপস্থায় জান্বাচ্যোপসংগৃহ্য ব্রূয়াদ্ অধীহি ভোঃ সাবিত্রীং ভোত অনুব্রূত হীতি।। ৪।।

অনুবাদ—'ময়ি মেধাং—' (অগ্নি আমাকে মেধা, আমাকে প্রজা, আমাকে তেজ দিন; ইন্দ্র আমাকে প্রজা, আমাকে ইন্দ্রিয় দিন; সূর্য আমাকে মেধা, আমাকে প্রজা, আমাকে আলোক দিন। হে অগ্নি! তোমার যে তেজ, তার দ্বারা যেন আমি তেজস্বী হই; হে অগ্নি! তোমার যে দীপ্তি, তার দ্বারা আমি যেন দীপ্তিমান হই; হে অগ্নি! তোমার যে হরণ করার ক্ষমতা, তার দ্বারা আমি যেন হরণক্ষমতাযুক্ত হই— এই মন্ত্রে অগ্নির নিকটে গিয়ে ডান হাঁটু পেতে বসে, আচার্যের চরণ গ্রহণ করে তাঁকে বলবেন—'অধীহি—' (হে আচার্য! সাবিত্রী মন্ত্র উচ্চারণ করুন)।

বিবৃতি—ঋক্ শব্দটি স্ত্রীলিঙ্গ। সেই ঋক্মন্ত্রকে বুঝাচ্ছে বলে সূত্রে সাবিত্র না বলে স্ত্রীলিঙ্গে 'সাবিত্রী' বলা হয়েছে। মন্ত্রের উদ্দিষ্ট দেবতা সবিতা, তাই ঋক্টি সাবিত্রী। এই মন্ত্রের ছন্দ গায়ত্রী বলে মন্ত্রটি 'গায়ত্রী' নামেও প্রসিদ্ধ।

তস্য বাসসা পাণিভ্যাং চ পাণী সংগৃহ্য সাবিত্রীম্ অন্বাহ পচ্ছোঽর্ধর্চশঃ সর্বাম্।।৫।।

অনুবাদ— সেই ব্রহ্মচারীর পরিহিত বস্ত্র এবং নিজের দুই হাত দিয়ে তাঁর দুই হাত ধরে সাবিত্রী ঋক্টি পৃথক পৃথক প্রতি চরণ, প্রতি অর্ধর্চ এবং সম্পূর্ণত উচ্চারণ করবেন।

বিবৃতি—প্রথমে মন্ত্রটির প্রত্যেকটি চরণে থামবেন, তার পরে আবার মন্ত্রটি পাঠ করার সময়ে মন্ত্রের প্রত্যেক অর্ধাংশে থামবেন, তৃতীয়বার পাঠের সময় সমগ্র মন্ত্রটির পাঠ শেষ হলে থামবেন।

যথাশক্তি বাচয়ীত।। ৬।।

অনুবাদ—তাঁকে দিয়ে যথাসামর্থ্য বলাবেন।

বিবৃতি—আচার্য প্রথমে প্রত্যেকটি চরণ একনিঃশ্বাসে পড়ে থামেন। শিষ্যের যদি শব্দগুলিকে মনে রেখে তত দ্রুত উচ্চারণ করতে অসুবিধা হয়, তাহলে সে যতটুকু করে মনে রাখতে পারবে, তা বুঝে নিয়ে ধীরে ধীরে ততটুকু করে পড়েই তাকে দিয়ে তা পাঠ করাবেন। অর্ধাংশ করে ও সম্পূর্ণত পাঠ করাবার ক্ষেত্রেও তা-ই করবেন।

হৃদয়দেশেঽস্যোধর্বাঙ্গুলিং পাণিম্ উপদধাতি। মম ব্রতে হৃদয়ং তে দধামি মম চিত্তমনু চিত্তং তে অস্তু। মম বাচমেকব্রতো জুষস্ব বৃহস্পতিষ্ট্বা নিযুনক্তু মহ্যম্ ইতি।। ৭।।

অনুবাদ—সেই ব্রহ্মচারীর বক্ষে 'মম ব্রতে—' (আমার কর্মে তোমার অন্তর স্থাপন করছি, চিত্ত তোমার আমার চিত্তের অনুগামী হোক, আমার বাক্যে তুমি একব্রত হয়ে আনন্দ করো, বৃহস্পতি তোমাকে আমার সঙ্গে যুক্ত করুন) এই মন্ত্রে নিজের ঊর্ধ্বাঙ্গুলিবিশিষ্ট দক্ষিণ হস্ত স্থাপন করবেন।

দ্বাবিংশ খণ্ড (১/২২)

মেখলাম্ আবধ্য দণ্ডং প্রদায় ব্রহ্মচর্যম্ আদিশেত্।। ১।।

অনুবাদ—(শিষ্যের) কটিতে মেখলা বেঁধে হাতে দণ্ড প্রদান করে তাঁকে ব্রহ্মচর্যের উপদেশ দেবেন।

বিবৃতি—উপদেশটি কী, তা পরবর্তী সূত্রে বলা হচ্ছে।

ব্রহ্মচার্যস্যপোহশান কর্ম কুরু দিবা মা স্বাপ্সীর্
আচার্যাধীনো বেদম্ অধীষ্বেতি।।২।।

অনুবাদ—'ব্রহ্মাচার্যস্য—' (তুমি হচ্ছ ব্রহ্মাচারী; জল খাও, কাজ কর, দিনে নিদ্রা যেও না, আচার্যের অধীনে বেদ অধ্যয়ন কর)।

দ্বাদশ বর্ষাণি বেদব্রহ্মাচর্যম্।। ৩।।

অনুবাদ—প্রত্যেক বেদের জন্য দ্বাদশবর্ষ ব্রহ্মাচর্য পালন করতে হবে।

বিবৃতি—কেউ কেউ বলেন— মহানাম্নী প্রভৃতি অধ্যয়নের জন্য তিন বছর ধরে যে ব্রত পালন করতে হয় তা এই বারো বছরেরই অন্তর্ভুক্ত। অপর কেউ কেউ আবার বলেন— এগুলির জন্য অতিরিক্ত তিন বছর ব্যয় করতে হবে।

গ্রহণান্তং বা ।। ৪।।

অনুবাদ—অথবা যতদিন না শেখা হয়, ততদিন (ব্রহ্মচর্য পালন করতে হবে)।

বিবৃতি—বারো বছরের আগে শেখা হলে ব্রহ্মচর্যও শেষ হবে, আর বেশী দিন লাগলে গুরুগৃহে থেকে যেতে হবে। স্নাতক তাই তিন শ্রেণীর—বিদ্যাস্নাতক, ব্রতস্নাতক, বিদ্যাব্রত স্নাতক। যে বারো বছরের আগেই বিদ্যা অধিগত করে ফেলেছে, সে 'বিদ্যাস্নাতক'। যে বারো বছর হয়ে গেলেও না শিখে নিজগৃহে ফিরে আসে, সে 'ব্রতস্নাতক'। যে বারো বছরে বিদ্যাশিক্ষা সম্পূর্ণ করে ফিরে আসে, সে 'বিদ্যাব্রতস্নাতক'।

সায়ং প্রাতর্ ভিক্ষেত।। ৫।।

অনুবাদ—ব্রহ্মচারী সন্ধ্যা ও সকালে ভিক্ষা করবেন।

বিবৃতি—আচার্যের জন্য এবং নিজের আহারের জন্য এই ভিক্ষা।

সায়ং প্রাতঃ সমিধম্ আদধ্যাত্।। ৬।।

অনুবাদ—সন্ধ্যায় ও সকালে সমিৎ স্থাপন করবেন।

বিবৃতি—ভিক্ষা সেরে অথবা ভিক্ষার আগে সমিৎ-স্থাপন করা যায়। পূর্বে কথিত পরিসমূহন থেকে উপস্থান পর্যন্ত কর্মগুলি ব্রহ্মাচারীকে সমিৎ-স্থাপনের সময়ে করতে হবে।

অপ্রত্যাখ্যায়িনম্ অগ্রে ভিক্ষেতাপ্রত্যাখ্যায়িনীং বা।। ৭।।

অনুবাদ—প্রথমে যে পুরুষ প্রত্যাখ্যান করেন না অথবা যে নারী প্রত্যাখ্যান করেন না, তাঁর নিকট ভিক্ষা করবেন।

বিবৃতি—কী বলে ভিক্ষা চাইবেন— তা পরবর্তী সূত্রে বলা হচ্ছে।

ভবান্ ভিক্ষাং দদাত্বিতি, অনুপ্রবচনীয়াম্ ইতি বা ।। ৮।।

অনুবাদ—'ভবান্—' (মহাশয়, আপনি ভিক্ষা দিন) অথবা 'অনুপ্রবচনীয়াম্ দদাতু—' (অনুপ্রবচনীয় ভিক্ষা দিন) বলতে হবে।

বিবৃতি—নারীর কাছে ভিক্ষা চাইলে 'ভবান্' অংশের স্থানে 'ভবতী' বলতে হবে।

তদ্ আচার্যায় বেদয়ীত তিষ্ঠেদ্ অহঃশেষম্।। ৯।।

অনুবাদ— যা পেয়েছেন তা আচার্যকে জানাবেন এবং দিনের অবশিষ্ট সময়ে দাঁড়িয়ে থাকবেন।

অস্তম্-ইতে ব্রহ্মৌদনম্ অনুপ্রবচনীয়ং শ্রপয়িত্বাচার্যায় বেদয়ীত।। ১০।।

অনুবাদ—সূর্য অস্ত গেলে শিষ্য অনুপ্রবচন-সম্পর্কিত 'ব্রহ্মৌদন' পাক করে আচার্যকে জানাবেন।

বিবৃতি— ব্রাহ্মণভোজনের অন্নকে 'ব্রহ্মৌদন' বলে। বেদের অনুপ্রবচনের সঙ্গে সম্পর্কিত বা সেই উপলক্ষে যা করণীয়, তা অনুপ্রবচনীয়। পাকযজ্ঞের নিয়মেই বেদশিক্ষার জন্য এই ব্রহ্মৌদন পাক করতে হয়। পাক করে আচার্যকে জানাতে হয়— 'শৃতঃ স্থালীপাকঃ' স্থালীর অন্ন পাক করা হয়ে গিয়েছে।

আচার্যঃ সম্-অন্বারব্ধে জুহুয়াত্। সদসস্পতিমদ্ভুতম্ ইতি ।। ১১।।

অনুবাদ—শিষ্যকে স্পর্শ করা হয়ে থাকলে আচার্য 'সদসস্পতিমদ্ভুতম্' (ঋ. ১।১৮।৬) এই মন্ত্রে হোম করবেন।

বিবৃতি—আচার্য ব্রহ্মচারীকে স্পর্শ করে কাষ্ঠস্থাপন থেকে শুরু করে আঘার পর্যন্ত অঙ্গের অনুষ্ঠান করে 'সদস—' মন্ত্রে অগ্নিতে আহুতি দেবেন।

সাবিত্র্যা দ্বিতীয়ম্ ।। ১২।।

অনুবাদ—দ্বিতীয়বার সাবিত্রীমন্ত্রের দ্বারা আহুতি দেবেন।

বিবৃতি—মন্ত্রটি সেই প্রসিদ্ধ 'তৎ সবিতু—' (ঋ. ৩। ৬২।১০)।

যদ্ যত্ কিঞ্চাত ঊর্ধ্বম্ অনূক্তং স্যাত্।। ১৩।।

অনুবাদ—এরপর আর যা যা গুরু কর্তৃক শিক্ষাদানের পরে উচ্চারিত হয়েছে তার দ্বারা দ্বিতীয় একটি আহুতি দেবেন।

বিবৃতি—এখানে সাবিত্রী মন্ত্রের পাঠ দেওয়া হয়েছে বলে সাবিত্রী মন্ত্রে আহুতি দেওয়া হচ্ছে। অন্যত্র মহানাম্নী, মহাব্রত, উপনিষদ্ প্রভৃতির জন্য ব্রত পালন করে থাকলে দ্বিতীয় আহুতি মহানাম্নী প্রভৃতির উদ্দেশেই দিতে হবে।

ঋষিভ্যস্ তৃতীয়ম্।। ১৪।।

অনুবাদ—তৃতীয়বার ঋষিদের উদ্দেশ্যে আহুতি দেবেন।

বিবৃতি—'ঋষিভ্যঃ স্বাহা' বলে তৃতীয়বার আহুতি দিতে হয়।

সৌবিষ্টকৃতং চতুর্থম্।। ১৫।।

অনুবাদ—চতুর্থবার আহুতি দেবেন স্বিষ্টকৃৎ-কে (উদ্দেশ্য করে)।

বিবৃতি—স্বিষ্টকৃতের অনুষ্ঠান হবে চতুর্থ আহুতি। এখানে তাই আজ্যভাগের অনুষ্ঠানের কোন অবকাশ নেই।

ব্রাহ্মণান্ ভোজয়িত্বা বেদসমাপ্তিং বাচয়ীত।। ১৬।।

অনুবাদ—ব্রাহ্মণদের ভোজন করিয়ে বেদসমাপ্তি বলাবেন।

বিবৃতি—সংস্থাজপের শেষে ব্রাহ্মণদের ভোজন করিয়ে বলবেন—'বেদসমাপ্তিং ভবন্তো ব্রুবন্তু' — আপনারা বেদপাঠ সমাপ্ত করতে বলুন। ব্রাহ্মণেরা প্রত্যুত্তরে বলবেন— 'বেদসমাপ্তির্ অস্তু' — বেদপাঠ সমাপ্ত হোক।

অত উর্ধ্বম্ অক্ষারালবণাশী ব্রহ্মচার্যধঃশায়ী ত্রিরাত্রং দ্বাদশরাত্রং সংবত্সরং বা।।১৭।।

অনুবাদ—এরপর থেকে ব্রহ্মচারী লবণবর্জিত খাদ্য ভক্ষণ করে তিনরাত্রি, দ্বাদশরাত্রি বা একবৎসর ভূমিতে শয়ন করবেন।

বিবৃতি—এই নির্দেশটি আচার্যকে নয়, ব্রহ্মচারীকেই পালন করতে হবে বলে সূত্রে 'ব্রহ্মচারী' বলা হয়েছে।

চরিতব্রতায় মেধাজননং করোতি।। ১৮।।

অনুবাদ—ব্রতপালনকারী শিষ্যের উদ্দেশ্যে 'মেধাজনন' অনুষ্ঠান করবেন।

বিবৃতি—মেধাজনন, ব্রতপালন এবং অনুপ্রবচনীয় কর্ম পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত। যেখানে মেধাজননের অনুষ্ঠান করা হয় না, সেখানে অপর দুটি অনুষ্ঠানও বাদ যাবে।

অনিন্দিতায়াং দিশ্যেকমূলং পলাশং কুশস্তম্বং বা পলাশাপচারে প্রদক্ষিণম্ উদকুম্ভেন ত্রিঃ পরিষিঞ্চন্তং বাচয়তি। সুশ্রবঃ সুশ্রবা অসি যথা ত্বং সুশ্রবঃ সুশ্রবা অস্যেবং মাং সুশ্রবঃ সৌশ্রবসং কুরু। যথা ত্বং দেবানাং যজ্ঞস্য নিধিপোঽস্যেবমহং মনুষ্যাণাং বেদস্য নিধিপো ভূয়াসম্ ইতি।। ১৯।।

অনুবাদ—কোন একটিমাত্র মূলবিশিষ্ট পলাশগাছকে অথবা পলাশের অভাবে কুশগুচ্ছকে

প্রদক্ষিণ করতে করতে শিষ্য যখন কোন অনিন্দিত দিকে জলের কলস থেকে তিনবার জল ছিটাবে, তখন আচার্য তাকে 'সুশ্রবঃ-' (হে কীর্তিমান! তুমি কীর্তিমান হও; হে কীর্তিমান! তুমি যেমন কীর্তিযুক্ত হয়েছ, তেমন হে কীর্তিমান! আমাকেও কীর্তিযুক্ত কর। তুমি যেমন দেবতাদের জন্য যজ্ঞধনের রক্ষা কর, তেমন আমিও যেন মনুষ্যদের জন্য বেদনিধির রক্ষক হতে (পারি।) এই মন্ত্রটি বলাবেন।

বিবৃতি—এই কর্মটিই হল 'মেধাজনন'। দক্ষিণ, দক্ষিণ-পূর্ব ও দক্ষিণ-পশ্চিম দিক হচ্ছে নিন্দিত দিক। এই দিকগুলি বর্জন করতে হবে। 'একমূলং' বলার অর্থ কোন ডাল বা শাখা থাকা চলবে না।

এতেন বাপনাদি পরিদানান্তং ব্রতাদেশনং ব্যাখ্যাতম্‌। ২০।।

অনুবাদ—এইভাবে মস্তকমুণ্ডন থেকে পরিদান পর্যন্ত ব্রতের নির্দেশসমূহ বিশেষভাবে বলা হল।

বিবৃতি—শ্রৌতসূত্রে 'সংবত্‌সরাবমং—' (৮/১৪/১) সূত্রে এবং এখানে 'সংবত্‌সরমাদিশেত্' (আ.গৃ. ১।১৮।৯)সূত্রে যে ব্রতপালনের কথা বলা হয়েছে, সেখানেও এইভাবে মুণ্ডন থেকে পরিদান পর্যন্ত কর্মগুলি করতে হবে। পরিদানেই শেষ হবে বলায় পরবর্তী কর্মগুলি বাদ যাবে।

ইত্যনুপেতপূর্বস্য ।। ২১।।

অনুবাদ—যার পূর্বে উপনয়ন হয়নি তার (উপনয়ন হবে) এইভাবে।

অথোপেতপূর্বস্য।। ২২।।

অনুবাদ—এর পর যার পূর্বে উপনয়ন হয়েছে তার (ক্ষেত্রে করণীয় অনুষ্ঠান বলা হচ্ছে।)

কৃতাকৃতং কেশবপনং মেধাজননঞ্ চ ।। ২৩।।

অনুবাদ—মস্তকমুণ্ডন এবং মেধাজনন করা ও না-করা (ইচ্ছাধীন)।

অনিরুক্তং পরিদানম্ ।। ২৪।।

অনুবাদ—পরিদান অনুষ্ঠিত হয় না।

কালশ্ চ ।। ২৫।।

অনুবাদ—কালও (নির্দিষ্ট নেই)।

বিবৃতি—উত্তরায়ণ প্রভৃতি সময় সম্পর্কেও কোন নিয়ম নেই।

তত্‌সবিতুর্ বৃণীমহ ইতি সাবিত্রীম্।। ২৬।।

অনুবাদ—'তত্ সবিতুর্বৃণীমহে—' (ঋ. ৫।৮২।১)— এই সাবিত্রী (ঋক্ পাঠ করবেন)

বিবৃতি—'তত্ সবিতুর্বরেণ্যম্—' মন্ত্রের পরিবর্তে এই সাবিত্র মন্ত্রটি পাঠ করতে হবে।

ত্রয়োবিংশ খণ্ড (১/২৩)

ঋত্বিজো বৃণীতেঽন্যূনানতিরিক্তাঙ্গান্ যে মাতৃতঃ পিতৃতশ্চেতি যথোক্তং পুরস্তাত্।।১।।

অনুবাদ—ঋত্বিক্‌দের বরণ করবেন, তাঁরা (যেন) হীন অঙ্গ বা অধিক অঙ্গযুক্ত না (হন) এবং (তাঁরা যেন) পূর্বোক্ত 'মাতার ও পিতার দিক থেকে' ইত্যাদি (লক্ষণযুক্ত হন)
।

বিবৃতি—ঋত্বিক্‌দের কেউ যেন অত্যন্ত দীর্ঘ অথবা খর্ব না হন। কারও যেন চারটি অথবা ছ-টি আঙ্গুল বা এই ধরণের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সংখ্যা কম বা বেশী না হয়। আ. শ্রৌ. ৯।৩।২০ এবং আ. গৃ. ১। ৫। ১ সূত্রে যেমন বলা হয়েছে ঋত্বিক্‌দের তেমন লক্ষণযুক্ত হতে হবে।

যূন ঋত্বিজো বৃণীত ইত্যেকে।। ২।।

অনুবাদ—কেউ কেউ (বলেন) যুবক ঋত্বিক্‌দেরই বরণ করবেন।

বিবৃতি—কোন কোন মতে যুবক অর্থাৎ শক্তসমর্থ ঋত্বিক্ বরণ করতে হবে। এই সূত্রে আবার 'ঋত্বিজঃ' বলায় যাঁরা ঋত্বিক্ নন, সেই চমসাধ্বর্যু প্রভৃতি যুবক না হলেও চলে।

ব্রহ্মাণম্ এব প্রথমং বৃণীতেঽথ হোতারম্ অথাধ্বর্যুম্ অথোদ্‌গাতারম্।।৩।।

অনুবাদ—প্রথমে ব্রহ্মাকেই বরণ করবেন, তারপর হোতাকে, তারপর অধ্বর্যুকে, তারপর উদ্‌গাতাকে।

বিবৃতি—'এব' বলায় ব্রহ্মাকেই প্রথমে বরণ করতে হবে, অন্যদের ক্ষেত্রে বরণে নির্দিষ্ট কোন ক্রম নেই।

সর্বান্ বা যেঽহীনৈকাহৈর্ যাজয়ন্তি।। ৪।।

অনুবাদ—অথবা যাঁরা অহীন এবং একাহ যাগ করান, তাঁদের সকলকে বরণ করবেন।

বিবৃতি—'যাজয়ন্তি' বলায় শমিতাকে বরণ করতে হয় না, কারণ শমিতা যাগ করান না।

সদস্যং সপ্তদশং কৌষীতকিনঃ সমামনন্তি স কর্মণাম্ উপদ্রষ্টা ভবতীতি তদ্ উক্তম্ ঋগ্‌ভ্যাং যমৃত্বিজো বহুধা কল্পয়ন্ত ইতি।। ৫।।

অনুবাদ—কৌষীতকী-গণ সদস্যকে সপ্তদশ ঋত্বিক্‌রূপে নির্দেশ করেন। তিনি (সদস্য) সকল অনুষ্ঠান পর্যবেক্ষণ করেন। দুটি ঋকে (-ও) এইরূপ বলা হয়েছে—'যমৃত্বিজো বহুধা কল্পয়ন্তে' (ঋ. ৮।৫৮।১,২)।

হোতারম্ এব প্রথমং বৃণীতে ।। ৬।।

অনুবাদ—হোতাকেই প্রথম বরণ করবেন।

বিবৃতি—যদি সকল ঋত্বিক্‌কেই বরণ করা হয়, তাহলে ব্রহ্মাকে নয় হোতাকেই প্রথমে বরণ করতে হবে।

অগ্নির্মে হোতা স মে হোতা হোতারং ত্বামুং বৃণ ইতি হোতারম্।। ৭।।

অনুবাদ—'অগ্নির্মে—' (অগ্নি আমার হোতা, তিনি আমার হোতা, অমুক আপনাকে আমি হোতা হিসাবে বরণ করছি) এই মন্ত্রে হোতাকে বরণ করবেন।

চন্দ্রমা মে ব্রহ্মা স মে ব্রহ্মা ব্রহ্মাণং ত্বামুং বৃণ ইতি ব্রহ্মাণম্।। ৮।।

অনুবাদ—'চন্দ্রমা' (চন্দ্র আমার ব্রহ্মা, তিনি আমার ব্রহ্মা, অমুক আপনাকে আমি ব্রহ্মা হিসাবে বরণ করছি) এই মন্ত্রে ব্রহ্মাকে বরণ করবেন।

আদিত্যো মেঽধ্বর্যুর্ ইত্যধ্বর্যুম্।পর্জন্যো ম উদ্‌গাতেত্যুদ্‌গাতারম্। আপো মে হোত্রাশংসিন ইতি হোত্রকান্। রশ্ময়ো মে চমসাধ্বর্যব ইতি চমসাধ্বর্যূন্। আকাশো মে সদস্য ইতি সদস্যম্। স বৃতো জপেত্ মহান্ মেঽবোচো ভর্গো মেঽবোচো ভগো মেঽবোচো যশো মেঽবোচঃ স্তোমং মেঽবোচঃ ক্লৃপ্তিং মেঽবোচস্তৃপ্তিং মেঽবোচঃ সর্বং মেঽবোচ ইতি ।। ৯।।

অনুবাদ—'আদিত্যো—' (আদিত্য আমার অধ্বর্যু) এই মন্ত্রে অধ্বর্যুকে বরণ করবেন, 'পর্জন্যো—' (পর্জন্য আমার উদ্‌গাতা) এই মন্ত্রে উদ্‌গাতাকে, 'আপো—' (জল আমার হোত্রকসকল) এই মন্ত্রে হোত্রকদের, 'রশ্ময়ো—' (রশ্মি আমার চমসাধ্বর্যুগণ) এই মন্ত্রে চমসাধ্বর্যুদের, 'আকাশো—' (আকাশ আমার সদস্য)— এই মন্ত্রে সদস্যকে বরণ করবেন। বৃত হয়ে সেই ঋত্বিক্ 'মহন্ মে—' (তুমি মহৎ বিষয় আমার কাছে উচ্চারণ করেছ; তেজোদীপ্ত বিষয় আমার নিকট ব্যক্ত করেছ, ঐশ্বর্যের বিষয় আমার কাছে কীর্তন করেছ; কীর্তির কথা আমাকে বলেছ; আমাকে প্রশংসা করেছ; উপভাগ্য কথা আমার কাছে ব্যক্ত করেছ; তৃপ্তিজনক বাক্য আমাকে বলেছ; আমাকে সব-কিছু বলেছ) এই মন্ত্রটি জপ

করবেন।

বিবৃতি—নিজের বরণ শেষ হলেই সংশ্লিষ্ট ঋত্বিক্‌কে এই মন্ত্রটি জপ করতে হবে, সকলের বরণ শেষ হওয়ার পরে নয়।

জপিত্বাঽগ্নিষ্টে হোতা স তে হোতা হোতাহং তে মানুষ ইতি হোতা প্রতিজানীতে।।১০।।

অনুবাদ—জপ করে হোতা 'অগ্নিষ্টে—' (অগ্নি তোমার হোতা, তিনিই তোমার হোতা থাকুন, আমি তোমার মানুষ হোতা)— এই মন্ত্রে হোতৃপদ স্বীকার করে নেবেন।

বিবৃতি—৯ নং সূত্রে 'জপেত্—' বলা থাকা সত্ত্বেও এই সূত্রে আবার 'জপিত্বা' বলায় ১২ নং সূত্রে নির্দিষ্ট 'তন্মামবতু—' মন্ত্রটিও জপ করে এই 'অগ্নিষ্টে—' মন্ত্রটি পাঠ করতে হয়। ঐ মন্ত্রটি এখানে উল্লেখ করা হয় নি এই কারণে যে, মন্ত্রটি না পড়লে চলে

চন্দ্রমাস্তে ব্রহ্মা স তে ব্রহ্মা ।। ১১।।

অনুবাদ—'চন্দ্রমা—' (চন্দ্র তোমার ব্রহ্মা, তিনিই তোমার ব্রহ্মা— এই মন্ত্রে ব্রহ্মা নিজ দায়িত্ব স্বীকার করে নেবেন)।

বিবৃতি—'স তে ব্রহ্মা' বলার পরে পূর্বসূত্রে উদ্ধৃত মন্ত্রাংশের মতোই 'অহং তে মানুষঃ' অংশ জুড়ে নিতে হবে।

ব্রহ্মৈবম্ ইতরে যথাদেশং তন্মামবতু তন্মা বিশতু তন্মা জিন্বতু তেন ভুক্ষিষীয়েতি চ যাজয়িষ্যন্।। ১২।।

অনুবাদ—এইভাবে ব্রহ্মা তাঁর পদ স্বীকার করবেন। অন্যেরা যথাবিধি নিজ নিজ পদ স্বীকার করবেন। যখন যাগ করাতে যাবেন তখন সংশ্লিষ্ট ঋত্বিক্ 'তন্মামবতু—' (তিনি আমায় পালন করুন, তিনি আমার মধ্যে প্রবেশ করুন, তিনি আমাকে দ্রুততর করুন, তাঁর দ্বারা আমি যেন ভোগ করতে পারি) এই (মন্ত্রটি জপ করবেন)।

বিবৃতি—হোতা ও ব্রহ্মার মতোই অপর ঋত্বিক্‌গণও মন্ত্রে নিজ নিজ পদের উল্লেখ করে দায়িত্ব- ভার গ্রহণ করবেন। ৯নং সূত্র অনুযায়ী নিজ নিজ মন্ত্রে আদিত্য, পর্জন্য, আপঃ, রশ্ময়ঃ অথবা আকাশং পদটির উল্লেখ করে তাঁদের তাই বলতে হবে— অমুকঃ তে অধ্বর্যুঃ বা উদ্গাতা বা হোত্রাশংসী, বা চমসাধ্বর্যু, বা সদস্য স তে অধ্বর্যুঃ বা উদ্গাতা ...... অধ্বর্যুঃ বা উদ্গাতা...... অহং তে মানুষঃ'।

ন্যস্তম্ আর্ত্বিজ্যম্ অকার্যম্।। ১৩।।

অনুবাদ—অপর ঋত্বিকের পরিত্যক্ত ঋত্বিক্‌কর্ম সম্পাদন করা উচিত নয়।

বিবৃতি—কলহ করে কেউ কোন পদ ছেড়ে দিলে সেই পদের দায়িত্ব অন্য কারও গ্রহণ করা উচিত নয়।

অহীনস্য নীচদক্ষিণস্য ।। ১৪।।

অনুবাদ—অল্প-দক্ষিণার অহীনযাগের (দায়িত্ব গ্রহণযোগ্য নয়)।

বিবৃতি—দুই থেকে এগার বা বারো দিন ধরে যে -সব যাগ চলে, সেগুলিকে 'অহীন' যাগ বলে। সামান্য দক্ষিণার জন্য সেই দায়িত্ব নেওয়া উচিত নয়। একদিনের যাগে দক্ষিণা অল্প হলেও দায়িত্ব নেওয়া যেতে পারে।

ব্যাধিতস্যাতুরস্য ।। ১৫।।

অনুবাদ—ব্যাধিগ্রস্ত আতুর ব্যক্তির (কর্ম করা উচিত নয়।)

বিবৃতি—ব্যাধি বলতে জ্বর ইত্যাদি সাধারণ অসুখকে বুঝতে হবে। আতুর হচ্ছে যে শয্যাশায়ী।

যক্ষ্মগৃহীতস্য।। ১৬।।

অনুবাদ—যক্ষ্মারোগীর (কর্ম করা উচিত নয়)।

অনুদেশ্যভিশস্তস্য ।। ১৭।।

অনুবাদ—দেশবাসীদের দ্বারা নিন্দিতজনের (কর্ম করা উচিত নয়।)

বিবৃতি—কোন কোন মতে শ্রাদ্ধে যাঁদের নিমন্ত্রণ নিষিদ্ধ, তাঁদের কর্ম করতে নেই।

ক্ষিপ্তযোনের্ ইতি চৈতেষাম্ ।। ১৮।।

অনুবাদ—এবং যার মাতা পতির সঙ্গে বাস করেন না- এইরূপ ব্যক্তিদের (যজ্ঞ কর্ম করা উচিত নয়)।

সোমপ্রবাকং পরিপৃচ্ছেত্ কো যজ্ঞঃ ক ঋত্বিজঃ কা দক্ষিণেতি।। ১৯।।

অনুবাদ—যারা ঋত্বিক্‌কর্মে আমন্ত্রিত হন, তাঁরা সোমপ্রবাককে ভালভাবে জিজ্ঞাসা করবেন —কী যজ্ঞ? কারা ঋত্বিক্? কী দক্ষিণা?

বিবৃতি—যিনি প্রথম গৃহস্থের হয়ে ঋত্বিক্‌কে সোমযাগে আসার জন্য অনুরোধ জানান তাঁকে বলা হয় 'সোমপ্রবাক'।

কল্যাণৈঃ সহ সংপ্রয়োগঃ ।। ২০।।

অনুবাদ—ভাল ঋত্বিক্‌দেরই সঙ্গে একসাথে কাজ করা উচিত।

বিবৃতি—যাঁদের সঙ্গে ঋত্বিক্‌কার্য করবেন, সেই অন্য ঋত্বিকগণও ভাল লোক হলে কর্ম করা উচিত।

ন মাংসম্ অশ্নীয়ুর্ ন স্ত্রিয়ম্ উপেয়ুর্ আ ক্রতোর্ অপবর্গাত্ ।।২১।।

অনুবাদ—ঋত্বিক্‌গণ যজ্ঞের পরিসমাপ্তি পর্যন্ত মাংস ভক্ষণ করবেন না এবং স্ত্রীসম্ভোগ

করবেন না।

বিবৃতি—'ক্রতোঃ' বলায় যজ্ঞের শুরু থেকেই এই নিয়ম পালন করতে হবে, ঋত্বিক্‌বরণের দিন থেকে নয়। তাই উপসদ্-ইষ্টির দ্বিতীয়দিনে বরণ অনুষ্ঠিত হলেও সূত্রের বিধানটি সেই থেকে নয়, তার আগে যাগ আরম্ভের দিন থেকেই প্রযোজ্য হবে।

এতেনাগ্নে ব্রহ্মণা বাবৃধস্বেতি দক্ষিণাগ্নাব্ আজ্যা-
হুতিং হুত্বা যথার্থং প্রব্রজেত্।। ২২।।

অনুবাদ—যজ্ঞের শেষে 'এতেনাগ্নে ব্রহ্মণা বাবৃধস্ব' (ঋ. ১।৩১।১৮)—এই মন্ত্রে নিজ দক্ষিণাগ্নিতে আজ্যহোম করে যেখানে ইচ্ছা চলে যাবেন।

বিবৃতি—'যথার্থং প্রব্রজেত্' এ কথার অর্থ— যেমন ইচ্ছা তেমন চলবেন অর্থাৎ আর নিয়ম পালন করতে হবে না।

এবম্ অনাহিতাগ্নির্ গৃহ্য ইমামগ্নে শরণিং মীমৃষো
ন ইত্যেতয়র্চা ।। ২৩।।

অনুবাদ—যিনি আহিতাগ্নি নন তিনি 'ইমামগ্নে—' (ঋ.১।৩১।৩৬) এই ঋকের দ্বারা নিজ গৃহ্য অগ্নিতে এইভাবে আহুতি প্রদান করবেন।

বিবৃতি—'ঋচা' বলে সূত্রকার এই ইঙ্গিতেই দিচ্ছেন যে, যে ঋত্বিক্ বিবাহ করেননি, তাঁর গৃহ্য অগ্নিও থাকবে না; কিন্তু তা না থাকলেও তিনি এই ঋক্‌মন্ত্রে যে কোন সাধারণ অগ্নিতেই আহুতি দেবেন।

চতুর্বিংশ খণ্ড(১/২৪)

ঋত্বিজো বৃত্বা মধুপর্কম্ আহরেত্।।১।।

অনুবাদ—ঋত্বিক্‌দের বরণ করে তাঁদের জন্য মধুপর্ক আনবেন।

বিবৃতি—বরণের পর ঋত্বিক্‌দের মধুপর্ক দিতে হয়।

স্নাতকায়োপস্থিতায়।। ২।।

অনুবাদ—সমাবর্তনের পরে গৃহে উপস্থিত স্নাতককে (মধুপর্ক দেবেন)।

বিবৃতি—বৃত্তি অনুযায়ী স্নাতক বিবাহার্থীকেও মধপর্ক দিতে হয়।

রাজ্ঞে চ ।। ৩।।

অনুবাদ—এবং উপস্থিত রাজাকেও (মধুপর্ক দেবেন)।

আচার্যশ্বশুরপিতৃব্যমাতুলানাঞ্‌ চ ।। ৪।।

অনুবাদ—আচার্য, শ্বশুর, পিতৃব্য এবং মাতুলদেরও (মধুপর্ক দান করতে হয়)।

বিবৃতি—স্নাতক ও বিবাহার্থীকে কেবল সেইদিনই এবং রাজাকে যখনই তিনি আসবেন তখনই মধুপর্ক দিতে হয়। আচার্য প্রভৃতিকে দিতে হয় বৎসরান্তে গৃহে এলে।

দধনি মধ্বানীয়।। ৫।।

অনুবাদ—দধিতে মধু ঢেলে (মধুপর্ক প্রস্তুত করতে হয়)।

সর্পির্‌ বা মধ্বালাভে।। ৬।।

অনুবাদ—অথবা মধু না পাওয়া গেলে ঘি (দেবেন)।

বিষ্টরঃ পাদ্যম্‌ অর্ঘ্যম্‌ আচমনীয়ং মধুপর্কো
গৌর্‌ ইত্যেতেষাং ত্রিস্‌ ত্রির্‌ একৈকং বেদয়ন্তে।।৭।।

অনুবাদ—আসন, পা-ধোওয়ার জল, অর্ঘ্যের জল, আচমনের জল, মধুপর্ক, গাভী, এইগুলির প্রতিটি বস্তু তিনবার করে নিবেদন করবেন।

বিবৃতি—বরণের ক্রম অনুযায়ী একজনকে আসন, জল ইত্যাদি দেওয়া শেষ করে পরে অপর ঋত্বিক্‌কে এগুলি, তারপরে অন্য এক ঋত্বিক্‌ এগুলি—এইভাবে দেওয়া যেতে পারে। এই পদ্ধতিকে শাস্ত্রীয় ভাষায় বলে 'কাণ্ডানুসময়।' আবার প্রত্যেককে আসন দেওয়া শেষ করে তারপরে তাঁদের সকলকে জল এবং তার পরে মধুপর্ক—এইভাবেও বস্তুগুলি দেওয়া যায়। এই দ্বিতীয় পদ্ধতির নাম 'পদার্থানুসময়'। সূত্রে 'এতেষাম্‌' বলায় এগুলিই তিনবার করে দিতে হবে, ভোজন ও সামগ্রী নয়।

অহং বর্ষ্ম সজাতানাং বিদ্যুতামিব সূর্যঃ। ইদং তমধিতিষ্ঠামি যো মা কশ্চাভিদাসতীত্যুদগগ্রে বিষ্টর উপবিশেদ্‌ আক্রম্য বা ।। ৮।।

অনুবাদ—'অহং বর্ষ্ম—' (আমি আমার সজাতীয়দের মধ্যে শ্রেষ্ঠ; যেমন বিদ্যুতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সূর্য। যে কেউ আমার ক্ষতি করবে, তাদের উপর আমি অধিষ্ঠিত হব) এই মন্ত্রে তিনি আসনে উপবেশন করবেন অথবা দুই পা দিয়ে আসনটি স্পর্শ করে দাঁড়াবেন।

পাদৌ প্রক্ষালাপয়ীত দক্ষিণম্‌ অগ্রে ব্রাহ্মণায় প্রযচ্ছেত্‌।। ৯।।

অনুবাদ—ঋত্বিক্‌ নিজের দুই পা ধুইয়ে নেবেন; ব্রাহ্মণ- যজমানকে প্রথমে ডান পা এগিয়ে দেবেন।

সব্যং শূদ্রায় ।। ১০।।

অনুবাদ—শূদ্র- যজমানকে প্রথমে বাম (পা এগিয়ে দেবেন ধোওয়াবার জন্য)।

বিবৃতি—শূদ্রের হয় যজ্ঞে অধিকার ছিল, অথবা গৃহস্থের হয়ে শূদ্র এগিয়ে আসতেন চরণ

ধুইয়ে দেবার জন্য। দ্বিতীয় পক্ষেও কিন্তু অস্পৃশ্যতা ছিল না বলে মানতেই হয়। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের ক্ষেত্রে ঋত্বিক্ আগে বাম পা অথবা ডান পা এগিয়ে দিতে পারেন ধোওয়াবার জন্য।

প্রক্ষালিতপাদোঽর্ঘ্যম্ অঞ্জলিনা প্রতিগৃহ্য ।। ১১।।

অনুবাদ—পা ধোওয়া হলে অঞ্জলির দ্বারা অর্ঘ্য গ্রহণ করে।

বিবৃতি—পা ধোওয়ার পরে প্রথমে অর্ঘ্যই গ্রহণ করতে হয়। 'অর্ঘ্য' হল সুগন্ধি দ্রব্য, মালা প্রভৃতির সঙ্গে প্রদত্ত জল।

অথাচমনীয়েনাচামতি অমৃতোপস্তরণমসীতি।। ১২।।

অনুবাদ—এরপর আচমনীয় জলের দ্বারা 'অমৃতো—'(তুমি হচ্ছ অমৃতের উপরিতল) এই মন্ত্রে আচমন করবেন।

বিবৃতি—'আচামতি উদকং পিবতীত্যর্থঃ' (বৃত্তি), জলপান করবেন। 'অথ' বলায় গন্ধমাল্য ইত্যাদি গ্রহণ করবেন কাজ শেষ হলে।

মধুপর্কম্ আহ্রিয়মাণমীক্ষেত মিত্রস্য ত্বা চক্ষুষা প্রতীক্ষ ইতি।।১৩।।

অনুবাদ—মধুপর্ক আনা হতে থাকলে 'মিত্রস্য' (মিত্রের চক্ষুর দ্বারা তোমাকে দেখছি) এই মন্ত্রে তাদেখবেন।

দেবস্য ত্বা সবিতুঃ প্রসবেঽশ্বিনোর্বাহুভ্যাং পূষ্ণো হস্তাভ্যাং প্রতিগৃহ্ণামীতি তদ্ অঞ্জলিনা প্রতিগৃহ্য সব্যে পাণৌ কৃত্বা মধু বাতা ঋতায়ত ইতি তৃচেনাবেক্ষ্যানামিকয়া চাঙ্গুষ্ঠেন চ ত্রিঃ প্রদক্ষিণম্ আলোড্য বসবস্ত্বা গায়ত্রেণ চ্ছন্দসা ভক্ষয়ন্ত্বিতি পুরস্তান্ নিমার্ষ্টি।। ১৪।।

অনুবাদ—'দেবস্য ত্বা—' (সবিতৃদেবের তেজের দ্বারা, অশ্বিদ্বয়ের বাহুর দ্বারা, পূষার দুই হস্ত দ্বারা তোমাকে গ্রহণ করছি) এই মন্ত্রে অঞ্জলির দ্বারা মধুপর্ক গ্রহণ করে বাম হাতে তা নিয়ে 'মধু বাতা ঋতায়তে—' (ঋ. ১।৯০।৬-৮) ইত্যাদি তৃচের দ্বারা তার দিকে তাকিয়ে অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠের দ্বারা সেটিকে বাম থেকে ডানদিকে নাড়িয়ে অঙ্গুলিদুটির সম্মুখভাগ 'বসবস্ত্বা—' (বসুগণ তোমাকে গায়ত্রীছন্দে দ্বারা ভক্ষণ করুন) এই মন্ত্রে মুছে নেবেন।

বিবৃতি—অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠের সামনের দিকে লেগে থাকা দধি ও মধুর মিশ্রণটি 'বসবস্ত্বা-' মন্ত্রে মুছে নিতে হয়।

রুদ্রস্ত্বা ত্রৈষ্টুভেন চ্ছন্দসা ভক্ষয়ন্ত্বিতি দক্ষিণত আদিত্যাস্ত্বা

জাগতেন চ্ছন্দসা ভক্ষয়ন্ত্বিতি পশ্চাদ্ বিশ্বে ত্বা দেবা আনুষ্টুভেন চ্ছন্দসা ভক্ষয়ন্ত্বিত্যুত্তরতো ভূতেভ্যস্ত্বেতি মধ্যাত্ ত্রির্ উদ্‌গৃহ্য।।১৫।।

অনুবাদ—'রুদ্রাস্ত্বা—' (রুদ্রগণ তোমাকে ত্রিষ্টুপ্ ছন্দের দ্বারা ভক্ষণ করুন) এই মন্ত্রে দুই আঙুলের ডান দিক, 'আদিত্যা—' (আদিত্য তোমাকে জাগতী ছন্দের দ্বারা ভক্ষণ করুন—) এই মন্ত্রে পিছন দিক, 'বিশ্বে ত্বা—' (বিশ্বে দেবগণ তোমাকে অনুষ্টুপ্ ছন্দের দ্বারা ভক্ষণ করুন)এই মন্ত্রে বাম দিক মুছবেন। মধ্যভাগ থেকে 'ভূত্যেভ্য—' (ভূতগণের জন্য তোমাকে) এই মন্ত্রে মধুপর্ক তিনবার উপরে ছিটিয়ে দিয়ে পরিষ্কার করে নেবেন।

বিরাজো দোহোঽসীতি প্রথমং প্রাশ্নীয়াদ্ বিরাজো দোহমশীয়েতি দ্বিতীয়ং ময়ি দোহঃ পদ্যায়ৈ বিরাজ ইতি তৃতীয়ম্।। ১৬।।

অনুবাদ—পাত্রটি মাটিতে রেখে 'বিরাজো —' (তুমি বিরাটের দুগ্ধ) এই মন্ত্রে প্রথমবার মধুপর্ক ভক্ষণ করবেন, 'বিরাজো—' (বিরাটের দুগ্ধ যেন আমি লাভ করি) এই মন্ত্রে দ্বিতীয়বার, 'ময়ি দোহঃ—' (আমার মধ্যে বিরাটের দুগ্ধ....) এই মন্ত্রে তৃতীয়বার তা ভক্ষণ করবেন।

বিবৃতি—উদ্ধৃত তিনটি মন্ত্রেই সম্পূর্ণ মধুপর্ক খেয়ে নিতে হবে। মতান্তরে এখানে মধ্যভাগ থেকে উপরদিকে তিনবার যে মধুপর্ক তুলে ফেলা হল, তা এই তিন মন্ত্রে ভক্ষণ করতে হয়।

ন সর্বম্ ।। ১৭।।

অনুবাদ—সম্পূর্ণ মধুপর্ক ভক্ষণ করবেন না।

বিবৃতি—সম্পূর্ণ মধুপর্ক সকলে খান না।

ন তৃপ্তিং গচ্ছেত্ ।। ১৮।।

অনুবাদ—তৃপ্তিলাভ করবেন না।

বিবৃতি—সম্পূর্ণ মধুপর্ক ভক্ষণ করে তৃপ্ত হওয়ার চেষ্টা করবেন না।

ব্রাহ্মণায়োদঙ্ উচ্ছিষ্টং প্রযচ্ছেদ্ অলাভেঽপ্সু।। ১৯।।

অনুবাদ—অবশিষ্ট অংশ উত্তরদিকে কোন ব্রাহ্মণকে প্রদান করবেন, ব্রাহ্মণ না পাওয়া গেলে জলে তা ফেলে দেবেন।

বিবৃতি—বৃত্তিকারের মতে উত্তরমুখী হয়ে ব্রাহ্মণকে দান করতে হয়।

সর্বং বা ।। ২০।।

অনুবাদ—অথবা সম্পূর্ণ মধুপর্ক (খেয়ে ফেলবেন)।

অথাচমনীয়েনান্বাচামত্যমৃতাপিধানমসীতি।। ২১।।

অনুবাদ—এরপর 'অমৃতা—' (তুমি অমৃতের আবরণ) এই মন্ত্রে আচমনের জলের দ্বারা আচমন করবেন।

বিবৃতি—আগে যে আচমনের জল দেওয়া হয়েছে (১।২৪।৭ সূ.দ্র.) সেই জল দ্বারা এই মন্ত্রে আচমন করতে হয়।

সত্যং যশঃ শ্রীর্ময়ি শ্রীঃ শ্রয়তাম্ ইতি দ্বিতীয়ম্।। ২২।।

অনুবাদ—'সত্যং—' (সত্য, যশ, শ্রী, আমার উপর শ্রী অবস্থান করুক)—এই মন্ত্রে দ্বিতীয়বার (আচমন করবেন)।

বিবৃতি—এই আচমনও আচমনীয়ের জলেই করতে হয়।

আচান্তোদকায় গাং বেদয়ন্তে ।। ২৩।।

অনুবাদ— (আবার)আচমনের জল গ্রহণ করলে তাঁকে গাভীর কথা জানানো হবে।

বিবৃতি—যেহেতু সূত্রে 'আচমনীয়' শব্দের পরিবর্তে 'উদক' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, তাই এই তৃতীয় আচমনে অন্য জল ব্যবহার করতে হবে। এই আচমন শুদ্ধির জন্য নয়, কর্মেরই জন্য, কর্মেরই তা অঙ্গবিশেষ।

হতো মে পাপ্মা পাপ্মা মে হত ইতি জপিত্বোং কুরুতেতি কারয়িষ্যন্।। ২৪।।

অনুবাদ—'হতো মে—' (আমার পাপ ধ্বংস হল, পাপ আমার ধ্বংস হল)এই মন্ত্র জপ করে, যদি গাভীকে হত্যা করাতে চান তাহলে বলবেন 'ওঁ কুরুত' (হ্যাঁ কর)।

মাতা রুদ্রাণাং দুহিতা বসূনাম্ ইতি জপিত্বোমুত্সৃজতেত্যুত্স্রক্ষ্যন্।। ২৫।।

অনুবাদ—'মাতা রুদ্রাণাং দুহিতা বসূনাম্—' (ঋ. ৮।১০১।১৫) এই মন্ত্র জপ করে গাভীটিকে ছেড়ে দিতে গিয়ে বলবেন—'ওম্ উৎসৃজত' (হ্যাঁ, একে ছেড়ে দাও)।

নামাংসো মধুপর্কো ভবতি।। ২৬।।

অনুবাদ—মধুপর্ক মাংসশূন্য হবে না।

বিবৃতি—মধুপর্কেরই অঙ্গ হচ্ছে ব্রাহ্মণভোজন। এই ভোজন মাংসশূন্য হলে চলবে না। মাংসের উল্লেখ করায় বোঝা যাচ্ছে—ভোজনও এখানে বিহিত হয়েছে। যদি গোবধ করে থাকেন, তাহলে সেই গাভীর মাংসই ভোজন করবেন। যদি গাভীটি পূর্ববর্তী সূত্র অনুযায়ী ছেড়ে দেওয়া হয়ে থাকে, তাহলে অন্য প্রাণীর মাংস ভক্ষণ করতে হবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রথম খণ্ড (২/১)

শ্রাবণ্যাং পৌর্ণমাস্যাং শ্রবণাকর্ম।। ১।।

অনুবাদ—শ্রাবণমাসের পূর্ণিমাতে শ্রবণাকর্ম (অনুষ্ঠিত হয়)।

অক্ষতসক্তূনাং নবং কলশং পূরয়িত্বা দর্বীঞ্চ্ চ
বলিহরণীং নবে শিক্যে নিদধাতি।।২।।

অনুবাদ—যবের ছাতু দিয়ে একটি নূতন কলশ পূর্ণ করে (সেই কলশটি এবং বলিপ্রদানের একটি হাতা একটি নূতন শিকায় রাখবেন।

বিবৃতি—অক্ষত = যব। দর্বী = বিকঙ্কত (বৈঁচি) কাঠে তৈরী হাতা।

অক্ষতধানাঃ কৃত্বা সর্পিষার্ধা অনক্তি।। ৩।।

অনুবাদ—যবের খৈ তৈরী করে অর্ধেক (খৈ) ঘৃত দিয়ে মাখবেন।

বিবৃতি—দিনের বেলার কাজ কেবল এইটুকুই (২-৩ নং সূত্রে যা বলা হয়েছে)।

অস্তম্-ইতে স্থালীপাকং শ্রপয়িত্বৈককপালঞ্চ্ চ পুরোডাশম্ অগ্নে
নয় সুপথা রায়ে অস্মান্ ইতি চতসৃভিঃ প্রত্যৃচং হুত্বা
পাণিনৈককপালম্ অচ্যুতায় ভৌমায় স্বাহেতি।। ৪।।

অনুবাদ—সূর্য অস্ত গেলে স্থালীপাক এবং একক পাল পুরোডাশ প্রস্তুত করে 'অগ্নে নয়—' (ঋ. ১।১৮৯।১-৪) ইত্যাদি চারটি মন্ত্রের প্রতিটি মন্ত্রে চরু আহুতি দিয়ে, ডান হাত দিয়ে এককপাল পুরোডাশটি 'অচ্যুতায়-' (অচ্যুত ভৌমকে স্বাহা) এই মন্ত্রে আহুতি দেবেন।

বিবৃতি—মাটির তৈরী গোলাকার ছোট খাপ্‌রাকে বলে 'কপাল'। সেই কপালে রেখে চালের বা যবের লেচিকে সেঁকা হয়। বিধান অনুযায়ী কপাল একাধিক হতে পারে। যদি একটি কপালে সেঁকা হয় তাহলে সেই পুরোডাশকে বলে 'এককপাল পুরোডাশ'।

অবিপ্লুতঃ স্যাদ্ আবিঃপৃষ্ঠো বা ।। ৫।।

অনুবাদ—পুরোডাশটি ঘৃতে সম্পূর্ণভাবে নিমজ্জিত অথবা একটি পৃষ্ঠ দৃশ্যমান থাকবে।

বিবৃতি—পুরোডাশটি ঘৃতে সম্পূর্ণ নিমগ্ন থাকবে অথবা তার অর্ধেক অংশ ঘৃতমগ্ন করে রাখতে হবে।

মা নো অগ্নেঽবসৃজো অঘায়েত্যেনম্ আশয়েনাভিজুহোতি।। ৬।।

অনুবাদ—'মা নো—' (ঋ.১।১৮৯।৫) এই মন্ত্রে এই পুরোডাশকে আশয়ের সাহায্যে

সাক্ষাৎ আহুতি দেবেন।

বিবৃতি—যে পাত্রে পুরোডাশটি ঘৃতমগ্ন করে রাখা হয়েছে, সেই পাত্রটির নাম 'আশয়'। ঐ আশয় দিয়ে আহুতি দেবেন, 'স্রুব' নামে হাতা দিয়ে তার উপরে আহুতি দেবেন—'স্রুবেণ উপরি জুহোতীত্যর্থঃ' (বৃত্তি। সমগ্র পুরোডাশটি নয়, তার কিছু অংশই আহুতি দিতে হয়।

শং নো ভবন্তু বাজিনো হবেষ্বিত্যক্তা ধানা অঞ্জলিনা।। ৭।।

অনুবাদ—'শং নো—'(ঋ.৭।৩৮।৭) এই মন্ত্রে ঘৃত দ্বারা অনুলিপ্ত ধানাগুলি অঞ্জলির দ্বারা আহুতি দেবেন।

অমাত্যেভ্য ইতরা দদ্যাত্।। ৮।।

অনুবাদ—অবশিষ্ট ধানাগুলি স্বজনদের দেবেন।

বিবৃতি—অবশিষ্ট ধানাগুলি (ভাজা যব বা যবের খৈ) হল যেগুলিকে বা যে অর্ধেক যবকে ঘৃতলিপ্ত করা হয়নি। 'অমাত্য' বলতে এখানে পুত্র প্রভৃতিকে বুঝতে হবে। এর পর ধানা থেকে কিছু অংশ নিয়ে স্বিষ্টকৃতের অনুষ্ঠান যথারীতি করতে হয়।

কলশাত্ সক্তূনাং দর্বীং পূরয়িত্বা প্রাগ্ উপনিষ্ক্রম্য শুচৌ দেশেঽবনিনীয় সর্পদেবজনেভ্যঃ স্বাহেতি হুত্বা নমস্করোতি যে সর্পাঃ পার্থিবা য আন্তরিক্ষ্যা যে দিব্যা যে দিশ্যাস্তেভ্য ইমং বলিম্ আহার্ষং তেভ্য ইমং বলিম্ উপাকরোমীতি।। ৯।।

অনুবাদ—শিকেয় তোলা কলশ থেকে যবের ছাতু নিয়ে হাতা পূর্ণ করে গৃহ থেকে নির্গত হয়ে পূর্বদিকে এসে কোন এক পরিষ্কার স্থানে জল ঢেলে 'সর্পদেব—' (সর্পদেবতার জনসমূহকে স্বাহা)এই মন্ত্রে আহুতি দিয়ে 'যে সর্পাঃ—' (যে সর্পগণ পৃথিবীনিবাসী, অন্তরিক্ষবাসী, দ্যুলোকস্থ এবং দিকসমূহে বসবাস করে, তাদের জন্য এই উপহার আনা হয়েছে। তাদের এই বলি প্রদান করছি) এই মন্ত্রে তাদের নমস্কার করবেন।

বিবৃতি—ছাতুগুলি মাটিতে জলের উপর ফেলে দেওয়াই এখানে আহুতিদান।

প্রদক্ষিণং পরীত্য পশ্চাদ্ বলের্ উপবিশ্য সর্পোঽসি সর্পতাং সর্পাণামধিপতিরস্যন্নেন মনুষ্যাংস্ত্রায়সেঽপূপেন সর্পান্ যজ্ঞেন দেবাং স্ত্বয়ি মা সন্তং ত্বয়ি সন্তঃ সর্পা মা হিংসিষুর্ধ্রুবাং তে পরিদদামীতি।। ১০।।

অনুবাদ—'বলির' চারদিকে প্রদক্ষিণ করে পশ্চিমদিকে উপবেশন করে, 'সর্পোঽসি—'

(তুমি সর্প, সর্পণশীল সর্পদের তুমি অধিপতি, তুমি অন্নের দ্বারা মনুষ্যদের ত্রাণ কর, পিঠা দ্বারা কর সর্পদের, যজ্ঞের দ্বারা দেবতাদের, তোমার মধ্যে অবস্থিত সর্পসমূহ তোমাতে অবস্থিত আমাকে যেন হিংসা না করে। তোমাকে আমি ধ্রুবা প্রদান করছি) এই মন্ত্রটি বলবেন।

ধ্রুবামুং তে ধ্রুবামুং ত ইত্যমাত্যান্ অনুপূর্বম্ ।। ১১।।

অনুবাদ—'ধ্রুবামুং তে—'(হে ধ্রুব! তোমার কাছে অমুককে প্রদান করছি, হে ধ্রুব! অমুককে তোমার কাছে প্রদান করছি) এই বলে তিনি স্বজনদের আনুপূর্বিকভাবে সর্পদেবতার তত্ত্বাবধানে প্রদান করবেন।

বিবৃতি—প্রত্যেক স্বজনের নাম উল্লেখ করে মন্ত্রটি পৃথক পৃথক উচ্চারণ করতে হয়। প্রথমে পুত্র, পরে অবিবাহিতা কন্যা এবং তার পর পত্নীর উদ্দেশ্যে মন্ত্রটি পাঠ করতে হয়। যেমন—ধ্রুব শুভেন্দুং তে পরিদদামি, ধ্রুব বেদবতীং তে পরিদদামি, ধ্রুব বিষ্ণুপ্রিয়াং তে পরিদদামি। এই সূত্রে বলা না থাকলেও পরবর্তী সূত্র থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, বাক্যের শেষে 'পরিদদামি' বলতে হয়। এই কর্মটির নাম তাই 'পরিদান' (১৩নং সূ. দ্র.)।

ধ্রুব মাং তে পরিদদামীত্যাত্মানম্ অন্ততঃ ।। ১২।।

অনুবাদ—শেষে 'ধ্রুব মাং—' (হে ধ্রুব, আমাকে তোমার তত্ত্বাবধানে প্রদান করছি) এই বলে নিজেকেও প্রদান করবেন।

নৈনম্ অন্তরা ব্যবেয়ুর্ আ পরিদানাত্।। ১৩।।

অনুবাদ—এই পরিদানকর্ম সমাপ্ত না - হওয়া পর্যন্ত কেউ যেন বলি ও যজ্ঞকর্তার মাঝখানে ব্যবধান সৃষ্টি না করে।

সর্পদেবজনেভ্যঃ স্বাহেতি সায়ং প্রাতর্
বলিং হরেদ্ আ প্রত্যবরোহণাত্।। ১৪।।

অনুবাদ—প্রত্যবরোহণ পর্যন্ত 'সর্পদেবতার জনসমূহকে স্বাহা' এই মন্ত্রে সন্ধ্যায় ও সকালে বলি প্রদান করবেন।

বিবৃতি—আগামী চতুর্দশী অথবা পূর্ণিমায় যে দিন 'প্রত্যবরোহণ' নামে কর্মের অনুষ্ঠান করবেন (২।৩।১-৩ দ্র.) সেই দিন পর্যন্ত এই 'সর্পদেব—' মন্ত্রেই 'বলি' অর্থাৎ প্রদেয় দ্রব্য বা উপহার দান করতে হয়।

প্রসংখ্যায় হৈকে তাবতো বলীংস্ তদ্-অহর্ এবোপহরন্তি।।১৫।।

অনুবাদ—কেউ কেউ প্রত্যবরোহণ পর্যন্ত বলি গণনা করে সেইদিনই সব 'বলি' প্রদান করেন।

বিবৃতি— শ্রাবণী পূর্ণিমা বা তার পরবর্তী প্রতিপদ থেকে শুরু করে 'প্রত্যবরোহণ' কর্মের

দিন পর্যন্ত অর্থাৎ অগ্রহায়ণ মাসের চতুর্দশী বা পূর্ণিমা পর্যন্ত সময়ের মধ্যে যতগুলি সন্ধ্যা ও প্রাতঃকাল হবে, সেই সংখ্যা গণনা করে ততগুলি 'বলি' এই শ্রাবণী পূর্ণিমা বা প্রতিপদের দিনেই কেউ কেউ দিয়ে থাকেন।

দ্বিতীয় খণ্ড (২/২)

আশ্বযুজ্যাম্ আশ্বযুজীকর্ম।। ১।।

অনুবাদ—আশ্বিন মাসের পূর্ণিমায় 'আশ্বযুজীকর্ম' (অনুষ্ঠিত হবে)।

নিবেশনম্ অলঙ্কৃত্য স্নাতাঃ শুচিবাসসঃ পশুপতয়ে স্থালীপাকং নিরুপ্য জুহুয়ুঃ পশুপতয়ে শিবায় শংকরায় পৃষাতকায় স্বাহেতি।।২।।

অনুবাদ—গৃহ সজ্জিত করে, স্নান করে, পরিষ্কার বস্ত্র পরিধান করে, পশুপতির উদ্দেশে স্থালীপাক প্রস্তুত করে 'পশুপতয়ে—' (পশুপতিকে স্বাহা, শিবকে স্বাহা, শংকর পৃষাতককে স্বাহা) এই মন্ত্রে আহুতি দেবেন।

পৃষাতকম্ অঞ্জলিনা জুহুয়াদ্ ঊনং মে পূর্যতাং
পূর্ণং মে মোপসদত্ পৃষাতকায় স্বাহেতি।। ৩।।

অনুবাদ—'ঊনং মে—'(আমার যা স্বল্পতা আছে, তা পূর্ণ কর; যা পূর্ণ আছে, তা যেন ক্ষয়প্রাপ্ত না হয়; পৃষাতককে স্বাহা) এই মন্ত্রে অঞ্জলির দ্বারা পৃষাতক আহুতি দেবেন।

বিবৃতি—দুধে তরল ঘি নিক্ষেপ করলে সেই মিশ্রণকে বলে 'পৃষাতক'। স্বিষ্টকৃৎ প্রভৃতি অঙ্গের অনুষ্ঠান যথারীতি করতে হবে।

সজূর্ঋতুভিঃ সজূর্বিধাভিঃ সজূরিন্দ্রাগ্নিভ্যাং স্বাহা।
সজূর্ঋতুভিঃ সজুর্বিধাভিঃ সজূর্বিশ্বেভ্যো দেবেভ্যঃ স্বাহা।
সজূর্বিধাভিঃ সজূর্দ্যাবাপৃথিবীভ্যাং স্বাহেত্যাহিতাগ্নের্ আগ্রয়ণস্থালীপাকঃ।।৪।।

অনুবাদ—'সজূ—' (ঋতুর সঙ্গে সংযুক্ত হও, আচারের সঙ্গে সংযুক্ত হও, ইন্দ্র ও অগ্নির সঙ্গে সংযুক্ত হও, স্বাহা'। 'ঋতুর সঙ্গে সংযুক্ত হও, আচারের সঙ্গে সংযুক্ত হও, বিশ্বেদেবগণের সঙ্গে সংযুক্ত হও, স্বাহা। আচারের সঙ্গে সংযুক্ত হও, স্বর্গ ও পৃথিবীর সঙ্গে সংযুক্ত হও, স্বাহা)—এই মন্ত্রে আহিতাগ্নি ব্যক্তির আগ্রয়ণ-স্থালীপাক অনুষ্ঠান কর্তব্য।

বিবৃতি—যিনি গার্হপত্য, আহবনীয় ও দক্ষিণ অগ্নিকে গৃহে প্রতিষ্ঠা করেছেন তিনি

আহিতাগ্নি। আগ্রয়ণ-ইষ্টি বা নবান্নযাগ তাঁকে এই তিন অগ্নিতেই করতে হয়। সেই ইষ্টি অনুষ্ঠান শ্রৌতসূত্রের নির্দেশ অনুযায়ী করতে হয়, তবে আপৎকালে স্থালীপাকের নিয়মে তা করা চলে, করতে হবে ঐ তিন অগ্নিতেই। আহুতিদানের মন্ত্র এখানে যেমন বলা হয়েছে, তেমনই।

অনাহিতাগ্নের্‌ অপি শালাগ্নৌ ।।৫।।

অনুবাদ—যিনি আহিতাগ্নি নন তাঁরও পক্ষে আগ্রয়ণ করণীয় এবং তা হয় গৃহ্য অগ্নিতে।

বিবৃতি—যিনি আহিতাগ্নি নন তাঁকে গৃহ্য, শালা বা ঔপাসন অগ্নিতে আগ্রয়ণ করতে বলায় বোঝা যাচ্ছে, আহিতাগ্নিকে তা করতে হবে তিন অগ্নিতে। প্রসঙ্গত আশ্বলায়ন শ্রৌতসূত্রের ২।৯ অংশ দ্রষ্টব্য।

তৃতীয় খণ্ড(২/৩)

মার্গশীর্ষ্যাং প্রত্যবরোহণং চতুর্দশ্যাম্‌।। ১।।

অনুবাদ—অগ্রহায়ণমাসের পূর্ণিমার সমীপবর্তী চতুর্দশী তিথিতে 'প্রত্যবরোহণ' কর্ম হবে।

বিবৃতি—বৃত্তিকারের মতে এখানে 'মার্গশীর্ষ্যাং' পদটিতে সামীপ্য-অধিকরণে সপ্তমী বিভক্তি হয়েছে। অর্থ তাই অগ্রহায়ণ মাসের পূর্ণিমার ঠিক নিকটবর্তী চতুর্দশীতে।

পৌর্ণমাস্যাং বা।। ২।।

অনুবাদ —অথবা তা পূর্ণিমা তিথিতে (অনুষ্ঠিত হবে)।

নিবেশনং পুনর্‌ নবীকৃত্য লেপনস্তরণোপস্তরণৈর্‌ অস্তম্‌-ইতে পায়সস্য জুহুয়ুর্‌ অপ শ্বেতপদা জহি পূর্বেণ চাপরেণ চ। সপ্ত চ বারুণীরিমাঃ সর্বাশ্চ রাজবান্ধবীঃ স্বাহা। ন বৈ শ্বেতশ্চাভ্যাগারেঽহির্জঘান কিঞ্চন। শ্বেতায় বৈদার্বায় নমঃ স্বাহেতি।। ৩।।

অনুবাদ—দিনে মাটির প্রলেপ দিয়ে, উপরে নূতন ছাদ দিয়ে এবং মেঝে সমান করে, গৃহকে নূতনের মত করে সন্ধ্যায় সূর্য অস্ত গেলে 'অপ—' (হে শ্বেতবর্ণযুক্ত, তুমি সম্মুখ ও পিছনের পদের দ্বারা বরুণের এই সপ্তকন্যা এবং রাজার বন্ধুজনদের নিহত কর, স্বাহা) এই গৃহে শ্বেত সর্প কোন-কিছুকে দংশন করে নি। শ্বেত বৈদর্বকে নমস্কার, স্বাহা) এই মন্ত্রে পায়সের একাংশ আহুতি দেবেন।

নাত্র সৌবিষ্টকৃত্‌ ।। ৪।।

অনুবাদ—এখানে স্বিষ্টকৃৎ হয় না।

বিবৃতি—প্রত্যবরোহণে স্বিষ্টকৃতের অনুষ্ঠান হয় না।

অভয়ং নঃ প্রাজাপত্যেভ্যো ভূয়াদ্ইত্যগ্নিম্ ঈক্ষমাণো জপতি শিবো নঃ সুমনা ভবেতি। হেমন্তং মনসা ধ্যায়াত্।। ৫।।

অনুবাদ—'অভয়ং নঃ—' (প্রজাপতির পুত্রদের কাছ থেকে আমাদের যেন অভয় লাভ হয়) এই মন্ত্রে অগ্নিকে দেখতে দেখতে 'শিবো নঃ— (আমাদের প্রতি শান্তিস্বরূপ ও শোভনচিত্ত হও)— এই মন্ত্র জপ করবেন, হেমন্ত ঋতুকে মনে মনে ধ্যান করবেন।

বিবৃতি—ধ্যান মনে মনেই হয়, তবুও সূত্রে 'মনসা ধ্যায়াত্' বলায় কোন বিশেষ বস্তু বা ব্যক্তিকে ধ্যান করতে হবে না, সংশ্লিষ্ট শব্দটির বর্ণময় আকৃতিই ধ্যান করতে হবে।

পশ্চাদ্ অগ্নেঃ স্বস্তরঃ স্বাস্তীর্ণস্ তস্মিন্ উপবিশ্য স্যোনা পৃথিবী ভবেতি জপিত্বা সংবিশেত্ সামাত্যঃ প্রাক্‌শিরা উদঙ্‌মুখঃ।। ৬।।

অনুবাদ—অগ্নির পিছনে শয়নের উপযোগী একটি তৃণের আস্তরণ ভালভাবে বিছানো থাকে। সেখানে উপবেশন করে 'স্যোনা পৃথিবী—'(ঋ. ১।২২।১৫) এই মন্ত্র জপ করে, পূর্বদিকে মাথা ও উত্তরদিকে মুখ করে পরিজনদের সঙ্গে শয়ন করবেন।

বিবৃতি—আস্তরণটি যজমানকে নিজেই বিছাতে হয়, স্বস্তর ঞ যে আস্তরণের উপর যজমান নিজে শয়ন করেন। স্বাস্তীর্ণ = সু আস্তীর্ণ = ভালভাবে বিছানো। সংবিশেত্ = শয়ন করবেন।

যথাবকাশম্ ইতরে।। ৭।।

অনুবাদ—পরিজনেরা যেমন অবকাশ পাবেন, সেইভাবে তৃণের আস্তরণে শয়ন করবেন।

বিবৃতি—মাথা এবং পা পূর্ব ও উত্তরদিকেই থাকবে। আস্তরণে যে যেমন সুযোগ ও ফাঁকা জায়গা পাবেন, তিনি তেমন তেমন শুয়ে পড়বেন।

জ্যায়াঞ্ জ্যায়ান্ বানন্তরঃ ।। ৮।।

অনুবাদ—অথবা জ্যেষ্ঠানুক্রমে পর পর শয়ন করবেন।

বিবৃতি—পরিজনেরা নিজেদের বয়স অনুযায়ী যজমানের পাশে পর পর শয়ন করবেন। যিনি যত বড়, তিনি যজমানের তত কাছে শোবেন।

মন্ত্রবিদো মন্ত্রাঞ্ জপেয়ুঃ।। ৯।।

অনুবাদ—যাঁরা মন্ত্র জানেন, তাঁরা মন্ত্র জপ করবেন।

বিবৃতি—পরিজনদের মধ্যে যাঁদের মন্ত্র জানা আছে, তাঁরা 'স্যোনা—', 'অতো দেবা—', সৌর্য মন্ত্র ও স্বস্ত্যয়ন মন্ত্র জপ করবেন।

সংহায় অতো' দেবা অবন্তু ন ইতি ত্রিঃ।। ১০।।

অনুবাদ—আস্তরণ থেকে উঠে 'অতো দেবা অবন্তু নঃ ' (ঋ. ১।২২।১৬) এই মন্ত্রটি তিনবার জপ করবেন।

এতাং দক্ষিণামুখাঃ প্রত্যঙ্‌মুখা উদঙ্‌মুখাশ্‌ চতুর্থম্‌।। ১১।।

অনুবাদ—এই ঋক্‌মন্ত্রটি তাঁরা দক্ষিণমুখী, পশ্চিমমুখী ও উত্তরমুখী হয়ে চতুর্থবারে জপ করবেন।

বিবৃতি—প্রথমে পূর্বসূত্র অনুযায়ী পূর্বদিকে মুখ করে সম্পূর্ণ মন্ত্রটি তিনবার জপ করতে হবে, তারপর আলোচ্য সূত্র অনুযায়ী চতুর্থবারে এই মন্ত্রেরই তিনটি চরণ যথাক্রমে—দক্ষিণ, পশ্চিম ও উত্তরদিকে মুখ করে মাত্র একবার করে উপাংশুস্বরে পাঠ করবেন। এই অভিপ্রায়েই আগের সূত্রের সঙ্গে একসাথে না বলে 'এতাং' শব্দ দিয়ে স্বতন্ত্র একটি বাক্যে পৃথক একটি যোগ অর্থাৎ সূত্র প্রস্তুত করা হয়েছে।

সংহায় সৌর্যাণি স্বস্ত্যয়নানি চ জপিত্বান্নং সংস্কৃত্য ব্রাহ্মণান্‌ ভোজয়িত্বা স্বস্ত্যয়নং বাচয়ীত।। ১২।।

অনুবাদ—উঠে তাঁরা সূর্যমন্ত্র ও স্বস্তিমন্ত্র জপ করে অন্ন সংস্কার করে ব্রাহ্মণদের ভোজন করিয়ে তাঁদের স্বস্তিবাক্য বলাবেন।

বিবৃতি—বৃত্তিকারের মতে এখানে 'সংহায়' পদের অর্থ একত্রিত হয়ে। সৌর্য সূক্তগুলি হল 'সূর্যো নো-' (ঋ. ১০।১৫৮।১), 'উদু ত্যং-' (ঋ. ১।৫০।১), 'চিত্রং দেবানাং — ' (ঋ.১।১১৫।১), 'নমো মিত্রস্য-' (ঋ.১০।৩৭।১)। স্বস্ত্যয়নের মন্ত্রগুলি হচ্ছে 'আ নো ভদ্রাঃ— (ঋ. ১।৮৯, 'স্বস্তি নো মিমীতাম্‌—' (ঋ. ৫।৫১।১১), 'পরাবতো যে— (ঋ.১০।৬৩)। সূত্রে ক্লীবলিঙ্গে 'সৌর্যাণি' ও 'স্বস্ত্যয়নানি' বলায় সৌর্যসূক্ত ও স্বস্ত্যয়নসূক্তকেই বুঝতে হবে, ব্যতিক্রম কেবল 'স্বস্তি নো—' স্থলে।

চতুর্থ খণ্ড (২/৪)

হেমন্তশিশিরয়োশ্‌ চতুর্ণাম্‌ অপরপক্ষাণাম্‌ অষ্টমীষ্বষ্টকাঃ।। ১।।

অনুবাদ—হেমন্ত ও শীত ঋতুর চারটি কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী তিথিতে 'অষ্টকা' অনুষ্ঠান করতে হয়।

বিবৃতি—অগ্রহায়ণ থেকে মাঘ পর্যন্ত চার মাসের চারটি অপরপক্ষের অর্থাৎ কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী তিথিতে 'অষ্টকা' কর্মের অনুষ্ঠান করতে হয়। মাঝে মলমাস পড়লে সেই মাসে অষ্টকার অনুষ্ঠান হবে না।

একস্যাং বা ।। ২।।

অনুবাদ—অথবা তা একটি (অষ্টমীতে করণীয়)।

বিবৃতি—চারমাসে একটি করে অষ্টকা না করে কেবল একটি অষ্টমীতেই অষ্টকা করা চলে।

পূর্বেদ্যুঃ পিতৃভ্যো দদ্যাত্।। ৩।।

অনুবাদ— পূর্বের দিন পিতৃপুরুষদের উদ্দেশে পিণ্ড ও আহার দান করবেন।

বিবৃতি—সপ্তমী তিথিতে পিতা, পিতামহ ও প্রপিতামহ এই তিন পুরুষের উদ্দেশে পিণ্ড ও আহার দান করতে হয়। অষ্টকার অনুষ্ঠান হয় শ্রৌতসূত্রে বর্ণিত পিণ্ডপিতৃযজ্ঞেরই মতো।

ওদনং কৃসরং পায়সম্।। ৪।।

অনুবাদ—অন্ন, তিলমিশ্রিত অন্ন ও পায়স তাঁদের দান করবেন।

চতুঃশরাবস্য বাপূপান্।। ৫।।

অনুবাদ—অথবা চার-শরার পিঠা দেবেন।

বিবৃতি—চার শরা ধানের চাল গুঁড়া করে পিঠা তৈরী করতে হবে।

উদীরতামবর উত্পরাস ইত্যষ্টাভির্ হুত্বা যাবতীভির্ বা কাময়ীত।।৬।।

অনুবাদ—'উদীরতামবর উত্পরাস-' (ঋ.১০।১৫।১৮) ইত্যাদি আটটি মন্ত্র অথবা যতগুলি মন্ত্র ইচ্ছা ততগুলির দ্বারা আহুতি দিয়ে—

বিবৃতি—মন্ত্রগুলি প্রয়াতপুরুষ-সম্পর্কিত হওয়া চাই।

অথ শ্বোভূতেঽষ্টকাঃ পশুনা স্থালীপাকেন চ।। ৭।।

অনুবাদ—এরপর পরবর্তী দিন এলে পশু এবং (অথবা) স্থালীপাকের দ্বারা অষ্টকাগুলি অনুষ্ঠিত হবে।

বিবৃতি—সপ্তমী শেষ হয়ে পরদিন অষ্টমী হলে সেইদিন পশুযাগ অথবা স্থালীপাকের সঙ্গে অষ্টকার অনুষ্ঠান করবেন। সূত্রের অনুবাদে আক্ষরিক অর্থই দেওয়া হয়েছে, বৃত্তি অনুযায়ী কিন্তু 'চ' শব্দের অর্থ এখানে 'বা'।

অপ্যনডুহো যবসম্ আহরেত্।। ৮।।

অনুবাদ—অথবা শকটবাহী ষাঁড়কে তৃণ দেবেন।

বিবৃতি—অপি = অথবা। পশু, স্থালীপাক অথবা ষাঁড়কে অন্নদান—এই তিনটির যে—কোন একটি করতে হবে।

অগ্নিনা বা কক্ষম্ উপোষেত্।। ৯।।

অনুবাদ—অথবা অগ্নির দ্বারা গৃহকে দগ্ধ করবেন।

এষা মেঽষ্টকেতি।। ১০।।

অনুবাদ—'এষা—' (এটি আমার অষ্টকা) এই চিন্তা করবেন।

বিবৃতি—ষাঁড়কে অন্নদান অথবা গৃহকে দগ্ধ করলে মনে মনে এই কথা চিন্তা করতে হয়।

ন ত্বেবানষ্টকঃ স্যাত্‌ ।। ১১।।

অনুবাদ—অষ্টকাহীন কিন্তু থাকবেনই না।

বিবৃতি—বিকল্পগুলির মধ্যে যে কোন একটি পক্ষ অবলম্বন করে, অষ্টকার অনুষ্ঠান অবশ্যই করতে হবে।

তাং হৈকে বৈশ্বদেবীং ব্রুবত আগ্নেয়ীম্‌ একে সৌর্যাম্‌ একে প্রাজাপত্যাম্‌ একে রাত্রিদেবতাম্‌ একে নক্ষত্রদেবতাম্‌ একে ঋতুদেবতাম্‌ একে পিতৃদেবতাম্‌ একে পশুদেবতাম্‌ একে।।১২।।

অনুবাদ—কেউ বলেন এই অষ্টকা বিশ্বে দেবতার, কেউ বলেন অগ্নির, কেউ বলেন সূর্যের, কেউ বলেন প্রজাপতির, কেউ বল্লেন রাত্রিদেবতার, কেউ বলেন নক্ষত্রদেবতার, কেউ বলেন ঋতুদেবতার, কেউ বলেন পিতৃদেবতাদের, কেউ বলেন পশুদেবতার।

পশুকল্পেন পশুং সংজ্ঞপ্য প্রোক্ষণোপাকরণবর্জং বপাম্‌ উত্‌খিদ্য জুহুয়াত্‌। বহ বপাং জাতবেদঃ পিতৃভ্যো যত্রৈনান্‌ বেত্থ নিহিতাঃ পরাকে মেদসঃ কুল্যা উপেনান্ত্‌ স্রবন্তু সত্যা এতা আশিষঃ সন্তু সর্বাঃ স্বাহেতি।। ১৩।।

অনুবাদ—পশুযজ্ঞের নিয়মানুসারে পশুটিকে বধ করে প্রোক্ষণ অর্থাৎ পশুর গায়ে জল ছিটানো এবং উপাকরণ অর্থাৎ পশুটিকে একটি বৃক্ষশাখার দ্বারা স্পর্শ করা বাদ দিয়ে পশুর বপাটিকে উৎপাটন করে 'বহ বপাং —' (হে জাতবেদাঃ, বপাটিকে পিতৃগণের উদ্দেশে বহন কর, যেখানে তাঁরা অবস্থান করেন বলে তুমি জান; মেদের স্রোত তাঁদের দিকে প্রবাহিত হোক। এই সকল ইচ্ছা পূর্ণ হোক, স্বাহা) এই মন্ত্রে আহুতি দেবেন।

বিবৃতি—শ্বাসরোধ করে বধ করার নাম 'সংজ্ঞপন'।

অথাবদানানাং স্থালীপাকস্য চ অগ্নে নয় সুপথা রায়ে অস্মান্‌ ইতি দ্বে। গ্রীষ্মো হেমন্ত ঋতবঃ শিবা নো বর্ষাঃ শিবা অভয়া শরন্‌ নঃ। সংবত্সরোঽধিপতিঃ প্রাণদো নোঽহোরাত্রে কৃণুতাং দীর্ঘমায়ুঃ স্বাহা। শান্তা পৃথিবী শিবমন্তরিক্ষং দ্যৌর্নো দেব্যভয়ং নো অস্তু। শিবা দিশঃ

প্রদিশ উদ্দিশো ন আপো বিদ্যুতঃ পরিপান্তু সর্বতঃ স্বাহা। আপো মরীচীঃ প্রবহন্তু নো ধিয়ো ধাতা সমুদ্রো বহন্তু পাপম্। ভূতং ভবিষ্যদ্ অভয়ং বিশ্বম্ অস্তু মে ব্রহ্মাধিগুপ্তঃ স্বারাক্ষরাণি স্বাহা। বিশ্ব আদিত্যা বসবশ্চ দেবা রুদ্রা গোপ্তারো মরুতঃ সদন্তু। উর্জং প্রজামমৃতং পিন্বমানঃ প্রজাপতির্ময়ি পরমেষ্ঠী দধাতু স্বাহা। প্রজাপতে ন ত্বদেতান্যন্যঃ।।১৪।।

অনুবাদ—এরপর পশুযাগের, স্থালীপাকের এবং অপর এক স্থালীপাকের 'অগ্নে নয়—' (ঋ.১।১৮৯।১,২) ইত্যাদি দুটি মন্ত্র, 'গ্রীষ্মো—' (গ্রীষ্ম, শীত এবং ঋতুগুলি আমাদের প্রতি শান্তিস্বরূপ হোক, বর্ষা শান্তিস্বরূপ হোক, শরৎ হোক ভয়হীন, প্রাণদায়ী সংবৎসর আমাদের অধিপতি হোক, রাত্রি ও দিন আমাদের দীর্ঘ আয়ু প্রদান করুক, স্বাহা), 'শান্তা—' (পৃথিবী শান্ত হোক, অন্তরিক্ষ শান্ত হোক, দ্যুলোকের দেবতা আমাদের অভয় দিন, দিক্‌সমূহ, অবান্তর দিক্‌সমূহ, ঊর্ধ্বদিক্‌সমূহ আমাদের নিকট শান্তিস্বরূপ হোক, জল ও বিদ্যুৎ আমাদের চারিদিক থেকে রক্ষা করুক, স্বাহা), 'আপো—' (জল ও আলোক আমাদের বুদ্ধিকে বহন করুক, সৃষ্টিকর্তা ও সমুদ্র আমাদের পাপ দূর করুক, অতীত ও ভবিষ্যৎ আমাদের কাছে ভয়শূন্য হোক, ব্রহ্মার দ্বারা সংরক্ষিত হয়ে আমি যেন সঙ্গীত পরিবেশন করতে পারি, স্বাহা), 'বিশ্ব—' (সকল আদিত্যগণ, বসুগণ, রুদ্রগণ, রক্ষকগণ, মরুদ্‌গণ উপবেশন করুন, শ্রেষ্ঠ শাসক সর্বত্র বিরাজমান প্রজাপতি আমাকে তেজ, সন্তান ও অমরত্ব প্রদান করুন, স্বাহা), 'প্রজাপতে—' (ঋ.১০।১২১।১০) — এই সাতটি হচ্ছে আহুতিদানের মন্ত্র।

বিবৃতি—'স্থালীপাক' শব্দে এখানে দুই স্থালীপাককেই বুঝানো হয়েছে।

সৌবিষ্টকৃত্যষ্টমী।। ১৫।।

অনুবাদ—অষ্টম আহুতি স্বিষ্টকৃৎ অগ্নির (উদ্দেশে প্রদান করতে হবে)।

বিবৃতি —পশুযাগের অন্তর্গত স্থালীপাক এবং স্বতন্ত্র এক স্থালীপাক এই দুই স্থালীপাকের যখন মিলিত হোম হবে, তখন স্বিষ্টকৃতের অনুষ্ঠানও একবারই হবে। সাতটি মন্ত্রে দুই স্থালীপাকে সাতটি আহুতি দেওয়ার পর স্বিষ্টকৃৎ অগ্নির উদ্দেশে হবে অষ্টম আহুতি। দুই স্থালীপাকের পৃথক পৃথক সাতটি হোম হলে স্বিষ্টকৃৎ হত পঞ্চদশ আহুতি। তাই যুগ্ম অনুষ্ঠানই করতে হবে।

ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েদ্ ইত্যুক্তম্।। ১৬।।

অনুবাদ—(পূর্বেই) বলা হয়েছে ব্রাহ্মণদের ভোজন করাবেন।

বিবৃতি—২।৩।১২ সূত্রে যা যা বলা হয়েছে, তা এখানেও করতে হবে।

পঞ্চম খণ্ড (২/৫)

অপরেদ্যুর্ অন্বষ্টক্যম্ ।। ১।।

অনুবাদ—পরের দিন নবমীতে 'অন্বষ্টক্য' নামে অনুষ্ঠান করতে হবে।

তস্যৈব মাংসস্য প্রকল্প্য দক্ষিণাপ্রবণেঽগ্নিম্ 'উপসমাধায় পরিশ্রিত্যোত্তরতঃ পরিশ্রিতস্য দ্বারং কৃত্বা সমূলং বর্হিস্ ত্রির্ অপসলৈর্ (লব্য) অবিধূন্বন্ পরিস্তীর্য হবীংষ্যাসাদয়েদ্ ওদনং কৃসরং পায়সং দধিমন্থান্ মধুমন্থাংশ্ চ।।২।।

অনুবাদ— সেই সেই মাংসেরই কিছু অংশ প্রস্তুত করে, দক্ষিণদিকে ঢালু এমন স্থানে অগ্নিস্থাপন করে অগ্নির চতুর্দিকে বেষ্টনী দিয়ে উত্তরদিকে একটি প্রবেশপথ করে, অগ্নির চারদিকে ডান দিক থেকে বাম দিকে সমূল কুশ না কাঁপিয়ে তিনবার ছড়িয়ে দিয়ে অন্ন, তিলমিশ্রিত অন্ন, পায়স, দধিমন্থ ও মধুমন্থ—এই আহুতিদ্রব্যগুলি স্থাপন করবেন।

বিবৃতি - অষ্টমীর দিন যে পশু বধ করা হয়েছে, সেই পশুরই মাংস ভোজনের উপযোগী করে ব্রাহ্মণদের ভোজন করাতে হয়। অগ্নির চারপাশ বালি ইত্যাদি দিয়ে ঘিরে দিতে হয়। সূত্রে দু'-বার 'পরিশ্রিত' বলায় এই বেষ্টনী দেওয়া আবশ্যিক নয় বলে বুঝতে হবে। 'দধিমন্থ' হচ্ছে দই- মেশানো ছাতু এবং 'মধুমন্থ' মধু- মেশানো ছাতু। অন্ন প্রভৃতি পাক করতে হয় রন্ধনের অগ্নিতে নয়, গৃহ্য অগ্নিতে। গৃহ্য অনুষ্ঠানে সর্বত্রই চরুপাক করতে হয় গৃহ্য অগ্নিতেই।

পিণ্ডপিতৃযজ্ঞকল্পেন।। ৩।।

অনুবাদ—পিণ্ডপিতৃযজ্ঞের নিয়ম অনুসারে এই কর্ম অনুষ্ঠিত হবে।

হুত্বা মধুমন্থবর্জং পিতৃভ্যো দদ্যাত্।। ৪।।

অনুবাদ—আহুতি দিয়ে মধুমন্থ ব্যতীত দ্রব্যসমূহ পিতৃগণকে দান করবেন।

বিবৃতি—বৃত্তি অনুসারে অর্থ—মধুমন্থ ছাড়া অপর চারটি দ্রব্য দিয়ে দুটি আহুতি দিয়ে যথাসময়ে পিতৃগণকে পিণ্ড দিতে হবে। পিণ্ডদানের সময়ে মধুমন্থও গ্রহণ করতে হয়।

স্ত্রীভ্যশ্ চ সুরা চাচামম্ ইত্যধিকম্।। ৫।।

অনুবাদ—পত্নীদের অধিক দেবেন সুরা ও আচমনের জল।

বিবৃতি—মাতা, মাতামহী এবং প্রমাতামহীকেও পিণ্ড দেবেন, তবে অতিরিক্ত দেবেন কেবল সুরা ও আচমনের জল। ২নং সূত্রে উল্লিখিত অন্ন ইত্যাদি পাঁচটি বস্তু ছাড়াও এই সুরা

ও আচমনীয় দিতে হয়।

কর্ষূষেকে দ্বয়োঃ ষট্‌সু বা ।। ৬।।

অনুবাদ—অনেকে দুটি অথবা ছটি গর্তে (স্থাপন করেন)।

বিবৃতি — দুটি রেখা, দুটি গর্ত অথবা ছটি গর্তে পিতৃগণের উদ্দেশে পিণ্ড অর্পণ করতে হয়। গর্ত দুটি হলে তা আয়তাকৃতি এবং ছটি হলে বৃত্তাকৃতি করতে হয়।

পূর্বাসু পিতৃভ্যো দদ্যাত্।। ৭।।

অনুবাদ—পিতৃগণের উদ্দেশে দেবেন পূর্বদিকের গর্তসমূহে।

অপরাসু স্ত্রীভ্যঃ ।। ৮।।

অনুবাদ—পশ্চিমদিকের (রেখা/গর্ত) গুলিতে দেবেন প্রয়াত নারীদের উদ্দেশে।

এতেন মাধ্যাবর্ষং প্রোষ্ঠপদ্যা অপরপক্ষে।।৯।।

অনুবাদ—এর দ্বারা প্রোষ্ঠপদীর নিকটবর্তী কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমীতে করণীয় 'মাধ্যাবর্ষ' অনুষ্ঠান বলা হল।

মাসি মাসি চৈবং পিতৃভ্যোঽযুক্ষু প্রতিষ্ঠাপয়েত্।। ১০।।

অনুবাদ—এইভাবে প্রতিমাসে পিতৃগণকে অযুগ্ম সংখ্যায় (অযুগ্ম-সংখ্যক তিথিতে, অযুগ্ম সংখ্যক দানসহ, অযুগ্মসংখ্যক ব্রাহ্মণকে ভোজন করিয়ে ইত্যাদি) দান করবেন।

বিবৃতি—প্রতিমাসে তৃতীয়া, পঞ্চমী ইত্যাদি বিজোড় তিথিতে অন্বষ্টক্যের মতোই পিতৃগণের উদ্দেশ্যে শ্রাদ্ধকর্ম করবেন। গন্ধমাল্য ইত্যাদি সব-কিছুই একবার, তিনবার বা পাঁচবার করে নেবেন।

নবাবরান্ ভোজয়েত্।। ১১।।

অনুবাদ—অন্তত নয়জন (ব্রাহ্মণকে ভোজন করাবেন)।

বিবৃতি—অন্বষ্টক্য সম্পর্কেই এই বিধি।

অযুজো বা ।।১২।।

অনুবাদ—অথবা অযুগ্মসংখ্যক (ব্রাহ্মণদের ভোজন করাবেন)।

বিবৃতি—সম্ভব না হলে অন্বষ্টক্যে নয়ের অপেক্ষায় কম বিজোড়- সংখ্যক অর্থাৎ সাত, পাঁচ, তিন অথবা একজন ব্রাহ্মণকে ভোজন করাতে হয়।

যুগ্মান্ বৃদ্ধিপূর্তেষু।। ১৩।।

অনুবাদ—বৃদ্ধি ও পূর্ত কর্মসমূহে যুগ্মসংখ্যক ব্রাহ্মণদের ভোজন করাবেন।

বিবৃতি—অগ্ন্যাধেয়, পুংসবন, সীমন্তোন্নয়ন, চৌলকর্ম, উপনয়ন, বিবাহ ইত্যাদি শ্রৌত ও

স্মার্ত কর্ম হচ্ছে বৃদ্ধিকর্ম। কূপ, পুষ্করিণী, উদ্যান প্রভৃতি নির্মাণ হচ্ছে পূর্তকর্ম। এই দুই প্রকার কর্মেই পিতৃপুরুষের উদ্দেশে শ্রাদ্ধে আট, ছয়, চার ইত্যাদি জোড়সংখ্যক ব্যক্তিকে ভোজন করাতে হবে।

অযুগ্মান্ ইতরেষু ।। ১৪।।

অনুবাদ—অন্যান্য দিনে অযুগ্মসংখ্যক (ব্রাহ্মণ ভোজন করাবেন)।

প্রদক্ষিণম্ উপচারো যবৈস্ তিলার্থঃ।। ১৫।।

অনুবাদ—অনুষ্ঠেয় কর্ম বাম থেকে ডানদিকে করতে হয়; তিলের স্থলে যব ব্যবহার করতে হয়।

বিবৃতি—বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ ও পূর্তশ্রাদ্ধে (১৩ নং সূ .দ্র.) কাজগুলি বাম থেকে শুরু করে ডানদিকে শেষ করতে হয়, অন্যান্য শ্রাদ্ধে কিন্তু কাজগুলি প্রসব্যক্রমে অর্থাৎ ডান থেকে বামদিকে করতে হবে।

ষষ্ঠ খণ্ড (২/৬)

রথম্ আরোক্ষ্যন্ নানা পাণিভ্যাং চক্রে অভিমৃশেত্।
অহং তে পূর্বং পাদাব্ আলভেদ্ বৃহদ্রথন্তরে তে চক্রে।। ১।।

অনুবাদ—রথে আরোহণ করার সময়ে 'অহং তে—' (আমি তোমার সামনের পা দুটি স্পর্শ করছি, বৃহৎ ও রথন্তর তোমার দুটি চক্র) এই মন্ত্রে হাত দিয়ে পৃথক দুটি চক্র স্পর্শ করবেন।

বিবৃতি—একই সময়ে ডান হাত দিয়ে দক্ষিণ চক্র এবং বাম হাত দিয়ে বাম চক্র স্পর্শ করতে হবে, একটিকে স্পর্শ করার পরে অপরটি স্পর্শ করলে চলবে না। দূর দেশে যেতে হলে প্রথমবার রথে ওঠার সময়েই চক্রকে স্পর্শ করতে হয়, পথে প্রয়োজনে বার বার উঠতে হলে নয়।

বামদেব্যমক্ষ ইত্যক্ষাধিষ্ঠানে।। ২।।

অনুবাদ—'বামদেব্যমক্ষ' (ধুরা হচ্ছে বামদেব্য)এই মন্ত্রে অক্ষের দুই অধিষ্ঠান স্পর্শ করবেন।

দক্ষিণপূর্বাভ্যাম্ আরোহেত্; বায়োষ্ট্বা
বীর্যেণারোহামীন্দ্রস্যৌজসাধিপত্যেনেতি।। ৩।।

অনুবাদ—'বায়োষ্ট্বা—' (বায়ুর বীর্যের দ্বারা, ইন্দ্রের শক্তি ও আধিপত্যের দ্বারা আমি তোমাতে আরোহণ করছি)—এই মন্ত্রে তিনি দক্ষিণ চরণ পূর্বে স্থাপন করে রথে আরোহণ

করবেন।

বিবৃতি—দক্ষিণ-পূর্বাভ্যাম্ = এমন দুই চরণ যার দক্ষিণটি পূর্বে আছে অর্থাৎ ডান পা আগে রেখে।

রশ্মীন্ সংমৃশেদ্ অরশ্মিকান্ বা দণ্ডেন। ব্রহ্মণো বস্তেজসা সংগৃহ্ণামি সত্যেন বঃ সংগৃহ্ণামীতি।। ৪।।

অনুবাদ—'ব্রহ্মণো—' (ব্রহ্মের তেজ দ্বারা তোমাদের গ্রহণ করছি, সত্য দ্বারা তোমাদের গ্রহণ করছি) এই মন্ত্রে অশ্বের রশ্মি স্পর্শ করবেন; রশ্মি না থাকলে দণ্ড দ্বারা অশ্বকে স্পর্শ করবেন।

বিবৃতি—রশ্মি = লাগাম।

অভিপ্রবর্তমানেষু জপেত্ সহস্রসনিং বাজমভিবর্তস্ব রথদেব প্রবহ্ বনস্পতে বীড়্বঙ্গো হি ভূয়া ইতি।। ৫।।

অনুবাদ—অশ্বগুলি সম্মুখে এগিয়ে চলতে থাকলে 'সহস্র—' (সহস্রপ্রদ শক্তিতে অগ্রসর হও, হে রথদেব বহন কর) এবং 'বনস্পতে—' (ঋ. ৬।৪৭।২৬) মন্ত্র জপ করবেন।

এতয়ান্যান্যপি বানস্পত্যানি।। ৬।।

অনুবাদ—এই ঋক্ দ্বারা অন্যান্য কাষ্ঠনির্মিত বস্তুও (স্পর্শ করবেন)।

বিবৃতি—শকট ইত্যাদি অন্যান্য কাষ্ঠনির্মিত যানেও আরোহণ করার সময়ে এই মন্ত্রে স্পর্শ করতে হয়। এই মন্ত্র বলতে সম্ভবত 'বনস্পতে—' মন্ত্রটিকেই বুঝানো হয়েছে।

স্থিরৌ গাবৌ ভবতাং বীলু রক্ষ ইতি রথাঙ্গম্ অভিমৃশেত্।। ৭।।

অনুবাদ—'স্থিরৌ—' (ঋ. ৩।৫৩।১৭)এই মন্ত্রে রথের প্রত্যেক অঙ্গ স্পর্শ করবেন।

বিবৃতি—এই মন্ত্রের মধ্যে যে যে অঙ্গের উল্লেখ আছে, শকট প্রভৃতির সেই সেই অঙ্গ অর্থাৎ অক্ষ (axle), ঈষা ও যুগ স্পর্শ করতে হয়। রথের ক্ষেত্রে এই মন্ত্র প্রযোজ্য নয়, কারণ রথে গরু থাকে না।

সুত্রামাণং পৃথিবীং দ্যামনেহসম্ ইতি নাবম্।। ৮।।

অনুবাদ—'সুত্রামাণং—' (ঋ.১০।৬৩।১০)—এই মন্ত্রে নৌকায় আরোহণ করবেন।

নবরথেন যশস্বিনং বৃক্ষং হ্রদং বাবিদাসিনং প্রদক্ষিণং কৃত্বা ফলবতীঃ শাখা আহরেত্।।৯।।

অনুবাদ—নূতন রথে যাওয়ার সময়ে কোন একটি বিখ্যাত বৃক্ষ অথবা অশুষ্ক হ্রদকে প্রদক্ষিণ করে একটি ফলবতী বৃক্ষশাখা নিয়ে আসবেন।

বিবৃতি—৫নং সূত্র পর্যন্ত নির্দেশগুলি পালন করে এই সূত্রে বিহিত কর্মটি করতে হয়। ফলবতী শাখা বলতে আম, জাম ইত্যাদি বৃক্ষের শাখাকে বুঝতে হবে।

অন্যদ্ বা কৌটুম্বম্।। ১০।।

অনুবাদ—অথবা আত্মীয়-স্বজনদের উপযোগী অন্য (কোন বস্তু সংগ্রহ করবেন)।

সংসদম্ উপযায়াত্।। ১১।।

অনুবাদ—(সেই রথে করে) গৃহের নিকট আসবেন।

বিবৃতি—বৃত্তি অনুযায়ী সংসদ্ শব্দের অর্থ গৃহ।

অস্মাকমুত্তমং কৃধীত্যাদিত্যম্ ঈক্ষমাণো জপিত্বাবরোহেত্।। ১২।।

অনুবাদ—সূর্যের দিকে তাকিয়ে থেকে 'অস্মাকম্—' (ঋ.৪। ৩১।১৫) এই মন্ত্র জপ করে নূতন রথ থেকে নামবেন।

ঋষভং মা সমানানাম্ ইত্যভিক্রামন্।। ১৩।।

অনুবাদ— গৃহে প্রবেশ করতে করতে 'ঋষভং-' (ঋ.১০।১৬৬।১)—এইমন্ত্র জপ করবেন।

বয়মদ্যেন্দ্রস্য প্রেষ্ঠা ইত্যস্তং যাত্যাদিত্যে ।। ১৪ ।।

অনুবাদ— সূর্যাস্ত হতে থাকলে 'বয়মদ্যে—' (ঋ. ১।১৬৭।১০) এই মন্ত্র জপ করবেন।

তদ্বো দিবো দুহিতরো বিভাতীর্ ইতি ব্যুষ্টায়াম্।। ১৫।।

অনুবাদ—প্রভাত হলে 'তদ্বো-' (ঋ.৪।৫১।১১) এই মন্ত্র জপ করবেন।

বিবৃতি—'ঋষভ-,' 'বয়মদ্য-' এবং 'তদ্বো-' এই তিনটি হচ্ছে পরিভাষায় যাকে 'মন্ত্র' বলে তারই প্রতীক । মন্ত্র বলে এগুলি উপাংশু অর্থাৎ স্বগতকণ্ঠে পাঠ করতে হবে। ৯-১৫ নং সূত্রে যা যা বলা হল সেগুলি নূতন রথের ক্ষেত্রেই করতে হয়।

সপ্তম খণ্ড (২/৭)

অথাতো বাস্তুপরীক্ষা।।১।।

অনুবাদ—এরপর বাস্তু-পরীক্ষা (বিষয়ে বলা হচ্ছে)।

বিবৃতি—বৃত্তিকারের মতে 'অতঃ' শব্দটি কারণ বোঝাচ্ছে। এরপর এই কারণে বাস্তুপরীক্ষার বিষয়ে বলা হচ্ছে যে, বৃদ্ধি ও সমৃদ্ধি গৃহকে অবলম্বন করেই হয়ে থাকে।

অনূখরম্ অবিবদিষ্ণু ভূম।। ২।।

অনুবাদ—ঊষরতাশূন্য বিবাদহীন ভূমি (হচ্ছে গৃহনির্মাণের উপযুক্ত স্থান)।

বিবৃতি—উখর = উষর। ভূম = ভূমি।

ওষধিবনস্পতিবত্।। ৩।।

অনুবাদ—ভূমিটি ওষধি- ও বনস্পতি-যুক্ত হবে।

বিবৃতি—স্থানটিতে নানা ওষধি ও বড় বড় গাছপালা থাকা চাই।

যস্মিন্ কুশবীরিণং প্রভূতম্।।৪।।

অনুবাদ—যেখানে প্রচুর কুশ ও বীরিণ ঘাস (থাকবে সেখানে গৃহনির্মাণ করতে হবে)।

কণ্টকিক্ষীরিণস্ তু সমূলান্ পরিখায়োদ্‌বাসয়েদ্ অপামার্গঃ শাকস্ তিল্বকঃ পরিব্যাধ ইতি চৈতানি।। ৫।।

অনুবাদ—কাঁটা ও দুগ্ধতুল্য রসবিশিষ্ট গাছ এবং অপামার্গ, শাক, তিল্বক, পরিব্যাধ গাছগুলি মূলসমেত কেটে ফেলে দিতে হবে।

যত্র সর্বত আপো মধ্যং সম্-এত্য প্রদক্ষিণং শয়নীয়ং পরীত্য প্রাচ্যঃ স্যন্দেরন্ন্ অপ্রবদত্যস্ তত্ সর্বং সমৃদ্ধম্।।৬।।

অনুবাদ—যে স্থানে চারদিক থেকে জল মধ্যস্থানে এসে শয়নস্থানকে প্রদক্ষিণ করে পূর্বাভিমুখে নিঃশব্দে প্রবাহিত হয় সেই সব স্থান গৃহনির্মাণের পক্ষে সমৃদ্ধ।

বিবৃতি—জমির চার দিক উঁচু, মাঝখান নীচু, পূর্বদিক সামান্য ঢালু করে গৃহ নির্মাণ করতে হয়। পূর্ব দিকে শয়নগৃহ করতে হবে। জল যাতে নিঃশব্দে নির্গত হতে পারে এমনভাবে শয়নগৃহের উত্তর দিকে একটি নালি তৈরী করতে হয়।

সমবস্রবে ভক্তশরণং কারয়েত্ ।।৭।।

অনুবাদ—জলনির্গমনের পথে একটি ভাণ্ডারগৃহ নির্মাণ করাবেন।

বিবৃতি—পূর্বদিকে জলনির্গমনের দিকে রান্নাঘর করতে হয়।

বহ্বন্নং হ ভবতি ।।৮।।

অনুবাদ—এমন হলে ঘরটি বহু অন্ন-যুক্ত হয়।

দক্ষিণাপ্রবণে সভাং মাপয়েত্ সাদ্যূতা হ ভবতি।।৯।।

অনুবাদ—দক্ষিণে ঢালু একটি সভাগৃহ নির্মাণ করাবেন; সেখানে কিন্তু দ্যূতক্রীড়া হবে না।

বিবৃতি—উত্তরদিকে ডান দিক ঢালু স্থানে সভাগৃহ নির্মাণ করা হবে, সেখানে কিন্তু কোন

দ্যূতক্রীড়ার আসর বসবে না। সভা = বৈঠকখানা।

যুবানস্ তস্যাং কিতবাঃ কলহিনঃ প্রমায়ুকা ভবন্তি।। ১০।।

অনুবাদ—যুবকেরা সেই সভায় দাম্ভিক হয়, কলহ করে এবং অল্প বয়সে মারা যায়।

বিবৃতি—দক্ষিণে ঢালু স্থানে সভাগৃহ- নির্মাণে কিছু দোষও ঘটে। সেখানে সভাগৃহ নির্মিত হলে যুবকেরা দাম্ভিক হয়ে ওঠে, কলহপরায়ণ হয় এবং অল্পায়ু হয়। তাই পরবর্তী সূ. দ্র.।

যত্র সর্বত আপঃ প্রস্যন্দেরন্ সা স্বস্তয়ন্যদ্যূতা চ ।। ১১।।

অনুবাদ—যেখানে তাই সব দিক থেকে জল আসে সেই স্থানে নির্মিত সভা মঙ্গলজনক ও দ্যূতক্রীড়াশূন্য হয়।

অষ্টম খণ্ড (২/৮)

অথৈতৈর্ বাস্তু পরীক্ষেত।।১।।

অনুবাদ—এরপর এইভাবে বাস্তুভূমি পরীক্ষা করবেন।

জানুমাত্রং গর্তং খাত্বা তৈর্ এব পাংসুভিঃ প্রতিপূরয়েত্।। ২।।

অনুবাদ—জানুপরিমাণ গর্ত খনন করে সেই পাংসুগুলি দ্বারাই গর্তটি পূর্ণ করবেন।

বিবৃতি—জানুমাত্র = এক-হাঁটু-পরিমাণ। তৈঃ = খুঁড়ে যে মাটি উঠেছে সেগুলি দ্বারা।

অধিকে প্রশস্তং সমে বার্তং ন্যূনে গর্হিতম্।। ৩।।

অনুবাদ—গর্ত পূরণ করার পর পাংশু অধিক হলে বেশ ভাল, গর্তপূরণের পক্ষে সমান হলে মধ্যমানের, কম হয়ে গেলে খারাপ।

বিবৃতি—বার্তম্ = বৃত্তিঘটিত, চলার বা থাকার মতো।

অস্তম্-ইতে-হপাং সুপূর্ণং পরিবাসয়েত্ ।।৪।।

অনুবাদ—সূর্য অস্ত গেলে গর্তটি রাত্রিতে জল দিয়ে পরিপূর্ণ করে রেখে দেবেন।

সোদকে প্রশস্তম্ আর্দ্রে বার্তং শুষ্কে গর্হিতম্।। ৫।।

অনুবাদ—সকালে গর্তটি জলপূর্ণ থাকলে বুঝতে হবে যে মাটি বেশ ভাল, আর্দ্র থাকলে মধ্যমানের, শুষ্ক হলে খারাপ।

শ্বেতং মধুরাস্বাদং সিকতোত্তরং ব্রাহ্মণস্য।। ৬।।

অনুবাদ—শ্বেতবর্ণ, মধুর আস্বাদযুক্ত এবং উপরিতলে বালুকাবহুল ভূমি ব্রাহ্মণের পক্ষে

উপযোগী।

লোহিতং ক্ষত্রিয়স্য।। ৭।।

অনুবাদ— লোহিতবর্ণবিশিষ্ট ভূমি ক্ষত্রিয়ের (পক্ষে প্রশস্ত)।

বিবৃতি— লালবর্ণের, মিষ্ট-আস্বাদযুক্ত এবং বালিবহুল যে জমি তা ক্ষত্রিয়ের পক্ষে প্রশস্ত।

পীতং বৈশ্যস্য।। ৮।।

অনুবাদ—পীতবর্ণ ভূমি বৈশ্যের পক্ষে (প্রশস্ত)।

তত্ সহস্রসীতং কৃত্বা যথাদিক্ সমচতুর্-অস্রং মাপয়েত্।। ৯।।

অনুবাদ—সেই ভূমিতে সহস্রবার হলকর্ষণ করে সমচতুষ্কোণাকৃতির স্থান মেপে নেবেন।

আয়তচতুর্-অস্রং বা ।।১০।।

অনুবাদ—অথবা একটি চতুষ্কোণ আয়তক্ষেত্র মেপে নেবেন।

বিবৃতি—আয়ত = দীর্ঘ, পূর্ব দিকে দীর্ঘ।

তচ্ ছমীশাখয়োদুম্বরশাখয়া বা শন্তাতীয়েন ত্রিঃ প্রদক্ষিণং পরিব্রজন্ প্রোক্ষতি।।১১।।

অনুবাদ—শন্তাতীয় সূক্ত আবৃত্তি করতে করতে ভূমিকে তিনবার প্রদক্ষিণক্রমে পরিক্রমা করতে করতে শমীবৃক্ষের বা উদুম্বরবৃক্ষের শাখা দিয়ে সেখানে জল ছিটাবেন।

বিবৃতি—'শং ন ইন্দ্রাগ্নী-' (ঋ. ৭। ৩৫) সূক্তটির নাম 'শন্তাতীয়'। এই সূক্তটির পাঠ শেষ হলে তবে পরিক্রমা করবেন। কেবল এখানে নয়, সর্বত্রই মন্ত্র দ্বারা কিছু করতে হলে মন্ত্রপাঠের শেষে তা করতে হয়, কারণ মন্ত্রটি সেখানে করণ এবং অসম্পূর্ণ যে করণ তা করণ নয়। যেমন কুঠার অসম্পূর্ণ হলে তা দিয়ে কোন-কিছু ছেদন করা যায় না। মন্ত্রটি প্রত্যেকবারই পরিক্রমার আগে তাই পাঠ করতে হবে।

অবিচ্ছিন্নয়া চোদকধারয়া। আপো হি ষ্ঠা ময়োভুব ইতি তৃচেন।।১২।।

অনুবাদ—এবং আবার তিনি 'আপো হি —' (ঋ.১০। ৯।১-৩) এই তিন মন্ত্র আবৃত্তি করতে করতে অবিচ্ছিন্নভাবে জলধারা দ্বারা সেচন করবেন।

বিবৃতি—তিনবার প্রদক্ষিণক্রমে পরিক্রমা করতে করতে এই মন্ত্রদ্বারা অবিরাম জলধারা সেচন করবেন। তিনবারই জলধারা সেচন করবেন এবং মন্ত্রও তিনবারই পাঠ করবেন।

বংশান্তরেষু শরণানি কারয়েত্।। ১৩।।

অনুবাদ—দুটি বংশের মধ্যে পৃথক পৃথক কক্ষ নির্মাণ করাবেন।

বিবৃতি—যতগুলি বাঁশ ব্যবহার করা হয়েছে সেগুলির প্রত্যেক দুটি দুটি বাঁশের মাঝে দেওয়াল দিয়ে গৃহ (ক্ষুদ্র কক্ষ) তৈরী করবেন।

গর্তেষ্ববকাং শীপালম্ ইত্যবধাপয়েন্ নাস্যাগ্নির্দাহুকো ভবতীতি বিজ্ঞায়তে।। ১৪।।

অনুবাদ—যে গর্তগুলিতে গৃহের স্তম্ভগুলি স্থাপন করা হবে সেই গর্তগুলিতে অবকা ও শীপাল (= জলজ গুল্ম) স্থাপন করবেন, কারণ বেদ থেকে জানা যায় 'নাস্যাগ্নি—' (অগ্নি এর দাহক হতে পারে না)।

বিবৃতি—গর্তে অবকা ও শীপাল দিলে গৃহ অগ্নিতে দগ্ধ হয় না বলে জানা যায়।

মধ্যমস্থূণায়া গর্তেঽবধায় প্রাগ্-অগ্রোদগ্-অগ্রান্ কুশান্ আস্তীর্য ব্রীহিযবমতীর্ অপ আসেচয়েত্। অচ্যুতায় ভৌমায় স্বাহেতি।। ১৫।।

অনুবাদ—মাঝখানের স্তম্ভটির গর্তে অবকা ও শীপাল স্থাপন করে পূর্বমুখী ও উত্তরমুখী করে কুশগুলি বিস্তৃত করে 'অচ্যুতায়-' (ভৌম অচ্যুতকে স্বাহা) এই মন্ত্রে ব্রীহি ও যবপূর্ণ জল সেচন করবেন।

অথৈনাম্ উচ্ছ্রিয়মাণাম্ অনুমন্ত্রয়েতেহৈব তিষ্ঠ নিমিতা তিল্বিলাস্তাভিরাবতীং মধ্যে পোষস্য তিষ্ঠন্তীম্। আ ত্বা প্রাপন্নঘায়ব আ ত্বা কুমারস্তরুণ আ বত্সো জায়তাং সহ। আ ত্বা পরিশ্রিতঃ কুম্ভ আ দধ্নঃ কলশৈরয়ন্ ইতি।। ১৬।।

অনুবাদ—এর পর সেই মাঝের স্তম্ভটি গর্তে সোজাভাবে স্থাপন করা হতে থাকলে ঐ স্তম্ভকে 'ইহৈব-' (ভূমিতে স্থিরভাবে অবস্থিত তুমি ঋদ্ধিমান্, দীর্ঘস্থায়ী হয়ে, পুষ্টির মধ্যে বর্তমান থেকে এখানেই অবস্থান কর। অশুভজনেরা যেন তোমাকে স্পর্শ করতে না পারে। তরুণ পুত্রসন্তান যেন তোমার নিকট আগমন করে, তার সঙ্গে তরুণ গোবৎস যেন তোমার গৃহে জন্মলাভ করে, তোমার নিকট যেন পরিস্রুত কুম্ভ আসে, তোমার কাছে যেন দধির কলশ আগত হয়) এই মন্ত্রে অনুমন্ত্রণ করবেন।

বিবৃতি—অনুমন্ত্রণের লক্ষণ (definition) সম্পর্কে বলা হয়েছে "মন্ত্রম্ উচ্চারয়ন্নেব মন্ত্রার্থত্বেন সংস্মরেত্। শেষিণং তন্মনা ভূত্বা স্যাদ্ এতদ্ অনুমন্ত্রণম্।।"- মন্ত্র উচ্চারণ করতে করতে মন্ত্রের যা উদ্দিষ্ট তা একাগ্রমনে স্মরণ করা। সূত্রে প্রায়ই অনু-মন্ত্র দ্বারা এই অনুমন্ত্রণ বিহিত হয়ে থাকে।

নবম খণ্ড (২/৯)

বংশম্ আধীয়মানম্।।১।।

অনুবাদ—মাঝের খুঁটির উপর যে বংশ স্থাপিত হচ্ছে তাকে অনুমন্ত্রণ করবেন।

বিবৃতি— অনুমন্ত্রণের মন্ত্রটি পরবর্তী সূত্রে বলা হচ্ছে।

ঋতেন স্থূণামধিরোহ বংশ দ্রাঘীয় আয়ুঃ প্রতরং দধানা ইতি।।২।।

অনুবাদ—'ঋতেন-' (হে বংশ, দীর্ঘ ও বিস্তৃত আয়ু দান করতে করতে ঋতের দ্বারা স্থূণাতে আরোহণ কর) এই মন্ত্রে অনুমন্ত্রণ করবেন।

বিবৃতি—কেউ কেউ কেবল মাঝের স্তম্ভের বা খুঁটির উপর যে বাঁশটি রাখা হচ্ছে সেইটির ক্ষেত্রে নয়, প্রত্যেকটি বাঁশ রাখার সময়েই এই মন্ত্রটি পাঠ করেন।

সদূর্বাসু চতসৃষু শিলাসু মণিকং প্রতিষ্ঠাপয়েত্ পৃথিব্যা অধি সংভবেতি।।৩।।

অনুবাদ—দূর্বাযুক্ত চারটি শিলাতলে 'পৃথিব্যা-' (পৃথিবীর উপর সম্ভূত হও) এই মন্ত্রে একটি জলভাণ্ড রাখবেন।

অরঙ্গরো বাবদীতি ত্রেধা বদ্ধো ইরামু হ প্রশংসত্যনিরাপবাধতাম্ ইতি বা।। ৪।।

অনুবাদ—অথবা 'অরঙ্গরো-' (বন্ধনরজ্জুর দ্বারা তিনবার আবদ্ধ অরঙ্গর খুব শব্দ করছে, ও মঙ্গল প্রশংসা করছে, সে অমঙ্গল দূর করুক) এই মন্ত্রে জলভাণ্ডটি রাখবেন।

অথাস্মিন্ন্ অপ আসেচয়েত্, ঐতু রাজা বরুণো রেবতীভিরস্মিন্ স্থানে তিষ্ঠতু মোদমানঃ। ইরাং বহন্তো ঘৃতমুক্ষমাণা মিত্রেণ সাকং সংবিশন্ত্বিতি।। ৫।।

অনুবাদ—এরপর 'ঐতু রাজা-' (রাজা বরুণ প্রাচুর্যের সঙ্গে হৃষ্ট মনে এখানে আগমন করুন, কল্যাণ বহন করে, ঘৃত প্রোক্ষণ করতে করতে তিনি মিত্রের সঙ্গে এখানে অবস্থান করুন) এই মন্ত্রে ঐ শূন্য ভাণ্ডে জল ঢালবেন।

বিবৃতি—ভাণ্ডটিকে জলপূর্ণ করার জন্য এই মন্ত্রে জল ঢালতে হবে।

অথৈনচ্ছময়তি।। ৬।।

অনুবাদ—এরপর এই বাস্তুকে শান্ত করবেন।

বিবৃতি—বাস্তুশান্তির জন্য যা করণীয় তা এবার করতে হয়।

ব্রীহিযবমতীভির্ অদ্ভির্ হিরণ্যম্ অবধায় শন্তাতীয়েন ত্রিঃ প্রদক্ষিণং পরিব্রজন্ প্রোক্ষতি।।৭।।

অনুবাদ—ব্রীহি ও যবে পূর্ণ জলে সুবর্ণ স্থাপন করে শন্তাতীয় মন্ত্র দ্বারা তিনবার প্রদক্ষিণক্রমে পরিক্রমা করতে করতে সেই জল ছিটাবেন।

বিবৃতি—চাল ও যবে পূর্ণ জলে স্বর্ণখণ্ড রেখে এই কর্মটি করতে হয়। প্রসঙ্গত ২।৮,১১-১২ সূ. দ্র.।

অবিচ্ছিন্নয়া চোদকধারয়া আপো হি ষ্ঠা ময়োভুব ইতি তৃচেন।।৮।।

অনুবাদ—এবং আবার 'আপো হি-' (ঋ.১০। ৯।১-৩) ইত্যাদি তিনটি মন্ত্র আবৃত্তি করতে করতে অবিচ্ছিন্নভাবে জলধারা সেচন করবেন।

মধ্যেঽগারস্য স্থালীপাকং শ্রপয়িত্বা বাস্তোষ্পতে প্রতিজানীহ্যস্মান্ ইতি চতসৃভিঃ প্রত্যচং হুত্বান্নং সংস্কৃত্য ব্রাহ্মণান্ ভোজয়িত্বা শিবং বাস্তু শিবং বাস্ত্বিতি বাচয়ীত।। ৯।।

অনুবাদ—গৃহের মধ্যে স্থালীপাক পাক করে 'বাস্তোষ্পতে'— (ঋ.৭।৫৪।১) ইত্যাদি চারটি ঋকের প্রতিটির দ্বারা তা আহুতি দিয়ে, অন্ন পাক করে ব্রাহ্মণদের ভোজন করিয়ে 'শিবং-' (বাস্তুর মঙ্গল হোক, বাস্তুর মঙ্গল হোক) এই কথাটি তাঁদের দিয়ে বলাবেন।

বিবৃতি—স্থালীপাকের আগে এই গৃহে অন্য কোন রন্ধন করা চলবে না। 'শিবং বাস্তু শিবং বাস্তু ভবন্তো ব্রুবন্তু' (বাস্তুর মঙ্গল হোক, বাস্তুর মঙ্গল হোক এই কথা আপনারা বলুন)— এই অনুরোধ করা হলে ব্রাহ্মণেরা 'শিবং-' বাক্যটি বলবেন।

দশম খণ্ড (২/১০)

উক্তং গৃহপ্রপদনম্।। ১।।

অনুবাদ—গৃহপ্রবেশের বিষয় বলা হয়েছে।

বিবৃতি—শ্রৌতসূত্রে 'প্রপদ্যেত গৃহানহং-' (২।৫।১৭) অংশে যা বলা হয়েছে তা এখানেও করতে হবে। মতান্তরে সূত্রের অর্থ হল— মণিকাস্থাপন থেকে এই পর্যন্ত যা বলা হল তার নাম 'গৃহপ্রপদন'। মণিকা-স্থাপনের আগেই তাই বীজ স্থাপন করে নিঃশব্দে গৃহে প্রবেশ করতে হবে।

বীজবতো গৃহান্ প্রপদ্যেত।। ২।।

অনুবাদ—বীজপূর্ণ গৃহে প্রবেশ করবেন।

বিবৃতি—মণিকাস্থাপন থেকে বীজযুক্ত গৃহে প্রবেশ পর্যন্ত কর্মগুলি জীর্ণ গৃহের সংস্কার করে সেখানে প্রবেশের সময়েও করতে হয়।

ক্ষেত্রং প্রকর্ষয়েদ্ উত্তরৈঃ প্রোষ্ঠপদৈঃ ফল্গুনীভী রোহিণ্যা বা।।৩।।

অনুবাদ—উত্তর প্রোষ্ঠপদা, উত্তরফল্গুনী অথবা রোহিণী নক্ষত্রযুক্ত দিনে ক্ষেত্রকে কর্ষণ করাবেন।

বিবৃতি—এই তিন সময়ে কৃষিকর্ম শুরু করতে হয়।

ক্ষেত্রস্যানু বা তং ক্ষেত্রস্য পতিনা বয়ম্ ইতি প্রত্যৃচং জুহুয়াজ্ জপেদ্ বা।। ৪।।

অনুবাদ—ক্ষেত্রটির কর্ষণের পরে অথবা সেখানে গিয়ে 'ক্ষেত্রস্য-' (ঋ.৪।৫৭) এই সূক্তের প্রত্যেক মন্ত্রের দ্বারা আহুতি দেবেন অথবা সূক্তটি জপ করবেন।

বিবৃতি—সূত্রকার পাঠ্যমন্ত্রগুলি নির্দেশ করার সময়ে কয়েকটি প্রতীকের সাহায্য নিয়েছেন, সাধারণত কোন মন্ত্রের সম্পূর্ণ প্রথম চরণ গ্রহণ করলে তা কেবল সংশিষ্ট সম্পূর্ণ মন্ত্রটিকে বুঝিয়ে থাকে। এখানে কিন্তু প্রাসঙ্গিকতা উপেক্ষা না করে সমগ্র সূক্তটিকেই বুঝতে হবে।

গাঃ প্রতিষ্ঠমানা অনুমন্ত্রয়েত ময়োভূর্বাতো অভি বাতূস্রা ইতি দ্বাভ্যাম্ ।। ৫।

অনুবাদ—গাভীগুলি যখন তৃণভক্ষণের জন্য মাঠে যাবে তখন 'ময়োভূ-' (ঋ.১০।১৬৯।১) এই দুটি মন্ত্রের দ্বারা অনুমন্ত্রণ করবেন।

আয়তীঃ। যাসামূধশ্চতুর্বিলং মধোঃ পূর্ণং ঘৃতস্য চ। তা নঃ সন্তু পয়স্বতীর্বহ্বীর্গোষ্ঠে ঘৃতাচ্যঃ। উপ মৈতু ময়োভুব উর্জং চৌজশ্চ বিভ্রতীঃ। দুহানা অক্ষিতং পয়ো ময়ি গোষ্ঠে নিবিশধ্বং যথা ভবাম্যুত্তমো যা দেবেষু তন্বমৈরয়ন্তেতি চ সূক্তশেষম্।। ৬।।

অনুবাদ—প্রত্যাবর্তনকারী গাভীগুলিকে 'যাসামূধ-' (যাদের স্তনগুলি চারটি ছিদ্রযুক্ত ও ঘৃত ও মধুর দ্বারা পূর্ণ, তাঁরা আমাদের গোশালায় দুগ্ধপূর্ণ, বহুসংখ্যক ও ঘৃতপূর্ণ হোক। তেজ ও শক্তি ধারণ করে মঙ্গলস্বরূপ তারা আমাদের কাছে আসুন। অনন্ত দুগ্ধ দোহন করে তারা আমাদের গোশালায় প্রবেশ করুক যাতে আমি সর্বশ্রেষ্ঠ হতে পারি) এবং সূক্তটির অবশিষ্ট 'যা দেবেষু-' (ঋ. ১০।১৬৯।৩,৪) অংশ দ্বারা অনুমন্ত্রণ করবেন।

আগাবীয়ম্ একে।। ৭।।

অনুবাদ—এইস্থলে অনেকে আগাবীয় সূক্ত (ঋ. ৬।২৮) পাঠ করেন।

বিবৃতি—গাভীগুলির প্রত্যাবর্তনের সময়ে 'যাসাম্ ঊধ-' ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ না করে কেউ কেউ 'আ বা-' সূক্তটি দিয়ে তাদের অনুমন্ত্রণ করেন।

গণান্ আসাম্ উপতিষ্ঠেতাগুরুগবীনাং ভূতাঃ স্থ প্রশস্তা স্থ শোভনা প্রিয়াঃ প্রিয়ো বো ভূয়াসং শং ময়ি জানীধ্বং শং ময়ি জানীধ্বম্।। ৮।।

অনুবাদ—যে গাভীগুলি তার গুরুর নয় তাদের প্রত্যহ 'ভূতাঃ স্থ—' (তোমরা সমৃদ্ধ, তোমরা শ্রেষ্ঠ, তোমরা সুন্দর ও প্রিয়, আমি যেন তোমাদের প্রিয় হতে পারি, তোমরা যেন আমার মধ্যে শান্তি খুঁজে পাও) এই মন্ত্রে প্রণাম জানাবেন।

বিবৃতি—গৃহের গরুগুলিকে প্রণাম জানাতে হয়, কিন্তু তার মধ্যে গুরুর কোন গরু থাকলে তাকে প্রণাম জানাবেন না। সর্বত্র দাঁড়িয়েই প্রণাম-মন্ত্র পাঠ করতে হয়। মন্ত্র দ্বারা এই যে প্রণাম-নিবেদন তা 'উপস্থান' নামে পরিচিত। 'শং ময়ি-' অংশটি দু-বার উল্লেখ করে অধ্যায়ের সমাপ্তি যে এখানেই ঘটছে তা সূচিত করা হল।

তৃতীয় অধ্যায়

প্রথম খণ্ড (৩/১)

অথাতঃ পঞ্চ যজ্ঞাঃ।। ১।।

অনুবাদ—এরপর পঞ্চযজ্ঞ (ব্যাখ্যা করব)।

বিবৃতি—বৃত্তি অনুযায়ী 'অতঃ' শব্দটি হেতু বোঝাতে প্রয়োগ করা হয়েছে। যেহেতু এই যজ্ঞগুলি দ্বারা মহান নিশ্চিত মঙ্গল লাভ হয় তাই পঞ্চ মহাযজ্ঞের কথা এখন বলা হবে—অভিপ্রায় এখানে এই।

দেবযজ্ঞো ভূতযজ্ঞঃ পিতৃযজ্ঞো ব্রহ্মযজ্ঞো মনুষ্যযজ্ঞ ইতি।। ২।।

অনুবাদ—দেবযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, ব্রহ্মযজ্ঞ ও মনুষ্যযজ্ঞ —এই হল সেই পঞ্চ যজ্ঞ।

তদ্ যদ্ অগ্নৌ জুহোতি স দেবযজ্ঞো যদ্ বলিং করোতি স ভূতযজ্ঞো যত্ পিতৃভ্যো দদাতি স পিতৃযজ্ঞো যত্ স্বাধ্যায়ম্ অধীয়তে স ব্রহ্মযজ্ঞো যন্ মনুষ্যেভ্যো দদাতি স মনুষ্যযজ্ঞ ইতি।।৩।।

অনুবাদ—তার মধ্যে অগ্নিতে যে আহুতি দেন তা দেবযজ্ঞ, যে অন্ন উপহার প্রদান করেন তা ভূতযজ্ঞ, পিতৃগণকে যে পিণ্ড প্রভৃতি সম্প্রদান করেন তা পিতৃযজ্ঞ, বেদ যে পাঠ করেন তা ব্রহ্মযজ্ঞ, মানুষের উদ্দেশে যা- কিছু দেন তা মনুষ্যযজ্ঞ।

বিবৃতি—১।২।২,৩,১১ সূত্রে দেবযজ্ঞ, বলিহরণ বা ভূতযজ্ঞ এবং পিতৃযজ্ঞের কথা বলা হয়ে গিয়েছে। দেবযজ্ঞে অগ্নিহোত্রের তিন দেবতা অগ্নি, সূর্য, প্রজাপতি ও বনস্পতি সোম ইত্যাদি এই মোট দশ দশ দেবতা (১।২।৩ দ্র.)।

তান্ এতান্ যজ্ঞান্ অহর্ অহঃ কুর্বীত ।।৪।।

অনুবাদ—এই যজ্ঞগুলি প্রতিদিন করবেন।

দ্বিতীয় খণ্ড (৩/২)

অথ স্বাধ্যায়বিধিঃ।।১।।

অনুবাদ—এরপর বেদ- অধ্যয়নের নিয়ম (বলা হচ্ছে)।

বিবৃতি—স্বাধ্যায় = নিজ পাঠ, গুরুগৃহে নিজ সম্প্রদায়ের বেদবিদ্যা গ্রহণ করা, গৃহে প্রত্যাবর্তন করে প্রত্যহ নিজ বেদ পাঠ করা।

প্রাগ্ বোদগ্ বা গ্রামান্ নিষ্ক্রম্যাপ আপ্লুত্য শুচৌ দেশে যজ্ঞোপবীত্যাচম্যাক্লিন্নবাসা দর্ভাণাং মহদ্ উপস্তীর্য প্রাক্কূলানাং তেষু প্রাঙ্মুখ উপবিশ্যোপস্থং কৃত্বা দক্ষিণোত্তরৌ পাণী সংধায় পবিত্রবন্তৌ বিজ্ঞায়তেঽপাং বা এষ ওষধীনাং রসো যদ্ দর্ভাঃ সরসম্ এব তদ্ ব্রহ্ম করোতি। দ্যাবাপৃথিব্যোঃ সন্ধিম্ ঈক্ষমাণঃ সংমীল্য বা যথা বা যুক্তম্ আত্মানং মন্যেত তথা যুক্তোঽধীয়ীত স্বাধ্যায়ম্।।২।।

অনুবাদ—গ্রাম থেকে নির্গত হয়ে পূর্ব বা উত্তরদিকে গিয়ে, জলে স্নান করে, পরিষ্কার স্থানে যজ্ঞোপবীত ধারণ করে, আচমন করে, শুষ্কবস্ত্রে, পূর্বমুখী করে প্রচুর দর্ভ বিছিয়ে তার উপরে পূর্বমুখী হয়ে বসে, উপস্থ ক'রে, ডান হাত বাঁ হাতের উপরে রেখে দুই হাতে পবিত্র নামে দর্ভ ধারণ করে, 'শ্রুতি' থেকে জানা যায় এই যে দর্ভ তা জল ও ওষধির রসস্বরূপ, ব্রহ্মাকেও তা রসযুক্ত করে— আকাশ ও পৃথিবীর সন্ধিস্থল দেখতে দেখতে অথবা চোখ বন্ধ ক'রে থেকে অথবা যেমন করলে নিজেকে আত্মস্থ মনে করবেন সেইভাবে স্বাধ্যায় পাঠ করবেন।

বিবৃতি—সূত্রে দু-বার 'বা' বলায় পূর্ব ও উত্তর ছাড়া অন্য কোন শুভ দিকেও যাওয়া চলে। 'আপঃ' বলায় ডুবে স্নান করতে হবে। 'শুচৌ' থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, জলের তটেই যে অধ্যয়ন করতে হবে তা নয়, যে-কোনো পবিত্রস্থানেই পাঠ করা চলবে। 'আচম্য' পদটি থেকে বুঝতে হবে এই আচমন দেহশুদ্ধির জন্য নয়, কর্মেরই এক অঙ্গ। 'প্রাক্কূল' মানে যে দর্ভের আগা বা সামনের দিক পূর্বমুখী করে রাখা হচ্ছে। বাম হাত চিত্ করে

ঐ হাতের আঙুলগুলি পূর্বমুখী করে রাখতে হয়। তার উপর 'পবিত্রে'র কুশগুলি রাখতে হবে পূর্বমুখী করে। এরপর ডান হাত নিম্নমুখী করে রাখবেন। ডানহাতের আঙুলগুলিও রাখতে হবে পূর্বমুখী করেই।

ওঁপূর্বা ব্যাহৃতীঃ।। ৩।।

অনুবাদ— প্রথমে ওংকারপূর্বক ব্যাহৃতি পাঠ করবেন।

বিবৃতি—স্বাধ্যায় শুরু করার আগে 'ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ' বলতে হবে।

সাবিত্রীম্ অন্বাহ পচ্ছোঽর্ধর্চশঃ সর্বাম্ ইতি তৃতীয়ম্।। ৪।।

অনুবাদ—তার পর সাবিত্র মন্ত্র (ঋ. ৩।৬২।১০) পাঠ করবেন, প্রথমে প্রতি পাদ ধরে, তার পর অর্ধেক ঋক্ ধরে এবং তৃতীয়বার সম্পূর্ণ মন্ত্রটি।

বিবৃতি—প্রথমে প্রত্যেক চরণের পর থামতে হবে, তার পরে দ্বিতীয়বার পড়ার সময়ে প্রত্যেক অর্ধমন্ত্রের পরে থামতে হয় এবং তৃতীয়বার পাঠ করার সময়ে সম্পূর্ণ মন্ত্র একনিঃশ্বাসে পড়ে শেষে থামতে হয়।

তৃতীয় খণ্ড (৩/৩)

অথ স্বাধ্যায়ম্ অধীয়ীত ঋচো যজূংষি সামান্যথর্বাঙ্গিরসো ব্রাহ্মণানি কল্পান্ গাথা নারাশংসীর্ ইতিহাসপুরাণানীতি।। ১।।

অনুবাদ—এরপর স্বাধ্যায় পাঠ করবেন—ঋক্, যজুঃ, সাম, অথর্বাঙ্গিরস, ব্রাহ্মণ, কল্প, গাথা, নারাশংসী, ইতিহাস এবং পুরাণ।

বিবৃতি—কল্প = সূত্র। গাথা = বিশেষ কিছু মন্ত্র। নারাশংসী = 'ইদং জনা উপশ্রুতং —' ইত্যাদি বিশেষ কিছু মন্ত্র। ইতিহাস = মহাভারত (বৃত্তি দ্র.)। পুরাণ = সৃষ্টি, স্থিতি প্রলয় ইত্যাদির বিবরণ যেখানে থাকে। প্রশ্ন হতে পারে বেদ কীভাবে 'স্বাধ্যায়োঽধ্যেতব্যঃ' অংশে বেদোত্তর যুগের ইতিহাস, পুরাণ ইত্যাদি পাঠের বিধান দিতে পারে? উত্তর হল—বিশেষ ইতিহাসগ্রন্থের বা বিশেষ কোন পুরাণের বিধান এখানে দেওয়া হয় নি, হয়েছে সাধারণভাবে সকল ইতিহাস ও পুরাণেরই।

যদ্ ঋচোঽধীতে পয়-আহুতিভির্ এব তদ্ দেবতাস্ তর্পয়তি যদ্ যজূংষি ঘৃতাহুতিভির্ যত্ সামানি মধ্বাহুতিভির্ যদ্ অথর্বাঙ্গিরসঃ সোমাহুতিভির্ যদ্ ব্রাহ্মণানি কল্পান্ গাথা নারাশংসীর্ ইতিহাসপুরাণানীত্যমৃতাহুতিভিঃ।। ২।।

অনুবাদ—এই যে ঋক্ পাঠ করছেন তার দ্বারা যেন দুগ্ধ আহুতির দ্বারা দেবতাদের তৃপ্ত করছেন, যজুঃ যে পাঠ করছেন তাতে ঘৃত আহুতির দ্বারা, সাম যে পাঠ করছেন তা মধু আহুতির দ্বারা, অথর্বাঙ্গিরস যে পাঠ করছেন তাতে সোমাহুতির দ্বারা, ব্রাহ্মণ, কল্প, গাথা, নারাশংসী, ইতিহাস, পুরাণ যে পাঠ করছেন তাতে অমৃত আহুতির দ্বারা দেবতাদের তৃপ্ত করছেন।

যদ্ ঋচোঽধীতে পয়সঃ কুল্যা অস্য পিতৄন্ স্বধা উপক্ষরন্তি যদ্ যজূংষি ঘৃতস্য কুল্যা যত্ সামানি মধ্বঃ কুল্যা যদ্ অর্থবাঙ্গিরসঃ সোমস্য কুল্যা যদ্ ব্রাহ্মণানি কল্পান্ গাথা নারাশংসীর্ ইতিহাসপুরাণানীত্যমৃতস্য কুল্যাঃ।। ৩।।

অনুবাদ—এই যে ঋক্ পাঠ করছেন তার দ্বারা যেন দুধের স্রোত শ্রাদ্ধের অন্নস্বরূপ হয়ে পিতৃপুরুষদের দিকে ধাবিত হয়, এইভাবে যে যজুঃমন্ত্রগুলি পাঠ করছেন সেইগুলি ঘৃতের স্রোত হয়ে, যে সামগুলি পাঠ করছেন সেইগুলি মধুর স্রোতস্বরূপ হয়ে, যে অথর্বা-ঙ্গিরসসমূহ পাঠ করছেন সেগুলি সোমের স্রোতস্বরূপ হয়ে, যে ব্রাহ্মণ, কল্প, গাথা, নারাশংসী, ইতিহাস, পুরাণ পাঠ করছেন সেগুলি অমৃতের স্রোতস্বরূপ হয়ে ধাবিত হয়।

স যাবন্ মন্যেত তাবদ্ অধীত্যৈতয়া পরিদধাতি— নমো ব্রহ্মণে নমো অস্ত্বগ্নয়ে নমঃ পৃথিব্যৈ নম ওষধীভ্যঃ নমো বাচে নমো বাচস্পতয়ে নমো বিষ্ণবে মহতে করোমীতি।।৪।।

অনুবাদ—তিনি যতটা পাঠ করা সম্ভব মনে করবেন ততটা পাঠ করে 'নমো ব্রহ্মণে-' (ব্রহ্মকে নমস্কার, অগ্নিকে নমস্কার, পৃথিবীকে নমস্কার, ওষধিদের নমস্কার, বাক্‌কে নমস্কার, বাক্‌পতিকে নমস্কার, মহান বিষ্ণুকে আমি নমস্কার করি) এই ঋক্‌মন্ত্রে পাঠ শেষ করবেন।

বিবৃতি—ঋক্, যজুঃ ইত্যাদি দশটি বিষয়ই যে প্রত্যহ পাঠ করতে হবে এমন নয়, একাগ্র হয়ে যতক্ষণ যতটা পড়া যায় ততটাই পড়বেন।

চতুর্থ খণ্ড (৩/৪)

দেবতাস্ তর্পয়তি প্রজাপতির্ ব্রহ্মা বেদা দেবা ঋষয়ঃ সর্বাণি ছন্দাংস্যোংকারো বষট্‌কারো ব্যাহৃতয়ঃ সাবিত্রী যজ্ঞা দ্যাবাপৃথিবী অন্তরিক্ষম্ অহোরাত্রাণি সাংখ্যাঃ সিদ্ধাঃ সমুদ্রা নদ্যো গিরয়ঃ ক্ষেত্রৌষধিবনস্পতিগন্ধর্বাপ্সরসো নাগা বয়াংসি গাবঃ সাধ্যা বিপ্রা যক্ষা রক্ষাংসি ভূতান্যেবম্-অন্তানি।।১।।

অনুবাদ—(স্বাধ্যায় শেষ হলে উল্লিখিত) দেবতাদের তর্পণ করবেন— প্রজাপতি, ব্রহ্মা, বেদসমূহ, দেবগণ, ঋষিগণ, ছন্দসমূহ, ওঙ্কার, বষট্‌কার, ব্যাহৃতি, সাবিত্রী, যজ্ঞ, স্বর্গ ও পৃথিবী, অন্তরিক্ষ, অহোরাত্র, সংখ্যাসমূহ, সিদ্ধগণ, সমুদ্র, নদী, পাহাড়, ভূমি, ওষধি, বনস্পতি, গন্ধর্ব, অপ্সরা, সর্প, পাখী, গাভী, সাধ্যগণ, ব্রাহ্মণ, যক্ষ, রাক্ষস, এবং শেষে সর্বভূতদের।

বিবৃতি—বৃত্তিকারের পাঠ অনুযায়ী এখানে ঊনত্রিশটি বাক্য বা দেবতার কথা বলা হয়েছে, কিন্তু আমাদের পাঠ অনুযায়ী সেই সংখ্যা আঠাশ। 'এবমন্তানি' অবশ্য একটি পৃথক মন্ত্র হলে ঊনত্রিশটি বাক্যই হবে। প্রত্যেকের নামের শেষে বচন অনুযায়ী 'তৃপ্যতু', 'তৃপ্যতাম্' বা 'তৃপ্যন্তু' বলতে হবে। জল দিয়ে এই তর্পণ করা হয়।

অথ ঋষয়ঃ শতর্চিনো মাধ্যমা গৃৎসমদো বিশ্বামিত্রো বামদেবোঽত্রির্ ভরদ্বাজো বসিষ্ঠঃ প্রগাথাঃ পাবমান্যঃ ক্ষুদ্রসূক্তা মহাসূক্তা ইতি।।২।।

অনুবাদ— এরপর ঋষিদের তর্পণ করবেন—শতর্চী, মাধ্যম, গৃৎসমদ, বিশ্বামিত্র, বামদেব, অত্রি, ভরদ্বাজ, বসিষ্ঠ, প্রগাথ, পবমান সূক্তের ঋষিগণ, ক্ষুদ্রসূক্ত ও মহাসূক্তের ঋষিগণ।

বিবৃতি—ঋষিদের তর্পণ করতে হয় নিবীত ধারণ করে। দুই কাঁধ থেকে বস্ত্র মালার মতো ঝুলে থাকলে তাকে 'নিবীত' বলা হয়। প্রত্যেকের নামের শেষে 'তৃপ্যতু' ইত্যাদি শব্দ যথাযথ বলতে হবে।

প্রাচীনাবীতী ।।৩।।

অনুবাদ—প্রাচীনাবীত ধারণ করে (পরবর্তী অংশ বলবেন)।

বিবৃতি—বস্ত্র যজ্ঞোপবীতের বিপরীতভাবে অর্থাৎ ডান কাঁধ থেকে বাম পাশে ঝুলিয়ে রাখলে তা হয় 'প্রাচীনাবীত'। প্রাচীনাবীত ধারণ করে পরবর্তী সূত্রে নির্দিষ্ট আচার্যদের উদ্দেশে তর্পণ করবেন।

সুমন্তুজৈমিনিবৈশাম্পায়নপৈলসূত্রভাষ্যভারতমহাভারতধর্মাচার্যা জানন্তিবাহবিগার্গ্য-গৌতমশাকল্যবাভ্রব্যমাণ্ডব্যমাণ্ডূকেয়া গার্গী বাচক্নবী বড়বা প্রাতিথেয়ী সুলভা মৈত্রেয়ী কহোলং কৌষীতকং মহাকৌষীতকং পৈঙ্গ্যং মহাপৈঙ্গ্যং সুযজ্ঞং সাংখ্যায়নম্ ঐতরেয়ং মহৈতরেয়ং শাকলং বাষ্কলং সুজাতবক্ত্রম্ ঔদবাহিং মহৌদবাহিং সৌজামিং শৌনকম্ আশ্বলায়নং যে চান্যে আচার্যাস্ তে সর্বে তৃপ্যন্ত্বিতি।। ৪।।

অনুবাদ—সুমন্তু -জৈমিনি-বৈশম্পায়ন-পৈল-সূত্র-ভাষ্য-ভারত-মহাভারত-ধর্মাচার্য, জানন্তি-বাহবি-গার্গ্য-গৌতম-শাকল্য-বাভ্রব্য-মাণ্ডব্য-মাণ্ডূকেয়, গার্গী বাচক্নবী, বড়বা প্রাতিথেয়ী, সুলভা মৈত্রেয়ী, কহোল, কৌষীতক, মহাকৌষীতক, পৈঙ্গ্য, মহাপৈঙ্গ্য, সুযজ্ঞ সাংখ্যায়ন, ঐতরেয়, মহৈতরেয়, শাকল, বাষ্কল, সুজাতবক্ত্র, ঔদবাহি, মহৌদবাহি, সৌজামি, শৌনক,

আশ্বলায়ন এবং এবং 'যে চান্যে-' (অন্য যে) সকল আচার্যগণ আছেন তাঁরা সকলে (তৃপ্ত হোন)।

বিবৃতি—এখানে মোট তেইশটি মন্ত্র বা বাক্য আছে। প্রত্যেক বাক্যের শেষেই যথাযথ 'তৃপ্যতু' ইত্যাদি বলবেন।

প্রতিপুরুষং পিতৃংস্ 'তর্পয়িত্বা গৃহান্ এত্য যদ্ দদাতি সা দক্ষিণা।।৫।।

অনুবাদ —পিতৃপুরুষদের প্রত্যেককে (পৃথকভাবে) তর্পণ করে গৃহে প্রত্যাবর্তন করে যা দেবেন তা-ই হবে দক্ষিণা।

বিবৃতি—প্রয়াত পিতা, পিতামহ ও প্রপিতামহের উদ্দেশে তর্পণ করে গৃহে ফিরে এসে ভিক্ষাদান, অতিথিভোজনের ব্যবস্থা ইত্যাদি যা করবেন তা-ই হল এই ব্রহ্মযজ্ঞের দক্ষিণা।

অথাপি বিজ্ঞায়তে স যদি তিষ্ঠন্ ব্রজন্ আসীনঃ শয়ানো বা যং যং ক্রতুম্ অধীতে তেন তেন হাস্য ক্রতুনেষ্টং ভবতীতি।। ৬।।

অনুবাদ—(শ্রুতি থেকে) জানা যায় যে, তিনি দাঁড়িয়ে বা বসে বা শয়ন করে যে যে যজ্ঞ (গ্রন্থ) পাঠ করেন, সেই সেই যজ্ঞ দ্বারা প্রকৃতই ইষ্ট সম্পন্ন হয়।

বিবৃতি—যে স্বাধ্যায় ব্রহ্মযজ্ঞ উপলক্ষে অনুষ্ঠিত হয়, সেই স্বাধ্যায় শায়িত অবস্থাতেও করা যেতে পারে। ব্রহ্মযজ্ঞের স্বাধ্যায় বন্ধ থাকে কেবল পরবর্তী সূত্রে নির্দিষ্ট দুটি ক্ষেত্রে।

বিজ্ঞায়তে তস্য দ্বাব্ অনধ্যায়ৌ যদাত্মাশুচির্ যদ্দেশঃ।।৭।।

অনুবাদ— (শ্রুতি থেকে) জানা যায় যে, দুটি কারণে তাঁর বেদপাঠ নিষিদ্ধ—যখন তিনি নিজে অপবিত্র থাকেন এবং যখন অধ্যয়নের স্থানটি হয় অশুদ্ধ।

পঞ্চম খণ্ড (৩/৫)

অথাতোঽধ্যায়োপাকরণম্।। ১।।

অনুবাদ—এরপর অধ্যয়ন আরম্ভের (অনুষ্ঠান বলা হবে)।

বিবৃতি—অধ্যায় = অধ্যয়ন। উপাকরণ = আরম্ভ। 'অতঃ' শব্দটি হেতু বোঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে। যেহেতু ব্রহ্মযজ্ঞ নিত্য বা আবশ্যিক তাই সূত্রকার এ-বার স্বাধ্যায় শুরু করার কথা বলবেন।

ওষধীনাং প্রাদুর্ভাবে শ্রবণেন শ্রাবণস্য।। ২।।

অনুবাদ—ওষধিসমূহ উৎপন্ন হলে শ্রাবণমাসে যখন শ্রবণা নক্ষত্রের সঙ্গে (চন্দ্র যুক্ত

হয় তখন স্বাধ্যায় শুরু করা কর্তব্য)।

বিবৃতি—'শ্রবণেন' পদে 'নক্ষত্রে চ লুপি' (পা. ২। ৩।৪৫) সূত্র অনুসারে সপ্তমীর স্থানে তৃতীয়া বিভক্তি হয়েছে।

পঞ্চম্যাং হস্তেন বা।। ৩।।

অনুবাদ—অথবা শ্রাবণমাসের পঞ্চমী তিথিতে যখন হস্ত (নক্ষত্রের সঙ্গে চন্দ্র যুক্ত হয় তখন স্বাধ্যায় শুরু করতে হবে)।

আজ্যভাগৌ হুত্বাজ্যাহুতীর্ জুহুয়াত্। সাবিত্র্যৈ ব্রহ্মণে শ্রদ্ধায়ৈ মেধায়ৈ প্রজ্ঞায়ৈ ধারণায়ৈ সদস্পতয়ে ছন্দোভ্য ঋষিভ্যশ্ চেতি।। ৪।।

অনুবাদ—দুটি আজ্যভাগ আহুতি দিয়ে সাবিত্রী, ব্রহ্মা, শ্রদ্ধা, মেধা, প্রজ্ঞা, ধারণা, সদসস্পতি, ছন্দ ও ঋষিদের উদ্দেশে আজ্য আহুতি দেবেন।

অথ দধিসক্তূএঙ্ জুহোতি।। ৫।।

অনুবাদ—এরপর দধিমিশ্রিত ছাতু আহুতি দেবেন।

অগ্নিমীলে পুরোহিতম্ ইত্যেকা।। ৬।।

অনুবাদ—'অগ্নিমীলে—' (ঋ.১।১।১) একটি (আহুতিমন্ত্র)।

কুষুম্ভকস্তদব্রবীদাবদংস্ত্বং শকুনে ভদ্রমাবদ, গৃণানা জমদগ্নিনা ধামং তে বিশ্বং ভুবনমধিশ্রিতং গন্তা নো যজ্ঞং যজ্ঞিয়াঃ সুশমি যো নঃ স্বো অরণঃ প্রতিচক্ষ্ব বিচক্ষ্বাগ্নে যাহি মরুত্সখা ধত্তে রাজএঙ ছ্বতং হবির্ ইতি দ্ব্যচাঃ।। ৭।।

অনুবাদ—'কুষুম্ভক—' (ঋ ১।১৯১।১৬), 'আবদং—' (ঋ.২।৪৩।৩), 'গৃণানা-' (৩।৬২।১৮), 'ধামন্ তে -' (ঋ.৪।৫৮।১১), 'গন্তা নো -' (ঋ.৫।৮৭।৯), 'যো নঃ-' (ঋ. ৬।৭৫।১৯), 'প্রতি চক্ষ্ব —' (ঋ.৭।১০৪।২৫), 'আগ্নে যাহি -' (ঋ.৮।১০৩।১৪), 'যত্ তে -' (ঋ. ৯।১১৪। ৪) এই যুগল মন্ত্রগুলি পাঠ করতে হবে।

বিবৃতি—যদিও সূত্রে এবং বৃত্তিতে উদ্ধৃত মন্ত্রাংশগুলিকে 'দ্ব্যচ' বা দুটি করে মন্ত্রের প্রতীক বলে উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু স্বাধ্যায়মণ্ডল থেকে প্রকাশিত ঋগ্বেদ-সংহিতায় দেখা যাচ্ছে প্রতীকগুলি সেই সেই সূক্তের অন্তিম মন্ত্র। তাই এগুলি দুটি করে মন্ত্রের প্রতীক হতে পারে না। হয়তো সূত্রকার ও বৃত্তিকারের যুগে ও তাঁদের কাছে উপলব্ধ সংস্করণে এই নয়টি মন্ত্রের প্রত্যেকটিই ছিল দুটি করে স্বতন্ত্র মন্ত্র। পরে হয়তো দুটিকে জুড়ে একটি মন্ত্র করা হয়েছে। প্রসঙ্গতঃ বিশেষ উল্লেখ্য যে প্রত্যেকটি প্রতীকই সেই সেই মণ্ডলের শেষমন্ত্র। সংহিতার কোন্ মণ্ডল কোন্ মন্ত্রে শেষ হয়েছে তা এই সূত্র থেকে তাই নিশ্চিত ভাবে বোঝা যায়।

সমানীব আকূতির্ ইত্যেকা ।। ৮।।

অনুবাদ—'সমানীব—' (ঋ.১০।১৯১।৪) এই একটি মন্ত্র।

বিবৃতি—পূর্বোক্ত 'কুসুম্ভক' ইত্যাদির পরে এই একটি মন্ত্রই পাঠ করতে হবে, পরেরটি নয়।

তচ্ছং যোরাবৃণীমহ ইত্যেকা।। ৯।।

অনুবাদ—'তচ্ছং—' (আশিস ও শান্তি আমরা বরণ) করি এই একটি মন্ত্র।

বিবৃতি—'কুসুম্ভক—' ইত্যাদির পরে এই একটি মন্ত্রই পাঠ করতে হবে। পূর্বসূত্রের মন্ত্রটি নয়, অর্থাৎ ৭নং সূত্রের মন্ত্রগুলির পরে শাকলশাখার গৃহস্থের ক্ষেত্রে 'সমানীব-' এবং বাষ্কলশাখার গৃহস্থের পক্ষে 'তচ্ছং -' মন্ত্রটি পাঠ্য। শাকল ও বাষ্কল দুই শাখারই এইটি সূত্রগ্রন্থ বলে এই-ভাবেই এখানে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

অধ্যেষ্যমাণোঽধ্যাপ্যৈর্ অন্বারব্ধ এতাভ্যো দেবতাভ্যো হুত্বা সৌবিষ্টকৃতং হুত্বা দধিসক্তূন্ প্রাশ্য ততো মার্জনম্।।১০।।

অনুবাদ—শিষ্যের সঙ্গে যখন স্বয়ং অধ্যয়ন করতে যাবেন তখন পাঠনীয় শিষ্যগণ তাঁকে স্পর্শ করে থাকলে তিনি এই দেবতাদের উদ্দেশে আহুতি দিয়ে ও স্বিষ্টকৃৎ অগ্নিকে উদ্দিষ্ট করে আহুতি দিয়ে দধিমিশ্রিত ছাতু ভক্ষণ করে তার পরে মার্জন (করবেন)।

বিবৃতি—সবিতা প্রভৃতি নয় দেবতার উদ্দেশে আজ্যহোম এবং 'অগ্নিমীলে-' ইত্যাদি কুড়িটি মন্ত্রে কুড়িটি অন্নহোম করে স্বিষ্টকৃতের অনুষ্ঠান করতে হয়। 'মার্জন' হচ্ছে বেদিতে বিছানো কুশের তলায় অঞ্জলিবদ্ধ দুই হাত রেখে জল ঢালিয়ে হাত ধুয়ে নেওয়া—আ.শ্রৌ. ১।৭ দ্র.।

অপরেণাগ্নিং প্রাক্‌কূলেষু দর্ভেষূপবিশ্যোদপাত্রে দর্ভান্ কৃত্বা ব্রহ্মাঞ্জলিকৃতো জপেত্।।১১।।

অনুবাদ—অগ্নির পশ্চিমদিকে পূর্বমুখী দর্ভগুলির উপর উপবেশন করে জলের পাত্রে দর্ভগুলি স্থাপন করে ব্রহ্মাঞ্জলি করে জপ করবেন।

বিবৃতি—ব্রহ্মাঞ্জলি = ব্রহ্ম (বেদ)- লাভের জন্য বদ্ধ অঞ্জলি।

ওঁপূর্বা ব্যাহৃতীঃ সাবিত্রীঞ্চ চ ত্রির্ অভ্যস্য বেদাদিম্ আরভেত্।।১২।।

অনুবাদ—ওংকারপূর্বক ব্যাহৃতি এবং সাবিত্রী মন্ত্র তিনবার আবৃত্তি করে বেদের প্রারম্ভিক অংশের পাঠ শুরু করবেন।

বিবৃতি—'ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ তৎ সবিতুর্বরেণ্যং—' তিনবার পাঠ করে 'অগ্নিমীলে-' সূক্তটি

অথবা সংহিতার একটি সমগ্র অনুবাক পাঠ করবেন। তিন থেকে ছয়টি করে সূক্ত নিয়ে এক একটি অনুবাক।

তথোত্‌সর্গে।।১৩।।

অনুবাদ— পাঠের সমাপ্তিতে তেমনভাবেই উক্ত অনুষ্ঠান করতে হবে।

বিবৃতি—পাঠ শেষ হলে ঐ একই নিয়মে ১০-১২ নং সূত্রে নির্দিষ্ট কর্মগুলি করতে হবে। তবে ১০ নং সূত্রে বিহিত ভক্ষণ ও মার্জন এখানে করতে হবে না।

ষণ্‌মাসান্‌ অধীয়ীত ।।১৪।।

অনুবাদ—ছয় মাস অধ্যয়ন করবেন।

বিবৃতি—উপাকরণের পর কমপক্ষে ছয়মাস পাঠ বজায় রাখতে হবে; মাঝে পাঠ বন্ধ রাখলে চলবে না।

সমাবৃত্তো ব্রহ্মচারিকল্পেন ।।১৫।।

অনুবাদ—ব্রহ্মচারীর নিয়মানুসারে সমাবৃত্ত হবেন।

বিবৃতি— নিজগৃহে প্রত্যাবর্তনের সময় পর্যন্ত ব্রহ্মচারীর নিয়ম পালন করে থাকবেন।

যথান্যায়ম্‌ ইতরে ।।১৬।।

অনুবাদ—অপর সকলে নির্দিষ্ট নিয়ম অনুসারে থাকবেন।

জায়োপেয়েত্যেকে।।১৭।।

অনুবাদ—অনেকে বলেন সমাবর্তনের পর পত্নীর সঙ্গে মিলিত হতে হবে।

প্রাজাপত্যং তত্‌।।১৮।।

অনুবাদ—এটি প্রজাপতির কর্ম অর্থাৎ সন্তান- উৎপত্তির কর্ম।

বার্ষিকম্‌ ইত্যেতদ্‌ আচক্ষতে।।১৯।।

অনুবাদ—এই উপাকরণ অনুষ্ঠানটি বর্ষাকালে করণীয় (বলে বৈদিকগণ বলেন)।

মধ্যমাষ্টকায়াম্‌ এতাভ্যো দেবতাভ্যোঽন্নেন
হুত্বাপোঽভ্যবয়ন্তি।।২০।।

অনুবাদ—মধ্যম অষ্টকাতে এই দেবতাদের উদ্দেশে অন্নের দ্বারা আহুতি দান করে জলে অবতরণ করবেন।

বিবৃতি—২। ৪।১ সূত্রে বিহিত অষ্টকাগুলির মধ্যে পৌষমাসের কৃষ্ণাষ্টমীতে অনুষ্ঠেয় অষ্টকার পরবর্তী যে মাঘী পূর্ণিমা সেই দিন ১৪ নং সূত্র অনুযায়ী ছয় মাস অধ্যয়নের শেষে ৯নং সূত্রের দেবতাদের উদ্দেশে অন্ন আহুতি দিয়ে স্নান করতে হয়।

এতা এব তদ্দেবতাস্ তর্পয়ন্তি।।২১।।

অনুবাদ—স্নান করে ঐ দেবতাদের তর্পণ করবেন।

বিবৃতি—৪-৯নং সূত্রে উল্লিখিত দেবতাদের পৃথক পৃথক তর্পণ করতে হয়।

আচার্যান্ ঋষীন্ পিতৃংশ্ চ ।।২২।।

অনুবাদ—আচার্য, ঋষি ও পিতৃপুরুষদেরও তর্পণ করবেন।

বিবৃতি—৩।৪।৪,২,৫ নং সূত্র দ্র.। 'চ' শব্দের দ্বারা সূচিত হচ্ছে যে, দেবতাদের তর্পণ (৩।৪।১ সূত্র দ্র.) করতে হবে।

এতদ্. উত্সর্জনম্।।২৩।।

অনুবাদ—এই হল উৎসর্জন।

বিবৃতি—১৫-২২ নং সূত্র পর্যন্ত বিহিত কর্মের নাম 'উৎসর্জন' বা বেদব্রতের বিসর্জন।

ষষ্ঠ খণ্ড (৩/৬)

অথ কাম্যানাং স্থানে কাম্যাঃ।।১।।

অনুবাদ—কাম্য অনুষ্ঠানের স্থানে কাম্য অনুষ্ঠান করতে হবে।

বিবৃতি—ব্রাহ্মণে ও শ্রৌতসূত্রে বিহিত কাম্য যাগগুলির স্থানে কাম্য পাকযজ্ঞ করা চলে। যিনি আহিতাগ্নি নন অর্থাৎ গার্হপত্য প্রভৃতি তিন অগ্নিকে যিনি তাদের নিজ নিজ কুণ্ডে স্থাপন করেন নি তিনি তাই কাম্য শ্রৌতযাগগুলির স্থানে পাকযজ্ঞের অনুষ্ঠান করতে পারেন।

চরবঃ ।।২।।

অনুবাদ—দ্রব্য হবে চরু।

বিবৃতি—কাম্য শ্রৌতযাগের পুরোডাশের স্থানে গৃহ্যযাগে চরু হবে আহুতির দ্রব্য।

তান্ এব কামান্ আপ্নোতি।।৩।।

অনুবাদ— সেই কামনাগুলিই লাভ করেন।

বিবৃতি—শ্রৌত কাম্যযাগের স্থানে গৃহ্য কাম্য পাকযজ্ঞের অনুষ্ঠানে একই ফল লাভ হয়।

অথ ব্যাধিতস্যাতুরস্য যক্ষ্মগৃহীতস্য বা ষডাহুতিশ্ চরুঃ।।৪।।

অনুবাদ—ব্যাধিগ্রস্ত আতুর অথবা যক্ষ্মায় আক্রান্ত ব্যক্তির ক্ষেত্রে 'ষডাহুতি' নামে চরু-যাগ অনুষ্ঠেয়।

মুঞ্চামি ত্বা হবিষা হবিষা জীবনায়কম্ ইত্যেতেন।।৫।।

অনুবাদ –'মুঞ্চামি-' (ঋ.১০।১৬১) এই সূক্তদ্বারা চরুযাগটি করবেন।

বিবৃতি—সূক্তটিতে মোট পাঁচটি মন্ত্র আছে। প্রত্যেক মন্ত্রে একটি করে মোট পাঁচটি আহুতি দেবেন, স্বিষ্টকৃতের আহুতিটি গণ্য হবে ষষ্ঠ আহুতিরূপে।

স্বপ্নম্ অমনোজ্ঞং দৃষ্ট্বাদ্যা নো দেব সবিতর্ ইতি দ্বাভ্যাং যচ্চ গোষু দুষ্বপ্ন্যম্ ইতি পঞ্চভির্ আদিত্যম্ উপতিষ্ঠেত।।৬।।

অনুবাদ—অশুভ স্বপ্ন দেখে 'অদ্যা-' (ঋ. ৫। ৮২। ৪,৫) ইত্যাদি দুটি মন্ত্র এবং 'যচ্চ গোষু-' (ঋ. ৮।৪৭।১৪-১৮) ইত্যাদি পাঁচটি মন্ত্রের দ্বারা আদিত্যকে উপস্থান করবেন।

বিবৃতি—উপতিষ্ঠেত = মন্ত্র দ্বারা প্রণাম জানাবেন।

যো মে রাজন্ যুজ্যো বা সখা বেতি বা ।।৭।।

অনুবাদ—অথবা 'যো মে -' (ঋ. ২।২৮।১০) এই (মন্ত্র দ্বারা উপস্থান করবেন)।

ক্ষুত্বা জৃম্ভিত্বামনোজ্ঞং দৃষ্ট্বা পাপকং গন্ধম্ আঘ্রায়াক্ষিস্পন্দনে কর্ণধ্বননে চ সুচক্ষা অহমক্ষীভ্যাং ভূয়াসম্ সুবর্চা মুখেন সুশ্রুত্ কর্ণাভ্যাং ময়ি দক্ষক্রতূ ইতি জপেত্।। ৮।।

অনুবাদ—হাঁচি ফেলে, হাই তুলে, অপ্রীতিকর কিছু দেখে, দুর্গন্ধ আঘ্রাণ করে, চোখের স্পন্দন ফেলে, কানে শব্দ হলে 'সুচক্ষা —'(সূ.) (আমি যেন চোখে সুন্দর দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন হই, আমি যেন মুখে লাবণ্যসম্পন্ন হই, আমি যেন কর্ণে শোভন শ্রবণক্ষমতাযুক্ত হই, আমার মধ্যে যেন দক্ষতা ও কার্যক্ষমতা থাকে) এই মন্ত্রটি জপ করবেন।

বিবৃতি—হাঁচি, হাই ইত্যাদি হঠাৎ ঘটে গেলে এই মন্ত্র জপ করতে হয়।

অগমনীয়াং গত্বাযাজ্যং যাজয়িত্বাভোজ্যং ভুক্ত্বাপ্রতিগ্রাহ্যং প্রতিগৃহ্য চৈত্যং যূপং বোপহত্য পুনর্মামৈত্বিন্দ্রিয়ং পুনরায়ুঃ পুনর্ভগঃ। পুনর্দ্রবিণমৈতু মাং স্বাহা। ইমে মে ধিষ্ণ্যাসো অগ্নয়ো যথাস্থানমিহ কল্পতাম্। বৈশ্বানরো বাবৃধানোঽন্তর্যচ্ছতু মে মনো হৃদ্যন্তরমমৃতস্য কেতুঃ স্বাহেত্যাজ্যাহুতী জুহুয়াত্।।৯।।

অনুবাদ—নিষিদ্ধগমনা নারীর নিকট গমন করে, অযোগ্য ব্যক্তির জন্য যজ্ঞ করে, নিষিদ্ধ বস্তু ভোজন করে, গ্রহণের অযোগ্য বস্তু গ্রহণ করে, চৈত্য (চিতার বা অগ্নিচয়নের অগ্নি) অথবা যূপ স্পর্শ করে 'পুনর্মামৈতু—' (সূ.) (আমার মধ্যে পুনরায় ঐশ্বর্য আসুক পুনরায় আমার মধ্যে সম্পদ আসুক, স্বাহা। এই ধিষ্ণ্যস্থিত অগ্নিগুলি যথাস্থানে থাকুক। সম্যক বৃদ্ধিশীল ও অমৃতের চিহ্নস্বরূপ বৈশ্বানর আমার হৃদয়ের অভ্যন্তরস্থিত চিত্তকে নিয়ন্ত্রিত

করুন, স্বাহা)- এই মন্ত্রে দুটি আজ্য হোম করবেন।

বিবৃতি—বৃত্তি অনুযায়ী অগম্যা-গমন হচ্ছে রজস্বলা অবস্থায় অথবা ষষ্ঠ প্রভৃতি নিষিদ্ধ দিনে পত্নীর সঙ্গে মিলিত হওয়া । অভোজ্য হচ্ছে রশুন, গণিকার অন্ন ইত্যাদি।

সমিধৌ বা।।১০।

অনুবাদ—অথবা দুটি সমিধ আহুতি দেবেন।

বিবৃতি—আজ্যহোমের পরিবর্তে অগ্নিতে দুটি সমিৎ স্থাপন করলেও চলে।

জপেদ্ বা ।।১১।।

অনুবাদ—অথবা আহুতি না দিয়ে জপ করবেন।

বিবৃতি—জপে মন্ত্রের শেষে 'স্বাহা' শব্দ উচ্চারণ করতে হবে না।

সপ্তম খণ্ড (৩/৭)

অব্যাধিতং চেত্ স্বপন্তম্ আদিত্যোঽভ্যস্তম্-ইয়াদ্ বাগ্‌যতোঽনুপবিশন্ রাত্রিশেষং ভূত্বা যেন সূর্য জ্যোতিষা বাধসে তম ইতি পঞ্চভির্ আদিত্যম্ উপতিষ্ঠেত।।১।।

অনুবাদ—যদি ব্যাধিহীন কোন ব্যক্তি নিদ্রিত থাকার সময়ে সূর্য অস্ত যায় তাহলে বাক্- সংযত হয়ে উপবেশন না করে অবশিষ্ট রাত্রি যাপন করে 'যেন-' (ঋ. ১০।৩৭।৪-৮) ইত্যাদি পাঁচটি মন্ত্র দ্বারা সূর্যের উপস্থান করবেন।

অভ্যুদিয়াচ্ চেদ্ অকর্মশ্রান্তম্ অনভিরূপেণ কর্মণা বাগ্‌যত ইতি সমানম্ উত্তরাভিশ্ চতসৃভির্ উপস্থানম্।।২।।

অনুবাদ—যদি কোন ব্যক্তি কর্ম না করেও অথবা অপ্রশস্ত কর্ম করে পরিশ্রান্ত হয়ে ঘুমিয়ে থাকার সময় সূর্য অস্ত যায়, তাহলে বাক্- সংযম প্রভৃতি পূর্বের সূত্রের মতো করে পরবর্তী চারটি মন্ত্রে (ঋ.১০।৩৭।৯-১২) সূর্যের উপাসনা করবেন।।২।।

বিবৃতি—পরের দিন সূর্যোদয় না-হওয়া পর্যন্ত বাক্‌সংযত হয়ে থাকতে হবে। উপাসনা বলতে এখানে মন্ত্রের দ্বারা উপস্থান বা প্রণামনিবেদনকেই বোঝানো হয়েছে। বৃত্তিকার অপ্রশস্ত কর্ম বলতে নৃত্য প্রভৃতিকে গণ্য করেছেন।

যজ্ঞোপবীতী নিত্যোদকঃ সন্ধ্যাম্ উপাসীত বাগ্‌যতঃ।।৩।।

অনুবাদ—যজ্ঞোপবীত ধারণ করে স্মৃতিশাস্ত্রানুসারে আচমনে জল ব্যবহার করে বাক্‌সংযত হয়ে সন্ধ্যোপাসনা করবেন।

বিবৃতি—সকালে এবং অপরাহ্ণে দুই সন্ধ্যাতেই এই নিয়ম।

সায়ম্ উত্তরাপরাভিমুখোঽন্বষ্টমদেশং সাবিত্রীং জপেদ্ অর্ধাস্তম্-ইতে মণ্ডল আ নক্ষত্র-দর্শনাত্।।৪।।

অনুবাদ—সন্ধ্যাবেলায় সূর্যমণ্ডল অর্ধ-অস্তমিত হওয়ার সময় থেকে নক্ষত্রদর্শন পর্যন্ত উত্তর- পশ্চিমাভিমুখী হয়ে সাবিত্র মন্ত্র জপ করবেন।

বিবৃতি—পশ্চিম দিকের যে উত্তর অংশ সেই দিকে মুখ করে থাকবেন।

এবং প্রাতঃ ।।৫।।

অনুবাদ—এইভাবে প্রাতেও।

প্রাঙ্‌মুখস্ তিষ্ঠন্ আ মণ্ডলদর্শনাত্।।৬।।

অনুবাদ—যতক্ষণ না সূর্যমণ্ডল দেখা যায় ততক্ষণ পূর্বাভিমুখী হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে (জপ করবেন)।

কপোতশ্ চেদ্ অগারম্ উপহন্যাদ্ অনুপতেদ্ বা দেবাঃ কপোত ইতি প্রত্যৃচং জুহুয়াজ্ জপেদ্ বা।।৭।।

অনুবাদ—যদি পায়রা গৃহমধ্যে প্রবেশ করে বা গৃহের অভিমুখে নেমে আসে তবে 'দেবাঃ কপোত—' (ঋ.১০।১৬৫) ইত্যাদি সূক্তের প্রতি মন্ত্রের দ্বারা আহুতি দেবেন অথবা সূক্তটি জপ করবেন।

বয়মু ত্বা পথস্পত ইত্যর্থচর্যাং চরিষ্যন্ ।।৮।।

অনুবাদ—অর্থ- উপার্জনের জন্য বাহিরে গেলে 'বয়মু-' (ঋ. ৬।৫৩) এই সূক্তের দ্বারা আহুতি দেবেন।

বিবৃতি—যদিও সূত্রে সম্পূর্ণ চরণটিই উদ্ধৃত হয়েছে তথাপি এখানে একটি মাত্র মন্ত্রকে নয়, সংশ্লিষ্ট সম্পূর্ণ সূক্তটিকেই বুঝতে হবে।

সং পূষন্ বিদুষেতি নষ্টম্ অধিজিগমিষন্ মূল্‌হো বা।। ৯।।

অনুবাদ—নষ্ট বস্তু লাভ করতে চাইলে অথবা বুদ্ধিহীন হলে 'সং পূষন্-' (ঋ. ৬।৫৪) এই সূক্ত দ্বারা আহুতি দেবেন অথবা জপ করবেন।

সং পূষন্নধ্বন ইতি মহান্তম্ অধ্বানম্ এষ্যন্ প্রতিভয়ং বা।।১০।।

অনুবাদ—দীর্ঘ অথবা ভয়ঙ্কর পথে যাওয়ার আগে 'সং পূষ-'(ঋ. ১।৪২) এই (সূক্তে আহুতি দেবেন বা জপ করবেন)।

অষ্টম খণ্ড (৩/৮)

অথৈতান্যুপকল্পয়ীত সমাবর্তমানো মণিং কুণ্ডলে বস্ত্রযুগং ছত্রম্ উপানদ্‌যুগং দণ্ডং স্রজম্ উন্‌মর্দনম্ অনুলেপনম্ আঞ্জনম্ উষ্ণীষম্ ইত্যাত্মনে চাচার্যায় চ।। ১।।

অনুবাদ—এরপর সমাবর্তনের সময় নিজের ও আচার্যের জন্য এই বস্তুগুলি প্রস্তুত রাখবেন—মণি, দুটি কুণ্ডল, এক জোড়া বস্ত্র, ছত্র, একজোড়া পাদুকা, দণ্ড, মালা, গাত্রমর্দনের দ্রব্য, অনুলেপনের দ্রব্য, কাজল, উষ্ণীষ।

যদ্যুভয়োর্ ন বিন্দেতাচার্যায়ৈব।।২।।

অনুবাদ—যদি দু-জনের জন্য না পারেন, তবে আচার্যেরই জন্য তা(প্রস্তুত রাখবেন)।

সমিধং ত্বাহরেদ্ অপরাজিতায়াং দিশি যজ্ঞিয়স্য বৃক্ষস্য।।৩।।

অনুবাদ— উত্তর-পূর্ব দিক থেকে যজ্ঞিয় বৃক্ষের সমিৎ আহরণ করবেন।

আর্দ্রাম্ অন্নাদ্যকামঃ পুষ্টিকামস্ তেজস্‌কামো বা ব্রহ্মবর্চসকাম উপবাতাম্।।৪।।

অনুবাদ—ভোজ্য অন্ন, পুষ্টি অথবা শক্তি কামনা করলে আর্দ্র সমিৎ এবং ব্রহ্মবর্চস্-কামনাকারী শুষ্ক সমিৎ (আহরণ করবেন)।

বিবৃতি—উপবাত = শুষ্ক।

উভয়ীম্ উভয়কামঃ।। ৫।।

অনুবাদ—উভয়ই যাঁরা কামনা করেন তাঁরা উভয় প্রকার সমিৎ (আহরণ করবেন)।

বিবৃতি—ভোজ্য অন্ন বা পুষ্টি অথবা শক্তি এবং ব্রহ্মতেজ দুইই চাইলে এমন সমিৎ সংগ্রহ করবেন যার একাংশ ভিজা এবং অপর অংশ শুষ্ক।

উপরি সমিধং কৃত্বা গাম্ অন্নং চ ব্রাহ্মণেভ্যঃ প্রদায় গৌদানিকং কর্ম কুর্বীত ।।৬।।

অনুবাদ—সমিৎটিকে উপরে স্থাপন করে, ব্রাহ্মণকে গাভী ও অন্ন প্রদান করে 'গৌদানিক' কর্ম (অর্থাৎ শ্মশ্রু প্রভৃতি ছেদন) করবেন।

বিবৃতি—সমিৎ মাটিতে না রেখে উপরে কোথাও রেখে ব্রাহ্মণদের গাভী ও অন্ন দান করে 'গোদান' অনুষ্ঠানে করণীয় কর্মগুলি করবেন। 'কর্ম' বলায় গোদানের মতো অবগাহন

স্নান, বাক্‌সংযম ইত্যাদি নিয়ম কিন্তু পালন করতে হবে না। প্রসঙ্গত ১।১৮ দ্র.।

আত্মনি মন্ত্রান্‌ত্‌ সংনময়েত্‌।।৭।।

অনুবাদ—মন্ত্রগুলি নিজমুখী করবেন।

বিবৃতি—গোদানের মন্ত্রগুলিকে নিজের প্রতি উদ্দিষ্ট করে পাঠ করতে হবে। যেমন — ওষধে ত্রায়স্ব মাম্‌, স্বধিতে মা মা হিংসীঃ, বপতেদং মমায়ুষ্মান্‌, যথাসং তে ন ম আয়ুষঃ, শিরো মুখং মা ম আয়ুঃ প্রমোষীঃ।

একক্লীতকেন।।৮।।

অনুবাদ—একক্লীতকের (করঞ্জবীজের চূর্ণ) দ্বারা (গাত্র মর্দন করবেন)।

শীতোষ্ণাভির্‌ অদ্ভিঃ স্নাত্বা যুবং বস্ত্রাণি পীবসা বসাথে ইত্যহতে বাসসী আচ্ছাদ্যাশ্মনস্তেজোঽসি চক্ষুর্মে পাহীতি চক্ষুষী আঞ্জয়ীত।।৯।।

অনুবাদ—ঈষৎ উষ্ণ জলে স্নান করে ' যুবং —' (ঋ. ১।১৫২।১) এই মন্ত্রে দুটি অক্ষত নূতন বস্ত্র পরিধান করে 'অশ্মন্‌-' (তুমি প্রস্তরের তেজস্বরূপ, আমার চক্ষুকে তুমি রক্ষা কর) এই মন্ত্রে দুই চোখে কাজল পরবেন।

বিবৃতি—দুটি বস্ত্রের জন্য দু-বার 'যুবং-' মন্ত্রটি পাঠ করতে হবে। দুই চোখে কাজল পরার সময়েও 'তেজোঽসি-' মন্ত্রটি দু-বার পাঠ করতে হবে। প্রথমে বাম চোখে তারপরে ডান চোখে কাজল পরতে হয়।

অশ্মনস্তেজোঽসি শ্রোত্রং মে পাহীতি কুণ্ডলে আবধ্নীত।।১০।।

অনুবাদ—'অশ্মন-' (তুমি প্রস্তরের তেজস্বরূপ, আমার কর্ণকে তুমি রক্ষা কর) এই মন্ত্রে কুণ্ডল দুটি বাঁধবেন।

বিবৃতি—প্রথমে ডান কানে, পরে বাম কানে সোনার তৈরী কুণ্ডল (দুল) পরতে হয়। মন্ত্র দু-বারই পাঠ করতে হবে।

অনুলেপনেন পাণী প্রলিপ্য মুখম্‌ অগ্রে ব্রাহ্মণোঽনুলিম্পেদ্‌ বাহূ রাজন্য উদরং বৈশ্য উপস্থং স্ত্র্যূর্‌ সরণজীবিনঃ।।১১।।

অনুবাদ—অনুলেপনের দ্রব্য দ্বারা হাত-দুটি অনুলিপ্ত করে ব্রাহ্মণ প্রথমে নিজের মুখ, ক্ষত্রিয় নিজের দুই বাহু, বৈশ্য উদর, নারী নিজ উপস্থ এবং দৌড়জীবী দুই ঊরু অনুলিপ্ত করবেন।

বিবৃতি—প্রথমে সূত্রনির্দিষ্ট নিজ নিজ বিশেষ অঙ্গকে অনুলিপ্ত করার পরে দেহের অন্যান্য অংশে অনুলেপন করতে হয়। অনুলেপনের দ্রব্য কুঙ্কুম ইত্যাদি। কেবল এই ক্ষেত্রেই নয়, সর্বত্রই ক্রম এই-প্রকারই।

অনার্তাস্যনার্তোঽহং ভূয়াসম্ ইতি স্রজম্ অপি বধ্নীত ন মালোক্তাম্।।১২।।

অনুবাদ—'অনার্তা-' (তুমি আর্ত নও, আমিও যেন আর্ত না হই) এই মন্ত্রে স্রক্ পরবেন, কিন্তু মালা নামে স্রক্ পরবেন না।

বিবৃতি—১নং সূত্রে উল্লিখিত স্রক্ পরতে হবে এই মন্ত্রে।

মালেতি চেদ্ ব্রূয়ুঃ স্রগ্ ইত্যভিধাপয়ীত।।১৩।।

অনুবাদ—যদি তাঁরা মালা বলেন, তাহলে 'স্রক্' বলিয়ে স্রক্টি পরাতে হবে।

বিবৃতি—ভুলে মালা বলে ফেললে পরে স্রক্ পরছিই বলতে হবে।

দেবানাং প্রতিষ্ঠে স্থঃ সর্বতো মা পাতম্ ইত্যুপানহাব্ আস্থায় দিবশ্ ছদ্মাসীতি ছত্রম্ আদত্তে।।১৪।।

অনুবাদ—'দেবানাং-' (তোমরা দেবতাদের প্রতিষ্ঠাস্বরূপ, সব দিক থেকে আমাকে রক্ষা কর) এই মন্ত্রে চর্মনির্মিত দুটি পাদুকা পরে 'দিব-' (তুমি স্বর্গের আচ্ছাদন) এই মন্ত্রে ছত্র গ্রহণ করবেন।

বেণুরসি বানস্পত্যোঽসি সর্বতো মা পাহীতি বৈণবং দণ্ডম্।।১৫।।

অনুবাদ—'বেণুরসি-' (তুমি বেণু, তুমি বনস্পতি থেকে উদ্ভূত, তুমি সব দিক থেকে আমাকে রক্ষা কর) এই মন্ত্রে তিনি বেণুদণ্ড গ্রহণ করবেন।

আয়ুষ্যম্ ইতি সূক্তেন মণিং কণ্ঠে প্রতিমুচ্যোষ্ণীষং কৃত্বা তিষ্ঠন্ত্ সমিধম্ আদধ্যাত্।।১৬।।

অনুবাদ—আয়ুষ্য সূক্তের দ্বারা কণ্ঠে মণি পরে, মাথায় উষ্ণীষ বেঁধে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অগ্নিতে সমিৎ স্থাপন করবেন।

বিবৃতি—'নেজমেষঃ-' এই খিলসূক্তটি আয়ুবর্ধক বলে 'আয়ুষ্য' নামে পরিচিত। মণিটি হবে স্বর্ণনির্মিত। প্রতিমুচ্য = পরে। উষ্ণীষটি হওয়া চাই অক্ষত নূতন বস্ত্রের। সমিৎ-স্থাপনের মন্ত্রটি পরবর্তী সূত্রে বলা হয়েছে।

নবম খণ্ড (৩/৯)

স্মৃতং নিন্দা চ বিদ্যা চ শ্রদ্ধা প্রজ্ঞা চ পঞ্চমী। ইষ্টং দত্তমধীতং চ কৃতং সত্যং শ্রুতং ব্রতম্। যদগ্নেঃ সেন্দ্রস্য সপ্রজাপতিকস্য সঋষিকস্য সঋষিরাজন্যস্য সপিতৃকস্য সপিতৃরাজন্যস্য সমনুষ্যস্য সমনুষ্যরাজন্যস্য

সাকাশস্য সাতীকাশস্য সানূকাশস্য সপ্রতীকাশস্য সদেবমনুষ্যস্য সগন্ধর্বাপ্সরস্কস্য সহারণ্যৈশ্চ পশুভির্গ্রাম্যৈশ্চ যন্ম আত্মন আত্মনি ব্রতং তন্মে সর্বব্রতমিদমহমগ্নে সর্বব্রতো ভবামি স্বাহেতি।। ১।।

অনুবাদ—'স্মৃতং নিন্দা—' (যে স্মৃতি এবং নিন্দা, বিদ্যা এবং শ্রদ্ধা এবং পঞ্চমস্থানীয়া প্রজ্ঞা, (যজ্ঞ সাধিত হয়েছে, যা প্রদত্ত ও অধীত হয়েছে, যা কৃত, সত্য, শ্রুত, ব্রত যা ইন্দ্র ও প্রজাপতি- সহ অগ্নির, যা ঋষিদের ও রাজর্ষিদের সঙ্গে, পিতৃগণ ও পিতৃগণের রাজন্যদের সঙ্গে যা মনুষ্য ও মনুষ্যদের রাজন্যদের সঙ্গে, উজ্জ্বলতার সঙ্গে, অত্যুজ্জ্বলতা, অনুজ্জ্বলতা ও প্রত্যুজ্জ্বলতার সঙ্গে যা দেবতা, মনুষ্য, গন্ধর্ব, অপ্সরা, বন্য ও গৃহপালিত প্রাণীদের সঙ্গে অগ্নিতে বর্তমান, যা আমার ও আমাতে বর্তমান তা-ই আমার বিশ্বব্রত; হে অগ্নি, আমি যেন বিশ্বব্রত হই, স্বাহা) এই মন্ত্রে অগ্নিতে সমিৎ স্থাপন করবেন।

মমাগ্নে বর্চ ইতি প্রত্যৃচং সমিধোঽভ্যাদধ্যাত্ ।।২।।

অনুবাদ—'মমাগ্নে বর্চ'- (ঋ. ১০।১২৮) এই সূক্তের প্রতি ঋকের দ্বারা অগ্নিতে সমিৎ স্থাপন করবেন।

বিবৃতি—পূর্ববর্তী দুটি সূত্রে 'আদধ্যাত্' বা স্থাপনের কথাই বলা হয়েছে। এই সূত্রে তাই আবার 'আদধ্যাত্' না বললেও চলত, কিন্তু বলার উদ্দেশ্য হল, এখানে কাজটি বসেই করতে হবে দাঁড়িয়ে নয়। সমিৎ স্থাপনের পর স্বিষ্টকৃৎ ইত্যাদির অনুষ্ঠান যথারীতিই হবে।

যত্রৈনং পূজয়িষ্যন্তো ভবন্তি তত্রৈতাং রাত্রীং বসেত্।। ৩।।

অনুবাদ—যে স্থানে এই সমাবর্তনকারীকে পূজা করতে থাকবেন সেই স্থানে এই রাত্রিতে বাস করবেন।

বিবৃতি— ১।২৪।১,২ সূত্র অনুসারে সমাবর্তনকারীকে মধুপর্ক দ্বারা যে-দিন যেখানে লোকে পূজা করবেন সেখানে সেই রাত্রি ঐ শিক্ষাসমাপনকারীকে বাস করতে হয়।

বিদ্যান্তে গুরুম্ অর্থেন নিমন্ত্র্য কৃতানুজ্ঞাতস্য বা স্নানম্।।৪।।

অনুবাদ—বিদ্যালাভের অন্তে গুরুকে কিছু প্রদান করে অথবা তাঁর অনুমতি নিয়ে শিষ্যকে স্নান করতে হয়।

বিবৃতি—শিষ্যের 'আমি আপনার কোন্ উদ্দেশ্য সাধন করব?' এই প্রশ্নের উত্তরে গুরু যা বলবেন তা করে তাঁর অনুমতি নিয়ে গুরুগৃহ থেকে স্নান অর্থাৎ সমাবর্তন করবেন।

তস্যৈতানি ব্রতানি ভবন্তি।।৫।।

অনুবাদ—তাঁরপক্ষে এই নিম্নলিখিত ব্রতগুলি হচ্ছে (পালনীয়)।

বিবৃতি—সমাবর্তনকারী শিষ্যের পালনীয় ব্রতগুলির কথা এ-বার বলা হচ্ছে।

ন নক্তং স্নায়ান্ ন নগ্নঃ স্নায়ান্ ন নগ্নঃ শয়ীত। ন নগ্নাং স্ত্রিয়ম্ ঈক্ষেতান্যত্র মৈথুনাত্। বর্ষতি ন ধাবেত্।। ৬।।

অনুবাদ—রাত্রিতে স্নান করবেন না, নগ্ন হয়ে স্নান করবেন না, নগ্ন হয়ে শয়ন করবে না, মৈথুন ব্যতীত কোন নগ্ন নারীকে দেখবেন না, বর্ষার সময়ে দৌড়াবেন না।

ন বৃক্ষম্ আরোহেন্ ন কূপম্ অবরোহেন্ ন বাহুভ্যাং নদীং তরেন্ ন সংশয়ম্ অভ্যাপদ্যেত।।৭।।

অনুবাদ—বৃক্ষে আরোহণ করবেন না, কূপে অবতরণ করবেন না, দুই বাহু দ্বারা নদী পারাপার করবেন না, প্রাণসংশয় প্রভৃতি বিপত্তির সম্মুখীন হবেন না।

মহদ্ বৈ ভূতং স্নাতকো ভবতীতি বিজ্ঞায়তে।।৮।।

অনুবাদ— শ্রুতি থেকে জানা যায়—স্নাতক এক মহান্ পুরুষ।

দশম খণ্ড (৩/১০)

গুরবে প্রস্রক্ষ্যমাণো নাম প্রব্রুবীত।।১।।

অনুবাদ—বিদায় গ্রহণ করতে যাবেন যে শিষ্য তিনি গুরুকে নিজের নাম বলবেন।

বিবৃতি—বৃত্তি অনুসারে গুরুর নামই উল্লেখ করতে হয়। গুরু শব্দে চতুর্থী হয়েছে ষষ্ঠীরই স্থানে। পরবর্তী সূত্র দ্র.।

ইদং বত্স্যামো ভোত ইতি।।২।।

অনুবাদ—'ইদং—' (হে মহাশয়, এই আশ্রমে আমি থাকব)।

বিবৃতি—গুরুকে শিষ্য বলবেন, 'অমুক (সম্বোধনে গুরুর নাম 'গার্হস্থ্যং বত্স্যামো ভো'—গুরু, আমি গার্হস্থ্য আশ্রমে বাস করব)।

উচ্চৈর্ উর্ধ্বং নাম্নঃ।।৩।।

অনুবাদ—নামের পরে উচ্চস্বরে বলবেন।

বিবৃতি—ঐ বাক্যে গুরুর নাম অতি ক্ষীণ স্বরে বলে পরবর্তী অংশটি বলবেন জোরে।

প্রাণাপানয়োর্ উপাংশু।।৪।।

অনুবাদ—উপাংশুস্বরে 'প্রাণা'- (প্রাণ এবং অপানের) এই মন্ত্রটি পাঠ করবেন।

বিবৃতি—মন্ত্রটি ৬নং সূত্রে বলা হয়েছে। এই মন্ত্রটি উপাংশু অর্থাৎ অতি ক্ষীণস্বরে পাঠ

করতে হয়।

আ মন্দ্রৈরিন্দ্র হরিভির্ ইতি চ।। ৫।।

অনুবাদ—'আ মন্দ্রৈ -' (ঋ. ৩।৪৫।১) এই মন্ত্রটিও উপাংশুস্বরে পাঠ করবেন।

অতো বৃদ্ধো জপতি প্রাণাপানয়োরুরুব্যচাস্তয়া প্রপদ্যে দেবায় সবিত্রে পরিদদামীত্যৃচং চ।।৬।।

অনুবাদ—এরপর বৃদ্ধ আচার্য ' প্রাণাপানয়ো-' (বহু বিস্তৃত আমি তোমার সঙ্গে প্রাণ ও অপানের আশ্রয় গ্রহণ করছি, সাবিত্রীর কাছে তোমাকে অর্থাৎ তোমার রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব প্রদান করছি) এই মন্ত্র এবং ঋক্‌মন্ত্রটিও জপ করবেন।

বিবৃতি—ঋক্‌মন্ত্রটি হল ৫ নং সূত্রে নির্দিষ্ট 'আ মন্দ্রৈ-' মন্ত্রটি।

সমাপ্যোং প্রাক্ স্বস্তীতি জপিত্বা মহি ত্রীণাম্ ইত্যনুমন্ত্র্য।।৭।।

অনুবাদ—জপ শেষ করে গুরু 'ওঁ প্রাক্ স্বস্তি' এই মন্ত্রে জপ করে 'মহি ত্রীণাম্' (ঋ.১০।১৮৫) এই সূক্তের দ্বারা শিষ্যকে অনুমন্ত্রণ করে (বিদায় জানাবেন)।

বিবৃতি—বিদায়ের মন্ত্র হল 'বৎস্যথ'— গৃহস্থাশ্রমেই বাস কর।

এবম্ অতিসৃষ্টস্য ন কুতশ্চিদ্ ভয়ং ভবতীতি বিজ্ঞায়তে।।৮।।

অনুবাদ—এইভাবে যিনি বিদায়ের অনুমতি পান তাঁর কোন স্থান থেকে আর ভয় থাকে না—এই কথা বেদ থেকে জানা যায়।

বয়সাম্ অমনোজ্ঞা বাচঃ শ্রুত্বা কনিক্রদজ্জনুষং প্রব্রুবাণ ইতি সূক্তে জপেদ্ দেবীং বাচমজনয়ন্ত দেবা ইতি চ।।৯।।

অনুবাদ—পথে পাখীর অপ্রীতিকর ডাক শুনলে 'কনিক্রদ-' (ঋ.২।৪২, ৪৩) ইত্যাদি দুটি সূক্ত এবং 'দেবীং -' (ঋ. ৮।১০০।১১) এই মন্ত্রটি জপ করবেন।

স্তুহি শ্রুতং গর্তসদং যুবানম্ ইতি মৃগস্য।।১০।।

অনুবাদ—মৃগের অপ্রীতিকর ডাক শুনলে 'স্তুহি-' (ঋ.২।৩৩।১১) এই মন্ত্রটি জপ করবেন।

বিবৃতি—মৃগ = পশু।

যস্যা দিশো বিভীয়াদ্ যস্মাদ্ বা তাং দিশম্ উল্মুকম্ উভয়তঃ প্রদীপ্তং প্রত্যস্যেন্ মন্থং বা প্রসব্যম্ আলোড্যাভয়ং মিত্রাবরুণা মহ্যমস্ত্বর্চিষা শত্রূন্ দহন্তং প্রতীত্য মা জ্ঞাতারং মা প্রতিষ্ঠাং বিন্দন্তু, মিথো ভিন্দানা উপযন্তু মৃত্যুম্ ইতি সংসৃষ্টং ধনমুভয়ং সমাকৃতম্ ইতি মন্থং ন্যঞ্চং করোতি।।১১।।

অনুবাদ—যে দিক থেকে অথবা যার কাছ থেকে ভয় পাবেন সেই দিকে 'অভয়ং-' (হে মিত্রাবরুণ, আমি যেন নির্ভয় হই, অগ্নিশিখার দ্বারা শত্রুদের দগ্ধ কর, তারা যেন কোন পরিচিত ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠা লাভ করতে না পারে। কলহের দ্বারা বিভক্ত হয়ে তারা মৃত্যুমুখে পতিত হোক) এই মন্ত্রে দুই দিকে জ্বলন্ত একটি কাষ্ঠখণ্ড নিক্ষেপ করবেন অথবা মন্থকে একটি মন্থনদণ্ড দ্বারা ডান দিক থেকে বাম দিকে আলোড়িত করে 'সংসৃষ্টং-' এই মন্ত্রে ঐ দিকেই মন্থকে উপুড় করে রাখবেন।

বিবৃতি—সূত্রে দ্বিতীয়বার 'মন্থম্' বলা হয়েছে মন্থকে যাতে উল্মুকের মতো নিক্ষেপ করা না হয় সেই অভিপ্রায়ে।

একাদশ খণ্ড (৩/১১)

সর্বতোভয়াদ্ অনাজ্ঞাতাদ্ অষ্টাব্ আজ্যাহুতীর্ জুহুয়াত্ পৃথিবী বৃতা সাগ্নিনা বৃতা তয়া বৃতয়া বর্ত্র্যা যস্মাদ্ ভয়াদ্ বিভেমি তদ্বারয়ে স্বাহা, অন্তরিক্ষং বৃতং তদ্ বায়ুনা বৃতং তেন বৃতেন বর্ত্রেণ যস্মাদ্ ভয়াদ্ বিভেমি তদ্বারয়ে স্বাহা। দ্যৌর্বৃতা সাদিত্যেন বৃতা তয়া বৃতয়া বর্ত্র্যা যস্মাদ্ ভয়াদ্ বিভেমি তদ্বারয়ে স্বাহা। দিশো বৃতাস্তাশ্চন্দ্রমসা বৃতাস্তাভির্বৃতাভির্বর্ত্রীভির্যস্মাদ্ ভয়াদ্ বিভেমি তদ্বারয়েস্বাহা। আপো বৃতাস্তা বরুণেন বৃতাস্তাভির্বৃতাভির্বর্ত্রীভির্যস্মাদ্ ভয়াদ্ বিভেমি তদ্বারয়ে স্বাহা। প্রজা বৃতাস্তাঃ প্রাণেন বৃতাস্তাভির্বৃতাভির্বর্ত্রীভির্যস্মাদ্ ভয়াদ্ বিভেমি তদ্বারয়ে স্বাহা। বেদা বৃতাস্তে ছন্দোভির্বৃতাস্তৈর্বর্ত্রৈর্যস্মাদ্ ভয়াদ্ বিভেমি তদ্বারয়ে স্বাহা। সর্বং বৃতং তদ্ ব্রহ্মণা বৃতং তেন বৃতেন বর্ত্রেণ যস্মাদ্ ভয়াদ্ বিভেমি তদ্বারয়ে স্বাহেতি ।।১।।

অনুবাদ—যদি সব দিক থেকে ভয় আছে এমন অজ্ঞাত ব্যক্তি থেকে ভয় পান তাহলে 'পৃথিবী—' (পৃথিবী আবৃত হয়ে আছে, পৃথিবী অগ্নির দ্বারা আবৃত হয়ে আছে, যার থেকে ভয় পাচ্ছি তাকে সেই আবৃতের দ্বারা, আবরকের দ্বারা দূর করি, স্বাহা; অন্তরিক্ষ আবৃত হয়ে আছে, বায়ুর দ্বারা এটি আবৃত, যার থেকে ভয় পাচ্ছি তাকে সেই আবৃতের দ্বারা, আবরকের দ্বারা দূর করি, স্বাহা; স্বর্গ আবৃত হয়ে আছে, আদিত্যের দ্বারা এটি আবৃত, যার থেকে ভয় পাচ্ছি তাকে সেই আবৃতের দ্বারা, আবরকের দ্বারা দূর করি, স্বাহা;

দিকসমূহ আবৃত হয়ে আছে, চন্দ্রের দ্বারা তারা আবৃত, যার থেকে ভয় পাচ্ছি তাকে সেই আবৃতের দ্বারা, আবরকের দ্বারা দূর করি, স্বাহা; জলসমূহ আবৃত হয়ে আছে, প্রাণের দ্বারা তারা আবৃত, যার থেকে ভীত হই তাকে সেই আবৃতের দ্বারা, আবরকের দ্বারা দূর করি, স্বাহা; বেদসমূহ আবৃত হয়ে আছে, ছন্দের দ্বারা তারা আবৃত হয়ে আছে, যার থেকে ভীত হই তাকে সেই আবৃতের দ্বারা, আবরকের দ্বারা দূর করি, স্বাহা; সব কিছুই আবৃত হয়ে আছে, ব্রহ্মের দ্বারা তা আবৃত, যে ভয় থেকে ভীত হচ্ছি তাকে সেই আবৃতের দ্বারা, আবরকের দ্বারা দূর করি স্বাহা) এই আটিটি মন্ত্রে আটটি আজ্যহোম করবেন।

বিবৃতি—আজ্যভাগ ও স্বিষ্টকৃতের অনুষ্ঠান করতে হবে না এবং 'পরিস্তরণ' কর্মটি না করলেও চলবে।

অথাপরাজিতায়াং দিশ্যবস্থায় স্বস্ত্যাত্রেয়ং জপতি যত ইন্দ্র ভয়ামহ ইতি চ সূক্তশেষম্।।২।।

অনুবাদ—এরপর উত্তর-পূর্বদিকে দাঁড়িয়ে স্বস্ত্যাত্রেয় সূক্ত এবং 'যত ইন্দ্র-' (ঋ.৮।৬১।১৩) এই অবশিষ্ট সূক্তাংশ জপ করবেন।

বিবৃতি—'স্বস্তি নো -" (ঋ. ৫।৫১।১১) মন্ত্রটি যে সূক্তে আছে তার নাম 'স্বস্তি-আত্রেয়' সূক্ত। 'যত-' ইত্যাদি ছটি মন্ত্রও (১৩-১৮) জপ করতে হবে।

দ্বাদশ খণ্ড(৩/১২)

সংগ্রামে সমুপোল্হে রাজানং সংনাহয়েত্ ।।১।।

অনুবাদ—যুদ্ধ উপস্থিত হলে রাজপুরোহিত রাজাকে অস্ত্র দ্বারা সজ্জিত করবেন।

বিবৃতি—কীভাবে সজ্জিত করতে হবে তা পরে বলা হচ্ছে। সমুপোল্‌হে = সমুপোঢে = সম্-উপ-বহ্ + ক্ত +. সপ্তমীর একবচন।

আ ত্বাহার্যমন্তরেধীতি পশ্চাদ্ রথস্যাবস্থায়।।২।।

অনুবাদ—'আ ত্বা-' (ঋ.১০।১৭৩) এই সূক্তে রাজপুরোহিত রথের পিছনে অবস্থিত হয়ে।

জীমূতস্যেব ভবতি প্রতীকম্ ইতি কবচং প্রযচ্ছেত্ ।। ৩।।

অনুবাদ— 'জীমূতস্যেব-' (ঋ. ৬।৭৫।১) এই মন্ত্রটি পাঠ করে রাজাকে কবচ প্রদান করবেন।

বিবৃতি— অবস্থানের পরে এই সূক্তের প্রথম মন্ত্রটি পাঠ করা হলেই কবচ দিতে হবে।

উত্তরয়া ধনুঃ।।৪।।

অনুবাদ—পরবর্তী মন্ত্রটির দ্বারা ধনু (দেবেন)।

উত্তরাং বাচয়েত্ ।।৫।।

অনুবাদ—তার পরবর্তী মন্ত্রটি (রাজাকে দিয়ে) বলাবেন।

স্বয়ং চতুর্থীং জপেত্ ।।৬।।

অনুবাদ—নিজে চতুর্থ মন্ত্রটি জপ করবেন।

পঞ্চম্যেষুধিং প্রযচ্ছেত্ ।।৭।।

অনুবাদ— পঞ্চম মন্ত্রটির দ্বারা তূণীর দেবেন।

অভিপ্রবর্তমানে ষষ্ঠীম্ ।।৮।।

অনুবাদ—অভীষ্ট দিকে রথ চলতে শুরু করলে ষষ্ঠ মন্ত্রটি জপ করবেন।

সপ্তম্যাশ্বান্।।৯।।

অনুবাদ—সপ্তম মন্ত্রের দ্বারা অশ্বগুলিকে অনুমন্ত্রণ করবেন।

অষ্টমীম্ ইষূন্ অবেক্ষমাণং বাচয়তি।।১০।।

অনুবাদ—(রাজা) বাণগুলি দেখতে থাকলে তাঁকে অষ্টম মন্ত্রটি বলাবেন।

অহিরিব ভোগৈঃ পর্যেতি বাহুম্ ইতি তলং নহ্যমানম্।।১১।।

অনুবাদ—বাহুতে তল পরার সময়ে 'অহিরিব—' (ঋ. ৬।৭৫।১৪) এই মন্ত্রটি বলাবেন।

বিবৃতি—তল = ধনুর ছিলা হাতের যেখানে এসে আঘাত করে সেই স্থানে পরার দস্তানা (glove)।

অথৈনং সারয়মাণম্ উপারুহ্যাভীবর্তং বাচয়তি প্র যো বাং মিত্রাবরুণেতি চ দ্বে।।১২।।

অনুবাদ—এরপর এই রাজাকে রথে করে চালিয়ে নিয়ে যাওয়া হতে থাকলে রথে উঠে 'অভীবর্ত' সূক্ত (ঋ. ১০।১৭৪) এবং 'প্র যো -' (ঋ. ৮।১০১।৩,৪) এই দুই (মন্ত্র পাঠ করাবেন)।

অথৈনম্ অন্বীক্ষেতা প্রতিরথশাসসৌ পর্ণৈঃ ।।১৩।।

অনুবাদ—এরপর 'অপ্রতিরথ' (ঋ. ১০।১০৩), 'শাস' (ঋ: ১০।১৫২) এবং 'সৌপর্ণ' সূক্তের দ্বারা এই রাজার দিকে দৃষ্টিপাত করবেন।

বিবৃতি—সৌপর্ণসূক্তের সম্পর্কে পরবর্তী সূত্র দ্র.।

প্র ধারাযন্তু মধুনো ঘৃতস্যেত্যেতত্ সৌপর্ণম্ ।।১৪।।

অনুবাদ—'প্র ধারাযন্তু-' এই সৌপর্ণ-সূক্তটিই পাঠ করতে হবে।

সর্বা দিশোঽনুপরিযায়াত্ ।।১৫।।

অনুবাদ— (রাজা) সব দিক রথে করে অনুক্রমে গমন করবেন।

আদিত্যম্ ঔশনসং বাবস্থায় প্রযোধয়েত্ ।।১৬।।

অনুবাদ—আদিত্য এবং উশনসের দিকে অবস্থান করে যুদ্ধ শুরু করবেন।

বিবৃতি—দিনে সূর্যের দিকে এবং রাত্রিতে শুক্রগ্রহের দিকে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করতে হয়। সূর্য ও শুক্রের বিপরীত দিকে দাঁড়িয়ে কখনও যুদ্ধ করবেন না।

উপ শ্বাসয় পৃথিবীমুত দ্যাম্ ইতি তৃচেন দুন্দুভিম্ অভিমৃশেত্ ।।১৭।।

অনুবাদ—'উপ শ্বাসয়-' (ঋ.৬।৪৭। ২৯-৩১) ইত্যাদি তিনটি ঋকের দ্বারা রাজা দুন্দুভি স্পর্শ করবেন।

অবসৃষ্টা পরাপতেতীষূন্ বিসর্জয়েত্ ।।১৮।।

অনুবাদ—'অবসৃষ্টা-' (ঋ.৬।৭৫।১৬) এই মন্ত্রে রাজা বাণ নিক্ষেপ করবেন।'

যত্র বাণাঃ সংপতন্তীতি যুধ্যমানেষু জপেত্ ।।১৯।।

অনুবাদ—যুদ্ধ হতে থাকলে তিনি (পুরোহিত) 'যত্র বাণাঃ সংপতন্তি' (ঋ.৬।৭৫।১৭) জপ করবেন।

সংশিষ্যাদ্ সংশিষ্যাদ্ বা।।২০।।

অনুবাদ—অথবা তিনি (পুরোহিত) রাজাকে শেখাবেন, অথবা তিনি শেখাবেন।

বিবৃতি—মন্ত্রটি সম্পর্কে উপদেশ দেবেন ও বাণনিক্ষেপের বিষয়ে নির্দেশ দেবেন। সূত্রে পুনরুক্তি করা হয়েছে অধ্যায়ের সমাপ্তি সূচিত করার জন্য।

চতুর্থ অধ্যায়

প্রথম খণ্ড (৪/১)

আহিতাগ্নিশ্ চেদ্ উপতপেত্ প্রাচ্যাম্ উদীচ্যাম্ অপরাজিতায়াং বা দিশ্যুদবস্যেত্ ।।১।।

অনুবাদ—আহিতাগ্নি ব্যক্তি যদি ব্যাধিগ্রস্ত হন, তিনি গৃহ থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে অগ্নিসমেত পূর্ব, উত্তর অথবা উত্তর-পূর্ব দিকে যাবেন।

বিবৃতি—যতদিন না রোগমুক্ত হন ততদিন সেখানেই তিনি থাকবেন। বৃত্তি অনুযায়ী পাঠ 'আহিতাগ্নিম্'। সেই অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট অংশের অর্থ হবে— আহিতাগ্নি ব্যক্তিকে যদি ব্যাধি পীড়া দেয়।

গ্রামকামা অগ্নয় ইত্যাদাহরন্তি ।।২।।

অনুবাদ—অগ্নি গ্রাম ভালবাসে শাস্ত্রজ্ঞেরা এইরূপ বলেন।

বিবৃতি— তাই সেই দিকেই যাবেন। বৃত্তি অনুযায়ী সূত্রের পাঠ -'গ্রামকামা অগ্নয়ঃ'।

আশংসন্ত এনং গ্রামম্ আজিগিষন্তোঽগদং কুর্যুর্ ইতি হ বিজ্ঞায়তে।।৩।।

অনুবাদ—গ্রামে আগমন করতে ইচ্ছা করে তিন অগ্নি এই যজমানের কল্যাণ কামনা করে এবং এই যজমানকে ব্যাধিমুক্ত করে—(বেদ থেকে) এইরূপ জানা যায়।

বিবৃতি—গ্রামের বাহিরে গিয়ে থাকলে অগ্নি আহিতাগ্নিকে দ্রুত ব্যাধিমুক্ত করবে, কারণ হব্যলাভের আশায় গ্রামে আসতে চেয়ে অগ্নিগুলি গ্রামের বাইরে অবস্থিত তাকে দ্রুত নীরোগ করার ব্যবস্থা করবে। এখানে শ্রুতির উক্তি উদ্ধৃত করার উদ্দেশ্য এই কথাই বুঝানো যে, গৃহ্যকর্মের মূলে আছে বিলুপ্ত শ্রুতিবাক্যই - 'শ্রুত্যাকর্ষো গৃহ্যকর্ম সমুচ্ছিন্নশ্রুতিমূলম্ ইতি দর্শনার্থঃ' (বৃত্তি)।

অগদঃ সোমেন পশুনেষ্ট্যেষ্ট্বাবস্যেত্ ।।৪।।

অনুবাদ—ব্যাধিমুক্ত হয়ে সোমযাগ, পশুযাগ ও ইষ্টি দ্বারা যাগ করে আবার গ্রামে চলে আসবেন।

বিবৃতি—ব্যাধি থেকে মুক্তি পেয়ে অগ্নিষ্টোম, নিরূঢ় পশুবন্ধ এবং পৌর্ণমাসযাগ করতে হয়। পৌর্ণমাসে কেবল অগ্নিই হবেন প্রধানযাগের দেবতা।

অনিষ্ট্বা বা ।।৫।।

অনুবাদ—অথবা যজ্ঞ না ক'রে গ্রামে প্রবেশ করবেন।

সংস্থিতে ভূমিভাগং খানয়েদ্ দক্ষিণপূর্বস্যাং দিশি দক্ষিণাপরস্যাং বা।।৬।।

অনুবাদ—মৃত্যু হলে দক্ষিণ-পূর্ব অথবা দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে ভূমির একাংশ খনন করবেন।

দক্ষিণাপ্রবণং প্রাগ্দক্ষিণাপ্রবণং বা প্রত্যগ্দক্ষিণাপ্রবণম্ ইত্যেকে।।৭।।

অনুবাদ—দক্ষিণদিকে নীচু বা দক্ষিণ-পূর্বদিকে নীচু, অন্যদের মতে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে নীচু এমনভাবে স্থানটি খনন করবেন।

যাবান্ উদ্‌বাহুকঃ পুরুষস্ তাবদ্ আয়ামম্।।৮।।

অনুবাদ—মানুষ উর্ধ্ববাহু হলে যে পরিমাণ হয় সেই পরিমাণ দীর্ঘ হবে গর্তটি।

ব্যামমাত্রং তির্যক্।।৯।।

অনুবাদ —অথবা এক-ব্যাম-পরিমিত প্রস্থযুক্ত স্থান খনন করবেন।

বিবৃতি —ব্যাম = পাঁচ অরত্নি = ৫ X২৪ আঙুল বা এক কনুই =১২০ আঙুল।

বিতস্ত্যবার্ক্ ।।১০।।

অনুবাদ—নীচে বিতস্তি পরিমিত হবে এই গর্ত।

বিবৃতি—বিতস্তি =১২ আঙুল। গর্তটি ১২ আঙুল গভীর হবে।

অভিত আকাশং শ্মশানম্।।১১।।

অনুবাদ—শ্মশানের সবদিক হবে উন্মুক্ত।

বিবৃতি—দুটি শ্মশান থাকে—একটি যেখানে দাহ করা হয় এবং অপরটি হল অস্থিগুলি সংগ্রহ করে যেখানে রাখা হয়। শ্মশানের চারদিক হবে খোলা, কিন্তু মাঝখানটি থাকবে আবৃত।

বহুলৌষধিকম্ ।।১২।।

অনুবাদ—দুই শ্মশানই বহু ওষধিযুক্ত হবে।

কন্টকিক্ষীরিণস্ত্বিতি যথোক্তং পুরস্তাত্।।১৩।।

অনুবাদ—দুই শ্মশানেই কাঁটাগাছ, দুগ্ধতুল্য রসযুক্ত গাছ ইত্যাদি আগে যেমন বলা হয়েছে তেমনই হবে।

বিবৃতি—২।৭।৫ সূত্রের ব্যাখ্যা দ্র.।

যত্র সর্বত আপঃ প্রস্যন্দেরন্ন্ এতদ্ আদহনস্য লক্ষণং শ্মশানস্য।।১৪।।

অনুবাদ—যেখানে সব দিকে জল প্রবাহিত হয় সেইটি দহনস্থানরূপ শ্মশানের লক্ষণ।

বিবৃতি—দুই শ্মশানের মধ্যে দাহের শ্মশানভূমি হবে চারপাশে নীচু, মধ্যস্থলে উঁচু।

কেশশ্মশ্রুলোমনখানীত্যুক্তং পুরস্তাত্ ।।১৫।।

অনুবাদ—পূর্বেই বলা হয়েছে যে মৃতের কেশ, শ্মশ্রু, লোম ও নখ কেটে ফেলতে হবে।

বিবৃতি—শ্রৌতসূত্রে ৬।১০ অংশে যা বলা হয়েছে এখানে তা-ই করতে হবে। মৃতকে পূর্বদিকে মাথা করে শায়িত করে, ঐ মৃতের চুল, দাড়ি, লোম ও নখ কেটে ফেলে,

নলদের নির্যাস তার দেহে লেপে, অস্ত্রের মল নিষ্কাশন করে, নূতন বস্ত্রে ঐ দেহটিকে আচ্ছাদিত করতে হয়। বস্ত্রের পিছন দিকের কিছুটা অংশ ছিঁড়ে নিয়ে অবশিষ্ট বস্ত্র দিয়ে ঢাকা দিতে হয়। মৃতের দুই চরণ কিন্তু রাখতে হবে অনাবৃত।

বিগুল্ফং বর্হির্ আজ্যঞ্ চ।।১৬।।

অনুবাদ—প্রচুর কুশ ও আজ্য (প্রস্তুত রাখবেন)।

দধন্যত্র সর্পির্ আনয়ন্ত্যেতত্ পিত্র্যং পৃষদাজ্যম্।।১৭।।

অনুবাদ—এখানে পিতৃকর্মে অনুষ্ঠানকারীরা দধিতে ঘৃত নিক্ষেপ করেন। 'পৃষদাজ্য' নামে পরিচিত এই দ্রব্যই পিতৃকর্মের সঙ্গে সম্পর্কিত।

দ্বিতীয় খণ্ড (৪/২)

অথৈতাং দিশম্ অগ্নীন্ নয়ন্তি যজ্ঞপাত্রাণি চ ।।১।।

অনুবাদ—এর পর মৃতের আত্মীয়েরা এই দিকে অগ্নি ও যজ্ঞপাত্রসমূহ নিয়ে আসবেন।

অন্বঞ্চং প্রেতম্ অযুজোঽমিথুনাঃ প্রবয়সঃ।।২।।

অনুবাদ—(এগুলির) পশ্চাতে বিজোড়সংখ্যক অমিশ্রিত বৃদ্ধগণ মৃতদেহ (বহন করবেন)

বিবৃতি—শবযাত্রায় নারী ও পুরুষেরা মিশ্রিত থাকবেন না। 'অন্বঞ্চং' বলায় আগের সূত্রের ক্ষেত্রে অগ্নি ও যজ্ঞপাত্রের মধ্যে যে-কোনটি আগে থাকতে পারে। দুটির পরে থাকবে প্রয়াত ও শেষে শববাহীরা।

পীঠচক্রেণ গোযুক্তেনেত্যেকে।।৩।।

অনুবাদ—কেউ কেউ (বলেন যে) আসনযুক্ত গোশকটের দ্বারা (মৃতদেহ বহন করতে হবে)।

অনুস্তরণীম্।।৪।।

অনুবাদ—(অনেকের মতে) একটি স্ত্রীপশুকে দিয়ে (মৃতদেহের) আচ্ছাদন (করাতে হয়)

বিবৃতি—প্রয়াতের সঙ্গে যে স্ত্রীপশুকে বিছানো হয় সেই পশু 'অনুস্তরণী', অস্থিসংগ্রহের সময়ে কোন্‌টি প্রেতের অঙ্গ এবং কোন্‌টি পশুর অঙ্গ তা নিয়ে সন্দেহ হয় বলে অনেকে এই অংশটির অনুষ্ঠান করেন না।

গাম্ ।।৫।।

অনুবাদ—গাভীকে (অনুস্তরণী পশু করবেন)।

অজাং বৈকবর্ণাম্।।৬।।

অনুবাদ—অথবা একবর্ণযুক্ত স্ত্রী ছাগকে (অনুস্তরণী করবেন)।

কৃষ্ণাম্ একে ।।৭।।

অনুবাদ—অন্যেরা কৃষ্ণবর্ণের (ছাগীকে অনুস্তরণী করেন)।

সব্যে বাহৌ বদ্ধ্বানু সংকালয়ন্তি।।৮।।

অনুবাদ—(আত্মীয়েরা পশুটির) বাম বাহুতে দড়ি বেঁধে তাকে মৃতের পিছন পিছন নিয়ে আসবেন।

অন্বঞ্চোঽমাত্যা অধোনিবীতাঃ প্রবৃত্তশিখা জ্যেষ্ঠপ্রথমাঃ কনিষ্ঠজঘন্যাঃ।।৯।।

অনুবাদ—আত্মীয়েরা যজ্ঞোপবীত দেহের নীচুতে রেখে শিখা মুক্ত করে (অনুগমন করবেন)। প্রথমে থাকবেন বয়োজ্যেষ্ঠগণ, পিছনে কনিষ্ঠগণ।

বিবৃতি—বৃত্তি অনুযায়ী নিবীত এবং যজ্ঞোপবীত দুইই দেহের নিম্নাংশে (কটিতে?) রাখতে হয়।

প্রাপ্যৈবং ভূমিভাগং কর্তোদকেন শমীশাখয়া ত্রিঃ প্রসব্যম্ আয়তনং পরিব্রজন্ প্রোক্ষত্যপেত বীত বি চ সর্পতাত ইতি।।১০।।

অনুবাদ—এইভাবে শ্মশানভূমিতে এসে অনুষ্ঠানকর্তা ডান দিক থেকে বাম দিকে তিনবার পরিক্রমা করতে করতে 'অপেত-' (ঋ.১০।১৪।৯) মন্ত্রের দ্বারা স্থানটিতে তিনবার জল প্রোক্ষণ করবেন।

দক্ষিণপূর্ব উদ্ধৃতান্ত আহবনীয়ং নিদধাতি।।১১।।

অনুবাদ—দক্ষিণ-পূর্ব দিকে খাতের প্রান্তে আহবনীয়াগ্নি স্থাপন করবেন।

বিবৃতি—খাতের মধ্যে একাংশে রেখে দিতে হয়। মতান্তরে খাতের বাইরে রাখতে হয়।

উত্তরপশ্চিমে গার্হপত্যম্।।১২।।

অনুবাদ—উত্তর-পশ্চিমদিকে গার্হপত্য (অগ্নিকে খাতের মধ্যে স্থাপন করবেন)।

দক্ষিণপশ্চিমে দক্ষিণম্।।১৩।।

অনুবাদ—দক্ষিণ-পশ্চিমে দক্ষিণাগ্নিকে (খাতের মধ্যে স্থাপন করবেন)।

অথৈনম্ অন্তর্বেদীধ্মচিতিং চিনোতি যো জানাতি।।১৪।।

অনুবাদ—এরপর যিনি এই বিষয়ে জানেন তিনি অগ্নিগুলির মধ্যে দহন-সমর্থ একটি

কাষ্ঠ স্তূপ নির্মাণ করবেন।

বিবৃতি—খাতের মধ্যেই ঐ তিন অগ্নির মাঝে যিনি চিতা সাজাতে জানেন তিনি কাঠ দিয়ে একটি চিতা তৈরী করবেন। স্বর্ণচূর্ণ বিছিয়ে তার উপর চিতা নির্মাণ করতে হয়। চিতানির্মাণের আগে চমস নামে এক পাত্রে জল নিয়ে পূর্ব দিকে পাত্রটি রেখে দেওয়া হয়।

তস্মিন্ বর্হির্ আস্তীর্য কৃষ্ণাজিনং চোত্তরলোম তস্মিন্ প্রেতং সংবেশয়ন্ত্যুত্তরেণ গার্হপত্যং হৃত্বাহবনীয়ম্ অভিমুখশিরসম্।।১৫।।

অনুবাদ—সেই চিতায় বর্হি ও একটি কৃষ্ণমৃগের চর্ম বিছিয়ে রাখবেন। মৃগচর্মের লোমপূর্ণ দিকটি থাকবে উপরে । গার্হপত্যের উত্তরদিকে মৃতকে নিয়ে এসে তাকে সেই মৃগচর্মে শায়িত করাবেন যাতে তার মাথাটি থাকে আহবনীয়াগ্নির দিকে।

উত্তরতঃ পত্নীম্।।১৬।।

অনুবাদ—মৃতের উত্তর দিকে প্রয়াতের পত্নীকে শায়িত করাবেন।

ধনুশ্ চ ক্ষত্রিয়ায়।।১৭।।

অনুবাদ—মৃত ক্ষত্রিয়ের ধনুও উত্তর দিকে রাখবেন।

তাম্ উত্থাপয়েদ্ দেবরঃ পতিস্থানীয়োঽন্তেবাসী জরদ্দাসো বোদীর্ষ্ব নার্যভি জীবলোকম্ ইতি।।১৮।।

অনুবাদ—এরপর সেই পত্নীকে 'উদীর্ষ্ব-' (ঋ. ১০।১৮।৮) এই মন্ত্রে চিতা থেকে পতিস্থানীয় দেবর, শিষ্য অথবা বৃদ্ধ ভৃত্য তুলে আনবেন।

কর্তা বৃষলে জপেত্ ।।১৯।।

অনুবাদ—শূদ্র হলে অনুষ্ঠানকারী জপ করবেন।

বিবৃতি—বৃদ্ধ ভৃত্য যদি মৃতের পত্নীকে চিতা থেকে তুলে আনেন তাহলে ভৃত্য নয়, দাহকর্তাই ঐ 'উদীর্ষ্ব—' মন্ত্রটি জপ করবেন।

ধনুর্হস্তাদাদদানো মৃতস্যেতি ধনুঃ।।২০।।

অনুবাদ —'ধনুর্হস্তা-' (ঋ.১০।১৮।৯) এই মন্ত্রে মৃত ক্ষত্রিয়ের হাত থেকে ধনু (তুলে নেবেন)।

উক্তং বৃষলে।।২১।।

অনুবাদ—শূদ্র হলে কী করণীয় তা আগে বলা হয়েছে।

বিবৃতি—১৯ নং সূত্র অনুযায়ী ভৃত্যের পরিবর্তে দাহকর্তা 'ধনুর্হস্তা-' মন্ত্রটি জপ করবেন।

অধিজ্যং কৃত্বা সংচিতিম্ অচিত্বা সংশীর্যানুপ্রহরেৎ।।২২।।

অনুবাদ—ঐ ধনুকের উপর ছিলা আরোপণ করে অন্য দ্রব্যগুলি একত্রিত করার আগেই এই ধনুকটি ভেঙে দহনস্থানে নিক্ষেপ করবেন।

বিবৃতি—মৃতের দেহের উপরে আবার কাঠ দিয়ে স্তূপ সাজাতে হয়। সেই কাঠগুলি রাখার আগে ক্ষত্রিয়ের ক্ষেত্রে এই কর্মটি করতে হবে।

তৃতীয় খণ্ড (৪/৩)

অথৈতানি পাত্রাণি যোজয়েৎ।।১।।

অনুবাদ—এরপর এই যজ্ঞপাত্রগুলি মৃতের দেহের উপর রাখবেন।

দক্ষিণে হস্তে জুহূম্।।২।।

অনুবাদ—ডান হাতে (রাখবেন) জুহূ।

বিবৃতি—জুহূ হচ্ছে হাতার মতো দেখতে আহুতিদানের একটি কাষ্ঠনির্মিত পাত্র। মৃতের ডান হাতে এই হাতাটি রাখতে হবে।

সব্য উপভৃতম্।।৩।।

অনুবাদ—বাম হাতে উপভৃৎ।

বিবৃতি—উপভৃৎ = অশ্বত্থকাঠে তৈরী হাতলযুক্ত হাতা। এই পাত্রের মুখটি বিস্তারে সাড়ে চার আঙুল এবং মুখের গহ্বরটির গভীরতাও চার আঙুল।

দক্ষিণে প্সার্শ্বে স্ফ্যং সব্যেঽগ্নিহোত্রহবণীম্।।৪।।

অনুবাদ—ডান পাশে স্ফ্য এবং বামে অগ্নিহোত্রহবণী।

বিবৃতি—স্ফ্য = খয়েরকাঠে তৈরী ছোট খড়্গ। অগ্নিহোত্রহবণী =যে কাঠের হাতায় দুধ নিয়ে অগ্নিহোত্রের আহুতি দেওয়া হয়।

উরসি ধ্রুবাং শিরসি কপালানি দৎসু গ্রাব্ণঃ।।৫।।

অনুবাদ—বক্ষে ধ্রুবা, মাথায় কপালসমূহ, দন্তে গ্রাবসমূহ।

বিবৃতি—ধ্রুবা = বিকঙ্কতকাঠে তৈরী হাতলযুক্ত সাড়ে-চার-আঙুল-মুখবিশিষ্ট হাতা। কপাল = মাটির খাপ্‌রা; এই খাপ্‌রাগলিতে পিঠা রেখে সেঁকা হয়। গ্রাবা = সোমলতা থেকে রস নিষ্কাশনের ছোট পাথর।

নাসিকয়োঃ স্রুবৌ।।৬।।

অনুবাদ—দুই নাসিকায় (রাখবেন) দুই স্রুব।

বিবৃতি—স্রুব = খয়েরকাঠে তৈরী চব্বিশ আঙুল দীর্ঘ হাতা। এই হাতার মুখটি অঙ্গু -পর্ব- পরিমাণ গোলাকার এবং মুখের গহ্বরটি অঙ্গুষ্ঠপর্বের অর্ধেক পরিমাণ গভীর। অগ্নিহোত্রের একটি এবং অন্যান্য কর্মে ব্যবহার্য একটি এই মোট দুটি স্রুব থাকে। সেই দুই স্রুব দুই নাসারন্ধ্রের কাছে রাখতে হয়।

ভিত্ত্বা চৈকম্।।৭।।

অনুবাদ—স্রুব একটি হলে তা দুইভাগে ভেঙে (দুই নাসারন্ধ্রে একটি করে খণ্ড রাখবেন)
।

কর্ণয়োঃ প্রাশিত্রহরণে।।৮।।

অনুবাদ—দুই কাণে (রাখবেন) দুই প্রাশিত্রহরণ পাত্র।

বিবৃতি—গরুর কাণের মতো দেখতে ছোট একটি পাত্রের নাম 'প্রাশিত্রহরণ'। অগ্নিহোত্রের জন্য একটি এবং অন্যত্র ব্যবহারের জন্য অপর একটি এই মোট দুটি প্রাশিত্রহরণ থাকে।

ভিত্ত্বা চৈকম্।।৯।।

অনুবাদ—প্রাশিত্রহরণ একটি হলে তা ভেঙে (দুই কানে একটি করে খণ্ড রাখবেন)।

উদরে পাত্রীম্।।১০।।

অনুবাদ—উদরে রাখবেন হব্যদ্রব্য রাখার পাত্রী।

সমবত্তধানঞ্চ চ চমসম্।।১১।।

অনুবাদ—যে চমসে খণ্ডিত ইড়া রাখা হয় সেই চমসও রাখবেন উদরে।

উপস্থে শম্যাম্।।১২।।

অনুবাদ—লিঙ্গে রাখবেন শম্যা।

বিবৃতি—শম্যা = কাঠের তৈরী একটি ছোট খিল।

অরণী ঊর্বোর্ উলূখলমুসলে জঙ্ঘয়োঃ।।১৩।।

অনুবাদ—দুই ঊরুতে রাখবেন দুই অরণি এবং দুই জঙ্ঘায় হা৺নদিস্তা।

পাদয়োঃ শূর্পে।।১৪।।

অনুবাদ—দুই পদে দুই কুলা।

ছিত্ত্বা চৈকম্ ।।১৫।।

অনুবাদ— কুলা একটি হলে দুই খণ্ডে তা ছিন্ন করে (দুই পদে রাখতে হবে)।

আসেচনবন্তি পৃষদাজ্যস্য পূরয়ন্তি।।১৬।।

অনুবাদ—যে পাত্রগুলি সেচনকর্মের উপযোগী, মুখে ছিদ্রবিশিষ্ট, সেইগুলি পৃষদাজ্য দিয়ে পূর্ণ করবেন।

বিবৃতি—মুখগহ্বর-বিশিষ্ট জুহূ প্রভৃতি পাত্র আগে পৃষদাজ্য দিয়ে পূরণ করে তারপর সেগুলিকে মৃতের অঙ্গে স্থাপন করতে হয়।

অমা পুত্রো দৃষদ্-উপলে।।১৭।।

অনুবাদ—মৃতের পুত্র শিল ও নোড়া নিজের জন্য নিয়ে যাবেন।

লৌহায়সং চ কৌলালম্।।১৮।।

অনুবাদ—লোহা, তামা ও মাটির পাত্রও নিয়ে যাবেন।

অনুস্তরণ্যা বপাম্ উত্খিদ্য শিরো মুখং প্রচ্ছাদয়েদ্
অগ্নের্বর্ম পরি গোভির্ব্যয়স্বেতি।।১৯।।

অনুবাদ—আচ্ছাদক স্ত্রীপশুটির বপা ছিন্ন করে 'অগ্নের্বর্ম-' (ঋ.১০।১৬।৭) এই মন্ত্রে মৃতের মস্তক ও মুখ আচ্ছাদিত করবেন।

বৃক্কা উদ্ধৃত্য পাণ্যোর্ আদধ্যাদ্ অতি দ্রব সারমেয়ৌ শ্বানাব্
ইতি দক্ষিণে দক্ষিণং সব্যে সব্যম্।।২০।।

অনুবাদ—বৃক্ক দুটিকে উঠিয়ে দুই হাতে রাখবেন। 'অতি দ্রব-' (ঋ. ১০।১৪।১০) এই মন্ত্রে দক্ষিণ বৃক্ক ডান হাতে এবং বাম বৃক্ক বাম হাতে (রাখবেন)।

বিবৃতি—মন্ত্রটি একবারই পাঠ করতে হবে, দুই হাতের জন্য দু-বার নয়।

হৃদয়ে হৃদয়ম্।।২১।।

অনুবাদ—পশুর হৃৎপিণ্ডটি বিনামন্ত্রে মৃতের হৃৎপিণ্ডে (রাখবেন)।

পিণ্ডৌ চৈকে।।২২।।

অনুবাদ—অনেকের মতে ময়দা বা চালের দুটি পিণ্ডও (দুই হাতে রাখতে হবে)।

বিবৃতি —১৯ নং সূত্র অনুযায়ী বৃক্ক ছাড়াও হাতে কেউ কেউ পিণ্ডও দেন।

বৃক্কাপচার ইত্যেকে ।।২৩।।

অনুবাদ—অপরে মনে করেন বৃক্ক না থাকলে দুটি পিণ্ড রাখবেন।

সর্বাং যথাঙ্গং বিনিক্ষিপ্য চর্মণা প্রচ্ছাদ্যেমমগ্নে
চমসং মা বিজিহ্বর ইতি প্রণীতাপ্রণয়নম্ অনুমন্ত্রয়তে।।২৪।।

অনুবাদ—[১]পশুটির সমস্ত চর্ম যথাযথ অঙ্গসমেত তুলে নিয়ে চর্ম দিয়ে পশুটির চর্ম উৎপাটন করে সমস্ত অঙ্গ মৃতের সেই সেই অঙ্গে স্থাপন করে পশুর চর্ম দ্বারা মৃতের শরীর আচ্ছাদিত করে প্রণীতা- প্রণয়ন জলকে 'ইমমগ্ন-' (ঋ.১০।১৬।৮) এই মন্ত্রে অনুমন্ত্রণ করবেন।

সব্যং জান্বাচ্য দক্ষিণাগ্নাব্ আজ্যাহুতীর্ জুহুয়াদ্ অগ্নয়ে স্বাহা কামায় স্বাহা লোকায় স্বাহানুমতয়ে স্বাহেতি।।২৫।।

অনুবাদ—বাম হাঁটু মাটিতে রেখে দক্ষিণাগ্নিতে 'অগ্নয়ে স্বাহা-' (অগ্নিকে স্বাহা, কামকে স্বাহা, বিশ্বকে স্বাহা, অনুমতিকে স্বাহা) এই মন্ত্রে আজ্য আহুতি দেবেন।

বিবৃতি—মৃতের স্রুব-দুটি ৬নং সূত্র অনুযায়ী দুই নাসারন্ধ্রে রাখা হয়েছে। হোমের স্রুব তাই অন্য কোন স্রুব বলে বুঝতে হবে।

পঞ্চমীম্ উরসি প্রেতস্যাস্মাদ্ বৈ ত্বমজা যথা অয়ং ত্বদধিজায়তামসৌ স্বর্গায় লোকায় স্বাহেতি।।২৬।।

অনুবাদ—পঞ্চম আহুতি দেবেন 'অস্মাদ্ বৈ-'(সূ.) (এইস্থান থেকে তুমি যেমন জাত হয়েছিলে, এই অমুক ব্যক্তি যেন তোমার থেকে তেমন জাত হন। স্বর্গ লোককে স্বাহা) এই মন্ত্রে মৃতের বক্ষে।

চতুর্থ খণ্ড (৪/৪)

প্রেষ্যতি যুগপদ্ অগ্নীন্ প্রজ্বালয়তেতি।।১।।

অনুবাদ—পরিচারকদের নির্দেশ দেন 'যুগপৎ-' (যুগপৎ অগ্নিগুলি প্রজ্বলিত কর)।

আহবনীয়শ্ চেত্ পূর্বং প্রাপ্নুয়াত্ স্বর্গলোক এনং প্রাপদ্ ইতি বিদ্যাদ্ রাত্স্যত্যসাব্ অমুত্রৈবম্ অয়ম্ অস্মিন্ ইতি পুত্রঃ।।২।।

অনুবাদ—আহবনীয় অগ্নি যদি মৃতকে প্রথম স্পর্শ করে তাহলে বুঝবেন এই মৃতকে স্বর্গলোক প্রাপ্ত করানো হয়েছে। সেখানে যেমন তিনি সমৃদ্ধি লাভ করবেন তেমন এখানেও (ইহলোকেও) তাঁর এই পুত্র সমৃদ্ধি লাভ করবেন।

গার্হপত্যশ্ চেত্ পূর্বং প্রাপ্নুয়াদ্ অন্তরিক্ষলোক এনং প্রাপদ্ ইতি বিদ্যাদ্ রাত্স্যত্যসাব্ অমুত্রৈবম্ অয়ম্ অস্মিন্ ইতি পুত্রঃ।।৩।।

অনুবাদ—যদি গার্হপত্য অগ্নি প্রথম স্পর্শ করে তাহলে বুঝবেন এই মৃতকে অন্তরিক্ষলোক প্রাপ্ত করানো হয়েছে। সেখানে যেমন তিনি সমৃদ্ধি লাভ করবেন, তেমন এখানেও করবেন

তাঁর এই পুত্র।

দক্ষিণাগ্নিশ্ চেত্ পূর্বং প্রাপ্নুয়ান্ মনুষ্যলোক এনং প্রাপদ্ ইতি বিদ্যাদ্ রাত্স্যত্যসাব্ অমুত্রৈবম্ অয়ম্ অস্মিন্ ইতি পুত্রঃ।।৪।।

অনুবাদ—দক্ষিণাগ্নি যদি প্রথম স্পর্শ করে তাহলে বুঝবেন এই মৃতকে মনুষ্যলোক প্রাপ্ত করানো হয়েছে। সেখানে যেমন সমৃদ্ধির সঙ্গে অবস্থান করবেন, তেমন এখানেও করবেন তাঁর এই পুত্র।

যুগপত্ প্রাপ্তৌ পরাম্ ঋদ্ধিং বদন্তি।। ৫।।

অনুবাদ—ব্রহ্মবাদীরা বলেন সব অগ্নি একসঙ্গে স্পর্শ করলে পরলোকে মৃত এবং ইহলোকে তাঁর পুত্র পরম সমৃদ্ধি লাভ করেন।

তং দহ্যমানম্ অনুমন্ত্রয়তে প্রেহি প্রেহি পথিভিঃ পূর্ব্যেভির্ ইতি সমানম্।। ৬।।

অনুবাদ—তিনি দগ্ধ হতে থাকলে তাঁকে 'প্রেহি প্রেহি-'(ঋ.১০।১৪।৭) ইত্যাদি একই (মন্ত্রাবলী দ্বারা অনুমন্ত্রণ করবেন)।

বিবৃতি—আ. শ্রৌ. ৬।১০।১৯ সূত্রে যে মন্ত্রগুলি নির্দিষ্ট হয়েছে সেই মন্ত্রগুলি দ্বারাই অনুমন্ত্রণ করতে হবে। ঐ মন্ত্রগুলি হল 'প্রেহি প্রেহি-' (ঋ.১০।১৪।৭,৮,১০,১১), 'মৈনমগ্নে-' (ঋ. ১০।১৬।১-৬), 'পূষা ত্বেত -' (ঋ. ১০।১৭।৩-৬), 'উপ সর্প-' (ঋ. ১০।১৮।১০-১৩); 'সোম একেভ্যঃ-' (ঋ. ১০।১৫৪) এবং উরূণসা-' (ঋ.১০।১৪।১২) এই মোট চব্বিশটি মন্ত্র।

স এবংবিদা দহ্যমানঃ সহৈব ধূমেন স্বর্গং লোকম্ এতীতি হ বিজ্ঞায়তে।। ৭।।

অনুবাদ—যিনি এইরূপ জানেন তাঁর দ্বারা সেই মৃত ব্যক্তি দগ্ধ হলে ধূমের সঙ্গে স্বর্গলোক প্রাপ্ত হন বলে জানা যায়।

উত্তরপুরস্তাদ্ আহবনীয়স্য জানুমাত্রং গর্তং খাত্বাবকাং শীপালম্ ইত্যবধাপয়েত্ ততো হ বা এষ নিষ্ক্রম্য সহৈব ধূমেন স্বর্গং লোকম্ এতীতি বিজ্ঞায়তে।। ৮।।

অনুবাদ— আহবনীয়ের উত্তর-পূর্বদিকে জানুপরিমিত গর্ত খনন করে তার মধ্যে শীপাল নামে জলজ গুল্ম স্থাপন করবেন। তার থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে মৃত ব্যক্তি ধূমের সঙ্গে স্বর্গলোক প্রাপ্ত হয়।

ইমে জীবা বিমৃতৈরাববৃত্রন্ ইতি সব্যাবৃতোব্রজন্ত্যনবেক্ষমাণাঃ।।৯।।

অনুবাদ—দাহকর্তা 'ইমে জীবা-' (ঋ. ১০।১৮।৩) এই মন্ত্রটি জপ করে উপস্থিত সকলে ডান দিক থেকে বামদিকে পরিক্রমণ করে পিছন না তাকিয়ে চলে যাবেন।

যত্রোদকম্ অবহদ্ ভবতি তত্ প্রাপ্য সকৃদ্ উন্‌মজ্জ্যৈকাঞ্জলিম্ উত্সৃজ্য তস্য গোত্রং নাম চ গৃহীত্বোত্তীর্যান্যানি বাসাংসি পরিধায় সকৃদ্ এনান্যাপীড্যোদগ্‌দশানি বিসৃজ্যাসত আ নক্ষত্রদর্শনাত্।।১০।।

অনুবাদ—যেখানে জল স্থির হয়ে রয়েছে সেখানে পৌঁছে সকলে একবার মাত্র অবগাহন করে তাঁর (মৃতের) গোত্র ও নাম উচ্চারণ করে এক এক অঞ্জলি জল উৎসর্গ করে জল থেকে উঠে অন্য বস্ত্র পরিধান করে এই পূর্ব- পরিহিত জলসিক্ত বস্ত্রগুলি একবার ভালভাবে নিঙড়িয়ে বস্ত্রের অগ্রভাগ উত্তরদিকে থাকে এমনভাবে শুষ্ক করার জন্য ছড়িয়ে দিয়ে নক্ষত্রদর্শন না-করা পর্যন্ত সেখানে বসে থাকবেন।

বিবৃতি—যাঁরা শবযাত্রায় এসেছেন তাঁরা স্ত্রী- পুরুষ- নির্বিশেষে সকলে দক্ষিণদিকে মুখ করে এক অঞ্জলি করে জল মৃতের উদ্দেশে অর্পণ করবেন। তখন মন্ত্র বলতে হবে এইভাবে- কাশ্যপ-গোত্র কমলকুমার, এতত্ তে উদকম্। যাঁরা জল অঞ্জলি দিলেন তাঁদের বলা হয় 'সমানোদক'। নক্ষত্র দেখা গেলে তবে তাঁরা গৃহে প্রবেশ করবেন।

আদিত্যস্য বা দৃশ্যমানে প্রবিশেয়ুঃ।।১১।।

অনুবাদ—অথবা সূর্যের মণ্ডলের (সামান্য অংশও) দেখা যেতে থাকলে গৃহে প্রবেশ করবেন।

বিবৃতি—সূর্যের রশ্মি যেন তখনও দেখা না যায়।

কনিষ্ঠপ্রথমা জ্যেষ্ঠজঘন্যাঃ।।১২।।

অনুবাদ—কনিষ্ঠরা প্রথমে এবং জ্যেষ্ঠরা পিছনে পিছনে প্রবেশ করবেন।

প্রাপ্যাগারম্ অশ্মানম্ অগ্নিং গোময়ম্ অক্ষতাংস্ তিলান্ অপ উপস্পৃশন্তি।।১৩।।

অনুবাদ—গৃহে এসে প্রবেশের আগে প্রস্তর, অগ্নি, গো-বিষ্ঠা, খই , তিল ও জল স্পর্শ করবেন।

নৈতস্যাং রাত্র্যাম্ অন্নং পচেরন্ ।।১৪।।

অনুবাদ—এই রাত্রে অন্ন পাক করবেন না।

ক্রীতোত্পন্নেন বা বর্তেরন্।।১৫।।

অনুবাদ—কেনা বা তৈরী খাদ্য খেয়ে থাকবেন।

বিবৃতি—এই সূত্রটি কোন কোন পাণ্ডুলিপিতে পরিত্যক্ত হয়েছে।

ত্রিরাত্রম্ অক্ষারলবণাশিনঃ স্যুঃ।।১৬।।

অনুবাদ—তিন রাত্রি লবণযুক্ত খাদ্য খাবেন না।

দ্বাদশরাত্রং বা মহাগুরুষু দানাধ্যয়নে বর্জয়েরন্ ।।১৭।।

অনুবাদ—মহাগুরু প্রয়াত হলে বিকল্পে বারো দিন দানও অধ্যয়ন বর্জন করবেন।

বিবৃতি —মাতা, পিতা এবং সমগ্র বেদবিদ্যা যাঁর নিকট হতে গ্রহণ করা হয়েছে সেই আচার্য হলেন 'মহাগুরু'। এঁদের মৃত্যুতে বারো দিন দান ও অধ্যয়ন বন্ধ রাখতে হয়।

দশাহং সপিণ্ডেষু ।।১৮।।

অনুবাদ—সপিণ্ড জন মারা গেলে দশ দিন (দান ও অধ্যয়ন বন্ধ রাখবেন)।

গুরৌ চাসপিণ্ডে।।১৯।।

অনুবাদ—এবং অসপিণ্ড গুরু মারা গেলেও (দশ দিন বা বারো দিন তা বন্ধ রাখবেন)
।

বিবৃতি—বেদবিদ্যাদানকারী গুরু অসপিণ্ড হলেও দশদিন অথবা ১৭ নং সূত্র অনুসারে বারো দিন দান ও অধ্যয়ন বন্ধ রাখবেন।

অপ্রত্তাসু চ স্ত্রীষু।।২০।।

অনুবাদ—অবিবাহিতা নারী মারা গেলেও (দশ দিনই তা বন্ধ রাখবেন)।

ত্রিরাত্রম্ ইতরেষ্বাচার্যেষু।।২১।।

অনুবাদ—অন্য আচার্যগণ মারা গেলে তিন রাত্রি (বন্ধ থাকবে)।

বিবৃতি—অন্য বলতে বেদের কিছু অংশই যাঁরা পড়িয়েছেন।

জ্ঞাতৌ চাসপিণ্ডে।।২২।।

অনুবাদ—অসপিণ্ড জ্ঞাতিও (মারা গেলে তিন রাত্রিই বন্ধ থাকবে)।

বিবৃতি—সমানোদক আত্মীয় মারা গেলে এই নিয়ম। ১০ নং সূত্রের ব্যাখ্যা দ্রঃ।

প্রত্তাসু চ স্ত্রীষু।।২৩।।

অনুবাদ—বিবাহিত নারী মারা গেলেও (তিন রাত্রিই বন্ধ)।

অদন্তজাতে।।২৪।।

অনুবাদ—দাঁত ওঠেনি (এমন শিশু মারা গেলেও তিন রাত্রিই বন্ধ)।

অপরিজাতে চ ।।২৫।।

অনুবাদ—গর্ভস্থ পুত্র মারা গেলেও (তিন রাত্রিই)।

বিবৃতি—বৃত্তি অনুযায়ী অপরিজাত হচ্ছে পূর্ণগর্ভ শিশু।

একাহং সব্রহ্মচারিণি।।২৬।।

অনুবাদ—সহপাঠী মারা গেলে একদিন (পাঠ বন্ধ রাখবেন)।

সমানগ্রামীয়ে চ শ্রোত্রিয়ে।।২৭।।

অনুবাদ—একই গ্রামনিবাসী শ্রোত্রিয় মারা গেলেও বন্ধ থাকবে (তা একদিনই)।

পঞ্চম খণ্ড (৪/৫)

সঞ্চয়নম্ ঊর্ধবং দশম্যাঃ কৃষ্ণপক্ষস্যাযুজাস্বেকনক্ষত্রে।।১।।

অনুবাদ—কৃষ্ণপক্ষের দশমীর পর একনক্ষত্রযুক্ত কোন বিজোড় তিথিতে মৃতের অস্থি সংগ্রহ (করতে হবে)।

বিবৃতি—অস্থিসংগ্রহের অনুষ্ঠানকে বলে 'সঞ্চয়ন'। মৃত্যুর ঠিক পরেই কৃষ্ণপক্ষের অষাঢ়া, ফল্গুনী ও প্রোষ্ঠপদা ছাড়া অন্য কোন নক্ষত্রযুক্ত একাদশী, ত্রয়োদশী অথবা পঞ্চদশী তিথিতে সঞ্চয়ন কর্ম করতে হয়।

অলক্ষণে কুম্ভে পুমাংসম্ অলক্ষণায়াং স্ত্রিয়ম্ অযুজোঽমিথুনাঃ প্রবয়সঃ।।২।।

অনুবাদ—পুরুষের অস্থি বিশেষ লক্ষণবিহীন কলশে এবং নারীর অস্থি বিশেষ লক্ষণহীন কলশীতে অযুগ্মসংখ্যক বৃদ্ধরা সংগ্রহ করবেন, স্ত্রী ও পুরুষ একত্রে সংগ্রহ করবেন না।

বিবৃতি—অলক্ষণ হচ্ছে অশুভ বা অচিহ্নিত। কলশে স্তনচিহ্ন থাকে না, কলশীতে তা থাকে।

ক্ষীরোদকেন শমীশাখয়া ত্রিঃ প্রসব্যম্ আয়তনং পরিব্রজন্ প্রোক্ষতি শীতিকে শীতিকাবতীতি।।৩।।

অনুবাদ—দাহকর্তা সেই স্থানটিকে তিনবার ডান থেকে বামদিকে পরিক্রমা করতে করতে 'শীতিকে-' (ঋ.১০।১৬।১৪) এই মন্ত্রে শমীশাখা দিয়ে সেখানে দুগ্ধমিশ্রিত জল ছিটাবেন।

বিবৃতি—তিনবারই মন্ত্রটি পাঠ করতে হবে।

অঙ্গুষ্ঠোপকনিষ্ঠিকাভ্যাম্ একৈকম্ অস্থ্যসংহ্রাদয়ন্তোঽবদধ্যুঃ পাদৌ পূর্বং শির উত্তরম্।।৪।।

অনুবাদ—অস্থিসংগ্রহকারীরা বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকা দ্বারা একটি একটি করে অস্থি নিয়ে শব্দ না করে তা কলশে রাখবেন। প্রথমে পদ ও পরে মস্তকের অস্থি রাখতে হবে।

বিবৃতি—ক্রমে ক্রমে চরণ থেকে মস্তক পর্যন্ত অংশের অস্থি তুলে রাখতে হবে।

সুসঞ্‌চিতং সঞ্‌চিত্য পবনেন সংপূয় যত্র সর্বত আপো নাভিস্যন্দেরন্ন্ অন্যা বর্ষাভ্যস্ তত্র গর্তেঽবদধ্যুর্ উপ সর্প মাতরং ভূমিমেতাম্ ইতি।। ৫।।

অনুবাদ—অস্থিগুলি ভালভাবে সংগ্রহ করে ছাঁক্‌নি দিয়ে সেগুলি ছেঁকে নিয়ে যেখানে সব দিক থেকেই বর্ষার জল ছাড়া অন্য জল প্রবাহিত হয় না সেখানে পাত্রটি 'উপ সর্প-' (ঋ. ১০।১৮।১০) এই মন্ত্রে রাখবেন।

বিবৃতি—ছাঁক্‌নি দিয়ে অস্থি থেকে ভস্ম ছেঁকে নিতে হয়। ৪।১।১১ নং সূত্র অনুযায়ী যেখানে শ্মশানে গর্ত করা হয়েছে সেই অস্থিসমাধির স্থলে কলশটি রেখে দিতে হয়। কলশের মধ্যে তলায় থাকে মস্তকের অস্থি এবং উপরে সূক্ষ্ম অস্থি। মন্ত্রটি পাঠ করবেন দাহকর্তাই।

উত্তরয়া পাংসূন্ অবকিরেত্।।৬।।

অনুবাদ—পরবর্তী মন্ত্রের (ঋ. ১০।১৮।১১) দ্বারা গর্তটিতে মাটি ছড়াবেন।

অবকীর্যোত্তরাম্।।৭।।

অনুবাদ—মাটি ছড়াবার পর পরবর্তী মন্ত্রটি (ঋ.১০।১৮।১২) জপ করবেন।

উত্ তে স্তভ্নামীতি কপালেনাপিধায়াথানবেক্ষং প্রত্যাব্রজ্যাপ উপস্পৃশ্য শ্রাদ্ধম্ অস্মৈ দদ্যুঃ।।৮।।

অনুবাদ—'উত্ তে স্তভ্নামি-' (ঋ.১০।১৮।১৩) এই মন্ত্রে শরা দিয়ে কলশটি ঢেকে পিছনে না তাকিয়ে প্রত্যাবর্তন করে জল স্পর্শ করে এই মৃতের উদ্দেশে শ্রাদ্ধ নিবেদন করবেন।

বিবৃতি—'অথ' বলায় কলশের মুখ ঢেকে তার পরে গর্তটি মাটি দিয়ে সম্পূর্ণ ঢেকে তবে ফিরে আসতে হবে। জলস্পর্শের অর্থ এখানে স্নান করে। এই দিন একমাত্র এই মৃতের উদ্দেশেই শ্রাদ্ধ করতে হয়। একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধের নিয়ম অনুযায়ীই এই শ্রাদ্ধ হয়ে থাকে।

ষষ্ঠ খণ্ড (৪/৬)

গুরুণাভিমৃতা অন্যতো বাপক্ষীয়মাণা অমাবাস্যায়াং শান্তিকর্ম কুর্বীরন্।।১।।

অনুবাদ—গুরু প্রয়াত হলে অথবা অন্য দিক থেকে শ্রীহীন হতে থাকলে অমাবস্যায় শান্তিকর্ম করবেন।

পুরোদয়াদ্ অগ্নিং সহভস্মানং সহায়তনং দক্ষিণা হরেয়ুঃ ক্রব্যাদম্ অগ্নিং প্রহিণোমি দূরম্ ইত্যর্ধর্চেন।।২।।

অনুবাদ—সূর্যোদয়ের পূর্বে অগ্নিকে ভস্ম ও পাত্রসমেত 'ক্রব্যাদ-' (ঋ. ১০।১৬।৯) এই অর্ধমন্ত্র দ্বারা দক্ষিণ দিকে নিয়ে যাবেন।

বিবৃতি—গৃহ্য অগ্নিকে ১।৯।১ সূত্র অনুযায়ী যাবজ্জীবন সংরক্ষণ করতে হয়। যে অগ্নিতে পাক করা হয় সেই অগ্নিই তাই দক্ষিণ দিকে নিয়ে গিয়ে ফেলে দিতে হয়।

তং চতুষ্পথে ন্যুপ্য যত্র বা ত্রিঃ প্রসব্যং পরিযন্তি সব্যৈঃ পাণিভিঃ সব্যান্ ঊরূন্ আঘ্নানাঃ।।৩।।

অনুবাদ—চতুষ্পথে অথবা অন্য যে-স্থানে যাওয়া হয়েছে সেই স্থানে অগ্নিকে রেখে বাম হাত দিয়ে বাম ঊরুতে আঘাত করতে করতে সেই অগ্নিকে ডান দিক থেকে বাম দিকে তিনবার পরিক্রমা করবেন।

বিবৃতি—দক্ষিণ দিকের চতুষ্পথে, অন্য কোন দিকের চতুষ্পথে অথবা চতুষ্পথ ছাড়া অন্যত্র যেখানেই অগ্নিকে এনে রাখা হয়েছে সেই স্থানেই ঐ অগ্নিকে পরিক্রমা করতে হয়।

অথানবেক্ষং প্রত্যাব্রজ্যাপ উপস্পৃশ্য কেশশ্মশ্রুলোমনখানি বাপয়িত্বোপকল্পয়ীরন্ নবান্ মণিকান্ কুম্ভান্ আচমনীয়াংশ্ চ শমীসুমনোমালিনঃ শমীময়ম্ ইধ্মং শমীময্যাব্ অরণী পরিধীংশ্ চানডুহং গোময়ং চর্ম চ নবীনতম্ অশ্মানঞ্ চ যাবত্যো যুবতয়স্ তাবন্তি কুশপিঞ্জূলানি।।৪।।

অনুবাদ—এরপর পিছনে না তাকিয়ে প্রত্যাবর্তন করে, স্নান সেরে কেশ, শ্মশ্রু, লোম, নখ কর্তন করিয়ে শমীপুষ্পের মালাবিশিষ্ট নূতন ভাঁড়, কলশ ও আচমনের উপযোগী জলপাত্রের ব্যবস্থা করবেন। শমীবৃক্ষের কাষ্ঠ, শমীকাষ্ঠের দুটি অরণি ও শমীশাখার তিনটি পরিধি, বৃষের বিষ্ঠা ও চর্ম, মাখন, প্রস্তর এবং গৃহে যতজন যুবতী আছেন সেই-সংখ্যক

কুশগুচ্ছও প্রস্তুত রাখবেন।

বিবৃতি—ক্ষৌরকর্মের পরে স্মৃতির বিধান অনুযায়ী আবার স্নান করতে হয়। একপক্ষের মতে অনুষ্ঠানকারীরা শমীফুলের মালা পরে থাকবেন, অপর পক্ষের মতে ঐ মালা ভাঁড়, কলশ ও আচমনের জলপাত্রেই রাখতে হবে।

অগ্নিবেলায়াম্ অগ্নিং জনয়েদ্ ইহৈবায়মিতরো জাতবেদা ইত্যর্ধর্চেন।।৫।।

অনুবাদ—অগ্নিহোত্রের সময়ে 'ইহৈবা-' (ঋ.১০।১৬।৯) এই অর্ধমন্ত্র দ্বারা অগ্নিমন্থন করবেন।

বিবৃতি—অপরাহ্নে শমীকাঠে তৈরী দুই অরণি ঘর্ষণ করে অগ্নি উৎপাদন করতে হয়। এই অগ্নি রন্ধনকার্যের অগ্নি।

তং দীপয়মানা আসত আ শান্তরাত্রাদ্ আয়ুষ্মতাং কথাঃ কীর্তয়ন্তো মাঙ্গ-ল্যানীতিহাসপুরাণানীত্যাখ্যাপয়মানাঃ।।৬।।

অনুবাদ—সেই মথিত অগ্নিকে জ্বালিয়ে রেখে কুলবৃদ্ধদের কাহিনী বলতে বলতে মাঙ্গ লিক ইতিহাস ও পুরাণসমূহ বর্ণনা করতে করতে রাত্রির নৈঃশব্দ্য নেমে আসা পর্যন্ত (গৃহের বাহিরে) বসে থাকবেন।

উপরতেষু শব্দেষু সংপ্রবিষ্টেষু বা গৃহং নিবেশনং বা দক্ষিণাদ্ দ্বার- পক্ষাত্ প্রক্রম্যাবিচ্ছিন্নাম্ উদকধারাং হরেত্ তন্তুং তন্বন্ রজসো ভানুমন্বিহীত্যোত্তরস্মাত্।।৭।।

অনুবাদ—সমস্ত শব্দ থেমে গেলে অথবা সহযাত্রীরা গৃহে বা শয়নকক্ষে প্রবেশ করলে মুখাগ্নিকারী 'তন্তুং-' (ঋ.১০।৫৩।৬) এই মন্ত্রে গৃহের দক্ষিণ দ্বার থেকে উত্তর দ্বার পর্যন্ত অবিচ্ছিন্নধারায় জল ঢালবেন।

বিবৃতি—৬নং সূত্র অনুযায়ী 'শান্তরাত্রে' অথবা ইচ্ছা হলে তার আগেই সহযাত্রীরা গৃহে বা শয্যাগৃহে প্রবেশ করলে দাহকর্তা দক্ষিণ দ্বার থেকে উত্তর দ্বার পর্যন্ত জলধারা সেচন করবেন।

অথাগ্নিম্ উপসমাধায় পশ্চাদ্ অস্যানডুহং চর্মাস্তীর্য প্রাগ্গ্রীবম্ উত্তরলোম তস্মিন্ অমাত্যান্ আরোহয়েদ্ আরোহতায়ুর্জরসং বৃণানা ইতি।।৮।।

অনুবাদ—এরপর গৃহ্য অগ্নিকে সমিৎযুক্ত করে এই অগ্নির পশ্চিমে গ্রীবাটি পূর্বদিকে এবং লোমপূর্ণ দিকটি উপরিভাগে থাকে এমনভাবে একটি বৃষচর্ম বিস্তৃত করে তার উপরে

'আ রোহতা-' (ঋ.১০।১৮।৬) এই মন্ত্রে সহযাত্রীদের আরোহণ করাবেন।

বিবৃতি—দাহকর্তা ছাড়া গৃহের সকল নারী ও পুরুষকে 'অমাত্য' বলা হয়।

ইমং জীবেভ্যঃ পরিধিং দধামীতি পরিধিং পরিদধ্যাত্।।৯।।

অনুবাদ—'ইমং-' (ঋ.১০।১৮।৪) এই মন্ত্রে পরিধি স্থাপন করবেন।

বিবৃতি—অগ্নির বা কুণ্ডের পূর্ব ছাড়া অপর তিন দিকে যে কাঠ রাখা হয় তাকে বলে 'পরিধি'। পশ্চিম দিকে ঐ সমিৎকাঠটি উত্তরমুখী এবং অপর দুইদিকে পূর্বমুখী করে রাখতে হয়।

অন্তর্মৃত্যুং দধতাং পর্বতেনেত্যশ্মানম্ ইত্যুত্তরতোঽগ্নেঃ কৃত্বা পরং মৃত্যো অনু পরেহি পন্থাম্ ইতি চতসৃভিঃ প্রত্যৃচং হুত্বা যথাহান্যনুপূর্বং ভবন্তীত্যমাত্যান্ ঈক্ষেত।।১০।।

অনুবাদ—'অন্তর্মৃত্যুং-' (ঋ. ১০।১৮।৪) এই চরণটি বলে অগ্নির উত্তরে একটি প্রস্তর স্থাপন করে 'পরং মৃত্যো-' (ঋ. ১০।১৮।১-৪) এই চার মন্ত্রে আহুতি দিয়ে গৃহের পরিজনদের দেখবেন।

যুবতয়ঃ পৃথক্ পাণিভ্যাং দর্ভতরুণকৈর্
নবনীতেনাঙ্গুষ্ঠোপকনিষ্ঠিকাভ্যাম্ অক্ষিণী
আঞ্জ্য পরাঞ্চো বিসৃজেয়ুঃ ।।১১।।

অনুবাদ—গৃহের যুবতীরা পৃথকভাবে দুটি হাতের অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকার সাহায্যে তরুণ দর্ভঘাসে গ্রহণ-করা মাখন দিয়ে দুই চোখ অনুলিপ্ত করে, না তাকিয়ে পিছনে সেই দর্ভগুলি ফেলে দেবেন।

বিবৃতি—দুই চোখে একই সময়ে মাখন মাখাতে হবে, পর্যায়ক্রমে নয়।

ইমা নারীরবিধবাঃ সুপত্নীরিত্যঞ্জানা ঈক্ষেত।।১২।।

অনুবাদ—যুবতীরা যখন আজ্য লেপন করছেন তখন মুখাগ্নিকারী ব্যক্তি 'ইমা-' (ঋ.১০।১৮।৭) এই মন্ত্রে তাঁদের দেখবেন।

অশ্মন্বতীরীয়তে সংরভধ্বম্ ইত্যশ্মানং কর্তা প্রথমোঽভিমৃশেত্ ।।১৩।।

অনুবাদ—''অশ্মন্বতী-' (ঋ. ১০।৫৩।৮) এই মন্ত্রে দাহকর্তা প্রথম প্রস্তরটি স্পর্শ করবেন।

বিবৃতি—অন্যেরা স্পর্শ করবেন পরে বিনা মন্ত্রে।

অথাপরাজিতায়াং দিশ্যবস্থায়ানডুহেন গোময়েন চাবিচ্ছিন্নয়া চোদকধারয়াপো হি ষ্ঠা ময়োভুব ইতি তৃচেন পরীমে

গামনেযতেতি পরিক্রামত্সু জপেত্।।১৪।।

অনুবাদ—পরিজনেরা 'আপো-' (ঋ.১০।৯।১-৩) এই তৃচে বৃষের গোময় ও অবিচ্ছিন্ন জলধারা নিয়ে অগ্নিকে প্রদক্ষিণ করতে থাকলে দাহকর্তা উত্তর-পূর্বদিকে অবস্থান করে 'পরীমে-' (ঋ.১০।১৫৫।৫) এই মন্ত্রটি জপ করবেন।

পিঙ্গলোঽনড্বান্ পরিণেয়ঃ স্যাদ্ ইত্যুদাহরন্তি।।১৫।।

অনুবাদ—পিঙ্গলবর্ণের বৃষকে অগ্নির চারদিকে পরিক্রমা করাতে হবে এইরূপ বলা হয়।

বিবৃতি—এরপর স্বিষ্টকৃৎ প্রভৃতি অঙ্গের অনুষ্ঠান হবে।

অথোপবিশন্তি যত্রাভিরংস্যমানা ভবন্ত্যহতেন বাসসা প্রচ্ছাদ্য।।১৬।।

অনুবাদ—এরপর যেখানে বসলে তৃপ্তি পাবেন সেখানে একটি নূতন বস্ত্র বিছিয়ে তার উপর সকলে বসবেন।

আসতেঽস্বপন্ত ওদয়াত্।।১৭।।

অনুবাদ—সেখানে সূর্যোদয় পর্যন্ত নিদ্রিত না হয়ে বসে থাকবেন।

বিবৃতি—ওদয়াত্ = আ-উদয়াত্।

উদিত আদিত্যে সৌর্যাণি স্বস্ত্যয়নানি চ জপিত্বান্নং সংস্কৃত্যাপো নঃ শোশুচদঘাম্ ইতি প্রত্যৃচং হুত্বা ব্রাহ্মণান্ ভোজয়িত্বা স্বস্ত্যয়নং বাচয়ীত গৌঃ কংসোঽহতং বাসশ্ চ দক্ষিণা।।১৮।।

অনুবাদ—সূর্য উদিত হলে সূর্যসূক্ত ও স্বস্ত্যয়নসূক্ত জপ করে অন্ন প্রস্তুত করে, 'আপো নঃ' (ঋ. ১। ৯৭) এই সূক্তের প্রতি মন্ত্রে আহুতি দিয়ে সেই অন্ন থেকেই ব্রাহ্মণদের ভোজন করিয়ে তাঁদের দিয়ে মঙ্গলবাক্য বলাবেন। গাভী, কাঁসার পাত্র এবং অক্ষত (না -ধোওয়া নূতন বস্ত্র হবে ভোজনান্তে ব্রাহ্মণদের দক্ষিণা।

সপ্তম খণ্ড (৪/৭)

অথাতঃ পার্বণে শ্রাদ্ধে কাম্য আভ্যুদয়িক একোদ্দিষ্টে বা।।১।।

অনুবাদ—এরপর যা বলা হচ্ছে তা পার্বণ, কাম্য, আভ্যুদয়িক অথবা একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধে প্রযোজ্য।

বিবৃতি—এখানে 'অতঃ' শব্দটি হেতু বোঝাচ্ছে। যেহেতু মূঢ় ব্যক্তিও শ্রাদ্ধ দ্বারা নিঃশ্রেয়স

যা পরম মঙ্গল লাভ করে তাই তার কথা এখন বলা হবে। প্রত্যেক পর্বে যে শ্রাদ্ধ হয় তা 'পার্বণ'। কেবল অমাবস্যাতেই এই শ্রাদ্ধ হয়। বৃদ্ধি ও পূর্তির কারণে অনুষ্ঠিত শ্রাদ্ধ 'আভ্যুদয়িক'। একের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত শ্রাদ্ধ 'একোদ্দিষ্ট'। শ্রদ্ধার সঙ্গে পিতৃপুরুষদের উদ্দিষ্ট করে ব্রাহ্মণদের হাতে যা দেওয়া হয় তা-ই শ্রাদ্ধ -"পিতৃন্ উদ্দিশ্য যদ্ দীয়তে ব্রাহ্মণেভ্যঃ শ্রদ্ধয়া তচ্ শ্রাদ্ধম্" (বৃত্তি)।

ব্রাহ্মণাঞ্ শ্রুতশীলবৃত্তসম্পন্নান্ একেন বা কালে জ্ঞাপিতান্ স্নাতান্ কৃতপচ্ছৌচান্ আচান্তান্ উদঙ্মুখান্ পিতৃবদ্ উপবেশ্যৈকৈকম্ একৈকস্য দ্বৌ দ্বৌ ত্রীংস্ ত্রীন্ বা বৃদ্ধৌ ফলভূয়স্ত্বং ন ত্বেবৈকং সর্বেষাম্।।২।।

অনুবাদ—বিদ্যা, সৎচরিত্র ও সদাচার-সমন্বিত অথবা এই তিনটির যে-কোন একটি গুণে যুক্ত, যথাসময়ে নিমন্ত্রিত, স্নাত, ধৌতচরণ, আচমনসম্পন্ন ব্রাহ্মণদের—প্রত্যেক একজন পিতৃ পুরুষের জন্য একজনকে, দুই জন করে অথবা তিন জন করে, ব্রাহ্মণের সংখ্যা বেশী হলে ফলও বেশী পাওয়া যাবে, তবে সব পিতৃপুরুষের জন্য একজন ব্রাহ্মণকে মোটেই নয়—পিতৃজ্ঞানে উত্তরমুখী করে উপবেশন করিয়ে ভোজন করাবেন।

বিবৃতি—'স্নাতান্' বলায় কোন কারণে যিনি স্নান করেন নি, তাঁকে নিমন্ত্রণ করা চলবে না। ভিন্ন মতে এখানে সমাবর্তনকারীকেই বোঝানো হয়েছে। অপর কেউ কেউ অর্থ করেন, স্নানদ্রব্য দ্বারা স্নাত। আগে চরণ প্রক্ষালন করা হয়ে থাকলেও এই সময়ে আবার তা করতে হবে। 'আচান্তান্' বলায় এই আচমন কর্মেরই অঙ্গ; ভোজনের অঙ্গ ও শ্রাদ্ধের অঙ্গরূপে দু-বার তাই আচমন করতে হয়। ব্রাহ্মণদের নিজের পিতার মতো মনে করতে হয়। বয়স অনুযায়ী কাউকে পিতা, কাউকে পিতামহ, কাউকে প্রপিতামহ জ্ঞান করতে হয়।

কামম্ অনাদ্যে।।৩।।

অনুবাদ—আদ্য শ্রাদ্ধ ব্যতীত অন্য শ্রাদ্ধে ইচ্ছা অনুসারে (কেবল একজনকেই নিমন্ত্রণ করতে পারেন)।

বিবৃতি—প্রথম শ্রাদ্ধে অর্থাৎ সপিণ্ডীকরণে তিন পূর্বপুরুষের জন্য কমপক্ষে মোট তিনজন ব্রাহ্মণকে ভোজন করাতে হবে। পরবর্তী কালের শ্রাদ্ধকর্মে ইচ্ছা অনুযায়ী একজনকে ভোজন করালেও চলে। 'অনাদ্য' শব্দের অপর দুই অর্থ দুর্ভিক্ষ ও দারিদ্র্য।

পিণ্ডৈর্ ব্যাখ্যাতম্ ।।৪।।

অনুবাদ—পিণ্ডযাগের দ্বারা শ্রাদ্ধের নিয়মগুলি ব্যাখ্যাত হয়েছে।

বিবৃতি — আ. শ্রৌ. ২।৬।১৯-২৪ সূত্র দ্র.।

অপঃ প্রদায় ।।৫।।

অনুবাদ—ব্রাহ্মণদের জল প্রদান করে।

বিবৃতি—বসাবার পরে ব্রাহ্মণগণের হাতে জল দিতে হয়।

দর্ভান্ দ্বিগুণভুগ্নান্ আসনং প্রদায় ।।৬।।

অনুবাদ—আসনে দুই-ভাঁজ-করা দর্ভগুচ্ছ রেখে।

অপঃ প্রদায়।।৭।।

অনুবাদ—আবার ব্রাহ্মণদের হাতে জল প্রদান করে।

তৈজসাশ্মময়মৃন্ময়েষু ত্রিষু পাত্রেষ্বেকদ্রব্যেষু বা দর্ভান্তর্হিতেষ্বপ আসিচ্য শং নো দেবীরভিষ্টয় ইত্যনুমন্ত্রিতাসু তিলান্ আবপতি তিলোঽসি সোমদেবত্যো গোসবে দেবনির্মিতঃ। প্রত্নবদ্ভিঃ প্রত্তঃ স্বধয়া পিতৃনিমাঁল্লোকান্ প্রীণয়াহি নঃ স্বধা নম ইতি।।৮।।

অনুবাদ—ভিতরে দর্ভ স্থাপন করা হয়েছে এমন ধাতু, প্রস্তর এবং মৃত্তিকানির্মিত তিনটি পাত্রে অথবা একই উপাদানে প্রস্তুত তিনটি পাত্রে জল সেচন করে, 'শং নো-' (ঋ. ১০।৯।৪) এই মন্ত্রে ঐ জল অনুমন্ত্রিত হলে তার মধ্যে ' তিলোঽসি-' (তুমি তিল, সোম তোমার দেবতা; গোসব যজ্ঞে তুমি দেবতাদের দ্বারা নির্মিত হয়েছিলে; প্রাচীনদের দ্বারা তুমি প্রদত্ত হয়েছিল; সুধার দ্বারা তুমি পিতৃপুরুষদের এবং এই লোকসমূহকে আমাদের প্রতি প্রীতিপূর্ণ করে তোল, স্বধা নমঃ) এই মন্ত্রে অর্ঘ্য তিল রেখে দেবেন।

প্রসব্যেন।।৯।।

অনুবাদ—পিতৃকর্ম ডান দিক থেকে বামদিকে করতে হয়।

ইতরপাণ্যঙ্গুষ্ঠান্তরেণোপবীতিত্বাদ্ দক্ষিণেন বা সব্যোপগৃহীতেন পিতর ইদং তে অর্ঘ্যং পিতামহেদং তে অর্ঘ্যং প্রপিতামহেদং তে অর্ঘ্যম্ ইতি।।১০।।

অনুবাদ—যেহেতু তিনি উপবীত ধারণ করে থাকেন তাই অন্য অর্থাৎ বাম হাতের অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জনীর মধ্যবর্তী অংশের দ্বারা অথবা ডান হাত দিয়ে বাম হাত গ্রহণ করে 'পিতরিদং' (হে পিতা, এটি তোমার অর্ঘ্য; হে পিতামহ, এটি তোমার অর্ঘ্য; হে প্রপিতামহ, এটি তোমার অর্ঘ্য) এই মন্ত্রে অর্ঘ্য প্রদান করবেন।

বিবৃতি—১০-১৪ নং সূত্র পর্যন্ত বিহিত কর্ম উপবীতী হয়েই করতে হয়। পিতৃকর্ম প্রাচীনাবীতী হয়ে করতে হয়, কিন্তু এখন যেহেতু তিনি উপবীতী, তাই প্রাচীনাবীতিত্বের জন্য বাম হাতের 'পিতৃতীর্থ' দিয়ে অর্ঘ্য প্রদান করতে হবে। বাম হাত দিয়ে দেওয়া

অশোভন মনে হলে ডান হাত দিয়েই দেবেন, তবে প্রাচীনাবীতিত্ব বজায় রাখার জন্য বাম হাত দিয়ে ডান হাত স্পর্শ করে থাকবেন।

অপ্‌পূর্বম্।।১১।।

অনুবাদ—অর্ঘ্যের পূর্বে জলও দেবেন।

তাঃ প্রতিগ্রাহয়িষ্যন্ সকৃত্ সকৃত্ স্বধা অর্ঘ্যা ইতি।।১২।।

অনুবাদ—সেই অর্ঘ্যসমূহের জল যখন তাঁদের গ্রহণ করাতে যাবেন তখন একবার করে 'স্বধা অর্ঘ্যাঃ' (এইরূপ বলবেন)।

বিবৃতি—পিতার উদ্দেশে যত জন ব্রাহ্মণ উপস্থিত তাঁদের সকলের জন্য একটি মাত্র পাত্রে 'স্বধা অর্ঘ্যাঃ' মন্ত্রে একবার মাত্র জল দিতে হয়। পিতামহ ও প্রপিতামহের ক্ষেত্রেও তা-ই।

প্রসৃষ্টা অনুমন্ত্রয়েত যা দিব্যা আপঃ পৃথিবী সংবভূবুর্যা অন্তরিক্ষ্যা উত পার্থিবীর্যাঃ। হিরণ্যবর্ণা যজ্ঞিয়াস্তা ন আপঃ শংস্যোনা ভবন্ত্বিতি। সংস্রবান্ সম্-অবনীয় তাভির্ অদ্ভিঃ পুত্রকামো মুখম্ অনক্তি।।১৩।।

অনুবাদ—অর্ঘ্যের জল ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক ভূমিতে নিক্ষিপ্ত হলে 'যা দিব্যা-' (যে দিব্য জল পৃথিবীতে সম্ভূত হয়েছে, যা অন্তরিক্ষস্থানীয় ও পৃথিবীস্থানীয়, হিরণ্যবর্ণ ও যজ্ঞোপযোগী সেই জল আমাদের প্রতি মঙ্গলপ্রদ ও প্রীতিপূর্ণ হোক) এই মন্ত্রে তা অনুমন্ত্রণ করবেন। অবশিষ্ট জল ঢেলে পুত্রকামী হলে সেই জল দিয়ে নিজের মুখ অনুলিপ্ত করবেন।

বিবৃতি - শেষে অর্ঘ্যের জল তিন পাত্রে যেটুকু অবশিষ্ট থাকে (সংস্রব) তার মধ্যে যে-কোন দুই পাত্রের জল তৃতীয় পাত্রে ঢেলে রাখতে হয়। অনুষ্ঠাতা পুত্রার্থী হলে তিন পাত্রের সেই মিশ্রিত জল নিজের মুখে মেখে নেবেন।

নোদ্ধরেত্ প্রথমং পাত্রং পিতৃণাম্ অর্ঘ্যপাতিতম্। আবৃতাস্ তত্র তিষ্ঠন্তি পিতরঃ শৌনকোঽব্রবীত্।।১৪।। উদ্ধরেদ্ যদি চেত্ পাত্রং বিবৃতং বা যদা ভবেত্। তদাসুরং ভবেচ্ ছ্রাদ্ধং ক্রুদ্ধৈঃ পিতৃগণৈর্ গতৈঃ।।

অনুবাদ—পিতৃগণের অর্ঘ্য-অবশিষ্ট জলে পূর্ণ প্রথম পাত্রটি অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যাবেন না, কারণ শৌনক বলেছেন, সেই পাত্রে পিতৃপুরুষগণ তৃতীয় পাত্র দ্বারা আচ্ছাদিত হয়ে থাকেন। যদি ঐ পাত্র তুলে নিয়ে যান বা উন্মুক্ত রাখেন তাহলে তা ক্রুদ্ধ প্রয়াতদের সঙ্গে মিলিত হয়ে আসুর শ্রাদ্ধে পরিণত হয়।

বিবৃতি—শৌনকের নাম উল্লেখ করা হয়েছে মতান্তর ও বিকল্প বোঝাবার জন্য নয়, তাঁর মতের প্রতি বিশেষ আস্থা ও সমাদর প্রদর্শনের জন্যই।

অষ্টম খণ্ড (৪/৮)

এতস্মিন্ কালে গন্ধমাল্যধূপদীপাচ্ছাদনানাং প্রদানম্।।১।।

অনুবাদ - এই সময়ে ব্রাহ্মণগণকে গন্ধ, মাল্য, ধূপ, দীপ ও বস্ত্র প্রদান করতে হয়।

বিবৃতি— প্রাচীনাবীতী হয়েই প্রদান করতে হবে।

উদ্‌ধৃত্য ঘৃতাক্তম্ অন্নম্ অনুজ্ঞাপয়ত্যগ্নৌ করিষ্যে করবৈ করবাণীতি বা।।২।।

অনুবাদ—কিছু অন্ন তুলে নিয়ে ঘৃতযুক্ত করে ব্রাহ্মণদের কাছে 'অগ্নৌ করিষ্যে-'(আমি অগ্নিতে সম্প্রদান করব অথবা যেন করি বা আমরা যেন করি) এই মন্ত্রে অনুমতি প্রার্থনা করবেন।

প্রত্যভ্যনুজ্ঞা ক্রিয়তাং কুরুষ্ব কুর্বিতি।।৩।।

অনুবাদ—'ক্রিয়তাং-' ('করা হোক,' 'কর') এই হল প্রত্যুত্তরে ব্রাহ্মণদের অনুজ্ঞাবাক্য।

অথাগ্নৌ জুহোতি যথোক্তং পুরস্তাত্।।৪।।

অনুবাদ—এরপর আগে যেমন বলা হয়েছে তেমনভাবে অগ্নিতে তিনি আহুতি দেবেন।

বিবৃতি—আ. শ্রৌ. ২।৬ অংশের সূত্রগুলি দ্র.।

অভ্যনুজ্ঞায়াং পাণিষ্বেব বা।।৫।।

অনুবাদ—অথবা অনুজ্ঞা পেলে ব্রাহ্মণদের হাতেই আহুতি দেবেন।

বিবৃতি—হাতই হবে তখন অগ্নির প্রতিনিধি।

অগ্নিমুখা বৈ দেবাঃ পাণিমুখাঃ পিতর ইতি হি ব্রাহ্মণম্।।৬।।

অনুবাদ—ব্রাহ্মণ গ্রন্থ বলছে দেবতাদের মুখ অগ্নি, পিতৃপুরুষদের মুখ হচ্ছে হাত।

বিবৃতি—দেবতাদের মুখ অগ্নি বলে দেবকর্মে অগ্নিতেই আহুতি এবং প্রয়াত পিতৃপুরুষদের মুখ হস্ত বলে হস্তেই আহুতি দেওয়া হয়।

যদি পাণিষ্বাচান্তেষ্বন্যাদ্ অন্নম্ অনুদিশতি।।৭।।

অনুবাদ—যদি হাতে আহুতি দেওয়া হয়ে থাকে তাহলে ব্রাহ্মণদের আচমনের পর অন্য

অন্ন দেবেন।

বিবৃতি—অগ্নিতে আহুতি দেওয়া হলে পাত্রগুলিতে ভোজনের জন্য অন্য অন্ন রাখবেন, হাতে আহুতি দিলে আচমনের পর অন্য অন্ন দেবেন।

অন্নম্ অন্নে।।৮।।

অনুবাদ—হুতাবশিষ্ট অন্ন ভোজনপাত্রের অন্নে রেখে দেওয়া হয়।

সৃষ্টং দত্তম্ ঋধ্নুকম্ ইতি।।৯।।

অনুবাদ—যা প্রচুর পরিমাণে দেওয়া হয় তা সমৃদ্ধিপ্রদ হয় এইরূপ বলা হয়।

বিবৃতি—যা ভোজনের পক্ষে পর্যাপ্ত তার থেকেও বেশী দিতে হবে।

তৃপ্তাএ্ঙ্ জ্ঞাত্বা মধুমতীঃ শ্রাবয়েদ্ অক্ষন্নমীমদন্তেতি চ।।১০।।

অনুবাদ—(তাঁরা) তৃপ্ত হয়েছেন জেনে তাঁদের মধুমতী মন্ত্রগুলি (ঋ. ১।৯০।৬-৮) এবং 'অক্ষন্নমী-' (ঋ. ১।৮২।২) এই মন্ত্রটি শোনাবেন।

সম্পন্নম্ ইতি পৃষ্ট্বা যদ্ যদ্ অন্নম্ উপভুক্তং তত্ তত্ স্থালীপাকেন সহ পিণ্ডার্থম্ উদ্ধৃত্য শেষং নিবেদয়েত্।।১১।।

অনুবাদ—(ভোজন) 'সম্পন্ন হয়েছে?' এইরূপ জিজ্ঞাসা করে যে যে অংশের বা পাত্রের অন্ন ভোজন করা হয়েছে সেই সেই পাত্রেরই অন্ন থেকে অন্ন পিণ্ডের জন্য তুলে রেখে স্থালীপাকের সঙ্গে তা মিশিয়ে নিয়ে ব্রাহ্মণদের নিবেদন করবেন।

অভিমতেঽনুমতে বা ভুক্তবত্স্বনাচান্তেষু পিণ্ডান্ নিদধ্যাত্।।১২।।

অনুবাদ—সেই অবশিষ্ট অন্ন স্বীকার করা হলে অথবা অনুমতি প্রাপ্ত হলে এবং তাঁরা ভোজন শেষ করলে কিন্তু আচমন তখনও না করা হয়ে থাকলে পিতৃগণের উদ্দেশ্যে পিণ্ড স্থাপন করবেন।

বিবৃতি — নিবেদিত অন্ন ব্রাহ্মণেরা নিজেরাই আহার করতে পারেন অথবা 'সহৈব উপভুজ্যতাম্' আত্মীয়দের সঙ্গে আহার করা যাক এই অনুমতি দিলে আত্মীয়দের সঙ্গে নিয়ে তা ভক্ষণ করা যেতে পারে। ভোজনের শেষে আচমন করার আগেই পিণ্ডদান করতে হয়।

আচান্তেষ্বেকে।।১৩।।

অনুবাদ—অপর একদল বলেন আচমনের শেষে (পিণ্ডদান করবেন)।

প্রকীর্যান্নম্ উপবীয়োং স্বধোচ্যতাম্ ইতি বিসৃজেত্।।১৪।।

অনুবাদ—ভূমিতে অন্ন ছড়িয়ে দিয়ে যজ্ঞোপবীত ধারণ করে 'ওঁ স্বধা বলা হোক' এই বলে ব্রাহ্মণদের বিদায় দেবেন।

বিবৃতি—এতক্ষণ প্রাচীনাবীতী ছিলেন, এখন যজ্ঞোপবীতী হয়ে 'ওঁ স্বধো-' বলবেন।

অস্তু স্বধেতি বা ।।১৫।।

অনুবাদ—অথবা 'অস্তু স্বধা' এই (বলে তাঁদের বিদায় দেবেন)।

বিবৃতি—'অস্তু স্বধা' বললে ব্রাহ্মণেরাও তা-ই বলে বিদায় নেবেন।

নবম খণ্ড (৪/৯)

অথ শূলগবঃ।।১।।

অনুবাদ— এরপর শূলগব (বলা হচ্ছে)।

বিবৃতি—শূল শব্দের অর্থ এখানে (শূল আছে এই অর্থে অচ্ -প্রত্যয়) শূলী বা শূলধারী রুদ্র। তাঁর উদ্দেশে গো-পশু দ্বারা অনুষ্ঠেয় যাগ 'শূলগব'।

শরদি বসন্তে বার্দ্রয়া।।২।।

অনুবাদ —শরৎ বা বসন্তকালে আর্দ্রা নক্ষত্রে (তা অনুষ্ঠিত হয়)।

শ্রেষ্ঠং স্বস্য যূথস্য।।৩।।

অনুবাদ— নিজের যূথের শ্রেষ্ঠ বৃষটিকে (গ্রহণ করবেন)।

অকুষ্ঠিপৃষত্ ।।৪।।

অনুবাদ—(বৃষটি) কুষ্ঠগ্রস্ত ও পৃষৎ-বর্ণ হবে না।

বিবৃতি—কুষ্ঠ রোগগ্রস্ত বা বৃষের দেহের চর্ম লোহিতবর্ণের এবং মাঝে মাঝে শ্বেতবিন্দুযুক্ত যেন না হয়।

কল্মাষম্ ইত্যেকে।।৫।।

অনুবাদ—এক দল বলেন কৃষ্ণবর্ণযুক্ত (বৃষকে গ্রহণ করবেন)।

কামং কৃষ্ণম্ আলোহবাংশ্ চেত্।।৬।।

অনুবাদ—ইচ্ছা হলে কৃষ্ণবর্ণের বৃষ গ্রহণ করবেন, যদি তা ঈষৎ লোহিতবর্ণ হয়।

ব্রীহিযবমতীভির্ অদ্ভির্ অভিষিচ্য।।৭।।

অনুবাদ—(বৃষকে) চাল ও যব-মিশ্রিত জল দিয়ে অভিষিক্ত করে।

শিরস্ত আ ভসত্তঃ।।৮।।

অনুবাদ—মস্তক থেকে পুচ্ছ পর্যন্ত (অভিষিক্ত করতে হবে)।

বিবৃতি—ভসত্-তঃ = পুচ্ছ-পর্যন্ত। মন্ত্রের জন্য পরবর্তী সূত্র দ্র.।

রুদ্রায় মহাদেবায় জুষ্টো বর্ধস্বেতি।।৯।।

অনুবাদ—'রুদ্রায়-' (মহাদেব রুদ্রের প্রীতিকর এই পশু বর্ধিত হোক) এই মন্ত্রে।

বিবৃতি—পরবর্তী সূত্র দ্র.।

তং বর্ধয়েত্ সম্পন্নদন্তম্ ঋষভং বা ।।১০।।

অনুবাদ— সেই উৎপন্নদন্ত বা প্রজননক্ষম বৃষকে বর্ধিত করবেন।

বিবৃতি— বৃষটিকে অভিষিক্ত করার পর অপেক্ষা করতে হবে যতক্ষণ না সে প্রজনন-সমর্থ হয়ে ওঠে অথবা তার দন্ত উদ্‌গত হয়।

যজ্ঞিয়ায়াং দিশি ।।১১।।

অনুবাদ—যজ্ঞের উপযোগী কোন স্থানে শূলগব করতে হবে।

বিবৃতি—দন্ত উদ্‌গত হলে বা বৃষটি প্রজননক্ষম হলে এক অমাবস্যায় গ্রামের বাহিরে পূর্ব অথবা উত্তর দিকে গিয়ে শূলগবের অনুষ্ঠান করতে হবে।

অসন্‌দর্শনে গ্রামাত্ ।।১২।।

অনুবাদ—গ্রাম থেকে যে স্থান দেখা যায় না (সেইস্থানে অনুষ্ঠান হবে)।

বিবৃতি—যে স্থানে গেলে গ্রাম আর দেখা যায় না এমন স্থানে যেতে হবে।

উর্ধ্বম্ অর্ধরাত্রাদ্ উদিত ইত্যেকে ।।১৩।।

অনুবাদ—অর্ধরাত্রির পরে অথবা কেউ কেউ বলেন সূর্য উদিত হলে অনুষ্ঠান হবে।

বৈদ্যং চরিত্রবন্তং ব্রাহ্মণম্ উপবেশ্য সপলাশাম্ আর্দ্রশাখাং যূপং নিখায় ব্রততৌ কুশরজ্জূ বা রশনে অন্যতরয়া যূপং পরিবীয়ান্যতরয়ার্ধশিরসি পশুং বদ্ধা যূপে রশনয়া বা নিযুনক্তি যস্মৈ নমস্তস্মৈ ত্বা জুষ্টং নিযুনজ্মীতি ।।১৪।।

অনুবাদ—বিদ্বান চরিত্রবান ব্রহ্মা নামে ঋত্বিক্‌কে উপবেশন করিয়ে যথাসময়ে পত্রবিশিষ্ট একটি আর্দ্রশাখাকে যূপ হিসাবে মাটিতে প্রোথিত করে দুটি লতা বা দুটি কুশরজ্জু রশনারূপে গ্রহণ করে ঐ দুইটির একটি রশনা যূপের চারিদিকে বেষ্টন করে এবং অপরটির দ্বারা মস্তকের অর্ধাংশে দক্ষিণ শৃঙ্গের মধ্যস্থলে বন্ধন করে যূপে অথবা যূপ-বদ্ধ রশনায় পশুকে 'যস্মৈ-' (যিনি নমস্কারের যোগ্য তাঁর জন্য প্রীতিকর তোমাকে বদ্ধ করছি) এই মন্ত্রে বদ্ধ করবেন।

বিবৃতি—যূপকে এখানে তক্ষণ করতে হয় না। যূপের পরিমাণ হবে অবশ্য পশুযাগের যূপের মতো স্বাভাবিকই।

প্রোক্ষণাদি সমানং পশুনা বিশেষান্ বক্ষ্যামঃ ।।১৫।।

অনুবাদ—প্রোক্ষণাদি কর্ম পশুযাগের সঙ্গে সমান, বিশেষ বিধিগুলি-ই কেবল বলব।

বিবৃতি—পশুযাগে পশুর প্রোক্ষণ থেকে শুরু করে যা যা করতে হয়, শূলগবেও তা করতে হবে। প্রোক্ষণের আগে যে কর্মগুলি পশুযাগে করা হয়ে থাকে সেগুলি এখানে করতে হবে না। পশুযাগের অনুষ্ঠানের অপেক্ষায় এই যাগে যেগুলি বৈশিষ্ট্য সূত্রকার কেবল সেগুলির কথাই এখানে বলবেন, সব অংশের কথা নয়।

পাত্র্যা পলাশেন বা বপাং জুহুয়াদ্ ইতি হ বিজ্ঞায়তে ।।১৬।।

অনুবাদ—কাঠের পাত্র অথবা পাতা দিয়ে বপা আহুতি দেবেন—এইরূপ জানা যায়।

বিবৃতি— জুহূ ব্যবহার করা চলবে না। আহুতিদানের মন্ত্রটি পরবর্তী সূত্রে বলা হচ্ছে।

হরায় মৃডায় শর্বায় শিবায় ভবায় মহাদেবোগ্রায় ভীমায় পশুপতয়ে রুদ্রায় শঙ্করায়েশানায় স্বাহেতি ।।১৭।।

অনুবাদ— 'হরায়—' এই (মন্ত্রে বপা আহুতি দেবেন)।

বিবৃতি—'মহাদেবায়োগ্রায়' পাঠই ছিল প্রত্যাশিত।

ষড্‌ভির্ বোত্তরৈঃ ।।১৮।।

অনুবাদ—অথবা পরবর্তী ছয়টি মন্ত্রের দ্বারা (আহুতি দেবেন)।

বিবৃতি—পরবর্তী ছয়টি মন্ত্র হল 'উগ্রায় ভীমায়' ইত্যাদি ছয়টি নাম।

রুদ্রায় স্বাহেতি বা ।।১৯।।

অনুবাদ—অথবা 'রুদ্রায় স্বাহা' (হবে আহুতির মন্ত্র)।

চতসৃষু চতসৃষু কুশসূনাসু চতসৃষু দিক্ষু বলিং হরেদ্ যাস্তে রুদ্র পূর্বস্যাং দিশি সেনাস্তাভ্য এনং নমস্তে অস্তু মা মা হিংসীর্ ইত্যেবং প্রতিদিশং ত্বাদেশনম্ ।।২০।।

অনুবাদ—চারটি দিকে চারটি চারটি করে কুশসূনায় 'যাস্তে-' (হে রুদ্র, পূর্বদিকে তোমার যে সেনাগণ রয়েছে তাদের জন্য এই 'বলি'; তোমাকে নমস্কার, আমাকে হিংসা কর না) এই মন্ত্রে উৎসর্গদ্রব্য দেবেন; প্রতিদিকে সেই দিকের নাম উল্লেখ করবেন।

বিবৃতি—মন্ত্রের 'পূর্বস্যাং' অংশে যথাক্রমে দক্ষিণ, পশ্চিম ও উত্তর দিকের নাম উল্লেখ করতে হয়। স্বিষ্টকৃতের আগে কুশসূনাগুলিতে স্থালীপাকের চরুর এবং প্রধানযাগের আহুতির মাংসের অবশিষ্ট অংশ রেখে এই 'বলি' উপহার দিতে হয়। 'কুশসূনা' হল দর্ভগুচ্ছ ও তৃণগুচ্ছ একত্র করে সেগুলির অগ্রভাগ আবার একত্রিত করে বেঁধে রাখা গুচ্ছ।

চতুর্ভিঃ সূক্তৈশ্ চতস্রো দিশ উপতিষ্ঠেত কদ্রুদ্রায়েমা রুদ্রায়াতে পিতরিমা রুদ্রায় স্থিরধন্বন ইতি ।।২১।।

অনুবাদ—'কদ্ রুদ্রায়-' (ঋ. ১।৪৩), 'ইমা রুদ্রায়-' (ঋ. ১।১১৪), 'আ তে পিত-' (ঋ.২।৩৩) এবং 'ইমা রুদ্র-' (ঋ. ৭।৪৬) এই চারটি সূক্তের দ্বারা চারটি দিককে উপস্থান করবেন।

সর্বরুদ্রযজ্ঞেষু দিশাম্ উপস্থানম্ ।।২২।।

অনুবাদ—সমস্ত রুদ্রযজ্ঞে দিকসমূহের উপস্থান (করতে হয়)।

তুষান্ ফলীকরণাংশ্ চ পুচ্ছং চর্ম শিরঃ পাদান্ ইত্যগ্নাব্ অনুপ্রহরেত্।।২৩।।

অনুবাদ—তুষ, তুষের সূক্ষ্মকণা, পশুর পুচ্ছ, চর্ম, শির, পাদ এইগুলি অগ্নিতে নিক্ষেপ করবেন।

ভোগং চর্মণা কুর্বীতেতি শাংবত্যঃ ।।২৪।।

অনুবাদ—শাংবত্য বলেন পশুর চর্ম দিয়ে কোন ব্যবহারের বস্তু প্রস্তুত করবেন।

উত্তরতোঽগ্নের্ দর্ভবীতাসু কুশসূনাসু বা শোণিতং নিনয়েচ্ছ্বাসিনীর্ঘোষিণীর্বিচিন্বতীঃ সমশ্নুতীঃ সর্পা এতদ্বোঽত্র তদ্ ধরধ্বম্ ইতি ।।২৫।।

অনুবাদ—অগ্নির উত্তরদিকে দর্ভরাজিতে বা কুশসূনাতে 'শ্বাসিনী-' (হিস্- হিস্- ধ্বনিকারী, শব্দকারী, সন্ধানকারী, হরণকারী, সর্পগণ এখানে তোমার যা আছে তা গ্রহণ কর) এই মন্ত্রে পশুর রক্ত ঢেলে দেবেন।

অথোদঙ্ঙ্ আবৃত্য শ্বাসিনীর্ঘোষিণীর্বিচিন্বতীঃ সমশ্নুতীঃ সর্পা এতদ্বোঽন্ন তদ্ ধরধ্বম্ ইতি সর্পেভ্যো যত্ তত্রাসৃগ্ উবধ্যং বাবস্রুতং তদ্ ধরন্তি সর্পাঃ।।২৬।।

অনুবাদ—অতঃপর উত্তরমুখী হয়ে সর্পদের বলেন 'শ্বাসিনী—' (হিস্ হিস্ ধ্বনিকারী, শব্দকারী, সন্ধানকারী, হরণকারী সর্পগণ, এখানে তোমার যা আছে তা গ্রহণ কর)। তখন সর্পদের উদ্দেশে ক্ষরিত রক্ত বা অন্ত্রের যে বস্তুসমূহ ক্ষরিত হয়, সর্পগণ তা গ্রহণ করে।

সর্বাণি হ বা অস্য নামধেয়ানি ।। ২৭।।

অনুবাদ—সকলই এই রুদ্রেরই নাম।

বিবৃতি—জগতের যত নাম তা বস্তুত রুদ্রেরই নাম, রুদ্র সর্বব্যাপী।

সর্বাঃ সেনাঃ ।। ২৮।।

অনুবাদ—সকল সেনা (রুদ্রেরই সৈন্য)।

সর্বাণ্যুচ্ছ্রয়ণানি ।। ২৯।।

অনুবাদ—সকল উৎকৃষ্ট বস্তুসমূহ (রুদ্রেরই অধীনে)।

ইত্যেবংবিদ্ যজমানং প্রীণাতি ।। ৩০।।

অনুবাদ—যিনি এমন জানেন সেই যজমানকে রুদ্রদেব প্রীত করেন।

নাস্য ব্রুবাণং চন হিনস্তীতি বিজ্ঞায়তে ।। ৩১।।

অনুবাদ—এই কর্মের প্রবক্তাকেও রুদ্রদেব হিংসা করেন না এইরূপ বেদ থেকে জানা যায়।

নাস্য প্রাশ্নীয়াত্ ।। ৩২।।

অনুবাদ—(এক পক্ষের মতে) এই পশুর হুতাবশিষ্ট মাংস ভক্ষণ করবেন না।

নাস্য গ্রামম্ আহরেয়ুর্ অভিমারুকো হৈষ দেবঃ প্রজা ভবতীতি।।৩৩।।

অনুবাদ—যজ্ঞের কোন বস্তু গ্রামে নিয়ে যাবেন না, কারণ এই রুদ্র দেবতা মানুষের বিনাশসাধনকারী হন।

অমাত্যান্ অন্ততঃ প্রতিষেধয়েত্ ।। ৩৪।।

অনুবাদ—এই দেবতার নিকটে আসা থেকে আত্মীয়দের নিষেধ করবেন।

নিয়োগাত্ তুপ্রাশ্নীয়াত্ স্বস্ত্যয়ন ইতি ।।৩৫।।

অনুবাদ—অবশ্যই স্বস্ত্যয়ন বাক্য বলে পশুমাংসের হুতাবিশিষ্ট ভক্ষণ করবেন।

বিবৃতি—এই সূত্র থেকে বোঝা যাচ্ছে ৩২ নং সূত্রের নিষেধটি বৈকল্পিক।

স এষ শূলগবো ধন্যো লোক্যঃ পুণ্যঃ পুত্র্যঃ পশব্য আয়ুষ্যো যশস্যঃ ।। ৩৬।।

অনুবাদ—এই সেই শূলগব হল ধন,লোক, পুণ্য, সন্তান, পশু, আয়ু ও যশের অনুকূল।

ইষ্ট্বান্যম্ উত্সৃজেত্ ।। ৩৭।।

অনুবাদ—যাগটি করে পরবর্তী শূলগবের জন্য অন্য একটি বৃষকে ছেড়ে দেবেন।

বিবৃতি—৯-১০ নং সূত্রের ব্যাখ্যা দ্র.।

নানুত্সৃষ্টঃ স্যাত্ ।। ৩৮।।

অনুবাদ—পশুটি যেন অবিমুক্ত না থাকে।

বিবৃতি—একবার শূলগবের অনুষ্ঠান অবশ্যই করতে হবে।

ন হ্যপশুর্ ভবতীতি বিজ্ঞায়তে ।। ৩৯।।

অনুবাদ—কখনও তিনি পশুহীন হন না—বেদ থেকে এইরূপ জানা যায়।

শন্তাতীয়ং জপন্ গৃহান্ ইয়াত্ ।।৪০।।

অনুবাদ—শন্তাতীয় সূক্ত (ঋ. ৭।৩৫) জপ করতে করতে গৃহে প্রবেশ করবেন।

পশূনাম্ উপতাপ এনম্ এব দেবং মধ্যে গোষ্ঠস্য যজেত্ ।। ৪১।।

অনুবাদ—নিজের পশুদের কোন ব্যাধি হলে গোশালার মধ্যে এই দেবতাকেই উদ্দেশ্য করে যাগ করবেন।

বিবৃতি—১৭-১৯ নং সূত্র অনুযায়ী মন্ত্র প্রয়োগ করতে হবে।

স্থালীপাকং সর্বহুতম্ ।। ৪২।।

অনুবাদ—সম্পূর্ণ স্থালীপাক আহুতি (দিতে হবে)।

বিবৃতি—আজ্যভাগ পর্যন্ত অনুষ্ঠান করে উপস্তরণ করে দর্বীতে (হাতায়) সমগ্র স্থালীপাক রেখে অভিঘারণ করে আহুতি দিতে হয়। সমগ্র দ্রব্যই আহুতি দেওয়া হয় বলে স্বিষ্টকৃতের অনুষ্ঠান করতে হবে না। ২১-২২ নং সূত্র অনুযায়ী দিকের উপস্থান কিন্তু অবশ্যই করতে হবে। তারপর প্রকৃতিযাগের মতোই 'সর্বপ্রায়শ্চিত্ত হোম' ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হবে।

বর্হির্ আজ্যং চানুপ্রহৃত্য ধূমতো গা আনয়েত্ ।। ৪৩।।

অনুবাদ—বর্হি ও আজ্য অগ্নিতে নিক্ষেপ করে ধূমের মধ্যে গাভীগুলিকে আনবেন।

বিবৃতি—তূষ এবং ফলীকরণ অগ্নিতে নিক্ষেপ করতে হবে।

শন্তাতীয়ং জপন্ পশূনাং মধ্যম্ ইয়ান্ মধ্যম্ ইয়াত্ ।। ৪৪।।

অনুবাদ—শন্তাতীয় সূক্ত জপ করতে করতে পশুসমূহের মধ্যে যাবেন।

বিবৃতি—সাধারণত 'শং ন ইন্দ্রাগ্নী-' (ঋ. ৭।৩৫) সূক্তটিই 'শন্তাতীয়' নামে পরিচিত। মতান্তরে 'শন্তাতি' শব্দবিশিষ্ট 'ঈলে দ্যাবাপৃথিবী-' (ঋ. ১।১১২), 'ইদং হ নূন—' (ঋ. ৮।১৮) এবং 'উত দেবা-' (ঋ.১০।১৩৭) সূক্ত 'শন্তাতীয়'। সূত্রে শেষ দুটি পদ দু-বার করে বলা হয়েছে অধ্যায়ের সমাপ্তি সূচিত করারই অভিপ্রায়ে।

নমঃ শৌনকায় নমঃ শৌনকায় ।। ৪৫।।

অনুবাদ—শৌনকের উদ্দেশে নমস্কার, শৌনকের উদ্দেশে নমস্কার।

বিবৃতি—এইটি ঠিক সূত্র নয়, নিজ আচার্যের প্রতি শ্রদ্ধানিবেদন। গ্রন্থের সমাপ্তি সূচিত করার জন্য পদ-দুটির পুনরুক্তি করা হয়েছে।

—— ০ ——

শাঙ্খায়ন - গৃহ্যসূত্র

মূল

শাঙ্খায়ন-গৃহ্যসূত্র

মূল

প্রথম অধ্যায়

প্রথম খণ্ড (১/১) : অথাতঃ পাকযজ্ঞান্ ব্যাখ্যাস্যামঃ ।। ১।। অভিসমাবর্ত্স্যমানো যত্রান্ত্যাং সমিধম্অভ্যাদধ্যাত্ তম্ অগ্নিম্ ইন্ধীত ।। ২।। বৈবাহ্যং বা ।। ৩।। দায়াদ্যকাল একে ।।৪।। প্রেতে বা গৃহপতৌ স্বয়ং জ্যায়ান্ ।।৫।। বৈশাখ্যাম্অমাবাস্যায়াম্অন্যস্যাং বা ।।৬।। কামতো নক্ষত্র একে ।। ৭।। পুরুপশুবিট্কুলাম্বরীষবহুযাজিনাম্অন্যতমস্মাদ্ অগ্নিম্ ইন্ধীত ।। ৮।। সায়ং প্রাতর্ একে ।। ৯।। সায়ম্আহুতিসংস্কারো-ঽধ্বর্যুপ্রত্যয় ইত্যাচার্যাঃ ।। ১০।। প্রাতঃ পূর্ণাহুতিং জুহুয়াদ্ বৈষ্ণব্যর্চা তূষ্ণীং বা ।। ১১।। তস্য প্রাদুষ্করণহবনকালা-বগ্নিহোত্রেণ ব্যাখ্যাতৌ ।। ১২।। যজ্ঞোপবীতীত্যাদি চ সম্ভবত্সর্বং কল্পৈকত্বাত্ ।। ১৩।। তদপ্যাহুঃ ।। ১৪।। পাকসংস্থা হবিঃসংস্থাঃ সোমসংস্থাস্তথাপরাঃ। একবিংশতিরিত্যেতা যজ্ঞসংস্থাঃ প্রকীর্তিতাঃ ।। ১৫।।

দ্বিতীয় খণ্ড (১/২) : কর্মাপবর্গে ব্রাহ্মণভোজনম্ ।। ১।। বাগ্রূপবয়ঃ শ্রুতশীলবৃত্তানি গুণাঃ ।।২।। শ্রুতং তু সর্বান্অত্যেতি ।।৩।। ন শ্রুতম্অতীয়াত্ ।।৪।। অধিদৈবম্অথাধ্যাত্মম্অধি-যজ্ঞম্ ইতি ত্রয়ম্। মন্ত্রেষু ব্রাহ্মণে চৈব শ্রুতম্ ত্যভিধীয়তে ।। ৫।। ক্রিয়াবন্তম্অধীয়ানং শ্রুতবৃদ্ধং তপস্বিনম্। ভোজয়েত্ তং সকৃদ্ যস্তু ন তং ভূয়ঃ ক্ষুদশ্নুতে ।। ৬।। যাং তিতর্পয়িষেত্ কাঞ্চিদ্ দেবতাং সর্বকর্মসু। তস্যা উদ্দিশ্য মনসা দদ্যাদেবংবিধায় বৈ ।। ৭।। নৈবংবিধে হবির্ন্যস্তং ন গচ্ছেদ্ দেবতাং ক্বচিত্। নিধিরেষ মনুষ্যাণাং দেবানাং পাত্রম্ উচ্যতে ।। ৮।।

তৃতীয় খণ্ড (১/৩) : অথ দর্শপূর্ণমাসা উপোষ্য ।। ১।। প্রাতর্যত্রৈতন্মহাবৃক্ষাগ্রাণি সূর্য আতপতি স হোমকালঃ স্বস্ত্যয়নতমঃ সর্বাসাম্আবৃতাম্অন্যত্র নির্দেশাত্ ।।২।। সুমনাঃ শুচিঃ শুচৌ বরূথ্যদেশে পূর্ণবিঘনং চরুং শ্রপয়িত্বা দশপূর্ণমাসদেবতাভ্যো যথাবিভাগং স্থালীপাকস্য জুহোতি ।।৩।। স্থালীপাকেষু চ গ্রহণাসাদনপ্রোক্ষণানি মন্ত্রদেবতাভ্যঃ ।। ৪।। অবদানধর্মাশ্চ ।। ৫।। পূর্বং তু দর্শপূর্ণমাসাভ্যাম্অন্বারম্ভণীয়দেবতাভ্যো জুহুয়াত্ ।।৬।। আ পৌর্ণমাসাদ্ দর্শস্যানতীতঃ কালঃ, আ দর্শাত্ পৌর্ণমাসস্য ।।৭।। প্রাতরাহুতিং চৈকে সায়মাহুতিকালে-ঽত্যয়ান্মন্যন্তে ।। ৮।। নিয়তস্ত্বেব কালোঽগ্নিহোত্রে প্রায়শ্চিত্ত-দর্শনাদ্ ভিন্নকালস্য ।। ৯।। নিত্যাহুত্যোর্ব্রীহিযবতণ্ডুলানাম্অন্যতমদ্ধবিঃ কুর্বীত ।।১০।। অভাবেঽন্যদ্অপ্রতিষিদ্ধম্ ।।১১।। তণ্ডুলাঁশ্চেত্ প্রক্ষাল্যৈকে।।১২।। ইতরেষাম্অসংস্কারঃ ।।১৩।। সায়ম্অগ্নয়ে প্রাতঃ সূর্যায় ।। ১৪।। প্রজাপতয়ে চানুভয়োস্তূষ্ণীম্ ।। ১৫।। প্রাক্ প্রাগাহুতেঃ সমিধম্ একে ।। ১৬।। যথোক্তং পর্যুক্ষণম্ ।। ১৭।।

চতুর্থ খণ্ড (১/৪) : উত্থায় প্রাতরাচম্যাহরহঃ স্বাধ্যায়ম্অধীয়ীত ।। ১।। 'অদ্যা নো দেব সবিতরি'তি দ্বে, 'অপেহি মনসস্পত' ইতি সূক্তম্, 'ঋতং চ সত্যং চে'তি সূক্তম্,

'আদিত্যা অব হি খ্যতে'তি সূক্তশেষঃ, 'ইন্দ্র শ্রেষ্ঠানী'তি একা, 'হংসঃ শুচিষদি'তি একা, 'নমো মহদ্ভ্য' ইতি একা, 'যত ইন্দ্র ভয়ামহ' ইতি একা, 'অধ স্বপ্নস্যে'তি একা, 'যো মে রাজন্নি'তি একা, 'মমাগ্নে বর্চ' ইতি সূক্তম্, 'স্বস্তি নো মিমীতামি'তি চ পঞ্চ ।। ২।।

পঞ্চম খণ্ড (১/৫) : চত্বারঃ পাকযজ্ঞা হুতোঽহুতঃ প্রহুতঃ প্রাশিত ইতি ।। ১।। পঞ্চসু বহিঃশালায়াং বিবাহে চূড়াকরণ উপনয়নে কেশান্তে সীমন্তোন্নয়ন ইতি ।। ২।। উপলিপ্ত উদ্ধতাবোক্ষিতেঽগ্নিং প্রণীয় ।। ৩।। নির্মথ্যেকে বিবাহে ।। ৪।। উদগয়ন আপূর্যমাণপক্ষে পুণ্যাহে কুমার্যৈ পাণিং গৃহ্ণীয়াত্ ।। ৫।। যা লক্ষণসম্পন্না স্যাত্ ।। ৬।। যস্যা অভ্যাত্ম-মঙ্গানি স্যুঃ ।। ৭।। সমাঃ কেশান্তাঃ ।। ৮।। আবর্তাবপি যস্যৈ স্যাতাং প্রদক্ষিণৌ গ্রীবায়াম্ ।। ৯।। ষড় বীরাঞ্জনয়িষ্যতীতি বিদ্যাত্ ।। ১০।।

ষষ্ঠ খণ্ড (১/৬) : জায়ামুপগ্রহীষ্যমাণোঽনৃক্ষরা ইতি বরকান্ গচ্ছতোঽনুমন্ত্রয়তে ।। ১।। অভিগমনে পুষ্পফলযবান্‌আদায়োদকুম্ভঞ্চ ।। ২।। 'অয়মহং ভো৩' ইতি ত্রিঃ প্রোচ্য ।। ৩।। উদিতে প্রাঙ্‌মুখা গৃহ্যাঃ প্রত্যঙ্‌মুখা আবহমানা গোত্রনামান্যনুকীর্তয়ন্তঃ কন্যাং বরয়ন্তি ।। ৪।। উভয়তো রুচিতে পূর্ণপাত্রীম্ অভিমৃশন্তি পুষ্পাক্ষতযবহিরণ্যমিশ্রাম্—'অনাধৃষ্টমস্যানাধৃষ্ট্যং দেবানামোজোঽনভিশস্ত্যভিশস্তিপা অনভিশস্তেনম্' 'অঞ্জসা সত্যমুপ গেযম্' 'সুবিতে মা ধা' ইতি ।। ৫।। 'আ নঃ প্রজামি'তি ত্বয়ি কন্যায়া আচার্য উত্থায় মূর্ধনি করোতি 'প্রজাং ত্বয়ি দধামি, পশূঁস্ত্বয়ি দধামি, তেজো ব্রহ্মবর্চসং ত্বয়ি দধামী'তি ।। ৬।।

সপ্তম খণ্ড (১/৭) : প্রতিশ্রুতে জুহোতি ।। ১।। চতুরস্রং গোময়েন স্থণ্ডিলমুপলিপ্য ।। ২।। পূর্বয়োর্বিদিশোর্দক্ষিণাং প্রাচীং পিত্র্যে ।। ৩।। উত্তরাং দৈবে ।। ৪।। প্রাচীম্ এবৈকে ।। ৫।। উদক্‌সংস্থাং মধ্যে লেখাং লিখিত্বা ।। ৬।। তস্যৈ দক্ষিণত উপরিষ্টাম্‌ধ্বা একাং মধ্য একাম্‌উত্তরত একাম্ ।। ৭।। তা অভ্যুক্ষ্য ।। ৮।। 'অগ্নিং প্রণয়ামি মনসা শিবেনায়মস্তু সঙ্গমনো বসূনাম্। মা নো হিংসীঃ স্থবিরং মা কুমারং, শন্নো ভব দ্বিপদে, শং চতুষ্পদে' ইত্যগ্নিং প্রণীয় ।। ৯।। তূষ্ণীং বা ।। ১০।। প্রদক্ষিণমগ্নেঃ সমন্তাত্ পাণিনা সোদকেন ত্রিঃ প্রমার্ষ্টি তত্‌সমূহনম্ ইত্যাচক্ষতে ।। ১১।। সকৃদ্‌অপসব্যং পিত্র্যে ।। ১২।।

অষ্টম খণ্ড (১/৮) : অথ পরিস্তরণম্ ।। ১।। প্রাগগ্রৈঃ কুশৈঃ পরিস্তৃণাতি ত্রিবৃত্ পঞ্চবৃদ্ বা ।। ২।। পুরস্তাত্ প্রথমম্‌অথ পশচাদ্ অথ পশচাত্ ।। ৩।। মূলান্যগ্রৈঃ প্রচ্ছাদয়তি ।। ৪।। সর্বাশচাবৃতো দক্ষিণতঃ প্রবৃত্তয় উদক্‌সংস্থা ভবন্তি ।। ৫।। দক্ষিণতো ব্রহ্মাণং প্রতিষ্ঠাপ্য 'ভূর্ভুবঃ স্বর্' ইতি ।। ৬।। সুমনোভিরলঙ্কৃত্য ।। ৭।। উত্তরতঃ প্রণীতাঃ প্রণীয় 'কো বঃ প্রণয়তী'তি ।। ৮।। সব্যেন কুশান্ আদায় দক্ষিণেনাপনৌতি ।। ৯।। দক্ষিণং জান্বাচ্য ।। ১০।। সব্যং পিত্র্যে ।। ১১।। নাজ্যাহুতিষু নিত্যং পরিস্তরণম্ ।। ১২।। নিত্যাহুতিষু চেতি মাণ্ডূকেয়ঃ ।। ১৩।। কুশতরুণে অবিষমে অবিচ্ছিন্নাগ্রে অনন্তর্গর্ভে

প্রাদেশেন মাপয়িত্বা কুশেন ছিনত্তি 'পবিত্রে স্থ' ইতি ।।১৪।। দ্বে ত্রীণি বা ভবন্তি ।।১৫।। প্রাগগ্রে ধারয়ন্ 'বৈষ্ণব্যা'বিতি অভ্যুক্ষ্য ।।১৬।। কুশতরুণাভ্যাং প্রদক্ষিণমগ্নিং ত্রিঃ পর্যুক্ষ্য ।।১৭।। 'মহীনাং পয়োঽসী'তি আজ্যস্থালীমাদায় ।।১৮।। 'ইষে ত্বে'তিঅধিশ্রিত্য ।।১৯।। 'ঊর্জে ত্বে'তি উদগ্ উদ্‌বাস্য ।।২০।। উদ গগ্রে পবিত্রে ধারয়ন্নঙ্গুষ্ঠাভ্যাং চোপকনিষ্ঠিকাভ্যাং চোভয়তঃ প্রতিগৃহ্যোধর্বাগ্রে প্রহ্বে কৃত্বাজ্যে প্রত্যস্যতি। 'সবিতুস্ত্বা প্রসব উত্‌পুনাম্যচ্ছিদ্রেণ পবিত্রেণ বসোঃ সূর্যস্য রশ্মিভিরি'তি ।।২১।। আজ্যসংস্কারঃ সর্বত্র ।।২২।। নাসংস্কৃতেন জুহুয়াত্ ।।২৩।। স্রুবে চাপঃ 'সবিতুর্ব' ইতি ।।২৪।। তাঃ প্রণীতাঃ প্রোক্ষণীশ্চ ।।২৫।।

নবম খণ্ড (১/৯) : স্রুবঃ পাত্রম্ ।। ১।। অর্থলক্ষণগ্রহণম্ ।। ২।। সব্যেন কুশানাদায় দক্ষিণেন মূলে স্রুবং 'বিষ্ণোর্হস্তো-ঽসী'তি ।।৩।। স্রুবেণাজ্যাহুতীর্জুহোতি ।।৪।। উত্তরপশচার্ধাদ্ অগ্নেরারভ্যাবিচ্ছিন্নং দক্ষিণতো জুহোতি 'ত্বমগ্নে প্রমতিরি'তি ।।৫।। দক্ষিণপশচার্ধাদ্ অগ্নেরারভ্যাবিচ্ছিন্নম্‌উত্তরতো জুহোতি 'যস্যেমে হিমবন্ত' ইতি ।।৬।। আগ্নেয়মুত্তরমাজ্যভাগং সৌম্যং দক্ষিণম্ ।। ৭।। মধ্যে-ঽন্যা আহুতয়ঃ ।। ৮।।'অগ্নির্জনিতা স মেঽমূং জায়াং দদাতু স্বাহা'। 'সোমো জনিমান্‌ত্স মামুয়া জনিমন্তং করোতু স্বাহা'। 'পূষা জ্ঞাতিমান্‌ত্স্ মামুষ্যৈ পিত্রা মাত্রা ভ্রাতৃভির্জ্ঞাতিমন্তং করোতু স্বাহে'তি ।। ৯।। নাজ্যাহুতিষু নিত্যাবাজ্যভাগৌ স্বিষ্টকৃচ্চ ।। ১০।। নিত্যাহুতিষু চেতি মাণ্ডূকেয়ঃ ।। ১১।। মহাব্যাহৃতিসর্বপ্রায়শ্চিত্তপ্রাজাপত্যান্তরমেতদাবাপস্থানম্ ।। ১২।। আজ্যে হবিষি সব্যে পাণৌ যে কুশাস্তান্ দক্ষিণেনাগ্রে সংগৃহ্য মূলে সব্যেন তেষামগ্রং স্রুবে সমনক্তি মধ্যমাজ্যস্থাল্যাং মূলং চ ।। ১৩।। অথ চেত্ স্থালীপাকেষু স্রুচ্যগ্রং মধ্যং স্রুবে মূলম্ আজ্যস্থাল্যাম্ ।। ১৪।। তান্‌অনুপ্রহৃত্য 'অগ্নের্বাসো-ঽসী'তি ।। ১৫।। তিস্রঃ সমিধোঽভ্যাধায় ।। ১৬।। যথোক্তং পর্যুক্ষণম্ ।। ১৭।। অনাম্নাতমন্ত্রাস্বাদিষ্টদেবতাসু 'অমুষ্যৈ স্বাহামুষ্যৈ স্বাহে'তি জুহুয়াত্ স্বাহাকারেণ শুদ্ধেন ।। ১৮।। ব্যাখ্যাতঃ প্রতিশ্রুতে হোমকল্পঃ ।। ১৯।।

দশম খণ্ড (১/১০) : প্রকৃতির্ভূতিকর্মণাম্ ।।১।। সর্বাসাং চ্যাজ্যাহুতীনাম্ ।।২।। শাখাপশূনাম্ ।।৩।। চরুপাকযজ্ঞানাং চ ।।৪।। ত এতে প্রযাজা অননুযাজা অনিলা অনিগদা অসামিধেনীকাশ্চ সর্বে পাকযজ্ঞা ভবন্তি ।।৫।। তদপি শ্লোকাঃ ।।৬।। হুতোঽগ্নিহোত্রহোমেনাহুতো বলিকর্মণা। প্রহুতঃ পিতৃকর্মণা প্রাশিতো ব্রাহ্মণে হুতঃ ।।৭।। অনূর্ধ্বজ্ঞুর্ব্যূলজানুর্জুহুয়াত্ সর্বদা হবিঃ। ন হি বাহ্যহুতং দেবাঃ প্রতিগৃহ্ণন্তি কর্হিচিত্ ।।৮।। রৌদ্রং তু রাক্ষসং পিত্র্যমাসুরং চাভিচারিকম্। উক্ত্বা মন্ত্রং স্পৃশেদপ আলভ্যাত্মানমেব চ ।।৯।।

একাদশ খণ্ড (১/১১) : অথৈতাং রাত্রীং শ্বস্তৃতীয়াং বা কন্যাং বক্ষ্যন্তীতি ।। ১।। তস্যাং রাত্র্যামতীতে নিশাকালে সর্বৌষধিফলোত্তমৈঃ সুরভিমিশ্রৈঃ সশিরস্কাং কন্যাম্‌অপ্লাব্য

।।২।। রক্তম্‌অহতং বা বাসঃ পরিধায় ।।৩।। পশ্চাদ্‌অগ্নেঃ কন্যামুপবেশ্যান্বারব্ধায়াং মহাব্যাহৃতিভির্হুত্বাজ্যাহুতীর্জুহোতি—'অগ্নয়ে সোমায় প্রজাপতয়ে মিত্রায় বরুণায়েন্দ্রায়েন্দ্রাণ্যৈ গন্ধর্বায় ভগায় পূষ্ণে ত্বষ্ট্রে বৃহস্পতয়ে রাজ্ঞে প্রত্যানীকায়ে'তি ।।৪।। চতস্রোঽষ্টৌ বাবিধবাঃ শাকপিণ্ডীভিঃ সুরয়ান্নেন চ তর্পয়িত্বা চতুর্‌ আনর্তনং কুর্যুঃ ।।৫।। এতা এব দেবতাঃ পুংসঃ ।।৬।। বৈশ্রবণম্‌ ঈশানং চ ।।৭।। অতো ব্রাহ্মণভোজনম্‌ ।।৮।।

দ্বাদশ খণ্ড (১/১২) : স্নাতং কৃতমঙ্গলং বরমবিধবাঃ সুভগা যুবত্যঃ কুমার্যৈ বেশ্ম প্রপাদয়ন্তি ।।১।। তাসামপ্রতিকূলঃ স্যাদন্যত্রাভক্ষ্যপাতকেভ্যঃ ।।২।। তাভির্‌অনুজ্ঞাতোঽথাস্যৈ বাসঃ প্রযচ্ছতি 'রৈভ্যাসীদি'তি ।।৩।। 'চিত্তিরা উপবর্হণমি'তি আঞ্জনকোশ-আদত্তে ।।৪।। 'সমঞ্জন্তু বিশ্বে দেবা' ইতি সমঞ্জনীয়া ।।৫।। 'যথেয়ং শচীং বাবাতাং সুপুত্রাং চ যথাদিতিম্‌। অবিধবাং চাপালামেবং ত্বামিহ রক্ষতাদিমমি'তি।। দক্ষিণে পাণৌ শললীং ত্রিবৃতং দদাতি ।।৬।। 'রূপং রূপমি'তি আদর্শং সব্যে ।।৭।। রক্তকৃষ্ণমাবিকং ক্ষৌমং বা ত্রিমণিং প্রতিসরং জ্ঞাতয়োঽস্যা বধ্নন্তি 'নীললোহিতমি'তি।।৮।। 'মধুমতীরোষধীরি'তি মধূকানি বধ্নাতি ।।৯।। বিবাহে গামর্হয়িত্বা গৃহেষু গাং তে মাধুপর্কিক্যৌ ।।১০।। পশ্চাদগ্নেঃ কন্যামুপবেশ্যান্বারব্ধায়াং মহাব্যাহৃতিভিস্তিস্রো জুহোতি ।।১১।। সমস্তাভিশ্চতুর্থীং প্রতীয়েতৈতস্যাং চোদনায়াম্‌ ।।১২।। এবম্‌অনাদেশে সর্বেষু ভূতিকর্মসু পুরস্তাচ্চোপরিষ্টাচ্চৈতাভির্‌এব জুহুয়াত্‌ ।।১৩।।

ত্রয়োদশ খণ্ড (১/১৩) : 'সম্রাজ্ঞী শ্বশুরে ভবে'তি পিতা ভ্রাতা বাস্যগ্রেণ মূর্ধনি জুহোতি স্রুবেণ বা তিষ্ঠন্নাসীনায়াঃ প্রাঙ্‌মুখ্যাঃ প্রত্যঙ্‌মুখঃ ।।১।। 'গৃভ্নামি তে সৌভগত্বায় হস্তমি'তি দক্ষিণেন পাণিনা দক্ষিণং পাণিং গৃহ্নাতি সাঙ্গুষ্ঠমুত্তানেনোত্তানং তিষ্ঠন্নাসীনায়াঃ প্রাঙ্‌মুখ্যাঃ প্রত্যঙ্‌মুখঃ ।।২।। পঞ্চ চোত্তরা জপিত্বা ।।৩।। 'অমোঽহমস্মি সা ত্বং, সা ত্বমস্যমোঽহং, দ্যৌরহং পৃথিবী ত্বম্‌, ঋক্‌ ত্বমসি সামাহং, সা মামনুব্রতা ভব'। 'তাবেহ বি বহাবহৈ, প্রজাং প্র জনয়াবহৈ, পুত্রান্‌ বিন্দাবহৈ বহূন্‌, তে সন্তু জরদষ্টয়' ইতি ।।৪।। উদকুম্ভং নবং 'ভূর্ভুবঃ স্বরি'তি পূরয়িত্বা ।।৫।। পুংনাম্নো বৃক্ষস্য সক্ষীরান্‌ সপলাশান্‌-সকুশানোপ্য ।।৬।। হিরণ্যম্‌ ইতি চৈকে ।।৭।। তং ব্রহ্মচারিণে বাগ্‌যতায় প্রদায় ।।৮।। প্রাগ্‌-উদীচ্যাং দিশি তাঃ স্থেয়াঃ প্রদক্ষিণা ভবন্তি ।।৯।। অশ্মানং চোত্তরত উপস্থাপ্য ।।১০।। 'এহি সূনরী'তি উত্থাপ্য ।।১১।। 'এহ্যশ্মানমা তিষ্ঠাশ্মেব ত্বং স্থিরা ভব। অভি তিষ্ঠ পৃতন্যতঃ সহস্ব পৃতনায়ত' ইতি।। দক্ষিণেন প্রপদেনাশ্মান-মাক্রময্য।।১২।। প্রদক্ষিণম্‌অগ্নিং পর্যাণীয় ।।১৩।। তেনৈব মন্ত্রেণ দ্বিতীয়ং বসনং প্রদায় ।।১৪।। লাজাঞ্‌ ছমীপলাশমিশ্রান্‌ পিতা ভ্রাতা বা স্যাদঞ্জলাবাবপতি ।।১৫।। উপস্তরণাভিঘারণ-প্রত্যভিঘারণং চাজ্যেন ।।১৬।। তাঞ্‌ জুহোতি ।।১৭।।

চতুর্দশ খণ্ড (১/১৪) : 'ইয়ং নার্যুপ ব্রূতে লাজানাবপন্তিকা। শিবা জ্ঞাতিভ্যো ভূয়াসং চিরং জীবতু মে পতিঃ স্বাহে'তি।। তিষ্ঠন্তী জুহোতি পতির্মন্ত্রং জপতি ।।১।।

অশ্মক্রমণাদ্যেবং দ্বিতীয়ম্ ।।২।। এবং তৃতীয়ম্ ।।৩।। তূষ্ণীংকামেন চতুর্থম্ ।।৪।। প্রাগ্‌উদীচ্যাং দিশি সপ্তপদানি প্রক্রময়তি ।।৫।। 'ইষ একপদী, ঊর্জে দ্বিপদী, রায়স্পোষায় ত্রিপদী, আয়োভব্যায় চতুষ্পদী, পশুভ্যঃ পঞ্চপদী, ঋতুভ্যঃ ষট্‌পদী, সখা সপ্তপদী ভবে'তি।।৬।। তান্যদ্‌ভিঃ শময়তি ।।৭।। আপোহিষ্ঠীয়াভিস্তিসৃভিঃ স্থেয়াভিরদ্‌ভির্মার্জয়িত্বা ।।৮।। মূর্ধন্যভিষিচ্য ।।৯।। গাং দদানীত্যাহ ।।১০।। ব্রাহ্মণেভ্যঃ কিঞ্চিদ্ দদ্যাত্ সর্বত্র স্থালীপাকাদিষু কর্মসু ।।১১।। সূর্যাং বিদুষে বাধূয়ম্ ।।১২।। গৌর্ব্রাহ্মণস্য বরঃ ।।১৩।। গ্রামো রাজন্যস্য ।।১৪।। অশ্বো বৈশ্যস্য ।।১৫।। অধিরথং শতং দুহিতৃমতে ।।১৬।। যাজ্ঞিকেভ্যোঽশ্বং দদাতি ।।১৭।।

পঞ্চদশ খণ্ড (১/১৫) : 'প্র ত্বা মুঞ্চামী'তি তৃচং গৃহাত্ প্রতিষ্ঠমানায়াম্ ।।১।। 'জীবং রুদন্তী'তি প্ররুদন্ত্যাম্ ।।২।। অথ রথাক্ষস্যোপাঞ্জনং পত্নী কুরুতে 'অক্ষন্নমীমদন্তে'তি এতয়া সর্পিষা ।।৩।। 'শুচী তে চক্রে, দ্বে তে চক্রে' ইতি চৈতাভ্যাং চক্রয়োঃ পূর্বয়া পূর্বম্ উত্তরয়োত্তরম্ ।।৪।। উস্রৌ চ ।।৫।। 'খে রথস্যে'তি এতয়া ফলবতো বৃক্ষস্য শম্যাগর্তেষ্বেকৈকাং বয়াং নিখায় ।।৬।। নিত্যা বাভিমন্ত্র্য ।।৭।। অথোস্রৌ যুঞ্জন্তি 'যুক্তস্তে অস্তু দক্ষিণ' ইতি দ্বাভ্যাম্, 'শুক্রাবনড্বাহাবি'তি এতেনার্ধর্চেন যুক্তাবভিমন্ত্র্য ।।৮।। অথ যদি রথাঙ্গং বিশীর্যেত ছিদ্যেত বাহিতাগ্নেঃ গৃহান্ কন্যাং প্রপাদ্য ।।৯।। 'অভি ব্যয়স্ব খদিরস্যে'তি এতয়া প্রতিদধ্যাত্ ।।১০।। 'ত্যং চিদশ্বমি'তি গ্রন্থিম্ ।।১১।। 'স্বস্তি নো মিমীতামি'তি পঞ্চর্চং জপতি ।।১২।। 'সুকিংশুকমি'তি রথমারোহন্ত্যাম্ ।।১৩।। 'মা বিদন্ পরিপন্থিন' ইতি চতুষ্পথে ।।১৪।। 'যে বধ্ব' ইতি শ্মশানে ।।১৫।। 'বনস্পতে শতবল্‌শ' ইতি বনস্পতাবর্ধর্চং জপতি ।।১৬।। 'সুত্রামাণমি'তি নাবম্ আরোহন্ত্যাম্ ।।১৭।। 'অশ্মন্বতী'তি নদীং তরন্ত্যাম্ ।।১৮।। অপি বা যুক্তেনৈব ।।১৯।। 'উদ্ব ঊর্মিরি'তি অগাধে ।।২০।। প্রেক্ষণং চ ।।২১।। 'ইহ প্রিয়মি'তি সপ্ত গৃহান্ প্রাপ্তায়াঃ কৃতাঃ পরিহাপ্য ।।২২।।

ষোড়শ খণ্ড (১/১৬) : আনডুহম্ ইত্যুক্তম্ ।।১।। তস্মিন্নুপবেশ্যান্বারব্ধায়াং পতিশ্চতস্রো জুহোতি ।।২।। 'অগ্নিনা দেবেন পৃথিবীলোকেন লোকানামৃগ্বেদেন বেদানাং তেন ত্বা শময়াম্যসৌ স্বাহা, বায়ুনা দেবেনান্তরিক্ষলোকেন লোকানাং যজুর্বেদেন বেদানাং তেন ত্বা শময়াম্যসৌ স্বাহা।। সূর্যেণ দেবেন দ্যৌর্লোকেন লোকানাং সামবেদেন বেদানাং তেন ত্বা শময়াম্যসৌ স্বাহা।। চন্দ্রেণ দেবেন দিশাং লোকেন লোকানাং ব্রহ্মবেদেন বেদানাং তেন ত্বা শময়াম্যসৌ স্বাহা ।।৩।। ভূর্যা তে পতিঘ্ন্যলক্ষ্মী দেবরঘ্নী জারঘ্নী তাং করোম্যসৌ স্বাহে'তি বা প্রথময়া মহাব্যাহৃত্যা প্রথমোপহিতা দ্বিতীয়য়া দ্বিতীয়া তৃতীয়য়া তৃতীয়া সমস্তাভিশ্চতুর্থী ।।৪।। 'অঘোরচক্ষুরি'তি আজ্যলেপেন চক্ষুষী বিমৃজীত ।।৫।। 'কয়া নশ্চিত্র' ইতি তিসৃভিঃ কেশান্তান্অভিমৃশ্য ।।৬।। 'উত ত্যা দৈব্যা ভিষজে'তি চতস্রোঽনুদ্রুত্যান্তে স্বাহাকারেণ মূর্ধনি সংস্রাবম্ ।।৭।। অত্র হৈকে কুমারমুৎসঙ্গ-

মানয়ন্ত্যুভয়তঃ সুজাতম্ 'আ তে যোনিমি'তি এতয়া ।। ৮।। অপি বা তূষ্ণীম্ ।। ৯।। তস্যাঞ্জলৌ ফলানি দত্বা পুণ্যাহং বাচয়তি ।। ১০।। পুংসবতীহ্ ভবতি ।। ১১।। 'ইহৈব স্তমি'তি সূক্তশেষেণ গৃহান্ প্রপাদয়ন্তি ।। ১২।।

সপ্তদশ খণ্ড (১/১৭) : 'দধিক্রাব্ণো অকারিষম্' ইতি দধি সংপিবেয়াতাম্ ।। ১।। বাগ্‌যতাবাসীয়াতামা ধ্রুবদর্শনাত্ ।। ২।। অস্তমিতে ধ্রুবং দর্শয়তি 'ধ্রুবৈধি পোষ্যা ময়ীতি ।।৩।। 'ধ্রুবং পশ্যামি প্রজাং বিন্দয়ে'তি ব্রূয়াত্ ।। ৪।। ত্রিরাত্রং ব্রহ্মচর্যং চরেয়াতাম্ ।।৫।। অধঃ শয়ীয়াতাম্ ।। ৬।। দধ্যোদনং সংভুঞ্জীয়াতাম্ 'পিবতঞ্চ তৃপ্নুতং চে'তি তৃচেন ।। ৭।। সায়ং প্রাতর্বৈবাহ্যমগ্নিং পরিচরেয়াতাম্ 'অগ্নয়ে স্বাহাগ্নয়ে স্বিষ্টকৃতে স্বাহে'তি ।। ৮।। 'পুমাংসৌ মিত্রাবরুণৌ পুমাংসাবশ্বিনাবুভৌ। পুমানিন্দ্রশ্চাগ্নিশ্চ পুমাংসং বর্ধতাং ময়ি স্বাহে'তি।। পূর্বা গর্ভকামা ।। ৯।। দশরাত্রম্ অবিপ্রবাসঃ ।। ১০।।

অষ্টাদশ খণ্ড (১/১৮) : অথ চতুর্থীকর্ম ।। ১।। ত্রিরাত্রে নিবৃত্তে স্থালীপাকস্য জুহোতি ।। ২।। 'অগ্নে প্রায়শ্চিত্তিরসি ত্বং দেবানাং প্রায়শ্চিত্তিরসি। যাস্যাঃ পতিঘ্নী তনূস্তামস্যা অপ জহি।। বায়ো প্রায়শ্চিত্তিরসি ত্বং দেবানাং প্রায়শ্চিত্তিরসি। যাস্যা অপুত্রিয়া তনূস্তামস্যা অপ জহি।। সূর্য প্রায়শ্চিত্তিরসি ত্বং দেবানাং প্রায়শ্চিত্তিরসি। যাস্যা অপশব্যা তনূস্তামস্যা অপ জহি।। অর্যমণং নু দেবং কন্যা অগ্নিমযক্ষত সেমাং দেবো অর্যমা প্রেতো মুঞ্চাতু মামুতঃ। বরুণং নু দেবং কন্যা অগ্নিমযক্ষত সেমাং দেবঃ পূষা প্রেতো মুঞ্চাতু মামুতঃ ।।৩।। 'প্রজাপত' ইতি সপ্তমী ।। ৪।। সৌবিষ্টকৃত্যষ্টমী ।। ৫।।

ঊনবিংশ খণ্ড (১/১৯) : অধ্যাণ্ডামূলং পেষয়িত্বর্তুবেলায়াম্ 'উদীর্ষ্বাতঃ পতিবতী'তি দ্বাভ্যাম্ অন্তেস্বাহাকারাভ্যাং নস্তো দক্ষিণতো নিষিঞ্চেৎ ।। ১।। 'গন্ধর্বস্য বিশ্বাবসোর্মুখম-সী'তি উপস্থং প্রজনয়িষ্যমাণো-ঽভিমৃশেত্ ।। ২।। সমাপ্তে অর্থে জপেত্ ।। ৩।। 'প্রাণে তে রেতো দধাম্যসাব্'ইতি অনুপ্রাণ্যাত্ ।। ৪।। 'যথা ভূমিরগ্নিগর্ভা যথা দ্যৌরিন্দ্রেণ গর্ভিণী। বায়ুর্যথা দিশাং গর্ভ এবং গর্ভং দধামি তে-ঽসাবিতি বা ।। ৫।। আ তে যোনিং গর্ভম্ এতু পুমান্ বাণ ইবেষুধিম্। আ বীরো অত্র জায়তাং পুত্রস্তে দশমাস্যঃ ।।৬।। পুমাংসং পুত্রং জনয় তং পুমাননু জায়তাম্। তেষাং মাতা ভবিষ্যস জাতানাং জনয়াংসি চ ।।৭।। পুংসি বৈ পুরুষে রেতস্তত্ স্ত্রিয়ামনু ষিঞ্চতু। তথা তদব্রবীদ্ ধাতা তত্ প্রজাপতিরব্রবীৎ ।।৮।। প্রজাপতির্ব্যদধাৎ সবিতা ব্যকল্পয়ত। স্ত্রীষূয়মন্যাৎ স্বাদধৎ পুমাংসমা দধাদিহ ।। ৯।। যানি ভদ্রাণি বীজানি পুরুষা জনয়ন্তি নঃ। তেভিষ্টং পুত্রং জনয় সুপ্রসূর্ধেনুকা ভব ।। ১০।। অভি ক্রন্দ বীলয়স্ব গর্ভমা ধেহি সাধয়। বৃষাণং বৃষন্না ধেহি প্রজায়ৈ ত্বা হবামহে ।। ১১।। যস্য যোনিং পতিরেতো গৃভায় পুমান্ পুত্রো ধীয়তাং গর্ভে অন্তঃ। তং পিপৃহি দশমাস্যোঽন্তরুদরে স জায়তাং শ্রৈষ্ঠ্যতমঃ স্বানামিতি বা ।। ১২।।

বিংশ খণ্ড (১/২০) : তৃতীয়ে মাসি পুংসবনম্ ।। ১।। পুষ্যেণ শ্রবণেন বা ।। ২।। সোমাংশুং পেষয়িত্বা কুশকণ্টকং বা ন্যগ্রোধস্য বা স্কন্ধস্যান্ত্যাং শুঙ্গাং যূপস্য বাগ্নিষ্ঠাম্

।।৩।। সংস্থিতে বা যজ্ঞে জুহুঃ সংস্রাবম্ ।।৪।। 'অগ্নিনা রয়িম্' 'তন্নস্তুরীপম্' 'সমিদ্ধাগ্নির্বনবৎ' 'পিশঙ্গরূপ' ইতি চতসৃভির্ অন্তেস্বাহাকারাভির্নস্তো দক্ষিণতো নিষিঞ্চেত্ ।।৫।।

একবিংশ খণ্ড (১/২১) : চতুর্থে মাসি গর্ভরক্ষণম্ ।।১।। 'ব্রহ্মণাগ্নিঃ সংবিদান' ইতি ষট্ স্থালীপাকস্য হুত্বা ।।২।। 'অক্ষীভ্যাং তে নাসিকাভ্যাম্' ইতি প্রত্যৃচম্আজ্যলেপেনা ঙ্গান্যনুবিমৃজ্য ।।৩।।

দ্বাবিংশ খণ্ড (১/২২) : সপ্তমে মাসি প্রথমগর্ভে সীমন্তোন্নয়নম্ ।।১।। স্নাতাম্ অহতবাসসং পশ্চাদগ্নেরুপবেশ্য ।।২।। অন্বারব্ধায়াং মহাব্যাহৃতিভির্হুত্বা ।।৩।। স্থালীপাকং শ্রপয়িত্বা ।।৪।। মুদ্গৌদনম্ইত্যেকে ।।৫।। পুংবদুপকরণানি স্যুর্নক্ষত্রং চ ।।৬।। 'ধাতা দদাতু দাশুযে প্রাচীং জীবাতুমক্ষিতিম্। বয়ং দেবস্য ধীমহি সুমতিং সত্যধর্মণঃ।। ধাতা প্রজায়া উত রায় ঈশে ধাতেদং বিশ্বং ভুবনং জজান। ধাতা পুত্রং যজমানায় দাতা তস্মা উ হব্যং ঘৃতবজ্জুহোতে'তি ।। 'নেজমেষ পরা পতে'তি তিস্রঃ 'প্রজাপত' ইতি ষষ্ঠী ।।৭।। ত্রিঃ শ্বেতয়া শলল্যা দর্ভসূচ্যা বোদুম্বরশলাটুভিঃ সহ মধ্যাদূর্ধ্বং সীমন্তমুন্নয়তি 'ভূর্ভুবঃ স্বর্' ইতি ।।৮।। উৎসঙ্গে নিধায় ।।৯।। ত্রিবৃতি প্রতিমুচ্য কণ্ঠে বধ্নাতি 'অয়মূর্জাবতো বৃক্ষ ঊর্জীব ফলিনী ভবে'তি ।।১০।। অথাহ বীণাগাথিনঃ 'রাজানং সংগায়তে'তি, 'যো বাপ্যন্যো বীরতর' ইতি ।।১১।। উদপাত্রেঽক্ষতান্ অবনিনীয় 'বিষ্ণুর্যোনিং কল্পয়তু' 'রাকামহমি'তি ।।১২।। ষড়্ঋচেন পায়য়েত্ ।।১৩।। অথাস্যা উদরমভিমৃশেত্ ।।১৪।। 'সুপর্ণোঽসি গরুত্মাঁস্ত্রিবৃত্তে শিরো গায়ত্রং চক্ষুঃ। ছন্দাংস্যঙ্গানি যজূংষি নাম সাম তে তনূঃ ।।১৫।। মোদমানীত্ গাপয়েৎ ।।১৬।। মহাহেমবতীং বা ।।১৭।। ঋষভো দক্ষিণা ।।১৮।।

ত্রয়োবিংশ খণ্ড (১/২৩) : কাকাতন্যা মচকচাতন্যাঃ কোশাতক্যা বৃহত্যাঃ কালক্লীতকস্যেতি মূলানি পেষয়িত্বোপলেপয়েদ্ দেশং যস্মিন্ প্রজায়েত রক্ষসাম্ অপহত্যৈ ।।১।।

চতুর্বিংশ খণ্ড (১/২৪) : অথ জাতকর্ম ।।১।। জাতং কুমারং ত্রির্ অভ্যবান্যানুপ্রাণ্যাৎ 'ঋচা প্রাণিহি যজুষা সমনিহি, সাম্নোদনিহী'তি ।।২।। সর্পির্মধুনী দধ্যুদকে চ সন্নিনীয় ব্রীহিযবৌ বা সন্নিঘৃষ্য ত্রিঃ প্রাশয়েজ্ জাতরূপেণ ।।৩।। 'প্র তে যচ্ছামি মধুমন্ মখায় বেদং প্রসূতং সবিত্রা মঘোনা। আয়ুষ্মান্ গুপিতো দেবতাভিঃ শতং জীব শরদো লোকে অস্মিন্' ইতি।। অসাবিতি নামাস্য দধাতি ঘোষবদাদ্যন্তরন্তস্থং দ্ব্যক্ষরং চতুরক্ষরং বাপি বা ষডক্ষরং কৃতং কুর্যান্ ন তদ্ধিতম্ ।।৪।। তদস্য পিতা মাতা চ বিদ্যাতাম্ ।।৫।। দশম্যাং ব্যাবহারিকং ব্রাহ্মণজুষ্টম্ ।।৬।। গোঃ কৃষ্ণস্য শুক্লকৃষ্ণাণি লোহিতানি চ রোমাণি মষং কারয়িত্বৈতস্মিন্নেব চতুষ্টয়ে সন্নিনীয় চতুঃ প্রাশয়েদ্ ইতি মাণ্ডূকেয়ঃ ।।৭।। 'ভূর্ঋগ্বেদং ত্বয়ি দধাম্যসৌ স্বাহা, ভুবো যজুর্বেদং ত্বয়ি দধাম্যসৌ স্বাহা, স্বঃ সামবেদং ত্বয়ি

দধাম্যসৌ স্বাহা, ভূর্ভুবঃ স্বর্বাকোবাক্যমিতিহাসপুরাণমোং সর্বান্ বেদাঁস্ত্বয়ি দধাম্যসৌ স্বাহে'তি বা ।।৮।। মেধাজননং দক্ষিণে কর্ণে 'বাগ্ ইতি ত্রিঃ ।। ৯।। 'বাগ্দেবী মনসা সংবিদানা প্রাণেন বৎসেন সহেন্দ্রপ্রোক্তা। জুষতাং ত্বা সৌমনসায় দেবী মহী মন্দ্রা বাণী বাণীচী সলিলা স্বয়ম্ভূর্' ইতি ।। চানুমন্ত্রয়েত ।। ১০।। শণসূত্রেণ বিগ্রন্থ্য জাতরূপম্ ।। ১১।। দক্ষিণে পাণাবপিনহ্য আ উত্থানাত্ ।। ১২।। ঊর্ধ্বং দশম্যা ব্রাহ্মণেভ্যো দদ্যাত্ ।। ১৩।। অমা বা কুর্বীত ।। ১৪।।

পঞ্চবিংশ খণ্ড (১/২৫) : দশরাত্রে চোত্থানম্ ।। ১।। মাতাপিতরৌ শিরঃস্নাতাবহতবাসসৌ ।। ২।। কুমারশ্চ ।। ৩।। এতস্মিন্নেব সূতিকাগ্নৌ স্থালীপাকং শ্রপয়িত্বা ।। ৪।। জন্মতিথিং হুত্বা ত্রীণি চ ভানি সদৈবতানি ।। ৫।। তন্মধ্যে জুহুয়াদ্ যস্মিন্ জাতঃ স্যাত্ পূর্বং তু দৈবতং সর্বত্র ।। ৬।। 'আয়ুষ্টে অদ্য গীর্ভিরয়মগ্নির্বরেণ্যঃ। আয়ুর্নো দেহি জীবসে আয়ুর্দা অগ্নে হবিষা বৃধানো। ঘৃতপ্রতীকো ঘৃতযোনিরেধি ঘৃতং পীত্বা মধু চারু গব্যম্। পিতেব পুত্রমিহ রক্ষতাদিমম্' ইতি ।। 'ত্বং সোম মহে ভগম্' ইতি। দশমী স্থালীপাকস্য ।। ৭।। নামধেয়ং প্রকাশং কৃত্বা ।। ৮।। ব্রাহ্মণান্ স্বস্তি বাচ্য ।। ৯।। এবম্ এব মাসি মাসি জন্মতিথিং হুত্বা ।। ১০।। ঊর্ধ্বং সংবৎসরাদ্ গৃহ্যেঽগ্নৌ জুহোতি ।। ১১।।

ষড়্বিংশ খণ্ড (১/২৬) : অগ্নয়ে কৃত্তিকাভ্যঃ ।। ১।। প্রজাপতয়ে রোহিণ্যৈ ।। ২।। সোমায় মৃগশিরসে ।। ৩।। রুদ্রায়ার্দ্রাভ্যিঃ ।। ৪।। অদিতয়ে পুনর্বসুভ্যাম্ ।। ৫।। বৃহস্পতয়ে পুষ্যায় ।। ৬।। সর্পেভ্যোঽশ্লেষাভ্যঃ ।। ৭।। পিত্র্যেভ্যো মঘাভ্যঃ ।। ৮।। ভগায় ফল্গুনীভ্যাম্ ।। ৯।। অর্যম্নে ফল্গুনীভ্যাম্ ।। ১০।। সবিত্রে হস্তায় ।। ১১।। ত্বষ্ট্রে চিত্রায়ৈ ।। ১২।। বায়বে স্বাতয়ে ।। ১৩।। ইন্দ্রাগ্নিভ্যাং বিশাখাভ্যাম্ ।। ১৪।। মিত্রায়ানুরাধায়ৈ ।। ১৫।। ইন্দ্রায় জ্যেষ্ঠায়ৈ ।। ১৬।। নির্ঋত্যৈ মূলায় ।। ১৭।। অদ্ভ্যোঽষাঢাভ্যঃ ।। ১৮।। বিশ্বেভ্যো দেবেভ্যোঽষাঢাভ্যঃ ।। ১৯।। ব্রহ্মণেঽভিজিতে ।। ২০।। বিষ্ণবে শ্রবণায় ।। ২১।। বসুভ্যো ধনিষ্ঠাভ্যঃ ।। ২২।। বরুণায় শতভিষজে ।। ২৩।। অজায়ৈকপদে প্রোষ্ঠপদাভ্যঃ ।। ২৪।। অহির্বুধ্ন্যায় প্রোষ্ঠপদাভ্যঃ ।। ২৫।। পূষ্ণে রেবত্যৈ ।। ২৬।। অশ্বিভ্যামশ্বিনীভ্যাম্ ।। ২৭।। যমায় ভরণীভ্যঃ ।। ২৮।।

সপ্তবিংশ খণ্ড (১/২৭) : ষষ্ঠে মাস্যন্নপ্রাশনম্ ।। ১।। আজমন্নাদ্যকামঃ ।। ২।। তৈত্তিরং ব্রহ্মবর্চসকামঃ ।। ৩।। মাৎস্যং জবনকামঃ ।। ৪।। ঘৃতৌদনং তেজস্কামঃ ।। ৫।। দধিমধুঘৃতমিশ্রম্অন্নং প্রাশয়েত্ ।। ৬।। 'অন্নপতেঽন্নস্য নো দেহ্যনমীবস্য শুষ্মিণঃ। প্র-প্রদাতারং তারিষ ঊর্জং নো ধেহি দ্বিপদে চতুষ্পদে'।। 'যচ্চিদ্ধি' 'মহশ্চিৎ' 'ইমমগ্ন আয়ুষে বর্চসে তিগ্মমোজো বরুণ সোম রাজন্। মাতেবাস্মা অদিতিঃ শর্ম যংসদ্ বিশ্বে দেবা জরদষ্টির্যথাসদ্' ইতি।। হুত্বা ।। ৭।। 'অগ্ন আয়ূংষী'তি অভিমন্ত্র্য ।। ৮।। উদগগ্রেষু কুশেষু 'স্যোনা পৃথিবি ভবে'তি উপবেশ্য ।। ৯।। মহাব্যাহৃতিভিঃ প্রাশনম্ ।। ১০।। শেষং মাতা প্রাশ্নীয়াত্ ।। ১১।।

অষ্টাবিংশ খণ্ড (১/২৮) : সংবৎসরে চূড়াকর্ম ।।১।। তৃতীয়ে বা বর্ষে ।।২।। পঞ্চমে ক্ষত্রিয়স্য ।।৩।। সপ্তমে বৈশ্যস্য ।।৪।। অগ্নিম্উপসমাধায় ।।৫।। ব্রীহিযবানাং তিলমাষাণাম্ইতি পাত্রাণি চ পূরয়িত্বা ।।৬।। আনডুহং চ গোময়ং কুশভিণ্ডং চ কেশপ্রতিগ্রহণায়াদর্শং নবনীতং লোহক্ষুরং চোত্তরত উপস্থাপ্য ।।৭।। 'সংপৃচ্যধ্বং ঋতাবরীরূর্মিণা মধুমত্তমাঃ। পৃঞ্চতীর্মধুনা পয়ো মন্দ্রা ধনস্য সাতয়' ইতি।। উষ্ণাস্বপ্সু শীতা আসিঞ্চতি ।।৮।। 'আপ উন্দন্তু জীবসে দীর্ঘায়ুত্বায় বর্চসে। ত্র্যায়ুষং জমদগ্নেঃ কশ্যপস্য ত্র্যায়ুষম্। অগস্ত্যস্য ত্র্যায়ুষং যদ্দেবানাং ত্র্যায়ুষম্। তত্তে করোমি ত্র্যায়ুষম্' ইতি।। অসাবিতি শীতোষ্ণাভির্অদ্ভির্দক্ষিণং কেশপক্ষং ত্রির্অভ্যনক্তি ।।৯।। শলল্যৈকে বিজটান্ কৃত্বা ।।১০।। নবনীতেনাভ্যজ্য ।।১১।। 'ওষধে ত্রায়স্বৈনম্' ইতি কুশতরুণমন্তর্দধাতি ।।১২।। কেশান্ কুশতরুণং চাদর্শেন সংস্পৃশ্য ।।১৩।। 'তেজোঽসি, স্বধিতিষ্টে পিতা, মৈনং হিংসীর্' ইতি লোহক্ষুরম্আদত্তে ।।১৪।। 'যেনাবপৎ সবিতা শ্মশ্রগ্রে ক্ষুরেণ রাজ্ঞো বরুণস্য বিদ্বান্। যেন ধাতা বৃহস্পতিরিন্দ্রস্য চাবপচ্ছিরঃ। তেন ব্রহ্মাণো বপতেদমদ্যায়ুষ্মান্ দীর্ঘায়ুরয়মস্তু বীরোঽসাব্' ইতি।। কেশাগ্রাণি ছিনত্তি কুশতরুণং চ ।।১৫।। এবং দ্বিতীয়ম্ এবং তৃতীয়ম্ ।।১৬।। এবং দ্বির্উত্তরতঃ ।।১৭।। নিকক্ষয়োঃ যষ্ঠসপ্তমে গোদানকর্মণি ।।১৮।। এতদ্ এব গোদানকর্ম যচ্চূড়াকর্ম ।।১৯।। ষোড়শে বর্ষেঽষ্টাদশে বা ।।২০।। তৃতীয়ে তু প্রবপনে গাং দদাত্যহতং চ বাসঃ ।।২১।। তূষ্ণীমাবৃতঃ কন্যানাম্ ।।২২।। প্রাগ্-উদীচ্যাং দিশি বহ্বৌষধিকে দেশেঽপাং বা সমীপে কেশান্ নিখনন্তি ।।২৩।। নাপিতায় ধান্যপাত্রাণি নাপিতায় ধান্যপাত্রাণি ।।২৪।।

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রথম খণ্ড (২/১) : গর্ভাষ্টমেষু ব্রাহ্মণম্ উপনয়েত ।। ১ ।। ঐণেয়েনাজিনেন ।। ২ ।। গর্ভদশমেষু বা ।। ৩ ।। গর্ভৈকাদশেষু ক্ষত্রিয়ং রৌরবেণ ।। ৪ ।। গর্ভদ্বাদশেষু বৈশ্যং গব্যেন ।। ৫ ।। আ ষোড়শাদ্ বর্ষাদ্ ব্রাহ্মণস্যানতীতঃ কালঃ ।। ৬ ।। আ দ্বাবিংশাত্ ক্ষত্রিয়স্য ।। ৭ ।। আ চতুর্বিংশাদ্ বৈশ্যস্য ।। ৮ ।। অত ঊর্ধ্বং পতিতসাবিত্রীকা ভবন্তি ।। ৯ ।। নৈনান্ উপনয়েয়ুঃ ।। ১০ ।। নাধ্যাপয়েয়ুঃ ।। ১১ ।। ন যাজয়েয়ুঃ ।। ১২ ।। নৈভির্ব্যবহরেয়ুঃ ।। ১৩ ।। অহতেন বা সর্বান্ মেখলিনঃ ।। ১৪ ।। মৌঞ্জী মেখলা ব্রাহ্মণস্য ।। ১৫ ।। ধনুর্জ্যা ক্ষত্রিয়স্য ।। ১৬ ।। ঊর্ণাসূত্রী বৈশ্যস্য ।। ১৭ ।। পালাশো বৈল্বো বা দণ্ডো ব্রাহ্মণস্য ।। ১৮ ।। নৈয়গ্রোধঃ ক্ষত্রিয়স্য ।। ১৯ ।। ঔদুম্বরো বৈশ্যস্য ।। ২০ ।। প্রাণসম্মিতো ব্রাহ্মণস্য ।। ২১ ।। ললাটসম্মিতঃ ক্ষত্রিয়স্য ।। ২২ ।। কেশ-সম্মিতো বৈশ্যস্য ।। ২৩ ।। সর্বে বা সর্বেষাম্ ।। ২৪ ।। যেনাবদ্ধেনোপনয়েতা-চার্যাধীনং তত্ ।। ২৫ ।। পরিবাপ্যোপনেয়ঃ স্যাত্ ।। ২৬ ।। আপ্লুত্যালঙ্কৃত্য ।। ২৭ ।। হুত্বা জঘনেনাগ্নিং তিষ্ঠতঃ প্রাঙ্মুখ আচার্যঃ প্রত্যঙ্মুখ ইতরঃ ।। ২৮ ।। তিষ্ঠংস্তিষ্ঠন্তমুপনয়েৎ ।। ২৯ ।। 'মিত্রস্য চক্ষুর্ ধরুণং বলীয়স্তেজো যশস্বি স্থবিরং সমৃদ্ধম্। অনাহনস্যং বসনং চরিষ্ণু পরীদং বাজ্যজিনং দধেঽহম্' ।। ৩০ ।।

দ্বিতীয় খণ্ড (২/২) : 'ইয়ং দুরুক্তাৎ পরিবাধমানা বর্ণং পবিত্রং পুনতী ন আগাৎ। প্রাণাপানাভ্যাং বলমাবিশন্তী সখা দেবী সুভগা মেখলেয়ম্' ইতি ।। ত্রির্মেখলাং প্রদক্ষিণং ত্রিঃ পরিবেষ্ট্য ।। ১ ।। গ্রন্থিরেকস্ত্রয়োঽপি বাপি বা পঞ্চ ।। ২ ।। যজ্ঞোপবীতং কৃত্বা 'যজ্ঞোপবীতমসি যজ্ঞস্য ত্বোপবীতেনোপ নহ্যামী'তি ।। ৩ ।। অঞ্জলী পূরয়িত্বাথৈনমাহ 'কো নামাসী'তি ।। ৪ ।। 'অসাবহং ভোঽ ইতীতরঃ ।। ৫ ।। সমানার্ষেয় ইত্যাচার্যঃ ।। ৬ ।। সমানার্ষেয়োঽহং ভোঽ ইতীতরঃ ।। ৭ ।। ব্রহ্মচারী ভবান্ ব্রূহীতি ।। ৮ ।। ব্রহ্মচার্যহং ভোঽ ইতীতরঃ ।। ৯ ।। 'ভূর্ভুবঃ স্বর্' ইতি অস্যাঞ্জলাবঞ্জলীংস্ত্রীন্ আসিচ্য ।। ১০ ।। দক্ষিণোত্তরাভ্যাং পাণিভ্যাং পাণী সংগৃহ্য জপতি ।। ১১ ।। 'দেবস্য ত্বা সবিতুঃ প্রসবেঽশ্বিনোর্বাহুভ্যাং পূষ্ণো হস্তাভ্যামুপনয়াম্যসাবি'তি ।। ১২ ।। 'গণানাম্বে'তি গণকামান্ ।। ১৩ ।। 'আ গন্তা মা রিষণ্যতে'তি যোধান্ ।। ১৪ ।। মহাব্যাহৃতিভির্ব্যাধিতান্ ।। ১৫ ।।

তৃতীয় খণ্ড (২/৩) : 'ভগস্তে হস্তমগ্রভীৎ সবিতা হস্তমগ্রভীৎ। পূষা তে হস্তমগ্রভীদর্যমা হস্তমগ্রভীৎ।। মিত্রস্ত্বমসি ধর্মণাগ্নিরাচার্যস্তব'।। 'অসাবহং চোভৌ, অগ্ন এতং তে ব্রহ্মচারিণং পরি দদামি, ইন্দ্রৈতং তে ব্রহ্মচারিণং পরি দদামি, আদিত্যৈতং তে ব্রহ্মচারিণং পরি দদামি, বিশ্বে দেবা এতং বো ব্রহ্মচারিণং পরি দদামি দীর্ঘায়ুত্বায় সুপ্রজাস্ত্বায় সুবীর্যায় রায়স্পোষায় সর্বেষাং বেদানামাধিপত্যায় সুশ্লোক্যায় স্বস্তয়ে ।। ১ ।।

ঐন্দ্রীমাবৃতমাবর্ত আদিত্যস্যাবৃতমন্বাবর্ত'ইতি দক্ষিণং বাহুমন্বাবৃত্য ।।২।। দক্ষিণেন প্রাদেশেন দক্ষিণম্অংসম্অন্ববহৃত্য 'অরিষ্যতস্তে হৃদয়স্য প্রিয়ো ভূয়াসম্'ইতি হৃদয়-দেশম্ অভিমৃশতি ।।৩।। তূষ্ণীং প্রসব্যং পর্যাবৃত্য ।।৪।। অথাস্যোর্ধ্বাঙ্গুলিং পাণিং হৃদয়ে নিধায় জপতি ।।৫।।

চতুর্থ খণ্ড (২/৪) : 'মম ব্রতে হৃদয়ং তে দধামি মম চিত্তমনু চিত্তং তে অস্তু। মম বাচমেকমনা জুষস্ব বৃহস্পতিষ্টা নিযুনক্তু মহ্যম্'ইতি ।। ১।। 'কামস্য ব্রহ্মচর্যস্যাসাবি'তি ।।২।।তেনৈব মন্ত্রেণ তথৈব পর্যাবৃত্য ।।৩।। দক্ষিণেন প্রাদেশেন দক্ষিণমংসমন্বারভ্য জপতি ।। ৪।। 'ব্রহ্মচার্যসি, সমিধমা ধেহি, অপোহশান, কর্ম কুরু, মা দিবা সুষুপ্থাঃ, বাচং যচ্ছ আ সমিদাধানাত্' ।।৫।। 'এষা তে অগ্নে সমিদ্'ইতি অভ্যাদধাতি সমিধং তূষ্ণীং বা ।।৬।।

পঞ্চম খণ্ড (২/৫) : সংবৎসরে সাবিত্রীম্অন্বাহ ।। ১।। ত্রিরাত্রে ।। ২।। অন্বক্ষং বা ।।৩।। গায়ত্রীং ব্রাহ্মণায়ানুব্রুয়াত্ ।। ৪।। ত্রিষ্টুভং ক্ষত্রিয়ায় ।। ৫।। জগতীং বৈশ্যায় ।।৬।। সাবিত্রীং ত্বেব ।।৭।। উত্তরেণাগ্নিম্ উপবিশতঃ ।।৮।। প্রাঙ্মুখ আচার্যঃ প্রত্যঙ্মুখ ইতরঃ ।।৯।। 'অধীহি ভোঃ'ইতি উক্ত্বা ।।১০।। আচার্য ওঁকারং প্রযুজ্যাথেতরং বাচয়তি 'সাবিত্রীং ভো অনু ব্রূহী'তি ।। ১১।। অথাস্মৈ সাবিত্রীমন্বাহ 'তৎ সবিতুর্বরেণ্যম্'ইতি এতাং পচ্ছোঽর্ধর্চশোঽনবানম্ ।। ১২।।

ষষ্ঠ খণ্ড (২/৬) : 'আপো নাম স্থ শিবা নাম স্থ। ঊর্জা নাম স্থাজরা নাম স্থ। অভয়া নাম স্থামৃতা নাম স্থ'। 'তাসাং বোঽশীয় সুমতৌ মা ধত্তে'তি এবং ত্রিরপ আচময্য ।। ১।। 'স্বস্তি নো মিমীতাম্'ইতি পঞ্চর্চেন দণ্ডং প্রযচ্ছতি ।।২।। বরো দক্ষিণা ।।৩।। প্রদক্ষিণমগ্নিং পর্যাণীয় ভিক্ষতে গ্রামম্ ।।৪।। মাতরং ত্বেব প্রথমাম্ ।।৫।। যা বৈনং ন প্রত্যাচক্ষীত ।।৬।। আচার্যায় ভৈক্ষ্যং নিবেদয়িত্বানুজ্ঞাতো গুরুণা ভুঞ্জীত ।।৭।। অহরহঃ সমিদাধানং ভিক্ষাচরণমধঃশয্যা গুরুশুশ্রূষেতি ব্রহ্মচারিণো নিত্যানি ।।৮।।

সপ্তম খণ্ড (২/৭) : অথানুবাচনস্য ।। ১।। অগ্নেরুত্তরত উপবিশতঃ ।। ২।। প্রাঙ্মুখ আচার্যঃ প্রত্যঙ্মুখ ইতরঃ ।।৩।। অভিবাদ্য পাদাবাচার্যস্য পাণী প্রক্ষাল্য ।। ৪।। দক্ষিণেন জানুনাক্রম্য মূলে কুশতরুণান্ ।। ৫।। দক্ষিণোত্তরাভ্যাং পাণিভ্যাং মধ্যে পরিগৃহ্য ।।৬।। তান্ত্ সব্যেনাচার্যোঽগ্রে সংগৃহ্য দক্ষিণেনাদ্ভিঃ পরিষিঞ্চন্নথেতরং বাচয়তি ।।৭।। 'সাবিত্রীং ভোঃ অনু ব্রূহী'তি ইতরঃ ।।৮।। 'সাবিত্রীং তে অনুব্রবীমী'তি আচার্যঃ ।।৯।। 'গায়ত্রীং ভোত অনু ব্রূহী'তি ইতরঃ, 'গায়ত্রীং তে অনুব্রবীমী'তি আচার্যঃ ।। ১০।। 'বৈশ্বামিত্রীং ভোত অনু ব্রূহী'তি ইতরঃ, 'বৈশ্বানরীং তে অনুব্রবীমী'তি আচার্যঃ ।। ১১।। 'ঋষীন্ ভোত অনু ব্রূহী'তি ইতরঃ, 'ঋষীংস্তে অনু ব্রবীমী'তি আচার্যঃ ।। ১২।। 'দেবতা ভোতঅনু ব্রূহী'তি ইতরঃ, 'দেবতাস্তে অনু ব্রবীমী'তি আচার্যঃ ।। ১৩।। 'ছন্দাংসি ভোত অনু ব্রূহী'তি ইতরঃ, 'ছন্দাংসি তে অনু ব্রবীমী'তি আচার্যঃ ।। ১৪।। 'শ্রুতিং ভোত

অনু ব্রহী'তি ইতরঃ, শ্রুতিং তে অনু ব্রবীমী'তি আচার্যঃ ।। ১৫।। 'স্মৃতিং ভোত অনু ব্রহী'তি ইতরঃ, 'শ্রুতিং তে অনু ব্রবীমী'তি আচার্যঃ ।। ১৬।। 'শ্রদ্ধামেধে ভোত অনু ব্রহী'তি ইতরঃ, 'শ্রদ্ধামেধে অনু ব্রবীমী'তি আচার্যঃ ।। ১৭।। এবমেবমৃষের্যস্য-যস্য যো-যো মন্ত্রো যদ্দেবত্যো যচ্ছন্দাশ্চ তথা-তথা তং তং মন্ত্রমনুব্রূয়াৎ ।। ১৮।। অপি বাবিজ্ঞাতৃবিদেবতচ্ছন্দাংসি 'তৎসবিতুর্বরেণ্যম্'ইতি এতাং পচ্ছোঽর্ধর্চশোঽনবানমিত্যে-বেতি সমাপ্ত আহাচার্যঃ ।। ১৯।। এবমেকৈকমৃষিমনুবাকং বানুব্রূয়াৎ ।। ২০।। ক্ষুদ্রসূক্তেষনুবাকম্ ।। ২১।। যাবদ্ বা গুরুর্মন্যেত ।। ২২।। আদ্যোত্তমে কামং সূক্তে বানুব্রূয়াদ্ ঋষেঃ ।। ২৩।। অনুবাকস্য বা ।। ২৪।। একৈকাং সূক্তাদাবিতি ।। ২৫।। এষা প্রভৃতিরিতি কামং সূক্তাদাবাচার্য ইতি ।। ২৬।। এতদ্ ঋষিস্বাধ্যায়ে ব্যাখ্যাতম্ ।। ২৭।। সমাপ্তে কুশতরুণানাময়ানডুহেন মূলে কুণ্ডং কৃত্বা যথাসূক্তং কুশেষপো নিষিঞ্চতি ।। ২৮।। অহঃশেষং স্থানমুপবাসশ্চ ।। ২৯।।

অষ্টম খণ্ড (২/৮) : অপরাহ্ণেঽক্ষতধানা ভিক্ষিত্বাজ্যাহুতিধর্মেণাগ্নৌ পাণিনা জুহুয়াৎ 'সদসস্পতিমদ্ভুতম্'ইতি প্রত্যৃচং সূক্তশেষেণ ।। ১।। ভক্ষৈরাচার্যং স্বস্তি বাচ্য ।। ২।।

নবম খণ্ড (২/৯) : অরণ্যে সমিত্পাণিঃ সন্ধ্যামাস্তে নিত্যং বাগ্‌যত উত্তরাপরাভি-মুখোঽন্বষ্টমদেশমা নক্ষত্রাণাং দর্শনাত্ ।। ১।। অতিক্রান্তায়াং মহাব্যাহৃতীঃ সাবিত্রীং স্বস্ত্যয়নানি চ জপিত্বা ।। ২।। এবং প্রাতঃ প্রাঙ্মুখস্তিষ্ঠন্না মণ্ডলদর্শনাত্ ।। ৩।। উদিতে স্বাধ্যয়নম্ ।। ৪।।

দশম খণ্ড (২/১০) : অহরহঃ সায়ং প্রাতঃ ।। ১।। অগ্নিমুপসমাধায় পরিসমূহ্য পর্যুক্ষ্য দক্ষিণং জান্বাচ্য ।। ২।। 'অগ্নয়ে সমিধমহার্ষং বৃহতে জাতবেদসে। স মে শ্রদ্ধাং চ মেধাং চ জাতবেদা প্র যচ্ছতু স্বাহা।। এধোঽস্যেধিষীমহি, সমিদসি, তেজোঽসি, তেজো ময়ি ধেহি স্বাহা। সমিদ্ধো মাং সমর্ধয় প্রজয়া চ ধনেন চ স্বাহা।। এধা তে অগ্নে সমিত্তয়া বর্ধস্ব চা চ প্যায়স্ব। বর্ধিষীমহি চ বয়মা চ প্যাসিষীমহি স্বাহে'তি ।। ৩।। অথ পর্যুক্ষ্য ।। ৪।। 'অগ্নিঃ শ্রদ্ধাং চ মেধাং চাবিনিপাতং স্মৃতিং চ মে। ঈডিতো জাতবেদা অয়ং শুনং নঃ সং প্র যচ্ছত্বি'তি ।। অগ্নিমুপতিষ্ঠতে ।।৫।। সৌপর্ণব্রতভাবিতং দৃষ্টং বৃদ্ধসম্প্রদায়ানুষ্ঠিতং ত্র্যায়ুষং পঞ্চভির্মন্ত্রৈঃ প্রতিমন্ত্রং ললাটে হৃদয়ে দক্ষিণস্কন্ধে বামে চ ততঃ পৃষ্ঠে চ পঞ্চসু ভস্মনা ত্রিপুণ্ড্রং করোতি ।। ৬।। স এতেষাং বেদানামেকং দ্বৌ ত্রীন্ সর্বান্ বাধীতে য এবং হুত্বাগ্নিমুপতিষ্ঠতে ।। ৭।।

একাদশ খণ্ড (২/১১) : অথ ব্রতাদেশনম্ ।। ১।। তস্যোপনয়নেন কল্পো ব্যাখ্যাতঃ ।। ২।। ন সাবিত্রীম্ অন্বাহ ।। ৩।। দণ্ডপ্রদানান্তম্ ইত্যেকে ।। ৪।। উদগয়নে শুক্লপক্ষে ।। ৫।। অহোরাত্রং ব্রহ্মচর্যমুপেত্যাচার্যোঽমাংসাশী ব্রহ্মচারী ।। ৬।। চতুর্দশীং পরিহাপ্যাষ্টমীং চ ।। ৭।। আদ্যোত্তমে চৈকে ।। ৮।। যাং বান্যাং ভপ্রশস্তাং মন্যেত তস্যাং শুক্রিয়ে ব্রহ্মচর্যমাদিশেত্ ।। ৯।। ত্রিরাত্রং ব্রহ্মচর্যং চরেদ্ দ্বাদশরাত্রং সংবৎসরং বা যাবদ্

বা গুরুর্মন্যেত ।। ১০।। শাক্বরং তু সংবৎসরম্ ।। ১১।। ব্রাতিকম্ ঔপনিষদং চ ।। ১২।। পূর্বে কালে চরিতে ব্রহ্মচর্যে শংযোর্বার্হস্পত্যান্তে বেদেঽনূক্তে রহস্যং শ্রাবয়িষ্যন্ কাল-নিয়মং চাদেশেন প্রতীয়েত ।। ১৩।।

দ্বাদশ খণ্ড (২/১২) : কৃতপ্রাতরাশস্যাপরাহ্নে (অ)পরাজিতায়াং দিশি ।। ১।। হুত্বাচার্যোঽথৈনং যাস্বেব দেবতাসু পরীত্তো ভবতি তাস্বেবৈনং পৃচ্ছতি 'অগ্নাবিন্দ্র আদিত্যে বিশ্বেষু চ দেবেষু চরিতং তে ব্রহ্মচর্যম্ ।। ২।। চরিতং ভোঃ ইতি' প্রত্যুক্তে ।। ৩।। পশ্চাদগ্নেঃ পুরস্তাদাচার্যস্য প্রাঙ্মুখে স্থিতেঽহতেন বাসসাচার্যঃ প্রদক্ষিণং মুখং ত্রিঃ পরিবেষ্ট্য ।। ৪।। উপরিষ্টাদ্ দশাঃ কৃত্বা যথা ন সংভ্রশ্যেত ।। ৫।। ত্রিরাত্রং সমিদাধানং ভিক্ষাচরণমধঃশয্যাং গুরুশুশ্রূষাং চাকুর্বন্ বাগ্‌যতোঽপ্রমত্তোঽরণ্যে দেবকুলেঽগ্নিহোত্রে বোপবসস্বেতি ।। ৬।। অত্র হৈকে তানেব নিয়মাঁস্তিষ্ঠতো রাত্র্যামেবোপদিশন্তি ।। ৭।। আচার্যোঽমাংসাশী ব্রহ্মচারী ।। ৮।। ত্রিরাত্রে নির্বৃত্তে রাত্র্যাং বা গ্রামান্নিষ্ক্রম্যৈতানীক্ষেতান-ধ্যায়ান্ ।। ৯।। পিশিতামং চণ্ডালং সূতিকাং রজস্বলাং তেদনিমপহস্তকাঁ শ্মশানং সর্বাণি চ শবরূপাণি যান্যাস্যে ন প্রবিশেয়ুঃ স্বস্য বাসান্ নিরসন্ ।। ১০।। প্রাগুদীচীং দিশমুপ-নিষ্ক্রম্য শুচৌ দেশে প্রাঙ্মুখ আচার্য উপবিশতি ।। ১১।। উদিত আদিত্যেঽনুবাচনধর্মেণ বাগ্‌যতায়োষ্ণীষিণেঽন্বাহ ।। ১২।। মহানাম্নীষ্বেবৈষ নিয়মঃ ।। ১৩।। অথোত্তরেষু প্রকরণেষু স্বাধ্যায়মেব কুর্বত আচার্যস্যেতরঃ শৃণোতি ।। ১৪।। উষ্ণীষং ভাজনং দক্ষিণাং গাং দদাতি ।। ১৫।। ত্বং তমিতি, উচ্চা দিবীতি চ প্রণবেন বা সর্বম্ ।। ১৬।। অত্র হৈকে বৈশ্বদেবং চরুং কুর্বতে সর্বেষু প্রকরণেষু ।। ১৭।। যথাপরীত্তমিতি মাণ্ডূকেয়ঃ ।। ১৮।।

ত্রয়োদশ খণ্ড (২/১৩) : অথাতো দণ্ডনিয়মাঃ ।। ১।। ন অন্তরা গমনং কুর্যাদাত্মনো দণ্ডস্য ।। ২।। অথ চেদ্ দণ্ডমেখলোপবীতানামন্যতমদ্ বিশীর্যেত ছিদ্যেত বা তস্য তৎপ্রায়শ্চিত্তং যদুদ্বাহে রথস্য ।। ৩।। মেখলা চেদসন্ধেয়া ভবত্যন্যাং কৃত্বানুমন্ত্রয়তে ।। ৪।। 'মেধ্যামেধ্যবিভাগজ্ঞে দেবি গোপ্ত্রি সরস্বতি। মেখলেঽস্কন্নমচ্ছিন্নং সংতনুষ ব্রতং মম।। ত্বমগ্নে ব্রতভৃচ্ছুচিরগ্নে দেবাঁ ইহাবহ। উপ যজ্ঞং হবিশ্চ নঃ।। ব্রতানি বিভ্রদ্ ব্রতপা অদাভ্যো ভবা নো দূতো অজরঃ সুবীরঃ।। দধদ্ রত্নানি সুমৃডীকো অগ্নে, গোপায় নো জীবসে জাতবেদ ইতি ।। ৫।। উপবীতং চ দণ্ডে বধ্নাতি ।। ৬।। তদপ্যেতত্ ।। ৭।। যজ্ঞোপবীতং দণ্ডং চ মেখলামজিনং তথা। জুহুয়াদ্‌অপ্সু ব্রতে পূর্ণে বারুণ্যর্চা রসেন বা ।। ৮।।

চতুর্দশ খণ্ড (২/১৪) : অথ বৈশ্বদেবঃ ।। ১।। ব্যাখ্যাতো হোমকল্পঃ ।। ২।। বৈশ্বদেবস্য সিদ্ধস্য সায়ংপ্রাতর্গৃহ্যেঽগ্নৌ জুহুয়াত্ ।। ৩।। 'অগ্নয়ে স্বাহা, সোমায় স্বাহা, ইন্দ্রাগ্নিভ্যাং স্বাহা, বিষ্ণবে স্বাহা, ভরদ্বাজ-ধন্বন্তরয়ে স্বাহা, বিশ্বেভ্যো দেবেভ্যঃ স্বাহা, প্রজাপতয়ে স্বাহা, অদিতয়ে স্বাহা, অনুমতয়ে স্বাহা, অগ্নয়ে স্বিষ্টকৃতে স্বাহে'তি হুত্বৈতাসাং দেবতানাম্ ।। ৪।। অথ বাস্তুমধ্যে বলিং হরেদ্ এতাভ্যশ্চৈব দেবতাভ্যঃ 'নমো ব্রহ্মণে

ব্রাহ্মণেভ্যশ্চ, বাস্তোষ্পতে প্রতি জানীহ্যস্মান্' ইতি বাস্তুমধ্যে বাস্তোষ্পতয়ে চ ।। ৫।। অথ দিশাং প্রদক্ষিণং যথারূপং বলিং হরতি ।।৬।। 'নম ইন্দ্রায়েন্দ্রেভ্যশ্চ নমো যমায় যাম্যেভ্যশ্চ, নমো বরুণায় বারুণেভ্যশ্চ, নমঃ সোমায় সৌম্যেভ্যশ্চ, নমো বৃহস্পতয়ে বার্হস্পত্যেভ্যশ্চ' ।। ৭।। অথাদিত্যমণ্ডলে 'নমোঽদিতয় আদিত্যেভ্যশ্চ, নমো নক্ষত্রেভ্য ঋতুভ্যো মাসেভ্যোঽর্ধমাসেভ্যোঽহোরাত্রেভ্যঃ সংবৎসরেভ্যঃ' ।। ৮।। 'পূষ্ণে পথিকৃতে ধাত্রে বিধাত্রে মরুদ্‌ভ্যশ্চে'তি দেহলীষু ।। ৯।। 'বিষ্ণবে' দৃষদি ।। ১০।। 'বনস্পতয়' ইতি উলূখলে ।। ১১।। 'ওষধীভ্য' ইতি ওষধীনাং স্থানে ।। ১২।। 'পর্জন্যায়াদ্‌ভ্য' ইতি মণিকে ।। ১৩।। 'নমঃ শ্রিয়ৈ' শয্যায়াং শিরসি পাদতঃ 'ভদ্রকাল্যৈ' ।। ১৪।। অনুগুপ্তে দেশে 'নমঃ সর্বান্নভূতয়ে' ।। ১৫।। অথান্তরিক্ষে 'নক্তঞ্চরেভ্য' ইতি সায়ম্, 'অহশ্চরেভ্য ইতি' প্রাতঃ, 'যে দেবাস' ইতি চ ।। ১৬।। অবিজ্ঞাতাভ্যো দেবতাভ্য উত্তরতো ধনপতয়ে চ ।।১৭।। প্রাচীনাবীতী দক্ষিণতঃ শেষং নিনয়তি 'যে অগ্নিদগ্ধা' ইতি ।। ১৮।। দেবপিতৃনরেভ্যো দত্ত্বা শ্রোত্রিয়ং ভোজয়েত্ ।। ১৯।। ব্রহ্মচারিণে বা ভিক্ষাং দদ্যাত্ ।। ২০।। অনন্তরং সৌবাসিনীং গর্ভিণীং কুমারান্ স্থবিরাঁশ্চ ভোজয়েত্ ।। ২১।। শ্বভ্যঃ শ্বপচেভ্যশ্চ বয়োভ্যশ্চাবপেদ্ ভূমৌ ।। ২২।। ইতি নানবক্তম্‌অশ্নীয়াত্ ।। ২৩।। নৈকঃ ।। ২৪।। ন পূর্বম্ ।। ২৫।। তদপ্যেতদৃচোক্তম্ 'মোঘমন্নং বিন্দতে অপ্রচেতা' ইতি ।। ২৬।।

পঞ্চদশ খণ্ড (২/১৫) : যন্নাং চেদর্ঘ্যাণামন্যতম আগচ্ছেদ্ গোপশুম্‌অজম্‌অন্নং বা যত্ সামান্যতমং মন্যেত তত্ কুর্যাত্ ।।১।। নামাংসোঽর্ঘঃ স্যাৎ ।।২।। অধিযজ্ঞম্‌অধিবিবাহং কুরুতেত্যেব ব্রূয়াত্ ।।৩।। আচার্যায়াগ্নেয়ঃ ।।৪।। ঋত্বিজে বার্হস্পত্যঃ ।।৫।। বৈবাহ্যায় প্রাজাপত্যঃ ।।৬।। রাজ্ঞ ঐন্দ্রঃ ।।৭।। প্রিয়ায় মৈত্রঃ ।।৮।। স্নাতকায়েন্দ্রাগ্নঃ ।।৯।। যদ্যপ্যসকৃত্ সংবত্‌সরস্য সোমেন যজেত কৃতার্ঘ্যা এবৈনং যাজয়েয়ুর্নাকৃতার্ঘ্যাঃ ।।১০।। তদ্‌অপি ভবতি ।।১১।।

ষোড়শ খণ্ড (২/১৬) : মধুপর্কে চ সোমে চ পিতৃদৈবতকর্মণি। অত্রৈব পশবো হিংস্যা নান্যত্রেত্যব্রবীন্ মনুঃ ।।১।। আচার্যশ্চ পিতা চোভৌ সখা চানতিথির্গৃহে। তে যদ্ বিদধ্যুস্তত্ কুর্যাদিতি ধর্মো বিধীয়তে ।।২।। নৈকগ্রামীণমতিথিং বিপ্রোষ্যাগতমেব চ। উপস্থিতং গৃহে বিদ্যাদ্ ভার্যা যত্রাগ্নয়োঽপি বা ।।৩।। অগ্নিহোত্রং বলিবর্দাঃ কালে চাতিথিরাগতঃ। বালাশ্চ কুলবৃদ্ধাশ্চ নির্দহন্ত্যপমানিতাঃ ।।৪।। অনড্বানগ্নিহোত্রং চ ব্রহ্মচারী চ তে ত্রয়ঃ। অশ্নন্ত এব সিধ্যন্তি নৈষাং সিদ্ধিরনশ্নতাম্ ।।৫।। দেবতাঃ পুরুষং গৃহ্যা অহরহর্গৃহমেধিনম্। ভাগার্থমুপসর্পন্তি তাভ্যো নির্বপ্তুমর্হতি ।।৬।।

সপ্তদশ খণ্ড (২/১৭) : তৃণান্যপ্যুঞ্ছতো নিত্যমগ্নিহোত্রং চ জুহ্বতঃ। সর্বং সুকৃতমাদত্তে ব্রাহ্মণোঽনর্চিতো বসন্ ।।১।। ওদপাত্রাত্ তু দাতব্যমা কাষ্ঠাজ্ জুহুয়াদপি! আ সূক্তাদ্‌আনুবাকাদ্ বা ব্রহ্মযজ্ঞো বিধীয়তে ।। ২।। নোপবাসঃ প্রবাসে স্যাত্ পত্নী ধারয়তে

ব্রতম্। পুত্রো ভ্রাতাথবা পত্নী শিষ্যো বাস্য বলিং হরেত্ ।।৩।। বৈশ্বদেবমিমং যে তু সায়ংপ্রাতঃ প্রকুর্বতে। তে অর্থৈরায়ুষা কীর্ত্যা প্রজাভিশ্চ সমৃধ্নুয়ুরিতি ।।৪।।

অষ্টাদশ খণ্ড (২/১৮) : ব্রহ্মচারী প্রবৎস্যন্নাচার্যমামন্ত্রয়তে ।।১।। 'প্রাণাপানয়োর্'ইতি উপাংশু। 'ওমহং বত্স্যামি ভোঃ' ইতি উচ্চৈঃ ।।২।। 'প্রাণাপানা উরুব্যচাস্ত্বয়া প্র পদ্যে দেবায় ত্বা গোপ্ত্রে পরি দদামি, দেব সবিতরেষ তে ব্রহ্মচারী, তং তে পরি দদামি, তং গোপায়স্ব, তং মা মৃধস্বে'তি।। উপাংশু ।।৩।। 'ওঁ স্বস্তী'ত্যুচ্চৈর্ আচার্যঃ—স্বস্তীত্যুচ্চৈর্ আচার্যঃ ।।৪।।

তৃতীয় অধ্যায়

প্রথম খণ্ড (৩/১) : স্নানং সমাবর্ত্স্যমানস্য ।। ১।। আনডুহমিত্যুক্তং তস্মিন্নুপবেশ্য কেশশ্মশ্রূণি বাপয়তি লোমনখানি চ ।। ২।। ব্রীহিযবৈস্তিলসর্ষপৈরপামার্গৈঃ সদাপুষ্পী-ভিরিত্যুদ্বাপ্য ।।৩।। আপোহিষ্ঠীয়েনাভিষিচ্য ।।৪।। অলংকৃত্য ।।৫।। 'যুবং বস্ত্রাণী'তি বাসসী পরিধায় ।। ৬।। অথাস্মৈ নিষ্কং বধ্নাতি 'আয়ুষ্যং বর্চস্যম্' ।। ৭।। 'মমাগ্নে বর্চ' ইতি বেষ্টনম্ ।। ৮।। 'গৃহং গৃহমহনে'তি ছত্রম্ ।। ৯।। 'আ রোহতে'তি উপানহৌ ।। ১০।। 'দীর্ঘস্তে অস্ত্বঙ্কুশ' ইতি বৈষ্ণবং দণ্ডমাদত্তে ।। ১১।। প্রতিলীনস্তদহরাসীত ।। ১২।। 'বনস্পতে বীড্বঙ্গঃ শাস ইত্থে'তি রথমারোহেত্ ।। ১৩।। যত্রৈনং গবা বা পশুনা বা অর্হয়েয়ুস্তত্ পূর্বমুপতিষ্ঠেত ।। ১৪।। গোভ্যো ব সমাবর্তেত ফলবতো বা বৃক্ষাৎ ।। ১৫।। 'ইন্দ্র শ্রেষ্ঠানি দ্রবিণানি ধেহি' 'স্যোনা পৃথিবি ভবে'তি অবরোহতি ।। ১৬।। ঈপ্সিতমন্নং তদহর্ভুঞ্জীত ।। ১৭।। আচার্যায় বস্ত্রযুগং দদ্যাদ্ উষ্ণীষং মণিকুণ্ডলং দণ্ডোপানহং ছত্রং চ ।। ১৮।।

দ্বিতীয় খণ্ড (৩/২) : অগারং কারয়িষ্যন্ 'ইহান্নাদ্যায় বিশঃ পরিগৃহ্ণামী'তি উদুম্বরশাখয়া ত্রিঃ পরিলিখ্য মধ্যে স্থণ্ডিলে জুহোতি ।। ১।। 'কোঽসি কস্যাসি কায় তে গ্রামকামো জুহোমি স্বাহা, অস্যাং দেবানামসি ভাগধেয়মিতঃ প্রজাতাঃ পিতরঃ পরেতাঃ, বিরাডজুহুদ্ গ্রামকামো ন দেবানাং কিঞ্চনান্তরেণ স্বাহে'তি ।। ২।। স্থূণাগর্তান্ খানয়িত্বা ।। ৩।। উদমন্থান্আসিচ্য ।। ৪।। 'ইমাং বি মিম্বে অমৃতস্য শাখাং মধোর্ধারাং প্রতরণীং বসূনাম্।। এনাং শিশুঃ ক্রন্দত্যা কুমার এনাং ধেনুঃ ক্রন্দতু নিত্যবৎসে'তি ।। উদুম্বরশাখাং ঘৃতেনাক্তাং দক্ষিণে দ্বার্য্যে গর্তে নিদধাতি ।। ৫।। 'ইমামুচ্ছ্রয়ামি ভুবনস্য শাখাং মধোর্ধারাং প্রতরণীং বসূনাম্। এনাং শিশুঃ ক্রন্দত্যা কুমার এনাং ধেনুঃ ক্রন্দতু পাকবৎসে'তি।। উত্তরতঃ ।। ৬।। এবং দ্বয়োর্দ্বয়োর্দক্ষিণতো পশ্চাদ্ উত্তরতশ্চ ।। ৭।। 'ইমামহমস্য বৃক্ষস্য শাখাং ঘৃতমুক্ষন্তীমমৃতে মিনোমি। এনাং শিশুঃ ক্রন্দত্যা কুমার আ স্যন্দন্তান্ ধেনবো নিত্যবৎসা'ইতি।। স্থূণারাজমুচ্ছ্রয়তি ।। ৮।। 'এনং কুমারস্তরুণ আ বৎসো ভুবনস্পরি। এনং পরিস্রুতঃ কুম্ভ্যা আ দধ্নঃ কলশৈর্গমন্ ।। ৯।।

তৃতীয় খণ্ড (৩/৩) : 'ইহৈব স্থূণে প্রতি তিষ্ঠ ধ্রুবাশ্বাবতী গোমতী সীলমাবতী। ক্ষেমে তিষ্ঠ ঘৃতমুক্ষণাণেহৈব তিষ্ঠ নিমিতা তিল্বিলা স্থাজিরাবতী।। মধ্যে পোষস্য তৃম্পতাং মা ত্বা প্রাপন্নঘায়বঃ।। উপহূতা ইহ গাব উপহূতা অজাবয়ঃ অথো অন্নস্য কীলাল উপহূতো গৃহেষু নঃ। রথন্তরে প্রাত তিষ্ঠ বামদেব্যে শ্রয়স্ব বৃহতি স্তভায়ে'তি।। স্থূণারাজমভিমৃশতি ।। ১।। সংমিতস্য স্থূণাঃ সংমৃশতি ।। ২।। 'সত্যং চ শ্রদ্ধা চে'তি পূর্বে ।।৩।। 'যজ্ঞশ্চ দক্ষিণা চে'তি দক্ষিণে ।। ৪।। 'বলং চৌজশ্চে'তি অপরে ।। ৫।। 'ব্রহ্ম চ নক্ষত্রঞ্চে'তি

উত্তরে ।।৬।। 'শ্রী স্তূপঃ, ধর্মস্থূণারাজঃ' ।।৭।। 'অহোরাত্রে দ্বারফলকে' ।।৮।। 'সংবৎসরোঽপিধানম্' ।।৯।। 'উক্ষা সমুদ্র' ইতি অভ্যক্তম্অশ্মানং স্তূপস্যাধস্তান্ নিখনেত্ ।।১০।।

চতুর্থ খণ্ড (৩/৪) : বাস্তোষ্পতীয়ে কর্মণি ।। ১।। 'অগ্নিং দধামি মনসা শিবেনায়মস্তু সংগমনো বসূনাম্। মা নো হিংসীঃ স্থবিরং মা কুমারং শং নো ভব দ্বিপদে শং চতুষ্পদ' ইতি।। গৃহ্যম্অগ্নিং বাহ্যত উপসমাধায় ।। ২।। প্রাগগ্রেষু নবেষু কুশেষূদকুম্ভং নবং প্রতিষ্ঠাপ্য ।। ৩।। 'অরষ্টা অস্মাকং বীরা, মা পরা সেচি নো ধনম্'ইতি অভিমন্ত্র্য ।। ৪।। রথন্তরস্য স্তোত্রিয়েণ পুনরাদায়ং ককুপ্কারং তিস্রঃ পূর্বাহ্ণে জুহোতি ।। ৫।। বামদেব্যস্য মধ্যন্দিনে ।। ৬।। বৃহতোঽপরাহ্ণে ।। ৭।। মহাব্যাহৃতয়শ্চতস্রঃ 'বাস্তষ্পত'ইতি তিস্রঃ 'অমীবহা বাস্তোষ্পতে, বাস্তোষ্পতে ধ্রুবা স্থূণা' সৌবিষ্টকৃতী দশমী স্থালীপাকস্য রাত্রৌ ।।৮।। জ্যেষ্ঠং পুত্রমাদায় জায়াং চ সহধান্যঃ প্রপদ্যেত ।। ৯।। 'ইন্দ্রস্য গৃহাঃ শিবা বসুমন্তো বরূথিনস্তানহং প্রপদ্যে সহ জায়য়া সহ প্রজয়া সহ পশুভিঃ সহ রায়স্পোষেণ সহ যন্মে কিঞ্চাস্তি তেন ।। ১০।।

পঞ্চম খণ্ড (৩/৫) : শগ্মং শগ্মং শিবং শিবং ক্ষেমায় বঃ শান্ত্যৈ প্রপদ্যে, অভয়ং নো অস্তু। গ্রামো মারণ্যায় পরি দদাতু বিশ্বমহায় মা পরি দেহী'তি ।। গ্রামান্ নিষ্ক্রামন্ ।। ১।। 'অরণ্যং মা গ্রামায় পরি দদাতু, মহ বিশ্বায় মা পরি দেহী'তি গ্রামং প্রবিশন্নরিক্তঃ ।। ২।। 'গৃহান্ ভদ্রান্ সুমনসঃ প্রপদ্যে বীরঘ্নো বীরতরঃ সুবীরান্। ইরাং বহন্তো ঘৃতমুক্ষমাণা অন্যেষ্বহং সুমনাঃ সংবিশেয়ম্' ইতি।। সদা প্রবচনীয়ঃ ।।৩।।

ষষ্ঠ খণ্ড (৩/৬) : অনাহিতাগ্নিঃ প্রবৎস্যন্ গৃহান্ সমীক্ষতে ।। ১।। 'ইমান্ মে মিত্রাবরুণৌ গৃহান্ গোপায়তং যুবম্। অবিনষ্টানবিহ্রুতান্ পূষৈনানভি রক্ষতু। আস্মাকং পুনরাগমাৎ ।। ২।। 'অপি পন্থামগন্মহী'তি জপতি ।।৩।।

সপ্তম খণ্ড (৩/৭) : অথ প্রোষ্যায়ন্ গৃহান্ সমীক্ষতে ।। ১।। 'গৃহা মা বিভীত মা বেপধ্বমূর্জং বিভ্রত এমসি। ঊর্জং বিভ্রদ্বঃ সুমনাঃ সুমেধাঃ গৃহানৈমি মনসা মোদমানঃ।। যেষামধ্যেতি প্রবসন্ যেযু সৌমনসো বহুঃ। গৃহানুপ হ্বয়ামহে তে নো জানন্তু জানতঃ।। উপহূতা ইহ গাব উপহূতা অজাবয়ঃ। অথোঽন্নস্য কীলাল উপহূতো গৃহেষু নঃ ।। ২।। অয়ং নো অগ্নির্ভগবানয়ং নো ভগবত্তরঃ। অস্যোপসদ্যে মা রিষামায়ং শ্রেষ্ঠয়ে দধাতু ন'ইতি। গৃহ্যম্অগ্নিম্উপস্থায় ।।৩।। কল্যাণীং বাচং প্রব্রূয়াত্ ।।৪।। 'বিরাজো দোহোঽসি বিরাজো দোহমশীয়। ময়ি পদ্যায়ৈ বিরাজো দোহ' ইতি।। পাদ্যপ্রতিগ্রহণঃ ।।৫।।

অষ্টম খণ্ড (৩/৮) : অনাহিতাগ্নির্নবং প্রাশিষ্যন্নাগ্রয়ণদেবতাভ্যঃ স্বিষ্টকৃচ্চতুর্থীভ্যঃ স্বাহাকারেণ গৃহ্যেঽগ্নৌ জুহুয়াত্ ।। ১।। 'প্রজাপতয়ে ত্বা গ্রহং গৃহ্ণামি মহ্যং শ্রিয়ৈ মহ্যং যশসে মহ্যমন্নাদ্যায়ে'তি প্রাশনার্থীয়ম্অভিমন্ত্র্য ।। ২।। 'ভদ্রান্নঃ শ্রেয়ঃ সমনৈষ্ট দেবাস্ত্বয়া জ্বসেন সমশীমহি ত্বা। স নো ময়োভূঃ পিতবা বিশস্ব শংনো ভব দ্বিপদে শং চতুষ্পদ' ইতি

অদ্‌ভিরভ্যুত্‌ষিঞ্চঁস্ত্রিঃ প্রাশ্নাতি ।।৩।। 'অমোঽসি প্রাণ তদৃতং ব্রবীম্যমোঽসি সর্বাঙসি প্রবিষ্টঃ। স মে জরাং রোগমপনুদ্য শরীরাদমা ম এধি মৃধা ন ইন্দ্রে'তি।। হৃদয়দেশম্ অভিমৃশতি ।।৪।। 'নাভিরসি, মা বিভীথাঃ, প্রাণানাং গ্রন্থিরসি, মা বিস্রস' ইতি নাভিম্ ।।৫।। 'ভদ্রং কর্ণেভির্' ইতি যথালিঙ্গম্ ।।৬।। 'তচ্চক্ষুর্' ইতি আদিত্যম্ উপস্থায় ।।৭।।

নবম খণ্ড (৩/৯) : 'পরি বঃ সন্যাদ্বধাদ্বয়া বৃঞ্জন্তু ঘোষিণ্যঃ।সমানস্তস্য গোপতের্গাবো অংশো ন বো রিষৎ।। পূষা গা অন্বেতু ন' ইতি গাঃ প্রতিষ্ঠমানা অনুমন্ত্রয়েত ।। ১।। 'পরি পূষে'তি পরিক্রান্তাসু ।। ২।। 'যাসামূধশ্চতুর্বিলং মধোঃ পূর্ণং ঘৃতস্য চ। তা নঃ সন্তু পয়স্বতীর্বহ্বীর্গোষ্ঠে ঘৃতাচ্য' ইতি।। 'আ গাবো অগ্মন্নি'তি চ প্রত্যাগতাসু ।।৩।। উত্তমাম্‌অমা কুর্বন্ ।। ৪।। 'ময়োভূর্বাত' ইতি সূক্তেন গোষ্ঠে গতাঃ ।। ৫।।

দশম খণ্ড (৩/১০) : যা ফাল্গুন্যা উত্তরামাবাস্যা সা রেবত্যা সংপদ্যতে তস্যামঙ্ক লক্ষণানি কারয়েৎ ।।১।। 'ভুবনমসি সহস্রপোষমিন্দ্রায় ত্বা শ্রমো দদৎ। অক্ষতমস্যরিষ্টমিডান্নং গোপায়নং যাবতীনামিদং করিষ্যামি ভূয়সীনামুত্তমাং সমাং ক্রিয়াসম্' ইতি ।। ২।। যা প্রথমা প্রজায়েত তস্যাঃ পীযূষং জুহুয়াত্ 'সংবৎসরীণং পয় উস্রিয়ায়া' ইতি এতাভ্যাম্ ঋগ্‌ভ্যাম্ ।।৩।। যদি যমৌ প্রজায়েত মহাব্যাহৃতিভির্হুত্বা যমসূং দদ্যাৎ ।। ৪।।

একাদশ খণ্ড (৩/১১) : অথ বৃষোৎসর্গঃ ।। ১।। কার্তিক্যাং পৌর্ণমাস্যাং রেবত্যাং বাশ্বযুজ্যস্য ।। ২।। গবাং মধ্যে সুসমিদ্ধমগ্নিং কৃত্বাজ্যাহুতীর্জুহোতি ।। ৩।। 'ইহ রতিরিহ রমধ্বং স্বাহা, ইহ ধৃতিরিহ স্বধৃতিঃ স্বাহা, উপ সৃজং ধরুণং মাত্রে, ধরুণো মাতরং ধয়ন্ রায়স্পোষমস্মাসু দীধরৎ স্বাহা' ।। ৪।।'পূষা গা অন্বেতু ন' ইতি পৌষ্ণস্য জুহোতি ।। ৫।। রুদ্রান্ জপিত্বা ।।৬।। একবর্ণং দ্বিবর্ণং ত্রিবর্ণং বা ।।৭।। যো বা যূথং ছাদয়তি ।।৮।। যো বা যূথেন ছাদ্যতে ।। ৯।। রোহিতো বৈব স্যাত্ ।।১০।। সর্বাঙ্গৈরুপেতো যূথে বর্চস্বিতমঃ স্যাৎ ।।১১।। তমলঙ্কৃত্য ।।১২।। যূথে মুখ্যাশ্চতস্রো বৎসতর্যস্তাশ্চালঙ্কৃত্য ।।১৩।। 'এতং যুবানং পতিং বো দদামি তেন ক্রীড়ন্তীশ্চরথ প্রিয়েণ। মা বশ্মাত্র জনুষা সংবিদানা রায়স্পোষেণ সমিষা মদেম স্বাহে'তি ।। ১৪।। নভ্যস্থেঽনুমন্ত্রয়তে 'ময়োভূর্' ইতি অনুবাকশেষেণ ।। ১৫।। সর্বাসাং পয়সি পায়সং ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েত্ ।। ১৬।।

দ্বাদশ খণ্ড (৩/১২) : ঊর্ধ্বমাগ্রহায়ণ্যাস্তিস্রোঽষ্টকা অপরপক্ষেষু ।। ১।। তাসাং প্রথমায়াং শাকং জুহোতি ।। ২।। 'ইয়মেব সা যা প্রথমা ব্যুচ্ছদন্তরস্যাং চরতি প্রবিষ্টা। বধূর্জজান নবকৃজ্জনিত্রী ত্রয় এনাং মহিমানঃ সচন্তাং স্বাহে'তি ।।৩।। অথ স্বিষ্টকৃতঃ ।। ৪।। যস্যাং বৈবস্বতো যমঃ সর্বে দেবাঃ সমাহিতাঃ। অষ্টকা সর্বতোমুখী সা মে কামানতীতৃপৎ। আহুস্তে গ্রাবাণো দন্তানূধঃ পবমানঃ। মাসাশ্চার্ধমাসাশ্চ নমস্তে সুমনামুখি স্বাহে'তি ।। ৫।।

ত্রয়োদশ খণ্ড (৩/১৩) : মধ্যমায়াং মধ্যাবর্ষে চ ।। ১।। মহাব্যাহৃতয়শ্চতস্রঃ 'যে তাতৃযুর্' ইতি চতস্রোঽনুদ্রুত্য বপাং জুহুয়াত্ ।। ২।। 'বহ বপাং জাতবেদঃ পিতৃভ্যো যত্রৈনান্ বেত্থ সুকৃতস্য লোকে। মেদসঃ কুল্যা উপ তান্ স্রবন্তু সত্যাঃ সন্তু যজমানস্য কামাঃ স্বাহে'তি।। বা ।।৩।। মহাব্যাহৃতয়শ্চতস্রঃ 'যে তাতৃযুর্' ইতি চতস্রোঽষ্টাহুতি স্থালীপাকোঽবদানমিশ্রঃ ।। ৪।। 'অন্তর্হিতা গিরয়োঽন্তর্হিতা পৃথিবী মহী মে। দিবা দিগ্ভিশ্চ সর্বাভিরন্যমন্তঃ পিতুর্দধেঽমুষ্যৈ স্বাহা।। অন্তর্হিতা ম ঋতবো অহোরাত্রাশ্চ সন্ধিজাঃ। মাসাশ্চার্ধমাসাশ্চান্যমন্তঃ পিতুর্দধেঽমুষ্যৈ স্বাহে'তি।। 'যাস্তিষ্ঠন্তি যাঃ স্রবন্তি যা দভ্রাঃ পরিসস্রুষীঃ। অদ্ভিঃ সর্বস্য ভর্তৃভিরন্যমন্তঃ পিতুর্দধেঽমুষ্যৈ স্বাহা।। যন্মে মাতা প্রলুলুভে বিচরন্ত্যপতিব্রতা। রেতস্তন্মে পিতা বৃঙ্ক্তাং মাতুরন্যোঽব পদ্যতামুষ্যৈ স্বাহে'তি।। বা মহাব্যাহৃতীনাং স্থানে চতস্রোঽন্যত্রকরণস্য ।। ৫।। পায়সো বা চরুঃ ।। ৬।। শ্বোঽন্বষ্টক্যং পিণ্ডপিতৃযজ্ঞাবৃতা ।। ৭।।

চতুর্দশ খণ্ড (৩/১৪) : উত্তমায়াম্ অপূপাঞ্ জুহোতি ।। ১।। 'উক্থ্যশ্চাতিরাত্রশ্চ সদ্যঃক্রীশ্ছন্দসা সহ। অপূপকৃদষ্টকে নমস্তে সুমনামুখি স্বাহে'তি ।। ২।। গোপশুরজপশু স্থালীপাকো বা ।।৩।। অপি বা গোগ্রাসমাহরেত্ ।। ৪।। অপি বারণ্যে কক্ষমপাদহেৎ 'এষা মেঽষ্টকে'তি ।। ৫।। ন ত্বেব ন কুর্বীত ন ত্বেব ন কুর্বীত ।। ৬।।

চতুর্থ অধ্যায়

প্রথম খণ্ড (৪/১) : মাসি মাসি পিতৃভ্যো দদ্যাত্ ।।১।। ব্রাহ্মণান্ বেদবিদোঽযুগ্মাঁস্ত্র্যবরার্ধান্ পিতৃবদুপবেশ্য ।।২।। অযুগ্মান্যুদপাত্রাণি তিলৈরবকীর্য ।।৩।। অসাবেতত্ ইত্যনুদিশ্য ব্রাহ্মণানাং পাণিষু নিনয়েত্ ।।৪।। অত ঊর্ধ্বম্অলঙ্কৃতান্ ।।৫।। আমন্ত্র্যাগ্নৌ কৃত্বান্নং চ ।।৬।। অসাবেতত্ ত ইত্যনুদিশ্য ভোজয়েত্ ।।৭।। ভুঞ্জানেষু মহাব্যাহৃতীঃ সাবিত্রীং মধুবাতীয়াঃ পিতৃদেবত্যাঃ পাবমানীশ্চ জপেত্ ।।৮।। ভুক্তবৎসু পিণ্ডান্ দদ্যাৎত্ ।।৯।। পুরস্তাদ্ একে ।।১০।। পিণ্ডান্ পশ্চিমেন তৎপত্নীনাং কিঞ্চিদ্অন্তর্ধায় ।।১১।। ব্রাহ্মণেভ্যঃ শেষং নিবেদয়েত্ ।।১২।। অগ্নৌকরণাদি পিণ্ডপিতৃযজ্ঞেন কল্পো ব্যাখ্যাতঃ ।।১৩।।

দ্বিতীয় খণ্ড (৪/২) : অথাত একোদ্দিষ্টম্ ।।১।। একপবিত্রম্ ।।২।। একার্ঘ্যম্ ।।৩।। একপিণ্ডম্ ।।৪।। নাবাহনং নাগ্নৌকরণং নাত্র বিশ্বেদেবাঃ 'স্বদিতম' ইতি তৃপ্তিপ্রশ্নে 'উপ তিষ্ঠতাম্' ইতি অক্ষয্যস্থানে ।।৫।। 'অভি রম্যতাম্' ইতি বিসর্গঃ ।।৬।। সংবৎসরম্এবং প্রেতে ।।৭।। চতুর্থবিসর্গশ্চ ।।৮।।

তৃতীয় খণ্ড (৪/৩) : অথ সপিণ্ডীকরণম্ ।।১।। সংবৎসরে পূর্ণে ত্রিপক্ষে বা ।।২।। যদহর্বা বৃদ্ধিরাপদ্যেত ।।৩।। চত্বার্যুদপাত্রাণি সতিলগন্ধোদকানি কৃত্বা ।।৪।। ত্রীণি পিতৃণাম্একং প্রেতস্য ।।৫।। প্রেতপাত্রং পিতৃপাত্রেষ্বাসিঞ্চতি 'যে সমানা' ইতি দ্বাভ্যাম্ ।।৬।। এবং পিণ্ডমপি ।।৭।। এতৎ সপিণ্ডীকরণম্ ।।৮।।

চতুর্থ খণ্ড (৪/৪) : অথাত আভ্যুদয়িকম্ ।।১।। আপূর্যমাণপক্ষে পূণ্যাহে ।।২।। মাতৃযাগং কৃত্বা ।।৩।। যুগ্মান্ বেদবিদো ব্রাহ্মণান্উপবেশ্য ।।৪।। পূর্বাহ্ণে ।।৫।। প্রদক্ষিণম্উপচারঃ ।।৬।। পিতৃমন্ত্রবর্জং জপঃ ।।৭।। ঋজবো দর্ভাঃ ।।৮।। যবৈস্তিলার্থঃ ।।৯।। দধিবদরাক্ষতমিশ্রাঃ পিণ্ডাঃ ।।১০।। 'নান্দীমুখান্ পিতৃনা বাহয়িষ্য' ইতি আবাহনে ।।১১।। 'নান্দীমুখাঃ পিতরঃ প্রীয়ন্তাম' ইতি অক্ষয্যস্থানে ।।১২।। 'নান্দীমুখান্ পিতৄন্ বাচয়িষ্য' ইতি বাচনে ।।১৩।। 'সংপন্নম্' ইতি তৃপ্তিপ্রশ্নে ।।১৪।। সমানম্অন্যদ্ অবিরুদ্ধম্ইতি ।।১৫।।

পঞ্চম খণ্ড (৪/৫) : অথোপাকরণম্ ।।১।। ওষধীনাং প্রাদুর্ভাবে হস্তেন শ্রবণেন বা ।।২।। অক্ষতসক্তূনাং ধানানাং চ দধিঘৃতমিশ্রাণাং প্রত্যচং বেদেন জুহুয়াদিতি হৈক আহুঃ ।।৩।। সূক্তানুবাকাদ্যাভিরিতি বা ।।৪।। অধ্যায়ার্ষেয়াদ্যাভিরিতি মাণ্ডূকেয়ঃ ।।৫।। অথ হ স্মাহ কৌষীতকিঃ ।।৬।। 'অগ্নিমীলে পুরোহিতম্' ইতি একা ।।৭।। 'কুষুম্ভক তদব্রবীৎ' 'আবদঁস্ত্বং শকুনে ভদ্রমা বদ, গৃণানা জমদগ্নিনা, ধামন্তে বিশ্বং ভুবনমধি শ্রিতং, গন্তা নো যজ্ঞং যজ্ঞিয়াঃ সুশমি, যো নঃ স্বো অরণঃ, প্রতি চক্ষ্ব বি চক্ষ্ব, আগ্নে যাহি

মরুৎসখা, যত্তে রাজঞ্ ছূতং হবির্' ইতি।। দ্বৃচাঃ ।। ৮।। 'তচ্ছংযোরা বৃণীমহ' ইতি একা ।। ৯।। হুতশেষাদ্ধবিঃ প্রাশ্নন্তি 'দধিক্রাব্নো অকারিষম্' ইতি এতয়া ।। ১০।। আচম্যোপবিশ্য ।। ১১।। মহাব্যাহৃতীঃ সাবিত্রীং বেদাদিপ্রভৃতীনি স্বস্ত্যয়নানি চ জপিত্বা ।। ১২।। আচার্যং স্বস্তি বাচ্য ।। ১৩।। তদপি ভবতি ।। ১৪।। অযাতযামতাং পূজাং সারত্বং ছন্দসাং তথা। ইচ্ছন্ত ঋষয়োঽপশ্যন্নুপাকর্ম তপোবলাৎ ।। ১৫।। তস্মাৎ ষট্‌কর্ম নিত্যেনাত্মনো মন্ত্রসিদ্ধয়ে। উপাকর্তব্যমিত্যাহুঃ কর্মণাং সিদ্ধিমিচ্ছতা ।। ১৬।। উপাকর্মণি চোৎসর্গে ত্রিরাত্রং ক্ষপণং ভবেৎ। অষ্টকাসু ত্বহোরাত্রমৃত্বন্ত্যাসু চ রাত্রিষু ।। ১৭।।

ষষ্ঠখণ্ড (৪/৬) : মাঘশুক্লপ্রতিপদি ।। ১।। অপরাজিতায়াং দিশি ।। ২।। বহ্বৌষধিকে দেশে ।।৩।। 'উদু ত্যং জাতবেদসম্, চিত্রং দেবানাম্, নমো মিত্রস্য, সূর্যো নো দিবস্পাত্বি'তি সৌর্যাণি জপিত্বা ।। ৪।। 'শাস ইত্থা মহাঁ অসী'তি প্রদক্ষিণং প্রত্যৃচং প্রতিদিশং প্রত্যস্য লোষ্টান্ ।। ৫।। ঋষীংশ্ছন্দাংসি দেবতাঃ শ্রদ্ধামেধে চ তর্পয়িত্বা প্রতিপুরুষং চ পিতৄন্ ।। ৬।। ছন্দাংসি বিশ্রাময়ন্ত্যর্ধসপ্তমান্ মাসান্ ।। ৭।। অর্ধষষ্ঠান্ বা ।। ৮।। অধীয়ীরঁশ্চেদ্‌অহোরাত্রম্ উপরম্য প্রাধ্যয়নম্ ।। ৯।।

সপ্তম খণ্ড (৪/৭) : অথোপরমম্ ।। ১।। উৎপাতেষ্বাকালম্ ।। ২।। অন্যেষ্বদ্‌ভুতেষু চ ।।৩।। বিদ্যুৎস্তনয়িত্নুবর্ষাসু ত্রিসন্ধ্যম্ ।। ৪।। একাহং শ্রাদ্ধভোজনে ।। ৫।। দশাহমঘসূতকেষু চ ।। ৬।। চর্তুদশ্যমাবাস্যয়োরষ্টকাসু চ ।। ৭।। বাসরেষু নভ্যেষু চ ।। ৮।। আচার্যে চোপরতে দশাহম্ ।। ৯।। শ্রুত্বা ত্রিরাত্রম্ ।। ১০।। তৎপূর্বাণাং চ ।। ১১।। প্রতিগ্রহে শ্রাদ্ধবৎ ।। ১২।। সব্রহ্মচারিণি ।। ১৩।। প্রেতমনু গত্বা ।। ১৪।। পিতৃভ্যশ্চ নিধায় পিণ্ডান্ ।। ১৫।। নিশাম্ ।। ১৬।। সন্ধ্যাম্ ।। ১৭।। পর্বসু ।। ১৮।। অস্তমিতে ।। ১৯।। শূদ্রসন্নিকর্ষে ।। ২০।। সামশব্দে ।। ২১।। শ্মশানে ।। ২২।। গ্রামারণ্যে ।। ২৩।। অন্তঃশবে গ্রামে ।। ২৪।। অদর্শনীয়াত্ ।। ২৫।। অশ্রবণীয়াত্ ।। ২৬।। অনিষ্টঘ্রাণে ।। ২৭।। অতিবাতে ।। ২৮।। অভ্রে প্রাবর্ষিণি ।। ২৯।। রথ্যায়াম্ ।।৩০।। বীণাশব্দে চ ।।৩১।। রথস্থঃ ।।৩২।। শূদ্রবচ্ছুনি ।।৩৩।। বৃক্ষারোহণে ।।৩৪।। অবটারোহণে ।। ৩৫।। অপ্সু ।। ৩৬।। ক্রন্দতি ।। ৩৭।। আর্ত্যাম্ ।। ৩৮।। নগ্নে ।।৩৯।। উচ্ছিষ্টঃ ।। ৪০।। সংক্রমে ।। ৪১।। কেশশ্মশ্রূণি বাপন আ স্নানাৎ ।। ৪২।। উৎপাদনে ।। ৪৩।। স্নানে ।। ৪৪।। সংবেশনে ।। ৪৫।। অভ্যঞ্জনে ।। ৪৬।। প্রেতস্পর্শিনি সূতিকোদক্যয়োশ্চ শূদ্রবৎ ।। ৪৭।। অপিহিতপাণিঃ ।। ৪৮।। সেনায়াম্ ।। ৪৯।। অভুঞ্জানে ব্রাহ্মণে গোষু চ ।। ৫০।। অতিক্রান্তেষ্বধীয়ীরন্ ।। ৫১।। এতেষাং যদি কিঞ্চিদ্ অকামোৎত্পাতো ভবেৎত্ প্রান্ আনাযম্যাদিত্যম্ঈক্ষিত্বাধীয়ীত ।। ৫২।। বিদ্যুত্‌স্তনয়িত্নুবর্ষবর্জং কল্পে বর্ষবদ্‌অর্ধষষ্ঠেষু ।। ৫৩।। তদপ্যেতত্ ।। ৫৪।। অন্নমাপো মূলফলং যচ্চান্যচ্ছ্রাদ্ধিকং ভবেত্। প্রতিগৃহ্যাপ্যনধ্যায়ঃ পাণ্যাস্যো ব্রাহ্মণঃ স্মৃত ইতি ।। ৫৫।।

অষ্টম খণ্ড (৪/৮) : ন্যায়োপেতেভ্যশ্চ বর্তয়েত্ ।। ১।। প্রাঙ্ বোদঙ্ বাসীন আচার্যো দক্ষিণত উদঙ্‌মুখ ইতরঃ ।।২।। দ্বৌ বা ।।৩।। ভূয়াংসস্তু যথাবকাশম্ ।।৪।। নোচ্ছ্রিতাসনোপবিষ্টো গুরুসমীপে ।। ৫।। নৈকাসনস্থঃ ।। ৬।। ন প্রসারিতপাদঃ ।। ৭।। ন বাহুভ্যাং জানূপসংগৃহ্য ।। ৮।। নোপাশ্রিতশরীরঃ ।। ৯।। নোপস্থকৃতপাদঃ ।। ১০।। ন পাদং কুঠারিকাং কৃত্বা ।। ১১।। 'অধীহি ভোঽ' ইতি উক্ত্বাচার্য ওঙ্কারং প্রচোদয়েত্ ।। ১২।। ওঁ ইতীতরঃ প্রতিপদ্যতে ।। ১৩।। তৎ সন্ততমধীয়ীত ।। ১৪।। অধীত্যোপ-সংগৃহ্য ।।১৫।। 'বিরতাঃ স্ম ভোঽ' ইতি উক্ত্বা যথার্থম্ ।। ১৬।। 'বিসৃষ্টং বিরামস্তাবদ্' ইতি একে ।।১৭।। নাধীয়তামন্তরা গচ্ছেৎ ।। ১৮।। নাত্মানং বিপরিহরেদধীয়ানঃ ।।১৯।। যদি চেদ্ দোষঃ স্যাত্ ত্রিরাত্রম্‌উপোষ্যাহোরাত্রং বা সাবিত্রীম্‌অভ্যাবর্তয়েদ্ যাবচ্ছক্নুয়াদ্ ব্রাহ্মণেভ্যঃ কিঞ্চিদ্ দদ্যাদ্‌অহোরাত্রম্ উপরম্য প্রাধ্যয়নম্ ।। ২০।।

নবম খণ্ড (৪/৯) : স্নাতঃ ।। ১।। উপস্পর্শনকালেঽবগাহ্য দেবতাস্তর্পয়তি ।। ২।। 'অগ্নিস্তৃপ্যতু, বায়ুস্তৃপ্যতু, সূর্যস্তৃপ্যতু, বিষ্ণুস্তৃপ্যতু, প্রজাপতিস্তৃপ্যতু, বিরূপাক্ষস্তৃপ্যতু, সহস্রাক্ষস্তৃপ্যতু, সোমঃ, ব্রহ্মা, বেদাঃ, দেবাঃ, ঋষয়ঃ,সর্বাণি চ ছন্দাংসি, ওঁকারঃ, বষট্‌কারঃ, মহাব্যাহৃতয়ঃ, সাবিত্রী, যজ্ঞাঃ, দ্যাবাপৃথিবী, নক্ষত্রাণি, অন্তরিক্ষম্, অহোরাত্রাণি, সংখ্যাঃ, সন্ধ্যাঃ, সমুদ্রাঃ, নদ্যঃ, গিরয়ঃ, ক্ষেত্রৌষধিবনস্‌পতিগন্ধর্বাপ্সরসঃ, নাগাঃ, বয়াংসি, সিদ্ধাঃ, সাধ্যাঃ, বিপ্রাঃ, যক্ষাঃ, রক্ষাংসি, ভূতান্যেবমন্তানি তৃপ্যন্তু, শ্রুতিং তর্পয়ামি, স্মৃতিং তর্পয়ামি, ধৃতিং তর্পয়ামি, রতিং তর্পয়্যামি, গতিং তর্পয়ামি, মতিং তর্পয়ামি, শ্রদ্ধামেধে, ধারণাং চ, গোব্রাহ্মণম্, স্থাবরজঙ্গমানি, সর্বভূতানি তৃপ্যন্ত্বি'তি যজ্ঞোপবীতী ।।৩।।

দশম খণ্ড (৪/১০) : অথ প্রাচীনাবীতী ।। ১।। পিত্র্যাং দিশমীক্ষমাণঃ ।। ২।। শতর্চিনঃ, মাধ্যমাঃ, গৃৎসমদঃ, বিশ্বামিত্রঃ, জমদগ্নিঃ, বামদেবঃ, অত্রিঃ, ভরদ্বাজঃ, বসিষ্ঠঃ, প্রগাথাঃ, পাবমানাঃ, ক্ষুদ্রসূক্তমহাসূক্তাঃ সুমন্তুঃ, জৈমিনি-বৈশম্পায়ন-পৈল-সূত্র-ভাষ্য-গার্গ্য-বিভ্রু-বাভ্রব্য-মণ্ডু-মাণ্ডব্যাঃ, গার্গী বাচক্নবী, বড়বা প্রাতিথেয়ী, সুলভা মৈত্রেয়ী, কহোলং কৌষীতকিং, মহাকৌষীতকিং, সুযজ্ঞং শাঙ্খায়নম্, আশ্বলায়নম্, ঐতরেয়ম্, মহৈতরেয়ম্, ভারদ্বাজম্, জাতূকর্ণ্যম্, পৈঙ্গ্যম্, মহাপৈঙ্গ্যম্, বাষ্কলম্, গার্গ্যম্, শাকল্যম্, মাণ্ডূকেয়ম্, মহাদমত্রম্, ঔদবাহিম্, মহৌদবাহিম্, সৌযামিম্, শৌনকিম্, শাকপূণিম্, গৌতমিম্, যে চান্যে আচার্যাস্তে সর্বে তৃপ্যন্ত্বিতি ।।৩।। প্রতিপুরুষং পিতরঃ ।। ৪।। পিতৃবংশস্তৃপ্যতু ।। ৫।। মাতৃবংশস্তৃপ্যতু ।। ৬।।

একাদশ খণ্ড (৪/১১) : ন নগ্নাং স্ত্রিয়ম্ ঈক্ষেতান্যত্র মৈথুনাদ্ ।। ১।। নাদিত্যং সন্ধিবেলয়োঃ ।। ২।। অনাপ্তম্ ।।৩।। অকার্যকারিণম্ ।। ৪।। প্রেতস্পর্শিনম্ ।। ৫।। সূতিকোদক্যাভ্যাং ন সংবদেৎ ।। ৬।। এতৈশ্চ ।। ৭।। উদ্ধৃততেজাংসি ন ভুঞ্জীত ।। ৮।।

ন যাতযামৈঃ কার্যং কুর্যাত্ ।।৯।। ন সহ ভুঞ্জীত ।।১০।। ন শেষম্ ।।১১।। পিতৃদেবতাতিথিভৃত্যানাং শেষং ভুঞ্জীত ।।১২।।উঞ্ছশীলম্ অযাচিত-প্রতিগ্রহঃ সাধুভ্যো যাচিতো বা যাজনং বৃত্তিঃ ।।১৩।। পূর্বং পূর্বং গরীয়ঃ ।।১৪।। অসংসিধ্যমানায়াং বৈশ্যবৃত্তির্বা ।।১৫।। অপ্রমত্তঃ পিতৃদৈবতকার্যেষু ।।১৬।। ঋতৌ স্বদারগামী ।।১৭।। ন দিবা শয়ীত ।।১৮।। ন পূর্বাপররাত্রৌ ।।১৯।। ন ভূমাবনন্তর্হিতায়াম্ আসীত ।।২০।। নিত্যোদকী ।।২১।। যজ্ঞোপবীতী ।।২২।। ন বিরহয়েদ্ আচার্যম্ ।।২৩।। অন্যত্র নিয়োগাত্ ।।২৪।। অনুজ্ঞাতো বা ।।২৫।।

দ্বাদশ খণ্ড (৪/১২) : অহরহরাচার্যায়াভিবাদয়েত ।।১।। গুরুভ্যশ্চ ।।২।। সমেত্য শ্রোত্রিয়স্য ।।৩।। প্রোষ্য প্রত্যেত্যাশ্রোত্রিয়স্য ।।৪।। 'অসাবহং ভোঃ' ইত্যাত্মনো নামাদিশ্য ব্যত্যস্য পাণী ।।৫।। 'অসৌ' ইত্যস্য পাণী সংগৃহ্যাশিষমাশাস্তে ।।৬।। নাবৃতো যজ্ঞং গচ্ছেত্ ।।৭।। অধর্মাচ্চ জুগুপ্সেত ।।৮।। ন জনসমবায়ং গচ্ছেৎ ।।৯।। নোপর্যুদ্দিশেত্ সমেত্য ।।১০।। অনাক্রোশকোঽপিশুনঃ কুলং কুলো নেতিহেতিঃ স্যাৎত্ ।।১১।। নৈকশ্চরেত্ ।।১২।। ন নগ্নঃ ।।১৩।। নাপিহিতপাণিঃ ।।১৪।। দেবায়তনানি প্রদক্ষিণম্ ।।১৫।। ন ধাবেত্ ।।১৬।। ন নিষ্ঠীবেত্ ।।১৭।। ন কণ্ডূয়েত্ ।।১৮।। মূত্রপুরীষে নাবেক্ষেত ।।১৯।। অবগুণ্ঠ্যাসীত ।।২০।। নান্তর্হিতায়াম্ ।।২১।। যদ্যেকবস্ত্রো যজ্ঞোপবীতং কর্ণে ধৃত্বা ।।২২।। নাদিত্যম্ অভিমুখঃ ।।২৩।। ন জঘনেন ।।২৪।। অহর্ উদঙ্মুখো নক্তং দক্ষিণামুখঃ ।।২৫।। ন চাপ্সু শ্লেষ্ম ন চ সমীপে ।।২৬।। ন বৃক্ষম্ আরোহেত্ ।।২৭।। ন কূপম্অবেক্ষেত ।।২৮।। ন ধুবনং গচ্ছেত্ ।।২৯।। ন ত্বেব তু শ্মশানম্ ।।৩০।। সবস্ত্রোঽহরহরাপ্লবেত্ ।।৩১।। আপ্লুত্যাব্যুদকোঽন্যদ্-বস্ত্রম্ আচ্ছাদয়েত্ ।।৩২।।

ত্রয়োদশ খণ্ড (৪/১৩) : রোহিণ্যাং কৃষিকর্মাণি কারয়েত্ ।।১।। পুরস্তাত্ কর্মণাং প্রাচ্যাং ক্ষেত্রমর্যাদায়াং দ্যাবাপৃথিবীবলিং হরেত্ ।।২।। দ্যাবাপৃথিবীয়য়র্চা 'নমো দ্যাবাপৃথিব্যাম্' ইতি চোপস্থানম্ ।।৩।। প্রথমপ্রয়োগে সীরস্য ব্রাহ্মণঃ সীরং স্পৃশেত্ 'শুনং নঃ ফালা' ইতি এতাম্অনুব্রুবন্ ।।৪।। 'ক্ষেত্রস্য পতিনে'তি প্রদক্ষিণং প্রত্যচং প্রতিদিশম্ উপস্থানম্ ।।৫।।

চতুর্দশ খণ্ড (৪/১৪) : উদকং তরিষ্যন্ স্বস্ত্যয়নং করোতি ।।১।। উদকাঞ্জলীং স্ত্রীন্অপ্সু জুহোতি 'সমুদ্রায় বৈষ্ণবে নমঃ, বরুণায় ধর্মপতয়ে নমঃ, নমঃ সর্বাভ্যো নদীভ্যঃ ।।২।। সর্বাসাং পিত্রে বিশ্বকর্মণে দত্তং হবির্জুষতাম্' ইতি জপিত্বা ।।৩।। প্রতীপং স্রবন্তীভ্য উন্নীয়ং স্থাবরাভ্যঃ ।।৪।। তরঁশ্চেদ্ ভয়ং শঙ্কেদ্ বাশিষ্ঠং সূক্তং জপেত্ 'সমুদ্রজ্যেষ্ঠা' ইতি এতত্ প্লবম্ ।।৫।।

পঞ্চদশ খণ্ড (৪/১৫) : শ্রবণং শ্রবিষ্ঠীয়ায়াং পৌর্ণমাস্যাম্ অক্ষতসক্তূনাং স্থালীপাকস্য বা জুহোতি ।।১।। 'বিষ্ণবে স্বাহা, শ্রবণায় স্বাহা, শ্রাবণ্যৈ পৌর্ণমাস্যৈ স্বাহা, বর্ষাভ্যঃ

স্বাহে'তি ।।২।। গৃহ্যম্অগ্নিং বাহ্যত উপসমাধায় লাজান্অক্ষতসক্তূংশ্চ সর্পিষা সন্নিনীয় জুহোতি ।।৩।। 'দিব্যানাং সর্পাণামধিপতয়ে স্বাহা, দিব্যেভ্যঃ সর্পেভ্যঃ স্বাহে'তি ।।৪।। উত্তরেণাগ্নিং প্রাগগ্রেষু নবেষু কুশেষূদকুম্ভং নবং প্রতিষ্ঠাপ্য ।।৫।। 'দিব্যানাং সর্পাণামধিপতিরব নেনিক্তাং দিব্যাঃ সর্পা অব নেনিজতাম্' ইতি অপো নিনয়তি ।।৬।। 'দিব্যানাং সর্পাণামধিপতিঃ প্র লিখতাম্। দিব্যাঃ সর্পাঃ প্র লিখন্তাম্' ইতি ফণেন চেষ্টয়তি ।।৭।। 'দিব্যানাং সর্পাণামধিপতিঃ প্র লিম্পতাম্, দিব্যাঃ সর্পাঃ প্র লিম্পন্তাম্' ইতি বর্ণকস্য মাত্রা নিনয়তি ।।৮।। 'দিব্যানাং সর্পাণামধিপতিরা বধ্নীতাম্, দিব্যাঃ সর্পা আ বধ্নন্তাম্' ইতি সুমনস উপহরতি ।।৯।। 'দিব্যানাং সর্পাণামধিপতিরাচ্ছাদয়তাম্, দিব্যাঃ সর্পা আচ্ছাদয়ন্তাম্' ইতি সূত্রতন্তুম্উপহরতি ।।১০।। 'দিব্যানাং সর্পাণামধিপতিরাঙ্ক্তাম্, দিব্যাঃ সর্পা আঞ্জতাম্' ইতি কুশতরুণেনোপঘাতমাঞ্জনস্য করোতি ।।১১।। 'দিব্যানাং সর্পাণামধিপতিরীক্ষতাম্, দিব্যাঃ সর্পা ঈক্ষন্তাম্' ইতি আদর্শেনেক্ষয়তি ।।১২।। 'দিব্যানাং সর্পাণামধিপত এষ তে বলিঃ, দিব্যাঃ সর্পাঃ এষ বো বলির্' ইতি বলিম্উপহরতি ।।১৩।। এবম্ আন্তরিক্ষাণাম্ ।।১৪।। দিশ্যানাম্ ।।১৫।। পার্থিবানাম্' ইতি ।।১৬।। ত্রিস্ত্রির্উচ্চৈস্তরাম্উচ্চৈস্তরাং পূর্বম্ ।।১৭।। নীচৈস্তরাং নীচৈস্তরাম্উত্তরম্ ।।১৮।। এবম্অহরহর্ক্ষত-সক্তূনাং দর্বেণোপঘাতমা প্রত্যবরোহণাদ্ রাত্রৌ বাগ্যতঃ সোদকং বলিং হরেৎ ।।১৯।। বাগ্যতা চৈনমুপসাদয়েৎ ।।২০।। য উপক্রমঃ স উৎসর্গঃ ।।২১।। 'সুত্রামাণম্' ইতি শয্যাম্আরোহেত্ ।।২২।।

ষোড়শ খণ্ড (৪/১৬) : আশ্বযুজ্যাং পৌর্ণমাস্যামৈন্দ্রঃ পায়সঃ ।।১।। 'অশ্বিভ্যাং স্বাহা, অশ্বযুগ্ভ্যাং স্বাহা, আশ্বযুজ্যৈ পৌর্ণমাস্যৈ স্বাহা, শরদে স্বাহা, পশুপতয়ে স্বাহা, পিঙ্গলায় স্বাহে'তি আজ্যস্য হুত্বা ।।২।। অথ পৃযাতকস্য 'আ গাবো অগ্মন্' ইতি এতেন সূক্তেন প্রত্যৃচং জুহুয়াত্ ।।৩।। মাতৃভির্বত্সাং সংসৃজন্তি তাং রাত্রীম্ ।।৪।। অথ ব্রাহ্মণভোজনম্ ।।৫।।

সপ্তদশ খণ্ড (৪/১৭) : আগ্রহায়ণ্যাং প্রত্যবরোহেত্ ।।১।। রোহিণ্যাং প্রোষ্ঠপদাসু বা ।।২।। প্রাতঃ শমীপলাশমধূকেষীকাপামার্গাণাং শিরীষোদুম্বরকুশতরুণবদরীণাং চ পূর্ণমুষ্টিমাদায় সীতালোষ্টং চ ।।৩।। উদপাত্রেঽবধায় ।।৪।। মহাব্যাহৃতীঃ সাবিত্রীং চোদ্রুত্য ''অপ নঃ শোশুচ ঘম্' ইতি এতেন সূক্তেন তস্মিন্ নিমজ্য নিমজ্য প্রদক্ষিণং শরণ্যেভ্যঃ পাপ্মানম্অপহত্য উত্তরতো নিনয়েত্ ।।৫।। মধুপর্কো দক্ষিণা ।।৬।।

অষ্টাদশ খণ্ড (৪/১৮) : গ্রীষ্মো হেমন্ত উত বা বসন্তঃ শরদ্ বর্ষাঃ সুকৃতং নো অস্তু তেষামৃতূনাং শতশারদানাং নিবাত এষামভয়ে স্যাম স্বাহা।। অপ শ্বেত পদা জহি পূর্বেণ চাপরেণ চ। সপ্ত চ বারুণীরিমাঃ সর্বাশ্চ রাজবান্ধবৈঃ স্বাহা'।। 'শ্বেতায় বৈদার্বায় স্বাহা, বিদর্বায় স্বাহা, তক্ষকায় বৈশালেয়ায় স্বাহা, বিশালায় স্বাহে'তি আজ্যস্য হুত্বা ।।১।। 'সুহেমন্তঃ সুবসন্তঃ সুগ্রীষ্মঃ প্রতি ধীয়তাম্, সুবর্ষাঃ সন্তু নো বর্ষাঃ, শরদঃ শন্তুবন্তু ন'

ইতি।।২।। 'শং নো মিত্র' ইতি পলাশশাখয়া বিমৃজ্য ।।৩।। 'সমুদ্রাদূর্মির' ইতি অভ্যুক্ষ্য ।।৪।। 'স্যোনা পৃথিবি ভবে'তি স্রস্তরম্আস্তীর্য ।।৫।। জ্যেষ্ঠদক্ষিণাঃ পার্শ্বৈঃ সংবিশন্তি ।।৬।। 'প্রতি ব্রহ্মান্ প্রতি তিষ্ঠামি ক্ষত্র' ইতি দক্ষিণৈঃ ।।৭।। ''প্রত্যশ্বেষু প্রতি তিষ্ঠামি গোষ্বি'তি সব্যৈঃ ।।৮।। 'প্রতি পশুষু প্রতি তিষ্ঠামি পুষ্টাব্' ইতি দক্ষিণৈঃ ।।৯।। 'প্রতি প্রজায়াং প্রতি তিষ্ঠাম্যন্ন' ইতি সব্যৈঃ ।।১০।। 'উদীর্ধ্বং জীব' ইতি উত্থানম্ ।।১১।। স্রস্তরে তাং রাত্রীং শেরতে ।।১২।। যথাসুখম্অত উর্ধ্বম্ ।।১৩।।

উনবিংশ খণ্ড (৪/১৯) : চৈত্র্যাং পৌর্ণমাস্যাম্ ।।১।। কর্কন্ধুপর্ণানি মিথুনানাং চ যথোপপাদং পিষ্টস্য কৃত্বা ।।২।। ঐন্দ্রাগ্নস্তণ্ডিলঃ ।।৩।। রৌদ্রা গোলকাঃ ।।৪।। লোকতো নক্ষত্রাণ্যন্বাকৃতয়শ্চ লোকতো নক্ষত্রাণ্যন্বাকৃতয়শ্চ ।।৫।।

পঞ্চম অধ্যায়

প্রথম খণ্ড (৫/১) : অথ প্রবত্স্যন্নাত্মন্নরণ্যোঃ সমিধি বাগ্নিং সমারোহয়তি ।। ১।। 'এহি মে প্রাণানা রোহে'তি সকৃৎ সকৃন্ মন্ত্রেণ দ্বির্ দ্বিস্তূষ্ণীম্ ।। ২।। 'অয়ং তে যোনির্' ইতি বারণী প্রতিতপতি ।।৩।। সমিধং বা ।।৪।। অনস্তমিতে চ মন্থনম্ ।।৫।। বৈশ্বদেবকালে চ ।।৬।। উপলিপ্ত উদ্ধতাবোক্ষিতে লৌকিকমগ্নিমাহৃত্য 'উপাবরো-হে'তি উপাবরোহণম্ ।। ৭।। অনুগতেঽগ্নৌ সর্বপ্রায়শ্চিত্তাহুতী হুত্বা 'পাহি নো অগ্ন এধসে স্বাহা, পাহি নো বিশ্ববেদসে স্বাহা, যজ্ঞং পাহি বিভাবসো স্বাহা, সর্বং পাহি শতক্রতো স্বাহে'তি ।।৮।। ব্রতহানা উপোষ্যাজ্যস্য হুত্বা 'ত্বমগ্নে ব্রতপা' ইতি ।। ৯।।

দ্বিতীয় খণ্ড (৫/২) : অথ পুষ্করিণীকূপতডাগানাম্ ।। ১।। শুদ্ধপক্ষে পুণ্যে বা তিথৌ ।। ২।। পয়সা যবময়ং চরুং শ্রপয়িত্বা ।।৩।। 'ত্বং নো অগ্ন' ইতি দ্বাভ্যাম্, 'অব তে হেডঃ, ইমং মে বরুণ, উদুত্তমং বরুণ, ইমাং ধিয়ং শিক্ষমাণস্য' ।। ৪।। গৃহ্যোঽপগৃহ্যো ময়োভূঃ, আখরো নিখরো নিঃসরো নিকামঃ সপত্নদূষণ' ইতি বারুণ্যা দিক্প্রভৃতি প্রদক্ষিণং জুহুয়াৎ ।। ৫।। মধ্যে পয়সা জুহোতি 'বিশ্বতশ্চক্ষুঃ, ইদং বিষ্ণুর্' ইতি ।। ৬।। 'যৎ কিঞ্চেদম্' ইতি মজ্জয়িত্বা ।। ৭।। ধেনুর্দক্ষিণা বস্ত্রযুগ্মঞ্চ ।। ৮।। অতো ব্রাহ্মণভোজনম্ ।। ৯।।

তৃতীয় খণ্ড (৫/৩) : অথারামেঽগ্নিম্ উপসমাধায় ।। ১।। স্থালীপাকং শ্রপয়িত্বা ।। ২।। 'বিষ্ণবে স্বাহা, ইন্দ্রাগ্নিভ্যাং স্বাহা, বিশ্বকর্মণে স্বাহে'তি, 'যান্ বো নর'ইতি প্রত্যৃচং জুহুয়াৎ ।।৩।। ''বনস্পতে শতবল্শ' ইতি অভিমন্ত্র্য ।। ৪।। হিরণ্যং দক্ষিণা ।। ৫।।

চতুর্থ খণ্ড (৫/৪) : যদি পার্বণস্থকৃতোঽন্যতরস্ততশ্চরুঃ ।। ১।। 'অগ্নয়ে বৈশ্বানরায় স্বাহা, অগ্নয়ে তন্তুমতে স্বাহে'তি ।। ২।। হোমাতিক্রমে ।। ৩।। সায়ং 'দোষাবস্তর্নমঃ স্বাহা' ।। ৪।। প্রাতঃ 'প্রাতর্বস্তর্নমঃ স্বাহে'তি ।। ৫।। যাবন্তো হোমাস্তাবতীর্হুত্বা পূর্ববদ্ধোমঃ ।। ৬।।

পঞ্চম খণ্ড (৫/৫) : কপোতোলূকাভ্যাম্ উপবেশনে ।। ১।। 'দেবাঃ কপোত' ইতি প্রত্যৃচং জুহুয়াত্ ।। ২।। দুঃস্বপ্নদর্শনে চারিষ্টদর্শনে চ ।। ৩।। নিশায়াং কাকশব্দক্রান্তে চ ।। ৪।। অন্যেষু চাদ্ভুতেষু চ ।। ৫।। পয়সা চরুং শ্রপয়িত্বা ।। ৬।। সরূপবৎসায়া গোঃ পয়সি ।। ৭।। ন ত্বেব তু কৃষ্ণায়াঃ ।। ৮।। রাত্রীসূক্তেন প্রত্যৃচং জুহুয়াত্ ।। ৯।। হুতশেষং মহাব্যাহৃতিভিঃ প্রাশ্য ।। ১০।। 'ভদ্রং কর্ণেভির্' ইতি কর্ণৌ ।। ১১।। 'শতমিন্নু শরদো অন্তি দেবা' ইতি আত্মানমভিমন্ত্র্য ।। ১২।। ব্রাহ্মণেভ্যঃ কিঞ্চিদ্ দদ্যাত্ ।। ১৩।।

ষষ্ঠ খণ্ড (৫/৬) : ব্যাধৌ সমুত্থিতে ।। ১।। 'ইমা রুদ্রায় তবসে কপর্দিন' ইতি প্রত্যৃচং গাবেধুকং চরুং জুহুয়াত্ ।। ২।।

সপ্তম খণ্ড (৫/৭) : অকৃতসীমন্তোন্নয়নে চেত্ প্রজায়েত ।। ১।। অকৃতজাতকর্মাসীত ।। ২।। ততোঽতীতে দশাহ উত্সঙ্গে মাতুঃ কুমারকং স্থাপয়িত্বা ।। ৩।। মহাব্যাহৃতিভির্হুত্বা পূর্ববদ্ধোমঃ ।। ৪।।

অষ্টম খণ্ড (৫/৮) : স্থূণাবিরোহণে ।। ১।। স্থালীপাকং শ্রপয়িত্বা 'অয়া বিষ্ঠা জনয়ন্ কর্বরাণি, পিশঙ্গরূপঃ সুভরো বয়োধা' ইতি দ্বাভ্যাং চরুং জুহুয়াত্ ।। ২।। যদি প্রণীতাচরুরাজ্যস্থাল্যন্যদপি মৃন্ময়ং ভিন্নং স্রবেত্ ।। ৩।। সর্বপ্রায়শ্চিত্তাহুতীর্হুত্বা 'য ঋতে চিদ্' ইতি তৃচেন ভিন্নমনুম্অন্ত্রয়তে ।। ৪।। যদি অসমাপ্তে হোমে পবিত্রে নশ্যেতে ।। ৫।। সর্বপ্রায়শ্চিত্তং হুত্বা 'অপ্স্বগ্ন' ইতি পুনরুত্পাদয়েত্ ।। ৬।।

নবম খণ্ড (৫/৯) : অথ সপিণ্ডীকরণম্ ।। ১।। চত্বার্যুদপাত্রাণি পূরয়িত্বা পিতুঃ প্রভৃতি ।। ২।। তদ্বৎ পিণ্ডান্ কল্পয়িত্বা ।। ৩।। 'যে সমানাঃ সমনসঃ পিতরো যমরাজ্যে। তেষাং লোকঃ স্বধা নমো যজ্ঞো দেবেষু কল্পতাম্।। যে সমানাঃ সমনসো জীবা জীবেষু মামকাঃ।। তেষাং শ্রীর্ময়ি কল্পতামস্মিংল্লোকে শতং সমাঃ।।' 'সমানো মন্ত্র' ইতি দ্বাভ্যাম্আদ্যং পিণ্ডং ত্রিষু বিভজেত্ ।। ৪।। তথৈবার্ঘপাত্রাণি ।। ৫।। এবং মাতুর্ভ্রাতুর্ভার্যায়াঃ পূর্বমারিণ্যা এভিঃ পিণ্ডৈঃ প্রক্ষিপ্য ।। ৬।।

দশম খণ্ড (৫/১০) : যদি গৃহে মধূকা মধু কুর্বন্তি ।। ১।। উপোষ্যৌদুম্বরীঃ সমিধোঽষ্টশতং দধিমধুঘৃতাক্তা 'মা নস্তোক' ইতি দ্বাভ্যাং জুহুয়াত্ ।। ২।। 'শন্নং ইন্দ্রাগ্নী' ইতি চ সূক্তং জপেত্ সর্বেষু চ কর্মসু প্রতিশ্রুতাদিষু ।। ৩।। প্রাদেশমাত্রীঃ পালাশীঃ সমিধঃ সপ্তদশ হুত্বা পশচাত্ স্রুবগ্রহণম্ ।। ৪।। দর্শপূর্ণমাসয়োঃ পঞ্চদশ ।। ৫।। মধ্যাবর্ষেঽষ্টকে তিস্রো বা ভবন্তি, পিতৃযজ্ঞবদ্ধোমঃ ।। ৬।।

একাদশ খণ্ড (৫/১১) : যদি গৃহে বল্মীকসম্ভূতির্গৃহোত্সর্গঃ ।। ১।। অথ ত্রিরাত্রম্উপোষ্য মহাশান্তিং কুর্যাত্, মহাশান্তিং কুর্যাত্ ।। ২।।

ষষ্ঠ অধ্যায়

প্রথম খণ্ড (৬/১) : অথাতো ব্রহ্মাণং ব্রহ্মঋষিং ব্রহ্মযোনিমিন্দ্রং প্রজাপতিং বশিষ্ঠং বামদেবং কহোলং কৌষীতকিং মহাকৌষীতকিং, সুযজ্ঞং শাঙ্খায়নম্, আশ্বালয়নমৈতরেয়ং মহৈতরেয়ং কাত্যায়নং শাট্যায়নং শাকল্যং বভ্রুং বাভ্রব্যং মণ্ডুং মাণ্ডব্যং সর্বানেব পূর্বাচার্যান্ নমস্য স্বাধ্যায়ারণ্যকস্য নিয়মান্ উদাহরিষ্যামঃ ।।১।। অহোরাত্রং ব্রহ্মচর্যমুপেত্যাচার্যোঽমাংসাশী ।।২।। আমপিশিতং চণ্ডালং সূতিকাং রজস্বলাং তেদন্যপহস্তকদর্শনান্যনধ্যায়কানি ।।৩।। শবরূপাণাং চ ।।৪।। যান্যাস্যে ন প্রবিশেযুঃ ।।৫।। বাস্তকৃতশ্মশ্রুকর্ম ।।৬।। মাংসাশনশ্রাদ্ধসূতকভোজনেষু ।।৭।। গ্রামাধ্যয়নানন্তর্হিতান্যহানি ।।৮।। ত্রিরাত্রোঽনবক্লৃপ্তঃ ।।৯।। পরাভিমৃষ্টঃ ।।১০।। উপপর্বণামহ্ন উত্তরার্ধানি চ ।।১১।। অগ্নিবিদ্যুত্স্তনয়িত্নুবর্ষামহাভ্রপ্রাদুর্ভাবাচ্চ ।।১২।। বাতে চ শর্করাকর্ষিণি যাবৎকালম্ ।।১৩।।

দ্বিতীয় খণ্ড (৬/২) : ঊর্ধ্বমাষাঢ্যাশ্চতুরো মাসান্ নাধীয়ীত ।।১।। অত্যন্তং শক্বর্য ইতি নিয়মাঃ ।।২।। প্রাগ্জ্যোতিষম্ অপরাজিতায়াং দিশি পুণ্যম্ উপগম্য দেশম্ ।।৩।। অনুদিত উদকগ্রহণম্ ।।৪।। মণ্ডলপ্রবেশশ্চ 'আঞ্জনগন্ধিম্' ইতি এতয়র্চা ।।৫।। মণ্ডলং তু প্রাগ্দ্বারম্উদগ্দ্বারং জনাগ্রীয়মসম্প্রমাণমসংবাধম্ ।।৬।। আবামদেব্যম্উত্তরশান্তিঃ ।।৭।। পুনঃ প্রাধ্যেযণং চ ।।৮।। বহির্মণ্ডলস্থাভিরাচম্য ।।৯।। প্রাধীয়ীরন্ কৃতশান্তয়ঃ ।।১০।। শান্তিপাত্রোপঘাতে প্রোক্ষণং প্রায়শ্চিত্তিঃ ।।১১।। প্রোক্ষণং তু হিরণ্যবতা পাণিনা দর্ভপিঞ্জূলবতা বা ।।১২।। ইতি ভাষিকম্ ।।১৩।।

তৃতীয় খণ্ড (৬/৩) : অথ প্রবিশ্য মণ্ডলম্ ।।১।। প্রাঙ্মুখ আচার্য উপবিশত্যুদঙ্মুখা দক্ষিণত ইতরে যথাপ্রধানম্ ।।২।। অসম্ভবে সর্বতোমুখাঃ ।।৩।। প্রতীক্ষেরন্নুদয়মাদিত্যস্য ।।৪।। বিজ্ঞায় চৈনং দীধিতিমন্তম্ ।।৫।। 'অধীহি ভোঃ' ইতি দক্ষিণৈর্দক্ষিণং সব্যৈঃ সব্যং দক্ষিণোত্তরৈঃ পাণিভিরুপসংগৃহ্য পাদাবাচার্যস্য নির্ণিক্তৌ ।।৬।। অথাধায় শান্তিপাত্রে দূর্বাকাণ্ডবতীষ্বপ্স্বপিন্বমানৈঃ পাণিভিঃ প্রাধীয়ীরন্ ।।৭।। এষ বিধির্যদি তু গ্লায়েরন্নেক এযামশূন্যং শান্তিভাজনং কুর্যাৎ ।।৮।। অধ্যায়াদ্যন্তয়োশ্চ সর্বে ।।৯।। তত্ সন্ততমব্যবচ্ছিন্নং ভবতি ।।১০।। অথ শান্তিঃ ।।১১।। ওঁকারো মহাব্যাহৃতয়ঃ সাবিত্রী রথন্তরং বৃহদ্ বামদেব্যং, পুনরাদায়ং ককুপ্কারমিতি বৃহদ্রথন্তরে ।।১২।। দশৈতাঃ সম্পাদিতা ভবন্তি ।।১৩।। 'দশদশিনী বিরাড়্' ইতি এতদ্ ব্রাহ্মণম্ ।।১৪।।

চতুর্থ খণ্ড (৬/৪) : 'অদব্ধং মন ইষিরং চক্ষুঃ সূর্যো জ্যোতিষাং শ্রেষ্ঠো দীক্ষে মা মা হিংসীর্' ইতি সবিতারম্ ঈক্ষন্তে ।।১।। 'যুবং সুরামম্' ইতি একা 'স্বস্তি নঃ পথ্যাস্বি'তি চ তিস্র ইতি মহাব্রতস্য ।।২।। শক্করীণাং তু পূর্বম্ ।।৩।। 'প্রত্যস্মৈ পিপীষতে, যো

রয়িবো রয়িন্তমঃ, ত্যমু বো অপ্রহণম্' ইতি ত্রয়স্তৃচাঃ 'অস্মা অস্মা ইদন্ধস' ইতি, 'এবা হ্যসি বীরযুর্' ইতি অভিতঃ শক্বরীণাম্ ।। ৪।। অথোপনিষদাম্ ।। ৫।। যৈবং মহাব্রতস্য ।। ৬।। সংহিতানাং তু পূর্বম্ 'ঋতং বদিষ্যামি সত্যং বদিষ্যামী'তি বিশেষঃ ।। ৭।। অথ মন্ত্রস্য 'তৎসবিতুর্বৃণীমহে, তৎ সবিতুবরেণ্যম্' ইতি পূর্বে চ ।। ৮।। 'অদব্ধং মন' ইতি আধিকারিকাঃ শান্তয়স্ততঃ ।। ৯।। ইত্যাহ্নিকম্ ।। ১০।। অথোত্থানকালেঽপকৃষ্য পাপম্ ।। ১১।। নিত্যাং শান্তিং কৃত্বা ।। ১২।। 'উদিতঃ শুক্রিয়ং দধ' ইতি আদিত্যম্ ঈক্ষন্তে ।। ১৩।।

পঞ্চম খণ্ড (৬/৫) : 'তমহমাত্মনী'-ত্যাত্মানমভিনিহিতং ত্রির্হিতম্ ।। ১।। 'উপ মা শ্রীর্জুষতামুপ যশোঽনু মা শ্রীর্জুষতামনু যশঃ ।। ২।। সেন্দ্রঃ সগণঃ সবলঃ সযশাঃ সবীর্য উত্তিষ্ঠানীত্যুত্তিষ্ঠতি ।। ৩।। 'শ্রীর্মা উত্তিষ্ঠতু যশো মা উত্তিষ্ঠত্বি'তি উত্থায় ।। ৪।। 'ইদমহং দ্বিষন্তং ভ্রাতৃব্যং পাপ্মানমলক্ষ্মীং চাপ ধুনোমী'তি বস্ত্রান্তমবধূয় ।। ৫।। 'অপ প্রাচ' ইতি সূক্তম্ 'ইন্দ্রশ্চ মৃডয়াতি ন' ইতি দ্বে 'যত ইন্দ্র ভয়ামহ' ইতি একা 'শাস ইত্থা মহাঁ অসী'তি প্রাচীম্ 'স্বস্তিদা' ইতি দক্ষিণাং দক্ষিণাবৃতোঃ 'বি রক্ষ' ইতি প্রতীচীম্ 'বি ন ইন্দ্রে'তি উদীচীং সব্যাবৃতঃ 'অপেন্দ্রে'তি দক্ষিণাবৃতো দিবমুদীক্ষন্তে ।। ৬।।

ষষ্ঠ খণ্ড (৬/৬) : 'সবিতা পশ্চাত্তাত্, তচ্চক্ষুর্' ইতি আদিত্যম্ উপস্থায় ।। ১।। ব্যাবর্তমানশ্চ প্রত্যায়ন্ত্যপবিশন্তি ।। ২।। 'যথাপঃ শান্তা' ইতি শান্তিপাত্রাদপ আদায় ।। ৩।। পৃথিব্যাম্অবনিনীয় ।। ৪।। 'যথা পৃথিবী'তি অস্যাভিকর্ষন্তি ।। ৫।। 'এবং ময়ি শাম্যত্বি'তি দক্ষিণেঽংশে নিলিম্পতি ।। ৬।। এবং দ্বিতীয়ম্ ।। ৭।। এবং তৃতীয়ম্ ।। ৮।। 'কাণ্ডাৎ-কাণ্ডাৎ সম্ভবসি' 'কাণ্ডাৎ-কাণ্ডাৎ প্র রোহসি' 'শিবা নঃ শালে ভবে'তি দূর্বাকাণ্ডমাদায় মূর্ধনি কৃত্বা ।। ৯।। 'অগ্নিস্তৃপ্যতু'। 'বায়ুস্তৃপ্যতু'।। 'সূর্যস্তৃপ্যতু'। 'বিষ্ণুস্তৃপ্যতু'। 'প্রজাপতিস্তৃপ্যতু'। 'বিরূপাক্ষস্তৃপ্যতু'। 'সহস্রাক্ষস্তৃপ্যতু।' 'সর্বভূতানি তৃপ্যন্ত্বি'-তি ।। ১০।। সুমন্তু-জৈমিনি-বৈশম্পায়ন-পৈলাদ্যাচার্যাঃ ।। ১১।। পিতৄন্ প্রত্যাত্মিকান্ ।। ১২।। 'সমুদ্রং ব' ইতি অপো নিনীয় ।। ১৩।। বামদেব্যং জপিত্বা ।। ১৪।। যথাকামং বিপ্রতিষ্ঠন্তে ।। ১৫।। যথাগমপ্রজ্ঞাশ্রুতিস্মৃতিবিভবাদনুক্রান্তমানাদ্ অবিবাদপ্রতিষ্ঠাদভয়ং শং ভবে নো অস্ত নমোঽস্তু দেবঋষিপিতৃমনুষ্যেভ্যঃ শিবমায়ুর্বপুরনাময়ং শান্তিমরিষ্টিমক্ষিতিমোজস্তেজো যশো বলং ব্রহ্মবর্চসং কীর্তিমায়ুঃ প্রজাং পশূংনমো নমস্কৃতা বর্ধয়ন্তু।। দুষ্টুতাদ্ দুরুপযুক্তান্ ন্যূনাধিকাচ্চ সর্বস্মাৎ স্বস্তি দেবঋষিভ্যশ্চ ব্রহ্ম সত্যং চ পাতু মামিতি ব্রহ্ম সত্যং চ পাতু মামিতি ।। ১৬।।

শাঙ্খায়ন-গৃহ্যসূত্র

বঙ্গানুবাদ

অনুবাদিকা
ডঃ কণা চট্টোপাধ্যায়

প্রথম অধ্যায়

প্রথম খণ্ড (১/১/১-১৫)

আবসথ্য-অগ্নির স্থাপন

এ-বার এরপর থেকে পাকযজ্ঞের কথা বলব। যখন শিষ্য গুরুগৃহ থেকে প্রত্যাবর্তন করবে, তখন যে অগ্নিতে ব্রহ্মচারীর নিয়ম অনুযায়ী সে শেষ কাষ্ঠখণ্ড স্থাপন করেছিল, সেই অগ্নিকে অথবা বিবাহকালীন অগ্নিকে তার গার্হপাত্য-অগ্নিরূপে প্রজ্বলিত করবে। কেউ কেউ বলেন, পৈতৃক সম্পত্তি ভাগ করার সময়ে গার্হস্থ্য অগ্নিকে প্রজ্বলিত করবেন। বৈশাখ মাসের শুক্ল প্রতিপদ্ দিনে অথবা অন্য কোন শুক্ল প্রতিপদে সেই অগ্নি প্রজ্বলিত করতে হবে। কেউ কেউ বলেন, যজমানের ইচ্ছা অনুযায়ী বিশেষ নক্ষত্রে সেই অগ্নি জ্বালাতে হবে। প্রচুর গো-সম্পত্তি আছে এমন ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়, বৈশ্য কুল, অম্বরীষ গোত্রের ব্যক্তি অথবা বহু যজ্ঞের অনুষ্ঠাতা—এঁদের যে-কোন একজনের কাছ থেকে অগ্নি নিয়ে এসে সেই অগ্নিকে প্রজ্বলিত করবেন। কেউ কেউ বলেন, উপরি-উক্ত যে-কোন একটি স্থান থেকে সন্ধ্যায় ও সকালে অগ্নি নিয়ে আসতে হবে। আচার্যেরা বলেন সন্ধ্যাকালীন আহুতিতে অগ্নিস্থাপনের সংস্কার অধ্বর্যুদের কাছ থেকে জানতে হবে। সকালে পূর্ণাহুতি দেবেন বিষ্ণু-মন্ত্রে অথবা নিঃশব্দে। ঐ অগ্নির প্রজ্বলনের সময় এবং ঐ অগ্নিতে আহুতিদান অগ্নিহোত্র দ্বারাই ব্যাখ্যা করা হয়ে গিয়েছে। 'যজ্ঞোপবীত-ধারণ' ইত্যাদি সকল সম্ভাব্য নিয়মগুলিও অগ্নিহোত্রের সঙ্গে অভিন্ন, কারণ অনুষ্ঠান-রীতি একই। এই বিষয়ে অভিজ্ঞেরাও বলেন—'পাকযজ্ঞের শ্রেণীগুলি, হবির্যজ্ঞের শ্রেণীগুলি এবং সোমযাগের শ্রেণীসমূহ' এই মোট তিন শ্রেণীর একুশটি যজ্ঞপ্রণালী কথিত হয়েছে।

দ্বিতীয় খণ্ড (১/২/১-৮)

ব্রাহ্মণভোজন

যজ্ঞকর্মের শেষে ব্রাহ্মণদের ভোজন করাতে হয়। কণ্ঠস্বর, আকৃতি-সৌষ্ঠব, বয়স, বিদ্যা, নৈতিক চরিত্র, সুষ্ঠু আচরণ—এই গুণগুলি দেখে ব্রাহ্মণদের আমন্ত্রণ জানান হয়। বিদ্যাই অন্যান্য সকল গুণের অপেক্ষায় শ্রেষ্ঠ। বিদ্যাকে গুণের বিচারে অতিক্রম করা চলবে না। মন্ত্রসমূহে ও ব্রাহ্মণে দেবতা-বিষয়ক, অধ্যাত্মবিষয়ক ও যজ্ঞ-বিষয়ক জ্ঞানই 'বিদ্যা' নামে অভিহিত হয়। পবিত্র যজ্ঞের অনুষ্ঠাতা, বেদপাঠে রত, বিদ্যায় নিষ্ণাত এবং তপশ্চর্যায় নিরত তেমন ব্রাহ্মণকে যিনি একবারও ভোজন করান, তাঁকে ক্ষুধা কখনও স্পর্শ করে না। সকল কর্মেই যে দেবতাকে তিনি তৃপ্ত করতে চান, মনে মনে তাঁকে স্মরণ করে সেই দেবতার উদ্দেশে এমনই এক বিদ্বান্ ব্যক্তিকে তিনি আহার দেবেন। এইভাবে হব্যদ্রব্য সমর্পণ করলে অবশ্যই তা দেবতার নিকট পৌঁছায়। এই 'শ্রুত' ব্যক্তিই সম্পৎস্বরূপ এবং দেবতাদের প্রতিনিধি।

তৃতীয় খণ্ড (১/৩/১-১৭)

দর্শপূর্ণমাস-অগ্নিহোত্র

এরপর দর্শপূর্ণমাসের দিনগুলির অনষ্ঠান-পদ্ধতি বলা হচ্ছে। যজমান উপবাস করেন। যদি অন্য কোন বিশেষ বিধি না থাকে, তাহলে সকালে যখন বিশাল বৃক্ষের মাথার উপর সূর্যের কিরণ এসে পড়ে, সেই সময়টিই হবে সর্বপ্রকার যজ্ঞের পক্ষে সবথেকে শুভ সময়। প্রসন্ন মনে শুদ্ধ হয়ে বিশুদ্ধ সংরক্ষিত স্থানে পূর্ণাহুতি-প্রসিদ্ধ চরু পাক করে স্থালীতে পাক-করা সেই অন্ন যথাযথভাবে বিভজন করে দর্শপূর্ণমাসের দেবতার উদ্দেশে আহুতি দেবেন। স্থালীপাকে আহুতিদ্রব্যের গ্রহণ, অগ্নির নিকটে তার স্থাপন এবং জল নিয়ে তার সেচন মন্ত্রে উল্লিখিত দেবতাদের উদ্দেশে করতে হয়। আহুতিদ্রব্য থেকে বিহিত অংশগুলির খণ্ডনও করতে হবে সেই সেই দেবতাদের উদ্দেশে। দর্শপূর্ণমাস-যাগের আগে কিন্তু অন্বারম্ভণীয় কর্মের দেবতাদের উদ্দেশে আহুতি দেবেন। পূর্ণিমা পর্যন্ত দর্শযাগের বিহিত সময় অতিবাহিত হয় না, অমাবস্যা পর্যন্ত পূর্ণমাস যাগের সময়ও অতিবাহিত হয় না। দর্শযাগ হয় শুক্ল প্রতিপদে। বিস্মৃতি বা অন্য কোন কারণে তা যথাসময়ে অনুষ্ঠিত হয়ে না থাকলে আগামী পূর্ণিমার পূর্ব পর্যন্ত যে-কোন দিনে অনুষ্ঠান করা চলে। পৌর্ণমাসযাগ করতে হয় কৃষ্ণ প্রতিপদে। কোন কারণে তা না-করা হয়ে থাকলে আগামী অমাবস্যার আগে যে-কোন দিনে করলেও চলবে। কেউ কেউ মনে করেন বিপদের কারণে সন্ধ্যাকালীন আহুতির সময়ে প্রাতঃকালীন আহুতি দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু আহুতির সময় নির্ধারিতই। ভিন্ন কালে করলে তার জন্য অগ্নিহোত্রে প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা দেখা যায়। দুটি নিত্য-আহুতির বেলায় ব্রীহি, যব বা তণ্ডুল যে-কোন একটি দ্রব্য ব্যবহার করা উচিত। এগুলি পাওয়া না গেলে নিষিদ্ধ নয় এমন অন্য কোন দ্রব্য গ্রহণ করতে হবে। কেউ কেউ বলেন, যদি তণ্ডুল ব্যবহার করা হয়, তাহলে, সেগুলি ধুয়ে নিতে হবে। অন্যান্য দ্রব্যের ক্ষেত্রে তার প্রয়োজন নেই। সন্ধ্যায় অগ্নির উদ্দেশে এবং প্রাতঃকালে সূর্যের উদ্দেশে আহুতি দেবেন। এবং তারপর উভয়ক্ষেত্রেই প্রজাপতির উদ্দেশে বিনামন্ত্রে আহুতি দেবেন। কেউ কেউ বলেন যে, প্রথম আহুতির আগে একটি কাষ্ঠখণ্ড অগ্নিতে স্থাপন করতে হবে। সবদিকে জলপ্রোক্ষণ যেমন বলা আছে তেমনভাবেই করতে হবে।

চতুর্থ খণ্ড (১/৪/১, ২)

স্বাধ্যায়বিধি

প্রাতঃকালে শয্যাত্যাগ করে এবং আচমন করে প্রতিদিন 'স্বাধ্যায়' (নিজ শাখার বেদ) পাঠ করবেন। "অদ্যা—"(ঋ. ৫/৮২/৪, ৫) এই দুটি মন্ত্র, "অপেহি —"(ঋ. ১০/১৬৪) এই সূক্তটি, "ঋতং চ—" (ঋ. ১০/১৯০) এই সূক্ত, "আদিত্যা—" (ঋ. ৮/৪৭/১১-১৮) থেকে সূক্তের শেষ পর্যন্ত, ইন্দ্র—"(ঋ. ২/২১/৬) এই একটি মন্ত্র, "হংসঃ—"(ঋ. ৪/৪০/৫) এই একটি মন্ত্র, "নমো—"(ঋ. ১/২৭/১৩) এই একটি মন্ত্র, "যত —" (ঋ. ৮/৬১/১৩) এই একটি মন্ত্র, "অধ—" (ঋ. ১/১২০/১২) এই একটি, "যো মে—"

(ঋ. ২/২৮/১০) এই একটি মন্ত্র, "মমাগ্নে—" (ঋ. ১০/১২৮) এই সূক্তটি, "স্বস্তি—" (ঋ. ৫/৫১/১১-১৫) ইত্যাদি পাঁচটি মন্ত্র (পাঠ করতে হয়)।

পঞ্চম খণ্ড (১/৫/১-১০)

কন্যার লক্ষণসমূহ

পাকযজ্ঞ চারপ্রকার—হুত, অহুত, প্রহুত ও প্রাশিত। বিবাহ, চূড়াকরণ, উপনয়ন, শ্মশ্রুছেদন, সীমন্তোন্নয়ন এই পাঁচটি কর্মে গৃহের বাহিরে মৃত্তিকা দ্বারা শোধিত গোময়লিপ্ত জলসিক্ত স্থানে অগ্নিকে নিয়ে গিয়ে রাখবেন। কেউ কেউ বলেন বিবাহে অরণিমন্থন করে অগ্নিকে প্রজ্বলিত করতে হবে। সূর্যের উত্তরায়ণের সময়ে শুক্লপক্ষে শুভ এক দিনে এমন কন্যার পাণিগ্রহণ করবেন, যে শুভলক্ষণসম্পন্না, যার অঙ্গসৌষ্ঠব হৃদয়গ্রাহী, কেশপ্রান্তগুলি সমানদৈর্ঘ্যের, দুই কেশগুচ্ছ স্কন্ধের ডানদিকে আবর্তিত। এমন পাত্রীই ছয় পুত্রের জন্ম দেবে বলে জানবেন।

ষষ্ঠ খণ্ড (১/৬/১-৬)

কন্যাবরণ

পাত্রীকে যখন বিবাহ করতে যাবেন, তখন প্রস্থানকারী বরপক্ষকে "অনৃক্ষরা—"(ঋ. ১০/৮৫/২৩) মন্ত্রে অনুমন্ত্রণ করবেন। তিনি কন্যাপক্ষের কাছে আসার সময় ফুল, ফল, যব ও জলের কলসী নিয়ে "অয়মহং ভোঃ" কথাটি তিনবার বলে (কন্যাপক্ষেরা 'আমার এই কন্যাকে তোমার হাতে সম্প্রদান করছি' এমন বললে পাত্রপক্ষ) নিজ নিজ গোত্র-নাম উল্লেখ করে কন্যাকে বরণ করেন। এই সময়ে কন্যাপক্ষের গৃহের সদস্যগণ পূর্বদিকে মুখ করে এবং অভ্যাগতেরা পশ্চিম দিকে মুখ করে বর্তমান থাকেন। উভয়পক্ষ তুষ্ট হলে পুষ্প, খই, যব ও স্বর্ণে মিশ্রিত 'পূর্ণপাত্র' নিয়ে "অনাধৃষ্টম—" (তুমি বিঘ্নহীন, দেবতার নির্বিঘ্ন শক্তি, অভিশাপশূন্য, অভিশাপ থেকে রক্ষাকারী, অভিশাপ হতে অনাবৃত্ত, আমি যেন অবিলম্বে সত্যে পৌছাতে পারি। আমাকে তুমি কর সমৃদ্ধ) এই মন্ত্র দ্বারা আচার্য উঠে দাঁড়িয়ে কন্যার মাথায় পূর্ণপাত্রটি রাখেন এবং বলেন "প্রজাং—" (আমি তোমার মধ্যে সন্তান স্থাপন করছি, তোমার মধ্যে স্থাপন করছি পশুসম্পদ, তোমার মধ্যে স্থাপিত করছি দীপ্তি ও ব্রহ্মশক্তি)।

সপ্তম খণ্ড (১/৭/১-১২)

প্রতিশ্রুৎ-হোম

কন্যার পিতা সম্মতি জ্ঞাপন করলে বর আহুতি দেন। তিনি এক চতুষ্কোণ অগ্নিস্থান গোময় দ্বারা লেপন করেন। পূর্ব দিকের দুই বিদিক্ দক্ষিণ-পূর্ব ও উত্তর-পূর্ব-এর মধ্যে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে পিতৃকর্মে অনুষ্ঠেয় কর্মগুলি করেন। দৈব-কর্মে উত্তর-পূর্বদিকে (অর্থাৎ ঈশানকাণে) অনুষ্ঠেয় কর্মগুলি করতে হয়। কেউ কেউ বলেন, পূর্বদিকেই দৈবকর্ম করতে হয়। যজ্ঞস্থলের মাঝখানে দক্ষিণ থেকে উত্তরে একটি রেখা টেনে, ঐ রেখার ডানদিকে উপর থেকে একটি, মধ্যস্থল থেকে একটি এবং বাঁ দিকে আর একটি রেখা টানেন। ঐ রেখাগুলিতে জল ছিটিয়ে, অগ্নিকে "অগ্নিং—" (আমি শুভচিত্তে অগ্নিকে সম্মুখে নিয়ে যাই; এই অগ্নি দ্রব্যসামগ্রীর

সংগ্রহকারী হো'ক, আমাদের বৃদ্ধ ও যুবক কাউকে কোন অনিষ্ট কর না, আমাদের মানুষ ও পশুদের প্রতি তুমি মঙ্গলজনক হও) এই মন্ত্রে অথবা বিনামন্ত্রে অগ্নিকে সম্মুখে নিয়ে গিয়ে প্রদক্ষিণক্রমে অগ্নির চারপাশ জলসিক্ত হাত দিয়ে তিনবার মুছে নেবেন। একে বলে 'সমূহন'। পিতৃকর্মে একবার বাঁ দিক থেকে ডান দিকে পরিসমূহন কর্ম করতে হয়।

অষ্টম খণ্ড (১/৮/১-২৫)

পরিস্তরণ

এর পর অগ্নির চারপাশে কুশ বিছানো হয়। তিন বা পাঁচটি স্তরে কুণ্ডের চারপাশে পূর্বমুখী কুশ বিছিয়ে দেবেন। প্রথমে পূর্বদিকে, তারপর পশ্চিম দিকে, আবার গশ্চিম দিকে ঐ কুশ বিছানো হয়। যজমান এক কুশের অগ্রভাগ দিয়ে অন্য কুশের মূল আচ্ছাদিত করেন। এবং সব ধরণের অনুষ্ঠান দক্ষিণ থেকে শুরু করে উত্তর দিকে সম্পন্ন করতে হয়। 'ভূর্ভুবঃ স্বঃ' উচ্চারণ করে ব্রহ্মাকে দক্ষিণ দিকে বসিয়ে তাঁকে ফুল দিয়ে সাজিয়ে, 'প্রণীতা' জলকে 'কো বঃ প্রণয়তি' (কে তোমাদের এগিয়ে নিয়ে যায়?) এই বলে উত্তর দিকে নিয়ে যান। বাম হাতে কুশগুলি তুলে নিয়ে ডান হাত দিয়ে ভূমিতে সেগুলি বিছিয়ে দেন। ডান হাঁটু মাটিতে রেখে কাজ করবেন। পিতৃকর্মে বাম হাঁটু নত করবেন। আজ্যাহুতির ক্ষেত্রে কুশ-বিছানো আবশ্যিক নয়। মাণ্ডূকেয়ের মতে আবশ্যিক আহুতিগুলির ক্ষেত্রেও কুশ বিছানোর প্রয়োজন নেই। দৈর্ঘ্যে অসমান নয়, অগ্রভাগ ছিন্ন নয়, মধ্য থেকে অন্য কোন কুশ উদ্‌গত হয় নি, এ-রকম দুটি কুশকে মূল থেকে 'প্রাদেশ'সমান মেপে নিয়ে অন্য একটি কুশের সাহায্যে ''পবিত্রে স্থ—'' (তোমার শোধনকারী) এই মন্ত্রে ছিন্ন করে নেবেন। সংখ্যায় এই কুশযুগল দুটি বা তিনটি হবে। পূর্বদিকে কুশের অগ্রভাগ ধরে রেখে জল দিয়ে 'বৈষ্ণব্যৌ' (বিষ্ণুতে আছেন) এই বলে জল ছিটিয়ে দিয়ে প্রদক্ষিণক্রমে অগ্নির চারদিকে দুটি কচি কুশের সাহায্যে তিনবার জল ছিটিয়ে দেন, ''মহীনাং—'' (তুমি গাভীদের দুগ্ধ) এই বলে আজ্যপাত্র তুলে নিয়ে 'ইষে —' (অন্নের জন্য তোমাকে) এই বলে অগ্নিতে তা স্থাপন করে, ''ঊর্জে—'' (বলের জন্য তোমাকে) এই বলে অগ্নি থেকে উত্তর দিকে তা নামিয়ে নিয়ে, দুটি 'পবিত্র'কে উত্তরমুখী করে ধরে, ঐ দুই পবিত্রের উর্ধ্ব দিকটি নীচু করে ''সবিতুষ্ট্বা—''(সূর্যের অনুমতিতে এই অক্ষত পবিত্র ও সূর্যের কিরণ দিয়ে আমি তোমাকে শোধিত করছি) এই মন্ত্রে আজ্যের মধ্যে রেখে দেবেন। সর্বত্রই আজ্যের সংস্কার সাধন করতে হয়। অসংস্কৃত আজ্য দিয়ে আহুতি দেবেন না। স্রুবের জলও ''সবিতুর্ব—'' (সবিতার শক্তিতে আমি তোমাদের শোধন করি) এই বলে শোধন করবেন। এগুলি হল 'প্রণীতা' ও 'প্রোক্ষণী' নামে জল।

নবম খণ্ড (১/৯/১-১৯)

আজ্যহোম

পাত্র হচ্ছে এখানে স্রুব। প্রয়োজন অনুযায়ী সেই সেই পাত্র উপযুক্ত আয়তনসমেত গ্রহণ করতে হবে। বাম হাত দিয়ে কুশগুলি নিয়ে ডান হাত দিয়ে স্রুবকে নীচে (হাতলের দিকে ধরে)

'বিষ্ণোর্—'' (তুমিই বিষ্ণুর হাত) এই মন্ত্রে স্রুব দিয়ে আজ্য আহুতি দেন। অগ্নির উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে শুরু করে অবিচ্ছিন্নভাবে অগ্নির দক্ষিণ দিকে ''ত্বমগ্নে প্রমতি—'' (ঋ.১/৩১/১০) এই মন্ত্রে আহুতি দেন। অগ্নির দক্ষিণ-পশ্চিম থেকে শুরু করে তিনি অবিচ্ছিন্নভাবে উত্তর দিকে ''যস্যেমে—'' (ঋ. ১০/১২১/৪) এই মন্ত্রে আহুতি দেন। উত্তরদিকের আজ্যভাগটি হয় অগ্নির উদ্দেশে, দক্ষিণ দিকেরটি সোমদেবতার উদ্দেশে। মাঝে ''অগ্নির্জনিতা—'' (অগ্নি জনক; তিনি যেন আমাকে পত্নীরূপে দেন) ইত্যাদি মন্ত্রে অন্য আহুতিগুলি প্রদান করেন। আজ্যাহুতিগুলির মধ্যে দুটি আজ্যভাগের এবং স্বিষ্টকৃতের আহুতিটি নিত্য নয়। মাণ্ডূকেয়ের মতে নিত্য আহুতিগুলির সন্নিবেশস্থল মহাব্যাহৃতি, সর্বপ্রায়শ্চিত্ত এবং প্রাজাপত্য আহুতির মাঝে বা পরে। ক্রম হবে দুই আজ্যভাগ, প্রধানযাগ, স্বিষ্টকৃৎ, চারটি মহাব্যাহৃতি, সর্বপ্রায়শ্চিত্তহোম এবং প্রাজাপত্য হোম। যদি আহুতিদ্রব্য আজ্য হয়, তাহলে বাম হাতে যে কুশগুলি আছে সেগুলির অগ্রভাগ ডান হাত দিয়ে এবং মূল বাম হাত দিয়ে ধরে অগ্রভাগ আজ্য দিয়ে স্রুকে এবং মধ্যভাগ ও মূল ঘৃত দ্বারা আজ্যপাত্রে অনুলিপ্ত করান। স্থালী-পাক আহুতিদ্রব্য হলে অগ্রভাগ স্রুকে, মধ্যভাগ স্রুবে, মূলভাগ আজ্যপাত্রে ঘৃতলিপ্ত করাবেন। এগুলিকে অগ্নিতে ''অগ্নে—'' (তুমি অগ্নির পোষাক) এই বলে নিক্ষেপ করে, অগ্নিতে তিনটি সমিৎ স্থাপন করে, আগে যেমন বলা হয়েছে তেমনভাবে অগ্নির চারিপাশে জল ছিটাতে হবে। যে-সকল আহুতির বেলায় কেবল দেবতারা নির্দিষ্ট হয়েছেন, কিন্তু কোন মন্ত্রাংশ নির্ধারিত হয় নি, সেগুলিতে শুধু 'অমুক দেবতাকে স্বাহা! অমুক দেবতাকে স্বাহা!' বলে স্বাহাকারের দ্বারা আহুতি দেবেন। পিতার প্রতিশ্রুতির পরে হোমের যে প্রক্রিয়া তা আগেই বলা হয়েছে।

দশম খণ্ড (১/১০/১-৯)

বিভিন্ন পাকযজ্ঞ

সকল মাঙ্গলিক কর্মের এবং সকল আজ্যাহুতির বেলাতেও এই কর্মটিই প্রকৃতি। যূপবদ্ধ পশুযাগের ব্যাপারেও এটি প্রকৃতি। চরুযাগ ও পাকযজ্ঞেরও এইটিই প্রকৃতি। এই সকল পাকযজ্ঞগুলি প্রযাজবিশিষ্ট এবং অনুযাজ-, ইড়াভক্ষণ-, নিগদমন্ত্র- ও সামিধেনী-বর্জিত হবে। ঐ পাকযজ্ঞের বিষয়ে শ্লোকও আছে—অগ্নিহোত্র হোম দ্বারা আহুত আহুতিকে বলা হয় 'হুত', বলিভাগের দ্বারা আহুতি হল 'আহুত'; পিতৃপুরুষদের উদ্দিষ্ট কর্মদ্বারা সম্পাদিত অনুষ্ঠান 'প্রহুত'; ব্রাহ্মণে নিবেদিত হলে তা ''প্রাশিত' (অর্থাৎ আস্বাদিত)। সর্বদা হাঁটু উপরে না তুলে দুই হাঁটু বিস্তৃত করে আহুতি দেবেন। দেবতারা কুণ্ডের বহিঃ প্রদত্ত বহিঃপতিত আহুতি কখনও গ্রহণ করেন না। রুদ্রদেবতা, রাক্ষস, পিতৃপুরুষ, অসুর এবং অভিচার-সম্পর্কিত কর্মের মন্ত্র পাঠ করে নিজেকে স্পর্শ করে জল স্পর্শ করবেন।

একাদশ খণ্ড (১/১১/১-৮)

ইন্দ্রাণীকর্ম

এরপর বধূকে সেই রাত্রে, বা পরের রাত্রে, বা তৃতীয় রাত্রে পতিগৃহে নিয়ে যাবেন। সেই রাত্রিতে নিশাকাল অতিক্রান্ত হলে সব ধরনের বনস্পতি এবং সব থেকে উত্তম ফল ও

সুরভিমিশ্রিত জল দিয়ে কন্যাকে আপাদ-মস্তক স্নান করিয়ে, তাকে লোহিতবর্ণের রঙ-করা অথবা না-কাচা কোন বস্ত্র পরিয়ে, বধূর পরিবারের আচার্য কন্যাকে অগ্নির পিছনে বসিয়ে মহাব্যাহৃতিগুলি দিয়ে আহুতি প্রদান করে অগ্নি, সোম, প্রজাপতি, মিত্র, বরুণ, ইন্দ্র, ইন্দ্রাণী, গন্ধর্ব, ভগ, পূষা, ত্বষ্টা, বৃহস্পতি ও রাজা প্রত্যানীকের উদ্দেশে আজ্য আহুতি দেন। চারজন বা আটজন সধবা নারীকে একটি শাকপিণ্ড, সুরা ও অন্ন দ্বারা তৃপ্ত করাবেন। তাঁরা চার বার নৃত্য করবেন। পুরুষের পক্ষ হয়েও এই দেবতাদের অর্চনা করতে হয়। বৈশ্রবণ এবং ঈশানকেও হব্যদ্রব্য নিবেদন করবেন। তারপর ব্রাহ্মণদের ভোজন (করাতে হবে)।

দ্বাদশ খণ্ড (১/১২/১-১৩)

বিবাহ

স্নাত এবং মঙ্গলকর্মসম্পন্নকারী বরকে সুন্দরী সধবা যুবতীরা সঙ্গে করে কন্যার গৃহে নিয়ে যান। নিষিদ্ধ খাদ্য অথবা পাপকর্ম ছাড়া অন্য কোন বিষয়ে বর তাঁদের প্রতি প্রতিকূল আচরণ করবেন না। তাঁদের অনুমতি পেয়ে তিনি তারপর সেই কন্যাকে "রৈভ্যাসীদ্—" (ঋ. ১০/৮৫/৬) এই মন্ত্র বলে বস্ত্র দেন। "চিত্তিরা উপবর্হণং—" (ঋ. ১০/৮৫/৭) এই বলে তিনি কাজললতা নেন। "সমঞ্জন্তু—" (ঋ. ১০/৮৫/৪৭) এই মন্ত্রে তেল ছিটিয়ে দেবেন। "যথেয়ং—" (যেমন এটি প্রিয় শচীকে এবং মহৎ সন্তানদের জননী অদিতিকে এবং বৈধব্যরহিত অপালাক রক্ষা করছে, এটি যেন তোমাকে সেইভাবে এখানে রক্ষা করে) এই কথাগুলি বলে বর বধূর ডান হাতে একটি শজারুর কাঁটা এবং তিনটি সূতা দেন। "রূপং রূপং—" (ঋ. ৬/৪৭/১৮) এই মন্ত্রে বাম হাতে আয়না দেন। এই কন্যার আত্মীয়েরা তার দেহে তিনটি রত্নসহ একটি লাল-কালো পশম বা ক্ষৌম রজ্জু "নীললোহিত"— (ঋ. ১০/৮৫/২৮) এই মন্ত্রে বেঁধে দেন। "মধুমতীর্—" (ঋ. ৪/৫৭/৩) এই মন্ত্রে মধুক ফুল বধূর দেহে বেঁধে দেন। বিবাহে একটি গাভী এবং গৃহে একটি গাভী—এই দুটি হচ্ছে মধুপর্কের গাভী। কন্যাকে অগ্নির পিছনে বসিয়ে (বর কর্তৃক বধূকে স্পর্শ করা হলে) বর মহাব্যাহৃতিগুলি দিয়ে তিনটি আহুতি দেবেন। এই বিধি থাকায় বুঝে নিতে হবে সব ব্যাহৃতিগুলি দিয়ে চতুর্থ একটি হোমও করতে হবে। এইভাবে সূত্রে না বলা থাকলে সকল মঙ্গলকর্মে এই মহাব্যাহৃতি দ্বারাই আগে ও পরে আহুতি দেবেন।

ত্রয়োদশ খণ্ড (১/১৩/১-৭)

পাণিগ্রহণ

কন্যার পিতা বা ভ্রাতা পশ্চিমমুখী হয়ে তরবারির অগ্রভাগ অথবা স্রুব দ্বারা দাঁড়িয়ে পূর্বমুখী হয়ে উপবিষ্টা কন্যার মস্তকে "সম্রাজ্ঞী"—(ঋ. ১০/৮৫/৪৬) এই মন্ত্রে আহুতি দেন। "গৃভ্ণামি তে"—(ঋ. ১০/৮৫/৩৬) এই মন্ত্রে বর পশ্চিমমুখ হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে চিৎ-করা ডান হাত দিয়ে পূর্বমুখী হয়ে উপবিষ্ট কন্যার চিৎ-করা অঙ্গুষ্ঠসমেত ডান হাত গ্রহণ করেন। 'অমোঽহম্ অস্মি—' ইত্যাদি পাঁচটি মন্ত্র (এটি আমি, ঐটি তুমি; ঐটি তুমি, এটি আমি;

দ্যুলোক আমি, পৃথিবী তুমি; ঋক্ তুমি, সাম আমি। সেই তুমি আমার প্রতি অনুরক্তা হও। ভাল! এস, আমরা দু-জনে বিবাহ্ করি। সন্তান সৃষ্টি করি, বহু পুত্র যেন লাভ করি, যে পুত্রেরা বৃদ্ধ বয়সে পৌঁছাবে) জপ করে ''ভূর্ভুবঃ স্বঃ'' এই মন্ত্রে জলে নূতন কলশ পূর্ণ করে, তাতে কুশসমেত পুরুষনাম-বিশিষ্ট বৃক্ষের, অশ্বত্থ, ডুমুর ইত্যাদি কোন বৃক্ষের রসযুক্ত পাতা রেখে দেন। কেউ কেউ বলেন, সোনা রেখে দিতে হয়। ঐ কলশ মৌনী এক ব্রহ্মচারীর হাতে দিয়ে, উত্তর-পূর্বদিকে ঐ স্থেয় জলের চারপাশে প্রদক্ষিণ করা হয়। উত্তর দিকে পাথর রেখে (জলের কলশ পূর্ণ করা থেকে পাথর-রাখা পর্যন্ত কাজগুলি আচার্যই করেন) 'এহি—' (এসো, তুমি আনন্দময়ী) এই বলে বর বধূকে উঠিয়ে 'এহ্যশ্মানমা—' (এসো, পাথরের উপর দাঁড়াও; পাথরের মত তুমি দৃঢ় হও। শত্রুদের পদদলিত কর; শত্রুতাকারীদের তুমি পরাভূত কর)। এই মন্ত্রে কন্যার দক্ষিণ চরণের অগ্রভাগ দিয়ে পাথরের উপর চরণ স্থাপন করিয়ে প্রদক্ষিণক্রমে অগ্নির চারপাশে পরিক্রমা করিয়ে, ঐ মন্ত্র দ্বারাই দ্বিতীয় একটি বস্ত্র দিয়ে, বধূর পিতা বা ভ্রাতা তার অঞ্জলিবদ্ধ হাতে শমীপত্রমিশ্রিত খই ঢেলে দেন। উপস্তরণ, অভিঘারণ ও প্রত্যভিঘারণ করে বধূ অগ্নিতে সেগুলি আহুতি দেন।

চতুর্দশ খণ্ড (১/১৪/১-১৭)

সপ্তপদ-গমন

পত্নী দাঁড়িয়ে 'ইয়ন্নার্যুপ—' (খই ছড়াতে ছড়াতে এই নারী সম্মুখে এসে বলেছে, ''আমি যেন আত্মীদের নিকট মঙ্গলময়ী হয়ে উঠি, আমার স্বামী যেন বহুদিন বাঁচেন, স্বাহা!) এই মন্ত্রে আহুতি দেন; পতি তখন এই মন্ত্রটি জপ করেন। কেউ কেউ মনে করেন পতিই মন্ত্রটি জপ করেন, পত্নী শুধু আহুতি দেন। পাথরের উপর চরণস্থাপন থেকে সমস্ত অনুষ্ঠান-পদ্ধতি দ্বিতীয়বার এই একইভাবে করা হয়। এই একইভাবে তৃতীয়বারও সেগুলি করা হয়। যদি ভাল লাগে, তবে নিঃশব্দে চতুর্থবার এই অনুষ্ঠানগুলি করবেন। আচার্য তাঁদের উত্তর-পূর্বদিকে সাতবার পদক্ষেপ করান। 'ইষ-' ইত্যাদি (অর্থাৎ এক পদক্ষেপ অন্নের জন্য, দুই পদক্ষেপ বলের জন্য, তিন পদক্ষেপ ধনবৃদ্ধির জন্য, চার পদক্ষেপ স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য, পাঁচ পদক্ষেপ পশুসম্পদের জন্য, ছয় পদক্ষেপ ঋতুসমূহের জন্য, সাত পদক্ষেপে বন্ধু হও—এই মন্ত্রগুলি) তখন বলা হয়। ঐ পদক্ষেপস্থানগুলি আচার্য জল দিয়ে শীতল করেন। তিনটি 'আপোহিষ্ঠীয়' মন্ত্রের (ঋ. ১০/৯/১-৩) সাহায্যে স্থির জল দিয়ে তাঁদের চরণস্থাপনের স্থানগুলি মুছে দেন। তাঁদের মাথায় জল ছিটিয়ে দেন। বর বলেন—'গাং দদানি' (আমি আপনাকে গাভী দান করি)। স্থালীপাক প্রভৃতি কর্মের সময় বর সর্বদা ব্রাহ্মণদের কিছু দান করবেন। যিনি সূর্যাসূক্ত জানেন (ঋ. ১০/৮৫) তাঁকে বধূর বস্ত্রটি দেবেন। ব্রাহ্মণের প্রাপ্য (বা দেয়) বস্তু গাভী। ক্ষত্রিয়ের প্রাপ্য (বা দেয়) বস্তু একটি গ্রাম। বৈশ্যের প্রাপ্য (ঐ) বস্তু একটি ঘোড়া। যার মাত্র কন্যাসন্তান আছে, সেই পিতাকে রথ-সহ শত গাভী দেবেন। যাজ্ঞিকদের দেবেন একটি ঘোড়া।

পঞ্চদশ খণ্ড (১/১৫/১-২২)

বরগৃহে প্রস্থান

কন্যা পিতৃগৃহ থেকে প্রস্থান করতে থাকলে "প্র ত্বা মুঞ্চামি—" (ঋ. ১০/৮৫/২৪-২৬) এই তিনটি মন্ত্র পাঠ করবেন। কন্যা জোরে কাঁদতে থাকলে "জীবং"—(ঋ. ১০/৪০/১০) মন্ত্রটি পাঠ করবেন। এরপর বধূ "অক্ষন্নমী—" (ঋ. ১/৮২/২) এই মন্ত্রে ঘৃত দিয়ে রথের অক্ষ লেপন করেন। "শুচী—", "দ্বে—" (ঋ. ১০/৮৫/১২, ১৬) এই দুটি মন্ত্র দিয়ে দুটি চাকায় ঘৃত লেপন করবেন। প্রথম মন্ত্রে পূর্ব দিকের চাকাটি এবং দ্বিতীয় মন্ত্রে বাম দিকের চাকাটিকে ঘৃতলিপ্ত করবেন। দুটি ষাঁড়কেও ঘৃতলিপ্ত করবেন। "খে—"(ঋ. ৮/৯১/৭) এই মন্ত্র দ্বারা ফলযুক্ত বৃক্ষের এক একটি শাখা খিলের গর্তগুলিতে প্রবেশ করিয়ে, অথবা রথের জোয়ালে যুক্ত পুরাতন শম্যাগুলিকে অভিমন্ত্রণ করে (= করবেন)। তারপর দুটি ষাঁড়কে "যুক্তস্তে অস্তু—" (খ. ১/৮২/৫, ৬) এই দুই মন্ত্রে রথে যুক্ত করেন। শকটে বদ্ধ তাদের "শুক্রাবনড়্বাহা"—(ঋ. ১০/৮৫/১০) এই অর্ধমন্ত্র দিয়ে অভিমন্ত্রণ করে (= করবেন)। তারপর যদি রথের কোন অংশ ভেঙ্গে যায় বা বিদীর্ণ হয়, তাহলে কন্যাকে কোন আহিতাগ্নি ব্যক্তির গৃহে নিয়ে গিয়ে "অভি—" (ঋ. ৩/৫৩/১৯) এই মন্ত্রে রথের সংস্কার করবেন। "ত্যং—"(ঋ. ১০/১৪৩/২) এই মন্ত্রে গ্রন্থি প্রস্তুত করবেন। "স্বস্তি—"(ঋ. ৫/৫১/১১-১৫) ইত্যাদি পাঁচটি ঋক্ জপ করবেন। কন্যা রথে আরোহণ করতে থাকলে সুকিং—"(ঋ. ১০/৮৫/২০) এই মন্ত্রটি পাঠ করবেন। "মা বিদন্—" (ঋ. ১০/৮৫/৩২) এই মন্ত্রটি বলবেন চতুষ্পথে। শ্মশানের কাছে 'যে বধ্বশ্চন্দ্রং—" (ঋ. ১০/৮৫/৩১) মন্ত্রটি পাঠ করবেন। পথে একটি বড় গাছের কাছে এসে "বনস্পতে"— (ঋ. ৩/৮/১১) এই মন্ত্রটি জপ করবেন। কন্যা নৌকায় আরোহণ করতে থাকলে "সুত্রামাণং—" (ঋ. ১০/৬৩/১০) মন্ত্রটি বলেন। অথবা রথ যোজিত হলে তা পাঠ করবেন। নদীর গভীর স্থানে এসে "উদ্ ব ঊর্মি—" (ঋ. ৩/৩৩/১৩) মন্ত্রটি পাঠ করা হয়। এই মন্ত্রে দৃষ্টিপাতও করবেন। কন্যা গৃহে পৌছালে পূর্বে প্রযুক্ত মন্ত্রগুলি বাদ দিয়ে 'ইহ প্রিয়ং—" (ঋ. ১০/৮৫/২৭-৩৩) এই সাতটি মন্ত্র পাঠ করতে হয়।

ষোড়শ খণ্ড (১/১৬/১-১২)

পতিগৃহে প্রবেশ

'ষাঁড়ের চামড়ার' কথা বলা হয়েছে। ঐ চামড়ার উপর বর বধূকে বসিয়ে তাকে ধরে থেকে 'অগ্নিনা—', 'বায়ুনা—', 'সূর্যেণ—', 'চন্দ্রেণ—' (দেবতা অগ্নির সাথে ও জগৎসমূহের মধ্যে পৃথিবী-জগতের সাথে এবং বেদগুলির মধ্যে ঋগ্বেদ দিয়ে আমি তোমাকে তুষ্ট করি; বায়ুদেবের সাথে ও জগৎসমূহের মধ্যে বায়ুজগতের সাথে এবং বেদগুলির মধ্যে যজুর্বেদ দিয়ে আমি তোমাকে তুষ্ট করি; সূর্যদেবের সাথে ও জগতের মধ্যে সৌরজগৎ দিয়ে এবং বেদগুলির মধ্যে সামবেদ দিয়ে আমি তোমাকে তুষ্ট করি; চন্দ্রদেবের সাথে ও জগৎসমূহের

মধ্যে দিগন্তের দিগ্‌জগতের সাথে এবং বেদগুলির মধ্যে ব্রহ্মবেদ দিয়ে আমি তোমাকে তুষ্ট করি) এই চার মন্ত্রে চারটি আহুতি দেন। অথবা 'ভূর্যা'—(ভূঃ, তোমাতে যে অনিষ্ট বাস করছে, যা তোমার পতির মৃত্যু নিয়ে আসছে, তোমার পতির ভ্রাতার মৃত্যু আনছে, তাকে তোমার উপপতির মৃত্যুর কারণ করি, স্বাহা!)—এইভাবে মন্ত্রগুলির প্রথমটি প্রথম মহাব্যাহৃতি ভূঃ-র সাথে যুক্ত করা যেতে পারে, দ্বিতীয়টি দ্বিতীয় ব্যাহৃতি ভুবঃ-র সাথে, তৃতীয়টি তৃতীয় স্বঃ-র সাথে, চতুর্থটি ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ এই সবগুলির সাথে একত্রে। "অঘোরচক্ষুর্"—(ঋ. ১০/৮৫/৪৪) মন্ত্রে বর বধূর দুই চোখে আজ্য লেপে দেবেন। "কয়া নশ্চিত্র"—(ঋ. ৪/৩১/১-৩) এই তিনটি ঋক্ দিয়ে বধূর কেশের প্রান্তভাগ স্পর্শ করে, "উত ত্যা—" (ঋ. ৮/১৮/৮-১১) ইত্যাদি চারটি মন্ত্র দ্রুত পাঠ করে, মন্ত্রের শেষে 'স্বাহা' বলে বধূর মাথার উপর অবশিষ্ট আজ্য ঢেলে দেন। এখানে কেউ কেউ উভয় বংশের দিক থেকে শুভজন্মা কোন বালককে 'আ তে—' (তোমার গর্ভে) এই মন্ত্র দিয়ে বধূর কোলে বসিয়ে দেন। অথবা তাকে নিঃশব্দেও বসানো যায়। এই বালকের অঞ্জলিতে কিছু ফল দিয়ে ব্রাহ্মণদের দ্বারা শুভদিন ঘোষণা করান। এইভাবে বধূ পুরুষসন্তানের জননী হন। সূক্তের "ইহৈব স্তং"—(ঋ. ১০/৮৫/৪২-৪৭) ইত্যাদি অবশিষ্ট মন্ত্রে বরবধূ গৃহে প্রবেশ করেন।

সপ্তদশ খণ্ড (১/১৭/১-১০)

ধ্রুবতারা-দর্শন

"দধিক্রাব্‌ণো অকারিষং—" (ঋ. ৪/৩৯/৬) এই মন্ত্রে বর ও বধূ দধি ভক্ষণ করবেন। যতক্ষণ না ধ্রুবতারা দেখা যায় ততক্ষণ তাঁরা মৌনী হয়ে বসে থাকবেন। সূর্যাস্ত হলে বর বধূকে 'ধ্রুবৈধি—'(তুমি দৃঢ় হও, আমার সাথে সমৃদ্ধ হতে থাক) এই মন্ত্রে ধ্রুবতারা দেখান। বধূ 'ধ্রুবং—'(আমি ধ্রুবতারা দেখছি; আমি যেন সন্তান লাভ করি) এই কথা বলবেন। তিন রাত্রি তাঁরা ব্রহ্মচর্য পালন করবেন; ভূমিতে শয়ন করবেন। "পিবতং চ—" (ঋ. ৮/৩৫/১০-১২) এই তিন মন্ত্রে দধিমিশ্রিত অন্ন ভক্ষণ করবেন। সন্ধ্যায় ও সকালে 'অগ্নয়ে স্বাহা—' (অগ্নিকে স্বাহা! অগ্নি স্বিষ্টকৃৎকে স্বাহা) বলে বিবাহ-অগ্নির সেবা করেন। যদি বধূ সন্তান কামনা করেন, 'মিত্র—' (মিত্র ও বরুণ দুই জন, উভয় অশ্বিদ্বয়, ইন্দ্র ও অগ্নি—এই দুজন আমার মধ্যে সন্তানকে বৃদ্ধি করান, স্বাহা!) এই কথাগুলি বলে প্রথম আহুতি দেন। দশ দিন বর ও বধূ অপ্রবাসী থাকবেন।

অষ্টাদশ খণ্ড (১/১৮/১-৫)

চতুর্থীকর্ম

এ-বার চতুর্থ দিনের অনুষ্ঠান বলা হবে। তিন রাত্রি অতিক্রান্ত হলে যজমান স্থালীতে পাক-করা অন্ন আহুতি দেন। 'অগ্নে—' (অগ্নি! তুমি প্রায়শ্চিত্তি; তুমি দেবতাদের প্রায়শ্চিত্তি। স্বামীর মৃত্যুর কারণ যে তনু এই বধূর মধ্যে অবস্থিত এই বধূ থেকে তা দূর করে দাও। বায়ু! তুমি প্রায়শ্চিত্তি, তুমি দেবতাদের প্রায়শ্চিত্তি। যা এই বধূর সন্তানহীনতা সৃষ্টি করে, তা তুমি

এই বধূ থেকে দূর করে দাও। সূর্য, তুমি প্রায়শ্চিত্তি; তুমি দেবতাদের প্রায়শ্চিত্তি। গোসম্পদ-বিনাশকারী যে তনু এই বধূর মধ্যে আছে তা এই বধূ থেকে তুমি দূর করে দাও। দেবতা অর্যমা ও অগ্নিকে কন্যা আহুতি দান করেছে; দেবতা অর্যমা যেন তাকে তা থেকে মুক্ত করেন) এই মন্ত্রে আহুতি দেন। সপ্তম আহুতি হবে "প্রজাপতে—" (ঋ. ১০/১২১/১০) এই মন্ত্রে। অষ্টম আহুতিটি অগ্নি স্বিষ্টকৃৎ-সম্পর্কিত।

ঊনবিংশ খণ্ড (১/১৯/১-৬)

গর্ভাধান

পত্নীর ঋতুকালে অধ্যাণ্ডবৃক্ষের মুল গুঁড়া করে প্রত্যেক মন্ত্রের শেষে 'স্বাহা' শব্দ উচ্চারণ করে "উদীর্ষ্বাতঃ—" (ঋ. ১০/৮৫/২১, ২২) এই দুই মন্ত্রে ঐ চূর্ণদ্রব্যটি তাঁর ডান নাসারন্ধ্রে ছিটিয়ে দেন। সন্তানসৃষ্টিতে উদ্যোগী হয়ে পতি 'গন্ধর্বস্য—' (তুমি গন্ধর্ব বিশ্ববসুর মুখ) এই বলে পত্নীর যোনি স্পর্শ করবেন। স্ত্রীসংসর্গের পর তিনি 'প্রাণে তে' -(তোমার নিঃশ্বাসে আমি শুক্র স্থাপন করি) এই মন্ত্র জপ করবেন অথবা 'যথা ভূমি—' (ভূমির গর্ভে যেমন অগ্নি থাকে, স্বর্গ যেমন ইন্দ্রের সাহায্যে গর্ভবতী হয়, বায়ু যেমন দিকসমূহের গর্ভে, তেমন তোমার গর্ভে আমি ভ্রূণ স্থাপন করি)। অথবা 'আ তো যোনিং—' (বাণ যেমন তূণীরে প্রবেশ করে, তেমন তোমার গর্ভে যেন একটি পুত্রসন্তান এসে প্রবেশ করে। তোমার গর্ভে দশমাস-বাসকারী বীর সন্তান জন্মগ্রহণ করুক। তুমি পুরুষ-সন্তানের জন্ম দাও। পুরুষ-সন্তান তোমার নিকট জন্মগ্রহণ করুক। তুমি পুরুষ-সন্তানের জন্ম দাও। পুরুষ-সন্তান তোমার নিকট জন্মগ্রহণ করুক। তুমি তাদের মাতা হবে; আরও অনেককে তুমি যেন জন্ম দাও। পুরুষ মানুষেই রয়েছে শুক্র। নারীতে তা নিক্ষিপ্ত হোক। ধাতা তা-ই বলেছেন, প্রজাপতি তা-ই বলেছেন। প্রজাপতি তা স্থাপন করেছেন, সবিতা তা সৃষ্টি করেছেন। অন্যান্য নারীতে কন্যাসন্তানের জন্ম দিয়ে এখানে যেন তিনি পূরুষ-সন্তান এনে দেন। আমাদের জন্য প্রস্তুত পুরুষের শুভ বীর্যসমূহ থেকে তুমি পুত্রের জন্ম দাও; তুমি উত্তম প্রসবকারিণী হও। গর্জন কর, শক্তিশালী হও, পত্নীতে গর্ভ স্থাপন কর; সন্তানের জন্য তোমাকে আহ্বান করি, তোমার গর্ভ উন্মোচিত কর, গর্ভে যেন পুত্রসন্তান জন্মে। তুমি সেই গর্ভকে ধারণ কর; দশ মাস গর্ভে বাস করে যেন জ্ঞাতিদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হয়ে তার জন্ম হয়) এই মন্ত্র জপ করবেন।

বিংশ খণ্ড (১/২০/১-৫)

পুংসবন

গর্ভের তৃতীয় মাসে পুংসবন কর্ম অনুষ্ঠিত হয়। পুষ্যা বা শ্রবণা নক্ষত্রে এই অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। সোমলতার ডাঁটা বা কুশসূচীর বা বটের কাণ্ডের শেষ শাখাপল্লব অথবা যজ্ঞের মধ্যম যূপটি পিষ্ট করে তা অথবা যজ্ঞ সমাপ্ত হলে জুহূ-পাত্রে অবশিষ্ট আহুতিদ্রব্য "অগ্নিনা—" (ঋ. ১/১/৩), "তন্নস্তুরীপ—" (ঋ. ৩/৪/৯), "সমিদ্ধাগ্নির্—"(ঋ. ৫/৩৭/২), "পিশঙ্গ রূপঃ —" (ঋ. ২/৩/৯) এই চারটি মন্ত্র 'স্বাহা' শব্দে শেষ করে বধূর ডান নাসায় ঢেলে দেবেন।

একবিংশ খণ্ড (১/২১/১-৩)

গর্ভসংরক্ষণ

চতুর্থ মাসে হয় গর্ভরক্ষণ কর্ম। "ব্রহ্মণাগ্নিঃ—" (ঋ ১০/১৬২) এই সূক্তের ছটি মন্ত্রে পাত্রে পাক-করা অন্ন থেকে ছটি আহুতি দিয়ে, "অক্ষীভ্যাং তে—"(ঋ. ১০/১৬৩) এই সূক্তের প্রত্যেক মন্ত্রে আজ্য দিয়ে পত্নীর অঙ্গগুলি অনুলিপ্ত করে অনুষ্ঠান সম্পন্ন করতে হয়।

দ্বাবিংশ খণ্ড (১/২২/১-১৮)

সীমন্তোন্নয়ন

প্রথমবার যখন পত্নীর গর্ভে সন্তান আসে, তার সপ্তম মাসে 'সীমন্তোন্নয়ন' (চুলের সিঁথি করা) হয়। স্নান-সম্পন্নকারী না-কাচা নূতন নিশ্ছিদ্র বস্ত্র-পরিধানকারী পত্নীকে অগ্নির পিছনে বসিয়ে তাঁকে স্পর্শ করা হলে পতি মহাব্যাহৃতি দিয়ে আহুতি প্রদান করে স্থালীতে অন্ন প্রস্তুত করে, কোন কোন আচার্যের মতে মুগমিশ্রিত চাল (খিচুড়ি) প্রস্তুত করে, আহুতি দেবেন। সামগ্রীগুলি ও নক্ষত্রকে নামের দিক থেকে পুংলিঙ্গ হতে হবে। 'ধাতা দদাতু-' ও 'ধাতা প্রজায়া—" (ধাতা যেন যজমানকে আরও আয়ু ও নিরাপত্তা দেন; আমরা যেন সেই সত্যধর্মা দেবতার চিত্তের প্রসন্নতা পাই। ধাতা সন্তান ও সম্পদের অধিপতি। ধাতা এই নিখিল বিশ্ব সৃষ্টি করেছেন; ধাতা যজমানকে পুত্র দেন; তাঁর উদ্দেশে তুমি ঘৃতবিশিষ্ট হব্য দান করবে) এই দুই মন্ত্রে দুটি এবং 'নেজমেষ—' এই তিনটি মন্ত্র দিয়ে তিনটি এবং "প্রজাপতে —"(ঋ. ১০/১২১/১০) এই মন্ত্র দিয়ে ষষ্ঠ একটি আহুতি দেবেন। এরপর পতি ডুমুরের অপক্ব ফল ও তিনটি শ্বেতচিহ্নযুক্ত শজারুর কাঁটা অথবা দর্ভকুশ দিয়ে 'ভূর্ভুবঃ স্বঃ' এই মন্ত্রে পত্নীর চুল মাথার মাঝখান থেকে শুরু করে উপর দিকে বিভক্ত করে দেন।[১] যা দিয়ে চুল সরানো হল তা পত্নীর কোলে রেখে ফলগুলি তিন-পাক-করা সূতায় বেঁধে 'অয়মূর্জা—' (ফলশক্তিসম্পন্ন এই বৃক্ষ, তুমি এমনভাবে হও ফলবতী) এই মন্ত্রে তা পত্নীর কণ্ঠে বেঁধে দেন। এরপর বীণাবাদকদের বলেন, 'রাজানং—' (রাজাকে অথবা যদি অন্য বীরতর কেউ থাকেন তাঁকে ভালভাবে গান শোনাও)।

জলপাত্রে খই ঢেলে "বিষ্ণুর্যোনিং—"(ঋ, ১০/১৮৪/১) এবং "রাকামহং—" (২/৩২/৪-৮) ইত্যাদি পাঁচটি মন্ত্রের সাহায্যে তা পান করাবেন। তারপর এই পত্নীর উদর স্পর্শ করবেন 'সুপর্ণোঽসি—' (গরুত্মান্ পক্ষযুক্ত তুমি, ত্রিবৃৎ স্তোম তোমার মস্তক, গায়ত্রী তোমার চক্ষু, ছন্দগুলি তোমার অঙ্গসমূহ, যজুঃ তোমার নাম, সাম তোমার দেহ) মন্ত্রে। আনন্দিতচিত্ত ও বহু স্বর্ণালঙ্কারে ভূষিত পত্নীকে গান করাবেন। এই অনুষ্ঠানের দক্ষিণা একটি ষাঁড়।

১। "মধ্যাৎ নাভিপ্রদেশাদ্ উর্ধ্বং সীমন্তং কেশান্তং যাবদ্ উন্নয়তি" (নারায়ণ) —নাভি থেকে উপরে কেশপ্রান্ত পর্যন্ত নিয়ে যান।

ত্রয়োবিংশ খণ্ড (১/২৩/১)

সূতিকাগৃহের সংস্কার

রাক্ষসদের বিনাশের জন্য কাকাতনী, মচকচাতনী, কোশাতকী, বৃহতী, নীল-বৃক্ষের মূলগুলি গুঁড়া করে যে স্থানে প্রসব করানো হবে সেই স্থানে (সেগুলি) লেপে দেন।

চতুর্বিংশ খণ্ড (১/২৪/১-১৪)

জাতকর্ম

এরপর হয় জাতকর্ম অর্থাৎ নবজাত শিশুর উদ্দেশে অনুষ্ঠান। 'ঋচা—' (ঋক্ দিয়ে শ্বাস নাও) এই মন্ত্রে পিতা তিনবার নবজাত শিশুর উপর আঘ্রাণ নিয়ে শ্বাস ফেলবেন। তারপর ঘি ও মধু এবং দই ও জল একসাথে মিশিয়ে অথবা ধান আর যব এক সাথে গুঁড়া করে সোনার পাত্র বা চামচ দিয়ে তিনবার তা শিশুকে খাওয়াবেন। 'প্র তে—'(আমি তোমাকে উৎসবের জন্য মধু প্রদান করি, সবিতৃদেবের দ্বারা সৃষ্ট জ্ঞান প্রদান করি। দীর্ঘজীবী ও দেবতাদের দ্বারা রক্ষিত তুমি এই পৃথিবীতে শত শরৎ বেঁচে থাক) এই মন্ত্র বলে পিতা পুত্রের 'অমুক' নাম দেন, যার প্রথম অক্ষর ঘোষবর্ণ, মাঝের অক্ষর অন্তস্থ বর্ণ, যাতে দুটি, চারটি, অথবা ছটি অক্ষর আছে, যা কৃৎপ্রত্যয়যুক্ত, কিন্তু তদ্ধিতযুক্ত নয়। সেই নামটি কেবল তার পিতা ও মাতা জানবেন। দশম দিনে ব্রাহ্মণদের কাছে সর্বত্র ব্যবহারের যোগ্য সুখকর একটি প্রকাশ্য নাম দেবেন। পিতা কালো ষাঁড়ের কিছু সাদা-কালো ও লাল লোম চূর্ণ করে, সেই চূর্ণটি ঘি, মধু ইত্যাদি চারটি বস্তুর সাথে মিশিয়ে চারবার শিশুকে খাওয়াবেন, এটিই মাণ্ডূকেয়ের মত। অথবা 'ভূর্ ঋগ্বেদং'—('ভূঃ', আমি তোমাতে ঋগ্বেদ স্থাপন করি, 'ভুবঃ', আমি তোমাতে যজুর্বেদ স্থাপন করি, 'স্বঃ', আমি তোমাতে সামবেদ স্থাপন করি, 'ভূর্ভুবঃ স্বঃ' বাকোবাক্য, ইতিহাস ও পুরাণ-ওম্। আমি তোমাতে সকল বেদ স্থাপন করি, স্বাহা) বলেন। শিশুর ডান কাণে 'বাক্' এই শব্দটি তিনবার বলা হলে তার মেধা সম্পাদন করা হয়। এবং 'বাগ্দেবী—(চিত্তের প্রসন্নতার জন্য মহতী, শ্রুতিমধুর, বাণীময়ী স্রোতস্বিনী, স্বয়ংজাতা বাগ্দেবী মনের সাথে, শ্বাসের সাথে, শিশুর সাথে যুক্ত হয়ে ইন্দ্র কর্তৃক উচ্চারিত হয়ে তোমাকে প্রীত করুন) এই মন্ত্রে অনুমন্ত্রণও করবেন। পিতা পাটের সূতা দিয়ে এক খণ্ড সোনা বেঁধে দেন। যে দিন শিশুর মা প্রসবশয্যা থেকে ওঠেন সেই দিন পর্যন্ত শিশুর ডান হাতে ঐ সূতা বেঁধে রেখে দশম দিনের পর ব্রাহ্মণদের তা দান করবেন অথবা নিজেই রেখে দেবেন।

পঞ্চবিংশ খণ্ড (১/২৫/১-১১)

নামকর্ম

দশ দিন পর প্রসবশয্যা ছেড়ে মায়ের উত্থান। পিতা ও মাতা স্নাতমস্তকে এখনও ধোওয়া হয় নি এমন নূতন বস্ত্র পরেন; শিশুও তাই পরে অবস্থান করবে। পিতা এই সূতিকাগৃহের

অগ্নিতেই স্থালীপাক প্রস্তুত করে, শিশুর জন্মতিথি ও নক্ষত্রের অধিপতিদেবতাসমেত তিন নক্ষত্রের উদ্দেশে আহুতি দিয়ে—মাঝখানে সেই নক্ষত্রের উদ্দেশে আহুতি দেবেন যার অধীনে শিশুর জন্ম হয়েছে—যদিও দেবতা সব সময় তৎসংশ্লিষ্ট নক্ষত্রের অগ্রবর্তী হবে। মন্ত্র—আমাদের প্রার্থনার ফলে এই বরণীয় অগ্নি যেন আজ তোমাকে পূর্ণ আয়ু দান করেন। হে আয়ুপ্রদাতা অগ্নি, হব্যদ্রব্য দ্বারা বর্ধিত হয়ে বাঁচার জন্য আমাদের আয়ু দান কর। তোমার মুখ ও তোমার আসন যেন ঘৃতে পূর্ণ হয়, ঘৃত ও গরুর সুমিষ্ট সুন্দর দুধ পান করে পিতা যেমন পুত্রকে তুমি তেমন এখানে একে রক্ষা কর। "ত্বং সোম—" (ঋ. ১/৯১/৭) এই মন্ত্র বলে দশম আহুতি দেবেন। শিশুর নাম উচ্চস্বরে উল্লেখ করে, ব্রাহ্মণদের দ্বারা স্বস্তিবাচন করিয়ে, একই ভাবে প্রতিমাসে শিশুর জন্মতিথিতে আহুতি দেবেন; একবছর অতিক্রান্ত হলে সাধারণ গার্হস্থ্য অগ্নিতে আহুতি দেন।

ষড়বিংশ খণ্ড (১/২৬/১-২৮)

হোমকর্ম

ঐ আহুতি দেন যথাক্রমে অগ্নিকে, কৃত্তিকাকে; প্রজাপতিকে, রোহিণীকে; সোমকে, মৃগশিরাকে; রুদ্রকে, আর্দ্রাকে; পিতৃদের, মঘাকে; ভগকে, ফল্গুনীদ্বয়কে; অর্যমাকে, ফল্গুনীকে; সবিতৃকে, হস্তাকে; ত্বষ্টাকে, চিত্রাকে; বায়ুকে, স্বাতীকে; ইন্দ্র ও অগ্নিকে, বিশাখাদের; মিত্রকে, অনুরাধাকে; ইন্দ্রকে, জ্যেষ্ঠাকে; নির্ঋতিকে, মূলাকে; অপ্‌দের, অষাঢ়াদের; বিশ্বদেবতাকে, অষাঢ়াদের; ব্রহ্মন্‌কে, অভিজিৎকে; বিষ্ণুকে, শ্রবণাকে; বসুদের, ধনিষ্ঠাদের; বরুণকে, শতভিষাকে; অজ একপাদকে, প্রোষ্ঠপদাকে; অহির্বুধ্ন্যকে, প্রোষ্ঠপদাদের; পূষাকে, রেবতীকে; অশ্বিদ্বয়কে, অশ্বিনীদ্বয়কে; (এবং) যমকে ও ভরণীদের উদ্দেশে।

সপ্তবিংশ খণ্ড (১/২৭/১-১১)

অন্নপ্রাশন

ষষ্ঠ মাসে হয় অন্নপ্রাশন (অর্থাৎ কঠিন খাদ্যের প্রথম ভক্ষণ)। ভক্ষ্য-অন্ন-প্রার্থী ব্যক্তি শিশুকে ছাগমাংস ভক্ষণ করাবেন। ব্রহ্মতেজপ্রার্থী তিতির পাখীর মাংস ভক্ষণ করান, দ্রুতগতিপ্রার্থী মৎস্য ভক্ষণ করান, তেজপ্রার্থী ঘৃতমিশ্রিত অন্ন ভক্ষণ করান। দধি, মধু ও ঘৃত দিয়ে প্রস্তুত খাদ্য শিশুকে ভক্ষণ করাবেন। 'অন্নপতয়ে—'(খাদ্যের অধিপতি, আমাদের তুমি দাও ব্যথারহিত ও শক্তিশালী খাদ্য; দাতাকে এগিয়ে দাও; আমাদের, মানুষ ও প্রাণীদের তুমি শক্তি দাও), "যচ্চিদ্ধি—" (ঋ. ৪/১২/৪), "মহশ্চিদ্—"(ঋ. ৪/১২/৫), 'ইমমগ্ন—' (অগ্নি, তাকে দীর্ঘজীবন ও দ্যুতি দাও; তুমি হও ক্ষুরধার। বরুণ, রাজা সোম, অদিতি যেন মায়ের মত তাকে রক্ষা করেন; সব দেবতা যেন তাকে রক্ষা করেন, যাতে সে বার্ধক্য পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে) এই মন্ত্রে অভিমন্ত্রণ করে, "স্যোনা পৃথিবি—" (ঋ. ১/২২/১৫) এই মন্ত্র দিয়ে শিশুকে উত্তরমুখী কুশ-গুলির উপর বসিয়ে, মহাব্যাহৃতিগুলি দিয়ে তাকে ভক্ষণ করানো শেষ করা হয়। অবশিষ্ট অংশ ভক্ষণ করবেন (শিশুর) মাতা।

অষ্টাবিংশ খণ্ড (১/২৮/১-২৪)

চূড়াকরণ

এক বৎসর পরে হয় চূড়াকর্ম (অর্থাৎ শিশুর মাথার মধ্য অংশ মুণ্ডিত করা)। অথবা এই অনুষ্ঠান হয় তৃতীয় বৎসরে। ক্ষত্রিয়ের পক্ষে হয় পঞ্চম বৎসরে। বৈশ্যের পক্ষে সপ্তম বৎসরে। অগ্নিকে বাইরের প্রশস্ত কক্ষে (৫/২ দ্র.) সমিৎ-সহযোগে স্থাপন করে, চাল, যব, তিল ও মাষকলাই-এর পাত্রগুলি পূর্ণ করে, ষাঁড়ের বিষ্ঠা ও চুল ধরে রাখবার জন্য সমূল কুশগুচ্ছ, আয়না, মাখন ও লোহার বা তামার ক্ষুর উত্তরদিকে রেখে, 'সংপৃচ্যধ্বং—(হে পবিত্র অতি মধুর জলরাশি, সম্পদলাভের জন্য তোমরা তোমাদের তরঙ্গ দ্বারা দুগ্ধকে মধুর সঙ্গে সংমিশ্রিত করে নিজেদের মিশ্রিত কর) এই মন্ত্রে উষ্ণ জলে শীতল জল ঢালেন। 'আপ—' (জল যেন তোমাকে জীবন, বার্ধক্য ও দীপ্তির জন্য আর্দ্র করে। আমি তোমার জন্য প্রস্তুত করি জমদগ্নির তিন-গুণ বয়স, কাশ্যপের তত বয়স, অগস্ত্যের তিনগুণ বয়স, দেবতাদের তিনগুণ বয়স) এই মন্ত্রগুলি বলে চুলের ডানদিকে তিনবার উষ্ণ জল ছিটান। কেউ কেউ বলেন শজারুর কাঁটা দিয়ে বদ্ধ কেশ মুক্ত করে সদ্যপ্রস্তুত মাখন তার চুলে লেপন করে, চুলের মাঝে 'ওষধে—' (ওষধি, একে রক্ষা কর) এই বলে একটি নূতন কুশপত্র রাখেন। চুল ও কুশপত্র আয়না দিয়ে স্পর্শ করে, 'তেজোহসি—'(তুমি ক্ষুরধার, কুঠার তোমার পিতা। এক হিংসা কর না) এই কথাগুলি বলে লোহার ক্ষুর তুলে নেন। 'যেনাবপত্—' (যে অস্ত্র দিয়ে অবহিত সবিতা শুরুতে রাজা বরুণের শ্মশ্রু মুণ্ডন করেছেন, যা দিয়ে ধাতা বৃহস্পতি ইন্দ্রের মস্তক মুণ্ডন করেছেন তা দিয়ে, ব্রাহ্মণেরা, আজ তোমরা বালকের এই মস্তক মুণ্ডন কর; এই আয়ুষ্মান বালক, এই বীরসন্তান যেন দীর্ঘায়ু হয়) এই বলে চুলের অগ্রভাগ ও তরুণ কুশপত্র ছেদন করেন। একইভাবে দ্বিতীয়বার, একইভাবে তৃতীয়বার এই কাজটি করা হয়। এইভাবে বাঁ দিকেও দু-বার চুল কাটা হয়। গোদানকর্মে শ্মশ্রুমুণ্ডনের পদ্ধতি অনুযায়ী কুক্ষির নীচে ছ-সাত (ষষ্ঠ ও সপ্তম) বার মুণ্ডন করা হয়। এই যে চূড়াকর্ম তা গোদান-কর্মই। এটি সম্পন্ন হয় ষোড়শ বা অষ্টাদশ বৎসর বয়সে। তবে মুণ্ডনের তৃতীয়বারে গাভী ও এ-যাবৎ অধৌত একটি নব বস্ত্র প্রদান করা হয়। কন্যাদের বেলায় অনুষ্ঠানটি করা হয় বিনামন্ত্রে। চুলগুলি উত্তর-পূর্বদিকে, ওষধিবহুল স্থানে অথবা জলাশয়ের কাছাকাছি মাটিতে পুঁতে ফেলবেন। নাপিতকে শস্যপাত্রগুলি দান করবেন।[১]

১। মূলে অধ্যায়ের সমাপ্তি সূচিত করার জন্য 'নাপিতায় ধান্যপাত্রাণি' এই শেষ দুই পদকে দু-বার উল্লেখ করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রথম খণ্ড (২/১/১-৩০)

উপনয়ন

গর্ভধারণ থেকে অষ্টম বৎসরে ব্রাহ্মণের উপনয়নসংস্কার সম্পন্ন করবেন। কৃষ্ণসারমৃগের চর্ম দিয়ে (উপনয়ন হয়)। অথবা হয় গর্ভধারণের দশম বৎসরে। গর্ভধারণের একাদশ বৎসরে চিত্রমৃগের চর্ম দিয়ে ক্ষত্রিয়ের উপনয়ন হয়। গর্ভধারণের দ্বাদশ বৎসরে চিত্রলমৃগের চর্ম দিয়ে বৈশ্যের উপনয়ন হয়। ব্রাহ্মণের উপনয়নের সময় (বয়স) ষোল বছর পর্যন্ত অতিক্রান্ত হয় না। ক্ষত্রিয়ের উপনয়ন বাইশ বছর বয়স পর্যন্ত হতে পারে। সেই সময় অতিক্রান্ত হয়ে গেলে তারা হয়ে যায় 'পতিতসাবিত্রীক' (যে সাবিত্রী মন্ত্র শিক্ষা করার অধিকার হারিয়েছে)। এই সাবিত্রীপতিত বালকদের উপনয়ন করাবেন না। অথবা সকলকে সব বর্ণেরই শিষ্যদের অধৌত নূতন বস্ত্র পরিধান করিয়ে এবং কটিবন্ধ পরিয়ে উপনয়ন করাবেন। ব্রাহ্মণের কটিবন্ধ হবে মুঞ্জতৃণের, ক্ষত্রিয়ের ধনুকের ছিলার এবং বৈশ্যের পশমী সূতার। ব্রাহ্মণের যষ্টি হবে পলাশ বা বেল কাঠের তৈরী। ক্ষত্রিয়ের যষ্টি হবে ন্যগ্রোধ কাঠের। বৈশ্যের যষ্টি হবে ডুমুরকাঠের। ব্রাহ্মণের যষ্টি হবে নাসিকা পর্যন্ত দীর্ঘ। ক্ষত্রিয়ের যষ্টি কপাল পর্যন্ত। বৈশ্যের চুল পর্যন্ত। অথবা সব ধরণের যষ্টিই সকলে ব্যবহার করতে পারেন। যা-কিছু পরে' ছাত্রের উপনয়ন হবে, তা আচার্যের অধিকারে থাকবে। সম্পূর্ণ মুণ্ডন করে উপনীত হতে হবে। শিষ্য স্নান করে ও অলঙ্কৃত হয়ে উপনীত হলে আচার্য আহুতি দান করে অগ্নির পিছনে পূর্বমুখী হয়ে এবং অপর জন (শিষ্য) পশ্চিমমুখী হয়ে অবস্থান করেন। আচার্য দাঁড়িয়েই দণ্ডায়মান শিষ্যের উপনয়ন করাবেন। তিনি বলবেন 'মিত্রের দৃঢ় তীক্ষ্ণচক্ষু, অপূর্ব কান্তি, শক্তিশালী ও সমৃদ্ধিদায়ক পবিত্র মৃদু বস্ত্র এই যে মৃগচর্ম তা বীর্যবান আমি পরিধান করি।'

দ্বিতীয় খণ্ড (২/২/১-১৫)

উপনয়ন

'ইয়ং দুরুক্তাত্'—(দুর্বচন থেকে আমাদের রক্ষা করে, শোধকের মত আমাদের জ্ঞাতি-গোষ্ঠীকে শোধিত করে, নিজে বস্ত্র পরিহিত হয়ে, নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের বল দিয়ে, শক্তি-সহযোগে, এই অনুকূল সৌভাগ্যশালী মেখলা আমাদের এখানে এসেছে) এই মন্ত্রে তিনবার বাম থেকে ডান দিকে মেখলাটিকে বেষ্টন করে একটি অথবা তিনটি, অথবা পাঁচটি গ্রন্থি বাঁধবেন। 'যজ্ঞোপবীতমসি—' (তুমি যজ্ঞীয় সূত্র। যজ্ঞীয় সূত্র দিয়ে তোমাকে বেষ্টিত করি) এই বলে যজ্ঞীয় উপবীত (পৈতা) প্রস্তুত করে আচার্য নিজের ও ছাত্রের অঞ্জলি জল দিয়ে পূর্ণ করে তারপর সেই ছাত্রকে বলেন, 'কো নামাসি' (তোমার নাম কি?)। অপর জন (শিষ্য) বলেন 'অসৌ অহং ভোঃ' (আমি অমুক, মহাশয়)। আচার্য বলেন 'সমানার্ষেয়ঃ' (একই ঋষি হতে উদ্ভূত?)। অপর জন্য (শিষ্য) বলে 'সমানার্ষেয়োঽহং ভোঃ' (একই ঋষি হতে উদ্ভূত,

মহাশয়)। (আচার্য অঞ্জলি দিয়ে শিষ্যের অঞ্জলিতে তিনবার জল সিক্ত করে, নিজের ডান হাত উপরে আছে এমন দুই হাত দিয়ে শিষ্যের দুই হাত শক্তভাবে ধরে 'দেবস্য—'(সবিতৃদেবের প্রেরণায় অশ্বিদ্বয়ের বাহুগুলি দিয়ে, পূষার হাত-দুটি দিয়ে তোমার উপনয়ন করি) এই মন্ত্র জপ করেন। যাঁরা বহু সমর্থকের আকাঙক্ষা করেন তাঁদের তিনি ''গণানাং ত্বা—''(ঋ. ২/২৩/১) এই মন্ত্রে উপনয়ন করাবেন। ''আ গন্তা মা—'' (ঋ ৮/২০/১) এই মন্ত্রে যোদ্ধাদের উপনয়ন করাবেন। অসুস্থ বালকদের মহাব্যাহৃতি দিয়ে (উপনয়ন করাবেন)।

তৃতীয় খণ্ড (২/৩/১-৫)

উপনয়ন

'ভগস্তে—'(ভগ তোমার হাত শক্ত করে ধরেছেন, সবিতা তোমার হাত শক্ত করে ধরেছেন, পূষা তোমার হাত শক্ত করে ধরেছেন। অর্যমা তোমার হাত শক্ত করে ধরেছে। অধিকারবলে তুমি মিত্র, অগ্নি তোমার আচার্য। এই অগ্নি এবং আমি দু-জনেই তোমার আচার্য। অগ্নি, এই ব্রহ্মচারী শিষ্যকে তোমায় সমর্পণ করলাম। ইন্দ্র, এই ব্রহ্মচারীকে তোমায় সমর্পণ করলাম। সূর্য, আমি এই ব্রহ্মচারীকে তোমায় সমর্পণ করলাম। বিশ্বদেবগণ, এই ব্রহ্মচারীকে তোমাদের নিকট দীর্ঘজীবনের জন্য, সুসন্তান ও সুশক্তির জন্য সম্পদ্‌বৃদ্ধির জন্য, সর্ববেদে পারদর্শী হওয়ার জন্য, যশের জন্য, কল্যাণের জন্য সমর্পণ করলাম)। 'ঐন্দ্রীম্—' (ইন্দ্রের পথে আমি চলি, সূর্যের পথে আমি তার পিছন পিছন চলি) এই কথাগুলি বলে আচার্য বাম দিক থেকে ডান দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে, ডান হাতের প্রাদেশ (প্রসারিত তর্জনী ও অঙ্গুষ্ঠ) দিয়ে ছাত্রের ডান কাঁধ ধরে শিষ্যের হৃদয়স্থান (বক্ষ) 'অরিষ্যতস্তে—' (আমি যেন তোমার পবিত্র হৃদয়ের প্রিয় হই) এই মন্ত্রে স্পর্শ করেন। নিঃশব্দে দক্ষিণ থেকে বামে ঘুরে তারপর তিনি এই ছাত্রের বক্ষে হাত ঊর্ধ্বাঙ্গুলি করে রেখে জপ করেন।[১]

চতুর্থ খণ্ড (২/৪/১-১২)

উপনয়ন

'মম ব্রতে—' (আমার ব্রতে তোমার হৃদয় স্থাপিত করি; আমার মনের অনুবর্তী হোক তোমার মন; আমার বাক্য তুমি একমনে শুনে আনন্দিত হও; বৃহস্পতি যেন আমার সাথে তোমাকে যুক্ত করেন। তুমি কামের ব্রহ্মচারী) এই মন্ত্রে (৩/২ দ্র.) আগেরই মতো ঘুরে, ডান হাতের বিতস্তি দিয়ে ছাত্রের ডান কাঁধ স্পর্শ করে তিনি 'ব্রহ্মচার্যসি'—(তুমি ব্রহ্মচারী। অগ্নিতে সমিৎ স্থাপন কর, জল পান কর, কাজ কর, পরিষেবা কর। দিনের বেলায় নিদ্রা যেও না। সমিৎ-স্থাপনের আগে পর্যন্ত মৌন থাক), 'এষা তে—' (অগ্নি, এই তোমার সমিৎ) এই মন্ত্রে অথবা নিঃশব্দে অগ্নিতে সমিৎ স্থাপন করেন।

১। জপের মন্ত্রটি ২/৪/১ সূত্রে বলা হচ্ছে।

পঞ্চম খণ্ড (২/৫/১-১২)

সাবিত্র-অনুবাচন

একবৎসর পরে আচার্য শিষ্যকে সাবিত্রী মন্ত্র বলবেন। অথবা তিন রাত্রি অতিক্রান্ত হলে বা উপনয়নের সঙ্গে সাবিত্রী শোনাবেন। ব্রাহ্মণকে তিনি গায়ত্রী ছন্দের মন্ত্র বলবেন। ক্ষত্রিয়কে ত্রিষ্টুপ্ ছন্দের এবং বৈশ্যকে জগতী ছন্দের মন্ত্র বলবেন। সকলের ক্ষেত্রেই সবিতৃদেবতার মন্ত্রই বলবেন। আচার্য ও শিষ্য অগ্নির উত্তর দিকে বসেন। আচার্য পূর্বমুখী হয়ে, অপর জন (= শিষ্য) পশ্চিমমুখী হয়ে বসেন। শিষ্য 'মহাশয়, মন্ত্র বল' বলার পর আচার্য 'ওম্' শব্দটি উচ্চারণ করে অন্য জনকে (শিষ্যকে) বলান—'মহাশয়, সাবিত্রী ঋক্ বল।'[১] তখন তিনি এই শিষ্যকে ''তৎ সবিতুর্বরেণ্যং—'' (ঋ ৩/৬২/১০) এই সাবিত্র মন্ত্রটি বলেন—প্রথমে প্রত্যেক পাদ ধরে ধরে, তারপর প্রত্যেক অর্ধমন্ত্র ধরে ধরে এবং তারপরে সমগ্র মন্ত্র একনিঃশ্বাসে পাঠ করে শোনান।

ষষ্ঠ খণ্ড (২/৬/১-৮)

ব্রহ্মচর্যব্রত

'আপো নাম—'(তোমরা হলে জল; তোমরা হচ্ছ মঙ্গলময়। তোমরা শক্তিময়, তোমরা অক্ষয়, তোমরা হচ্ছ নির্ভীক, তোমরা অমর। সেই তোমাদের অংশ যেন পাই; তোমাদের কল্যাণময় চিত্তে আমাকে স্থান দাও) এই কথাগুলি বলে আচার্য শিষ্যকে তিনবার জল পান করিয়ে ''স্বস্তি নো''—(ঋ. ৫/৫১/১১-১৫) ইত্যাদি পাঁচটি মন্ত্রে তাকে যষ্টি প্রদান করেন। যজ্ঞের দক্ষিণা হচ্ছে ঐচ্ছিক দ্রব্য। অগ্নির চারপাশে শিষ্যকে তিনি (আচার্য) পরিক্রমা করিয়ে আনবেন। এরপর শিষ্য অন্নভিক্ষা করতে গ্রামে যান। প্রথমে কিন্তু মাতার কাছেই অথবা যিনি প্রত্যাখ্যান করবেন না এমন নারীর কাছেই ভিক্ষা চাইবেন। আচার্যের নিকটে লব্ধ ভিক্ষাসামগ্রীর কথা জানিয়ে তাঁর অনুমতি পেয়ে সেই ভিক্ষান্ন ভোজন করবেন। প্রতিদিন অগ্নিতে সমিৎ-স্থাপন, ভিক্ষাপ্রার্থনা, ভূমিশয্যা—এগুলি শিষ্যের পক্ষে অবশ্য কর্তব্য।

সপ্তম খণ্ড (২/৭/১-২৯)

অনুবাচন

এ-বার বেদাধ্যাপনের কথা বলা হচ্ছে। আচার্য ও শিষ্য উভয়ে অগ্নির উত্তর দিকে বসেন। আচার্য বসেন পূর্বমুখী হয়ে। শিষ্য পশ্চিমমুখী হয়ে। শিষ্য আচার্যের দুই চরণে প্রণাম করে নিজের হাত-দুটি ধুয়ে নিয়ে নূতন কচি কুশগুলির মূলের উপর ডান হাঁটু পেতে ঐ কুশমূলগুলিকে মাঝখানে দুই হাতে শক্ত করে ধরে রাখেন—ডান হাত থাকবে বাম হাতের উপরে। আচার্য ঐ কুশগুলির অগ্রভাগ হাত দিয়ে শক্ত করে ধরে ডান হাত দিয়ে সেগুলিতে জল ছিটিয়ে শিষ্যকে

১। লক্ষ্য করার মতো যে, শিষ্য আচার্যকে 'বলুন' না বলে 'বল' বলছে। অথবা ১০-১১ নং সূত্রে নির্দিষ্ট বাক্য-দুটি আচার্যই শিষ্যের উদ্দেশে বলেন বলে ধরে নিতে হবে।

বলান 'সাবিত্রীং—' (মহাশয়, সাবিত্রী ঋক্ বল)। শিষ্য তখন তা বলে। আচার্য বলেন, 'সাবিত্রীং তে—'(আমি তোমাকে সাবিত্রী ঋক্ বলছি)। শিষ্য বলে 'গায়ত্রীং ভো—'(মহাশয়, গায়ত্রী বল)। আচার্য বলেন, 'গায়ত্রীং—'(আমি তোমায় গায়ত্রী বলছি)। শিষ্য বলে 'বৈশ্বা—'(বিশ্বামিত্রের ঋক্‌বল) আচার্য বলেন, 'বৈশ্বানরীং—'(আমি তোমাকে বিশ্বামিত্রের মন্ত্র শোনাচ্ছি)।[১] অপর জন বলে, 'ঋষীন্—' (ঋষিদের কথা বল)। আচার্য বলেন, 'ঋষীংস্তে—' (তোমাকে ঋষিদের কথা শোনাচ্ছি)। অপর জন (বলে), 'দেবতা ভো—' (দেবতাদের কথা বল, মহাশয়)। আচার্য বলেন, 'দেবতাস্তে—' (অমি তোমাকে দেবতাদের কথা বলছি)। অপর জন বলে, 'ছন্দাংসি তে'(আমি তোমাকে ছন্দের কথা বলছি)। অপর জন বলে, 'শ্রুতিং ভোঃ' (মহাশয়, শ্রুতি বল)। আচার্য বলেন, 'শ্রুতিং তে—'(আমি তোমাকে শ্রুতি উচ্চারণ করে শোনাচ্ছি)। অপর জন বলে, 'স্মৃতিং ভো—'(স্মৃতি বল), আচার্য বলেন 'স্মৃতিং তে —'(আমি তোমাকে স্মৃতির কথা শোনাই)। শিষ্য বলে 'শ্রদ্ধামেধে—'(শ্রদ্ধা ও অন্তর্দৃষ্টি শেখাও, মহাশয়)। আচার্য বলেন, 'শ্রদ্ধামেধে—'(আমি তোমাকে বিশ্বাস[১] ও অন্তর্দৃষ্টি শেখাচ্ছি। এই এই ভাবে যে যে ঋষির যে যে সূক্তের যে যে মন্ত্র, যা সেই সেই মন্ত্রের দেবতা, যা ছন্দ তা তেমন তেমন বলে সেই সেই মন্ত্র পাঠ করে শোনাবেন। অথবা ঋষি, দেবতা, বা ছন্দ না জানলেও আচার্য শেষে "তৎ সবিতুর্বরেণ্যং —" (ঋ. ৩/৬২/১০) এই মন্ত্রটিই পাদ ধরে ধরে, অর্ধাংশ ধরে ধরে এবং একনিঃশ্বাসে ও এই মন্ত্র সবিতৃদেবতার, এটির ছন্দ গায়ত্রী, ঋষির সূক্তগুলি অথবা এক একটি অনুবাক অথবা যতখানি আচার্য উচিত বলে মনে করবেন, ততখানিই শিক্ষা দেবেন। অথবা ইচ্ছা অনুযায়ী প্রত্যেক ঋষির প্রথম ও শেষ সূক্তটি অথবা প্রত্যেক অনুবাকের প্রথম ও শেষ সূক্তটি অথবা প্রত্যেক সূক্তের প্রথম একটি করে মন্ত্র তিনি পাঠ করবেন।[২] ইচ্ছা হলে সূক্তের শুরুতে আচার্য বলতে পারেন, 'এষা—'(এটিই শুরু)। 'ঋষিস্বাধ্যায়' শাস্ত্রে এ-সম্বন্ধে বিশদ বলা হয়েছে। পাঠ শেষ হলে নূতন কুশমূলগুলি নিয়ে মূলে গোময়-গহ্বর তৈরী করে প্রতি সূক্তের জন্য কুশের উপর সেখানে জল ছিটান। দিনের অবশিষ্ট অংশ দাঁড়িয়ে এবং উপবাস করে কাটান।

অষ্টম খণ্ড (২/৮/১-২)

অনুবাচন

অপরাহ্নে শিষ্য ভর্জিত যব ভিক্ষা করে এনে আজ্যহোমের অনুষ্ঠান-পদ্ধতি অনুযায়ী "সদসম্পতিম্—" (ঋ. ১/১৮/৬-৯) সূক্তের অবশিষ্টাংশের এক একটি মন্ত্রে অগ্নিতে সেগুলি আহুতি দেবেন। আচার্যকে অন্ন-রূপ (দক্ষিণা দিয়ে স্বস্তিবাক্য) পাঠ করাবেন।

১। মূলে 'শ্রদ্ধামেধে' পদটির পরে 'তে' পদটি নেই, কিন্তু তা থাকলে আচার্যের কথিত পূর্ববর্তী বাক্যগুলির সঙ্গে মিল বজায় থাকে।

২। ২৪-২৫ নং সূত্রকে একত্রিত করে অর্থ হতে পারে—প্রত্যেক অনুবাকের প্রত্যেক সূক্তের প্রথম একটি করে মন্ত্র পাঠ করতে পারেন।

নবম খণ্ড (২/৯/১-৩)

সন্ধ্যা-উপাসনা

প্রতিদিন অরণ্যে হাতে সমিৎ নিয়ে, বাক্‌সংযমী হয়ে, ঈশান দিক লক্ষ্য করে উত্তর-পশ্চিমমুখী হয়ে বসে, যতক্ষণ না নক্ষত্র দেখা যায় ততক্ষণ সন্ধ্যা-উপাসনা করেন। সন্ধ্যা অতিক্রান্ত হলে মহাব্যাহৃতি, সাবিত্রী ঋক্ ও স্বস্তিসূক্তগুলি জপ করে উপাসনা শেষ করেন। এইভাবে সকালে যতক্ষণ না সূর্যের মণ্ডলটি দেখা যায় ততক্ষণ পূর্বমুখী হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন। সূর্য উঠলে অধ্যয়ন শুরু হয়।

দশম খণ্ড (২/১০/১-৮)

অগ্নি-পরিচর্যা

প্রতিদিন সন্ধ্যায় ও সকালে অগ্নির পরিচর্যা করতে হবে। অগ্নিকে কাঠ দিয়ে প্রজ্বলিত করে তার চারপাশের ভূমি হাত দিয়ে মুছে, তার চারপাশে জল ছিটিয়ে, ডান হাঁটু নত করে, 'অগ্নয়ে—'(অগ্নির জন্য, মহান জাতবেদার জন্য সমিৎ এনেছি। সেই জাতবেদা অগ্নি যেন আমাকে শ্রদ্ধা ও মেধা দান করেন, স্বাহা। সমিৎ, তুমি হচ্ছ যজ্ঞকাষ্ঠ, আমরা যেন সমৃদ্ধ হই। তুমি হচ্ছ সমিৎ-ইন্ধন, তুমি হচ্ছ দীপ্তি; আমার মধ্যে দীপ্তি নিহিত কর, স্বাহা। প্রজ্বলিত হয়ে আমাকে সন্তানে ও সম্পদে সমৃদ্ধ করে তোল, স্বাহা। অগ্নি, এই তোমার সমিৎ, এর দ্বারা তুমি বর্ধিত হও, বর্ধিত কর আমাকে। আমারও যেন বৃদ্ধি পাই, যেন সম্পন্ন হই, স্বাহা) এই মন্ত্র পাঠ করেন। এরপর অগ্নির চারপাশে জল ছিটিয়ে, 'অগ্নিঃ—'(অগ্নি আমাকে শ্রদ্ধা ও মেধা, অবিচ্যুতি ও স্মৃতিশক্তি দান করুন। এই জাতবেদা অগ্নি স্তুত হয়ে আমাদের আশীর্বাদ করুন) এই মন্ত্রে অগ্নির 'উপস্থান' (প্রণাম) করেন। সৌপর্ণব্রতে বিবৃত প্রাচীনদের দ্বারা পরম্পরাক্রমে অনুষ্ঠিত 'ত্র্যায়ুষ' এমন পাঁচটি মন্ত্রের এক একটি মন্ত্র দিয়ে কপাল, বক্ষ, ডান কাঁধ ও বাম কাঁধ এবং তারপর পৃষ্ঠদেশে ত্রিপুণ্ড্র চিহ্নিত করেন। যিনি এইভাবে আহুতি দিয়ে অগ্নির উপস্থান করেন, তিনি এই বেদগুলির একটি, দুটি, তিনটি অথবা সবগুলিই অধ্যয়ন করেন বলে ধরে নিতে হবে।

একাদশ খণ্ড (২/১১/১-১৩)

শুক্রিয়ব্রত

এ-বার (বিশেষ) ব্রতের নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে। তার অনুষ্ঠান-পদ্ধতি উপনয়নের দ্বারাই ব্যাখ্যাত হয়ে গিয়েছে। ব্রতপালনকারী এখানে সাবিত্রী ঋক্ পাঠ করবেন না। কেউ কেউ বলেন এই অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয় দণ্ডের প্রদানেই। সূর্যের উত্তরায়ণের সময়ে শুক্লপক্ষে এই অনুষ্ঠান হয়। আচার্য সম্পূর্ণ এক দিন ও এক রাত্রি পত্নীসংসর্গ ও মাংসভক্ষণ থেকে বিরত থেকে ব্রহ্মচারী হন[১]। চতুর্দশী ও পক্ষের অষ্টমী তিথি ব্যতিরেকে অন্য কোন তিথিতে এই ব্রত

১। আচার্য যেমন ব্রহ্মচর্য পালন করেন, তেমন শিষ্যও মাংস ভক্ষণ থেকে বিরত হয়ে ব্রহ্মচারী হয়ে থাকেন—এই অর্থও সম্ভব।

পালন করতে হয়। কেউ কেউ বলেন পক্ষের প্রথম ও শেষ দিনও বর্জন করতে হয়। অথবা অন্য যে-দিনটি অশুভ বলে মনে করেন সেই দিনটিও বর্জন করে শুক্লপক্ষের কোন শুভ তিথিতে আচার্য শিষ্যকে শুক্রিয় ব্রতের জন্য ব্রহ্মচর্যের নির্দেশ দেবেন। সেই ছাত্র তিন দিন, বারো দিন, এক বছর বা যতদিন পর্যন্ত গুরু উচিত মনে করেন ততদিন ব্রহ্মচর্য পালন করেন। শাক্কর ব্রত অবশ্য পালন করতে হবে এক বছর। মহাব্রত ও উপনিষৎ-সম্পর্কিত অনুষ্ঠানগুলিও পালন করতে হবে (সেইভাবে)। সময় পূর্ণ হলে, ব্রহ্মচর্য পালিত হলে শংযু-বার্হস্পত্য সূক্ত পর্যন্ত বেদ অনূক্ত হলে আচার্যের পাঠদানের পর শিষ্যের নিজেরও পাঠ করা হয়ে যায়। বেদের গূঢ় অংশ শিষ্যকে শোনাতে গিয়ে আচার্য সময় ও ব্রত-সম্পর্কিত সংশ্লিষ্ট নিয়ম শিষ্যকে নির্দেশ দ্বারা বুঝিয়ে দেবেন।[১]

দ্বাদশ খণ্ড (২/১২/১-১৮)

উদ্দীক্ষণিকা

সকালে আহারের পরে অপরাহ্ণে 'অপরাজিতা' (উত্তর-পূর্ব) দিকে আচার্য আহুতি দেন। আহুতি দেওয়ার পর আচার্য এই শিষ্যকে যে যে দেবতার ক্ষেত্রে শিষ্য ব্রতের ভারপ্রাপ্ত হয়েছে, সে-সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন।[২] 'অগ্নাবিন্দ্র—' (তুমি কি অগ্নি, ইন্দ্র, সূর্য ও বিশ্বদেবগণের ক্ষেত্রে ব্রহ্মচর্য পালন করেছ?)। উত্তরে 'চরিতং ভোঃ' (আমি সেগুলি পালন করেছি) বলে অগ্নির পিছনে আচার্যের সামনে পূর্বমুখী হয়ে দাঁড়ালে আচার্য শিষ্যের মুখ বাম থেকে ডান দিকে নূতন অক্ষত বস্ত্র দিয়ে তিনবার বেষ্টন করে দেন। বস্ত্রের প্রান্ত উপর দিকে করে দেন যাতে তা খুলে না যায়। (আচার্য তখন বলেন) 'ত্রিরাত্রং—'(তিনদিন সমিৎ স্থাপন, ভিক্ষাচর্যা, ভূমিশয্যা এবং গুরুসেবা না করে বনে, দেবগৃহে বা যেখানে অগ্নিহোত্র সম্পন্ন হয় সেখানে অপ্রমত্ত ও মৌন থেকে উপবাস পালন কর)। এই এই বিষয়ে কোন কোন আচার্য এই নিয়মগুলিই কেবল এক রাত্রির জন্য দাঁড়িয়ে থেকে পালন করতে নির্দেশ দেন। আচার্য নিজে মাংসভক্ষণ ও স্ত্রীসংসর্গ থেকে বিরত থাকেন। তিন রাত্রি বা ঐ এক রাত্রি অতিক্রান্ত হলে গ্রাম থেকে বাহির হয়ে তিনি অধ্যয়নের পক্ষে অপবিত্র এই সকল মানুষ বা বস্তুর দিকে দৃষ্টি দেবেন না—কাঁচা মাংস, চণ্ডাল, সদ্য প্রসবকারিণী, রজস্বলা নারী, ছিন্নহস্ত, শ্মশান, সব ধরনের মৃতবৎ প্রাণী ও যারা আগে মুখ দিয়ে তাদের গহ্বরে প্রবেশ করে।[৩] নিজের বাসস্থান ত্যাগ করে উত্তর-পূর্বদিকে বেরিয়ে গিয়ে আচার্য এক পরিষ্কার জায়গায় পূর্বদিকে মুখ করে বসেন। সূর্য উঠলে তিনি অনুবাচনের নিয়মে (২/৭ দ্র:) মৌনী ও উষ্ণীষধারী শিষ্যকে বেদের রহস্যকাণ্ড শিক্ষা

১। পরবর্তী খণ্ড দ্রঃ।

২।৩/১ দ্র:।

৩। মূলে আছে 'শবরূপাণি যান্যাস্যেন প্রবিশেয়ুঃ'। নারায়ণের ব্যাখ্যা অনুযায়ী সিংহ, সর্প ইত্যাদি হচ্ছে শবরূপ। এদের মধ্যে যারা মুখ দিয়ে গর্তে প্রবেশ করে বা খাদ্য মুখে করে এনে গুহায় প্রবেশ করে তাদের দিকে তাকাতে নেই। মতান্তরে মৃত মনুষ্য হচ্ছে শব। এই শবের সঙ্গে সম্পর্কিত কুকর, শৃগাল ইত্যাদির দিকে দৃষ্টিপাত করতে নেই।

দেবেন। কেবলমাত্র মহানাম্নী মন্ত্রগুলির ক্ষেত্রে এই নিয়ম পালন করতে হবে। মহানাম্নীর পরবর্তী অংশগুলি আচার্য পাঠ করতে থাকলে অপরে (শিষ্য) কেবল তা (বসে) শুনবে। ছাত্র শিক্ষককে দেন উষ্ণীষ, পাত্র, একটি ভাল গাভী। "ত্বং তং—"(ঋ. ১/১৮/৫) এবং "উচ্চা দিবি—" (ঋ. ১০/১০৭/২) মন্ত্রগুলি দিয়ে অথবা প্রণব দিয়ে (অর্থাৎ 'ওম্' বলে আচার্য) সেই সব দান গ্রহণ করেন। এখানে কেউ কেউ আরণ্যকের সব অংশেই বিশ্বেদেবাঃ দেবতাদের উদ্দেশে চরু প্রস্তুত করেন। মাণ্ডূকেয়ের মতে যে দেবতার উদ্দেশে ব্রহ্মচর্য পালন করা হয়েছে সেই অনুযায়ী চরু প্রস্তুত করতে হয়।

ত্রয়োদশ খণ্ড (২/১৩/১-৮)

দণ্ডসম্পর্কিত নিয়মাবলী

এখন এরপর থেকে যষ্টি বা দণ্ড-বিষয়ক নিয়মগুলি বর্ণিত হবে। নিজের ও দণ্ডের মাঝখানে দিয়ে যাবে না। যদি যষ্টি, মেখলা বা যজ্ঞোপবীতের কোন একটি ভেঙে বা ছিঁড়ে যায়, সেই একই প্রায়শ্চিত্ত করতে হয় যা বিবাহের সময়ে রথের বেলাতে করতে বলা হয়েছে। যদি কটিবন্ধের মেখলার কোন সংস্কার করা না যায়, তবে নূতন আর একটি মেখলা প্রস্তুত করে 'মেধ্যামেধ্যবিভাগজ্ঞে'—(যে তুমি শুদ্ধ ও অশুদ্ধের পার্থক্য জান, দিব্য রক্ষয়িত্রী সরস্বতী, হে মেখলা, আমার ব্রত অহীন ও অক্ষত রেখে দাও। অগ্নি, তুমি ব্রতের শুদ্ধ বাহক। অগ্নি, তুমি এখানে আমাদের যাগে ও আমাদের আহুতিতে দেবতাদের বহন করে আন। ব্রতের বহনকারী, ব্রতের অপরাভূত রক্ষক, জরাহীন, অতি শক্তিশালী তুমি আমাদের দূত হও। ধনবাহী, অতি দয়ালু অগ্নি, হে জাতবেদাঃ, আমাদের তুমি বাঁচার জন্য রক্ষা কর।) এই মন্ত্রে অনুমন্ত্রণ করবেন। দণ্ডে যজ্ঞোপবীত বেঁধে রাখেন। এই বিষয়ে এ-কথাও বলা হয়, ব্রত পূর্ণ হলে বরুণমন্ত্রে[১] বা বেদের সার 'ওম্' শব্দে যজ্ঞোপবীত, কটিবন্ধ ও মৃগচর্ম জলে বিসর্জন দেবেন।

চতুর্দশ খণ্ড (২/১৪/১-২৬)

বৈশ্বদেবকর্ম

এ-বার বৈশ্বদেবকর্ম বলা হচ্ছে। হোমের পদ্ধতি পূর্বে ব্যাখ্যা করা হয়ে গিয়েছে।[২] পবিত্র গার্হপত্য অগ্নিতে সন্ধ্যায় ও সকালে বৈশ্বদেবের আহার্যের অংশ আহুতি দেবেন। 'অগ্নয়ে'—(অগ্নিকে স্বাহা, সোমকে স্বাহা, ইন্দ্র-অগ্নিকে স্বাহা, বিষ্ণুকে স্বাহা, ভরদ্বাজ ধন্বন্তরিকে স্বাহা, বিশ্বদেবকে স্বাহা, প্রজাপতিকে স্বাহা, বিষ্ণুকে স্বাহা, ভরদ্বাজ ধন্বন্তরিকে স্বাহা, বিশ্বদেবকে স্বাহা, প্রজাপতিকে স্বাহা, অদিতিকে স্বাহা, অনুমতিকে স্বাহা, অগ্নি স্বিষ্টকৃৎকে স্বাহা) এই মন্ত্রে এই দেবতাদের উদ্দেশে আহুতি দিয়ে, বাসস্থানের মাঝখানে এই দেবতাদেরই উদ্দেশে 'বলি' (অন্ন-উপহার) আহুতি দেবেন। 'নমো—'(ব্রহ্মান্ ও ব্রাহ্মণদের প্রণাম বলে অন্য একটি বলি আহুতি দেবেন।)। "বাস্তোষ্পতে—" (ঋ. ৭/৫৪/১) এই মন্ত্রে বাস্তোষ্পতির উদ্দেশেও

১। 'ন হি তে ক্ষত্রং—'(ঋ. ১/২৪/৬) এই মন্ত্রে।

২। ২/১০/৩ ইত্যাদি দ্রঃ।

বাস্তুভুমির মধ্যস্থলে আহুতি দেবেন। তারপর বলি দেন দিকগলির প্রদক্ষিণক্রমে বাম থেকে দক্ষিণে 'নম—'(ইন্দ্রকে এবং যা-কিছু ইন্দ্র-সম্পর্কিত তাঁদের উদ্দেশে প্রণাম! যম এবং যা-কিছু যমের সঙ্গে সম্পর্কিত তাঁদের উদ্দেশে প্রণাম! বৃহস্পতি ও যা-কিছু বৃহস্পতি-সম্পর্কিত তাঁদের উদ্দেশে প্রণাম) মন্ত্রে। এরপর সূর্যের বলয়ের দিকে ফিরে 'নমোঽদিতয়—'(আদিতি ও আদিত্যদের উদ্দেশে প্রণাম, নক্ষত্রদের, ঋতুদের, মাসসমূহের, পক্ষসমূহের, দিন-রাত্রিসমূহের উদ্দেশে, বৎসরের উদ্দেশে প্রণাম) এই বলে যথাযথ 'বলি' বিতরণ করেন। গৃহদ্বারগুলিতে 'পূষ্ণে —' (পথনির্মাতা পূষাকে, ধাতা, বিধাতা ও মরুৎগণের উদ্দেশে প্রণাম) এই মন্ত্র পাঠ করে। শাণপাথরে বলেন, 'বিষ্ণবে—'(বিষ্ণুর উদ্দেশে প্রণাম)। উলূখলে বলেন 'বনস্পতয়ে—'। 'ওষধীভ্য—' মন্ত্রটি বলেন যেখানে ওষধিসমূহ রাখা হয় সেখানে। 'পর্জন্যায়া —' মন্ত্রটি বলেন জলপাত্রের কাছে। খাটের মাথায় বলেন 'নমঃ—'। খাটের পায়ের দিকে 'ভদ্রকাল্যৈ' মন্ত্র এবং শৌচস্থানে 'নমঃ—' মন্ত্র বলেন। তারপর সন্ধ্যায় 'নক্তঞ্চরেভ্যঃ—' (নিশাচরদের উদ্দেশে) এই মন্ত্রে এবং সকালে 'অহশ্চরেভ্য—'(দিবাচরদের উদ্দেশে) ও 'যে দেবাসো—' (ঋ. ১/১৩৯/১১) এই মন্ত্রে বলি দেন। উত্তর দিকে অজ্ঞাত দেবতাদের এবং ধনপতির উদ্দেশে বলি দেন। ডান কাঁধের উপর দিকে অজ্ঞাত দেবতাদের এবং ধনপতির উদ্দেশে বলি দেন। ডান কাঁধের উপর থেকে যজ্ঞোপবীত প্রলম্বিত করে অবশিষ্ট অংশ ''যে অগ্নিদগ্ধা—'' (ঋ. ১০/১৫/১৪) এই মন্ত্রে দক্ষিণ দিকে ঢেলে দেন। দেবতাদের, পিতৃপুরুষদের ও মানুষের উদ্দেশে বলি দান করে বেদজ্ঞ ব্যক্তিকে ভোজন করাবেন। অথবা ভিক্ষার্থী ব্রহ্মচারীকে অন্ন ভিক্ষা দেবেন। এর পরেই গৃহস্থিত কোন স্ত্রীলোককে,[১] গর্ভবতী নারীকে, বালকদের ও বৃদ্ধদের ভোজন করাবেন। কিছু অন্ন কুকুরদের, ডোমদের ও পাখিদের উদ্দেশে মাটিতে ঢেলে দেবেন। বলির জন্য খণ্ডিত করে তা না দিয়ে আহার করবেন না। একা আহার করবেন না। অন্যদের আগেও ভোজন করবেন না। এই বিষয়ে একটি ঋকেও বলা হয়েছে 'মোঘমন্নং-' (ঋ. ১০/১১৭/৬)।

পঞ্চদশ খণ্ড (২/১৫/১-১১)

ষডর্ঘণ (অর্ঘদান)

যদি অর্ঘলাভের যোগ্য ছয় ব্যক্তির (৪-৯ সূত্র দ্রঃ) যে-কোন একজন তাঁর নিকট সাক্ষাৎ করতে আসেন, তাঁর জন্য গাভী, ছাগ অথবা যে খাদ্য তিনি উপযুক্ত মনে করেন তা প্রস্তুত করবেন। অর্ঘ যেন মাংসবর্জিত না হয়। যজ্ঞের সময়ে বা বিবাহের সময়ে সমাগত অতিথি যেন বলেন, 'প্রস্তুত কর'। আচার্যকে যে পশু অর্ঘ দেওয়া হয় তা অগ্নি-সম্পর্কিত। ঋত্বিক্‌কে যে অর্ঘ দেওয়া হয়, তা বৃহস্পতি-সম্পর্কিত। ঋত্বিক্‌কে যে অর্ঘ দেওয়া হয়, তা বৃহস্পতি-সম্পর্কিত। শ্বশুরকে অর্ঘ দিলে তা হয় প্রজাপতির সঙ্গে সম্পর্কিত। রাজাকে অর্ঘ দেওয়া হলে তা ইন্দ্র-সম্পর্কিত। বন্ধুকে দিলে তা মিত্রের সঙ্গে সম্পর্কিত। স্নাতককে অর্ঘ দিলে তা ইন্দ্র-অগ্নি দেবতার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হয়। যদি তিনি বছরে একাধিক সোমযাগ করেনও, যে-সব

১। বিধবা নয় এমন পৌত্রী প্রভৃতি কোন নারীকে।

ঋত্বিক্ তাঁর কাছ থেকে অর্ঘ পেয়েছেন, মাত্র তাঁরাই যাগ করাবেন, যাঁরা পান নি, তাঁরা নন। এখানেও তাই বলা আছে—(পরবর্তী খণ্ড দ্রঃ)।

ষোড়শ খণ্ড (২/১৬/১-৬)

পশুকর্ম

মনু বলেছেন, মধুপর্কে ও সোমযাগে, পিতৃযাগে ও দেবযাগেই শুধু পশুদের বধ করা চলে, অন্যত্র নয়। আচার্য ও পিতা উভয়েই এবং যিনি অতিথিরূপে তাঁর গৃহে বাস করছেন না এমন বন্ধু যা বিধান করেন, তিনি যেন তা-ই করেন—এ-ই হচ্ছে বিহিত ধর্ম)। এক গ্রামে বাসকারী ব্যক্তিকে অতিথিরূপে গণ্য করবেন না। যিনি প্রবাস থেকে ফিরে তাঁর গৃহে, যেখানে পত্নী বা অগ্নিগুলি আছে সেখানে, উপস্থিত হন তিনিই অতিথি।[১] অগ্নিহোত্রের অগ্নি, ষাঁড়েরা, যথাসময় আগত অতিথি, বালকেরা এবং বংশের বৃদ্ধ ব্যক্তিগণ উপেক্ষিত হলে উপেক্ষাকারী ব্যক্তি নিঃশেষে দগ্ধ হয়। ষাঁড়, অগ্নিহোত্র ও শিক্ষার্থী—এই তিনটি বৃদ্ধি পায়, যদি তারা আহার করে; যদি না করে, কোন সমৃদ্ধিই হয় না। প্রতিদিন গৃহদেবতারা গৃহী ব্যক্তির কাছে নিজ নিজ প্রাপ্য ভাগের জন্য আসেন; গৃহীর তাই তাঁদের উদ্দেশে দ্রব্য প্রদান করা উচিত।

সপ্তদশ খণ্ড (২/১৭/১-৪)

অতিথিকর্ম

ব্রাহ্মণ অভ্যর্থিত না হয়ে কারো গৃহে বাস করলে নিয়ত কুশ-আহরণকারী ও অগ্নিহোত্রহোমের অনুষ্ঠানকারী সেই গৃহীর সকল সুকর্ম তিনি হরণ করে নেন। জলপাত্র থেকে তাই জল অন্তত তাঁকে দিতে হবে; এক খণ্ড কাঠ হলেও তা আহুতি দিতে হবে; একটি সূক্ত বা একটি অনুবাক দিয়ে হলেও ব্রহ্মযজ্ঞ অনুষ্ঠিত করতে হবে। প্রবাসে থাকার সময়ে গৃহী বা পত্নী উপবাস করবেন না; পত্নী ঐ সময়ে ব্রত ধারণ করবেন। পুত্র, ভ্রাতা, পত্নী অথবা তাঁর শিষ্য 'বলি' আহুতি দেবেন। যাঁরা সন্ধ্যায় ও সকালে এই বৈশ্বদেবযাগ উত্তমরূপে করেন, তাঁরা সম্পদ, আয়ু ও সন্তান দ্বারা সমৃদ্ধ হয়ে ওঠেন।

অষ্টাদশ খণ্ড (২/১৮/১-৮)

দণ্ডসম্পর্কিত নিয়মাবলী

ব্রহ্মচারী শিষ্য প্রবাসে যাওয়ার সময়ে আচার্যকে অস্ফুট স্বরে 'প্রাণাপানয়োঃ' (নিঃশ্বাস ও প্রশ্বাসের) এবং উচ্চ স্বরে 'ওম্ অহং—(ওম্, আমি প্রবাসে থাকব) এই বলে আমন্ত্রণ জানান। আচার্য তখন নীচুস্বরে 'প্রাণাপান—'(নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসে বহুবিস্তৃত আমি তোমার নিকট ন্যস্ত করলাম; তাকে রক্ষা কর; তাকে ত্যাগ কোর না) এবং উচ্চস্বরে 'ওম্ স্বস্তি' (মঙ্গল হোক) বলেন।

১। একই গ্রামের হলেও অতিথি হতে পারেন যদি তিনি প্রবাস থেকে ফেরেন এবং পথে নয়, গৃহে উপস্থিত হন। বাসা নয়, যেখানে পত্নী ও যজ্ঞাগ্নি আছে তা-ই গৃহ।

তৃতীয় অধ্যায়

প্রথম খণ্ড (৩/১/১-১৮)

সমাবর্তন

সমাবর্তনকারী[১] স্নান করবে। ষাঁড়ের চামড়া সম্পর্কে পরে বলা হয়েছে।[২] সেই চামড়ার উপর শিষ্যকে বসিয়ে তার চুল, দাড়ি, দেহের লোম ও নখ কেটে দেওয়াবেন। চাল ও যব, তিল ও সরিষা, অপামার্গ ও সদাপুষ্পীর সাথে কাটা চুলের প্রান্ত ইত্যাদি একসাথে) ফেলে দিয়ে আপোহিষ্ঠীয় (ঋ. ১০/৯) সূক্ত দ্বারা অভিষিক্ত করে, অলঙ্কৃত করে, "যুবং বস্ত্রাণি-" (ঋ. ১/১৫২/১) এই মন্ত্রে দুটি বস্ত্র পরিয়ে দেবেন। এরপর "আয়ুষ্যং—"(বা.স. ৩৪/৫০) এই মন্ত্রে সোনার গহনা পরিয়ে দেন। "মমাগ্নে—" (ঋ. ১০/১২৮/১) এই মন্ত্রে শির বেষ্টন করতে হয়। "গৃহং গৃহম্-" (ঋ. ১/১২৩/৪) এই মন্ত্রে ছাতা নেবে। "আ রোহত-" (ঋ. ১০/১৮/৬) এই মন্ত্রে দুটি জুতা নেবে। 'দীর্ঘস্তে—" (ঋ. ৮/১৭/১০) এই মন্ত্রে বংশদণ্ড নেবে। ঐ দিন গুপ্ত হয়ে একাকী বসবে।[৩] "বনস্পতে—" (ঋ. ৬/৪৭/২৬) এবং "শাস ইত্থা-" (ঋ. ১০/১৫২/১) এই মন্ত্রে সে রথে আরোহণ করবে। পথে যেখানে ঋত্বিকেরা গরু বা ছাগ দিয়ে অর্ঘ দেবেন, সেই স্থানকে আগে উপস্থান করবে। অথবা গাভী বা ফলন্ত বৃক্ষ থেকে যাত্রা শুরু করে সে নিজ গৃহে প্রত্যাবর্তন করবে। 'ইন্দ্র শ্রেষ্ঠানি—" (ঋ. ২/২১/৬) এবং "স্যোনা পৃথিবি—" (ঋ. ১/২২/১৫) এই মন্ত্রে রথ থেকে নামবে। সেইদিন সে তার প্রিয় খাদ্য খাবে। আচার্যকে সে একজোড়া বস্ত্র, উষ্ণীষ, মণিখচিত কুণ্ডল, দণ্ড, জুতা ও ছোট ছাতা দেবে।

দ্বিতীয় খণ্ড (৩/২/১-৯)

গৃহনির্মাণ

গৃহস্থ বাড়ী তৈরী করতে গেলে জমির উপর ডুমুরের শাখা দিয়ে চারদিকে তিনবার রেখা টেনে 'ইহান্নাদ্যায়-' (এখানে ভক্ষ্য অন্নের জন্য বাসগৃহের পরিমাপ করছি) এই বলে জমির মাঝখানে উঁচু জায়গায় হোম করবেন। আহুতির সময়ে গৃহস্থ বলেন 'কোঽসি-' (তুমি কে? কার তুমি? গ্রামার্থী হয়ে কার উদ্দেশে আমি তোমায় সম্প্রদান করি, স্বাহা! তুমি পৃথিবীতে দেবতাদেরই অংশ। জন্মগ্রহণ করে পিতৃগণ এখান থেকেই প্রয়াত হয়েছেন। গ্রামার্থী হয়ে দেবতাদের কোন-কিছু বাদ না দিয়ে 'বিরাট' আহুতি দান করেছিলেন, স্বাহা!)। খুঁটিগুলির

১। সমাবর্তন = সম্—আ—বৃত্ + অন; গুরুগৃহ থেকে নিজগৃহে ভালভাবে বিধি অনুযায়ী ফিরে আসা।

২। ৪/১৬/২ দ্রঃ।

৩। চারদিকে ঘোরাঘুরি করবে না।

জন্য গর্ত খনন করিয়ে সেখানে জল-মন্থ ছিটিয়ে 'ইমাং-' (আমি অমৃতের এই শাখাকে, মধুর স্রোতকে, সম্পদের সমৃদ্ধিসাধনকারীকে এই গর্তে স্থাপন করি। এই শাখাকে লক্ষ্য করে শিশু-সন্তান শব্দ করে উঠুক, সদ্যবৎসা ধেনু শব্দ করে উঠুক) এই মন্ত্রে গৃহের দক্ষিণ দ্বারের গর্তে ঘৃতসিক্ত একটি ডুমুরের ডাল স্থাপন করেন। 'ইমামুচ্ছ্রয়ামি-' (আমি মধুর ধারা, সম্পদের উৎকৃষ্ট তরণী, এই পার্থিব শাখাটিকে গর্তে স্থাপন করি। এই শাখাটিকে লক্ষ্য করে শিশু-পুত্র শব্দ করে উঠুক, তরুণবৎসা গাভী শব্দ করে উঠকু) এই মন্ত্রে বাম দিকে আর একটি ডুমুরের শাখা গর্তে স্থাপন করবেন। এইভাবেই দুটি দুটি ডালের ডান, পিছন ও বাম দিকে একটি করে ডাল রাখবেন। 'ইমামহমস্য-' (এই বৃক্ষের ঘৃতস্রাবী এই শাখাকে আমি অমৃতের জন্য স্থাপন করি। এই শাখাকে লক্ষ্য করে শিশুপুত্র শব্দ করে উঠুক, নিত্যই বৎসবিশিষ্টা গাভী দুগ্ধ ক্ষরণ করুক) এই মন্ত্রে গর্তে প্রধান খুঁটিটি বসান এবং তারপর বলেন 'এনং—'(ছোট শিশু যেন এখানে আসে, বাছুর যেন আসে পৃথিবীর প্রান্ত হতে; তারা যেন পরিস্রুতের কলশী ও দধির কপালগুলি[১] নিয়ে এখানে আসে)।

তৃতীয় খণ্ড (৩/৩/১-৯)

গৃহনির্মাণ

'ইহৈব-' (অশ্ব, গাভী ও পশমে সমৃদ্ধ সুদৃঢ় খুঁটি, তুমি সুপ্রোথিত থাক, মঙ্গলে থাক। ঘৃত বর্ষণ করতে করতে এখানেই তুমি অবস্থিত থাক। তুমি প্রোথিত, সমৃদ্ধ ও অক্ষয় হও। সম্পদের মধ্যে তৃপ্ত থাক। অশুভ যেন তোমাকে স্পর্শ না করে। গাভীরা এখানে আহূত হয়েছে, ছাগ ও মহিষেরা আহূত হয়েছে, আমাদের গৃহে উপস্থিত হয়েছে মধুর অন্নের নির্যাস। রথন্তর-সামে দৃঢ় থাক; বামদেব্য-সামে আশ্রিত থাক; বৃহৎ-সামে সুদৃঢ় থাক) এই মন্ত্রে প্রধান খুঁটিটি স্পর্শ করবেন। নির্মিত গৃহের খুঁটিগুলি স্পর্শ করবেন। পূর্বদিকের দুটি খুঁটি 'সত্যাং-' (সত্য ও শ্রদ্ধা) এই মন্ত্রে, দক্ষিণের দুই খুঁটি 'যজ্ঞ-' (যজ্ঞ ও দান) এই মন্ত্রে, পশ্চিমের দুই খুঁটি 'বলং-' (ব্রহ্মন্ ও ক্ষত্র) মন্ত্রে স্পর্শ করেন। 'শ্রীঃ স্তূপঃ-' এই মন্ত্রে (সম্পদ শিখর, ঋত প্রধান খুঁটি। দিন ও রাত্রি দরজার দুটি চৌকাঠ! বৎসর ছাদ) এবং ''উক্ষা সমুদ্রো-'' (ঋ. ৫/৪৭/৩) এই মন্ত্রগুলি দিয়ে স্তূপের নীচে একটি ঘৃতলিপ্ত পাথর পুঁতে দেবেন।

চতুর্থ খণ্ড (৩/৪/১-১০)

গৃহপ্রবেশ

বাস্তোষ্পতির কর্মে গার্হপত্য অগ্নিকে 'অগ্নিং-' (আমি প্রসন্নচিত্তে এখানে অগ্নিকে স্থাপন করি; তিনি যেন দেবতাদের সংগমনকারী হন। আমাদের তুমি কোন ক্ষতি কোর না, বৃদ্ধকে না, যুবককেও না; আমাদের মানুষ তুমি ও পশুদের ত্রাতা হও) এই মন্ত্রে বাহিরে স্থাপন করে, নূতন পূর্বমুখী কুশসমূহের উপর জলের নূতন কলশ রেখে, 'অরিষ্টা-' (আমাদের লোকেরা যেন অক্ষত থাকে, আমাদের সম্পদ যেন ক্ষয় না পায়) এই মন্ত্রে অভিমন্ত্রণ করেন। পূর্বাহ্নে

১। কপাল = খাপ্‌রা, শরা।

বৃহতের স্তোত্রিয়সহ তিনি আহুতি দেন।[১] চারটি মহাব্যাহৃতি, "বাস্তোষ্পতে-" (ঋ. ৭/৫৪/১-৩) ইত্যাদি তিনটি, "অমীবহা-" (ঋ. ৭/৫৫/১), "বাস্তোষ্পতে—" (ঋ. ৮/১৭/১৪) এবং অগ্নি স্বিষ্টকৃৎ-সম্পর্কিত একটি— এই মোট দশ মন্ত্রে দশটি আহুতি স্থালীপাকের রাত্রিতে দেওয়া হয়। জ্যেষ্ঠ পুত্র ও পত্নীকে নিয়ে, শস্যসমেত 'ইন্দ্রস্য-' (ইন্দ্রের গৃহ মঙ্গলময়, ধনপূর্ণ, রক্ষাকারী। পত্নীর সঙ্গে, সন্তানের সঙ্গে, পশুর সঙ্গে, ধনের সমৃদ্ধির সঙ্গে, আমার যা-কিছু আছে তার সঙ্গে এই গৃহে প্রবেশ করি) এই মন্ত্রে গৃহে প্রবেশ করবেন।

পঞ্চম খণ্ড (৩/৫/১-৩)

গৃহপ্রবেশ

"শগ্ম-" (তোমাদের প্রত্যেকের পক্ষে উপযুক্ত সুখকর স্থানে মঙ্গল ও শান্তির নিমিত্ত আমি প্রবেশ করছি। আমাদের অভয় হোক। গ্রাম যেন আমাকে বনের অধিকার দেয়। বিশ্ব, আমাকে মহানের অধীন কর) এই মন্ত্রে গ্রাম থেকে নিষ্ক্রান্ত হতে থাকবেন। সঙ্গে বন থেকে ফুল, কাঠ ইত্যাদি কিছু নিয়ে গ্রামে প্রবেশের সময়ে 'অরণ্যং-' (বন যেন আমাকে গ্রামের আধিপত্য দেয়। মহান! আমাকে সব-কিছুর অধিকার দাও) এই কথা বলেন। 'গৃহান্-' (ধন্য, মঙ্গলময়, আনন্দময় পুত্রপরিজনে পূর্ণ গৃহে বীরবিনাশী বীরতর আমি প্রবেশ করি। অন্নদানকারী ঘৃতবর্ষণকারী এই গৃহ। প্রসন্নচিত্তে সেই গৃহে আমি প্রবেশ করি) এই মন্ত্রটি গৃহে প্রবেশের সময়ে সর্বদা পাঠ করতে হয়।

ষষ্ঠ খণ্ড (৩/৬/১-৩)

প্রবাসগমনে কর্তব্য

যিনি গৃহে অগ্নিস্থাপন করেন নি, তিনি প্রবাসে যেতে গিয়ে গৃহের দিকে 'ইমান্-'(তোমরা দু-জন, মিত্র ও বরুণ, আমার হয়ে এই গৃহ রক্ষা কর) এই মন্ত্রে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন এবং "অপি পন্থাম্-" (ঋ. ৬/৫১/১৬) এই মন্ত্রটি জপ করেন।

সপ্তম খণ্ড (৩/৭/১-৫)

প্রবাসগামীর কর্তব্য

প্রবাসে থাকার পর প্রত্যাবর্তনের সময়ে গৃহের দিকে 'গৃহা মা-' (গৃহ, ভীত হয়ো না,

---

১। রথন্তরের স্তোত্রিয় 'অভি ত্বা-'(ঋ. ৭/৩২/২২-২৩), বামদেব্যের 'কয়া নশ্চিত্র-' (ঋ. ৪/৩১/১-৩), বৃহতের 'ত্বামিদ্ধি-' (ঋ. ৬/৪৬/১, ২)। স্তোত্রে ব্যবহার করা হয় বলে নাম 'স্তোত্রিয়'। গান করার সময়ে দুটি মন্ত্রকে কোন কোন চারণের পুনরাবৃত্তি দ্বারা তিনটি মন্ত্রে পরিণত করে নিতে হয়। প্রথম মন্ত্রটির শেষ চরণকে আবার পাঠ করে দ্বিতীয় মন্ত্রের প্রথমার্ধের সঙ্গে যুক্ত করা হয়। এইটি হয় গানের দ্বিতীয় মন্ত্র। এই কৃত্রিম দ্বিতীয় মন্ত্রের শেষ চরণটির পুনরাবৃত্তি করে তার সঙ্গে মূল দ্বিতীয় মন্ত্রের শেষার্ধটি জুড়ে নিতে হয়। এইটি হয় কৃত্রিম তৃতীয় মন্ত্র। শেষ দুটি মন্ত্রের প্রত্যেকটির তিনটি চরণে যথাক্রমে ৮, ১২, ৮ অক্ষর থাকে বলে ছন্দ হয় 'ককুপ্'।

কেঁপে উঠ না, শক্তি ধারণ করে আমরা ফিরে আসছি। প্রসন্ন মনে ও প্রসন্ন বুদ্ধির অধিকারী হয়ে শক্তি ধারণ করে চিত্তে আনন্দ নিয়ে আমি তোমাদের কাছে, গৃহে, ফিরে আসছি। যাদের কথা প্রবাসে থেকে পথিক মনে করে, যাদের সম্পর্কে মনে অনেক আনন্দ জমে থাকে সেই গৃহ ও গৃহের পরিজনদের আহ্বান জানাই। যেমন আমরা তাকে জানি, গৃহও যেন আমাদের তেমন জানে। এখানে গাভীদের, এখানে ছাগ ও মেষদের আহ্বান করা হয়; আর আমাদের এই গৃহে অন্নের মধুর নির্যাসকে আহ্বান করা হয়।) এই মন্ত্রে দৃষ্টিপাত করতে হয়। গার্হপত্য অগ্নিকে 'অয়ং-' (এই অগ্নি আমাদের কাছে সমৃদ্ধিসম্পন্ন, অধিকতর সমৃদ্ধির অধিকারী। এই অগ্নির পূজায় যেন বিচ্যুত না হই, এই অগ্নি যেন আমাদের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত থাকে) এই মন্ত্রটি দিয়ে গার্হস্থ্ অগ্নিকে 'উপস্থান' করে কোন শুভ কথা বলেন। 'বিরাজো-' (তুমি বিরাজের দুগ্ধ; আমি যেন বিরাজের দুগ্ধ লাভ করি; আমাতে যেন পদ্যা বিরাজের দুগ্ধ বাস করে) এই হল চরণ ধৌত করার জন্য যে জল তা গ্রহণ করার মন্ত্র।

অষ্টম খণ্ড (৩/৮/১-৭)

আগ্রয়ণ-ইষ্টি

যিনি অগ্নি স্থাপন করেন নি তিনি নবান্ন-ভোজনের আগে গৃহ্য অগ্নিতে আগ্রয়ণ-ইষ্টির দেবতাদের উদ্দেশে আহুতি দেবেন; স্বিষ্টকৃৎ অগ্নি হবেন (আহুতির দেবতাদের মধ্যে স্বাহাযুক্ত) চতুর্থ দেবতা। 'প্রজাপতয়ে-' (আমার সম্পদের জন্য, আমার গৌরবের জন্য, আমার ভক্ষ্য অন্নের জন্য প্রজাপতির উদ্দেশে গ্রহণীয় তোমাকে আমি গ্রহণ করছি) এই মন্ত্রে অন্নসামগ্রীকে অভিমন্ত্রণ করে ' ভদ্রান্ নঃ—' (দেবগণ, ভাল থেকে আরও ভালতে তুমি আমাদের নিয়ে গিয়েছ। পুষ্টিদাতা তোমার প্রদত্ত পুষ্টির মধ্য দিয়ে আমরা যেন তোমাকে পাই, এ-ভাবে সেই সুখদ অন্নে যুক্ত তুমি আমাদের মধ্যে প্রবেশ কর। আমাদের মানুষ ও পশুদের প্রতি তুমি মঙ্গলপ্রদ হও) এই মন্ত্রটি বলে জল ছিটিয়ে তিনবার অন্ন ভক্ষণ করেন। 'অমোঽসি-' (প্রাণ, তুমি হচ্ছ এই অন্ন; আমি এ-কথা সত্য বলছি। তুমি এ-ই, সব দিক থেকে তুমি সর্বত্র প্রবেশ করেছ। আমার শরীর থেকে বার্ধক্য ও রোগ দূরে সরিয়ে তুমি আমার সাথে থাক। ইন্দ্র, আমাদের তুমি ত্যাগ কোর না) এই মন্ত্রে তিনি বক্ষস্থল স্পর্শ করেন। 'নাভিরসি-'(তুমি নাভি, ভয় পেয়ো না; প্রাণসমূহের তুমি গ্রন্থি; শিথিল হয়ে যেও না তুমি) এই মন্ত্রে নাভি স্পর্শ করেন। ''ভদ্রং কর্ণেভিঃ—'' (ঋ. ১/৮৯/৮) এই মন্ত্রটি বলে মন্ত্রে উল্লিখিত অঙ্গগুলি যথাযথ স্পর্শ করেন। ''তচ্চক্ষু-'' (ঋ. ৭/৬৬/১৬) এই মন্ত্রে সূর্যকে 'উপস্থান' করেন।

নবম খণ্ড (৩/৯/১-৫)

গোষ্ঠকর্ম

গাভীরা গোচারণভূমিতে যেতে থাকলে ''পরি বঃ—''(কলরবকারিণী দেবীরা তোমাদের যেন ঘাতকদের হত্যা কর্ম থেকে দূরে রাখেন। ধেনুরা, ধেনুর অধিপতির মধ্যে তোমাদের যে সকল অংশ বর্তমান তা যেন বিনষ্ট না হয়) এবং ''পূষা গা অন্বেতু-'' (ঋ. ৬/৫৪/৫) এই

মন্ত্রে গাভীগুলিকে 'অনুমন্ত্রণ' করবেন। গাভীগুলি চার দিকে বিচরণ করলে 'পরি পূষা-' (ঋ. ৬/৫৪/১০) এই মন্ত্র বলবেন। গাভীগুলি ফিরে এলে "আ গাবো-" (ঋ. ৬/২৮/১) এই মন্ত্র পাঠ করেন। সূক্তের শেষ মন্ত্রটি পাঠ করেন যখন তিনি তাদের নিজের কাছে গোশালায় রাখেন। গাভীগুলি গোষ্ঠে চলে এলে "ময়োভূর্বাতো-" (ঋ. ১০/১৬৯) এই সূক্তটি দ্বারা অনুমন্ত্রণ করবেন।

দশম খণ্ড (৩/১০/১-৪)

গাভীদের চিহ্নিতকরণ

ফাল্গুনী পূর্ণিমার পরে যে অমাবস্যা তা রেবতী নক্ষত্রের সঙ্গে মিলিত হলে সেই দিন কৃষ্ণপক্ষের প্রতিপদে 'ভুবনমসি—' (ভূমি সহস্রভাবে সমৃদ্ধ ভুবন। শ্রম তোমাকে ইন্দ্রের উদ্দেশে অর্পণ করুক। তুমি অক্ষত, অশীর্ণ, ইড়াযুক্ত অন্ন। যতগুলি গাভীর রক্ষাচিহ্ন আমি এখন অঙ্কিত করব, তার থেকে বেশী গাভীর চিহ্নকরণ যেন শেষ বৎসরে করতে পারি) এই মন্ত্রে গবাদি পশুকে চিহ্নিত করবেন। যে গাভী প্রথম বৎস দেয়, প্রথমে তিনি তার দুধ "সংবৎসরীণং—(ঋ. ১০/৮৭/১৭, ১৮) এই দুই মন্ত্রে আহুতি দেবেন। যদি (গাভী) যমজ বাছুর প্রসব করে তাহলে মহাব্যাহৃতি দিয়ে আহুতি দিয়ে যমজের মা-কে ব্রাহ্মণদের উদ্দেশে দান করবেন।

একাদশ খণ্ড (৩/১১/১-১৬)

বৃষোৎসর্গ

এ-বার বৃষোৎসর্গ (অর্থাৎ ষাঁড়কে মুক্ত করার অনুষ্ঠান)। কার্তিকী পূর্ণিমায় বা অশ্বযুজ মাসের রেবতী নক্ষত্রে এই অনুষ্ঠান হয়। অগ্নিকে গরুগুলির মধ্যে সুন্দরভাবে প্রজ্বলিত করে 'ইহ'—(এখানে আনন্দ, এখানে তোমরা আনন্দ লাভ কর, স্বাহা! এখানে সুস্থির অবস্থান; এখানে তোমাদের নিজেদের অবস্থান হোক, স্বাহা! আমি বাছুরকে মায়ের সাথে মিলিত করছি, বাছুরটি মাতৃদুগ্ধ পান করতে করতে আমাদের মধ্যে ধনসমৃদ্ধি ধারণ করুক, স্বাহা!) এই তিন মন্ত্রে তিনটি আজ্যহোম করবেন। "পূষা গা—" (ঋ. ৬/৫৪/৫) এই মন্ত্রে পূষার হব্যদ্রব্য থেকে আহুতি দেবেন। রুদ্রমন্ত্রগুলি জপ করে, একবর্ণ, দুইবর্ণের বা তিনবর্ণের ষাঁড়কে অথবা যে দলকে রক্ষা করে অথবা যে দলের দ্বারা রক্ষিত হয় এমন ষাঁড়কে গ্রহণ করেন। অথবা সেই ষাঁড় লালবর্ণেরই হতে পারে। তাকে সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ ও দলের মধ্যে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী হতে হবে। সেই ষাঁড়কে এবং দলের মধ্যে প্রধান চারটি বাছুরকেও 'এতং—' (এই তরুণ ষাঁড়কে তোমাদের পতিরূপে দিচ্ছি; তোমরা সেই প্রিয় পতির সাথে খেলা করে ঘুরে বেড়াও। আমাদের তোমরা ত্যাগ কোর না। জন্ম থেকে আমাদের সাথে তোমরা যুক্ত আছ। সম্পদ্‌বৃদ্ধিতে ও অন্নে আমরা যেন প্রভূত আনন্দ পাই, স্বাহা!) মন্ত্রে অলঙ্কৃত করেন। যখন ষাঁড়টি গাভীদের মধ্যে অবস্থান করে, তখন তাদের তিনি 'ময়োভূর্বাতো'—(ঋ. ১০/১৬৯/১) থেকে অনুবাকের

শেষ[1] পর্যন্ত মন্ত্রে পূত করে তাদের সকলের দুধ দিয়ে প্রস্তুত পায়স ব্রাহ্মণদের খাওয়াবেন।

দ্বাদশ খণ্ড (৩/১২/১-৫)

অষ্টকা

অগ্রহায়ণের পূর্ণিমার পরবর্তী কৃষ্ণপক্ষগুলিতে তিনটি অষ্টকা অনুষ্ঠিত হয়। সেগুলির প্রথমটিতে 'ইয়মেব'—(এই সেই যে সর্বপ্রথম উজ্জ্বল হয়ে দেখা দিয়েছিল; এর মধ্যে প্রবিষ্ট হয়ে সে বিচরণ করছে। পত্নী, নূতনের জন্মদাত্রী জননী, তুমি সন্তানদের জন্ম দিয়েছ। তিনটি শক্তি যেন তাকে সর্বদা সঙ্গ দেয়, স্বাহা) এই মন্ত্রে শাক আহুতি দেন। এরপর অগ্নি স্বিষ্টকৃতের উদ্দেশে আহুতি হয়। 'যস্যাম্—' (যেখানে বিবস্বানের পুত্র যম ও সকল দেবতা সম্যক্ অধিষ্ঠিত হয়ে রয়েছেন, সেই সর্বতোমুখী অষ্টকা আমার কামনাসমূহ করেছে তৃপ্ত। তোমার দাঁতগুলি হল সোমরস-নিষ্কাশনকারী প্রস্তর, স্তন পবমান সোম; মাস ও অর্ধমাসসমূহ, প্রণাম, প্রসন্নবদনা অষ্টকা, তোমাকে প্রণাম, স্বাহা!) এই মন্ত্রে আহুতি দেবেন।

ত্রয়োদশ খণ্ড (৩/১৩/১-৭)

অষ্টকা

বৎসরের মাঝে [2] ও মধ্যম অষ্টকাতে চারটি মহাব্যাহৃতি এবং "যে তাতৃষুর্—"(ঋ. ১০/১৫/৯-১২) অথবা 'বহ—' (হে জাতবেদাঃ, যেখানে তুমি এদের ধর্মের জগতে জান, সেই পুণ্যলোকে বপা বহন করে নিয়ে যাও। তাদের কাছে যেন মেদের স্রোত বয়ে যায়। যজমানের আকাঙ্ক্ষাগুলি যেন পূর্ণ হয়, স্বাহা!) এই মন্ত্র দ্রুত উচ্চারণ করে বপা আহুতি দেবেন। চারটি মহাব্যাহৃতি ও 'যে তাতৃষুঃ—' এই চারটি মন্ত্র দিয়ে খণ্ডিত স্থালীপাক মোট আটবার আহুতি দেওয়া হবে। অথবা 'অন্তর্হিতে—' (পর্বতসমূহ ও বিশাল পৃথিবী আমার জন্য মধ্যভাগে অবস্থিত। আকাশ ও সকল দিকের সাহায্যে আমি পিতা ভিন্ন অপরকে মধ্যে স্থাপন করি। ঋতুসমূহ, দিন ও রাত্রিসমূহ, দিন-রাত্রির সন্ধিসমূহ, মাস ও অর্ধমাসগুলি আমার মধ্যে অবস্থিত। আমি পিতার পরিবর্তে অপরকে মধ্যে স্থাপন করি, অমুকের উদ্দেশে স্বাহা; যা স্থির হয়ে আছে, যা ক্ষরিত হচ্ছে, যে ক্ষুদ্র পদার্থগুলি প্রবাহিত হচ্ছে চতুর্দিকে, সব-কিছুর ভরণকারী জল দিয়ে আমি পিতাভিন্ন অপরকে মধ্যে স্থাপন করি, অমুককে স্বাহা। আমার মা যে প্রলুব্ধ হয়েছেন, পতির প্রতি স্থির না হয়ে অন্যত্র বিচরণ করছেন, সেই শত্রুকে যেন আমার পিতা নিজের করে নেন। অন্য জন যেন আমার মাতার নিকট হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, অমুককে[3] স্বাহা)—যদি যজমান অবৈধ সন্তান হন তাহলে মহাব্যাহৃতির পরিবর্তে এই মন্ত্রে

১। অনুবাকের শেষ ১৯১-তম সূক্তের চতুর্থ মন্ত্রে।

২। অগ্রহায়ণ, পৌষ ও মাঘে অনুষ্ঠেয় তিনটি অষ্টকার মধ্যে মাঝেরটিতে অর্থাৎ মাঘমাসের অষ্টকায়। বৎসরের শুরু চৈত্রে। বৎসরের মাঝে অর্থাৎ ভাদ্রমাসে।

৩। 'অমুষ্যৈ' স্থানে মাতার নাম উল্লেখ করবেন।

তিনি চারটি আহুতি দেবেন। অথবা তিনি পায়স আহুতি দেবেন। পরদিন অন্বষ্টকা (অষ্টকার পরে করণীর অনুষ্ঠান) পিণ্ডপিতৃযজ্ঞের নিয়ম অনুযায়ী সম্পন্ন করা হয়।

চতুর্দশ খণ্ড (৩/১৪/১-৬)

অষ্টকা

শেষ অষ্টকাতে তিনি 'উক্‌থ্যশ্চাতিরাত্রশ্চ—'(উক্‌থ্য ও অতিরাত্র, ছন্দসমেত সদ্যঃক্রী, পিষ্টক-প্রস্তুতকারী প্রসন্নবদনা হে অষ্টকা, তোমাকে প্রণাম, স্বাহা) এই মন্ত্রে পিঠা, গাভী, ছাগ অথবা স্থালীপাক আহুতি দেওয়া হয়। অথবা গৃহস্থ গরুকে খাদ্য দেবেন। অথবা বনের গুল্মপুঞ্জ 'এষা—' (এটি আমার অষ্টকা) এই মন্ত্রে দগ্ধ করতে পারেন। কিন্তু তিনি অনুষ্ঠান করবেন না এমন যেন অবশ্যই না হয়।

চতুর্থ অধ্যায়

প্রথম খণ্ড (৪/১/১-১৩)

শ্রাদ্ধকর্ম

প্রতিমাসে পিতৃপুরুষদের উদ্দেশে শ্রাদ্ধদ্রব্য আহুতি দেবেন। অন্তত তিনজন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণকে নিমন্ত্রিত করে এনে তাঁদের (নিজ) পিতাদের প্রতিনিধি করে বসাবেন। বিজোড়সংখ্যক জলপাত্রে তিল ছড়িয়ে 'এই দক্ষিণা তোমারই' এই বলে ব্রাহ্মণদের উদ্দেশ করে ঐ ব্রাহ্মণদের হাতের উপর তা ঢেলে দেবেন। তারপর ব্রাহ্মণদের অলঙ্কৃত করতে হবে এবং তাঁদের সাথে (শ্রদ্ধাসহকারে) কথা বলার পর অগ্নিতে আহার্য দ্রব্য আহুতি দেবেন। 'এই এটি তোমাকে' এইভাবে পিতাদের উদ্দেশ করে তাঁদের (অন্ন) ভক্ষণ করতে বলবেন। যখন তাঁরা তা আহার করবেন, তখন অনুচ্চস্বরে মহাব্যাহৃতি, সাবিত্রী, মধুবাতীয় মন্ত্র (ঋ. ১/৯০/৬), এবং পিতৃপুরুষদের ও সোম পবমানের উদ্দিষ্ট মন্ত্রগুলি উচ্চারণ করবেন। যখন তাঁদের আহার শেষ হয়, তখন তিনি পিতাদের উদ্দেশে পিণ্ড দেবেন। কোন কোন আচার্যের মতে রাত্রের আহারের আগে পিণ্ডগুলি দেবেন। এঁদের পিছনে মাঝখানে কিছু রেখে তাঁদের পত্নীদের জন্য পিণ্ডগুলি রাখেন। বাকী অংশ ব্রাহ্মণদের জন্য নিবেদন করবেন। অগ্নিতে অন্নদানের অনুষ্ঠানগুলি শ্রৌতসূত্রে পিণ্ডপিতৃযজ্ঞের দ্বারা বিবৃত করা হয়ে গিয়েছে।

দ্বিতীয় খণ্ড (৪/২/১-৮)

একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধকর্ম

এ-বার বলা হচ্ছে একোদ্দিষ্টের কথা। একটি চালুনি, একটি অর্ঘজলের পাত্র, একটি পিণ্ড এগুলি হল এখানে আহুতিদ্রব্য। এখানে প্রয়াতকে কোন আমন্ত্রণ জানানো হয় না। অগ্নিতে অন্নও দিতে হয় না, বিশ্বদেবগণও এই অনুষ্ঠানে অংশ পান না। 'আস্বাদন করেছ?'—এই বলে তৃপ্ত হয়েছেন কি-না তা প্রশ্ন করার পর 'এখানে অবিনশ্বরস্থানে থাকুন' বলা হয়। তাঁদের বিদায়ের সময় বলতে হয় 'সন্তুষ্ট হও'। কেউ মারা গেলে এ-ভাবে এক বছর ধরে এই অনুষ্ঠান হয়।

তৃতীয় খণ্ড (৪/৩/১-৮)

সপিণ্ডীকরণ

এ-বার সপিণ্ডীকরণ। এক বছর অতিক্রান্ত হলে বা তিনটি অর্ধমাস অতিক্রান্ত হলে অথবা কোন এক শুভদিনে চারটি জলপাত্র তিল, সুগন্ধি এবং জলে পূর্ণ করে তিনটি জলপাত্র পিতৃপুরুষদের এবং একটি সদ্য মৃতব্যক্তির উদ্দেশে দিতে হবে। সদ্য মৃতব্যক্তির পাত্রটির জল পিতৃগণের পাত্রগুলিতে "যে সমানাঃ—" (বা.স. ১৯/৪৫,৪৬) এই দুই মন্ত্রে ঢেলে দেন। এ-ভাবে পিণ্ডটিও রাখেন। এই হল সপিণ্ডীকরণ।

চতুর্থ খণ্ড (৪/৪/১-১৫)

আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ

এ-বার হচ্ছে আভ্যুদয়িক (সৌভাগ্যসূচক শ্রাদ্ধানুষ্ঠান)। শুক্লপক্ষের শুভদিনে মাতাদের উদ্দেশে যজ্ঞ করে জোড়সংখ্যক বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণদের বসিয়ে পূর্বাহ্নে বাম থেকে দক্ষিণে অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। পিতাদের উদ্দিষ্ট মন্ত্রগুলিকে বাদ দিয়ে অনুচ্চস্বরে অন্য মন্ত্র উচ্চারণ করা হয়। দর্ভকুশগুলি হয় ঋজু। তিলের স্থানে দেওয়া হয় যব। পিণ্ডগুলি দই, বদর ফল ও ভর্জিত শস্যের সাথে মেশানো হয়। পিতাদের আবাহন করে বলবেন 'আমি নান্দীমুখ পিতাদের আমন্ত্রণ করি।' 'অবিনশ্বর স্থানে অবস্থিত নান্দীমুখ পিতারা যেন আনন্দিত হন'। যখন তিনি ব্রাহ্মণদের কথা[১] বলান 'আমি নান্দীমুখ পিতাদের কথা বলাব—'। 'এটি কি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়েছে?' এইভাবে তাঁরা সন্তুষ্ট হয়েছেন কি-না জিজ্ঞাসা করতে হবে। অবশিষ্ট কর্ম পূর্বে বর্ণিত অন্য শ্রাদ্ধানুষ্ঠানগুলির মতই, যদি অবশ্য বিরুদ্ধ কোন নির্দেশ দিয়ে তা নিষিদ্ধ না করা হয়ে থাকে।

পঞ্চম খণ্ড (৪/৫/১-১৭)

উপাকরণ

এ-বার উপাকরণ (বার্ষিক পাঠ্যসূচী শুরু করার অনুষ্ঠান)। যখন হস্তা বা শ্রবণা নক্ষত্রে ওষধির প্রথম উৎপত্তি হয় তখন ভাজা যব ও শয্যের চূর্ণ দই ও ঘি-এর সাথে মিশিয়ে সমস্ত বেদমন্ত্র ধরে ধরে পাঠ করে আহুতি দেবেন, এই কথা কোন কোন আচার্য বলে থাকেন। অথবা সূক্ত ও অনুবাকগুলির প্রথম মন্ত্রগুলি দিয়ে আহুতি দেবেন। মাণ্ডূকেয়ের মতে অধ্যায়গুলির প্রথম মন্ত্রগুলি দিয়ে এবং বিভিন্ন ঋষির প্রথম মন্ত্রগুলি দিয়ে আহুতি দেবেন। কিন্তু কৌষীতকি বলেছেন "অগ্নিমীড়ে পুরোহিতম্—"(ঋ. ১/১/১) এই একটি মন্ত্র, "কুযুস্তক—" (ঋ. ১/১৯১/১৬), "অবদংস্ত্বং—" (ঋ. ২/৪৩/৩), "গৃণানা—" (ঋ. ৩/৬২/১৮), "ধামন্তে—" (ঋ. ৪/৫৮/১১)। "গন্তা—" (ঋ. ৫/৮৭/৯), "যো নঃ—" (ঋ. ৬/৭৫/১৯), "প্রতি—" (ঋ. ৭/১০৪/২৫), "আগ্নে—" (ঋ. ৮/১০৩/১৪), "যত্তে—" (ঋ. ৯/১১৪/৪)—এই দুটি করে মন্ত্র, 'তচ্ছং যোরা—'(আমি বরণ করি সেই আশীর্বাদ এবং পরম সুখ) এই একটি মন্ত্র আহুতিকালে পাঠ করা হয়। আহুতিদ্রব্যের অবশিষ্ট অংশ থেকে কিছু অংশ নিয়ে সেই যজ্ঞীয় আহার্যের অংশ "দধিক্রাব্ণো অকারিষং—" (ঋ. ৪/৩৯/৬) এই মন্ত্রে গ্রহণ করবেন। আচমন করে উপবিষ্ট হয়ে মহাব্যাহৃতি, সাবিত্রী এবং বেদের আদি থেকে শুরু করে অনুচ্চ স্বরে আচার্যকে স্বস্তিবচনগুলি বলাবেন। এই অনুষ্ঠানের বেলায় এই কথা বলা হয়—সূক্তগুলির জন্য অফুরন্ত শক্তি, শ্রদ্ধা এবং অকাট্যতা-প্রাপ্তি কামনা করে ঋষিরা তাঁদের তপস্যাবলে 'উপাকর্ম' কর্ম আবিষ্কার করেছেন। অতএব (যজন-

---

১। যখন কথা বলান তখন তিনি এই 'নান্দীমুখান্—' মন্ত্রটি অর্থাৎ 'আমি নান্দীমুখ পিতৃগণকে কথা বলাব' বাক্যটি বলেন।

যাজন্ ইঃ) ছটি কর্মের নিয়ত সম্পাদক ব্যক্তি তার মন্ত্রের সাফল্যের জন্য 'উপাকর্ম' করবে,— যদি সে তার পবিত্র কর্মগুলির সাফল্য কামনা করে—তাঁরা বলেন। উপাকর্ম এবং উৎসর্গের সময় বেদাধ্যয়নে তিন দিন ও তিন রাত্রির জন্য ছেদ পড়বে; এইপ্রকার অষ্টকার বেলায় একদিন ও একরাত্রি এবং প্রত্যেক ঋতুর শেষ রাত্রে ছেদ পড়বে।

ষষ্ঠ খণ্ড (৪/৬/১-৯)

উৎসর্গকর্ম

মাঘমাসের শুক্লপক্ষের প্রথম দিনে উত্তর-পূর্বদিকে ওষধি-বহুল এক স্থানে সূর্যদেবতার সূক্তগুলি—"উদু ত্যং—" (ঋ. ১/৫০), "চিত্রং দেবানাং—"(ঋ. ১/১১৫), 'নমো মিত্রস্য—'(ঋ ১০/৩৭), "সূর্যো নো দিবস্পাতু—" (ঋ ১০/১৫৮)—অনুচ্চস্বরে উচ্চারণ করে ভূমিতে দিগন্তের বিভিন্ন দিকে বাম থেকে দক্ষিণে "শাস ইত্থা—" (ঋ. ১০/১৫২) সূক্তের প্রতি মন্ত্রে (একটি করে) মৃৎপিণ্ড নিক্ষেপ করে এবং জল দিয়ে ঋষিদের, ছন্দের, দেবতাদের, শ্রদ্ধা ও অন্তর্দৃষ্টির এবং পিতৃপুরুষদের প্রত্যেককে তুষ্ট করে, পাঠার্থীরা সাড়ে ছয় মাস বা সাড়ে পাঁচ মাস বেদের অধ্যয়ন স্থগিত রাখেন। যদি তাঁরা তবুও তা পাঠ করতে ইচ্ছা করেন, তাহলে একদিন ও এক রাত্রির বিরতির পর তার আবৃত্তি চলতে পারে।

সপ্তম খণ্ড (৪/৭/১-৫৫)

উপরমকর্ম

এ-বার বলি বেদাবৃত্তির যা ব্যাঘাত—আশ্চর্য ঘটনাবলীর বেলায় পরদিনের ঠিক সেই সময় পর্যন্ত, অন্যান্য দৈবের বেলায়ও তাই-; বিদ্যুৎ, বজ্র এবং বৃষ্টির বেলায় তিনটি গোধূলি অতিক্রান্ত না হওয়া পর্যন্ত, শ্রাদ্ধাহারের বেলায় একদিনের জন্য, কোন আত্মীয়ের মৃত্যু বা জন্ম ঘটলে দশদিনের জন্য, দুটি পক্ষেরই চতুর্দশী তিথিতে, অমাবস্যার দিনগুলিতে এবং অষ্টকার দিনগুলিতেও বেদের আবৃত্তি বিঘ্নিত হবে। মেঘাচ্ছন্ন দিনগুলিতেও বেদাভ্যাসে ঐ ছেদ পড়বে। শিক্ষক মারা গেলেও পড়বে দশ দিনের ছেদ। যখন শিষ্য ঐ সংবাদ শুনবে, তখন তিন দিনের জন্য এবং যাদের পরিবারে তিনি প্রধান তাদের কারও মৃত্যুতেও এই অভ্যাসে ছেদ পড়বে। শ্রাদ্ধে দান গ্রহণ করলে, সতীর্থের মৃত্যুতে, মৃতব্যক্তির শবযাত্রায় অনুগমন করলে, পিতাদের উদ্দেশে পিণ্ডদান (উদ্দিষ্ট) করলে, রাত্রিতে, গোধূলিবেলায়, পূর্ণিমা ও অমাবস্যাগুলির সময়ে, সূর্যাস্তের পর, শূদ্রসান্নিধ্যে, সামগান শোনা গেলে, শ্মশানে, গ্রামের অধীনস্থ অরণ্যে, গ্রামে শব থাকলে, নিষিদ্ধ কোন দৃশ্য দেখলে, নিষিদ্ধ কিছু শুনলে, দুর্গন্ধ নাকে গেলে, প্রবল বাতাস বইলে, মেঘ প্রবল বৃষ্টি ঘটালে, শকটমার্গে, বীণাধ্বনি শোনা গেলে, রথে অবস্থিত থাকলে, শূদ্রের সান্নিধ্যের মত কুকুরের সান্নিধ্যে, গাছ উঠলে, গর্তে নামলে, জলে নিমজ্জিত হলে, কেউ কাঁদলে, শারীরিক যন্ত্রণা হলে, নগ্নাবস্থায়, উচ্ছিষ্ট খাদ্যের কারণে অশুদ্ধ হলে, সেতুর উপরে, চুল ও দাড়ি কাটার পর স্নান পর্যন্ত সময়, গাত্রমর্দনের সময়ে, স্নানের সময়ে, নারীসংসর্গের সময়ে, তৈলমর্দনের সময়ে, যে মানুষকে শব স্পর্শ

করতে হয় তার সান্নিধ্যে, সদ্যপ্রসূত স্ত্রীর সান্নিধ্যে, অপবিত্র নারীর সান্নিধ্যে, শূদ্রবৎ হাত দুটি আচ্ছাদিত হলে, সেনাবিভাগে, অভুক্ত ব্রাহ্মণের উপস্থিতিতে এবং যে গাভীগুলি কিছু খায়নি তাদের উপস্থিতিতে বেদাভ্যাস বিঘ্নিত হয়। এই বাধাগুলি কেটে গেলে বেদ পাঠ করতে পারবেন। যদি তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন একটি বিষয় ঘটে যায় তাহলে তিনি নিঃশ্বাস নিরুদ্ধ করে সূর্যের দিকে তাকিয়ে অধ্যয়ন করবেন। বিদ্যুৎ, বজ্রপাত ও বৃষ্টি ছাড়া কল্পের অধ্যয়নের বেলাতেও এই বিধিগুলি প্রযোজ্য; বর্ষণের সময়ে যেমন এক্ষেত্রেও তেমনি সংশ্লিষ্ট বিধি সাড়ে পাঁচমাস যাবৎ পালন করবেন। এই বিষয়ে এ-কথাও শাস্ত্রে বলা আছে—অন্ন, জল, ফল, মূল এবং অন্য যা-কিছু শ্রাদ্ধসম্পর্কিত অন্ন সেখানে থাকতে পারে, তা গ্রহণ করলেও অনধ্যায় পালন করতে হবে, কারণ বলা আছে যে, ব্রাহ্মণের ক্ষেত্রে হাতই হচ্ছে তাঁর মুখ[১]।

অষ্টম খণ্ড (৪/৮/১-২০)

উপরমকর্ম

যে ছাত্রগুলির যথোচিত দীক্ষা হয়েছে তাদের বেদ-অধ্যয়ন শুরু হবে। আচার্য পূর্বে বা উত্তর দিকে বসেন, অন্যজন[২] উত্তরমুখী হয়ে দক্ষিণ দিকে বসে। অথবা দু-জন হলেও দক্ষিণ দিকে বসবেন। আরও বেশী ছাত্র হলে কিন্তু যেমন ফাঁক পাওয়া যায় তেমন তেমনভাবে এসে বসবে। গুরুর উপস্থিতিতে শিষ্য উচ্চাসনে বসবে না। তাঁর সাথে একাসনেও বসবে না। পা-দুটি ভূমিতে প্রসারিত করবে না। দুই বাহুদ্বারা জানু কাছে ধরে ও স্তম্ভে হেলে বসবে না। পা তুলে বসবে না। কুঠারের মত পা-দুটিকে ধরে থাকবে না। ছাত্র 'মহাশয়, উচ্চরণ করুন' বলার পর আচার্য তাকে দিয়ে 'ওম্' উচ্চারণ করাবেন। অন্যজন বলবে 'ওম্'। এরপর তিনি অবিচ্ছিন্নভাবে পাঠ করবেন। পাঠ হয়ে গেলে আচার্যের চরণদুটি আলিঙ্গন করে 'আমাদের পাঠ শেষ হয়েছে, মহাশয়' বলে শিষ্য নিজের কাজে চলে যাবে। আচার্য বলবেন 'যাও'; কোন কোন আচার্য বলেন 'ইত্যবসরে থাম'। অধ্যয়নরত ছাত্র ও আচার্যের মাঝে কেউ আসবে না। মন্ত্রোচ্চারণকালে কেউ স্থান পরিবর্তন করবে না। কোন ত্রুটি হলে তিন দিন অথবা এক দিন ও এক রাত্রি উপবাস করে, যতবার সম্ভব সাবিত্রী মন্ত্র উচ্চারণ করবেন এবং ব্রাহ্মণদের কিছু দান করবেন। এর পর একদিন ও একরাত্রি পাঠ বন্ধ রাখার পর অধ্যয়ন আবার চলতে থাকবে।

নবম খণ্ড (৪/৯/১-৩)

তর্পণ

স্নান করে, স্নানের সময়ে উল্লিখিত নিয়ম অনুসারে নিজেকে অর্ধনিমজ্জিত করে তিনি দেবতাদের তৃপ্ত করেন। 'অগ্নি নিজে তৃপ্ত হ'ন,[৩] বায়ু নিজেকে তৃপ্ত করুন, সূর্য নিজেকে তৃপ্ত

১। যেহেতু হাতই ব্রাহ্মণের মুখ, তাই হাতে গ্রহণ করা মানেই মুখ দিয়ে তা ভক্ষণ করা।

২। এখানে অন্য জন মানে শিষ্য।

৩। নিজেকে তৃপ্ত করুন = তৃপ্ত হ'ন। সর্বত্র তৃপ্যতু = তৃপ্ত হোক বা হ'ন।

করুন, বিষ্ণু নিজেকে তৃপ্ত করুন, প্রজাপতি নিজেকে তৃপ্ত করুন, বিরূপাক্ষ নিজেকে তৃপ্ত করুন, সহস্রাক্ষ নিজেকে তৃপ্ত করুন, সোম, ব্রহ্ম, বেদসমূহ, দেবগণ, ঋষিকুল এবং সকল ছন্দ, 'ওম্' শব্দ, 'বৌষট্' শব্দ, মহাব্যাহৃতিগুলি, সাবিত্রী, যজ্ঞসমূহ, নদীগুলি, পর্বতগুলি, ক্ষেত্রগুলি, ওষধিসমূহ, বৃক্ষসমূহ, গন্ধর্ব ও অপ্সরাসমূহ, সর্পেরা, পক্ষী-কুল, সিদ্ধগণ, সাধ্যগণ, বিপ্রগণ, যক্ষগণ, রাক্ষসগণ (যাদের অন্তে এইগুলি আছে) নিজেদের তৃপ্ত করি, আমি শ্রুতিকে তৃপ্ত করি, আমি স্মৃতিকে তৃপ্ত করি, আমি দৃঢ়তাকে তৃপ্ত করি, আমি সুখকে তৃপ্ত করি, আমি সাফল্যকে তৃপ্ত করি, আমি চিন্তাকে তৃপ্ত করি, তৃপ্ত করি আমি শ্রদ্ধা ও অন্তর্দৃষ্টিকে এবং স্মৃতিকে, গাভীগুলিকে, ব্রাহ্মণদের স্থাবর ও জঙ্গম বস্তুগুলিকে; সব-কিছু যেন নিজেদের তৃপ্ত করে।[১] এই পর্যন্ত বাম কাঁধের উপর যজ্ঞোপবীত স্থাপন করে অনুষ্ঠান হয়।

দশম খণ্ড (৪/১০/১-৬)

আচার্য-তর্পণ

এ-বার ডান কাঁধের উপর যজ্ঞোপবীত (রেখে প্রয়াত) পিতৃপুরুষদের উদ্দিষ্ট দিকে (অর্থাৎ দক্ষিণে) তাকিয়ে বলেন 'শত ঋষিগণ, মধ্য মণ্ডলের ঋষিগণ, গৃৎসমদ, বিশ্বামিত্র, জমদগ্নি, বামদেব, অত্রি, ভরদ্বাজ, বসিষ্ঠ, প্রগাথদের, পবমান-সূক্তের ঋষিদের, ছোট সূক্তের এবং বড় সূক্তের ঋষিদের, সুমন্তু, জৈমিনি, বৈশম্পায়ন, পৈল, সূত্রগুলি, ভাষ্যগুলি, গার্গ্য, বভ্রু, বাভ্রব্য, মণ্ডু, মাণ্ডব্য, গার্গী, বাচক্লবী, বড়বা প্রাতিথেয়ী, সুলভা মৈত্রেয়ী তৃপ্ত হ'ন। আমি তৃপ্ত করি কহোল কৌষীতকিকে, মহাকৌষীতকিকে, সুযজ্ঞ শাঙ্খায়ন, আশ্বলায়ন, ঐতরেয়, মহৈতরেয়, ভারদ্বাজ, জাতুকর্ণ্য, বৈপঙ্গ্য, মহাপৈঙ্গ্য, বাষ্কল, গার্গ্য, শাকল্য, মাণ্ডুকেয়, মহাদমত্র, ঔদবাহি, মহৌদবাহি সৌবামি, শৌনকি, শাকপূণি, গৌতমীকে; আরও যাঁরা আচার্য আছেন, তাঁরা সবাই তৃপ্ত হোন। পিতারা প্রত্যেকে তৃপ্ত হ'ন। পিতৃকুল তৃপ্ত হ'ন। মাতৃকুল তৃপ্ত হ'ন।

একাদশ খণ্ড (৪/১১/১-২৫)

স্নাতকধর্ম

নারীসংসর্গ ব্যতিরেকে নগ্না স্ত্রীর দিকে দৃষ্টিপাত করবেন না। যখন সূর্যের উদয় বা অস্ত হয়, তখন সূর্যের দিকে তাকাবেন না। শত্রুর দিকে তাকাবেন না। দুষ্কৃতির দিকে তাকাবেন না। মৃতদেহ স্পর্শ করেছে এমন ব্যক্তির দিকে তাকাবেন না। তিনি সদ্য প্রসবকারী স্ত্রী বা অপবিত্রা স্ত্রীর সাথে কথা বলবেন না। উপরি-কথিত কারও সাথেই কথা বলবেন না। যে খাদ্যের শক্তি চলে গেছে, এমন খাদ্য আহার করবেন না। ব্যবহার করতে করতে যে-সব উপকরণ ক্ষয়ে গেছে সেগুলি দিয়ে কাজ করবেন না। ব্যবহার করতে করতে যে-সব উপকরণ ক্ষয়ে গেছে সেগুলি দিয়ে কাজ করবেন না। পত্নীর সাথে একসঙ্গে আহার করবেন না। অবশিষ্ট (উদ্দিষ্ট)

১। সাঁতার কেটে স্নানের কথাই বলা হয়েছে।

খাদ্য আহার করবেন না। পিতৃপুরুষদের, দেবতাদের, অতিথিদের এবং সেবকদের উদ্দিষ্ট খাদ্যের অবশিষ্টাংশ আহার করতে পারেন। শস্যের শীষ সংগ্রহ করা, অযাচিত দান গ্রহণ বা সজ্জনের কাছে প্রার্থনা, পরের জন্য যজ্ঞ করা—তাঁর জীবিকার উপায়। এগুলির মধ্যে পূর্ব পূর্ব কর্ম বেশী সম্মানজনক। অথবা যদি উক্ত উপায়গুলির একটিতেও জীবিকা লাভ করতে না পারেন, তাহলে তিনি বৈশ্যের জীবিকা অনুসরণ করবেন। তিনি অবশ্যই পিতাদের ও দেবতাদের প্রতি কর্তব্যে সজাগ থাকবেন। বিহিত সময়েই তিনি পত্নীসংসর্গ করবেন। দিনের বেলায় নিদ্রার জন্য শয়ন করবেন না। রাত্রির প্রথম ও শেষ প্রহরেও নয়। সাক্ষাৎ মাটির উপর বসবেন না। জলের ব্যবহার বিষয়ে যথাকর্তব্য সম্পন্ন করবেন এবং সব সময়ে যজ্ঞোপবীত বাঁ কাঁধের উপর লম্বিত রাখবেন। আচার্যের আদেশ ছাড়া আচার্যকে ত্যাগ করবেন না। অথবা তাঁর অনুমতি নিয়ে অন্য আচার্যের নিকটে যাবেন।

দ্বাদশ খণ্ড (৪/১২/১-৩২)

স্নাতকধর্ম

প্রতিদিন আচার্যকে সশ্রদ্ধ অভিবাদন জানাবেন। নিজের গুরুজনদেরও অভিবাদন জানাবেন। শ্রোত্রিয়ের সাথে দেখা হলে তাঁকে অভিবাদন জানাবেন। শ্রোত্রিয় না হলেও যখন তিনি যাত্রা থেকে ফেরেন তখন 'আমি অমুক, মহাশয়!'' এই কথা বলে নিজের নাম উচ্চারণ করে হাত জোড় করেন যাতে ডান হাত দিয়ে অন্য ব্যক্তির ডান পা, আর বাঁ হাত দিয়ে বাঁ পা তিনি স্পর্শ করতে পারেন। এইভাবে অভিবাদিত হলে উত্তরে তাঁর নাম ধরে তাঁকে সম্বোধন করে তাঁর হাত ধরে তাঁকে আশীর্বচন শোনান।[১] নির্বাচিত না হলে কোন যজ্ঞে তিনি যাবেন না এবং ভুল কাজ করা থেকে তিনি সাবধান থাকবেন। তিনি কোন জনসভায় যাবেন না। যদি সেই সভায় উপস্থিতি হন, কারও বিরুদ্ধে কোন অপ্রিয় কিছু বলবেন না। তিনি গালাগালি করবেন না, কুৎসারটনাকারী হবেন না, বাড়ী থেকে বাড়ী ঘুরে বেড়াবেন না, বাচাল হবেন না। একা হাঁটবেন না। নগ্ন থাকবেন না। হাত আবৃত হবে না। প্রদক্ষিণক্রমে দেবগৃহের চারিদিকে পরিক্রমা করবেন। তিনি দৌড়াবেন না। থুথু ফেলবেন না, নিজেকে নখ দিয়ে আঁচড়াবেন না। মল-মূত্রের দিকে দৃষ্টি দেবেন না। মাথা ঢেকে বসবেন। মাটিতে বসবেন না। যদি একবস্ত্র হন তাহলে কাণে উপবীত রেখে, সূর্যের অভিমুখী না হয়ে, পশ্চাদ্ভাগ না ফিরিয়ে, দিনের বেলায় উত্তরমুখী ও রাত্রিতে দক্ষিণমুখী হয়ে বসবেন। জলে বা জলের নিকটে শ্লেষ্মা নিক্ষেপ করবেন না। শ্মশানে অবশ্যই যাবেন না। প্রতিদিন বস্ত্র পরে স্নান করবেন।[২] স্নান করা হয়ে গেলে তা শুষ্ক হওয়ার আগেই অন্য বস্ত্র পরিধান করবেন।

১। যিনি অভিবাদিত হলেন তিনি অভিবাদনকারীর নাম উল্লেখ করে তাঁর হাতদুটি ধরে আশীর্বাণী উচ্চারণ করেন।

২। সাঁতার কেটে স্নানের কথাই বলা হয়েছে।

ত্রয়োদশ খণ্ড (৪/১৩/১-৫)

কৃষিকর্ম

রোহিণী নক্ষত্রের (তিথির) অধীনে ক্ষেত্রকর্ম করবেন। তা করার আগে জমির পূর্বসীমায় 'দ্যাবাপৃথিবীকে প্রণাম' বলে দ্যাবাপৃথিবীর অর্চনা সম্পন্ন করেন। যখন প্রথম হলকর্ষণ হয়, তখন এক ব্রাহ্মণ "শুনং নঃ ফালা—" (ঋ. ৪/৫৭/৮) এই মন্ত্রটি আবৃত্তি করে হাল স্পর্শ করবেন। "ক্ষেত্রস্য পতিনা—" (ঋ. ৪/৫৭) এই সূক্তে মন্ত্রে মন্ত্রে আকাশের বিভিন্ন দিকে, বাম থেকে দক্ষিণে, প্রণাম করা হয়।

চতুর্দশ খণ্ড (৪/১৪/১-৫)

প্লবকর্ম

জল-পথ অতিক্রম করার সময়ে স্বস্ত্যয়ন যজ্ঞ করবেন। তিনবার অঞ্জলিতে জল পূর্ণ করে 'সমুদ্রায়—' ('সমুদ্রকে, নলপুত্রকে, ঋতের অধিপতি বরুণকে, সব নদীকে প্রণাম') এই মন্ত্রে জলে তা আহুতি দেন। অনুচ্চস্বরে 'সর্বাসাং—' (তাদের সকলের পিতা বিশ্বকর্মা যেন প্রদত্ত দ্রব্য ভোগ করেন) এই মন্ত্র উচ্চারণ করে দেন বহন্ত স্রোতের ক্ষেত্রে, স্রোতের বিরুদ্ধে, স্থির জলের ক্ষেত্রে আকাশে। অতিক্রম করার সময়ে যদি বিপদের আশঙ্কা করেন, তাহলে "সমুদ্রজ্যেষ্ঠাঃ—" (ঋ. ৭/৪৯) এই বসিষ্ঠসূক্ত অনুচ্চস্বরে বলবেন। এটি তাঁর পক্ষে নৌকার কাজ করে।

পঞ্চদশ খণ্ড (৪/১৫/১-২২)

শ্রবণাকর্ম

শ্রবিষ্ঠা নক্ষত্রের অধীনে পূর্ণিমায় ভাজা যব বা সিদ্ধ অন্নের মণ্ড দিয়ে শ্রবণাসম্পর্কিত আহুতি দেবেন। আহুতির মন্ত্র 'বিষ্ণুকে স্বাহা, শ্রবণকে স্বাহা, শ্রাবণী পূর্ণিমাকে স্বাহা, বর্ষাঋতুকে স্বাহা'। বাহিরে পবিত্র গার্হস্থ্য অগ্নিকে স্থাপন করে, ভাজা খই এবং ঘৃতমিশ্রিত অখণ্ড যব মিশিয়ে 'দিব্যা—' ('দিব্য সর্পদের অধিপতিকে স্বাহা) এই দুই মন্ত্র বলে আহূতি দেন। পূর্বমুখী করে রাখা নূতন কুশঘাসের উপর নূতন জলপাত্র অগ্নির উত্তরে রেখে 'দিব্য সর্পের অধিপতি, নিজেকে পরিস্রুত করুন! দিব্য জলপাত্র অগ্নির উত্তরে রেখে 'দিব্য সর্পের অধিপতি, নিজেকে পরিস্রুত করুন! দিব্য সর্পেরা, নিজেদের পরিস্রুত করুন' বলে তাতে জল ঢেলে দেন। 'দিব্য সর্পের অধিপতি নিজে রেখা অঙ্কিত করুন। দিব্য সর্পেরা নিজেরা রেখা অঙ্কিত করুন!' বলে কাষ্ঠনির্মিত ফণার দ্বারা সাপের মত বস্তুটিকে চালিত করেন। 'দিব্য সর্পের অধিপতি বস্ত্র পরিধান করুন! দিব্য সর্পেরা বস্ত্র ধারণ করুন!' বলে সূতা উপহার দেন। 'দিব্য সর্পের অধিপতি যেন নিজের দিকে তাকান! দিব্য সর্পেরা যেন নিজেদের দিকে তাকান!' এই মন্ত্রে তাদের আয়না দিয়ে দেখান। 'দিব্য সর্পের অধিপতি, এটি তোমার বলি; দিব্য সর্পগণ, এটি তোমাদের বলি!" বলে বলি (উপহার) নিবেদন করেন। এইভাবে অন্তরীক্ষস্থিত সর্পদের জন্য, দিগন্তস্থিত সর্পদের জন্য, পার্থিব সর্পদের জন্য (প্রতিক্ষেত্রে) তিনবার করে এই মন্ত্রগুলি

উচ্চারণ করেন। প্রতিবার প্রথম অংশ উচ্চতর স্বরে, প্রতিবার দ্বিতীয় অংশ নিম্নতর স্বরে, এইভাবে প্রতিদিন হাতা দিয়ে অল্প অল্প অংশে জলসহ ভাজা যবের মণ্ড (বলি) প্রত্যবরোহণ পর্যন্ত উৎসর্গ করেন। রাত্রিতে নীরবে থাকবেন এবং তাঁর স্ত্রী এই বলি নিঃশব্দে নামিয়ে রাখবেন। অনুষ্ঠানের শেষ শুরুর মতই। ''সুত্রামাণং—''(ঋ. ১০/৬৩/১০) এই মন্ত্রটি বলে তিনি উচ্চ শয্যায় উঠবেন।

ষোড়শ খণ্ড (৪/১৬/১-৫)

আশ্বযুজীকর্ম

আশ্বযুজের পূর্ণিমায় ইন্দ্রের উদ্দেশে পায়স প্রদত্ত হয়। 'অশ্বিদ্বয়কে স্বাহা, অশ্বযুজকে স্বাহা, অশ্বযুজের পূর্ণিমাকে স্বাহা, শরৎকে স্বাহা, পশুপতিকে স্বাহা, পিঙ্গলকে স্বাহা,' এই মন্ত্রে আজ্যাহুতি দিয়ে ''আ গাবো অগ্মন্—''(ঋ. ৬/২৮) সূক্তের প্রতিমন্ত্রে দই এবং আজ্যের মিশ্রণ আহুতি দেবেন। সেই রাত্রে তাঁরা বাছুরগুলিকে তাদের নিজ নিজ মায়ের সাথে মিলিত হতে দেন। এরপর হয় ব্রাহ্মণভোজন।

সপ্তদশ খণ্ড (৪/১৭/১-৬)

আগ্রহায়ণীকর্ম

আগ্রহায়ণী পূর্ণিমায় অথবা রোহিণীনক্ষত্রের বা প্রোষ্ঠপদার পূর্ণিমায় তিনি আবার শয্যা থেকে নামবেন। সকালে কিছু[১] শমীপাতা, মধূক ফুল, নল, অপামার্গ চারা, শিরীষ, ডুমুর, কুশশাখা, বদরী ফল এবং হলকর্ষণের মৃৎপিণ্ড নিয়ে সেগুলি জলপাত্রে রেখে তাড়াতাড়ি মহাব্যাহৃতি এবং সাবিত্রী ঋক্ উচ্চারণ করে জলে বারবার 'অপ নঃ'—(ঋ. ১/৯৭) সুক্ত দিয়ে ডুবিয়ে, তিনি তাঁর শরণাগত লোকদের পাপ দূর করে দিয়ে বাম থেকে দক্ষিণে এবং উত্তরে ঐ জল ঢেলে দেবেন। এখানে দক্ষিণা হচ্ছে মধুপর্ক।

অষ্টাদশ খণ্ড (৪/১৮/১-১৩)

সর্পবলিকর্ম

'গ্রীষ্ম, শীত, বসন্ত, শরৎ এবং বর্ষা হোক আমাদের অধীনস্থ। আমরা যেন এই ঋতুগুলির নিরাপদ রক্ষণে থাকি এবং তারা যেন আমাদের কাছে শতবর্ষ-স্থায়ী হয়, স্বাহা। স্বাহা বরুণের সপ্তকন্যাকে এবং রাজার আত্মীয়র সবাইকে; হে শ্বেত, তোমার পা দিয়ে, পায়ের অগ্রভাগ দিয়ে এবং পিছনের পা দিয়ে আঘাত কর, স্বাহা। বিদর্বপুত্র শ্বেতকে স্বাহা। বিদর্বকে স্বাহা। তক্ষক বৈশালেয়কে স্বাহা। বিশালকে স্বাহা।' এই মন্ত্রগুলি দিয়ে আজ্য আহুতি দিয়ে বলেন 'আমাদের দিন সুন্দর শীত, সুন্দর বসন্ত, সুন্দর গ্রীষ্ম। বর্ষা যেন আমাদের কাছে সুখকর বর্ষা হয়; শরৎ হয় যেন হয় আমাদের সৌভাগ্য-সৃষ্টিকারী।' ''শং নো মিত্রঃ—'' (ঋ. ১/৯০/৯)

১। শমী প্রভৃতি প্রত্যেকটি দ্রব্যই মুঠি ভর্তি করে নিতে হবে।

মন্ত্রে পলাশ শাখা দিয়ে মেঝে ঝাঁট দিয়ে, তা "সমুদ্রাদূর্মির্—"(ঋ. ৪/৫৮/১) মন্ত্রে জল দিয়ে ছিটিয়ে "স্যোনা পৃথিবি—"(ঋ. ১/২২/১৫) মন্ত্রটি দিয়ে খড়ের আস্তরণ বিছিয়ে, জ্যেষ্ঠকে দক্ষিণ দিকে রেখে সকলে পাশ ফিরে শুয়ে থাকবেন। 'ব্রহ্মে আমি নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করি, করি ক্ষত্রে' বলে ডান দিকগুলিতে, 'অশ্বগুলির মধ্যে আমি নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করি, করি গরুগুলির মধ্যে' এই মন্ত্রে বাম দিকগুলিতে। "উদীর্ধ্বং-"(ঋ. ১/১১৩/১৬) এই মন্ত্রে তাঁরা জাগেন। ঐ রাত্রে তাঁরা ঐ আস্তরণে শয়ন করেন। তারপর তাঁদের যেমন ইচ্ছা তেমন করেন।

উনবিংশ খণ্ড (৪/১৯/১-৫)

চৈত্রীকর্ম

চৈত্রের পূর্ণিমায় কর্কন্ধু পত্র ও পিষ্ট অন্ন দিয়ে যথাযথভাবে পশুদের যুগলমূর্তিগুলি প্রস্তুত করেন। ইন্দ্র-অগ্নির স্ফীত উদরযুক্ত এক মূর্তি প্রস্তুত করতে হবে। রুদ্রের উদ্দেশে গোলাকার তিনটি মূর্তি প্রস্তুত করতে হবে। রীতি-অনুযায়ী উপযুক্ত আকৃতিবিশিষ্ট অনেকগুলি নক্ষত্র-মূর্তিও প্রস্তুত করতে হবে।

পঞ্চম অধ্যায়

প্রথম খণ্ড (৫/১/১-৯)

সমারোহণ

এরপর যখন তিনি যাত্রা করতে ইচ্ছা করেন, তিনি নিজের মধ্যে অথবা দুটি অরণিতে অথবা সাধারণ কাঠের ফলকে অগ্নিকে অধিষ্ঠিত করান। একবার 'এহি-'(এস, আমার প্রাণে প্রবেশ কর) এই মন্ত্রে, দু-বার নিঃশব্দে তা করতে হয়। অথবা ''অয়ং তে যোনির্-'' (ঋ. ৩/২৯/১০) এই মন্ত্রটি দিয়ে দুটি জ্বলন্ত অরণিকে উত্তপ্ত করেন। অথবা এই মন্ত্রে সমিৎ (কাঠের টুক্‌রা) তপ্ত করেন। এবং সূর্যাস্তের আগে ঘর্ষণের দ্বারা ঐ অরণি বা সমিৎ প্রজ্বলন করা হয়। বৈশ্বদেব যজ্ঞের সময়েও সাধারণ অগ্নিকে পাত্র থেকে 'নাম' এই বলে নামান। যদি আগুন নিভে যায় তাহলে 'পাহি-' (অগ্নি, আমাদের রক্ষা কর, আমরা সমৃদ্ধ হই, স্বাহা। এমনভাবে রক্ষা কর, আমরা যেন সম্পদ লাভ করি, স্বাহা। যজ্ঞকে রক্ষা কর, হে দীপ্তিমান্, স্বাহা। সব কিছু রক্ষা কর, হে শতজ্ঞানী, স্বাহা)[১] এই মন্ত্রে 'সর্বপ্রায়শ্চিত্ত' নামে আহুতি দেবেন। ব্রতভঙ্গ করলে উপবাস করে '' ত্বমগ্নে ব্রতপা-'' (ঋ. ৮/১১/১) এই মন্ত্রে আজ্যহোম করেন।

দ্বিতীয় খণ্ড (৫/২/১-৯)

পূর্তকর্ম

এ-বার পুষ্করিণী, কূপ এবং জলাশয়ের অভিষেক। শুক্লপক্ষে বা কোন শুভ তিথিতে দুধ দিয়ে যব পাক করে দুটি মন্ত্র দিয়ে যাগ করবেন—''ত্বং নো অগ্নে—''(ঋ. ৪/১/৪,৫)। ''অব তে হেডো-'' (ঋ. ১/২৪/১৪), ''উদুত্তমং বরুণ-'' (ঋ. ১/২৪/১৫), ''ইমং ধিয়ং-'' (ঋ. ৮/৪২/৩)—এই মন্ত্রগুলি দিয়েও যাগ করেন। এবং 'গৃহ্যোপগৃহ্যো-'' (গৃহস্থ, যে বাড়ী থেকে চলে যায়, হে বলকারক, যে হীন বাসগৃহে যায়, যে হীন বাসগৃহে থাকে, যে সেখান থেকে বেরিয়ে আসে, যে লোভী, শত্রুদমনকারী) এই মন্ত্রে দিগন্তের বরুণ কোণ থেকে শুরু করে বিভিন্ন দিকে বাম থেকে দক্ষিণে হোম করবেন। মাঝে ''বিশ্বতশ্চক্ষুর্-'' (ঋ.১০/৮১/৩), ও ''ইদং বিষ্ণুর্-'' (ঋ. ১/২২/১৭) মন্ত্রে দুধ দিয়ে আহুতি দেবেন। ''যৎ কিং চেদং-'' (ঋ. ৭/৮৯/৫) মন্ত্র দিয়ে জলে নিমগ্ন হয়ে আজ্যাহুতি দেন। এই যজ্ঞের দক্ষিণা গাভী এবং এক জোড়া বস্ত্র। তারপর হয় ব্রাহ্মণভোজন।

তৃতীয় খণ্ড (৫/৩/১-৫)

পূর্তকর্ম

এ-বার উদ্যানের অভিষেক। উদ্যানে পবিত্র অগ্নি স্থাপন করে এবং পাক-করা মণ্ড প্রস্তুত করে 'বিষ্ণুকে স্বাহা; ইন্দ্র ও অগ্নিকে স্বাহা; বিশ্বকর্মাকে স্বাহা' এবং ''যান্ বো নরো-'' (ঋ. ৩/৮/৬) এই মন্ত্রে আহুতি দেবেন। ''বনস্পতে শতবল্‌শো—''(ঋ. ৩/৮/১১) মন্ত্রে অভিমন্ত্রণ করে (= করেন)। যজ্ঞের দক্ষিণা হচ্ছে সুবর্ণ।

চতুর্থ খণ্ড (৫/৪/১-৬)

প্রায়শ্চিত্তসমূহ

যদি অর্ধপক্ষ কোন যাগ করা না হয়ে থাকে, তবে প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ চালের তৈরী অন্ন দিতে হবে। আহুতির মন্ত্র হল 'অগ্নি বৈশ্বানরকে স্বাহা, অগ্নি তন্তুমৎকে স্বাহা'। সকালে বা সন্ধ্যায় আহুতিতে ছেদ পড়লে প্রায়শ্চিত্ত-হোম করবেন। সন্ধ্যায় 'অন্ধকারের আলোকদাতাকে প্রণাম, স্বাহা'' এই মন্ত্রে এবং সকালে 'সকালের আলোকদাতাকে প্রণাম, স্বাহা' এই মন্ত্রে আহুতি দেবেন। বাদ-পড়া যতগুলি যাগ ছিল তার মধ্যে যতগুলি সম্ভব যাগ করে পরে উপরে যেমন বলা হয়েছে তেমনই যাগ চলতে থাকবে।

পঞ্চম খণ্ড (৫/৫/১-৩)

প্রায়শ্চিত্ত

যদি বাড়ীর উপর কোন ঘুঘু বা পেঁচা বসে তাহলে ''দেবাঃ কপোত—''(ঋ. ১০/১৬৫) এই সূক্তের প্রতি মন্ত্রে তিনি আহুতি দেবেন। যদি দুঃস্বপ্ন দেখে থাকেন বা অমঙ্গলসূচক কিছু দেখে থাকেন, অথবা গভীর রাত্রে কাকের ডাক শুনতে পান এবং অন্যান্য অদ্ভুত ব্যাপারের ক্ষেত্রে দুধ দিয়ে চরু প্রস্তুত করে আহুতি দেবেন। চরু সেই গাভীর দুধ দিয়ে করতে হবে যার বৎসের গায়ের রঙ ঠিক তারই মত, কিন্তু কোন মতেই কালো গাভীর দুধ নয়। রাত্রি-সূক্তের (ঋ. ১০/১২৭) প্রতি মন্ত্র দিয়ে আহুতি দেবেন। মহাব্যাহৃতিসহ ঐ আজ্যগুলির অবশিষ্ট অংশ ভক্ষণ করে, ''ভদ্রং কর্ণেভিঃ—'' (ঋ. ১/৮৯/৮) এই মন্ত্রে কানদুটিকে ও নিজেকে ''শতমিন্নু শরদো—''(১/৮৯/৯) এই মন্ত্রে অভিমন্ত্রণ করে ব্রাহ্মণদের কিছু দান করবেন।

ষষ্ঠ খণ্ড (৫/৬/১-২)

প্রায়শ্চিত্ত

গৃহী যদি অসুস্থ হয়ে পড়েন, গাবেধূক-তৃণসমেত সিদ্ধ চাল ''ইমা রুদ্রায়—''(ঋ. ১/১১৪) সূক্তের প্রতি মন্ত্রে আহুতি দেবেন।

সপ্তম খণ্ড (৫/৭/১-৪)

প্রায়শ্চিত্ত

যদি পত্নী সীমন্তোন্নয়ন অনুষ্ঠান ছাড়াই সন্তানের জন্ম দেন, অথবা যদি শিশুর জন্য জাতকর্মের অনুষ্ঠান না হয়ে থাকে, প্রসবের পর থেকে দশ দিন অতিক্রান্ত হলে ছোট শিশুকে মায়ের কোলে রেখে মহাব্যাহৃতিসমেত আহুতিদানের পরে যে যাগটি অনুষ্ঠিত হয়নি তা যেমন আগে বলা হয়েছে তেমনভাবে সম্পন্ন করতে হয়।

অষ্টম খণ্ড (৫/৮/১-৬)

প্রায়শ্চিত্ত

কাষ্ঠস্তম্ভ থেকে কিছু উদ্‌গত হলে স্থালীতে অন্ন পাক করে সেই চরু 'অয়া—'(এইভাবে

কর্মগুলি সম্পন্ন করে) এবং "পিশঙ্গরূপঃ—"(ঋ. ২/৩/৯) এই দুই মন্ত্রে আহুতি দেবেন। যদি প্রণীতা-পাত্র, আজ্যপাত্র বা অন্য কোন মাটির পাত্র ভগ্ন হয় অথবা সছিদ্র হয়ে পড়ে, তাহলে দুটি 'সর্বপ্রায়শ্চিত্ত' হোম করবেন এবং "য ঋতে—" (ঋ. ৮/১/১২) মন্ত্র-তিনটি ভগ্ন পাত্রের উদ্দেশে পাঠ করবেন। যদি যজ্ঞ শেষ হওয়ার আগেই দুটি 'পবিত্র' নষ্ট হয় তাহলে 'সর্বপ্রায়শ্চিত্ত' হোম করে "অপ্স্বগ্নে—" (ঋ. ৮/৪৩/৯) এই মন্ত্রে নূতন কুশ প্রস্তুত রাখবেন।

নবম খণ্ড (৫/৯/১-৫)

সপিণ্ডীকরণ

এ-বার সপিণ্ডীকরণ বলা হচ্ছে। পিতা থেকে শুরু করে ঊর্ধ্বতন পিতৃপুরুষদের জন্য চারটি জলপাত্র পূর্ণ করে ও একই ভাবে চারটি পিণ্ড প্রস্তুত করে, 'যাঁরা সাধারণভাবে মিলিতমনে যমের রাজ্যে বাস করেন সেই পিতৃগণের জন্য দেবতাদের মধ্যে স্থান, স্বাধীনতা, শ্রদ্ধা ও যজ্ঞ প্রতিষ্ঠিত থাকুক। যাঁরা সাধারণভাবে মিলিতমনে বাস করেন, জীবলোকের মধ্যে জীবিত, তাঁরা আমার; তাঁদের সমৃদ্ধি এই পৃথিবীতে একশো বছর ধরে আমার ভাগ্যে আসুক' বলে "যে সমানাঃ—" এবং "সমানো মন্ত্রঃ—" (ঋ. ১০/১৯১/৩, ৪) এই মন্ত্রতিনটি দিয়ে প্রথম পিণ্ডটিকে অপর তিন পিণ্ডে তিন ভাগে ভাগ করে দেবেন। এইভাবে অর্ঘপাত্রগুলিতে ভাগ করবেন। অন্য পিণ্ডটিকেও তিন অপর পিণ্ডগুলির সাথে মিশ্রিত করবেন। একইভাবে মাতার জন্য, ভ্রাতার জন্য, মৃতপত্নীর জন্যও পিণ্ড মিশ্রিত করবেন।

দশম খণ্ড (৫/১০/১-৬)

প্রায়শ্চিত্ত

যদি বাড়ীতে মৌমাছিরা মধু প্রস্তুত করে তাহলে উপবাস করে দধি, মধু ও ঘৃতে মিশ্রিত ১০৮টি ডুমুর কাঠ "মা নস্তোকে—"(১/১১৪/৮, ৯) এই দুই মন্ত্রে আহুতি দেবেন এবং "শন্ন—"(ঋ. ৭/৩৫) সূক্তটি 'প্রতিশ্রুৎ' প্রভৃতি সকল কর্মে জপ করবেন।[১] সতেরোটি একবিতস্তি-পরিমাণ পলাশ কাঠ আহুতি দেওয়ার পর স্রুবকে (শক্ত করে) ধরেন। পূর্ণিমা ও অমাবস্যায় পনেরটি কাঠ আহুতি দিতে হবে। বর্ষাঋতুর মাঝে অষ্টকা-অনুষ্ঠানে বিকল্পে তিনটি পলাশ কাঠ দেওয়া যেতে পারে। হোমের অনুষ্ঠানটি হবে পিতৃযজ্ঞের মতই।

একাদশ খণ্ড (৫/১১/১, ২)

প্রায়শ্চিত্ত

যদি বাড়ীতে উঁইয়ের টিপি দেখা দেয়, তাহলে সেই গৃহ ত্যাগ করতে হবে। তারপর তিন রাত্রি এবং তিন দিন উপবাস করার পর 'মহাশান্তি' প্রায়শ্চিত্ত সম্পন্ন করবেন।

১। ১/৭/১ সূত্র. দ্রঃ।

ষষ্ঠ অধ্যায়

প্রথম খণ্ড (৬/১/১-১৩)

আরণ্যকপাঠের নিয়ম

এ-বার ব্রহ্মান্, ব্রহ্মের গর্ভ থেকে যাঁদের জন্ম, ইন্দ্র, প্রজাপতি, বসিষ্ঠ, বামদেব, কহোল কৌষীতকি, মহাকৌষীতকি, সুযজ্ঞ শাঙ্খায়ন, আশ্বলায়ন, ঐতরেয়, মহৈতরেয়, কাত্যায়ন, শাট্যায়ন, শাকল্য, বভ্রু, বাভ্রব্য, মণ্ডু, মাণ্ডব্য এবং অতীতের সব আচার্যকে প্রণাম করে আরণ্যকের বিধিগুলি স্বাধ্যায়ের বিষয়রূপে ব্যাখ্যা করব। আচার্য একদিন ও এক রাত্রি স্ত্রী-সংসর্গ ও মাংসভক্ষণ থেকে বিরত থাকবেন। কাঁচা মাংস, চণ্ডাল, সদ্যপ্রসূতী, রজস্বলা নারী, রক্তদর্শন ও ছিন্নহস্ত ব্যক্তির দর্শন অধ্যয়নে ছেদ ঘটায়। মৃত ইত্যাদিও অনধ্যায়ের কারণ হয়। যারা মুখ দিয়ে গর্তে প্রবেশ করে তাদের দর্শনেও অনধ্যায় ঘটে। বমন বা শ্মশ্রুমুণ্ডনে, মাংসভক্ষণে, শ্রাদ্ধকর্মে ও জাতকর্মে ভোজন করলে, গ্রামে অধ্যয়নের দিনগুলির ঠিক পরের দিনগুলিতে, তিন রাত্রি ও তিন দিন অসুস্থ হলে, অন্যদের দ্বারা বলপূর্বক ধৃত হলে, পর্বদিনগুলির দ্বিতীয়ার্ধের সময়ে এবং অগ্নিশিখা, বিদ্যুৎ, বজ্রপাত, প্রবল বর্ষণ এবং আকাশে প্রকাণ্ড মেঘ দেখা দিলে এবং যতক্ষণ শিলা-খণ্ডবাহী প্রবল ঝড় প্রবাহিত হতে থাকবে ততকাল অধ্যয়ন বন্ধ থাকবে।

দ্বিতীয় খণ্ড (৬/২/১-১৩)

আরণ্যকপাঠের নিয়ম

আষাঢ়ী পূর্ণিমার পর চার মাস যাবৎ অধ্যয়ন করবেন না, বিশেষত শক্বরী মন্ত্রগুলি পাঠ করবেন না। এ-ই হল নিয়ম। উত্তর-পূর্বদিকের এক পবিত্র জায়গায়, যে জায়গা পূর্বদিক থেকে আলো পায়, সেখানে গিয়ে সূর্যোদয়ের আগে জল আহরণ কর্ম করতে হবে এবং "আঞ্জনগন্ধিং—" (ঋ. ১০/১৪৬/৬) এই মন্ত্রে মণ্ডলে[১] প্রবেশ করতে হবে। মণ্ডলটি উত্তর বা পূর্বদিকে দ্বারবিশিষ্ট, লোকমুখে প্রশংসিত, অনতিপ্রশস্ত এবং অনতিসঙ্কীর্ণ হতে হবে। শেষ শান্তিকর্মটি হবে বামদেবের প্রতি উদ্দিষ্ট। অধ্যয়নের পুনরারম্ভের জন্য আহ্বান এইভাবে করা হয়—মণ্ডলের বাইরে রাখা জল দিয়ে আচমন করে তাঁরা শান্তিকর্মের মন্ত্র পাঠ করবেন। যদি শান্তিকর্মে ব্যবহৃত পাত্র ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাহলে জল দিয়ে তা প্রোক্ষণ করতে হবে। হাতে থাকবে সোনা অথবা দর্ভঘাসের গুচ্ছ। এই পর্যন্ত হল সাধারণ বিধি।

তৃতীয় খণ্ড (৬/৩/১-১৪)

আরণ্যকপাঠের নিয়ম ও শান্তিকর্ম

মণ্ডলে প্রবেশের পরে আচার্য পূর্বমুখী হয়ে বসেন; অন্যেরা বসেন তাঁদের শ্রেষ্ঠতা অনুযায়ী দক্ষিণ দিকে উত্তরমুখী হয়ে। যদি তা সম্ভব না হয় তাহলে যে-কোন দিকে মুখ করলে চলে।

১। জলের রেখা দিয়ে প্রস্তুত হয় এই মণ্ডল।

তারা সূর্যোদয়ের প্রতীক্ষা করবে এবং দীপ্তিময় এই ভাস্বর সূর্যকে দেখে 'মহাশয়, পাঠ কর' এই বলে (নিজেদের হাত দিয়ে) বাম হাতের উপরে ডান হাত রেখে শিক্ষকের প্রক্ষালিত দুই চরণ—ডান হাত দিয়ে ডান, বাম হাত দিয়ে বাম চরণ স্পর্শ করবেন। তারপর হাতদুটি প্রায়শ্চিত্তপাত্রে দর্ভকুশযুক্ত জলে রেখে যখন তাদের হাত থেকে জলবিন্দু পড়া বন্ধ হবে অধ্যয়ন তখন আরম্ভ করবে। এটিই এখানে বিধি। কিন্তু যদি তারা শ্রান্ত হয়ে পড়ে তবে তাদের মধ্যে একজন প্রায়শ্চিত্তে ব্যবহৃত পাত্রটি শূন্য হতে দেবে না। এবং সকলে প্রত্যেক অধ্যায়ের শুরুতে ও শেষে তা করবে। এই সব-কিছুই অনবরত নিরবচ্ছিন্নভাবে করা হয়। এবার শান্তিকর্ম। 'ওম্'-কার, তিনি মহাব্যাহৃতি, সাবিত্রী ঋক্, রথন্তর, বৃহৎ ও বামদেব্য গানের বাণী, বৃহৎ ও রথন্তরের যোনিমন্ত্র ককুপ্ মন্ত্রের আকারে পাঠ করতে হবে।[১] এই পবিত্র শব্দগুলিকে ও সংখ্যাগুলিকে এইভাবে সংখ্যায় দশটি সম্পন্ন করতে হয়। বিরাট্ হচ্ছে দশটি দশ—ব্রাহ্মণে এরূপ বলা আছে।

চতুর্থ খণ্ড (৬/৪/১-১৩)

শান্তিকর্ম

'অদব্ধং—'(অভ্রান্ত মন, সতেজ চক্ষু হচ্ছে সূর্য, জ্যোতিষ্কের মধ্যে যা হল শ্রেষ্ঠ। হে দীক্ষা, তুমি আমার ক্ষতি কোর না) এই বলে সূর্যের দিকে তাকান। ''যুবং সুরামম্—'' (ঋ. ১০/১৩১/৪) এই একটি এবং ''স্বস্তি নঃ পথ্যাসু—'' (ঋ. ১০/৬৩/১৫-১৭) এই তিনটি মন্ত্র মহাব্রত অধ্যয়নের সময়ে পাঠ করতে হবে, কিন্তু শক্করী মন্ত্রগুলির সময়ে তা পাঠ্য প্রথম সূত্রে নির্দিষ্ট মন্ত্রের আগে। ''প্রত্যস্মৈ পিপীষতে—''(ঋ. ৬/৪২/১-৩), ''যো রয়িবো—'' (ঋ. ৬/৪৪/১-৬) এই তিন তৃচ, ''অস্মা অস্মা—''(ঋ. ৬/৪২/৪) এই মন্ত্র এবং ''এবা—'' (ঋ. ৮/৮১/২৮) মন্ত্রটি এইভাবে শক্করী মন্ত্রগুলির আগে ও পরে পাঠ করা হয়। এ-বার উপনিষদ্ অংশের জন্য যা করণীয় তা বলা হচ্ছে। মহাব্রতের জন্য যা এখানেও তা-ই করতে হবে। তবে সংহিতার জন্য প্রথম সূত্রে নির্দিষ্ট যে মন্ত্র উচ্চারণ করতে হয় তার আগে 'আমি সত্য বলব, আমি ঋত বলব' এই মন্ত্র পাঠ করতে হবে—এটিই যা বৈশিষ্ট্য। এ-বার মন্থের জন্য প্রথম সূত্রে বলা মন্ত্রের আগে ''তৎসবিতুর্—'','ইমা উ বাং—'' (ঋ. ৫/৮২/১; ৩/৬২/১) এই দুই মন্ত্র পাঠ্য। ''অদব্ধং—'' এই মন্ত্র (১নং সূত্র দ্রঃ) এবং তারপর বিভিন্ন অংশে নির্দিষ্ট প্রায়শ্চিত্ত-মন্ত্রগুলি পাঠ্য। সব-কিছু হয় এক দিনে। এর পর উত্থানের সময়ে সব পাপ দূর করে নিত্য শান্তিকর্ম করে (৩/১২ দ্র.) 'এখান থেকে আমি ঔজ্জ্বল্য আহরণ করে নিই' বলে সূর্যের দিকে তাকান।

১। ওঁকার, তিনটি মহাব্যাহৃতি, সাবিত্রী ইত্যাদি সংখ্যায় মোট দশটি এবং এই দশের দ্বারা বিরাটত্বই সম্পন্ন হয়। কৌ. ব্রা. ২/৩ দ্রঃ। বিরাট বলতে ছন্দঃশাস্ত্রে দশ অক্ষর বোঝায়।

পঞ্চম খণ্ড (৬/৫/১-৬)

শান্তিকর্ম

'তমহমাত্মনি—'(যেটি আমি নিজের মধ্যে রাখি) এই মন্ত্রে আত্মমুখী হন এবং তিনবার মন্ত্রটি বলেন। 'উপ মা'— ' (আমাকে শ্রী এবং যশ যেন সুখ-আনন্দ দেয়, আমার শ্রী এবং যশ যেন সুখ ও আনন্দ পায়) এই মন্ত্রটি, 'সেন্দ্রঃ—' (ইন্দ্রের সাথে, মরুদ্গণের সাথে, শক্তির সাথে, গৌরবের সাথে, তেজের সাথে আমি উঠব) এই মন্ত্রে তিনি ওঠেন। 'শ্রীর্মা—' (শ্রী আমার প্রতি উদিত হোক, যশ আমার প্রতি উদিত হোক) বলে উঠে 'ইদ-মহং—' (এক্ষণে আমি দ্বেষকারীকে, প্রতিপক্ষকে, পাপকে, অশুভ যে আনে তাকে ঝেড়ে ফেলি) এই মন্ত্র বলে বস্ত্রের প্রান্ত আন্দোলিত করে "অপ প্রাচ ইন্দ্র—" (ঋ. ১০/১৩১) এই মন্ত্র অনুচ্চ স্বরে পাঠ করে "শাস ইত্থা—" (ঋ. ১০/১৫২/২) মন্ত্রে পূর্ব দিকে তাকান। "স্বস্তিদা"—(ঋ. ১০/১৫২/১) মন্ত্রে ডান দিকে ফিরে দক্ষিণ দিকে তাকান, 'বি রক্ষো—' (ঋ. ১০/১৫২/৩) এই মন্ত্র বলে পশ্চিমে তাকান, "বি ন ইন্দ্র—"(ঋ. ১০/১৫২/৪) এই মন্ত্রে বাঁ দিকে ঘুরে উত্তর দিকে, 'অপেন্দ্র—'(ঋ. ১৫২/৫) মন্ত্রে ডান দিকে ফিরে আকাশের দিকে তাকান।

ষষ্ঠ খণ্ড (৬/ ৬/১-১৬)

শান্তিকর্ম

"সবিতা—", "তচ্চক্ষুর্—" (ঋ. ১০/৩৬/১৬) এই মন্ত্রে সূর্যের অর্চনা করে তাঁরা ঘুরে দাঁড়িয়ে ফিরে আসেন ও বসে পড়েন। 'যথাপঃ—'(যেমন জল তৃপ্ত হয়) বলে শান্তিজলের ব্যবহৃত পাত্র থেকে জল তুলে মাটিতে তা ঢেলে দিয়ে সেই জলের কিছুটা মাটির উপর ছড়িয়ে দেন। 'যথা পৃথিবী—'(যেমন পৃথিবী তৃপ্ত হয়) মন্ত্রে তারপর 'এবম্—'(এইভাবে আমাতে শান্তি বিরাজ করুক) বলে তা ডান কাঁধে লেপে দেন। এইভাবেই দ্বিতীয়বার, এইভাবেই তৃতীয়বারও কাজটি করা হয়। 'কাণ্ডাত্—'(কাণ্ড কাণ্ড থেকে তুমি নির্মিত হও, কাণ্ডে কাণ্ডে তুমি উদ্গত হও, আমাদের কল্যাণ কর, হে গৃহ) এই বলে তাঁরা জলপাত্র থেকে দর্ভকুশগুলি নিয়ে মাথায় রেখে অগ্নিস্তৃপ্য—'(অগ্নি তৃপ্ত হোন, বায়ু তৃপ্ত করুন, সূর্য তৃপ্ত হোন, বিষ্ণু তৃপ্ত হোন, প্রজাপতি তৃপ্ত করুন, বিরূপাক্ষ তৃপ্ত হোন, সহস্রাক্ষ তৃপ্ত হোন, সব-কিছু নিজেদের তৃপ্ত করুক) এই মন্ত্রে তা জলে আহুতি দেন। সুমন্ত, জৈমিনি, বৈশম্পায়ন, পৈল প্রভৃতি আচার্যগণ তাঁদের সেই অর্ঘ গ্রহণ করেন। প্রত্যেকে তাঁর পিতৃগণকে এই ভাবে অর্চনা করেন (৪/১০ দ্র:)। 'সমুদ্রং—' এই মন্ত্রে জলে ঢেলে দিয়ে বামদেব্য মন্ত্র জপ করে যথা- ইচ্ছা কর্মস্থল থেকে প্রস্থান করেন।

সর্বশেষে মঙ্গলাচরণ করতে হয় এইভাবে—'যথাগম—'(নির্বিবাদে প্রতিষ্ঠিত তর্কাতীত এবং যথাযথভাবে সম্প্রদায়ক্রমে আগত, আগম, প্রজ্ঞা, শ্রুতি-স্মৃতি-রূপ সম্পদ হতে আমাদের

অভয় হোক, মঙ্গল হোক আমাদের। দেবগণ, ঋষিগণ, পিতৃগণ এবং মনুষ্যবৃন্দের প্রতি প্রণাম। নমস্কৃত হয়ে তাঁরা আমাদের মঙ্গল, আয়ু স্বাস্থ্য, আরোগ্য, শান্তি, অরিষ্টি, অবিনাশ, বীর্য, দীপ্তি, যশ, শক্তি, ব্রহ্মতেজ, কীর্তি, সন্তান, গবাদি পশু ও প্রণতি-সম্পন্ন করুন, ত্রুটিপূর্ণ স্তুতি, ত্রুটিপূর্ণ প্রয়োগ এবং সর্বপ্রকার ন্যূনতা ও আতিশয্য থেকে স্বস্তি হোক। দেবগণ ও ঋষিগণ হতে স্বস্তি হোক। ব্রহ্ম ও সত্য আমাকে রক্ষা করুন)।

কৌষীতকি-গৃহ্যসূত্র

মূল

কৌষীতকি-গৃহ্যসূত্র

প্রথম অধ্যায়

প্রথম খণ্ড (১।১)

উত্থায় প্রাতর্ আচম্যাহরহঃ স্বাধ্যায়ম্ অধীয়ীত "অদ্যা নো দেব সবিতঃ" ইতি দ্বে, "অপেহি মনসস্পতে" ইতি সূক্তম্, "ঋতং চ সত্যং চ" ইতি সূক্তম্ "আদিত্যা অবহিখ্যত" ইতি বর্গদ্বয়ম্, "মহি বো মহতাম্" ইতি সূক্তশেষঃ "ইন্দ্রশ্রেষ্ঠানি" ইত্যেকা, "হংসঃ শুচিষত্" ইত্যেকা, "নমো মহদ্ভ্যঃ" ইত্যেকা, "মমাগ্নে বর্চঃ" ইতি সূক্তম্ "স্বস্তি নো মিমীতাম্" ইতি পঞ্চ ঋচঃ।।১।। চত্বারঃ পাকযজ্ঞাঃ।।২।। হুতোঽহুতঃ প্রহুতঃ প্রাশিত ইতি।।৩।। পঞ্চসু বহিঃ শালায়াঃ।।৪।। বিবাহে চূলাকরণ উপনয়নে কেশান্তে সীমন্তোন্নয়ন ইতি।।৫।। উপলিপ্যোদ্ধত্য প্রোক্ষ্য অগ্নিম্ উপসমাধায়।।৬।। নির্মথ্যৈকে বিবাহে।।৭।। উদগয়ন আপূর্যমাণপক্ষে পুণ্যাহে কুমার্যৈ পাণিং গৃহ্নীয়াত্। জায়া লক্ষণসম্পন্না স্যাত্।।৮।। যস্যা অভ্যাত্মম্ অঙ্গানি স্যুঃ সমাঃ কেশান্তাঃ।।৯।। আবর্তাব্ অপি যস্যৈ স্যাতাং প্রদক্ষিণৌ গ্রীবায়াং ষড় বীরান্ জনয়িষ্যতীতি বিদ্যাত্।।১০।।

দ্বিতীয় খণ্ড (১।২)

জায়াম্ উপগ্রহীষ্যমাণঃ "অনৃক্ষরাঃ" ইতি বরকান্ গচ্ছতোঽনুমন্ত্রয়তে।।১।। অভিগমনে পুষ্পফলযবান্ আদায় উদকুম্ভং চ "অহময়ং ভো" ইতি ত্রিঃ প্রোচ্য বরিতে প্রাঙ্মুখা গৃহ্যাঃ প্রত্যঙ্মুখা আবহমানাঃ কন্যাং বরয়ন্তি ইমামমুষ্মা ইত্থং গোত্রায় ইতি।।২।। উভয়তো রুচিতে পূর্ণপাত্রীম্ অভিমৃশন্তি পুষ্পাক্ষতফলহিরণ্যমিশ্রান্। "অনাধৃষ্টমস্যনাধৃষ্যং দেবানামোজো অভিশস্তিপা অনভিশস্ত্যঞ্জসা সত্যমুপগেষং সুবিতে মা ধাঃ" ইত্যুত্থায় কন্যায়া আচার্যঃ "আ নঃ প্রজাম্" ইতি মূর্ধ্নি নিষিঞ্চতি "প্রজাস্ত্বয়ি দধামি পশূংস্ত্বয়ি দধামি। তেজো ব্রহ্মবর্চস্যং ত্বয়ি দধামি" ইতি চ।।৩।।

তৃতীয় খণ্ড (১।৩)

প্রতিশ্রুতে জুহোতি।।১।। চতুরশ্রং গোময়েন স্থণ্ডিলম্ উপলিপ্য পূর্বয়োর্ বিদিশয়োর্ দক্ষিণাং প্রাচীং পিত্র উত্তরাং দৈবে প্রাচীম্ এবৈক উদক্সংস্থাং মধ্যে রেখাং লিখিত্বা তস্যা দক্ষিণত উপরিষ্টাদ্ ঊর্ধ্বাম্ একাং মধ্য একাম্ উত্তরত একাং তাম্ অভ্যুক্ষ্য "অগ্নিং দধামি মনসা শিবেনায়মস্তু সঙ্গমনো বসূনাম্। মা নো হিংসীঃ স্থবিরং মা কুমারং শং নো ভব দ্বিপদে শং চতুষ্পদে।। ইত্যগ্নিং প্রণীয় তূষ্ণীং বা প্রদক্ষিণম্। অগ্নেঃ সমন্তাত্ পাণিনা সোদকেন ত্রিঃ পরিমার্ষ্টি।।২।। তত্ সমূহনম্ ইত্যাচক্ষতে।।৩।।

সকৃদ্ অপসব্যং পিত্রে।।৪।। অথ পরিস্তরণম্।।৫।। দক্ষিণেন কুশান্ আদায় সব্যেনাপনোতি।।৬।। দক্ষিণং জান্বাচ্য প্রাগগ্রৈঃ কুশৈঃ পরিস্তৃণাতি।।৭।। ত্রিবৃত্ পঞ্চবৃদ্ বা।।৮।। পুরস্তাত্ প্রথমম্।।৯।। অথ পশ্চান্মূলান্যগ্রৈঃ প্রচ্ছাদয়তি সর্বাশ্চাবৃতো দক্ষিণতঃ প্রবৃত্তয় উদক্‌সংস্থা ভবন্তি।।১০।। সকৃদ্ অপসব্যং পিত্রে।।১১।। নাজ্যাহুতিষু নিত্যং পরিস্তরণম্।।১২।। নিত্যাহুতিষু বা।।১৩।।

চতুর্থ খণ্ড (১।৪)

দক্ষিণতো ব্রহ্মাণং প্রতিষ্ঠাপ্য উদপাত্রং বা "ভূর্ভুবঃ সুবঃ" ইত্যুত্তরতঃ প্রণীতাঃ কুশতরুণে অবিষমে অবিচ্ছিন্নাগ্রে অনন্তর্গর্ভে প্রাদেশেন প্রমায় কুশেন ছিনত্তি "পবিত্রে স্থঃ" ইতি।।১।। দ্বে ত্রীণি বা ভবন্তি।।২।। "বৈষ্ণব্যৌ" ইত্যভ্যুক্ষ্য "ত্যং চিদশ্বম্" ইতি প্রদক্ষিণগ্রন্থিম্।।৩।। প্রাগগ্রে ধারয়ন্ আজ্যস্থাল্যা উপরি "মহীনাং পয়োঽসি" ইত্যাজ্যং নির্বপতি।।৪।। উদীচোঽঙ্গারান্ নিরূহ্য "ইষে ত্বা" ইত্যধিশ্রিত্য ত্রির্ অবদ্যোত্য কুশতরুণে প্রত্যস্য "ঊর্জে ত্বা" ইতি ত্রির্ উদগ্ উদ্বাস্যাঙ্গারান্ প্রত্যূহ্য অঙ্গুষ্ঠোপকনিষ্ঠিকাভ্যাম্ ঊর্ধ্বাগ্রে প্রহ্বীকৃত্য আজ্যে প্রত্যস্য ত্রির্ উত্পুনাতি "সবিতুষ্টা প্রসব উত্পুনাম্যচ্ছিদ্রেণ পবিত্রেণ বসোঃ সূর্যস্য রশ্মিভিঃ ইতি।।৫।। আজ্যসংস্কারঃ সর্বত্র।।৬।। নাসংস্কৃতেন জুহুয়াত্।।৭।। স্রুবে চাপঃ "সবিতুর্বঃ" ইতি।।৮।। তাঃ প্রোক্ষণীঃ স্রুবং প্রতিতপ্য কুশৈঃ সংমৃজ্য পুনঃ প্রতিতপ্য নিধায় এবং স্রুচং চ সস্থালীপাকে প্রোক্ষিতা আপঃ প্রণীতাঃ প্রোক্ষণীশ্চ।।৯।। স্রুচঃ পাত্রম্ অর্থলক্ষণগ্রহণম্।।১০।।

পঞ্চম খণ্ড (১।৫)

দক্ষিণেন কুশান্ আদায় সব্যেনাপনোতি।।১।। দক্ষিণং জান্বাচ্য পরিধিভিস্ ত্রিভির্ অচ্ছিন্নাগ্রৈর্ অগ্নিং পরিদধাতি।।২।। পশ্চাদ্ দক্ষিণত উত্তরতশ্ চ।।৩।। অলংকৃত্য কুশতরুণাভ্যাং প্রদক্ষিণম্ অগ্নিং ত্রিঃ পর্যুক্ষতি "মহান্তং কোশম্" ইতি।।৪।। হুত্বা চ।।৫।। তে অনুপ্রহরতি।।৬।। তূষ্ণীং সকৃদ্ অপসব্যং পিত্রে।।৭।। অভিঘারিতম্ ইধ্মম্ অগ্নৌ জুহোতি "স্বিধা যদ্বনধিতিঃ" ইতি।।৮।। "বিষ্ণোর্হস্তোঽসি" ইতি দক্ষিণেন মূলে স্রুবম্।।৯।। স্রুবেণাজ্যাহুতীর্ জুহোতি।।১০।। স্রুচা স্থালীপাকং দ্বির্ অবদ্যতি।।১১।। ত্রির্ জামদগ্ন্যানাম্।।১২।। উপস্তরণাভিঘারণপ্রত্যভিঘারণং চ সস্থালীপাকে আ স্বিষ্টকৃতঃ।।১৩।। উত্তরার্ধাত্ স্বিষ্টকৃতঃ।।১৪।। দ্বির্ অভিঘারয়তি।।১৫।। ন প্রত্যনক্তি।।১৬।। উত্তরপশ্চার্ধাদ্ অগ্নের্ আরভ্যাবিচ্ছিন্নং দক্ষিণপূর্বার্ধে জুহোতি "ত্বমগ্নে প্রমতিঃ" ইতি।।১৭।। দক্ষিণপশ্চার্ধাদ্ অগ্নের্ আরভ্যাবিচ্ছিন্নম্ উত্তরপূর্বার্ধে জুহোতি "যস্যেমে হিমবন্তঃ" ইতি।।১৮।। আঘারৌ।।১৯।। আগ্নেয়ম্ উত্তরম্

আজ্যভাগং সৌম্যং দক্ষিণম্।।২০।। "অগ্নে যং যজ্ঞম্" "ইমং যজ্ঞম্" ইতি।।২১।। "অগ্নয়ে স্বাহা" "সোমায় স্বাহা" ইতি বা।।২২।। মধ্যে অন্যা আহুতয়ঃ।।২৩।। নাজ্যাহুতিষু নিত্যাব্ আজ্যভাগৌ স্বিষ্টকৃচ্ চ।।২৪।। নিত্যাহুতিষু চেতি চ মাণ্ডুকেয়ঃ।।২৫।। "অগ্নির্জনিতা স মেহমূং জায়াং দদাতু স্বাহা। সোমো জনিমান্ স মামুয়া জনিমন্তং করোতু স্বাহা। পূষা জ্ঞাতিমান্ স মামুষ্যৈ পিত্রা মাত্রা ভ্রাতৃভির্জ্ঞাতিমন্তং করোতু স্বাহা" ইত্যাজ্যেন।।২৬।। মহাব্যাহৃতিসর্বপ্রায়শ্চিত্তান্তরম্ এতদ্ আবাপস্থানম্ আজ্যহবিষি।।২৭।। ব্যাহৃতিস্বিষ্টকৃতোঃ স্থালীপাকে।।২৮।। "ততং ম আপ" "উদ্বয়ং তমসস্পরি" "উদু ত্যম্" "চিত্রম্" "ইমং মে বরুণ" "তত ত্বা যামি" "ত্বং নো অগ্নে" " স ত্বং নো অগ্নে" "তদস্তু মিত্রাবরুণা" "বষট্ তে বিষ্ণো" "ইষ্টেভ্যো বষলনিষ্টেভ্যঃ" "ভেষজং দুরিষ্ট্যৈ নিষ্কৃত্যৈ দৌরার্ধ্যৈ ঋদ্ধ্যৈ সমৃদ্ধ্যৈ" "দেবীভ্যস্তনূভ্যঃ" "যত ইন্দ্র ভয়ামহে" "ত্বং নঃ পশ্চাত্" "অদ্যাদ্যা শ্বশ্বঃ" "সূর্যো নো দিবস্পাতু" "ভূর্ভুবঃ স্বঃ" "অয়াশ্চাগ্নে" ইতি সর্বপ্রায়শ্চিত্তাহুতীর্ হুত্বা মনসা প্রাজাপত্যং মহাব্যাহৃতয়শ্ চতস্র ইত্যেতা আহুতীর্ হুত্বা সব্যে পাণৌ যে কুশাস্ তান্ দক্ষিণেনাগ্রে সংগৃহ্য মূলে সব্যেন তেষাম্ অগ্রং স্রুবে সমনক্তি মধ্যম্ আজ্যস্থাল্যাং মূলং চ। অথ চেত্ স্থালীপাকেষু স্রুচ্যগ্রং মধ্যমং স্রুবে মূলম্ আজ্যস্থাল্যাং তান্ অনুপ্রহৃত্য "অগ্নের্বাসোহসি" ইতি সমিধোহভ্যাধায় যথোক্তং পর্যুক্ষণম্ অনুপ্রহৃত্য পরিধীন্ ন বা নিত্যে প্রণীতাঃ পরিগৃহ্য দিশো ব্যুদুক্ষতি ত্রিস্ ত্রিঃ প্রাচ্যাং প্রথমম্ এবং প্রদক্ষিণং প্রতিদিশম্ ঊর্ধ্বং চ প্রাচীং নিনীয় উদীচীর্ বা তাঃ স্পৃষ্ট্বা প্রাণান্ মুখং চ সংমৃশতি। উত্সর্জনং ব্রহ্মণঃ।।২৯।।

ষষ্ঠ খণ্ড (১।৬)

ব্যাখ্যাতঃ প্রতিশ্রুতে হোমকল্পঃ প্রকৃতির্ ভূতিকর্মণাম্।।১।। সর্বাসাং চাজ্যাহুতীনাং শাখাপশূনাং চরুপাকযজ্ঞানাং চ।।২।। আনাম্নাতমন্ত্রাস্বাদিষ্টদেবতাসু "অমুষ্মৈ স্বাহা" ইতি শুদ্ধেন।।৩।। যদি পাকযজ্ঞাঃ সমানকালাঃ স্যুর্ আবাপস্থানে প্রধানান্যেবাবর্তয়েদ্ আনুপূর্ব্যেণ।।৪।। ত এতে অপ্রযাজা অননুযাজা অনিলা অনিগদা অসামিধেনীকাশ্ চ সর্বে পাকযজ্ঞা ভবন্তি।।৫।। তদ্ অপি শ্লোকাঃ।।৬।।

হুতোঽগ্নিহোত্রহোমেন অহুতো বলিকর্মণা।
প্রহুতঃ পিতৃকর্মণা প্রাশিতো ব্রাহ্মণে হুতঃ।।
অনূর্ধ্বজ্ঞুর্ ব্যূল্হজানুঃ জুহুয়াত্ সর্বদা হবিঃ।
ন হি বাহ্যহুতং দেবাঃ প্রতিগৃহ্ণন্তি কর্হিচিত্।।
রৌদ্রং চ রাক্ষসং পিত্র্যম্ আসুরং চাভিচারিকম্।
উক্ত্বা মন্ত্রং স্পৃশেদ্ আপ আলভ্যাত্মানম্ এব চ।।৭।।

সপ্তম খণ্ড (১।৭)

অথৈতাং রাত্রীং শ্বস্তৃতীয়াং বা কন্যাং বহিষ্যন্তীতি তস্যাং রাত্র্যাম্ অতীতে নিশাকালে সর্বসুরভিমিশ্রৈঃ ফলোত্তমৈঃ সশিরস্কাং কন্যাম্ আপ্লাব্য রক্তম্ অহতং বাসঃ পরিধাপ্য প্রদক্ষিণম্ অগ্নিং পর্যাণীয় পশ্চাদ্ অগ্নেঃ কন্যাম্ উপবেশ্য আঘারাব্ আজ্যভাগৌ হুত্বা অগ্নয়ে সোমায় প্রজাপতয়ে মিত্রায় বরুণায় ইন্দ্রায় ইন্দ্রাণ্যৈ গন্ধর্বায় ভগায় পূষ্ণে ত্বষ্ট্রে বৃহস্পতয়ে রাজ্ঞে প্রত্যানীয়েতি।।১।। চতস্রোঽষ্টৌ বা অবিধবাঃ শাকপিণ্ডিভিঃ সুরয়ান্নেন চ তর্পয়িত্বা চতুর্ আনর্তনং কুর্যুঃ।।২।। এতা এব দেবতাঃ পুংভ্যো বৈশ্রবণম্ ঈশানং চ।।৩।। ততো ব্রাহ্মণ-ভোজনম্।।৪।।

অষ্টম খণ্ড (১।৮)

স্নাতং কৃতমঙ্গলং বরম্ অবিধবাঃ সুভগা যুবত্যঃ কুমার্যৈ বেশ্ম প্রপাদয়ন্তি। তাসাম্ অপ্রতিকূলঃ স্যাদ্ অন্যত্রাভক্ষ্যপাতকেভ্যঃ।।১।। তাভির্ অনুজ্ঞাতোঽথাস্যৈ বাসঃ প্রযচ্ছতি "রৈভ্যাসীত্" ইতি।।২।। "যুবং বস্ত্রাণি" ইত্যস্যৈ।।৩।। "চিত্তিরা উপবর্হণম্" ইত্যঞ্জনকোশম্ আদত্তে।।৪।। "সমঞ্জন্তু বিশ্বে দেবাঃ" ইতি সমঞ্জনীয়াঃ।।৫।। "যথেয়ং শচীং বাবাতাং সুপুত্রাং চ যথাদিতিম্। অবিধবাং চাপালামেবং ত্বমিহ রক্ষতু"।। ইতি দক্ষিণে পাণৌ শললীং ত্রিবৃতাং দদাতি।।৫।। "রূপং রূপম্" ইত্যাদর্শং সব্যে।।৭।। রক্তকৃষ্ণম্ আবিকং ক্ষৌমং ত্রিমণিং প্রতিসরং জ্ঞাতয়োঽস্যা বধ্নন্তি "নীললোহিতম্" ইতি।।৮।। "মধুমতীরোষধীঃ" ইতি মধূকানি বধ্নাতি।।৯।। বিবাহে গাম্ অর্হয়িত্বা গৃহেষু গতেষু কান্তানাং মাধুপর্কিক্যঃ।।১০।। ন ত্বেবামাংসোঽর্ঘ্যঃ স্যাদ্ অধিযজ্ঞম্ অধিবিবাহম্।।১১।। কুরুত ইত্যেব ব্রূয়াত্।।১২।। "বৃহস্পতয়ে ত্বা মহ্যং বরুণো দদাতু। সোঽমৃতত্বমশীয়। ত্বদ্রাষ্ট্রয়োরধিময়ো মহ্যং প্রতিগৃহ্ণতে" ইতি বাসসী প্রতিগৃহ্য পরিধায়োপস্পৃশ্য "কোঽদাত্। কস্মা অদাত্" ইতি কন্যাম্।।১৩।। "সম্রাজ্ঞী শ্বশুরে" ইতি পিতা ভ্রাতা বাস্যগ্রেণ মূর্ধনি জুহোতি। স্রুবেণাবতিষ্ঠন্নাসীনায়াঃ প্রাঙ্মুখ্যাঃ প্রত্যঙ্মুখঃ।।১৪।। হুত্বান্বারব্ধায়াং মহাব্যাহৃতিভির্ হুত্বা সমস্তাভিঃ চতুর্থী প্রতীয়েতৈতস্যাং চোদনায়াম্ এবম্ অনাদেশে।।১৫।। সর্বেষ্বেব তু ভূতিকর্মসু পুরস্তাচ্ চোপরিষ্টাচ্ চৈতাভির্ এব জুহুয়াত্।।১৬।। "এহি সূনরী" ইত্যুত্থাপ্য "গৃভ্ণামি তে সৌভগত্বায় হস্তম্" ইত্যুত্তানেন দক্ষিণেন পাণিনোত্তানং দক্ষিণং পাণিং গৃহ্ণাতি সাঙ্গুষ্ঠং প্রাঙ্মুখ্যাঃ প্রত্যঙ্মুখস্ তিষ্ঠন্।।১৭।। পঞ্চ চোত্তরা জপতি "অমোহমস্মি সা ত্বম্ সা ত্বমস্যমোঽহম্ দ্যৌরহম্ পৃথিবী ত্বম্ সামাহম্ ঋক্ ত্বম্ তাবেব বিবহাবহৈ প্রজাং প্রজনয়াবহৈ পুত্রান্ বিন্দাবহৈ বহূংস্তে সন্তু জরদষ্টয়ঃ" ইতি।।১৮।। উদকুম্ভং নবম্ "ভূর্ভুবঃ স্বঃ" ইতি পূরয়িত্বা পুংনামস্য বৃক্ষস্য সক্ষীরান্

পলাশান্ সকুশান্ ওপ্য হিরণ্যং চেত্যেকে। তং ব্রহ্মচারিণে বাগ্‌যতায় প্রদায় প্রাগুদীচ্যাং দিশি তাঃ স্থেয়াঃ প্রদক্ষিণা ভবন্তি। দক্ষিণত একেষাম্।।১৯।। অশ্মনাং চোত্তরত উপস্থাপ্য "এহি সূনরী" ইত্যুক্ত্বা "এহ্যশ্মানমাতিষ্ঠ। অশ্মেব ত্বং স্থিরা ভব। অভিতিষ্ঠ পৃতন্যতঃ। সহস্ব পৃতনায়তঃ" ইতি দক্ষিণেনাস্যাঃ প্রপদেনাশ্মানম্ আক্রময্য "বিশ্বা উত ত্বয়া বয়ম্" ইতি প্রদক্ষিণম্ অগ্নিং পর্যাণীয় তেনৈব মন্ত্রেণ দ্বিতীয়ং বসনং প্রদায়।।২০।। লাজান্ শমীপালমিশ্রান্ পিতা ভ্রাতা বা অস্যা অঞ্জলাব্ আবপতি।।২১।। উপস্তরণাভিঘারণে প্রত্যভিঘারণং চ লাজেষু।।২২।। তান্ জুহোতি 'ইয়ং নার্যুপব্রূতে লাজানাবপন্তিকা। শিবা জ্ঞাতিভ্যো ভূয়াসং চিরং জীবতু মে পতিঃ। স্বাহা" ইতি তিষ্ঠন্তী জুহোতি।।২৩।। পতির্ মন্ত্রং জপতি।।২৪।। অশ্মাক্রমণাদ্ এবং দ্বিতীয়ম্ এবং তৃতীয়ং তূষ্ণীং কামেন চতুর্থম্।।২৫।। "প্রজাপতে ন ত্বদেতানি" ইতি প্রাজাপত্যং হুত্বা "যত্ পাকত্রা" ইতি স্বিষ্টকৃতং চ সর্বত্র।।২৬।। "অগ্নয়ে স্বিষ্টকৃতে স্বাহা" ইতি বা।।২৭।। উদঙ্ সপ্তপদানি প্রক্রময়েত্। 'ইষ একপদী। ঊর্জে দ্বিপদী। রায়স্পোষায় ত্রিপদী। মায়োভব্যায় চতুষ্পদী। প্রজাভ্যঃ পঞ্চপদী। ঋতুভ্যঃ ষট্‌পদী। সখা সপ্তপদী ভব" ইতি। "বিষ্ণুস্ত্বা নয়তু' ইতি সর্বত্রানুষজতি।।২৮।। আপোহিষ্ঠীয়াভিস্ তিসৃভিঃ স্থেয়াভির্ অদ্ভির্ মার্জয়িত্বা মূর্ধ্ন্যবসিচ্য ব্রাহ্মণেভ্যঃ কিঞ্চিদ্ দদ্যাত্।।২৯।। সর্বত্র স্থালীপাকাদিষু কর্মসু।।৩০।। আচার্যায় বরং দদাতীত্যাহ।।৩১।। সূর্যাং বিদুষে বাধূয়ম্।।৩২।। গৌর্ ব্রাহ্মণস্য বরঃ।।৩৩।। গ্রামো রাজন্যস্য।।৩৪।। অশ্বো বৈশ্যস্য।।৩৫।। অধিরথং শতং দুহিতৃমতে।।৩৬।। জ্রেভ্যোঽশ্বং দদাতি।।৩৭।।

নবম খণ্ড (১।৯)

"প্র ত্বা মুঞ্চামি" ইতি তিসৃভিঃ গৃহান্ প্রতিষ্ঠমানায়াম্।।১।। "জীবাং রুদন্তি" ইতি রুদত্যাম্।।২।। অথ রথাক্ষস্যোপাঞ্জনং পত্নী কুরুতে' "অভিব্যয়স্ব খদিরস্য সারম্" ইত্যেতয়া সর্পিষা।।৩।। "শুচী তে চক্রে" "দ্বে তে চক্রে" ইতি চক্রয়োঃ।।৪।। পূর্বয়া পূর্বম্ উত্তরয়োত্তরম্।।৫।। উস্ত্রৌ চ।।৬।। "খে রথস্য" ইত্যেতয়া ফলবতো বৃক্ষস্য শম্যাকত্রেষ্বেকৈকাং বয়াং নিধায় নিত্যাবু অভিমন্ত্র্য অথোস্ত্রৌ যুঞ্জন্তি" "যুক্তস্তে অস্তু দক্ষিণঃ" ইতি দ্বাভ্যাম্।।৭।। "শুক্রাবনড্বাহৌ" ইত্যেতেনার্ধর্চেন যুক্তাব্ অভিমন্ত্র্য "সুকিংশুকম্" ইতি রথম্ আরোহন্ত্যাম্।।৮।। অগ্নিষ্ঠস্বগ্রতো গচ্ছেত্।।৯।। "মা বিদন্ পরিপন্থিনঃ" ইতি চতুষ্পথে।।১০।। "যে বধ্বঃ" ইতি শ্মশানে।।১১।। "বনস্পতে শতবল্শঃ" ইতি বনস্পতাব্ অর্ধর্চং জপতি।।১২।। অথ যদি রথাঙ্গং বিশীর্যেত ছিদ্যেত বা আহিতাগ্নের্ গৃহং কন্যাং প্রবেশ্য "য ঋতে' ইত্যেতয়া সন্দধ্যাত্। "ত্যং চিদশ্বম্" ইতি গ্রন্থিম্ "স্বস্তি নো মিমীতাম্" ইতি পঞ্চর্চং জপতি।।১৩।। "সুত্রামাণম্" ইতি

নাবম্ আরোহন্ত্যাম্।।১৪।। "অশ্মন্বতীঃ" ইতি নদীং তরন্ত্যাম্।।১৫।। যদি বা যুক্তেনৈব "উদ্ব ঊর্মিঃ" ইত্যগাধে প্রেক্ষণং চ।।১৬।। "ইহ প্রিয়ং প্রজয়া তে সমৃধ্যতাম্" ইতি সপ্ত গৃহান্ প্রাপ্তায়াম্।।১৭।। কৃতাঃ পরিহাপ্য।।১৮।।

দশম খণ্ড (১।১০)

গৃহান্ প্রপদ্য পশ্চাদ্ অগ্নের্ আনডুহে চর্মণ্যুপবিশ্য দর্ভৈঃন্বারব্ধায়াং পতিশ্চতস্রো জুহোতি "অগ্নিনা দেবেন পৃথিবীলোকেন লোকানামৃগ্বেদেন বেদানাং তেন ত্বা শময়াম্যসৌ স্বাহা," "বায়ুনা দেবেনান্তরিক্ষেণ লোকেন লোকানাং যজুর্বেদেন বেদানাং তেন ত্বা শময়াম্যসৌ স্বাহা", "সূর্যেণ দেবেন দিবো লোকেন লোকানাং সামবেদেন বেদানাং তেন ত্বা শময়াম্যসৌ স্বাহা", "চন্দ্রেণ দেবেন দিশাং লোকেন লোকানাং ব্রহ্মবেদেন বেদানাং তেন ত্বা শময়াম্যসৌ স্বাহা" ইতি।।১।। "ভূর্যা তে পতিঘ্ন্যলক্ষ্মী দেবরঘ্নী জারঘ্নী তাং করোমি তেঽসৌ" ইতি বা।।২।। দ্বিতীয়য়া মহাব্যাহৃত্যা দ্বিতীয়া উপহিতা।।৩।। তৃতীয়য়া তৃতীয়া।।৪।। সমস্তাভিঃ চতুর্থী।।৫।। "অঘোরচক্ষুঃ" ইত্যাজ্যলেপেন চক্ষুষী বিমৃজ্য "কয়া নশ্চিত্র আভুবত্" ইতি তিসৃভিঃ কেশান্তান্ অভিমৃশ্য "উত ত্যা দৈব্যা ভিষজা" ইতি চতস্রো জপিত্বা মূর্ধনি সংস্রাবম্।।৬।। অত্র হৈকে কুমারম্ উত্সঙ্গম্ আনয়ন্ত্যুভয়তঃ সুজাতম্ "আ তে যোনিম্" ইত্যেতয়র্চা।।৭।। অপি বা তূষ্ণীম্ এব।।৮।। তস্যাঞ্জলৌ ফলানি দত্বা পুণ্যাহং বাচয়তি।।৯।। "পুংসুবতী হ ভব" ইতি।।১০।। বাচংযমাব্ আস্তাম্ আ ধ্রুবস্য দর্শনাত্।।১১।। নক্ষত্রেষু দৃশ্যমানেষু ধ্রুবং দর্শয়তি।।১২।। "ধ্রুবৈধি পোষ্যা ময়ি" ইতি "ধ্রুবং পশ্যামি" ইতি "ধ্রুবাং বিন্দেয়" ইতি ব্রূয়াত্।।১৩।। দধিক্রাব্ণো অকারিষম্" ইতি দধ্যোদনং সহ ভুঞ্জীয়াতাম্ "পিবতং চ তৃপ্নুতং চ" ইতি তৃচেন চ।।১৪।। ত্রিরাত্রম্ অধঃশায়িনাব্ অক্ষারালবণাশিনৌ স্যাতাম্।।১৫।। এবম্ এবাধ্বনি।।১৬।। ন সহ ভুঞ্জীত।।১৭।। সংবত্সরং ন মিথুনম্ উপেয়াতাং দ্বাদশরাত্রং ষড্‌রাত্রম্।।১৮।। ত্রিরাত্রম্ অন্ততঃ।।১৯।। সায়ং প্রাতর্ বৈবাহিকম্ অগ্নিং পরিচরেয়াতাং যবৈর্ ব্রীহিভির্ বা।।২০।। "অগ্নয়ে স্বাহা" ইতি সায়ম্।।২১।। "সূর্যায় স্বাহা" ইতি প্রাতঃ।।২২।। "অগ্নয়ে স্বিষ্টকৃতে স্বাহা" ইত্যুভয়োঃ।।২৩।। "পুমাংসৌ মিত্রাবরুণৌ পুমাংসাবশ্বিনাবুভৌ। পুমানিন্দ্রশ্চাগ্নিশ্চ পুমাংসং বর্ধতাং ময়ি স্বাহা" ইতি পূর্বাং গর্ভকামঃ।।২৪।। দশরাত্রম্ অবিপ্রবাসঃ।।২৫।।

একাদশ খণ্ড (১।১১)

অথ চতুর্থ্যাং ত্রিরাত্রে নিবৃত্তে স্থালীপাকস্য জুহোতি।।১।। পয়সি স্থালীপাকঃ পাকযজ্ঞেষু।।২।। বচনাদ্ অন্যত্।।৩।।

"অগ্নে প্রায়শ্চিত্তিরসি ত্বং দেবানাং প্রায়শ্চিত্তিরসি যাস্যাঃ
পতিঘ্নী তনূস্তামস্যা অপজহি স্বাহা।।
বায়ো প্রায়শ্চিত্তিরসি ত্বং দেবানাং প্রায়শ্চিত্তিরসি যাস্যা
অপুত্র্যা তনূস্তামস্যা অপজহি স্বাহা।।
সূর্য প্রায়শ্চিত্তিরসি ত্বং দেবানাং প্রায়শ্চিত্তিরসি যাস্যা
অপশব্যা তনূস্তামস্যা অপজহি স্বাহা।।
অর্যমণং নু দেবং কন্যা অগ্নিমযক্ষত
স ইমাং দেবো অর্যমা প্রেতো মুঞ্চাতু নামুতঃ স্বাহা।।
বরুণং নু দেবং কন্যা অগ্নিমযক্ষত
স ইমাং দেবো বরুণঃ প্রেতো মুঞ্চাতু নামুতঃ স্বাহা।।
পূষণং নু দেবং কন্যা অগ্নিমযক্ষত
স ইমাং দেবো পূষা প্রেতো মুঞ্চাতু নামুতঃ স্বাহা।।

"প্রজাপতে ন ত্বত্" ইতি সপ্তমী।।৪।। সৌবিষ্টকৃত্যষ্টমী।।৫।।

দ্বাদশ খণ্ড (১।১২)

অধ্যণ্ডামূলং পেষয়ত্যৃতুবেলায়াম্ " উদীর্ষ্বাতঃ পতিবতী" ইতি দ্বাভ্যাম্ অন্তে স্বাহাকারাভ্যাং নস্তো দক্ষিণতো নিষিঞ্চেত্।।১।। "গন্ধর্বস্য বিশ্বাবসোর্মুখমসি" ইত্যুপস্থং প্রজনিষ্যমাণোঽভিমৃশেত্।।২।। সমাপ্তেঽর্থে জপেত্ "প্রাণে তে রেতো দধাম্যসৌ" ইতি।।৩।। অপান্যানুপ্রাণ্যাত্।।৪।। "যথা ভূমিরগ্নিগর্ভা যথা দ্যৌরিন্দ্রেণ গর্ভিণী। বায়ুর্যথা দিশাং গর্ভ এবং গর্ভং দধামি তেঽসৌ"।। ইতি বা।।৫।।

"আ তে যোনিং গর্ভ এতু পুমান্ বাণ ইবেষুধিম্।
আ বীরো অত্র জায়তাং পুত্রস্তে দশমাস্যঃ।।
তেষাং মাতা পিপৃহি জাতানাং জনয়ামি চ।
পুমাংস্ত্বং পুত্রমাধেহি পুমাননুজায়তাম্।।
পুংসি বৈ পুরুষো রেতঃ তত্ স্ত্রিয়ামনুসিঞ্চতু।
তথা তদব্রবীদ্ ধাতা তত্ প্রজাপতিরব্রবীত্।।
প্রজাপতির্ব্যদধাত্ সবিতা ব্যকল্পয়ত্।
ত্বষ্টা বৈ রূপং সংদধাস্নেজমেষ পরাপতাত্।।
স্ত্রীষু যমন্যান্ স্বাদধাত্ পুমাংস্ত্বমদদাদিহ।
যানি ভদ্রাণি বীজানি পুরুষা জনয়ন্তি চ।।
তানি ভদ্রাণি বীজান্যৃষভা জনয়ন্তি নৌ।

তেঽভিষ্টং পুত্রং জনয়ত্সপ্রসূর্ধেনুকা ভব।।
অভিক্রন্দন্ বীলয়স্ব গর্ভম্ আধেহি সাদয়।
বৃষাণং বৃষন্নাধেহি প্রজায়ৈ ত্বা হবামহে।।
যস্যৈ যোনিং প্রতি রেতো দধাতু পুমান্ পুত্রো জায়তাং গর্ভে অস্মিন্।
তং পিপৃহি দশমাস্যোঽন্তরূদরে স জায়তাং শ্রেষ্ঠতমঃ স্বানাম্''।। ইতি বা।।৬

তৃতীয়ে মাসি পুংসুবনম্।।৭।। পুষ্যেণ শ্রবণেন বা 'সোমাংশুং পেষয়িত্বা কুশদণ্ডকং বা ন্যগ্রোধস্য বা স্কন্ধস্যান্ত্যাং শুঙ্গাং যূপস্যাগ্নিষ্টাং বা সংস্থিতে বা যজ্ঞে জুহূঃ সংস্রাবম্। ''অগ্নিনা রয়িম্'' ''তন্নস্তুরীপম্'' ''সমিদ্ধাগ্নির্বনবত্'' ''পিশঙ্গরূপ'' ইতি চতসৃভির্ অন্তে স্বাহাকারাভিঃ নস্তো দক্ষিণতো নিষিঞ্চেত্।।৮।।

ত্রয়োদশ খণ্ড (১।১৩)

চতুর্থে মাসি গর্ভরক্ষণম্।।১।। ''ব্রহ্মণাগ্নিঃ সংবিদানঃ'' ইতি ষট্ স্থালীপাকস্য হুত্বা ''অক্ষীভ্যাং তে নাসিকাভ্যাম্'' ইতি সূক্তেন প্রত্যৃচম্ আজ্যলেপেনাঙ্গান্যনুবিমৃজ্যাত্।।২।।

চর্তুদশ খণ্ড (১।১৪)

সপ্তমে মাসি প্রথমগর্ভে সীমন্তোন্নয়নম্।।১।। স্নাতাম্ অহতবাসিনীং পশ্চাদ্ অগ্নের্ উপবেশ্য স্থালীপাকস্য জুহোতি।।২।। মুদ্গৌদনম্ ইত্যেকে।।৩।। পুংবদ্ উপকরণানি স্যুঃ।।৪।। নক্ষত্রং চ।।৫।। ''ধাতা দদাতু দাশুষে'' ''ধাতা প্রজায়া উত রায় ঈশে'' ''নেজমেষ পরাপত'' ইতি তিস্রঃ ''প্রজাপতে'' ইতি ষষ্ঠী।।৬।। ত্রিশ্বেতয়া শলল্যা দর্ভসূচ্যা বোদুম্বরশলাটুভিঃ সহ মধ্যাদ্ ঊর্ধ্বং সীমন্তম্ উন্নয়তি ''ভূর্ভুবঃ স্বঃ'' ইতি।।৭।। উত্সঙ্গে নিধায় ত্রিবৃতে কৃত্বা কণ্ঠে বধ্নাতি ''অয়মূর্জাবতো বৃক্ষ ঊর্জীব ফলিনী ভব'' ইতি।।৮।। অথাহ বীণাগাথিনৌ 'রাজানং সংগায়ত' ইতি 'যো বান্যো বা বীরতরঃ' ইতি।।৯।। উদপাত্রে অক্ষতান্ অবনীয় ''বিষ্ণুর্যোনিং কল্পয়তু'' ''নেজমেষ পরাপত'' ইতি যলৃচেন পায়য়েত্ ''রাকামহম্'' ইতি চতসৃভিঃ।।১০।। অথাস্যা উদরম্ অভিমৃশেত্ ''সুপর্ণোঽসি গরুত্মান্ ত্রিবৃত্তে শিরো গায়ত্রং চক্ষুশ্ছন্দাংস্যঙ্গানি যজূংষি নাম সাম তে তনূঃ বামদেব্যং মধ্যং বৃহদ্রথন্তরং পক্ষৌ যজ্ঞাযজ্ঞিয়ং পুচ্ছং ধিষ্ণ্যং শফাঃ''। মোদমানীং গাপয়েন্ মহাহৈমবতীং বা।।১১।। ঋষভো দক্ষিণা।।১২।।

পঞ্চদশ খণ্ড (১।১৫)

কাকাদন্যা মশকাদন্যা কোশাতক্যা বৃহত্যা কালকীতকস্যেতি মূলানি পেষয়িত্বোপলেপয়েদ্ দেশে যস্মিন্ প্রজায়েত।।১।। রক্ষসাম্ অপহত্যৈ।।২।।

ষোড়শ খণ্ড (১।১৬)

অথ জাতকর্ম।।১।। জাতং কুমারং ত্রির্ অভ্যপান্যানুপ্রাণ্যাত্।।২।। "ঋচা প্রাণিহি। যজুষা সমনিহি। সাম্নোদনিহি" ইতি জাতম্ অভিমন্ত্র্য।।৩।। সর্পির্মধুনী দধ্যুদকে চ সন্নীয়।।৪।। এষ এব মধুপর্কঃ।।৫।। ব্রীহিযবৌ বা সন্নিকৃষ্য।।৬।। ত্রিঃ প্রাশয়েজ্ জাতরূপেণ "প্র তে যচ্ছামি মধুমন্মখায় বেদং প্রসূতং সবিত্রা মঘোনা। আয়ুষ্মান্ গুপিতো দেবতাভিঃ শতং জীব শরদো লোক অস্মিন্নসৌ।।" ইতি।।৭।। নক্ষত্রনামাত্র প্রব্রূয়াত্।।৮।। নামাস্য দধাতি ঘোষবদ্ আদ্যন্তর্ অন্তস্থম্ অভিনিষ্ঠানান্তং দ্ব্যক্ষরং চতুরক্ষরম্।।৯।। অপি বা ষলক্ষরম্।।১০।। অযুগ্মবদ্ অদন্ত্যং কুমার্যৈ।।১১।। কৃতং কুর্যাত্।।১২।। ন তদ্ধিতান্তম্।।১৩।। তদস্য মাতা পিতা চ বিদ্যাতাম্।।১৪।। দশম্যাং ব্যাবহারিকং ব্রাহ্মণজুষ্টম্।।১৫।। কৃষ্ণস্য শুক্লকৃষ্ণানি লোহিতানি চ রোমাণি মষীং কারয়িত্বৈতস্মিন্নেব চতুষ্টয়ে চতুঃ প্রাশয়েদ্ ইতি মাণ্ডূকেয়ঃ। "ভূর্ ঋগ্বেদং ত্বয়ি দধাম্যসৌ স্বাহা। ভুবো যজুর্বেদং ত্বয়ি দধাম্যসৌ স্বাহা। স্বঃ সামবেদং ত্বয়ি দধাম্যসৌ স্বাহা। ভূর্ভুবস্বর্বাকোবাক্যেতিহাসপুরাণান্ সর্বান্ বেদাংস্' ত্বয়ি দধাম্যসৌ স্বাহা" ইতি।।১৬।। মেধাজননং দক্ষিণে কর্ণে "বাগ্" ইতি ত্রিঃ।।১৭।। "বাগ্দেবী মনসা সংবিদানা প্রাণেন বৎসেন সহেন্দ্রপ্রোক্তা জুষতাং ত্বা সৌমনসায় দেবী মহীমিন্দ্রাবাণীচীঃ সলিলা স্বয়ংভূঃ" ইতি চানুমন্ত্রয়ীত।।১৮।। শণসূত্রেণ বিগ্রথ্য জাতরূপং দক্ষিণে পাণাব্ অপিনহ্যোত্থানাদ্ ঊর্ধ্বং দশম্যাং ব্রাহ্মণেভ্যো দদ্যাত্।।১৯।। অমা বা কুর্বীত।।২০।।

সপ্তদশ খণ্ড (১।১৭)

দশরাত্রে চোত্থানম্।।১।। মাতাপিতরৌ শিরঃস্নাতাব্ অহতবাসিনৌ কুমারশ্চ।।২।। এতস্মিন্নেব সূতকেঽগ্নৌ স্থালীপাকং শ্রপয়িত্বা জন্মতিথিং হুত্বা ত্রীণি চ ভানি সদৈবতানি।।৩।। তন্মধ্যে জুহুয়াদ্ যস্মিন্ জাতঃ স্যাত্।।৪।। পূর্বং তু দৈবতং সর্বত্র।।৫।। "আয়ুষ্টে অদ্য গীর্ভিরয়মগ্নির্বরেণ্যঃ। পুনস্তে প্রাণ আয়াতু পরা যক্ষ্মং সুবামি তে।।" "আয়ুর্দা অগ্নে হবিষো জুষাণো ঘৃতপ্রতীকো ঘৃতযোনিরেধি। ঘৃতং পীত্বা মধু চারু গব্যং পিতেব পুত্রমভিরক্ষতাদিমম্।।" "ত্বং সোম মহে ভগম্" ইতি দশমীং স্থালীপাকস্য হুত্বা ব্রাহ্মণান্ স্বস্তি বাচ্য নামধেয়ং প্রকাশং কৃত্বা। এবম্ এব মাসি মাসি জন্মতিথিং হুত্বোর্ধ্বম্ আ সংবত্সরাত্।।৬।। গৃহ্যাগ্নৌ জুহোতি।।৭।।

অষ্টাদশ খণ্ড (১।১৮)

চতুর্থে মাসি নিষ্ক্রমণিকা।।১।। স্নাতঃ কুমারোঽলঙ্কৃতঃ সর্বসুরভিগন্ধৈঃ মাল্যৈশ্চ যথোপপাদং মাতুর্ অঙ্কগতো যা বান্যা মাতৃস্থানে।।২।। সকুশপাণিঃ কুশৈর্ হোতারম্ অন্বারভতে।।৩।। "সংপূষন্নধ্বনঃ" ইতি সূক্তেন প্রত্যৃচং স্থালীপাকস্য হুত্বা ব্রাহ্মণান্

স্বস্তি বাচ্য পূর্বং দেবায়তনং গত্বা সাতপত্রঃ কুমারঃ সুহৃদ্‌গৃহাণি চ।।৪।। ততঃ পর্যেতি।।৫।। অথ ব্রাহ্মণভোজনম্।।৬।।

একোনবিংশ খণ্ড (১।১৯)

ষষ্ঠে মাস্যন্নপ্রাশনম্।।১।। আজম্ অন্নাদ্যকামস্য।।২।। তৈত্তিরং ব্রহ্মবর্চসকামস্য।।৩।। মাত্স্যং জবনকামস্য।।৪।। ঘৃতৌদনং তেজস্কামস্য।।৫।। মধ্বোদনম্ আয়ুষ্কামস্য।।৬।। দধ্যোদনম্ ইন্দ্রিয়কামস্য।।৭।। ক্ষীরৌদনং পশুকামস্য।।৮।। দধিমধুঘৃতমিশ্রম্ অন্নং প্রাশয়েত্।।৯।। "অন্নপতেঽন্নস্য নো দেহ্যনমীবস্য শুষ্মিণঃ।। প্র প্র দাতারং তারিষ ঊর্ধ্বং নো ধেহি দ্বিপদে চতুষ্পদে"।। "যচ্চিদ্ধি তে" "মহশ্চিত্" "ইমমগ্ন আয়ুষে বর্চসে কৃধি তিগ্মমোজো বরুণ সোমরাজন্। মাতেবাস্মা অদিতে শর্ম যচ্ছ বিশ্বে দেবা জরদষ্টির্যথাসত্।। ইতি হুত্বা "অগ্ন আয়ূংষি" ইত্যভিমন্ত্র্য মহাব্যাহৃতিভিঃ প্রাশনম্।।১০।। শেষং মাতা প্রাশ্নীয়াত্।।১১।।

বিংশ খণ্ড (১।২০)

সপ্তমেঽষ্টমে বা মাসি কর্ণবেধনম্।।১।। যথা কুলধর্মং বা।।২।। তিষ্যপুনর্বস্বোঃ শ্রবণধনিষ্ঠয়োর্ বা।।৩।। পূর্বোত্তরেষু বা।।৪।। সর্বেষাং যথানুকূলং বা।।৫।। "অভি ত্বা দেব সবিতঃ" ইতি তিসৃভিস্ ত্রিমধুরস্য হুত্বা হিরণ্ময্যেতরয়া বা সূচ্যা "আশ্রুত্কর্ণ" ইতি দক্ষিণং কর্ণং বিধ্বা "উত ত্বা বধিরং বয়ম্" ইতি সব্যম্।।৬।। রক্তকঙ্কণং রক্তসূত্রং বা ছিদ্রয়োঃ প্রতিনিদধ্যাত্ "রাকামহম্" ইত্যেতয়া।।৭।। অথ ব্রাহ্মণান্ ত্রিমধুরেণ স্বস্তীর্ বাচ্য ততোঽভিবাদয়ীত।।৮।।

একবিংশ খণ্ড (১।২১)

সংবত্সরে ব্রাহ্মণস্য চূলাকর্ম।।১।। তৃতীয়ে বা বর্ষে।।২।। পঞ্চমে ক্ষত্রিয়স্য।।৩।। সপ্তমে বৈশ্যস্য।।৪।। সংবত্সরে বা সর্বেষাম্।।৫।। অগ্নিম্ উপসমাধায় ব্রীহিযবানাং তিলমাষানাম্ ইতি চ পাত্রাণি পূরয়িত্বানডুহং গোময়ং কুশভিত্তিং চ কেশপ্রতিগ্রহণম্ আদর্শং লোহক্ষুরং নবনীতং চোত্তরত উপনিদধাতি।।৬।।

"সং পৃচ্যধ্বমৃতাবরীরূর্মিণীর্মধুমত্তমাঃ।
পৃঞ্চতীর্মধুনা পয়ো মন্দ্রা ধনস্য সাতয়ে।।"
ইত্যুষ্ণাস্বপ্সু শীতাঃ সিঞ্চতি।।৭।।

"আপ উন্দন্তু জীবসে দীর্ঘায়ুত্বায় বর্চসে। ত্র্যায়ুষং জমদগ্নেঃ কশ্যপস্য ত্র্যায়ুষমগস্ত্যস্য ত্র্যায়ুষং যদ্দেবানাং ত্র্যায়ুষং তত্তে অস্তু ত্র্যায়ুষম্" ইতি শীতোষ্ণাভির্ অদ্ভির্ দক্ষিণং কেশপক্ষং ত্রির্ অভ্যনক্তি।।৮।। এবম্ এব নবনীতেন ছিত্বা।।৯।। "ওষধে ত্রায়স্বৈনম"

ইতি কুশতরুণম্ অন্তর্ নিদধাতি।।১০।। কেশান্ কুশতরুণং চাদর্শেন স্পৃষ্ট্বা "তেজোঽসি স্বধিতিষ্টে পিতা মৈনং হিংসীঃ" ইতি লোহক্ষুরম্ আদত্তে।।১১।। "যেনাবপত্ সবিতা ক্ষুরেণ সোমস্য রাজ্ঞো বরুণস্য বিদ্বান্। যেন ধাতা বৃহস্পতেরিন্দ্রস্য চাবপচ্ছিরঃ তেন ব্রহ্মাণো বপতেদমস্যায়ুষ্মান্ দীর্ঘায়ুরয়মস্তু বীরোঽসৌ।।" ইতি কেশাগ্রাণি ছিনত্তি কুশতরুণং চ ।।১২।। এবং দ্বিতীয়ম্।।১৩।। এবং তৃতীয়ম্।।১৪।। এবং দ্বির্ উত্তরতঃ।।১৫।। নিকক্ষয়োঃ ষষ্ঠসপ্তমে গোদানকর্মণি।।১৬।। এতদ্ এব গোদানকর্ম যচ্চূলাকর্ম ষোলশে বর্ষেঽষ্টাদশে বা।।১৭।। তৃতীয়ে তু প্রবপনে গাং দদাতি।।১৮।। অহতং চ বাসো যেনাচ্ছন্নো বপতি।।১৯।। তূষ্ণীম্ আবৃতাঃ কুমারীণাম্।।২০।। প্রাগ্-উদীচ্যাং দিশ্যপাং বা সমীপে বহ্বোষধিকে দেশে কেশান্ নিখনন্তি।।২১।। নাপিতায় ধান্যপাত্রাণি নাপিতায় ধান্যপাত্রাণি।।২২।।

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রথম খণ্ড (২।১)

গর্ভাষ্টমেষু বর্ষেষু ব্রাহ্মণম্ উপনয়ীতৈণেয়েনাজিনেন।।১।। গর্ভদশমেষু বা।।২।। গর্ভৈকাদশেষু ক্ষত্রিয়ং রৌরবেণ।।৩।। গর্ভদ্বাদশেষু বৈশ্যং গব্যেন।।৪।। আ ষোড়শাদ্ ব্রাহ্মণস্যাপতিতা সাবিত্রী।।৫।। আ দ্বাবিংশাত্ ক্ষত্রিয়স্য।।৬।। আ চতুর্বিংশাদ্ বৈশ্যস্য।।৭।। কাষায়ং বাসো ব্রাহ্মণস্য।।৮।। মাঞ্জিষ্ঠং ক্ষত্রিয়স্য।।৯।। হারিদ্রং বৈশ্যস্য।।১০।। অহতেন বাসসা সর্বে।।১১।। মেখলিনঃ।।১২।। মৌঞ্জী মেখলা ব্রাহ্মণস্য।।১৩।। ধনুর্জ্যা ক্ষত্রিয়স্য।।১৪।। ঊর্ণাসূত্রং বৈশ্যস্য।।১৫।। তেষাং দণ্ডাঃ।।১৬।। পালাশৌ বৈল্বো বা দণ্ডো ব্রাহ্মণস্য ।।১৭।। নৈয়গ্রোধঃ খাদিরো বা ক্ষত্রিয়স্য।।১৮।। ঔদুম্বরো বৈশ্যস্য।।১৯।। এবম্ এব হোমার্থে ।।২০।। ঘ্রাণান্তিকো ব্রাহ্মণস্য।।২১।। ললাটান্তিকঃ ক্ষত্রিয়স্য।।২২।। কেশান্তিকো বৈশ্যস্য।।২৩।। সর্বে বা সর্বেষাম্।।২৪।। যেনাবন্ধেনোপনীয়ত আচার্যাধীনং তত্।।২৫।। পরিবাপ্যোপনয়েত্ তু।।২৬।। আপ্লাব্যালঙ্কৃত্য।।২৭।। অগ্নয় ইন্দ্রায়াদিত্যায় বিশ্বেভ্যো দেবেভ্য ইতি হুত্বা জঘনেনাগ্নিম্ উপতিষ্ঠতঃ প্রাঙ্মুখ আচার্যঃ প্রত্যঙ্মুখ ইতরস্ তিষ্ঠন্ তিষ্ঠন্তম্ উপনয়েত্।।২৮।। "ইয়ং দুরুক্তং পরিবাধমানা বর্ণং পবিত্রং পুনতী ন আগাত্। প্রাণাপানাভ্যাং বলমাবিশন্তী সখা দেবী সুভগা মেখলেয়ম্।।" ইতি ত্রির্ মেখলাং পরিবৃত্য ত্রিবৃতাত্রিবৃতৈনৈকগ্রন্থির্ একঃ।।২৯।। ত্রয়োঽপি বা।।৩০।। "যজ্ঞস্যোপবীতেনোপব্যয়ামি দীর্ঘায়ুত্বায় সুপ্রজাস্ত্বায় 'সুবীর্যায় সর্বেষাং বেদানাম্ আধিপত্যায় যশসে ব্রহ্মবর্চসায় ত্বা" ইত্যুপবীতেন।।৩১।। উপনহ্য দক্ষিণং বাহুম্ উদ্ধৃত্য শির উপধায় বামেঽংসে প্রতিষ্ঠাপয়তি।।৩২।। এবং যজ্ঞোপবীতী।।৩৩।।

বিপরীতং পিত্র্যে।।৩৪।। "উচ্ছিষ্টম্" ইত্যজিনেন চ।।৩৫।।

দ্বিতীয় খণ্ড (২।২)

অদ্ভির্ অঞ্জলিং পূরয়িত্বাথৈনম্ আহ "কো নামাসি" ইতি।।১।। "অসাবহং ভোঃ" ইতীতরঃ।।২।। "সমার্যঃ" ইত্যাচার্যঃ।।৩।। "সমার্যোঽহং ভোঃ" ইতীতরঃ।।৪।। "ব্রহ্মচারী ভব" ইত্যাচার্যঃ।।৫।। "ব্রহ্মচারী ভবানি" ইতীতরঃ।।৬।। "ভূর্ভুব স্বঃ" ইত্যঞ্জলাবঞ্জলীংস্ত্রীন্ আসিচ্য দক্ষিণোত্তরাভ্যাং পাণিভ্যাং পাণী সংগৃহ্য জপতি "দেবস্য ত্বা সবিতুঃ প্রসবেঽশ্বিনোর্বাহুভ্যাং পূষ্ণো হস্তাভ্যাম্ উপনয়াম্যসৌ" ইতি।।৭।। "গণানাং ত্বা" ইতি গণকামম্।।৮।। "আগন্তামরিষণ্যতে" ইতি যৌধম্।।৯।। মহাব্যাহৃতিভির্ ব্যাধিতম্।।১০।। "ভগস্তে হস্তমগ্রভীত্ পূষা তে হস্তমগ্রভীত্ সবিতা তে হস্তমগ্রভীদর্যমা তে হস্তমগ্রভীন্ মিত্রস্তে হস্তমগ্রভীম্মিত্রস্ত্বমসি ধর্মণাগ্নিরাচার্যস্তবাসাবহং বোভৌ। অগ্ন এতং তে ব্রহ্মচারিণং পরিদদামি ইন্দ্র এতং তে ব্রহ্মচারিণং পরিদদাম্যাদিত্য এতং তে ব্রহ্মচারিণং পরিদদামি বিশ্বে দেবা এতং বো ব্রহ্মচারিণং পরিদদামি দীর্ঘায়ুত্বায় শতশারদায় সর্বেষাং বেদানামাধিপত্যায় সুশ্লোকায় স্বস্তয়ে" ইতি।।১১।। "ঐন্দ্রীমাবৃতমাবর্তস্বাদিত্যস্যাবৃতমন্বাবর্তস্ব" ইতি প্রদক্ষিণং পর্যাবৃত্য দক্ষিণেন প্রাদেশেন দক্ষিণম্ অংসম্ অন্বারভ্য জপতি।।১২।। "ভূর্ভুবঃ স্বররিষ্যতস্তে হৃদয়স্য প্রিয়ো ভূয়াসং মাত্বমধ্যবচ্ছিত্থাসৌ" ইতি।।১৩।। তূষ্ণীম্ অপসব্যং পর্যাবৃত্যাথাস্যোর্ধ্বাঙ্গুলিং পাণিং হৃদয়ে নিধায় জপতি "মম ব্রতে হৃদয়ং তে দধামি মম চিত্তমনুচিত্তং তে অস্তু মম বাচমেকমনা জুষস্ব বৃহস্পতিষ্ট্বা নিযুনক্তু মহ্যং কামস্য ব্রহ্মচার্যস্যাসৌ" ইতি।।১৪।। তেনৈব মন্ত্রেণ তথৈব পর্যাবৃত্য দক্ষিণেন প্রাদেশেন দক্ষিণং বাহুম্ অন্বারভ্যাহ "ব্রহ্মচার্যসি সমিধমাধেহি অপোঽশান কর্ম কুরু দিবা মা সুষুপ্থাঃ বাচং যচ্ছা সমিদাধানাত্"।।১৫।। "এষা তে অগ্নে সমিত্" ইত্যভ্যাদধাতি সমিধম্।।১৬।। "তূষ্ণীং বা।।১৭।।

তৃতীয় খণ্ড (২।৩)

সংবত্সরে সাবিত্রীম্ অন্বাহ ত্রিরাত্রেঽন্বক্ষং বা।।১।। গায়ত্রীং ব্রাহ্মণায়ানুব্রূয়াত্।।২।। ত্রিষ্টুভং ক্ষত্রিয়ায়।।৩।। জগতীং বৈশ্যায়।।৪।। সাবিত্রীং ত্বেব।।৫।। উত্তরেণাগ্নিম্ উপবিশতঃ প্রাঙ্মুখ আচার্যঃ প্রত্যঙ্মুখ ইতরঃ।।৬।। "বৈশ্বামিত্রীং গায়ত্রীং সাবিত্রীং ভো অনুব্রূহি" ইতীতরঃ।।৭।। "তত্সবিতুর্বরেণ্যম্" ইত্যেতাং সপ্রণবাং সব্যাহৃতীং পচ্ছোঽর্ধচশোঽনবানম্।।৮।। যদি ত্রিরাত্রে সংবত্সরে বা ভৈক্ষাচরণান্তং কৃত্বোপাসীত।।৯।। "আপো নাম স্থ শিবা নাম স্থৌজা নাম স্থাজরা নাম স্থামৃতা নাম স্থাভয়া নাম স্থ তাসাং বোঽশীয় সুমতৌ মা ধত্ত" ইত্যেনং ত্রির্ অপ আচময্য "স্বস্তি

নো মিমীতাম্'' ইতি পঞ্চর্চেন দণ্ডং প্রযচ্ছতি।।১০।। ''দৃতেরিব তে' ইতি কমণ্ডলুম্।।১১।। বরো দক্ষিণা।।১২।। ''তচ্চক্ষুঃ'' ইত্যাদিত্যম্ উপস্থায় প্রদক্ষিণং পরিক্রম্য ভিক্ষতে গ্রামম্।।১৩।। মাতরং ত্বেব প্রথমাম্।।১৪।। যা বৈনং ন প্রত্যাচক্ষীত।।১৫।। আচার্যায় ভৈক্ষং বেদয়ীত।।১৬।। অনুজ্ঞাতো গুরুণা ভুঞ্জীত।।১৭।। অহর্-অহঃ সমিদাধানং ভৈক্ষাচরণম্ অধঃশয্যা গুরুশুশ্রূষেতি ব্রহ্মচারিণো নিত্যানি।।১৮।। তদ্ অপি শ্লোকঃ—

ক্ষেত্রং হিরণ্যং গাং বাসশ্ছত্রোপানহম্ অন্ততঃ।
ধান্যম্ অন্নম্ অথো শাকং প্রীতিম্ আবহেত্।। ইতি।।১৯।।

চতুর্থ খণ্ড (২।৪)

অথানুবচনস্য।।১।। অগ্নের্ উত্তরত উপবিশতঃ প্রাঙ্মুখ আচার্যঃ প্রত্যঙ্মুখ ইতরঃ।।২।। অভিবাদ্য পাদাব্ আচার্যস্য চ পাণী প্রক্ষাল্য মূলে কুশতরুণান্ গৃহ্ণাতি।।৩।। তান্ সব্যেনাচার্যোঽগ্রে সংগৃহ্য দক্ষিণেনাদ্ভিঃ পরিষিঞ্চতি।।৪।। 'অধীহি ভোঃ' ইত্যুক্ত্বা আচার্যঃ।।৫।। ওঁপূর্বা ব্যাহৃতয়ঃ সাবিত্রীং ভো অনুব্রূহি' ইতীতরঃ।।৬।। 'ওঁপূর্বা ব্যাহৃতয়ঃ সাবিত্রীং তেঽনুব্রবীমি' ইত্যাচার্যঃ।।৭।। 'ঋষীন্ ভো অনুব্রূহি' ইতীতরঃ।।৮।। ''ঋষীংস্তেঽনুব্রবীমি' ইত্যাচার্যঃ।।৯।। 'দেবতা ভো অনুব্রূহি' ইতীতরঃ।।১০।। 'দেবতাস্তেঽনুব্রবীমি' ইত্যাচার্যঃ।।১১।। 'ছন্দাংসি ভো অনুব্রূহি' ইতীতরঃ।।১২।। 'ছন্দাংসি তেঽনুব্রবীমি' ইত্যাচার্যঃ।।১৩।। 'শ্রদ্ধামেধে ভো অনুব্রূহি' ইতীতরঃ।।১৪।। 'শ্রদ্ধামেধে তেঽনুব্রবীমি' ইত্যাচার্যঃ।।১৫।। যেন যেনর্ষিণা যো যো যদ্দেবত্যো যচ্ছন্দা বা স্যাত্ তথা তথা তং তং মন্ত্রম্ অনুব্রূয়াত্।।১৬।। অপি বাবিন্দন্ ঋষিদৈবতছন্দাংস্যেবম্ এবৈকৈকম্ ঋষিম্ অনুবাকং বানুব্রূয়াত্।।১৭।। ক্ষুদ্রসূক্তেষ্বনুবাকং বানুব্রূয়াত্।।১৮?।। যাবদ্ বা গুরুর্ মন্যেত।।১৯।। আদ্যোত্তমে বানুব্রূয়াদ্ ঋষের্ অনুবাকস্য।।২০।। আদ্যুত্তমা ইত্যেষা প্রকৃতির্ ইতি।।২১।। কামং সূক্তাদাব্ আচার্যঃ।।২২।। ইত্যেতদ্ ঋষিস্বাধ্যায়েন ব্যাখ্যাতম্।।২৩।। সমা তে কুশতরুণান্ আদায় আনলুহেন গোময়েন মূলকুণ্ডং কৃত্বা যথোক্তম্ অদ্ভিঃ পরিষিঞ্চতি।।১৪।। অথেমাংস্ তর্পয়তি।।২৫।।

পঞ্চম খণ্ড (২।৫)

অগ্নিস্তৃপ্যতু। প্রজাপতিস্তৃপ্যতু। বিরূপাক্ষস্তৃপ্যতু। ব্রহ্মা। বেদাঃ। দেবাঃ। ঋষয়ঃ। সর্বাণি চ ছন্দাংসি। ওংকারঃ। বষট্কারঃ। ব্যাহৃতয়ঃ। সাবিত্রী। যজ্ঞাঃ। দ্যাবাপৃথিবী। অন্তরিক্ষম্। অহোরাত্রাণি। সাংখ্যাঃ। সিদ্ধাঃ। সমুদ্রাঃ। নদ্যঃ। গাবঃ। গিরয়ঃ। ক্ষেত্রৌষধিবনস্পতি-গন্ধর্বাপ্সরসঃ। নাগাঃ। বয়াংসি। সাধ্যাঃ। বিপ্রাঃ। যক্ষাঃ। রক্ষাংসি।

পিশাচাঃ। ভূতানি। অথ নিবীতী ভূত্বা। মধুচ্ছন্দাঃ। শতর্চিনঃ। মাধ্যমাঃ। গৃত্সমদঃ। বিশ্বামিত্রঃ। বামদেবঃ। অত্রিঃ। ভরদ্বাজঃ। বসিষ্ঠঃ। প্রগাথাঃ। পাবমান্যঃ। ক্ষুদ্রসূক্তাঃ। মহাসূক্তাঃ। এবম্-অন্তানি তৃপ্যন্তু।।

অথ সংবীতী ভূত্বা। স্মৃতিং তর্পয়ামি। ধৃতিং তর্পয়ামি। শ্রদ্ধাং তর্পয়ামি। মেধাং তর্পয়ামি। প্রজ্ঞাং তর্পয়ামি। ধারণাং তর্পয়ামি।।১।। ছন্দাংসি তৃপ্যন্তাম্। ঋষয়স্তৃপ্যন্তাম্। দেবতাস্তৃপ্যন্তাম্।।২।। অথ প্রাচীনাবীতী দক্ষিণাং দিশম্ অন্বীক্ষমাণঃ।। সুমন্তুজৈমিনি-বৈশম্পায়নপৈলসূত্রভাষ্যমহাভারতধর্মাচার্যাঃ। জানন্তিবাহবিগার্গ্যগৌতমশাকল্যবাভ্রব্য-মাণ্ডব্যমাণ্ডূকেয়াঃ। সুযজ্ঞসাংখ্যায়নজাতূকর্ণ্যাঃ। পৈঙ্গশাম্বব্যৈতরেয়াঃ। গার্গী বাচক্নবী। বডবা প্রাতিথেয়ী, সুলভা মৈত্রেয়ী। কহোলং কৌষীতকম। মহাকৌষীতকম্। সুযজ্ঞম্। সাঙ্খ্যায়নম্। ঐতরেয়ম্। মহৈতরেয়ম্। পৈঙ্গ্যম্। মহাপৈঙ্গ্যম্। শাম্ববকম্। মহাশাম্ববকম্। বাষ্কলম্। শাকলম্। গার্গ্যম্। মহাজপত্রম। সুজাতবক্ত্রম্। ঔদবাহিম্। সৌজামিম্। বাভ্রব্যং সোমশর্মাণম্। পাঞ্চালং বেদমিত্রম্। আচার্যং শৌনকম্।।৩।। যে চান্যে আচার্যাস্তে চাপি তৃপ্যন্তু।।৪।। প্রতিপুরুষং পিতরঃ।।৫।। সুযজ্ঞঃ। সাংখ্যায়নঃ। পৈলঃ। কহোলঃ। কৌষীতকিঃ। কহোলায় কৌষীতকয়ে স্বধাস্তু।।৬।।

ষষ্ঠ খণ্ড (২।৬)

অহঃশেষং স্থানম্ উপবাসশ্ চ ।।১।। অপরাহ্নেঽক্ষতধানা ভিক্ষিত্বা আজ্যাহুতিধর্মেণাগ্নৌ পাণিনা জুহুয়াত্ "সদসস্পতিমদভুতম্" ইতি প্রত্যৃচং সূক্তশেষেণ।।২।। ভৈক্ষৈর্ আচার্যং স্বস্তি বাচ্য, অরণ্যে সমিত্পাণিঃ সন্ধ্যাম্ উপাস্তে, নিত্যং বাগ্যত উত্তরাপরম্ অভিমুখোঽন্বষ্টমদেশম্ অর্ধাস্তমিতে মণ্ডলে আ নক্ষত্রাণাং দর্শনাত্। অতিক্রান্তায়াং মহাব্যাহৃতীঃ সাবিত্রীং স্বস্ত্যয়নানি চ জপিত্বা।।৩।। এবং প্রাতঃ প্রাঙ্মুখস্তিষ্ঠন্না মণ্ডলদর্শনাত্।।৪।। উদিতে প্রাধ্যয়নম্।।৫।। অহর্ অহঃ সায়ং প্রাতর্ অগ্নিং প্রণীয়োপসমাধায় পরিসমূহ্য পর্যুক্ষ্য সুসমিদ্ধে জুহোতি "অগ্নয়ে সমিধমাহারিষং বৃহতে জাতবেদসে তয়া ত্বমগ্নে বর্ধস্ব সমিধা ব্রহ্মণা বয়ং স্বাহা" ইতি প্রথমাম্। এধোঽস্যেধিষীমহি" ইতি দ্বিতীয়াম্। "সমিদসি সমেধিষীমহি" ইতি তৃতীয়াম্। "এষা তে অগ্নে সমিত্ তয়া বর্ধস্ব চাপ্যায়স্ব চ। বর্ধিষীমহি চ বয়মা চ প্যাসিষীমহি" ইতি চতুর্থীম্।।৬।। অথ পর্যুক্ষ্য

"অগ্নিঃ শ্রদ্ধাং চ মেধাং চ বিনিপাতং স্মৃতিং চ মে।

ইলিতো জাতবেদাঃ শুনং নঃ সংপ্রযচ্ছতু।।" ইত্যগ্নিম্ উপতিষ্ঠতে।।৭।। স এতেষাং বেদানাম্ একং দ্বৌ ত্রীন্ সর্বান্ বাধীতে য এবং হুত্বাগ্নিম্ উপতিষ্ঠতে।।৮।। তদ্ অপি শ্লোকাঃ—

"অশ্বত্থঃ খদিরোঽর্কশ্চ প্লক্ষো বৈকঙ্কতশ্ শমী।
কাশ্মর্যশ্ চ শকৃদ্বন্যং সীরবাহাশ্চ সর্বশঃ।।
বেণুং বর্জ্যাথ বান্যানি নিস্বারলসকণ্টকান্।
করঞ্জত্রাসবর্ণাশ্চ বর্জ্যাঃ কান্তাশ্ চ নামতঃ।।
হোমার্থী তু প্রযুঞ্জীত নিত্যে নৈমিত্তিকেঽপি বা।
পালাশী তু স্রগেব স্যাদ্বা পার্ণঃ খাদিরঃ স্রুবঃ।।" ইতি।।৯।।

সপ্তম খণ্ড (২।৭)

অথ ব্রতাদেশনম্।।১।। তস্যোপনয়নেন কল্পো ব্যাখ্যাতঃ।।২।। ন সাবিত্রীম্ অন্বাহ।।৩।। দণ্ডপ্রদানান্তম্ ইত্যেকে।।৪।। উদগয়নে শুক্লপক্ষেঽহোরাত্রং ব্রহ্মচর্যম্ উপেত্যা-চার্যোঽমাংসাশী।।৫।। চতুর্দশীং পরিহাপ্যাষ্টমীং নবমীং চ।।৬।। আদ্যোত্তমে চৈকে।।৭।। যাং বান্যাং ভপ্রশস্তাং মন্যেত তস্যাং শুক্রিয়ব্রহ্মচর্যম্ আদিশেত।।৮।। 'শুক্রিয়ব্রহ্মচারী ভব' ইত্যাচার্যঃ।।৯।। 'শুক্রিয়ব্রহ্মচারী ভবানি' ইতীতরঃ।।১০।। এবম্ উত্তরেষাং যদ্ যদ্ ব্রতম্ আদিশেত তস্য তস্য নাম্না নির্দিশেত্।।১১।। ত্রিরাত্রং ব্রহ্মচর্যং চরেত্।।১২।। দ্বাদশরাত্রং সংবত্সরং বা।।১৩।। যাবদ্ বা গুরুর্ মন্যেত।।১৪।। গোদানস্য চ।।১৫।। শাক্বরং তু সংবত্সরং মাহাব্রতিকম্ ঔপনিষদং চ ।।১৬।। পূর্ণে কালে চরিতব্রহ্মচর্যে শংযুবার্হস্পত্যান্তে বেদে প্রোক্তে রহস্যং শ্রাবয়িষ্যন্ কালনিয়মং চাদেশেন প্রতীয়েত।।১৭।। কৃতপ্রাতরাশস্য।।১৮।। অপরাহ্নেঽপরাজিতায়াং দিশি হুত্বাচার্যঃ অথৈনং যাস্বেব দেবতাসু পরিদত্তো ভবতি তাস্বেনং পরিপৃচ্ছতি "অগ্নাবিন্দ্র আদিত্যে বিশ্বেষু চ দেবেষু চরিতং তে ব্রহ্মচর্যম্' ইতি।।১৯।। 'চরিতং ভো' ইতি প্রত্যুক্তে পশ্চাদ্ অগ্নেঃ প্রাঙ্মুখে স্থিতে অহতেন বাসসাচার্যঃ প্রদক্ষিণং মুখং ত্রিঃ পরিবেষ্ট্য উপরিষ্টাদ্দশাঃ কৃত্বা যথা ন সংভ্রশ্যেত।।২০।। 'ত্রিরাত্রং সমিদাধানং ভৈক্ষাচরণম্ অধঃশয্যাং গুরুশুশ্রূষাং চ কুর্বন্ বাগ্যতোঽপ্রমত্তোঽরণ্যে দেবকুলেঽগ্নিহোত্র উপবসস্ব' ইতি।।২১।। অত্র হৈকে তান্ এব নিয়মাংস্ তিষ্ঠতো রাত্র্যাম্ এবোপবিশন্তি।।২২।।আচার্যোঽমাংসাশী ব্রহ্মচারী গ্রামান্ নিষ্ক্রামন্নৈতান্ ঈক্ষেতান-ধ্যায়ান্ স্পৃশতামুং (পিশিতামং) চণ্ডালং সূতিকান্ তেজনীম্ অপহস্তকাং শ্মশানং সর্বাণি চ শ্যামরূপাণি যান্যাস্যে ন প্রবিশেয়ুঃ।।২৩।। প্রাগ্-উদীচ্যাং দিশি পুণ্যে দেশে উদিত আদিত্যেঽনুবচনধর্মেণ বাগ্যতায়োষ্ণীষিণেঽন্বাহ।।২৪।। মহানাম্নীষ্বেবৈষ নিয়মঃ।।২৫।। অথোত্তরেষু প্রকরণেষু স্বাধ্যায়ম্ এবং কুর্বীতাচার্যস্যেতরঃ শৃণোতি।।২৬।। উষ্ণীষম্ আজ্যভাজনং দক্ষিণাং চাচার্যায় দদাতি "ত্বং তম্" ইতি।।২৭।। "উচ্চা দিবি" ইতি চ।।২৮।। প্রণবেন বা সর্বম্।।২৯।। অত্র হৈকে বৈশ্বদেবং চরুং কুর্বতে সর্বেষু প্রকরণেষু।।৩০।। যথা পরিদত্তম্ ইতি চ মাণ্ডূকেয়ঃ।।৩১।।

অষ্টম খণ্ড (২।৮)

অথাতো দণ্ডনিয়মনঃ।।১।। নান্তরাগমনং কুর্যাদ্ আত্মনো দণ্ডস্য চ।।২।। অথ চেদ্ দণ্ডমেখলোপবীতানাম্ অন্যতমদ্ বিশীর্যেত ছিদ্যেত বা তস্য তত্ প্রায়শ্চিত্তিঃ যদ্ উদ্বাহে রথস্য।।৩।। মেখলা চেদ্ অসন্ধ্যো ভবতি অন্যাং কৃত্বানুমন্ত্রয়তে "মেধ্যামেধ্যবিভাগজ্ঞে দেবি গোপ্ত্রি সরস্বতি। মেখলে স্কন্নবিচ্ছিন্নে সন্তনোমি ব্রতং মম।।" ইতি।।৪।। এতয়ৈব যথার্থম্ উপবীতে।।৫।। "ত্বমগ্নে ব্রতভৃচ্ছুচিঃ" ইত্যেতাভ্যাম্ ঋগ্‌ভ্যাম্ আহুতীর্ হুত্বা, অথ মেখলাং শান্তে বৃক্ষে নিধায় পূর্ণে কালে মেখলাম্ উপবীতং চ দণ্ডে বধ্নাতি।।৬।। তদ্ অপ্যেতত্ "যজ্ঞোপবীতং দণ্ডং চ মেখলামজিনং তথা। জুহুয়াদপ্সু ব্রতে পূর্ণে বারুণ্যর্চা রসেন বা।।৭।।" ব্রহ্মচারী প্রবত্স্যন্নাচার্যম্ অনুমন্ত্রয়তে "প্রাণাপানয়োঃ" ইত্যুপাংশু "ইদং বত্স্যামো ভো" ইত্যুচ্চৈঃ।।৮।। "প্রাণাপান উরুব্যচাস্ত্বয়া প্রপদ্যে দেবায় ত্বা গোপ্ত্রে পরিদদামি দেব সবিতরেষ তে ব্রহ্মচারী তং গোপায় সমামৃত" ইত্যুপাংশু "ওং স্বস্তি" ইত্যুচ্চৈর্ আচার্যঃ ওং স্বস্তীত্যুচ্চৈর্ আচার্যঃ।।৯।।

তৃতীয় অধ্যায়

প্রথম খণ্ড (৩।১)

স্নানং সমাবর্ত্স্যমানস্য।।১।। আনলুহে চর্মণ্যুপবিশ্য কেশশ্মশ্রুলোমনখানি বাপয়িত্বা ব্রীহিযবৈস্ তিলসর্ষপৈর্ অপামার্গৈঃ সদাপুষ্পভির্ ইত্যাচ্ছাদ্যাপোহিষ্ঠীয়েনাভিষিচ্যালঙ্-কৃত্য "যুবং বস্ত্রাণি" ইতি বাসসী পরিধায় "আয়ুষ্যং বর্চস্যম্" ইতি সূক্তেন জাতরূপম্ অপিনহ্য।।২।। উত্থানে কুমারস্য চ।।৩।। অথাস্মিন্নন্বারব্ধ ইন্দ্রাগ্নিভ্যাং স্থালীপাকস্য হুত্বা মধুপর্কং দদ্যাত্।।৪।। প্রতিলীনস্ তদহর্ আসীত।।৫।। "বনস্পতে বীড্বঙ্গঃ" "শাস ইত্থা" ইতি রথম্ আরোহেত্।।৬।। যত্রৈনং গত্বা পশুনা বাহয়েয়ুঃ তত্ পূর্বম্ উপতিষ্ঠেত।।৭।। গোভির্ বা সমাবর্তেত।।৮।। ফলবতো বা বৃক্ষাত্।।৯।। "ইন্দ্র শ্রেষ্ঠানি" "স্যোনা পৃথিবি ভব" ইতি প্রত্যবরোহতি।।১০।। ঈপ্সিতম্ অন্নং তদহর্ ভুঞ্জীত।।১১।। আচার্যায় বস্ত্রযুগং দদ্যাত্।।১২।। উষ্ণীষং মণিকুণ্ডলং দণ্ডোপানহং ছত্রং চ।।১৩।।

দ্বিতীয় খণ্ড (৩।২)

অগারং কারয়িষ্যন্ "ইহামাদ্যায় বিশঃ প্রতিগৃহ্ণামি" ইত্যুদুম্বরশাখয়া ত্রিঃ পরিলিখ্য মধ্যে স্থণ্ডিলে জুহোতি 'কোঽসি কস্যাসি কায় তে গ্রামকামো জুহোমি স্বাহা।। অস্যাং দেবানাম্ অধিভাগধেয়মিতঃ প্রজাতাঃ পিতরঃ পরেতাঃ। ইরাবতী জুহুদ্ গ্রামকামো নু দেবানাং কঞ্চনান্তরেমি স্বাহা" ইতি।।১।। নব স্থূণাগর্তান্ খানয়িত্বোদমন্থান্ আসিচ্য

"ইমাং বিমিম্বেঽমৃতস্য শাখাং মধোর্ধারাং প্রতরণীং বসূনাম্।
এনাং শিশুঃ ক্রন্দত্বা, কুমার এনাং ধেনুঃ পাবকবত্স।।"
ইত্যুদুম্বরশাখাং ঘৃতেনাক্তাং দক্ষিণে দ্বার্যে গর্তেঽবদধাতি।।২।।
("ইমামুচ্ছ্রয়ামি ভুবনস্য শাখাং মধোর্ধারাং প্রতরণীং বসূনাম্।)
এনাং শিশুঃ ক্রন্দত্বা কুমার এনাং ধেনুঃ পাবকবত্স।।" ইত্যুত্তরতঃ।।৩।। এবং দ্বয়োর্ দক্ষিণতঃ পশ্চাদ্ উত্তরতশ্ চ।।৪।। "ইমামহমস্মিন্ বৃক্ষস্য শাখাং ঘৃতমুক্ষন্তীমমৃতে মিনোমি। এনাং শিশুঃ ক্রন্দত্বা কুমার আস্যন্দতাং ধেনবো নিত্যবত্সাঃ।।" ইতি স্থূণারাজম্ উচ্ছ্রয়তি।।৫।। "এনং কুমারস্তরুণ" আবত্সো ভুবনস্পতিঃ। কুম্ভাদ্ দধ্নঃ কলশৈর্গমঃ।। ইহৈব স্থূণে প্রতিতিষ্ঠত্যশ্বাবত্নী গোমতী সীলমাবতী ক্ষেমে তিষ্ঠ ঘৃতমুক্ষমাণাঃ। ইহৈব তিষ্ঠন্নিমিতা তিল্বিলেবাস্যা ইরাবতীং মধ্যে পোযস্ব তিষ্ঠন্তীং মা ত্বা প্রাপন্নঘায়ব উপহূতা ইহ গাব উপহূতা অজাবয়োঽথোঽন্নস্য কীলাল উপহূতা গৃহেষু ণো রথন্তরে প্রতিতিষ্ঠ বামদেব্যে বৃহতি শ্রয়স্ব" ইতি স্থূণারাজম্ অভিমৃশ্য সংমিতস্য স্থূণাঃ সমভিমৃশতি" "সত্যং চ শ্রদ্ধা চ" ইতি পূর্বে।।৬।। "যজ্ঞশ্চ দক্ষিণা চ" ইতি দক্ষিণে।।৭।। "বলং চোর্জং চ" ইত্যপরে।।৮।। "ব্রহ্ম চ ক্ষত্রং চ" ইত্যুত্তরে।।৯।। "শ্রীস্তূপে"।।১০।। 'ধর্মঃ' স্থূণারাজে।।১১।। 'অহোরাত্রে দ্বারফলকে।।১২।। 'সংবত্সরঃ' পিধানে।।১৩।। "উক্ষা সমুদ্রঃ" ইত্যভ্যক্তম্ অশ্মানং স্তূপস্যাধস্তান্ নিখনেত্।।১৪।। সংস্থিতে বাস্তুকরণে শোভিতে চ সমন্ততঃ।।১৫।।

তৃতীয় খণ্ডঃ (৩।৩)

"অগ্নিং দধামি মনসা শিবেন" ইত্যগ্নিং প্রণীয় "পৃথিবীং শংভুবা হ প্রতিতিষ্ঠস্ব" ইতি প্রাগগ্রেষু নবেষু কুশেষূদকুম্ভং নবং মণিকং বা প্রতিষ্ঠাপ্য আপোহিষ্ঠীয়াভিস্ তিসৃভিঃ পূরয়িত্বা "অরিষ্টা অস্মাকং বীরা মা পরা সেচি নো ধনম্" ইত্যপিধায় রথন্তরস্য স্তোত্রিয়েণ পুনর্ আদায় ককুপ্কারং তিস্রঃ পূর্বাহ্ণে জুহোতি।।১।। বামদেব্যস্য মধ্যন্দিনে।।২।। বৃহতোঽপরাহ্ণে।।৩।। সাবিত্র্যা অনুসবনং শতাদ্, ঊর্ধ্বম্।।৪।। মহাব্যাহৃতয়শ্ চতস্রঃ।। "বাস্তোষ্পতে" ইতি চতস্রঃ। বাস্তোষ্পতে ধ্রুবা স্থূণা সৌবিষ্টকৃতী দশমী স্থালীপাকস্য রাত্রৌ।।৫।। জ্যেষ্ঠং পুত্রম্ আদায় জায়য়া সহ ধান্যাঃ প্রপদ্যতে "ইন্দ্রস্য গৃহাঃ শিবা বসুমন্তো বরূথিনঃ। তানহং প্রপদ্যে সহ জায়য়া সহ প্রজয়া সহ পশুভিঃ সহ যন্মে কিঞ্চাস্তি তেন। শমং শমং শিবং শিবং ক্ষেমায় বঃ শান্ত্যৈ প্রপদ্যেঽভয়ং নো অস্তু" ইতি।।৬।। এতয়ৈবাবৃতাযাঢ্যাং পৌর্ণমাস্যাং স্বস্ত্যয়নম্ ইত্যাচক্ষতে।।৭।। উদ্ধরেন্ মণিকপ্রতিষ্ঠাপনং গৃহপ্রবেশনং চ।।৮।। "স্বস্তি নো মিমীতাম্" ইতি পঞ্চর্চং জপতি।।৯।। অথ ব্রাহ্মণভোজনম্।।১০।।

চতুর্থ খণ্ড (৩।৪)

"গ্রামো মারণ্যায় পরিদদাতু হবিশ্চ মহাযমায় পরিদেহি" ইতি গ্রামান্ নিষ্ক্রামন্।।১।। "অরণ্যং মা গ্রামায় পরিদদাতু হবিশ্চ মহাযমায় পরিদেহি" ইতি গ্রামং প্রবিশনন্ অরিক্তঃ।।২।। "গৃহান্ ভদ্রান্ সুমনসঃ প্রপদ্যেঽবীরঘ্নো বীরবতঃ সুবীরান্। ইরাং বহতো ঘৃতমুক্ষমাণাস্তেষ্বেঽহং সুমনাঃ সংবিশেয়ম্।।" ইতি সদা প্রপদনীয়ঃ।।৩।। অনাহিতাগ্নিঃ প্রবত্স্যন্ গৃহান্ সমীক্ষতে "ইমান্মে মিত্রারুণা গৃহান্ গোপায়তং যুবম্। অবিনষ্টানবিহৃতান্ পূযেমানভিরক্ষতু।।" ইতি। "অপি পন্থামগন্মহি" ইতি চ।।৪।। প্রোষ্যায়ন্ গৃহান্ সমীক্ষতে "গৃহা মা বিভীত মা মে বিভ্যতোর্জং বিভ্যতেষমূর্জ্যং বিভ্রদ্বসুমনাঃ সুবর্চাঃ গৃহানৈমি সুমনসা মোদমানঃ। যেষাং. মধ্যে বিপ্রবসন্তি যে সৌমনসো বহু। গৃহানুপহ্বয়ামহে তে নো হিন্বন্তু জাময়ঃ। উপহূতা ইহ গাবঃ উপহূতা অজাবয়ঃ। যো নস্য (অথো অন্নস্য) কীলাল উপহূতা অজাবয়ঃ"। "অস্যোপসদ্যে মারিষদয়ং শ্রেষ্ঠী দধাতু বঃ" ইতি গৃহ্যম্ অগ্নিম্ উপস্থায় কল্যাণীং বাচং প্রব্রূয়াত্।।৫।। "বিরাজো দোহোঽসি বিরাজো দোহমশীয় ময়ি বিরাজঃ পদ্যায়ৈ দোহঃ" ইতি পাদ্যপ্রতিগ্রহণম্।।৬।।

পঞ্চম খণ্ড (৩।৫)

অনাহিতাগ্নির্নবং প্রাশিষ্যন্নাগ্রয়ণদেবতাভ্য ইন্দ্রাগ্নিভ্যাং বিশ্বেভ্যো দেবেভ্যঃ স্বিষ্টকৃচ্চতুর্থীভ্যঃ স্বাহাকারেণ গৃহ্যেঽগ্নৌ হুত্বা "প্রজাপতয়ে ত্বা বহং গৃহ্নামি মহ্যং শ্রিয়ৈ মহ্যং যশসে মহ্যমন্নাদ্যায়" ইতি হুতশেষাদ্ গ্রহং গৃহীত্বা "ভদ্রান্নঃ শ্রেয়ঃ সমনৈষ্ট দেবাস্ত্বয়া বশেন সমশীমহি ত্বা। স নো ময়োভূঃ পিতেবাবিশেহ শং নো ভব দ্বিপদে শং চতুষ্পদে"।। ইত্যদ্ভির্ অভ্যুক্ষ্য ত্রিঃ প্রাশ্নাতি।।১০।। "অমোঽসি প্রাণ তদ্ ঋতং ব্রবীম্যমোঽসি সর্বাণ্যনুপ্রবিষ্টঃ। স মে জরাং রোগম্ অপনুদ্য শরীরাদমা ম এধি মামৃধাম ইন্দ্র।।" ইতি হৃদয়দেশম্ অভিমৃশ্য "প্রাণানাং গ্রন্থিরসি মা বিস্রস" ইতি নাভিম্।।২।। "ভদ্রং কর্ণেভিঃ ইতি যথারূপম্ " তচ্চক্ষুঃ" ইত্যাদিত্যম্ উপস্থায়।।৩।। "পরি বপস্বেদং বৃঞ্জন্তু ঘোষিণ্যঃ স মা. স্বস্থ গোপতে মা বো রক্ষো মনো রিষত্" "পূষা গা অন্বেতু নঃ" ইতি গাঃ প্রতিষ্ঠমানা অনুমন্ত্রয়তে।।৪।। "পরি পূষা" ইতি পরিক্রান্তাসু।।৫।। "যাসামূধশ্চতুর্বিলং মধোঃ পূর্ণং ঘৃতস্য চ। তা নঃ সন্তু পয়স্বতীর্বহ্বীর্গোষ্ঠে ঘৃতাচ্যঃ।।" "আ গাবো অগ্মন্" ইতি সপ্তাগতাসু।।৬।। উত্তমামাকুর্বন্ "ময়োভূর্বাতঃ" ইতি চ সূক্তেন গোষ্ঠগতাঃ।।৭।। যাসু প্রথমা প্রজায়েত তস্যাঃ পীযূষং জুহুয়াত্ "সংবত্সরীণং পয় উস্রিয়ায়াঃ" ইতি দ্বাভ্যাম্।।৮।। যা ফাল্গুন্যা উত্তরামাবাস্যা সা রেবত্যা সম্পদ্যতে তস্যাম্ অঙ্গলক্ষণানি কারয়েত্

"ভুবনমসি সহস্রমসি রায়স্পোষং মা বো দধত্। অক্ষতমস্যরিষ্টং বিরালন্নং গোপায়তি। যাবতীনামিদং করিষ্যামি ভূয়সীনামুত্তরাসাং ক্রিয়াসম্" ইতি।।৯।। যদি যমৌ প্রজায়েত মহাব্যাহৃতিভির্ হুত্বা যমসূং দদ্যাত্।।১০।।

ষষ্ঠ খণ্ড (৩।৬)

অথ বৃষোত্সর্গঃ।।১।। কার্তিক্যাং পৌর্ণমাস্যাং রেবত্যাং বাশ্বযুজ্যাং চ গবাং মধ্যে সুসমিদ্ধম্ অগ্নিং কৃত্বাজ্যাহুতীর্ জুহোতি "ইহ ধৃতিরিহ স্বধৃতিরুপসৃজং ধরুণং মাত্রে ধরুণো মাতরং ধয়ন্। রায়াস্পোষমিষমূর্জমস্মাসু দীধরন্ স্বাহা" "পূষা গা অন্বেতু নঃ" ইতি পৌষ্ণস্য।।২।। হুত্বৈকবর্ণং দ্বিবর্ণং ত্রিবর্ণং বা যো বা যূথং ছাদয়তি যং বা যূথং সংছাদয়তি।।৩।। রোহিতো বৈবং স্যাত্।।৪।। সর্বাঙ্গৈর্ উপেতঃ।।৫।। যূথে বর্চস্বিতমঃ স্যাত্ তম্ অলঙ্কৃত্য।।৬।। যূথে মুখ্যাশ্ চতস্রো বত্সতর্যঃ।।৭।। তাশ্ চালংকৃত্য।।৮।। "এতং যুবানং পরি বো দদামি তেন ক্রীলন্তীশ্চরত প্রিয়েণ। মা নশ্ শাপ্ত জনুষা সংবিদানা রায়স্পোষেণ সমিষা মদেম।।" ইত্যনুমন্ত্রয়তে।।৯।। নভ্যস্থে বৃষে "ময়োভূর্বাতঃ" ইতি চ সূক্তেন।।১০।। সর্বাসাং পয়সি স্থালীপাকং শ্রপয়িত্বা ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েত্।।১১।।

সপ্তম খণ্ড (৩।৭)

অথাত উপাকরণম্।।১।। ওষধীনাং প্রাদুর্ভাবে।।২।। শ্রাবণ্যাং পৌর্ণমাস্যাম্।।৩।। হস্তেন শ্রবণেন বা।।৪।। অক্ষতসূক্তানাং দধিঘৃতমিশ্রাণাং প্রত্যচং বেদেন জুহুয়াদ্ ইতি হৈক আহুঃ।।৫।। সূক্তানুবাকাদ্যাঃ।।৬।। অধ্যায়ার্ষেয়াদ্যাভির্ ইতি চ মাণ্ডুকেয়ঃ।।৭।। অথ হ স্মাহ কৌষীতকিঃ বেদেভ্যো দেবেভ্যঃ ছন্দোভ্যঃ ঋষিভ্যশ্চেতি।।৮।। "অগ্নিমীলে পুরোহিতম্" ইত্যেকা।।৯।। "কুষুম্ভকস্তদব্রবীত্" "আবদংস্ত্বং শকুনে ভদ্রমাবদ" "গৃণানা জমদগ্নিনা" "ধামন্তে বিশ্বং ভুবনমধিশ্রিতম্" "গন্তা নো যজ্ঞং যজ্ঞিয়াঃ সুশমি" "যো নঃ স্বো অরণঃ" "প্রতিচক্ষ্ব" "আগ্নে যাহি মরুত্সখা" "যত্তে রাজঞ্ছৃতং হবিঃ" ইতি দ্ব্যচাঃ।।১০।। "তচ্ছং যোরাবৃণীমহে" ইত্যেকা।।১১।। হুতশেষাদ্ ধবিঃ প্রাশ্য "দধিক্রাব্নো অকারিষম্" ইত্যাচম্যোপবিশ্য মহাব্যাহৃতয়ঃ সাবিত্রীং বেদাদিপ্রভৃতি স্বস্ত্যয়নানি চ জপিত্বা, আচার্যং স্বস্তি বাচ্য।।১২।। তদ্ অপি ভবতি—

উপাকর্মণি চোত্সর্গে ত্রিরাত্রং ক্ষপণং ভবেত্।
অষ্টকাসু তথৈব স্যাদ্ ঋত্বন্ত্যাসু চ রাত্রিষু।।১৩।।

অষ্টম খণ্ড (৩।৮)

অথাত উত্সর্গঃ।।১।। মাঘশুক্লপক্ষপ্রতিপদ্যপরাজিতায়াং দিশি পুণ্যে দেশে প্রত্যস্য লোষ্টান্ "শাস ইত্থা" ইতি প্রতিদিশম্ ঋষীংশ্ছন্দাংসি দেবতাঃ শ্রদ্ধামেধে চ তর্পয়িত্বা প্রতিপুরুষং পিতরঃ।।২।। "উদু ত্যম্" "চিত্রম্" "নমো মিত্রস্য" "বিভ্রাড়্ বৃহত্" ইতি সূক্তানি জপিত্বা ছন্দাংসি বিশ্রাময়ন্ত্যর্ধষষ্ঠান্ মাসান্।।৩।। অধীয়ীরংশ্ চেদ্ অহোরাত্রম্ উপরম্য প্রাধ্যয়নম্।।৪।।

নবম খণ্ড (৩।৯)

অথোপরমম্।।১।। উত্পাতেষ্বাকালিকম্।।২।। অন্যেষ্বদ্ভুতেষু চ।।৩।। বিদ্যুত্স্তনয়িত্নুবর্ষেষু ত্রিসন্ধ্যম্ একাহম্।।৪।। শ্রাদ্ধভোজনে।।৫।। দশাহমঘেষু চ সূতকেষু চ।।৬।। চতুর্দশ্যমাবাস্যয়োঃ।।৭।। অষ্টকাসু।।৮।। বাসরেষু নভ্যেষু চ।।৯।। আচার্যে চোপরতে দশাহম্।।১০।। শ্রুত্বা ত্রিরাত্রম্।।১১।। তত্পূর্বাণাং চ প্রতিগ্রহে শ্রাদ্ধে।।১২।। সব্রহ্মচারিণি সমেত্য।।১৩।। প্রেতম্ অনুগম্য পিতৃভ্যশ্চ নিধায় পিণ্ডান্ নিশাম্।।১৪।। সন্ধ্যায়াম্।।১৫।। পর্বসু ।।১৬।। অস্তমিতে ।।১৭।। সামশব্দে ।।১৮।। শ্মশানে ।।১৯।। শূদ্রসন্নিকর্ষে।।২০।। গ্রামারণ্যে।।২১।। অন্তশ্শবে গ্রামে।।২২।। অদর্শনীয়াশ্রবণীয়ানিষ্টাঘ্রাণে।।২৩।। অতিবাতেঽভ্রে বর্ষতি।।২৪।। রথ্যায়াম্।।২৫।। বাণশব্দে।।২৬।। রথস্থঃ।।২৭।। শূদ্রবচ্ছুনি।।২৮।। বৃক্ষারোহণে।।২৯।। অবটারোহণে।।৩০।। অপ্সু।।৩১।। ক্রন্দত্যাম্।।৩২।। আর্তৌ।।৩৩।। নগ্নঃ।।৩৪।। উচ্ছিষ্টঃ।।৩৫।। সংক্রমে।।৩৬।। কেশশ্মশ্রুবাপন আ স্নানাত্।।৩৭।। উত্সাদনে।।৩৮।। স্নানে।।৩৯।। অভ্যঞ্জনে।।৪০।। সংবেশনে সূতিকোদকাভ্যাম্।।৪১।। অবহিতপাণিঃ।।৪২।। সেনায়াম্।।৪৩।। অভুঞ্জতি ব্রাহ্মণে।।৪৪।। গোষু চ।।৪৫।। অতিক্রান্তেষ্বধীয়ীরন্।।৪৬।। এতেষাং যদি কিঞ্চিদ্ অকামম্ অভ্যাভবেত্ প্রাণান্ আযম্যাদিত্যং নিরীক্ষ্যাতঃ পরম্ অধীয়ীত।।৪৭।। বিদ্যুত্স্তনয়িত্নুবর্ষবর্জং কল্পে।।৪৮।। বর্ষবর্জম্ অর্ধষষ্ঠেষু চ ।।৪৯।। তদ্ অপ্যেতত্। অন্নমাপো মূলফলং যশ্চান্যচ্ছ্রাদ্ধিকং ভবেত্। প্রতিগৃহ্যাপ্যনধ্যায়ঃ পাণ্যাস্যা ব্রাহ্মণাঃ স্মৃতাঃ।। ইতি।।৫০।। ন্যায়োপেতেভ্য এবাবর্তয়েত্।।৫১।। প্রাঙ্মুখ আচার্যঃ প্রত্যঙ্মুখ ইতরঃ।।৫২।। দ্বৌ বা।।৫৩।। ভূয়াংসস্ তু যথাসনম্।।৫৪।। 'অধীহি ভো' ইত্যুক্তা আচার্যঃ "ওম্" ইতীতরঃ 'প্রতিপদ্যাধীয়ীত।।৫৫।। অধীত্যোপসংগৃহ্য বিরতাঃ স্ম ভো' ইত্যুক্তা যথার্থম্।।৫৬।। বিসৃষ্টং বিরামস্ তাবদ্ ইত্যেকে।।৫৭।। নাধীয়ীতারম্ অন্তরা গময়েদ্ আত্মানং পরিহরন্তোঽধীয়রন্।।৫৮।। যদি চেদ্ দোষঃ স্যাত্ ত্রিরাত্রম্ উপোষ্যাহোরাত্রং বা

সাবিত্রীং চাভ্যাবর্তয়িত্বা যাবচ্ছক্নুয়াত্।।৫৯।। দণ্ডস্যান্তরাগমনে ব্রাহ্মণায় যত্ কিঞ্চিদ্ দদ্যাত্। অতঃ পরম্ অধীয়ীত।।৬০।।

দশম খণ্ড (৩।১০)

অথাতো বৈশ্বদেবঃ।।১।। বৈশ্বদেবস্য সিদ্ধস্য সায়ং প্রাতর্ গৃহ্যেঽগ্নৌ জুহুয়াত্।।২।। "মহান্তং কোশম্" ইতি ত্রিঃ পর্যুক্ষতি সর্বত্র।।৩।। "অগ্নয়ে স্বাহা" "সোমায় স্বাহা" "ইন্দ্রাগ্নিভ্যাং স্বাহা" "ভরদ্বাজধান্বন্তরায় স্বাহা" "প্রজাপতয়ে স্বাহা" "অনুমত্যৈ স্বাহা" "শ্রিয়ৈ স্বাহা" "সরস্বত্যৈ স্বাহা" "বিষ্ণবে স্বাহা" "বিশ্বেভ্যো দেবেভ্যঃ স্বাহা" "সর্বাভ্যা দেবতাভ্যঃ স্বাহা" "অগ্নয়ে স্বিষ্টকৃতে স্বাহা" ইতি হুত্বৈতাসাং দেবতানাম্। অথ বাস্তুমধ্যে বলিং হরেত্।।৪।। এতাভ্যশ্ চৈব দেবতাভ্যো নমো ব্রহ্মণে ব্রাহ্মণেভ্যশ্চ বাস্তোষ্পতয়ে নমঃ।।৫।। অথ দিশাং প্রদক্ষিণং যথারূপম্ "নম ইন্দ্রায় ঐন্দ্রেভ্যশ্চ" "নমো যমায় যাম্যেভ্যশ্চ" "নমো বরুণায় বারুণ্যেভ্যশ্চ" "নমঃ সোমায় সৌম্যেভ্যশ্চ" "নমো বৃহস্পতয়ে বার্হস্পত্যেভ্যশ্চ"।।৬।। "নমো মরুদ্ভ্যোঽশ্বিভ্যাম্" "নমশ্ছন্দোভ্য ঋষিভ্যশ্চ" ইত্যপরাজিতায়াং দিশি।।৭।। "নমস্ স্বাধ্যায়াগ্নয়ে" "নমো নির্ঋত্যৈ" "নমো বায়বে" "নমো রুদ্রায়" ইতি প্রদক্ষিণম্ এব।।৮।। অথাদিত্যমণ্ডলে "নমোঽদিতয়ে আদিত্যেভ্যশ্চ নমো নক্ষত্রেভ্য ঋতুভ্যো নমো মাসেভ্যোঽর্ধমাসেভ্যশ্চাহোরাত্রেভ্যশ্চ সংবৎসরেভ্যঃ পূষ্ণে পথিকৃতে ধাত্রে বিধাত্রে" ইতি।।৯।। মরুদ্ভ্যশ্চৈব দেহনেষু।।১০।। "নম ওষধিবনস্পতিভ্যঃ ইত্যুলূখলে" "নমঃ পর্জন্যায়াদ্ভ্যঃ" ইতি মণিকে।।১১।। "বিষ্ণবে" দৃষদি।।১২।। নমঃ শ্রিয়ৈ শয্যাযাঃ শিরসি।।১৩।। পাদতো ভদ্রকাল্যৈ।।১৪।। অনুগুপ্তে দেশে "নমো মিত্রায়"।।১৫।। "নমো বিজ্ঞাতাভ্যো দেবতাভ্যঃ" ইত্যুত্তরতো ধনপতয়ে চ।।১৬।। অথান্তরিক্ষে "নক্তংচরেভ্যো নমঃ" ইতি সায়ম্।।১৭।। "অহশ্চরেভ্যো নমঃ" ইতি প্রাতঃ।।১৮।। "যে দেবাসঃ" ইতি চ।।১৯।। অথ প্রাচীনাবীতী দক্ষিণতঃ শেষং নিনয়েত্ "যেঽগ্নিদগ্ধাঃ" ইতি।।২০।। দেবর্ষিপিতৃগণেভ্যো দত্ত্বাতিথিম্ আকাঙ্ক্ষেদ্ আ গোদোহাত্।।২১।। যদ্যতিথির্ আগচ্ছেদ্ যথাশক্তি পাদ্যম্ আসনম্ অন্নং দত্ত্বা শ্রোত্রিয়ং ভোজয়েত্।।২২।। ব্রহ্মচারিণে বা ভিক্ষাং দদ্যাত্।।২৩।। অনন্তরং সৌবাসিনীং গর্ভিণীং বালান্ স্থবিরাংশ্ চ ভোজয়েত্।।২৪।। শ্বভ্যশ্চ শ্বপাকেভ্যশ্চ বয়োভ্যশ্চাবপেদ্ ভূমাবিতি।।২৫।। নানবত্তম্ অশ্নীয়াত্।।২৬।। নৈকঃ।।২৭।। ন পূর্বম্।।২৮।। তদ্ অপ্যেতদ্ ঋষির্ আহ।।২৯।।

মোঘমন্নং বিন্দতে অপ্রচেতাস্সত্যং ব্রবীমি বধ ইত্ স তস্য।

নার্যমণং পুষ্যতি নো সখায়ং কেবলাঘো ভবতি কেবলাদী।। ইতি।।৩০।।

ষণ্ণাম্ অর্ঘ্যাণাম্ অন্যতম আগচ্ছেদ্ গোপশুম্ অজম্ অন্যদ্ বা যত্ সামান্যতমং মন্যেত তত্ কুর্বীত।।৩১।। আচার্যায়াগ্নেয়ঃ ঋত্বিজে বার্হস্পত্যো বিবাহ্যায় প্রাজাপত্যো রাজ্ঞ ঐন্দ্রঃ প্রিয়ায় মৈত্রঃ স্নাতকায়েন্দ্রাগ্নঃ।। ৩২।। যদ্যসকৃত্ সংবত্সরস্য সোমেন যজেত কৃতার্ঘ্যা এবৈনং যাজয়েয়ুঃ।। ৩৩।। নাকৃতার্ঘ্যাঃ।। ৩৪।। তদ্ অপি ভবতি-

মধুপর্কে চ সোমে চ পিতৃদৈবতকর্মণি।
অত্রৈব পশবো হিংস্যা নান্যত্রেত্যব্রবীন্ মনুঃ।।
আচার্যশ্ চ পিতা চোভৌ সখা চানতিথির্গৃহে।
তে যদ্ বিদধ্যুস্তত্ কুর্যাদ্ ইতি ধর্মো বিধীয়তে।।
নৈকগ্রামীণম্ অতিথিং বিপ্রোষ্যাগতম্ এব বা।
উপস্থিতং গৃহং বিদ্যাদ্ ভার্যা যত্রাগ্নয়োঽপি বা।।
নোপবাসঃ প্রবাসেঽস্তি পত্নী ধারয়তে ব্রতম্।
পুত্রো ভ্রাতাথ বা শিষ্যঃ পত্নী বাথ বলিং হরেত্।।
অগ্নিহোত্রং বলীবর্দাঃ কালে চাতিথিরাগতঃ।
বালাশ্ চ কুলবৃদ্ধাশ্ চ নির্দহন্ত্যবমানিতাঃ।।
দেবতাঃ পিতরো নিত্যং গচ্ছন্তি গৃহমেধিনম্।
ভাগার্থমতিথিশ্ চাপি তেভ্যো নির্বপ্তুম্ অর্হতি।।
সিলান্যুঞ্ছ্য়মানস্য অগ্নিহোত্রং চ জুহ্বতঃ।
সর্বং সুকৃতম্ আদত্তে ব্রাহ্মণোঽনর্চিতো ব্রজন্।।
ঔদপাত্রাত্ তু দাতব্যম্ আ কাষ্ঠাজ্জুহুয়াদ্ অপি।।
আ সূক্তাদ্ আনুবাকাদ্ বা ব্রহ্মযজ্ঞো বিধীয়তে।
এতে পঞ্চ মহাযজ্ঞা বর্তন্তে যস্য নিত্যশঃ।
স মুক্তঃ সর্বপাপেভ্যো নাকপৃষ্ঠে মহীয়তে।।
বৈশ্বদেবম্ ইমং যে চ সায়ং প্রাতঃ প্রযুঞ্জতে।
তদর্থৈর্ আয়ুষা কীর্ত্যা প্রজাভিশ্ চ সমৃধ্নুয়ুঃ।। ইতি।। ৩৫।।

একাদশ খণ্ড (৩।১১)

অহর্-অহর্ আচার্যায়াভিবাদয়ীত।। ১।। অভিগম্য গুরুভ্যশ্ চ।। ২।। সম্-এত্য শ্রোত্রিয়ায় প্রোষ্য প্রত্যেত্যাশ্রোত্রিয়ায়।। ৩।। অসাব্ অহং ভো ইত্যাত্মনো নাম নির্দিশ্য ব্যত্যস্য পাণী দক্ষিণেন দক্ষিণং সব্যেন সব্যং দক্ষিণোত্তরাভ্যাং পাণিভ্যাম্ উপসংগৃহ্য পাদৌ।। অসা উ ইত্যস্য পাণী সংগৃহ্য আশিষম্ আশাস্তে।। ৫।। নাবৃতো যজ্ঞে নধর্মার্থং জুগুপ্সেত।। ৬।। ন জনসমবায়ং গচ্ছেত্।। ৭।। নোপর্যুদ্দিশেত্ সমেত্যাত্র।।

৮।। অনাক্রোশকোঽপিশুনঃ।।৯।। অকুলং কুলঃ।। ১০।। নৈতিহঃ।।১১।। নৈকশ্ চরেত্।।১২।। ন নগ্নঃ।।১৩।। নাবহিতপাণিঃ।।১৪।। দেবকুলায়তনানি প্রদক্ষিণম্।। ১৫।। ন হসেত্।।১৬।। ন ধাবেত্।।১৭।। ন নিষ্ঠীবেত্।।১৮।। ন কণ্ডুয়েত্।।১৯।। মূত্রপুরীষে নাবেক্ষেত।। ২০।। অবকুণ্ঠ্যাসীত।। ২১।। যদ্যেকবাসা যজ্ঞোপবীতং দক্ষিণে কর্ণে কৃত্বা।।২২।। নাদিত্যাভিমুখঃ।।২৩।। ন জঘনেন।।২৪।। নানন্তর্হিতায়াং ভূমৌ।।২৫।। ন বৃক্ষম্ আরোহেত্।।২৬।। ন কূপম্ অবেক্ষেত।।২৭।। নৈকো বনং গচ্ছেত্।।২৮।। নাবি(নাপি) ধ্রুবনং গচ্ছেত্।।২৯।। ন ত্বেব শ্মশানম্।।৩০।। সবস্ত্রোঽহর্ অহর্ আপ্লবীত।।৩১।। আপ্লুত্যোদকোঽন্যদ্ বস্ত্রম্ আচ্ছাদয়ীত।।৩২।। ন নগ্নাং স্ত্রিয়ং নিরীক্ষেত।। ৩৩।। নাদিত্যং সন্ধিবেলয়োঃ।।৩৪।। অনাপ্তম্।।৩৫।। অকার্যকারিণম্।।৩৬।। প্রেতস্পর্শিনম্।।৩৭।। সূতিকোদক্যাভ্যাং ন সংবদেত।। ৩৮।। নোদ্ধৃততেজাংসি ভুঞ্জীত।। ৩৯।। ন যাতযামৈঃ কার্যং কুর্যাত্।। ৪০।। ন সহ ভুঞ্জীত।।৪১।। ন শিষ্টম্।। ৪২।। পিতৃদেবতাতিথিভৃত্যানাং শিষ্টং ভুঞ্জীত।। ৪৩।। সিলম্ উঞ্ছম্ অযাচিতপ্রতিগ্রহঃ সাধুভ্যো যাচতো বা যাজনম্ অধ্যাপনং বৃত্তিঃ।। ৪৪।। পূর্বং পূর্বং লঘীয়ঃ।। ৪৫।। অসংসিদ্ধমানায়াং বৈশ্যবৃত্তির্ বা।। ৪৬।। অপ্রমত্তঃ পিতৃদৈবতকার্যেষু।। ৪৭।। ঋতৌ স্বদারগামী।। ৪৮।। ন দিবা স্বপীত ।। ৪৯।। ন পূর্বাপররাত্রেষু।। ৫০।। অহর্-অহঃ স্বাধ্যায়শীলঃ।। ৫১।। সত্যবাদী।। ৫২।। নিত্যোদকী।। ৫৩।। নিত্যযজ্ঞোপবীতী।। ৫৪।। ন বিরহেদ্ আচার্যম্ অন্যত্র নিয়োগাত্।। ৫৫।। অনুজ্ঞাতো বা।। ৫৬।।

দ্বাদশ খণ্ড (৩।১২)

ষড়্বিংশতিভিঃ কারণৈঃ খলু ভো ব্রাহ্মণেনাধ্যেতব্যং ভবত্যপরিমিতৈর্ বা।।১।। তদ্ যথা কুলে জাতঃ।। ২।। শক্তিমান্।। ৩।। পূর্বে চাভিরূপা আসন্।। ৪।। সাধ্বাচরিতং চৈতত্।। ৫।। ঋণং চৈতদ্ ব্রাহ্মণস্য।। ৬।। কর্মণাম্ অধ্যয়নং শুভতরম্।। ৭।। অধীত্য চ কার্যাকার্যে জ্ঞাস্যামি।। ৮।। বিদ্বাংসশ্চ সর্বত্র পূজ্যন্তে।। ৯।। শিষ্যাশ্চ শুশ্রূষন্তে।। ১০।। মহয়ন্তি চ সর্বত্র।। ১১।। সর্বত্র গতিমান্ ভবিষ্যামি।। ১২।। যক্ষ্যামি।। ১৩।। যাজয়িষ্যামি।। ১৪।। লক্ষণীয়ো ভবিষ্যামি।। ১৫।। হবীংষি চ সুসংস্কৃতানি ভোক্ষ্যামি।। ১৬।। ময়া চ স্বাধ্যায়বতা মাতাপিতরৌ স্বর্গে লোকে সুখমেধিষ্যেতে।। ১৭।। ব্রহ্মচর্যেণ চায়ুষ্মান্ বর্চস্বী ভবিষ্যামি।। ১৮।। স্বাধ্যায়েন ক্ষিপ্রং পাপ্মানমপহন্যাম্ ইতি চ।। ১৯।। স্বাধ্যায়বতঃ সর্বে লোকাঃ।। ২০।। নাপ্রাপ্যং তস্য কিঞ্চিত্।। ২১।। ন তস্য পুনরাবৃত্তিঃ।। ২২।। মন্ত্রব্রাহ্মণয়োঃ বেদশব্দঃ।। ২৩।। বেদো হি ধর্মমূলম্।। ২৪।। অচোরহরণীয়ং চ ব্রহ্ম।। ২৫।। একৈকা চর্ক্ সম্যগ্ অধীতা কামধুগ্ ভবতি।।২৬।।

যং যং ক্রতুম্ অধীতে তেন তেন চেষ্টং ভবিষ্যতীতি।। ২৭।। তদ্ অপি শ্লোকাঃ।। ২৮।। -

কেতুমান্ লঘিমান্ দক্ষো মিত্রবান্ ধৃতিমান্ শুচিঃ।
শীলবান্ শ্রুতবান্ দান্তো ভবেদ্ বৈ পংক্তিপাবনঃ।। ২৯।।
চোররাজাগ্ন্যুদকেভ্যঃ সদা সঞ্চয়িনাং ভয়ম্।।
নির্ভয়াস্তু সুখং বৈদ্যাশ্চরন্ত্যক্ষয্যবৃত্তয়ঃ।। ৩০।।
তদেতত্ পুষ্কলং বাক্যং বেদজ্ঞানপ্রয়োজনম্।
কুর্যাদ্ অধ্যয়নে যত্নং সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়ঃ।। ইতি।। ৩১।।
তদ্ অপ্যেতদ্ ঋষির্ আহ।। ৩২।।
"যো জাগার তম্ ঋচঃ কাময়ন্তে যো জাগার তমু সামানি যন্তি।
যো জাগার তময়ং সোম আহ তবাহমস্মি সখ্যে ন্যোকাঃ।।" ইতি।। ৩৩।।

ত্রয়োদশ খণ্ড (৩।১৩)

রোহিণ্যাং কৃষিকর্মাণি কারয়েত্।। ১।। প্রাচ্যাং ক্ষেত্রমর্যাদায়াং দ্যাবাপৃথিবীয়ং বলিং হরেত্।। ২।। গোময়েন পরিমণ্ডলং স্থণ্ডিলম্ উপলিপ্য প্রাগগ্রেষু নবেষু কুশেষু "দ্যাবাপৃথিবীভ্যাং নমঃ" ইত্যপো দদ্যাত্।। ৩।। এবম্ এব গন্ধমাল্যধূপদীপানাম্।। ৪।। পয়সৌদনং বা।। ৫।। "নমো দ্যাবাপৃথিবীভ্যাং নমঃ" ইতি চোপস্থানম্।। ৬।। ন নিত্যং পরিস্তরণম্।। ৭।। যথাসমাম্নাতো বা বিকল্পঃ।। ৮।। তচ্ছেষেণ ব্রাহ্মণান্ (ণম্) তর্পয়তি।। ৯।। প্রথমযোগে সীরস্য ব্রাহ্মণঃ সীরং স্পৃশেত্ 'শুনং নঃ ফালাঃ" ইতি।। ১০।। "ক্ষেত্রস্য পতিনা" ইতি সূক্তম্ অনুব্রূয়াত্।।১১।। কৃতাং পরিহাপ্য।।১২।। উদকং তরিষ্যন্ স্বস্ত্যয়নং করোতি।।১৩।। উদকাঞ্জলীন্ ত্রীন্ অপ্সু জুহোতি।।১৪।। সমুদ্রায় বয়ুনায় নমো বরুণায় নমো বারুণায় ধর্মপতয়ে নমো নমঃ সর্বাসাং নদীনাং সর্বাসাং পিত্রে বিশ্বকর্মণে মর্ত্যং হবির্জুষতাং ইতি জপিত্বা।।১৫।। প্রদীপং স্রবন্তীভ্য উদীচং স্থাবরাভ্যঃ।।১৬।। তরংশ্চেদ্ ভয়ং শঙ্কেত বাসিষ্ঠং জপেত্ "সমুদ্রজ্যেষ্ঠাঃ" ইত্যেতত্ সূক্তং প্লবম্।।১৭।।

চতুর্দশ খণ্ড (৩।১৪)

অথ মাসি মাসি পিতৃভ্যো দদ্যাত্।।১।। ব্রাহ্মণান্ বেদবিদুষোঽযুগ্মান্ ত্র্যবরার্ধ্যান্ পিতৃবদ্ উপবেশ্যাযুগ্মান্যুদপাত্রাণি তিলৈর্ অবকীর্য ব্রাহ্মণানাং পাণিষু নিনয়েত্।।২।। অত উর্ধ্বম্ অলংকৃতান্ আমন্ত্র্যাগ্নৌ কৃত্বান্নং চ 'অসাবেতত্ তে' ইত্যনুদিশ্য ভোজয়েত্।।৩।। ভুঞ্জানেষু মহাব্যাহৃতয়ঃ সাবিত্রীং মধুবাতীয়াঃ পিতৃদেবত্যাঃ পাবমানীর্ জপেদ্ যথোত্সাহম্ অন্যত্।।৪।। ভুক্তবত্সু পিণ্ডান্ দদ্যাত্।।৫।। পুরস্তাদ্

একে।।৬।। পিণ্ডান্ তত্পশ্চিমেন পত্নীনাং কিঞ্চিদ্ অন্তর্ধায়।।৭।। ব্রাহ্মণানাং শেষং নিবেদয়েত্।।৮।। অগ্নৌকরণাদি পিণ্ডপিতৃযজ্ঞেন কল্পো ব্যাখ্যাতঃ।।৯।। সূত্রাণি দত্ত্বাঞ্জনাভ্যঞ্জনগন্ধপুষ্পধূপদীপাংশ্চ প্রতিপিণ্ডং দদ্যাত্।।১০।। অথাত একোদ্দিষ্টম্।।১১।। একং পবিত্রম্।।১২।। একমর্ঘ্যম্।।১৩।। একপিণ্ডম্।।১৪।। নাগ্নৌকরণম্।।১৫।। অভিরম্যতাম্ ইতি বিসর্গঃ।।১৬।। সংবত্সরম্ এবং প্রেতঃ।।১৭।। চতুর্থবিসর্গস্ তু।।১৮।। বৃদ্ধিপূর্তেষু যুগ্মান্ ভোজয়েত্।।১৯।। প্রদক্ষিণম্ উপচারঃ।।২০।। যবৈস্ তিলার্থঃ।।২১।।

পঞ্চদশ খণ্ড (৩।১৫)

ঊর্ধ্বম্ আগ্রহায়ণ্যাস্তিস্রোঽষ্টমীষ্বষ্টকাস্বপরপক্ষেষু।।১।। তাসাং প্রথমায়াং শাকং জুহোতি—

"ইয়মেব সা যা প্রথমা ব্যৌচ্ছদন্তরস্যাং চরতি প্রবিষ্টা।

বধূর্জজান নবকং জনিত্রী ত্রয় এনাং মহিমানঃ সচন্তাং স্বাহা।।"ইতি।।১২।। অথ স্বিষ্টকৃতঃ

"যস্যাং বৈবস্বতো যমস্সর্বে দেবাস্সমাহিতাঃ।।

অষ্টকা সর্বতোমুখী সা মে কামানতীতৃপত্।।

আহুস্তে গ্রাবাণো দন্তানূধঃ পবমানঃ।

অর্ধমাসাংশ্চ মাসাংশ্চাঙ্গানি নমস্তে সুমনামুখি স্বাহা।।" ইতি।।৩।।

মধ্যমায়াং মাঘ্যা বর্ষে চ মহাব্যাহৃতয়শ্চতস্রো জুহোতি "যে তাতৃষুঃ"

ইতি চতস্রোঽনুদ্রুত্য বপাং জুহুয়াত্

বহ বপাং জাতবেদঃ পিতৃভ্যো যত্রৈনান্ বেত্থ সুকৃতস্য লোকে।

মেদসঃ কুল্যা উপস্রুতাস্স্রবন্তি সত্যাস্সন্তু যজমানস্য কামাস্ স্বাহা।।" ইতি মহাব্যাহৃতিভিশ্ চতসৃভিঃ" "যে তাতৃষুঃ" ইতি চতসৃভির্ অষ্টাব্ আহুতীঃ স্থালীপাকোঽবদানমিশ্রঃ।।৪।।

"অন্তর্হিতা গিরয়োঽন্তর্হিতা পৃথিবী মহী মে।

দিবা দিগ্ভ্যশ্চ সর্বাভির্ অন্যম্ অন্তর্দধে পিতৃভ্যোঽমুষ্মৈ স্বাহা।।

অন্তর্হিতা ঋতবোঽহোরাত্রা সুসন্ধিকাঃ।

অর্ধমাসাশ্চ মাসাশ্চাঙ্গানি নমস্তে সুমনামুখি স্বাহা।।

যাস্তিষ্ঠন্তি যাস্স্রবন্তি যা অদ্ভিঃ পরিতস্থুষীঃ।

অদ্ভিঃ সর্বস্য ভর্তৃভিরন্যতঃ পিতুর্দধেঽমুষ্মৈ স্বাহা।।
যন্মে মাতা প্রলুলোভ চরত্যপতিব্রতা।
রেতস্তত্পিতা বৃঙ্ক্তামাহুরন্যোঽবপদ্যতামমুষ্মৈ স্বাহা।।"

ইতি মহাব্যাহৃতীনাং বা স্থানে চতস্রোঽন্যত্রকরণস্য ।।৫।।

উত্তমায়াম্ অপূপান্ জুহোতি—

"উক্থ্যশ্চাতিরাত্রশ্চ সদ্যস্ক্রীশ্ছন্দসা সহ।
অন্যে চ ক্রতবো দেবা ঋষয়ঃ পিতরস্তথা।।
ঋতবঃ সর্বভূতানি শিবাশ্ শান্তাশ্চ মে সদা।
সন্তু মেঽপূপকৃতামষ্টকে নমস্তে সুমনামুখি স্বাহা।।" ইতি

সমানং স্বিষ্টকৃত্।।৬।। শ্বোঽন্বষ্টক্যাং পিণ্ডপিতৃযজ্ঞাবৃতা গোপশুরজস্থালীপাকো বা গোগ্রাসম্ আহরেদ্ অপি বা কক্ষমুদ্হেদ্ এষা মেঽষ্টকা ইতি।।৭।। ন ত্বেব ন কুর্বীত ন ত্বেব ন কুর্বীত।।৮।।

চতুর্থ অধ্যায়

প্রথম খণ্ড (৪।১)

অথাতশ্শান্তিং করিষ্যন্ রোগার্তো বা ভয়ার্তো বা, অযাজ্যং বা যাজয়িত্বা, অপ্রতিগ্রাহ্যং বা প্রতিগৃহ্য, ত্রিরাত্রম্ উপোষ্যাহোরাত্রং বা সাবিত্রীং চাভ্যাবর্তয়িত্বা যাবচ্ ছক্নুয়াদ গৌরসর্ষপকল্কৈঃ স্নাত্বা শুক্লম্ অহতং বা বাসঃ পরিধায় স্রবন্তীভির্ অসদ্ভির্ উদকুম্ভং নবম্ "ভূর্ভুবঃ স্বঃ" ইতি পূরয়িত্বেতরাভির্ বা গৌরসর্ষপদূর্বাব্রীহিযবান্ অবনীয় গন্ধমাল্যানাং চ যথোপপাদম্ অগ্নয়ে স্থালীপাকস্য হুত্বা সাবিত্র্যা সহস্রাদ্ ঊর্ধ্বম্ আ দ্বাদশাত্ সহস্রাত্ স্বশক্তিতঃ সম্পাতম্ অভিজুহোতি।।১।। যাবদ্ বা দোষনিবৃত্তিঃ।।২।। উত্তরেণাগ্নিং প্রাগগ্রেষু কুশেষু প্রাঙ্মুখ উপবিশ্যাপোহিষ্ঠীয়াভিস্ তিসৃভির্ অভিষিঞ্চেত্।।৩।। শুক্লৈর্ অলঙ্কৃত্য মহাব্যাহৃতয়ঃ সাবিত্রীং স্বস্ত্যয়নানি চ জপিত্বা মুচ্যতে সর্বপাপেভ্যো রোগেভ্যশ্ চ ভয়েভ্যশ্ চ।।৪।। ব্যাধিতশ্ চেত্ তদশক্তশ্ চেত্ পিতা ভ্রাতা বাচার্যপুত্রশিষ্যাণাম্ অন্যতমো বান্বারব্ধে কুর্যাত্।।৫।। "মুঞ্চামি ত্বা হবিষা জীবনায় কম্ ইতি ত্রীণি সূক্তানি জপতি পুরস্তাত্ স্বস্ত্যয়নানাম্।।৬।। বরো দক্ষিণা।।৭।। এবং গাবো গোষ্ঠস্য মধ্যে রুদ্রায় স্থালীপাকস্য হুত্বা রৌদ্রসূক্তৈর্ অগ্নিম্ উপতিষ্ঠতে।।৮।। সংপাতাভিঃ [তীঙিভঃ] সৌমশ্রীভিঃ সাবিত্রীম্ অপরিমিতাং জপেদ্ বেতসশাখাভিঃ কুশমুষ্টিভির্ বা ত্রিঃ প্রদক্ষিণং প্রোক্ষতি গোসূক্তৈর্ উপস্থানং মুচ্যতে সর্বরোগেভ্যঃ।।৯।। অথ ব্রাহ্মণভোজনম্।।১০।।

দ্বিতীয়ঃ খণ্ড (৪।২)

শ্রাবণ্যাং পৌর্ণমাস্যাং হস্তেন শ্রবণেন বা অক্ষতসক্তূনাং স্থালীপাকস্য বা জুহুয়াত্ "অগ্নয়ে স্বাহা" "বিষ্ণবে স্বাহা" "শ্রাবণ্যৈ স্বাহা" "পৌর্ণমাস্যৈ স্বাহা" "বর্ষাভ্যঃ স্বাহা" ইতি।।১।। লাজান্ অক্ষতসক্তূংশ্ চ সর্পিষা সন্নীয়াগ্নৌ জুহুয়াত্ "দিব্যানাং সর্পাণামধিপতয়ে স্বাহা" "দিব্যেভ্যঃ সর্পেভ্যঃ স্বাহা" ইতি ।।২।। উত্তরেণাগ্নিং প্রাগগ্রেষু কুশেষু শুচৌ বা দেশে "দিব্যানাং সর্পাণামধিপতিরুন্নীয়তাম্" দিব্যাঃ সর্পা উন্নীয়ন্তাম্" ইত্যপো নিনয়তি। "দিব্যানাং সর্পাণামধিপতিঃ প্রলিখতাম্" "দিব্যাঃ সর্পাঃ প্রলিখন্তাম্" ইতি ফণেন বেষ্টয়তি। "দিব্যানাং সর্পাণামধিপতিরনুলিম্পতাম্" "দিব্যাঃ সর্পা অনুলিম্পন্তাম্" ইতি পন্নগস্য পাত্রাণি নিনয়তি। "দিব্যানাং সর্পাণামধিপতিস্ সুমনস্যতাম্" "দিব্যাঃ" সর্পাস্ সুমনস্যন্তাম্" ইতি সুমনস উপহরতি। "দিব্যানাং সর্পাণামধিপতিরাচ্ছাদ্যতাম্" ইতি "দিব্যাঃ সর্পা আচ্ছাদ্যন্তাম্" ইতি সূত্রতন্তুম্ উপহরতি, "দিব্যানাং সর্পাণামধিপতিরাঞ্জতাম্" "দিব্যাঃ সর্পা আঞ্জন্তাম্" ইতি কুশতরুণেনোপঘাতম্ অঞ্জনস্য করোতি," "দিব্যানাং সর্পাণামধিপতিরীক্ষতাম্" "দিব্যাস্সর্পা ঈক্ষন্তাম্" ইত্যাদর্শেনেক্ষয়তি। এবমান্তরিক্ষাণাং পার্থিবানাং দিব্যানাং ত্রিস্ ত্রির্ উচ্চৈস্তরাং নীচৈস্তরাং ইত্যোদনদ্রব্যে [দর্বে]ণোপঘাতম্ আ প্রত্যবরোহাদ্ রাত্রৌ বাগ্যতস্ সোদকং বলিম্ উপহরেত্।।৩।। উপসর্গঃ।।৪।।

তৃতীয় খণ্ড (৪।৩)

আশ্বযুজ্যাং পৌর্ণমাস্যাম্ ঐন্দ্রং পায়সঃ।।১।। "অশ্বিভ্যাং স্বাহা" "অশ্বযুগ্ভ্যাং স্বাহা" "আশ্বযুজ্যৈ পৌর্ণমাস্যৈ স্বাহা" "শরদে স্বাহা" "পশুপতয়ে স্বাহা" ইতি ষট্ পৃষাতকস্য "আ গাবো অগ্মন্" ইতি সূক্তেণ প্রত্যৃচং স্থালীপাকস্য হুত্বা মাতৃভির্ বত্সান্ সংসৃজতি তাং রাত্রিম্। অথ ব্রাহ্মণভোজনম্।।২।।

চতুর্থ খণ্ড (৪।৪)

আগ্রহায়ণ্যাং প্রত্যবরোহেত্।।১।। রোহিণ্যাং প্রোষ্ঠপদাসু বা প্রাতঃ শমীপলাশমধূকাপামার্গশিরীযোদুম্বরকুশতরুণবদরীণাং চ।।২।। তেষাং মুষ্টিম্ আদায়।।৩।। সীতালোষ্টং চ।।৪।। উদপাত্রে নিধায় তস্মিন্ নিমজ্জ্য নিমজ্জ্য।।৫।। "অপ নঃ শোশুচদঘম্" ইতি সূক্তেন ত্রিঃ প্রদক্ষিণং প্রোক্ষতি শরণ্যেভ্যঃ পাপ্মনোঽপহত্যৈ।।৬।। উত্তরতো নিধায়।।৭।। মধুপর্কো দক্ষিণা।।৮।।

"গ্রীষ্মো হেমন্ত উত নো বসন্তশ্ শরদ্ বর্ষা স্সুবিতং নোঽস্তু।
তেষাং পশূনামৃতূনাং শতশারদানাং নিবাত এযামভয়ে স্যাম স্বাহা"।।

অপ শ্বেতপদা জহি পূর্বেণ চাপরেণ চ।

সপ্ত চ বারুণীরিমাস্সর্বাশ্চ রাজবান্ধবৈঃ স্বাহা।।"

"শ্বেতায় বৈদর্ভায় স্বাহা" "বিদর্ভায় স্বাহা" "তক্ষকায় বৈশালেয়ায় স্বাহা" "বিশালায় স্বাহা" ইত্যাজ্যেন।।৯।। সুহেমন্তঃ সুবসন্তঃ সুগ্রীষ্মঃ প্রতিভূষন্তাং সুবর্ষাঃ সন্তু নো বর্ষাঃ শরদঃ শং ভবন্তু নঃ "ইত্যগ্নিম্ উপতিষ্ঠতে, "স্যোনা পৃথিবী ভব" ইতি পৃথিবীম্ অনুমন্ত্র্য "শং নো ভবন্তু বাজিনঃ" ইতি শমীশাখয়াভিমৃজ্য "সমুদ্রাদূর্মিঃ" ইত্যভ্যুক্ষ্য প্রস্তরম্ আস্তীর্য জ্যেষ্ঠদক্ষিণাপার্শ্বৈঃ সংবিশেরন্।।১০।। "প্রতি ব্রহ্মন্ প্রতিতিষ্ঠামি যজ্ঞে" ইতি দক্ষিণৈঃ ।।১১।। "প্রতি পশুষু প্রতিতিষ্ঠাম্যগ্নে" ইতি সব্যৈঃ।। ১২।। প্রত্যশ্বেষু প্রতিতিষ্ঠামি ক্ষত্রে" ইতি দক্ষিণৈঃ।।১৩।। প্রত্যপ্সু প্রতিতিষ্ঠাম্যমৃতে" ইতি সব্যৈঃ।।১৪।। প্রতি প্রজায়াং প্রতিতিষ্ঠামি পুষ্টৌ" ইতি দক্ষিণৈঃ।।১৫।। প্রস্তরে তাং রাত্রিং শেরতে।।১৬।। "উদীর্ধ্বং জীবঃ ইত্যুত্থাপ্য "নমো মিত্রস্য" ইত্যাদিত্যম্ উপস্থায় যথাসুখম্ অত ঊর্ধ্বম্।।১৭।। ইতি শয্যাম্ আরোহেত্।।১৮।। চৈত্র্যাং পৌর্ণমাস্যাং কর্কন্ধুপর্ণানি মিথুনানাং চ যথোপপাদং পিষ্টস্য কৃত্বা ঐন্দ্রাগ্নস্তুণ্ডিলো রৌদ্রগুলিকাঃ।।১৯।। লোকতো নক্ষত্রাণ্যন্বাবৃতশ্ চ লোকতো নক্ষত্রাণ্যন্বাবৃতশ্ চ।।২০।।

পঞ্চম অধ্যায়

প্রথম খণ্ড (৫।১)

জীবতঃ কর্মাণি বিসমাপ্তে চেদ্ অভিপ্রেয়াত্।।১।। মরণান্তম্ একাহেষু।।২।। নাস্তি তস্য সমাপনম্।।৩।। জ্ঞাত্বাজস্রান্ অগ্নীন্ কুর্বন্তি।।৪।। বিহারং দক্ষিণতো বিহৃত্য।।৫।। কুশানাম্ এবম্-অগ্রতা।।৬।। তেষ্বেনং গার্হপত্যস্য পশ্চাদ্ দক্ষিণাশিরসং নিপাত্যান্তরেণ গার্হপত্যাহবনীয়াব্ এবং গার্হপত্য আজ্যং বিলাপ্যোত্পূয় স্রুচি চতুর্গৃহীতং গৃহীত্বান্বারব্ধে প্রেত আহবনীয়ে জুহোতি "পরেয়িবাংসম্" ইত্যেতয়র্চা।।৭।। এবং গার্হপত্যে।।৮।। এবম্ অন্বাহার্যপচনে।।৯।। অন্বাহার্যপচনে চরুং জীবতণ্ডুলং শ্রপয়ন্তি।।১০।। গার্হপত্যে মৈত্রাবরুণীম্ আমিক্ষাম্।।১১।। অথৈনং দক্ষিণতঃ পরিশ্রিতে নিপাত্য সংহার্য লোমনখানি প্রেতস্যাপ্লাব্যালঙ্কৃত্যাহতেন বাসসা পরিদধীত "ইদং ত্বা বস্ত্রং প্রথমং ন আগন্" ইতি।।১২।। অথেতরদ্ অপৈতি "অপৈতদূহয়দিহাবিভঃ পুরা" ইতি।।১৩।। তদস্য পুত্রঃ পরিধায়াজরসাদ্ বসীত "ইষ্টাপূর্তম্ অনুসংপশ্য দক্ষিণা যথা তে দত্তং বহুধা বিবন্ধুষু" ইতি।।১৪।।

দ্বিতীয় খণ্ড (৫।২)

অথোল্মুকং গার্হপত্য আদীপ্যাগ্রতো হরন্তি।।১।। অথাজম্।।২। অথ রাজগবীম্।।৩।। অথাগ্নীন্।।৪।। অথ যজ্ঞপাত্রাণি।।৫।। অথৈনম্ আনীয়মানম্ অনুমন্ত্রয়তে 'পূষা ত্বেতশ্চ্যাবয়তু' ইত্যেতয়া।।৬।। দ্বিতীয়য়া দ্বিতীয়ম্।।৭।। তৃতীয়য়া তৃতীয়ম্।।৮।। তুরীয়ম্ অধ্বনো গত্বাত্রৈনং নিপাত্যাস্য নেদিষ্ঠাঃ কনিষ্ঠপ্রথমাঃ সব্যান্ কেশান্ উদ্‌গ্রথ্য সব্যান্ ঊরূন্ আঘ্নানাঃ সিগ্‌ভিরভিধূম্বন্তঃ ত্রির্ অপসলং পরীত্য তদ্‌বিপর্যাসম্ এবম্ এব প্রদক্ষিণম্।।৯।। দক্ষিণতস্ ত্রীন্ লোষ্টান্ অবরুজ্য দক্ষিণতো নিধায় তেষু তূষ্ণীং চরোর্ মেক্ষণেন জুহোতি। এবং দ্বিতীয়ম্।।১০।। এবং তৃতীয়ম্।।১১।। অথাত্র চরুপাত্রং ভিনত্তি যথোদকং ন তিষ্ঠেত্।।১২।। আদহনে তূষ্ণীং নিধায় দক্ষিণস্যাং দিশি দক্ষিণাপ্রবণে দক্ষিণাপ্রাক্‌প্রবণেন বা "অপেত বীত" ইতি পলাশশাখয়া ত্রিঃ পরিলিখ্য বাস্তৌ হিরণ্যশকলং নিধায় 'দেহি যমরাজ বাস্ত্বস্মা ইত্থং নামধেয়ায়' ইতি গৃহীত্বা বাস্তু প্রাগ্ দক্ষিণাং চিতিং চিত্বা।।১৩।।

তৃতীয় খণ্ড (৫।৩)

পশ্চান্ নিধায় গার্হপত্যং দক্ষিণতো দক্ষিণাগ্নিং পুরস্তাদ্ আহবনীয়ম্।।১।। পশ্চাদ্ দক্ষিণতো বা গাম্ অনুস্তরণীম্।।২।। জীবন্ত্যা বৃক্কৌ পৃষ্ঠত উদ্‌ধৃত্য সংজ্ঞপ্তায়া বা দক্ষিণাগ্নৌ কোষ্ণৌ কৃত্বা 'অতি দ্রব" ইত্যৃগ্‌ভ্যাম্ পাণ্যোর্ আধায়।।৩।। আমিক্ষাং চ।।৪।। "অগ্নে বর্ম" ইতি বপয়া মুখ্যং প্রচ্ছাদ্যান্তরেণ গার্হপত্যাহবনীয়ৌ হৃত্বোত্তানং চিতে নিপাত্য।।৫।। উত্তরতঃ পত্নীম্ উপসংবেশ্য "উদীর্ষ্ব নারি" ইত্যুত্থাপ্য প্রাগায়তনেষু হিরণ্যশকলং নিধায় ঘৃতেন বাভিঘার্য।।৬।। পাত্রাণি যুনক্তি।।৭।। দক্ষিণে পাণৌ জুহূম্।।৮।। উপভৃতং সব্যে।।৯।। ধ্রুবাম্ উরসি।।১০।। অগ্নিহোত্রহবণীং কণ্ঠে।।১১।। স্রুবৌ নাসিকয়োঃ।।১২।। প্রাশিত্রহরণং দক্ষিণে শ্রোত্রে।।১৩।। প্রণীতাপ্রণয়নং সব্যে।।১৪।। শিরসি কপালানি।।১৫।। দত্সু গ্রাব্ণঃ।।১৬।। উদরে সমবত্তধানীম্।।১৭।। পার্শ্বয়োঃ পাত্র্যৌ।।১৮।। স্ফ্যং দক্ষিণে পার্শ্বে।।১৯।। সব্যে কৃষ্ণাজিনম্।।২০।। উপস্থেঽরণী।।২১।। ঊর্বোর্ অষ্ঠীবতোশ্চোলূখলমুসলে।।২২।। পত্তোঽগ্নিহোত্রপাত্রাণি।।২৩।। তানি ঘৃতেন পৃষদাজ্যেন বা পূরয়িত্বাভিঘার্যাজং বধ্নীয়াদ্ দর্ভময়েনাবলেন বা।।২৪।। অজং দ্রবন্তম্ অনুমন্ত্রয়তে "অজো ভাগঃ" ইতি।।২৫।। "অয়ং বৈ ত্বমস্মাদয়ং তে যোনিস্ত্বমস্য যোনিঃ। পিতাপুত্রস্য লোককৃজ্জাতবেদঃ। বহস্বৈনং সুকৃতাঁ যত্র লোকঃ। অয়ং বৈ ত্বামজনয়দয়ং ত্বয়ি জায়তামসৌ স্বাহা" ইতি স্রুবেণ হুত্বোদঙ্ ঙুত্ক্রামন্তি।।২৬।। উপোষন্ত্যগ্নিভিঃ।।২৭।। প্রগৃহ্যোল্মুকেন "মৈনমগ্নে বিদহঃ" ইতি সংপ্রদীপ্তে দশ জপিত্বা সব্যাবৃত্তোঽনবেক্ষমাণাঃ প্রাগ্-উদঞ্চঃ

প্রক্রান্তান্ "মৃত্যোঃ পদম্" ইত্যনুমন্ত্রয়তে দ্বাভ্যাম্।।২৮।। আচার্যস্য চ মাতাপিত্রোর্ বপিত্বা তীর্থং গত্বা তস্য পশ্চাত্ তির্যক্ ত্রীন্ উন্মৃজ্য তেম্বশ্মনো নিধায় পলাশশাখে গ্রন্থিং কৃত্বা। তয়োর্ অধোঽতিক্রামন্তি।।২৯।।

"দেবস্য সবিতুঃ পবিত্রং সহস্রধারং বিততমন্তরিক্ষে।

যেনাপুনদিন্দ্রমনার্তমার্ত্যৈ তেনাহং সর্বতনুং পুনামি।।"

"ইত্যনুমন্ত্র্য এতান্ পৃথগ্ জঘন্যঃ শাখে ব্যত্যস্যেত্।।৩০।।

"যা রাষ্ট্রাত্ পর্ণাদুপয়ন্তি শাখা অভীবৃতা নৃপতিমিচ্ছমানাঃ।

ধাতুস্থাঃ সর্বাঃ পবনেন শুদ্ধাঃ পূতা ভবত যজ্ঞিয়াসঃ।।" ইতি।।৩১।।

চতুর্থ খণ্ড (৫।৪)

"আপো হি ষ্ঠা" "স না চ সোম" ইত্যুদকং স্পৃশন্তি সূক্তাভ্যাম্।।১।। শিরসি গোময়ং কৃত্বা শুক্কম্ অনুস্রোতসম্ অনুপনিমজ্জন্তোঽসন্তাপমানাঃ।।২।। "আপো অস্মান্" ইত্যাকৃষ্যোদকং প্রসিঞ্চেয়ুঃ "এতত্ ত উদকমপোঽসৌ" ইত্যপো ভূমৌ নিষিঞ্চন্তি ত্রির্ উপস্পৃশ্যোপস্পৃশ্য।।৩।। সঞ্চিত্বাপি।।৪।। একৈকাম্ অন্যত্রোভয়তঃ কাল আ প্রদানাত্।।৫।। গ্রামং গত্বা দ্বার্যুদপাত্রে দূর্বাযবসর্ষপান্ ওপ্যার্দ্রগোময়ে নিধায় "অশ্মন্বতীঃ" ইত্যভ্যুক্ত্ম্ অশ্মানম্ উদপাত্রং চ সংমৃশতি।।৬।। "তচ্চক্ষুঃ" ইত্যাদিত্যম্ উপস্থায় রাত্রৌ চেত্ [চেদ্ অনেন] নৃর্চাগ্নিম্ উপস্থায়।।৭।। তন্তূন্ বা দশাসু বধ্বা।।৮।। অধঃশয্যা হবিষ্যভক্ষতা প্রত্যূহনং চ কর্মণাম্ একরাত্রং ত্রিরাত্রং নবরাত্রং বা।।৯।। নাঘাহানি বর্ধয়েয়ুর্ ইতি হ স্মাহ কৌষীতকিঃ।।১০।।

পঞ্চম খন্ড (৫।৫)

আ বা সঞ্চয়নাদ্ ব্রতানি।।১।অপরপক্ষে সঞ্চিনোতি।।২।। অশান্তেঽগ্নাব্ একে।।৩।। গত্বা দহনং দক্ষিণতোঽঙ্গারান্ নিরূহ্যাহুতীস্ তিস্রো জুহোতি "অবসৃজ পুনরগ্নে" ইত্যেতাভিস্ তিসৃভিঃ।।৪।। উদুম্বরশাখাভিঃ ক্ষীরোদকৈর্ অভ্যবোক্ষতি

"যং তে অগ্নিং মন্থাম বৃষভায়ের পক্তবে।

ইমং তং শময়ামসি ক্ষীরেণ চোদকেন চ।।

যং ত্বমগ্নে সমদহস্তমু নির্বাপয়া পুনঃ।

কিয়াম্বত্র রোহতু পাকদূর্বা ব্যল্কশা।।

শীতিকে শীতিকাবতি হ্লাদিকে হ্লাদিকাবতি।

মণ্ডূক্যা সু সঙ্গমেমং স্বগ্নিং শময়।।৫।।

শং তে স্রবন্তীস্তন্বাপঃ শমু তে সন্তু কূপ্যাঃ।

শং তে ধন্বন্যা আপঃ শমু তে সন্তু নূপ্যাঃ।।
শং তে সমুদ্রিয়া আপঃ শমু তে সন্তু বর্ষ্যাঃ।
শং তে নীহারো বর্ষতু শমু কৃম্বাবশীয়তাম্।।"
ইত্যদ্ভির্ অভ্যুপোক্ষতি।।৬।।

ষষ্ঠ খন্ড (৫।৬)

পুরাণে কুম্ভে শরীরাণ্যোপ্য "উপসর্গ মাতরম্" ইতি তিসৃভির্ অরণ্যে নিখনন্তি।।১।। উত্ তে স্তভ্নামি" ইতি লোষ্টেনাপিধায়।।২।। প্রবসতস্ তু প্রেতস্যাপি বান্যবত্সায়াঃ পয়সা তূষ্ণীংন্যায়ম্ অগ্নিহোত্রম্।।৩।। অধস্তাদ্ ধারণং সমিধঃ।।৪।। আ শরীরাণাং সঙ্গমাদ্ অদর্শনে শরীরাণাং চত্বারিংশচ্ ছিরসি গ্রীবায়াং দশাংসান্বাংসয়োঃ বাহুভ্যাং শতম্ অঙ্গুলীভির্ দশোরসি ত্রিংশজ্জঠরে বিংশতিঃ ষল্ বৃষণয়োঃ শিশ্নে চত্বার্যূরুভ্যাং শতং ত্রিংশজ্ জানুজঙ্ঘাষ্ঠীবতোঃ পাদতোঽঙ্গুলীভির্ দশ। এবং ত্রীণি ষষ্টিশতানি পলাশবৃন্তানাম্ আহৃত্য পুরুষাকৃতিং কৃত্বোর্ণাসূত্রৈঃ পরিবেষ্ট্য যবচূর্ণৈঃ পরিলিপ্য সর্পিষা সন্নীয় দীপনপ্রভৃতি সমানম্।।৫।। ইচ্ছন্ পত্নীং পূর্বমারিণীম্ অগ্নিভিঃ সংস্কৃত্য সান্তপনেন বান্যাম্ আনীয় ততঃ পুনর্ আদধীত।।৬।।

সপ্তম খণ্ড (৫।৭)

ব্রতাপবর্গে শ্রাদ্ধকর্ম যথাশ্রাদ্ধম্।।১।।
"অয়মোদনঃ কামদুঘোস্ত্বনন্তোঽক্ষীয়মাণঃ সুরভিঃ সর্বকামী।
স ত্বোপতিষ্ঠত্বজরো নিত্যপূতঃ স্বধাং দুহানো মহতীং তর্পয়ত্বসৌ।।"
ইত্যেকপিণ্ডস্য।।২।। অঞ্জনাভ্যঞ্জনপ্রভৃতি সমানম্।।৩।।

অষ্টম খণ্ড (৫।৮)

তস্যাপবর্গে পরিধিকর্ম।।১।। আনলুহং লোহিতং চর্ম প্রাগ্গ্রীবং বোদগ্গ্রীবং বোত্তরলোম পশ্চাদ্ অগ্নের্ উপস্তীর্য তস্মিন্নুপবিশ্য।।২।। অন্তরেণাগ্নিম্ এতাংশ্ চাশ্মানং নিদধাতি।।৩।। শম্যাঃ পরিধীন্ কৃত্বা শমীময়ম্ ইধ্মং পালাশং বারুণেন স্রুবেণ কংসেন বা জুহোতীত্যুপস্থকৃতঃ সমন্বারব্ধেষু।।৪।। "ইমং জীবেভ্যঃ"
"পরৈতু মৃত্যুরমৃতং ন আগন্ বৈবস্বতো অভয়ং নঃ কৃণোতু।
পর্ণং বনস্পতেরিবাভিনশ্ শীয়তাং রয়িঃ সচতাং নঃ শচীপতিঃ"।।
যাশ্চারুণেঃ দশান্বাধান ইতি "অপ নঃ শোশুচদঘম্" ইতি সপ্ত "অগ্নে নয়" "যস্ত্বা হৃদা" "ত্বং নো অগ্নে অধরাদুদক্তাত্" ইতি দ্বাদশ হুত্বা "যথাহানি" ইতি দক্ষিণম্

অংসং দ্বাভ্যাং সমীক্ষ্যাঞ্জনং সর্পিষা সন্নীয় দর্ভপিঞ্জূলৈস্ স্ত্রীণাম্ অক্ষীণ্যনক্তি "ইমা নারীঃ" ইতি সকৃন্ মন্ত্রেণ দ্বিস্ তূষ্ণীম্।।৫।। ব্রাহ্মণস্য বাহুম্ অন্বারব্ধাং বা গোর্ বা পুচ্ছম্ উত্তিষ্ঠতোঽনুমন্ত্রয়তে' উত্তিষ্ঠ ব্রহ্মণস্পতে' ইতি।।৬।। অনড্বান্ অহতং বাসঃ কংসশ্ চ দক্ষিণা।।৭।। দক্ষিণাতো বা বিত্তম্।।৮।। "নি বর্তধ্বম্" ইতি সূক্তেন প্রত্যেনাঃ প্রদক্ষিণম্ অগ্নিং প্রদক্ষিণং ত্রিঃ পর্যেতি।।৯।। প্রত্যেনসি পরিধিকর্ম।।১০।। এষ এব বানাহিতাগ্নেঃ কল্পঃ।।১১।। রাজগবীম্ আমিক্ষাম্ উল্মুকম্ উদ্ধৃত্য সর্বম্ অন্যত্ সমানম্ সর্বম্ অন্যত্ সমানম্।।১২।।

পরিশিষ্ট

১—১৩

পরিশিষ্ট—১ (ক)

আশ্বলায়ন-গৃহ্যসূত্রের উপর বিশেষ বিবৃতি

১।১।৪— 'যো নমসা স্বধ্বরঃ' (ঋ. ৮।১৯।৫) মন্ত্রাংশেও সংশ্লিষ্ট বিষয়ের সমর্থন পাওয়া যাচ্ছে।

১।২।১— বৈশ্বদেবকর্মের প্রসঙ্গেই এই সূত্রটি বিহিত হয়েছে।

১।২।২— বনস্পতি সোমের অথবা সোম বনস্পতির বিশেষণ।

১।৫।৪— কন্যার মধ্যে বুদ্ধি, রূপ, শীল ও সুলক্ষণ থাকতে হবে। সুলক্ষণ আছে কি-না তা অবশ্য বোঝা কঠিন, তাই তা জানার জন্য ৫নং সূত্রটি করা হয়েছে।

১।৫।৬— নারায়ণ এই সূত্রে 'দ্বিপ্রবাজিনী' পাঠটি গ্রহণ করেছেন, অধ্যাপক ষ্টেনৎস্‌লারও এই পাঠটিকেই সমর্থন করেছেন; কিন্তু এগেলিং-এর মতে শুদ্ধ পাঠ হচ্ছে 'বিপ্রবাজিনী'।

১।৬।১— বশিষ্ঠ গৃ.সূ. ১।৩০-৩৩; আপস্তম্ব ২।১১।১৭, ১৮-২০; বৌধায়ন ১।২০।৪-৬ দ্রঃ।

১।৭।৭— 'অশ্ম' বা প্রস্তর বলতে শিলকে বোঝানো হয়েছে (৩ নং সূ. দ্র:)।

১।৭।১৫—১।৭।৬—১৪ সূত্র অনুযায়ী অনুষ্ঠানের ক্রম হচ্ছে অগ্নির চারদিকে প্রদক্ষিণ, শিলের উপরে ওঠা, অগ্নিতে লাজের আহুতি এবং তারপর প্রদক্ষিণ না করে আবার লাজের আহুতি (১৪ নং সূ. দ্র.)। এই ক্রমের ক্ষেত্রে যেন দৃষ্টিকটুভাবে পরপর দুটি আহুতি দেওয়া হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু ১৫ নং সূত্র অনুযায়ী লাজহোমের পরে অগ্নির চতুর্দিকে প্রদক্ষিণ, শিলের উপরে ওঠা এবং শেষে আবার লাজহোম (১৪ নং সূ. দ্র.) অনুষ্ঠিত হলে পর পর দু-বার লাজহোম করার দৃষ্টিকটুতা পরিহার করা যায়।

১।৯।৪— আ. শ্রৌ. ২।২; শা. গৃ. ১।১।১২ দ্রঃ।

১।১০।৪— আঘারের ক্ষেত্রে প্রথম আহুতিটি দিতে হয় প্রজাপতির উদ্দেশে কুণ্ডের বায়ুকোণ থেকে অগ্নিকোণ পর্যন্ত এবং দ্বিতীয় আহুতি দেওয়া হয় ইন্দ্রের উদ্দেশে নৈর্ঋত কোণ থেকে ঈশান কোণ পর্যন্ত। আজ্যভাগে প্রথমে আহুতি দিতে হবে অগ্নির উদ্দেশে কুণ্ডের উত্তর-পূর্বার্ধে এবং দ্বিতীয় আহুতি দেওয়া হবে সোমের উদ্দেশে দক্ষিণ-পূর্বার্ধে।

১।১০।১৬— এই অংশটি পূর্ব সূত্রে উল্লিখিত শ্রুতিবাক্যেরই অংশ কি- না সে-বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে। দক্ষিণ আজ্যভাগটি উত্তরদিকের অধিষ্ঠাতা

দেবতা সোমের উদ্দেশে এবং উত্তরের আজ্যভাগটি দক্ষিণ-পূর্ব দিকের অধিষ্ঠাতা দেবতা অগ্নির উদ্দেশে নিবেদিত হবে এই ধারণা যাতে না হয় সেই অভিপ্রায়েই সম্ভবত আলোচ্য সূত্রটির অবতারণা করা হয়েছে। অগ্নিদেবতার উদ্দিষ্ট আহুতিটি দিতে হবে বামদিকে এবং সোমের উদ্দিষ্ট আহুতিটি প্রদান করতে হবে পরে ডান দিকে। নতুবা যজ্ঞপুরুষ বিমুখ হয়ে বসবেন যদি চক্ষুঃ স্বরূপ দুই আজ্যভাগের বিপরীতক্রমে অনুষ্ঠান হয়। এই সূত্রটির বিষয়ে অধ্যাপক স্টেনৎস্লার অবশ্য ভিন্ন মত পোষণ করেন।

১।১১।৭— পূর্ববর্তী সূত্রে উল্লিখিত উল্মুকই শামিত্র অগ্নি বলে গণ্য হয়।

১।১১।৮— এই কাজটি এখানে যজ্ঞকারীরই করণীয় বলে বর্ণনা করা হয়েছে, কিন্তু শ্রৌতসূত্র অনুসারে তা সম্পাদন করতে হয় প্রতিপ্রস্থাতাকেই।

১।১২।১— অধ্যাপক ষ্টেন্‌ৎস্লারের-এর মতে 'চৈত্য' শব্দের অর্থ ধর্মস্থান, দেবমন্দির।

১।১২।২— পাতা বা পলাশকাঠ দিয়ে দূত ও বাঁক তৈরী করবেন।

১।১৩।৫— বৃত্তিকার নারায়ণ এই অনুষ্ঠানটিকে ২-৪ নং সূত্রে বর্ণিত অনুষ্ঠান থেকে পৃথক বলে মনে করেন। তাঁর মতে পূর্ববর্তী তিনটি সূত্রে 'পুংসবন' অনুষ্ঠান বর্ণিত হয়েছে এবং ৫ নং সূত্র থেকে অনবলোভন (তু. গর্ভরক্ষণ, শা. গৃ. ১।২১) নামে অনুষ্ঠান সূচিত হয়েছে। কিন্তু এগেলিং মনে করেন এটি দুটি নয়, একটি অনুষ্ঠানেরই বর্ণনা। অনবলোভন ও গর্ভলম্ভনের কথা যদিও প্রথম সূত্রে আছে, কিন্তু এই দুই অনুষ্ঠানের কোন বর্ণনা পরবর্তী সূত্রগুলিতে নেই। গর্ভলম্ভনের বর্ণনা আশ্বলায়ন-গৃহ্যসূত্র-পরিশিষ্টে (১।২৫) পাওয়া যায়।

১।১৪।৪— শললী : শজারুর কাঁটা। দুইটি, চারটি অথবা ছয়টি কাঁচা ডুমুরের স্তবক, শললী ও তিনটি কচি কুশগুচ্ছ দিয়ে চুলগুলি সরাতে হয়।

১।১৫।১— 'মঘোনা' স্থলে 'মঘোনাম্'। অর্থ তাই— ধনবান (সবিতা দ্বারা)।

১।১৭।৪— মাথার দক্ষিণ দিক থেকে চারবার (১০-১৪ সূ দ্র:) এবং বাম দিক থেকে তিনবার কেশছেদন করা হয় (১৫ নং সূত্র দ্র.)। প্রতিবার ছেদনের জন্য তিনটি করে সাত বারে তাই মোট একুশটি কেশগুচ্ছের প্রয়োজন।

১।১৮।৩— প্রসঙ্গত ১।১৭।৭, ৮, ১৫ নং সূ. দ্র:। ১।১৭।৮ সূত্রের বিধিটি ডান দিকের শ্মশ্রুর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

১।১৯।৮— 'কুশলীকৃত্‌শির' বলতে এখানে মস্তকমুণ্ডনের কথাই বলা হয়েছে।

১।১৮।৬— ১।১৭।১৬ অনুসারে ঈষদুষ্ণ জলে করণীয় কর্ম শেষ হলে 'কেশ ....

কুরু' মন্ত্রে কেশ প্রভৃতির বিন্যাসকর্ম উত্তরদিকে সমাপ্ত করার নির্দেশ দেন।

১।১৯।৯— বৃত্তিকারের মতে 'বাসাংসি বসীরন্' একটি স্বতন্ত্র বাক্য। 'যদি' পদটি অন্বিত হচ্ছে 'রক্তানি-' ইত্যাদি অংশের সঙ্গে। ফলে বস্ত্রধারণ অবশ্যই কর্তব্য এবং শ্বেতবস্ত্র পরিধান করলেই চলবে। তবে রঙীন বর্ণের বস্ত্র ধারণের ইচ্ছা হলে বর্ণভেদে গৈরিক ইত্যাদি বস্ত্র ধারণ করবেন।

১।১৯।১— কোন কোন সমালোচকের মতে উপনয়ন যেহেতু আচার্যই করান, তাই 'উপনয়ন' শব্দের প্রকৃত অর্থ আচার্য কর্তৃক শিষ্যকে বেদব্রত (দীক্ষা) ও বেদের সঙ্গে পরিচিত করানো।

১।২০।২— মতান্তরে 'সমন্বারব্ধে' পদের অর্থ শিষ্য কর্তৃক গুরু স্পৃষ্ট হলে, শিষ্য গুরুকে স্পর্শ করলে।

১।২০।৮,৯— 'যুবা সুবাসাঃ—' (ঋ. ৩।৮।৪) মন্ত্রের প্রথমার্ধ পাঠ করে শিষ্যকে বাঁ দিক থেকে ডান দিকে পরিক্রমা করাবেন এবং শেষার্ধ দ্বারা শিষ্যের বক্ষস্থল স্পর্শ করবেন।

১।২১।৪— এখানে হরণ বলতে দহনশক্তিকে বুঝতে হবে। 'অধীহি ভোঃ........' অর্থাৎ পূজ্যপাদ, সাবিত্রী ঋক্ পাঠ করুন।

১।২২।১১— এখানেও মতান্তরে 'সমন্বারব্ধে' পদের অর্থ শিষ্য আচার্যকে স্পর্শ করলে।

১।২২।১৩— সে-ক্ষেত্রে প্রসঙ্গ অনুযায়ী বলতে হবে 'মহানাম্নীভ্যঃ স্বাহা' 'মহাব্রতায় স্বাহা' অথবা 'উপনিষদে স্বাহা'।

১।২২।২০— বাপন (১।১৯।৮) থেকে পরিদান (১।২০।৭) পর্যন্ত যা যা বলা হয়েছে তা যে- কোন ব্রতের ক্ষেত্রেই পালন করতে হয়। আ.শ্রৌ. ৮।১৪।১ এবং আ.গৃ. ১।১৮।৯ স্থলেও তাই তা করা হবে।

১।২৩।১২— মন্ত্রের 'তত্' শব্দটির প্রকৃত উদ্দিষ্ট কি তা অস্পষ্ট। 'তত্' বলতে মুখ্যত বোঝায় 'তা' (ক্লীবলিঙ্গ)।

১।২৪।১৪— অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা তিনবার মধুপর্কটি নাড়িয়ে নিতে হয়।

১।২৪।২৫— গাভীকে বধ না করে ছেড়ে দিতে চাইলে 'ওম্ উৎসৃজত' মন্ত্রে ছেড়ে দেওয়ার জন্য অনুমতি দেবেন।

২।১।৪— 'একাঙ্গবচনে-' (আ.শ্রৌ. ১।১।১২) সূত্রটি অপ্রাপ্তের প্রাপক নয়, প্রাপ্তের নিয়ামক অর্থাৎ যখন কোন কর্মে দুই হাতেরই স্বাভাবিকভাবে প্রাপ্তি ঘটে তখন বাম হাত দিয়ে তা না করে ডান হাত দিয়েই করতে হবে— এই কথাই ঐ সূত্রে বলা হয়েছে। এখানে তাই আহুতি ডান হাত দিয়ে করতে

হলেও উপস্তরণ ও অভিঘারণ বাম হাত দিয়ে করতে বাধা নেই, কারণ ডান হাত আহুতিদানের জন্য পাত্রধারণে ব্যাপৃত।

২।১।১৪— প্রত্যবরোহণের জন্য ২।৩ খণ্ড দ্র:।

২।৪।১৩— পশুযাগে করণীয় প্রোক্ষণ ও উপাকরণ ছাড়া অন্যান্য সকল কর্মই অষ্টকায় করণীয় পশুযাগেও করতে হয়।

২।৪।১৪— আক্ষরিক অর্থ হল কর্তিত পশু-অঙ্গগুলির ও স্থালীপাকের আহুতি হবে 'অগ্নে নয়-' ইত্যাদি দুটি মন্ত্রে। এছাড়া পরবর্তী পাঁচটি মন্ত্রও আহুতি-দানেরই মন্ত্র। পশুযাগে, পশুযাগের অঙ্গরূপে অনুষ্ঠেয় স্থালীপাকে এবং ৭ নং সূত্রে বিহিত প্রধান যাগরূপে অনুষ্ঠেয় স্থালীপাকে আহুতিপ্রদানের মন্ত্র হচ্ছে আলোচ্য সূত্রে নির্দিষ্ট সাতটি মন্ত্র।

২।৮।৯— 'সহস্র' শব্দের অর্থ এখানে 'বহু'। বহুবার কর্ষণ করতে হবে।

২।৯।৪— 'অরঙ্গর' শব্দের অর্থ অস্পষ্ট, কোন বাদ্যযন্ত্র হতে পারে। 'ইরা' = অন্ন বা সমৃদ্ধি। অরঙ্গর সমৃদ্ধির প্রশংসা বা ঘোষণা করছে, সে যা অমঙ্গল বা দৈন্য তো দূর করুক।

২।৯।৬— যে ভূমিতে গৃহনির্মাণ হবে সেই স্থানে করতে হবে।

৩।৪।৪— বৃত্তি অনুযায়ী এখানে তেইশটি বাক্য, কিন্তু সুযজ্ঞ ও সাংখ্যায়নকে পৃথক না ধরলে মোট বাইশটি বাক্য হয়। দ্র. যে, সুলভা ও মৈত্রেয়ী দুটি পৃথক বাক্য নয়, একটি বাক্যই, একজনেরই নাম।

৩।৫।৪— গ্রন্থান্তরে 'সদস্পতয়ে' পদটির পরে 'অনুমতয়ে' এই একটি অতিরিক্ত পদ পাওয়া যায়।

৩।৫।৫— আহুতির মন্ত্রগুলি ৬-৯ নং সূত্রে বলা হবে।

৩।৫।৭— অন্য এক সম্ভাব্য অর্থ হল— উদ্ধৃত মন্ত্রগুলি থেকে দুটি করে মন্ত্র নিয়ে একটি করে আহুতি দিতে হবে। কিন্তু সে-ক্ষেত্রে বৃত্তির 'অগ্নিমীল্‌-আদি বিংশতীনাং' অংশের সঙ্গে বিরোধ ঘটে। উদ্ধৃত মন্ত্রগুলি দুটি করে মন্ত্রের প্রতীক হলে ধরে নিতে হয় আশ্বলায়ন যে সংহিতাকে অনুসরণ করেছেন তা বর্তমানে প্রচলিত সংহিতার অপেক্ষায় ভিন্ন।

৩।৫।১০— 'এতাভ্যো দেবতাভ্যো' বলতে ৪ নং সূত্রে নির্দিষ্ট নয় দেবতাকে এবং ৬-৯ নং সূত্রে নির্দিষ্ট সেই সেই মন্ত্রের উদ্দিষ্ট কুড়ি (১· ৯x২· ১) দেবতাকে বুঝতে হবে।

৩।৫।১৫— সমাবর্তনের পরে ব্রহ্মযজ্ঞের সময়ে ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করে থাকতে হবে।

ব্রহ্মযজ্ঞ স্বাধ্যায় (গুরুগৃহে বেদগ্রহণ) নয় বলে মেখলা প্রভৃতি ধারণ করতে হয় না। ১নং সূত্রে বিহিত উপাকরণের (অর্থাৎ ব্রহ্মযজ্ঞের পাঠ আরম্ভের) পরে ছয় মাস অব্যাহত রাখতে হয় বেদের পাঠ, একদিনও তা বন্ধ করতে নেই।

৩।৫।১৬— যদি ব্রহ্মচারীরা গুরুর নিকট হতে গুরুগৃহে থেকে বেদশিক্ষা করা ছাড়াও নিজেদের প্রয়োজনে অধীত মন্ত্রের পাঠ অভ্যাস করেন, তাহলে ব্রহ্মচর্যে বিহিত সকল নিয়মই যথাযথ পালন করতে হয়।

৩।৫।২৩— উৎসর্জনের পরে ছয় মাস বেদাঙ্গের চর্চা করা যেতে পারে।

৩।৬।৮— 'অক্ষিস্পন্দন' = চোখ বা চোখের পাতা কাঁপা।

৩।১০।১— সমাবর্তনের পর যে ছাত্র বিদায়ের জন্য গুরুর কাছে অনুমতি চাইছেন তাঁর পক্ষে এই নিয়মটি প্রযোজ্য বলে নারায়ণ মনে করেন। কিন্তু শা.গৃ. ২।১৮-এর সঙ্গে তুলনা করলে দেখা যায় যে, সমাবর্তনের সঙ্গে এই অনুষ্ঠানের কোন সম্বন্ধ নেই। যখনই কোন শিষ্য কোথাও যাওয়ার জন্য গুরুর অনুমতি প্রার্থনা করেন তখনই এই নিয়মটি অনুসরণ করতে হয়।

৩।১২।২— নারায়ণ মনে করেন যে, সূত্রে যদিও মন্ত্রের সম্পূর্ণ পাদটি উল্লিখিত হয়েছে, তাহলেও এখানে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রটির পরিবর্তে সম্পূর্ণ সূক্তটিই অভিপ্রেত।

৩।১২।১৩— 'অপ্রতিরথ সূক্ত' অর্থাৎ অপ্রতিরথ ঐন্দ্র ঋষির ঋ. ১০।১০৩ সূক্ত। 'শাস সূক্ত' হল ঋষি শাস ভারদ্বাজের ঋ. ১০।১৫২ সূক্ত।

৪।২।১— ৪।১।৬ সূত্রে যেখানে ভূমি খনন করতে বলা হয়েছে সেখানে অগ্নি ও যজ্ঞপাত্র নিয়ে যেতে হয়।

৪।২।১০— 'গর্তোদকেন' পাঠের পরিবর্তে 'কর্তোদকেন' (কর্তা উদকেন) পাঠটিই বেশী সঙ্গত।

৪।৪।১০— মনু. ৫।৬০ দ্রঃ।

৪।৪।১৮— সপিণ্ড বলতে ছয় পুরুষের (প্রজন্মের) আত্মীয়তাকে বুঝায়। অবশ্য এই বিষয়ে যথেষ্ট মতভেদও আছে। আপ. ২।১৫।২; মনু. ৫; গৌতম ১৪।১৩ দ্রঃ।

৪।৬।১০— 'অন্তর্মৃত্যুং' মন্ত্রাংশে প্রস্তরস্থাপন, 'পরং মৃত্যো-' ইত্যাদি চার মন্ত্রের প্রতিমন্ত্রে আহুতিপ্রদান এবং 'যথাহান্য-' (ঋ.১০।১৮।৫) মন্ত্রে পরিজনদের দিকে দৃষ্টিপাত করা হয়।

৪।৭।৩— 'অনাদ্য' শব্দে কেউ কেউ পার্বণশ্রাদ্ধ, কেউ আবার যে শ্রাদ্ধে ফলমূল

বা সুবর্ণ দান করা হয় সেই শ্রাদ্ধকে বোঝেন।

৪।৭।৯— প্রসব্য : ঘড়ির কাঁটার গতিপথের বিপরীতক্রমে।

৪।৭।১৪— যে প্রথম পাত্রটিতে জল একসাথে মিশ্রিত করে রাখা হয়েছে তা অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যাবেন না, শ্রাদ্ধ শেষ না হওয়া পর্যন্ত উপুড় করে সেখানেই রেখে দেবেন। অন্যত্র নিয়ে গেলে দোষ হয়, কারণ ঐ পাত্র দ্বারা পিতৃগণ আবৃত হয়ে অবস্থান করেন।

৪।৮।৪— এই আহুতিগুলি আশ্বলায়ন- শ্রৌতসূত্রে বিহিত হয়েছে (২।৬।১২ দ্র:)। উদ্দিষ্ট দেবতা হলেন— সোম পিতৃমত্ ও অগ্নি-কব্যবাহন।

৪।৯।৩৭,৩৮—শূলগবের অনুষ্ঠান একবার করতেই হবে। করার পরে আবার একটি পশু ছেড়ে দিতে হবে পরবর্তী শূলগবের জন্য। 'উত্সৃজেত্' বলতে বৃত্তিকার বুঝেছেন 'অভিষিক্ত করে সম্প্রদান করা'।

পরিশিষ্ট—১ (খ)

পৃষ্ঠা	পংক্তি	যা আছে	যা হবে
১	৪	অনুষ্ঠান সমূহ	অনুষ্ঠানসমূহ
১০	২১	জুয়ারী	জুয়াড়ী
১৪	৩	ন দো	√দো
১৪	১৪,১৫	পূষণ	পূষা
১৪	১৭	স্রুক	স্রুক্
১৭	১১	কাষ্ঠ উওপ্ত	কাষ্ঠ উত্তপ্ত
৩২	১৩	দেওয়া	দেন
৪০	১২	২।১৭।৭	১।১৭।৭
৫৬	৭	মধ্বালাভে	মধ্বলাভে
৬৫	১৫	হয়, স্বস্তরঞ্চ	হয়। স্বস্তর
৬৬	২৫	মাঘ	ফাল্গুন
৬৭	২৭	যে—কোন	যে-কোন
৭৬	২৪	মধ্যমানের	মধ্যম মানের
১০৪	১,২	ধারায়ন্তু	প্র ধারা যন্তু
১২২	১৫	সংস্কৃত্যাপো	সংস্কৃত্যাপ
১২২	১৬	শোশুচদঘাম্	শোশুচদঘম্
১২২	১৮	আপো	অপ

পরিশিষ্ট—২
বিশেষ পাঠান্তর

১।৩।৯— 'একবর্হিরাদ্যাজ্য'।

১।৭।৭— 'প্রতন্যাত'।

১।৮।১১— 'অত উর্ধ্বং' নেই।

১।১০।১২— 'উদ্বাস্য' পদের পরে 'প্রত্যভিঘার্য' এই অধিক একটি পদ পঠিত হয়েছে।

১।১৭।৯— 'নিষ্পীড্য' নেই।

১।১৭।১৫— 'বসো' স্থানে 'বপ্তা'।

১।১৮।৬— 'সংস্থানীতি সংপ্রেয্যতি'। 'কুর্বিতি' পদটি নেই।

১।২০।১০— 'পরিসমূহ্য'।

১।২২।১৯— 'সুশ্রবসম্'।

১।২৩।১২— 'ব্রহ্মা' নেই; 'তস্মা জিন্বতু' নেই।

২।৭।২— 'অনূষরম্'।

২।৭।৪— 'বীরণৎ'।

২।৮।১৪— 'গর্ত' স্থানে 'কর্ত'। 'অবকাশীপালস্', 'অবকা' 'শীপানম্', 'অবকাঃ শীফানস্'। 'ন হাস্যাগ্নিদা'। 'দাহকো'।

৩।৭।২— 'চেদং কর্মশ্রান্তম্'।

৩।৯।৪— 'নিমন্ত্রণং কৃত্বানুজ্ঞাতস্য', 'নিমন্ত্র্য কৃত্বানুজ্ঞাতস্য'

৩।১০।১১— 'দহন্তং' স্থানে 'দহতং'।

৪।২।৮— 'বাহূ'।

৪।৩।১৭— 'অমাপুত্রো .... কুর্বীত'।

৪।৪।৯— 'অনবেক্ষ্যমাণাঃ'।

৪।৪।১২— 'কনিষ্ঠা প্রথমা', 'কনিষ্ঠপ্রথমা'।

৪।৪।১৩— 'অগ্নিঙ্গোময়ম্'। 'তিলান্' স্থানে 'তৈলম্'।

পরিশিষ্ট—৩
আশ্বলায়ন-গৃহ্যসূত্রের বিষয়সূচী

প্রথম অধ্যায়

তৃতীয় অধ্যায়

পরিশিষ্ট — ৪

আশ্বলায়ন-গৃহ্যসূত্রের সূত্রসূচী

পরিশিষ্ট — ৫

আশ্বলায়ন-গৃহ্যসূত্রের শব্দসূচী

পরিশিষ্ট - ৬ (ক)

শাঙ্খায়ন-গৃহ্যসূত্রের উপর বিশেষ বিবৃতি

১।৬।৩— পাত্রের পিতা আচার্য ও অন্যান্যদের সঙ্গে কন্যার পিতার গৃহে এসে একটি বড় কক্ষে উপবেশন করবেন। সেখানে পাত্রের পিতা 'আমি অমুকশর্মা' এইভাবে তিনবার করে নিজের পরিচয় দেবেন। এই প্রসঙ্গে বৃত্তিকার নারায়ণ মনে করেন যে, অনুষ্ঠান দেখার জন্য যে জনসমাবেশ হয় সেখানে নিজেকে পৃথকভাবে চিহ্নিত করার জন্যই পাত্রের পিতা এইভাবে নিজের পরিচয় দেন।

১।৮।৬— সাধারণত এই অনুষ্ঠানে প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্মা থাকতেন না। কিন্তু তার প্রতিনিধিস্বরূপ একগুচ্ছ কুশ দিয়ে ব্রহ্মার আসন ঢেকে রাখা হত। নারায়ণের মতে এই কুশগুচ্ছে পঞ্চাশটি কুশতৃণ থাকত।

১।৮।৯— এই সূত্রে দেখা যাচ্ছে যে, যদিও পরিস্তরণকর্মটি ১।৮।১-৪ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে; কিন্তু প্রণীতাপ্রণয়ন না-হওয়া পর্যন্ত পরিস্তরণ করা হত না। পারস্কর- গৃহসূত্রেও অনুষ্ঠানের এই ক্রমের সমর্থন পাওয়া যায়। পা.গৃ. ১।১।২ দ্রঃ।

১।১২।১০— অর্ঘ নিবেদন ও গোবধ ভিন্ন ভিন্ন দুটি সময়ে অনুষ্ঠিত হত---প্রথমত, কন্যার পিতৃগৃহে বরকে অভ্যর্থনা করার সময়ে এবং দ্বিতীয়ত নবদম্পতী নিজগৃহে যখন উপস্থিত হতেন সেই সময়ে। টীকাকারদের মতে আচার্য এই অর্ঘনিবেদনের কার্যটি করে থাকেন।

১।১২।১১— নারায়ণের মতে এই সূত্রে উল্লিখিত কার্যটি আচার্যই সম্পাদন করেন। অপরপক্ষে রামচন্দ্রের মতে এটি বরেরই করণীয়। এগেলিং রামচন্দ্রের মতেরই সমর্থন করেন। তুঃ গো.গৃ. ২/১।

১।১৩।৯— নারায়ণের মতে 'স্থেয়া' নামে জল এমনভাবে স্থাপন করতে হবে যাতে বর ও বধূ যখন সপ্তপদী-গমন করেন (দ্রঃ ১।১৪।৫) তখন যেন তাঁদের দক্ষিণদিকে এই জল থাকে। তুঃ গৃহ্যসংগ্রহ-পরিশিষ্ট ২।২৬।৩০।৩৫।

১।১৪।১৬— নারায়ণ মনে করেন যে, ভ্রাতৃহীনা কন্যাকে বিবাহ করার ফলে যে অপরাধ হয় তা দূর করার জন্য বর দুহিতৃমৎ পিতাকে (অর্থাৎ ভ্রাতৃহীনা কন্যার পিতাকে) একশত গাভী ও একটি রথ দান করবেন। এগেলিং বৃত্তিকারের এই ব্যাখ্যা স্বীকার করেন নি। তিনি দুহিতৃমৎ শব্দের অর্থ করেছেন-'যে পিতা কন্যার বিবাহ দেন' অর্থাৎ বধূর পিতা। এই প্রসঙ্গে তিনি আপস্তম্ব-গৃহ্যসূত্রের (২/১১/১৮;২/১৩/১২) উল্লেখ করেছেন।

১।২৪।২— 'অভ্যবান্য' স্থলে 'অভ্যপান্যে' পাঠটিই সঙ্গত বলে মনে হয়। ৪।১৮।১ অংশেও এইরূপ অসঙ্গত পাঠ দেখা যায়। প্রায় সব পুঁথিতেই এই অংশে 'নিপাত' স্থলে 'নিবাত' পঠিত হয়েছে। শাম্বব্য-পুঁথি অনুযায়ী সূত্রের পাঠটি হল-''ত্রির্ অভ্যান্যানুপ্রাণ্য'' এবং বৃত্তি অনুসারে পাঠটি হল ''ত্রির্ অপান্যানুপ্রাণ্য''।

১।২৫।১১— নারায়ণ মনে করেন ১০নং সূত্রের 'মাসি মাসি' (প্রত্যেক মাসে) অংশটি বিশেষে তাৎপর্যপূর্ণ। সূতিকাগ্নি এক বৎসর সংরক্ষণ করতে হয়। এক বৎসর পর যজমান আজীবন গৃহ্য অগ্নিতে আহুতি দেবেন। আলোচ্য সূত্রে বিশেষভাবে গৃহ্য অগ্নির উল্লেখ থাকায় বোঝা যাচ্ছে যে, সূতিকাগ্নিকে আর সংরক্ষণ করার প্রয়োজন নেই।

২।১।১—'উপনয়ন' শব্দের প্রসঙ্গে স্টেনৎসলার ও অন্যান্য কেউ কেউ মনে করেন উপ- √নী ধাতুর অর্থ গুরুর নিকট নিয়ে গিয়ে শিষ্যকে পরিচিত করানো। কিন্তু উপনয়ন শব্দের এই অর্থ সঙ্গত নয়, কারণ বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে দেখা যায় যে, শিষ্যের পিতা বা কোন আত্মীয়ই যে সর্বদা শিষ্যকে গুরুর নিকট নিয়ে যান তা নয়, বরং গুরুই স্বয়ং শিষ্যকে নিজের (অর্থাৎ গুরুর) সঙ্গে পরিচিত করান, ব্রহ্মচর্যের সঙ্গেও পরিচিত করান (উপনয়তি) এবং শিষ্য আচার্যের সঙ্গে একসাথে ব্রহ্মচর্যব্রতে প্রবেশ করেন (উপৈতি)।

২।৩।১— 'অসৌ' স্থানে আচার্য শিষ্যের নাম সম্বোধনে প্রয়োগ করবেন বলে নারায়ণ মনে করেন; কিন্তু এগেলিং মনে করেন যে, 'অসৌ' স্থানে আচার্য নিজের নাম উল্লেখ করবেন। মন্ত্র অনুসারে দেখা যাচ্ছে যে, আচার্য এখানে ব্রহ্মচারীর হাত ধরবেন (তু: আ.গৃ. ১।২০।৪-৬)।

২।৪।৫— নারায়ণের মতে শিষ্যও এখানে আচার্যের নির্দেশের যথাযথ উত্তর দেবেন। যেমন, আচার্য যখন বলবেন, 'তুমি একজন শিষ্য', শিষ্য উত্তরে বলবেন 'আমি শিষ্য'; আচার্য যখন বলবেন 'কাষ্ঠ স্থাপন কর', শিষ্য বলবেন 'আমি স্থাপন করব' ইত্যাদি।

২।৫।৯— বেদের মূল অংশ অধ্যয়নের জন্য উপবেশনের এই একই নিয়ম একই নির্দেশবাক্যের দ্বারা বিহিত হয়েছে (দ্র.২।৭।৩)। কিন্তু আরণ্যক অংশ পাঠের সময়ে উপবেশনের নিয়মটি সামান্য ভিন্ন (৭।৩।২ সূ.দ্র:)।

২।৫।১০— নারায়ণ মনে করেন আচার্যই শিষ্যকে বলেন 'অধীহি ভোঃ'। কিন্তু এগেলিং-এর মতে 'অধীহি ভোঃ' অংশটি শিষ্য বা শিষ্যদের দ্বারা উক্ত হয়।

২।৭।১— পদ্ধতিকার রামচন্দ্রের মতে শুক্রিয় ব্রত উদ্‌যাপনের পর শিষ্য অনুবচন অর্থাৎ বেদ-অধ্যয়ন করবেন। তার পূর্বে সাবিত্রী মন্ত্র ছাড়া আর অন্য কিছু

তাঁকে শেখানো হবে না।

২।৭।১৮— নারায়ণ বলেছেন 'এবম্ পূর্বোক্তেন প্রকারেণ ঋষিদেবতাছন্দঃপূর্বকং তং তম্ অগ্নিম্ ঈল ইত্যাদিকং মন্ত্রং মানবকায়াচার্যোঽনুব্রূয়াত্' অর্থাৎ এইরূপে আচার্য ঋষি, দেবতা ও ছন্দ নির্দেশ করে 'অগ্নিম্ ঈল' ইত্যাদি মন্ত্র শিষ্যকে পাঠ করাবেন।

২।৭।২১— ঋক্সংহিতার ১০।১২৯-১৩১ নং সূক্তগুলি 'ক্ষুদ্রসূক্ত' নামে পরিচিত।

২।৮।৯— 'সহস্র' শব্দের অর্থ এখানে 'বহু'। বহুবার কর্ষণ করতে হবে।

২।১২।১৩— ঐতরেয় আরণ্যকের চতুর্থ আরণ্যকে মহানাম্নীসূক্ত পঠিত হয়েছে।

২।১৫।১— আশ্বলায়ন-গৃহ্যসূত্রে (১।২৪।১-৪) বলা হয়েছে আচার্য,ঋত্বিক্,শ্বশুর, নৃপতি, স্নাতক, পিতৃব্য ও মাতুল এই সাত ব্যক্তিকে অর্ঘ নিবেদন করেতে হয়। শ্বশুর শব্দের স্থলে এখানে 'বৈবাহ্য' শব্দ প্রযুক্ত হয়েছে। শ্বশুর ও বৈবাহ্য যে সমার্থক এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তাই বৃত্তিকার নারায়ণ বলেছেন 'বৈবাহ্যঃ শ্বশুরঃ'।

৩।৪।৫-৭— রথন্তর, বামদেব্য ও বৃহৎসামের স্তোত্রিয় যথাক্রমে, ঋ. ৭।৩২।২২-২৩; ঋ. ৪।৩১।১-৩ এবং ঋ.৬।৪৬।১-২।

৩।১২।১— অষ্টকার সংখ্যা নিয়ে মতভেদ আছে। কোন গ্রন্থের মতে অষ্টকা তিনটি, কোন মতে চারটি। শেষ অষ্টকা মাঘ বা ফাল্গুন মাসের কৃষ্ণপক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। এই অষ্টকার নাম একাষ্টকা। এই অষ্টকা বিভিন্ন নামে বর্ণিত হয়েছে, যেমন-'বৎসরের পত্নী','বৎসরের প্রতিরূপ', 'দিবসের প্রেরয়িত্রী' ইত্যাদি। যদি ফাল্গুন মাসকে বৎসরের প্রথম মাস ধরা হয় তবে এই অষ্টকা বৎসর আরম্ভের কয়েকদিন আগে অনুষ্ঠিত হত। অবশ্য নূতন বৎসর আরম্ভের ঠিক কিছু পরেই একাষ্টকার অনুষ্ঠানের বিধানও কিছু কিছু বৈদিক গ্রন্থে পাওয়া যায়।

৩।১৩।৫— মন্ত্রের 'অমুষ্যৈ' শব্দের স্থানে যজমান তাঁর মাতার নাম উল্লেখ করবেন।

৩।১৪।৩-৬— এই সূত্রগুলিতে তৃতীয় অষ্টকার পরিবর্তে দ্বিতীয় অষ্টকার উল্লেখ পাওয়া যায়।

৪।২।১— নারায়ণ বলেছেন 'এক উদ্দিষ্টো যস্মিন্ শ্রাদ্ধে তদ একোদ্দিষ্টম্'। কোন ব্রাহ্মণ প্রয়াত হলে তাঁর প্রয়াণের পর প্রথম বৎসর এই একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

৪।৪।১— পুত্রসন্তান ভূমিষ্ঠ হলে এবং নামকরণ, চূড়াকরণ, পুত্র-কন্যার বিবাহ প্রভৃতি নানা অনুষ্ঠানে এই আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠিত হয়। যাজ্ঞবল্ক্য ১।২৪৯ দ্রঃ।

৪।৫।৯— কৌষীতকীর মতে প্রতি মণ্ডলের প্রথম ও শেষ মন্ত্রের দ্বারা এই আহুতিগুলি দেওয়া হয়। এখানে দশম মণ্ডলের অন্তিম মন্ত্রটির উল্লেখ পাওয়া যায়— 'তচ্ ছং যোর্ আবৃণীমহে'। শাকল শাখার শেষ মন্ত্রটি এবং এই উদ্ধৃত মন্ত্রটি ভিন্ন। বস্তুত, তচ্ ছং যোর্ আবৃনীমহে' মন্ত্রটি বাষ্কল শাখারই মন্ত্র এবং অন্তিম মন্ত্র।

৪।৫।১৬— এই ছয়টি কার্য হল যজন (নিজের জন্য যজ্ঞ করা), যাজন (অপরের জন্য যজ্ঞ করা), অধ্যয়ন, অধ্যাপন, দান ও প্রতিগ্রহ (দানগ্রহণ)।

৪।৮।১২— শিষ্য বলেন 'অধীহি ভোঃ'। ২।৫।১০-এর টীকায় এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। নারায়ণের মতে 'অধীহি ভোঃ' বলেন আচার্যই।

পরিশিষ্ট - ৬ (খ)

পৃষ্ঠা	পংক্তি	যা আছে	যা হবে
১৬৭	৩	গার্হাপত্য	গৃহ্য
১৭৮	১৪	ভূবঃ	ভুবঃ
১৭৯	৩	মন্ত্র—	মন্ত্র ('আয়ুষ্টে-')—
১৮১	৩	চিত্র	রৌরব
১৮১	৩	চিত্রলমৃগের	গো-
১৮৪	২৫	সদসম্পতিম্	সদাস্পতিম্
১৮৬	পাদটীকা	কুকর	কুকুর
১৮৯	৫	ধর্ম)	ধর্ম
১৮৯	৫	এক	একই
১৯০	১৮	কে	(ক = প্রজাপতি)
১৯১	৭	দুটি দুটি	দুটি
১৯১	২২	মন্ত্রগুলি	মন্ত্র
১৯১	২৫	তুমি ও পশুদের	ও পশুদের তুমি
১৯৫	পাদটীকা	মাঘ	পৌষ
২০০	২১,২২	করবেন	করবে
২০১	১২	প্রগাথদের	প্রগাথের ঋষিগণ
২০১	১২,১৩	ঋষিদের	ঋষিগণ
২০১	২৪	ব্যবহার.....না	বাদ যাবে
২০৩	৩	হাল	হল
২০৩	৬	যজ্ঞ	কর্ম
২০৩	১৫	আহূতি	আহুতি
২০৪	৮	অপ্মন্	অগ্মন্
২০৪	১৯	আত্মীয়র্	আত্মীয়দের
২০৭	১	তিনি নিজের	নিজের
২০৮	৭	করে,	করে, ('যে—')
২১১	১৩	১০/৩৬/১৬	৭/৬৬/১৬

পরিশিষ্ট — ৭
শাঙ্খায়ন-গৃহ্যসূত্রের বিষয়সূচী

পরিশিষ্ট—৮

শাঙ্খায়ন-গৃহ্যসূত্রের সূত্রসূচী

পরিশিষ্ট — ৯

শাঙ্খায়ন-গৃহ্যসূত্রের শব্দসূচী

পৃষ্ঠা

পৃষ্ঠা

পরিশিষ্ট-১০

গৃহ্যসূত্রে উদ্ধৃত ঋক্‌মন্ত্রের সূচী

মন্ত্র	ঋক্‌সংখ্যা	গৃহ্যসূত্র
অক্ষন্ অমীমদন্ত	১।৮২।২	আ.গৃ. ৪।৮।১০; শা.গৃ. ১।১৫।৩
অক্ষীভ্যাং তে	১০।১৬৩	শা.গৃ. ১।২১।৩; কৌ.গৃ. ১।১৩।২
অগোরুধায়	৮।২৪।২০	আ.গৃ. ১।১।৫
অগ্ন আয়ূংষি	৯।৬৬।১৯	আ.গৃ. ১।৪।৪; শা.গৃ. ১।২৭।৮; কৌ.গৃ. ১।১৯।১০
অগ্নিং দূতং	১।১২।১-২	আ.গৃ. ১।১১।২
অগ্নিনা রয়িম্	১।১।৩	শা.গৃ. ১।২০।৫; কৌ.গৃ.১।১২।৮
অগ্নিমীলে	১।১।১	আ.গৃ. ৩।৫।৬; শা.গৃ. ৪।৫।৭; কৌ.গৃ. ৩।৭।৯
অগ্নে নয় সুপথা	১।১৮৯।১	আ.গৃ. ২।১।৪; ২।৪।১৪; কৌ.গৃ. ৫।৮।৫
অগ্নে যং যজ্ঞম্	১।১।৪	কৌ.গৃ. ১।৫।২।১
অগ্নের্বর্ম	১০।১৬।৭	আ.গৃ. ৪।৩।১৯; কৌ.গৃ. ৫।৩।৫
অঘোরচক্ষুর্	১০।৮৫।৪৪	শা.গৃ. ১।১৬।৫; কৌ.গৃ. ১।১০।৬
অজো ভাগস্	১০।১৬।৪	কৌ.গৃ. ৫।৩।২৫
অতি দ্রব সার	১০।১৪।১০	আ.গৃ. ৪।৩।২০; কৌ.গৃ. ৫।৩।৩
অতো দেবা	১।২২।১৬	আ.গৃ. ২।৩।১০
অদ্যাদ্যা	৮।৬১।১৭	কৌ.গৃ. ১।৫।২৯
অদ্যা নো দেব	৫।৮২।৪,৫	আ.গৃ. ৩।৬।৬; শা.গৃ. ১।৪।২; কৌ.গৃ. ১।১।১
অধ স্বপ্নস্য	১।১২০।১২	শা.গৃ. ১।৪।২
অনৃক্ষরা	১০।৮৫।২৩	শা.গৃ. ১।৬।১; কৌ.গৃ. ১।২।১
অন্তর্মৃত্যুং	১০।১৮।৪(ঘ)	আ.গৃ. ৪।৬।১০
অপ নঃ শোশুচদ্	১।৯৭	আ.গৃ. ৪।৬।১৮; শা.গৃ. ৪।১৭।৫; কৌ.গৃ. ৪।৪।৬; ৫।৮।৫
অপ প্রাচ ইন্দ্র	১০।১৩১।১	শা.গৃ. ৬।৫।৬
অপি পন্থাম্	৬।৫১।১৬	শা.গৃ. ৩।৬।৩; কৌ.গৃ. ৩।৪।৪
অপেত বীত	১০।১৪।৯	আ.গৃ. ৪।২।১০; কৌ.গৃ. ৫।২।১৩
অপেন্দ্র দ্বিযতো	১০।১৫২।৫	শা.গৃ. ৬।৫।৬
অপেহি মনস	১০।১৬৪।১	শা.গৃ. ১।৪।২; কৌ.গৃ. ১।১।১
অপ্‌স্বগ্নে	৮।৪৩।৯	শা.গৃ. ৫।৮।৬
অভি ত্বা দেব	১।২৪।৩-৫	কৌ.গৃ. ১।২০।৬
অভি ব্যয়স্ব	৩।৫৩।১৯	শা.গৃ. ১।১৫।১০; কৌ.গৃ. ১।৯।৩

মন্ত্র	ঋক্‌সংখ্যা	গৃহ্যসূত্র
অমীবহা বাস্তো	৭।৫৫।১	শা.গৃ. ৩।৪।৮
অয়ং তে যোনির্	৩।২৯।১০	শা.গৃ. ৫।১।৩
অব তে হেলো	১।২৪।১৪	শা.গৃ. ৫।২।৪
অব সৃজ পুনর্	১০।১৬।৫-৭	কৌ.গৃ. ৫।৫।৪
অবসৃষ্টা পরা	৬।৭৫।১৬	আ.গৃ. ৩।১২।১৮
অশ্মন্বতী	১০।৫৩।৮	আ.গৃ.১।৮।২;৪।৬।১৩; শা.গৃ.১।১৫।১৮;কৌ.গৃ.১।৯।১৫; ৫।৪।৬
অশ্মা অশ্মা	৬।৪২।৪	শা.গৃ. ৬।৪।৪
অস্মাকমুত্তমং	৪।৩১।১৫	আ.গৃ. ২।৬।১২
অস্মে প্র যন্ধি	৩।৩৬।১০	আ.গৃ. ১।১৫।৩
অহিরিব ভোগৈঃ	৬।৭৫।১৪	আ.গৃ. ৩।১২।১১
আ গন্তা মা	৮।২০।১	শা.গৃ. ২।২।১৪; কৌ.গৃ. ২।২।৯
আগাবীয়	৬।২৮	আ.গৃ. ২।১০।৭
আ গাবো	৬।২৮	শা.গৃ. ৩।৯।৩; কৌ.গৃ. ৩।৫।৬; ৪।৩।২
আগ্নে যাহি	৮।১০৩।১৪	আ.গৃ. ৩।৫।৭; শা.গৃ.৪।৫।৮; কৌ.গৃ. ৩।৭।১০
আঞ্জনগন্ধিং	১০।১৪৬।৬	শা.গৃ. ৬।২।৫
আ তে অগ্ন	৬।১৬।৪৭	আ.গৃ. ১।১।৫
আ তে পিতর্	২।৩৩।১	আ.গৃ. ৪।৯।২১
আ ত্বাহার্ষম্	১০।১৭৩।১	আ.গৃ. ৩।১২।২
আদিত্যা অব	৮।৪৭।১১-১৮	শা.গৃ. ১।৪।২; কৌ.গৃ. ১।১।১
আ নঃ প্রজাং	১০।৮৫।৪৩	আ.গৃ. ১।৮।৯; শা.গৃ. ১।৬।৬; কৌ.গৃ. ১।২।৩
আপো অস্মান্	১০।১৭।১০	কৌ.গৃ. ৫।৪।৩
আপো হি ষ্ঠা	১০।৯।১	আ.গৃ. ২।৮।১২; ২।৯।৮; ৪।৬।১৪; শা.গৃ. ৩।১।৪; কৌ.গৃ. ৩।১।২; ৫।৪।১
আ মন্দ্রৈরিন্দ্র	৩।৪৫।১	আ.গৃ. ৩।১০।৫
আয়ুষ্যম্	খিল ৪।৬।১	আ.গৃ. ৩।৮।১৬; শা.গৃ. ৩।১।৭; কৌ.গৃ. ৩।১।২
আ রোহতা	১০।১৮।৬	আ.গৃ. ৪।৬।৮; শা.গৃ. ৩।১।১০
আবদংস্ত্বং	২।৪৩।৩	আ.গৃ. ৩।৫।৭; শা.গৃ. ৪।৫।৮; কৌ.গৃ. ৩।৭।১০
আশ্রুত্‌কর্ণ	১।১০।৯	কৌ.গৃ. ১।২০।৬
ইদং বিষ্ণুর্বি	১।২২।১৭	শা.গৃ. ৫।২।৬
ইন্দ্রশ্চ মৃলয়াতি	২।৪১।১১	শা.গৃ. ৬।৫।৬
ইন্দ্র শ্রেষ্ঠানি	২।২১।৬	আ.গৃ.১।১৫।৩; শা.গৃ.১।৪।২; ৩।১।১৬; কৌ.গৃ.১।১।১; ৩।১।১০

মন্ত্র	ঋক্সংখ্যা	গৃহ্যসূত্র
ইমমগ্নে	১০।১৬।৮	আ.গৃ. ৪।৩।২৪
ইমং জীবেভ্যঃ	১০।১৮।৪	আ.গৃ. ৪।৬।৯; কৌ.গৃ. ৫।৮।৫
ইমং মে বরুণ	১।২৫।১৯	শা.গৃ. ৫।২।৪; কৌ.গৃ. ১।৫।২৯
ইমং যজ্ঞমিদং	১।৯১।১০	কৌ.গৃ. ১।৫।২১
ইমা নারীরবি	১০।১৮।৭	আ.গৃ. ৪।৬।১২; কৌ.গৃ. ৫।৮।৫
ইমামগ্নে	১।৩১।১৬	আ.গৃ. ১।২৩।২৩
ইমা রুদ্রায় তবসে	১।১১৪।১	আ.গৃ. ৪।৯।২১; শা.গৃ. ৫।৬।২
ইমা রুদ্রায় স্থিরধন্বনে	৭।৪৬	আ.গৃ. ৪।৯।২১
ইমাং ধিয়ং	৮।৪২।৩	শা.গৃ. ৫।২।৪
ইমে জীবা	১০।১৮।৩	আ.গৃ. ৪।৪।৯
ইহ প্রিয়ং	১০।৮৫।২৭-৩৩	আ.গৃ. ১।৮।৮; শা.গৃ. ১।১৫।২২; কৌ.গৃ. ১।৯।১৭
ইহৈব স্তং মা	১০।৮৫।৪২	শা.গৃ. ১।১৬।১২
ইহৈবায়ম্	১০।১৬।৯(গ)	আ.গৃ. ৪।৬।৫
উক্ষা সমুদ্রো	৫।৪৭।৩	শা.গৃ. ৩।৩।১০; কৌ.গৃ. ৩।২।১৪
উচ্চা দিবি	১০।১০৭।২	শা.গৃ. ২।১২।১৬; কৌ.গৃ. ২।৭।২৮
উচ্ছিষ্টং চম্বো	১।২৮।৯	কৌ.গৃ. ২।১।৩৫
উত ত্যা দৈব্যা	৮।১৮।৮	শা.গৃ.১।১৬।৭; কৌ.গৃ. ১।১০।৬
উত ত্বাবধিরং	৮।৪৫।১৭	কৌ.গৃ. ১।২০।৬
উত্তিষ্ঠ ব্রহ্মণ	১।৪০।১	কৌ.গৃ. ৫।৮।৬
উত্‌ তে স্তভ্নামি	১০।১৮।১৩	আ.গৃ. ৪।৫।৮; কৌ.গৃ. ৫।৬।২
উদীরতামবর	১০।১৫।১-৮	আ.গৃ. ২।৪।৬
উদীর্ধ্বং জীবো	১।১১৩।১৬	শা.গৃ. ৪।১৮।১১; কৌ.গৃ. ৪।৪।১৭
উদীর্ষ নার্যভি	১০।১৮।৮	আ.গৃ. ৪।২।১৮; কৌ.গৃ. ৫।৩।৬
উদীর্ষ্বাতঃ	১০।৮৫।২১;২২	শা.গৃ. ১।১৯।১; কৌ.গৃ. ১।১২।১
উদুত্তমং বরুণ	১।২৪।১৫	শা.গৃ. ৫।২।৪
উদু ত্যং জাত	১।৫০।১	শা.গৃ. ৪।৬।৪; কৌ.গৃ. ১।৫।২৯; ৩।৮।৩
উদ্ব উর্মিঃ	৩।৩৩।১৩	শা.গৃ. ১।১৫।২০;কৌ.গৃ. ১।৯।১৬
উদ্বয়ং	১।৫০।১০	কৌ.গৃ. ১।৫।২৯
উপ শ্বাসয়	৬।৪৭।২৯-৩১	আ.গৃ. ৩।১২।১৭
উপ সর্প	১০।১৮।১০	আ.গৃ. ৪।৫।৫; কৌ.গৃ. ৫।৬।১
ঋতং চ সত্যং চ	১০।১৯০।১	শা.গৃ. ১।৪।২; কৌ.গৃ. ১।১।১
ঋষভং মা	১০।১৬৬।১	আ.গৃ. ২।৬।১৩

মন্ত্র	ঋকসংখ্যা	গৃহ্যসূত্র
এতেনাগ্নে	১।৩১।১৮	আ.গৃ. ১।২৩।২২
এবা হ্যসি	৮।৯২।২৮	শা.গৃ. ৬।৪।৪
কদ্ রুদ্রায়	১।৪৩।১	আ.গৃ. ৪।৯।২১
কনিক্রদজ্	২।৪২-৪৩	আ.গৃ. ৩।১০।৯
কয়া নশ্চিত্র	৪।৩১।১-৩	আ.গৃ. ২।৬।২; শা.গৃ. ১।১৬।৬; কৌ.গৃ. ১।১০।৬
কুষুম্ভকস্তদ্	১।১৯১।১৬	আ.গৃ. ৩।৫।৭; শা.গৃ. ৪।৫।৮; কৌ.গৃ. ৩।৭।১০
ক্রব্যাদমগ্নিং	১০।১৬।৯	আ.গৃ. ৪।৬।২
ক্ষেত্রস্য পতিনা	৪।৫৭।১	আ.গৃ. ২।১০।৪; শা.গৃ. ৪।১৩।৫; কৌ.গৃ. ৩।১৩।১১
খে রথস্য	৮।৯১।৭	শা.গৃ. ১।১৫।৬; কৌ.গৃ. ১।৯।৭
গণানাং ত্বা	২।২৩।১	শা.গৃ. ২।২।১৩; কৌ.গৃ. ২।২।৮
গন্তা নো যজ্ঞং	৫।৮৭।৯	আ.গৃ. ৩।৫।৭; শা.গৃ. ৪।৫।৮; কৌ.গৃ. ৩।৭।১০
গৃণানা জম	৩।৬২।১৮	আ.গৃ. ৩।৫।৭; শা.গৃ. ৪।৫।৮; কৌ.গৃ. ৩।৭।১০
গৃভ্নামি তে	১০।৮৫।৩৬	আ.গৃ. ১।৭।৩; শা.গৃ. ১।১৩।২; কৌ.গৃ. ১।৮।১৭
গৃহংগৃহম্	১।১২৩।৪	শা.গৃ. ৩।১।৯
চিত্তিরা উপবর্হণং	১০।৮৫।৭	শা.গৃ. ১।১২।৪; কৌ.গৃ. ১।৮।৪
চিত্রং দেবানাম্	১।১১৫।১	শা.গৃ. ৪।৬।৪; কৌ.গৃ. ১।৫।২৯; ৩।৮।৩
জীমূতস্যেব	৬।৭৫।১	আ.গৃ. ৩।১২।৩
জীবং রুদন্তি	১০।৪০।১০	আ.গৃ. ১।৮।৪; শা.গৃ. ১।১৫।২; কৌ.গৃ. ১।৯।২
তচ্চক্ষুর্দেব	৭।৬৬।১৬	শা.গৃ. ৩।৮।৭; কৌ.গৃ. ২।৩।১৩; ৩।৫।৩; ৫।৪।৭
তচ্ছংয়োরা	খিল৫।১।৫	আ.গৃ. ৩।৫।৯; শা.গৃ.৪।৫।৯; কৌ.গৃ. ৩।৭।১১
তত্ ত্বা যামি	১।২৪।১১	কৌ.গৃ. ১।৫।২৯
তত্ সবিতুর্ বরেণ্যং	৩।৬২।১০	শা.গৃ. ২।৫।১২; ২।৭।১৯; ৬।৪।৮; কৌ.গৃ. ২।৩।৮
তত্ সবিতুর্ বৃণীমহে	৫।৮২।১	আ.গৃ. ১।২০।৪, ১।২২।২৬; শা.গৃ. ৬।৪।৮
ততং মে অপস্	১।১১০।১	কৌ.গৃ. ১।৫।২৯
তদস্তু মিত্রাবরুণা	৫।৪৭।৭	কৌ.গৃ. ১।৫।২৯
তদ্বো দিবো.	৪।৫১।১১	আ.গৃ. ২।৬।১৫
তন্তুং তন্বন্	১০।৫৩।৬	আ.গৃ. ৪।৬।৭
তন্নস্তুরীপম্	৩।৪।৯	শা.গৃ. ১।২০।৫; কৌ.গৃ. ১।১২।৮
ত্যমু বো	৬।৪৪।৪	শা.গৃ. ৬।৪।৪
ত্যং চিদশ্বম্	১০।১৪৩।২	শা.গৃ. ১।১৫।১১; কৌ.গৃ. ১।৪।৩; ১।৯।১৩
ত্বং তং ব্রহ্মণ	১।১৮।৫	শা.গৃ. ২।১২।১৬; কৌ.গৃ. ২।৭।২৭

মন্ত্র	ঋক্‌সংখ্যা	গৃহ্যসূত্র
ত্বং নঃ পশ্চাদ্	৮।৬১।১৬	কৌ.গৃ. ১।৫।২৯
ত্বং নো অগ্নে বরু	৪।১।৪	শা.গৃ. ৫।২।৪; কৌ.গৃ.১।৫।২৯
ত্বং নো অগ্নে অধ	১০।৮৭।২০	কৌ.গৃ. ৫।৮।৫
ত্বং সোম মহে	১।৯১।৭	শা.গৃ. ১।২৫।৭; কৌ.গৃ. ১।১৭।৬
ত্বমগ্নে প্রমতিস্	১।৩১।১০	শা.গৃ.১।৯।৫; কৌ.গৃ. ১।৫।১৭
ত্বমগ্নে ব্রতপা	৮।১১।১	শা.গৃ. ৫।১।৯
ত্বমর্যমা ভবসি	৫।৩।২	আ.গৃ. ১।৪।৭
দধিক্রাব্ণো	৪।৩৯।৬	শা.গৃ. ১।১৭।১;৪।৫।১০; কৌ.গৃ. ১।১০।১৪; ৩।৭।১২
দীর্ঘস্তে অস্ত্বঙ্কুশ	৮।১৭।১০	শা.গৃ. ৩।১।১১
দৃতেরিব তে	৬।৪৮।১৮	কৌ.গৃ. ২।৩।১১
দেবাঃ কপোত	১০।১৬৫।১	আ.গৃ. ৩।৭।৭; শা.গৃ. ৫।৫।২
দেবীং বাচম্	৮।১০০।১১	আ.গৃ. ৩।১০।৯
দ্বে তে চক্রে	১০।৮৫।১৬	শা.গৃ.১।১৫।৪; কৌ.গৃ. ১।৯।৪
ধনুর্হস্তাদা	১০।১৮।৯	আ.গৃ. ৪।২।২০
ধামন্তে বিশ্বং	৪।৫৮।১১	আ.গৃ. ৩।৫।৭; শা.গৃ.৪।৫।৮; কৌ.গৃ.৩।৭।১০
ধ্রুবৈধি পোষ্যা	খিল৩।১৭।১	শা.গৃ.১।১৭।৩; কৌ.গৃ. ১।১০।১২
নমো মহদ্‌ভ্যো	১।২৭।১৩	শা.গৃ.১।৪।২; কৌ.গৃ. ১।১।১
নমো মিত্রস্য	১০।৩৭।১	শা.গৃ.৪।৬।৪; কৌ.গৃ.৩।৮।৩; ৪।৪।১৭
নি বর্তধ্বং	১০।১৯।১	কৌ.গৃ. ৫।৮।৯
নীললোহিতং	১০।৮৫।২৮	শা.গৃ. ১।১২।৮; কৌ.গৃ. ১।৮।৮
নেজমেষ	খিল৪।১৩।১	আ.গৃ. ১।১৪।৩; শা.গৃ.১।২২।৭; কৌ.গৃ. ১।১৪।৬; ১০
পরং মৃত্যো	১০।১৮।১-৪	আ.গৃ. ৪।৬।১০
পরি পূষা	৬।৫৪।১০	শা.গৃ. ৩।৯।২; কৌ.গৃ. ৩।৫।৫
পরীমে গাম্	১০।১৫৫।৫	আ.গৃ.৪।৬।১৪
পরেয়িবাংসম্	১০।১৪।১	৫।১।৭
পিবতং চ	৮।৩৫।১০	শা.গৃ. ১।১৭।৭; কৌ.গৃ. ১।১০।১৪
পিশঙ্গরূপঃ	২।৩।৯	শা.গৃ.১।২০।৫; শা.গৃ. ৫।৮।২; কৌ.গৃ. ১।১২।৮
পূষা গা অন্বেতু	৬।৫৪।৫	শা.গৃ.৩।৯।১; ৩।১১।৫; কৌ.গৃ. ৩।৫।৪; ৪।৬।২
পূষা ত্বেতশ্চ্যাবয়তু	১০।১৭।৩	কৌ.গৃ. ৫।২।৬
পূষা ত্বেতো	১০।৮৫।২৬	আ.গৃ. ১।৮।১
প্রজাপতে ন	১০।১২১।১০	আ.গৃ.১।৪।৪; ১।১৪।৩; ২।৪।১৪; শা.গৃ.১।১৮।৪; ১।২২।৭; কৌ.গৃ.১।১৪।৬; ১।৮।২৬; ১।১১।৪

মন্ত্র	ঋকসংখ্যা	গৃহ্যসূত্র
প্রতি চক্ষু	৭।১০৪।২৫	আ.গৃ. ৩।৫।৭; শা.গৃ. ৪।৫।৮; কৌ.গৃ. ৩।৭।১০
প্রত্যস্মৈ পিপীষতে	৬।৪২।১-৩	শা.গৃ. ৬।৪।৪
প্র ত্বা মুঞ্চামি	১০।৮৫।২৪	আ.গৃ. ১।৭।১৭; শা.গৃ. ১।১৫।১; কৌ.গৃ. ১।৯।১
প্র ধারা যন্তু	খিল ১।৩।১	আ.গৃ. ৩।১২।১৪
প্র যো বাং	৮।১০১।৩,৪	আ.গৃ.৩।১২।১২
প্রেহি প্রেহি	১০।১৪।৭	আ.গৃ.৪।৪।৬
ব্রহ্মণাগ্নিঃ	১০।১৬২।১-৬	শা.গৃ. ১।২১।২; কৌ.গৃ. ১।১৩।২
ভদ্রং কর্ণেভিঃ	১।৮৯।৮	শা.গৃ. ৩।৮।৬;৫।৫।১১; কৌ.গৃ. ৩।৫।৩
মধুমতীরোষধীর্	৪।৫৭।৩	শা.গৃ. ১।১২।৯; কৌ.গৃ. ১।৮।৯
মধু বাতা	১।৯০।৬-৮	আ.গৃ. ১।২৪।১৪; ৪।৭।২৬
মমাগ্নে বর্চো	১০।১২৮	আ.গৃ. ৩।৯।২; শা.গৃ. ১।৪।২;৩।১।৮; কৌ.গৃ. ১।১।১
ময়োভূর্বাতো	১০।১৬৯।১	আ.গৃ.২।১০।৫; শা.গৃ. ৩।৯।৫; ৩।১১।১৫; কৌ.গৃ.৩।৫।৭; ৩।৬।১০
মহশ্চিদ্ অগ্ন	৪।১২।৫	শা.গৃ. ১।২৭।৭; কৌ.গৃ. ১।১৯।১০
মহান্তং কোশম্	৫।৮৩।৮	কৌ.গৃ. ১।৫।৪; ৩।১০।৩
মহি ত্রীণাম্	১০।১৮৫	আ.গৃ. ৩।১০।৭
মহি বো মহতাম্	৮।৪৭।১	কৌ.গৃ. ১।১।১
মাতা রুদ্রাণাং	৮।১০১।১৫	আ.গৃ. ১।২৪।২৫
মা নস্তোকে	১।১১৪।৮,৯	শা.গৃ.৫।১০।২
মা নো অগ্নে হব	১।১৮৯।৫	আ.গৃ. ২।১।৬
মা বিদন্	১০।৮৫।৩২	আ.গৃ. ১।৮।৬; শা.গৃ. ১।১৫।১৪; কৌ.গৃ. ১।৯।১০
মুঞ্চামি ত্বা	১০।১৬১।১	কৌ.গৃ. ৪।১।৬; আ.গৃ. ৩।৬।৪
মৃত্যোঃ পদং	১০।১৮।২	কৌ.গৃ. ৫।৩।২৮
মৈনমগ্নে	১০।১৬।১-১০	কৌ.গৃ. ৫।৩।২৮
মোঘমন্নং	১০।১১৭।৬	শা.গৃ. ২।১৪।২৬; কৌ.গৃ. ৩।১০।৩০
য ঋতে চিদ্	৮।১।১২	শা.গৃ. ৫।৮।৪; কৌ.গৃ. ১।৯।১৩
যচ্চ গোষু	৮।৪৭।১৪	আ.গৃ. ৩।৬।৬
যচ্চিদ্ধি তে	৪।১২।৪	শা.গৃ. ১।২৭।৭;কৌ.গৃ. ১।১৯।১০
যত ইন্দ্র ভয়া	৮।৬১।১৩	আ.গৃ. ৩।১১।২; শা.গৃ. ১।৪।২;৬।৫।৬; কৌ.গৃ.১।৫।২৯
যত্ কিঞ্চেদম্	৭।৮৯।৫	শা.গৃ. ৫।২।৭
যত্ তে রাজঞ্	৯।১১৪।৪	আ.গৃ. ৩।৫।৭; শা.গৃ.৪।৫।৮; কৌ.গৃ.৩।৭।১০।
যত্ পাকত্রা	১০।২।৫	কৌ.গৃ. ১।৮।২৬

মন্ত্র	ঋক্‌সংখ্যা	গৃহ্যসূত্র
যত্র বাণাঃ	৬।৭৫।১৭	আ.গৃ. ৩।১২।১৯
যত্র বেত্থ	৫।৫।১০	আ.গৃ. ১।১২।২
যথাহান্যনু	১০।১৮।৫	আ.গৃ. ৪।৬।১০; কৌ.গৃ. ৫।৮।৫
যমৃত্বিজো	৮।৫৮।১,২	আ.গৃ. ১।২৩।৫
যস্ত্বা হৃদা	৫।৪।১০	কৌ.গৃ. ৫।৮।৫
যস্যেমে হিম	১০।১২১।৪	শা.গৃ. ১।৯।৬; কৌ.গৃ. ১।৫।১৮
যং ত্বমগ্নে	১০।১৬।১৩	কৌ.গৃ. ৫।৫।৫
যঃ সমিধা	৮।১৯।৫	আ.গৃ. ১।১।৪
যা দেবেষু	১০।১৬৯।৩,৪	আ.গৃ. ২।১০।৬
যান্ বো নরঃ	৩।৮।৬	শা.গৃ.৫।৩।৩
যুক্তস্তে অস্তু	১।৮২।৫,৬	শা.গৃ. ১।১৫।৮; কৌ.গৃ. ১।৯।৭
যুবং বস্ত্রাণি	১।১৫২।১	আ.গৃ. ৩।৮।৯; শা.গৃ. ৩।১।৬; কৌ.গৃ. ১।৮।৩;৩।১।২
যুবং সুরামম্	১০।১৩১।৪	শা.গৃ. ৬।৪।২
যুবা সুবাসাঃ	৩।৮।৪	আ.গৃ. ১।২০।৮
যে অগ্নিদগ্ধা	১০।১৫।১৪	শা.গৃ.২।১৪।১৮; কৌ.গৃ. ৩।১০।২০
যে তাতৃষুর্	১০।১৫।৯-১২	শা.গৃ. ৩।১৩।২; ৪; কৌ.গৃ. ৩।১৫।৪
যে দেবাসো	১।১৩৯।১১	শা.গৃ. ২।১৪।১৬; কৌ.গৃ. ৩।১০।১৯
যেন সূর্য	১০।৩৭।৪-৮	আ.গৃ. ৩।৭।১
যেনেদম্	খিল১০।১৬।১	কৌ.গৃ. ১।১।১
যে বধ্বশ্ চন্দ্রং	১০।৮৫।৩১	শা.গৃ. ১।১৫।১৫; কৌ.গৃ. ১।৯।১১
যো জাগার	৫।৪৪।১৪	কৌ.গৃ. ৩।১২।৩৩
যো নমসা	৮।১৯।৫(গ)	আ.গৃ. ১।১।৪
যো নঃ স্বো	৬।৭৫।১৯	আ.গৃ. ৩।৫।৭; শা.গৃ. ৪।৫।৮; কৌ.গৃ. ৩।৭।১০
যো মে রাজন্	২।২৮।১০	আ.গৃ. ৩।৬।৭; শা.গৃ. ১।৪।২
যো রয়িবো	৬।৪৪।১-৩	শা.গৃ. ৬।৪।৪
রাকামহং	২।৩২।৪,৫	আ.গৃ.১।১৪।৩; শা.গৃ. ১।২২।১২; কৌ.গৃ. ১।১৪।১০;১।২০।৭
রূপংরূপং	৬।৪৭।১৮	শা.গৃ. ১।১২।৭; কৌ.গৃ. ১।৮।৭
রৈভ্যাসীদ্	১০।৮৫।৬	শা.গৃ. ১।১২।৩; কৌ.গৃ. ১।৮।২

মন্ত্র	ঋক্‌সংখ্যা	গৃহ্যসূত্র
বনস্পতে বীড়্বঙ্গো	৬।৪৭।২৬	আ.গৃ. ২।৬।৫; শা.গৃ. ৩।১।১৩; কৌ.গৃ. ৩।১।৬
বনস্পতে শতবল্‌শো	৩।৮।১১	শা.গৃ. ১।১৫।১৬; ৫।৩।৪; কৌ.গৃ. ১।৯।১২
বয়মদ্যেন্দ্রস্য	১।১৬৭।১০	আ.গৃ. ২।৬।১৪
বয়মু ত্বা	৬।৫৩।১	আ.গৃ. ৩।৭।৮
বষট্ তে	৭।৯৯।৭	কৌ.গৃ. ১।৫।২৯
বাস্তোষ্পতে প্রতি	৭।৫৪।১	আ.গৃ. ২।৯।৯; শা.গৃ. ৩।৪।৮; কৌ.গৃ. ৩।৩।৫
বাস্তোষ্পতে ধ্রুবা	৮।১৭।১৪	শা.গৃ. ৩।৪।৮; কৌ.গৃ. ৩।৩।৫
বি ন ইন্দ্র	১০।১৫২।৪	শা.গৃ. ৬।৫।৬
বিভ্রাড়্ বৃহত্	১০।১৭০।১	কৌ.গৃ. ৩।৮।৩
বি রক্ষো বি মৃধো	১০।১৫২।৩	শা.গৃ. ৬।৫।৬
বিশ্বতশ্চক্ষুর্	১০।৮১।৩	শা.গৃ. ৫।২।৬
বিশ্বা উত	২।৭।৩	কৌ.গৃ. ১।৮।২০
বিষ্ণুর্যোনিং	১০।১৮৪।১	শা.গৃ. ১।২২।১২; কৌ.গৃ. ১।১৪।১০
শতমিন্নু	১।৮৯।৯	শা.গৃ. ৫।৫।১২
শন্তাতীয়ম্	৭।৩৫	আ.গৃ. ২।৮।১১; ২।৯।৭; ৪।৮।৪০,৪৪
শং ন ইন্দ্রাগ্নী	৭।৩৫।১	শা.গৃ. ৫।১০।৩
শন্নো দেবীরভি	১০।৯।৪	আ.গৃ. ৪।৭।৮
শন্নো ভবন্তু	৭।৩৮।৭	আ.গৃ. ২।১।৭; কৌ.গৃ. ৪।৪।১০
শং নো মিত্রঃ	১।৯০।৯	শা.গৃ. ৪।১৮।৩
শাস ইত্থা	১০।১৫২।১	আ.গৃ. ৩।১২।১৩; শা.গৃ. ৩।১।১৩; ৪।৬।৫; ৬।৫।৬; কৌ.গৃ. ৩।১।৬; ৩।৮।২
শীতিকে শীতিকা	১০।১৬।১৪	আ.গৃ. ৪।৫।৩; কৌ.গৃ. ৫।৫।৫
শুক্রাবনড়্বাহা	১০।৮৫।১০(গ)	শা.গৃ. ১।১৫।৮; কৌ.গৃ. ১।৯।৮
শুচী তে চক্রে	১০।৮৫।১২	শা.গৃ. ১।১৫।৪; কৌ.গৃ. ১।৯।৪
শুনং নঃ ফালা	৪।৫৭।৮	শা.গৃ. ৪।১৩।৪; কৌ.গৃ. ৩।১৩।১০
সদসস্পতিম্	১।১৮।৬	আ.গৃ. ১।২২।১১; শা.গৃ. ২।৮।১; কৌ.গৃ. ২।৬।২
সনা চ সোম	৯।৪।১	কৌ.গৃ. ৫।৪।১
সমঞ্জন্তু	১০।৮৫।৪৭	আ.গৃ. ১।৮।৯; শা.গৃ. ১।১২।৫; কৌ.গৃ. ১।৮।৫
সমানী ব আকূতিঃ	১০।১৯১।৪	আ.গৃ. ৩।৫।৮
সমানো মন্ত্রঃ	১০।১৯১।৩	শা.গৃ. ৫।৯।৪

মন্ত্র	ঋকসংখ্যা	গৃহ্যসূত্র
সমিদ্ধাগ্নির্	৫।৩৭।২	শা.গৃ. ১।২০।৫; কৌ.গৃ. ১।১২।৮
সমুদ্রজ্যেষ্ঠাঃ	৭।৪৯।১	শা.গৃ. ৪।১৪।৫; কৌ.গৃ. ৩।১৩।১৭
সমুদ্রাদ্ ঊর্মির্মধুমাঁ	৪।৫৮।১	শা.গৃ. ৪।১৮।৪; কৌ.গৃ. ৪।৪।১০
সম্রাজ্ঞী শ্বশুরে	১০।৮৫।৪৬	শা.গৃ. ১।১৩।১; কৌ.গৃ. ১।৮।১৪
সবিতা পশ্চাতাত্	১০।৩৬।১৪	শা.গৃ. ৬।৬।১
সং পূষন্নধ্বনস্	১।৪২।১	আ.গৃ. ৩।৭।১০; কৌ.গৃ. ১।১৮।৪
সং পূষন্ বিদুষা	৬।৫৪।১	আ.গৃ. ৩।৭।৯
সংবত্সরীণং	১০।৮৭।১৭	শা.গৃ. ৩।১০।৩; কৌ.গৃ. ৩।৫।৮
সংসৃষ্টং ধনম্	১০।৮৪।৭	আ.গৃ. ৩।১০।১১
সুকিংশুকম্	১০।৮৫।২০	শা.গৃ. ১।১৫।১৩; কৌ.গৃ. ১।৯।৮
সুত্রামাণং পৃথিবীং	১০।৬৩।১০	আ.গৃ.২।৬।৮; শা.গৃ. ১।১৫।১৭; ৪।১৫।২২; কৌ.গৃ. ১।৯।১৪; ৪।৪।১৮
সুমঙ্গলীরিয়ং	১০।৮৫।৩৩	আ.গৃ. ১।৮।৭
সূর্যো নো দিবস্পাতু	১০।১৫৮।১	শা.গৃ. ৪।৬।৪; কৌ.গৃ. ১।৫।২৯
সৌর্যাণি	১০।১৭৮।১	আ.গৃ. ২।৩।১২
স্তুহি শ্রুতং গর্ত	২।৩৩।১১	আ.গৃ. ৩।১০।১০
স্থিরৌ গাবৌ	৩।৫৩।১৭	আ.গৃ. ২।৬।৭
স্যোনা পৃথিবি	১।২২।১৫	আ.গৃ. ২।৩।৬; শা.গৃ. ১।২৭।৯; ৩।১।১৬; ৪।১৮।৫; কৌ.গৃ. ৩।১।১০; ৪।৪।১০
স্বস্তিদা বিশস্পতির্	১০।১৫২।২	শা.গৃ. ৬।৫।৬
স্বস্তি নঃ পথ্যাসু	১০।৬৩।১৫-১৭	শা.গৃ. ৬।৪।২
স্বস্তি নো মিমীতাম্	৫।৫১।১১,১৫	শা.গৃ. ১।৪।২; ১।১৫।১২; ২।৬।২; কৌ.গৃ. ১।১৩।১; ১।৯।১৩; ২।৩।১০; ৩।৩।৯
স্বস্ত্যাত্রেয়ম্	৫।৫১	আ.গৃ. ৩।১১।২
স্বিধ্মা যদ্	১।১২১।৭	কৌ.গৃ. ১।৫।৮
হংসঃ শুচিষদ্	৪।৪০।৫	শা.গৃ. ১।৪।২; কৌ.গৃ. ১।১।১

পরিশিষ্ট-১১
ঋগ্বেদীয় গৃহ্যকর্মের সূচী

১। অগ্ন্যাধান—শা.গৃ. ১।১; ২।১০
২। অতিথিকর্ম—শা.গৃ. ২।১৭
৩। অনুবাচন—শা.গৃ. ২।৭; কৌ.গৃ. ২।৪
৪। অন্নপ্রাশন—আ.গৃ. ১।১৬; শা.গৃ. ১।২৭; কৌ.গৃ. ১।১৯;
৫। অন্বষ্টক্য—আ.গৃ. ২।৫
৬। অষ্টকা—আ.গৃ. ২।৪; শা.গৃ. ৩।১২-১৪; কৌ.গৃ. ৩।১৫
৭। অস্থিসঞ্চয়কর্ম—আ.গৃ. ৪।৫; কৌ.গৃ. ৫।৫।
৮। আগ্রয়ণ—আ.গৃ. ২।২; শা.গৃ. ৩।৮
৯। আগ্রহায়ণী-প্রত্যবরোহণ —শা.গৃ. ৪।১৭; কৌ.গৃ. ৪।৪
১০। আজ্যহোম—শা.গৃ. ১।৯; কৌ.গৃ. ১।৫
১১। আভ্যুদয়িকশ্রাদ্ধ—শা.গৃ. ৪।৪
১২। আরামপ্রতিষ্ঠা—শা.গৃ. ৫।৩
১৩। আবসথ্যাধান—শা.গৃ. ১।১
১৪। আশ্বযুজী—আ.গৃ. ২।২; শা.গৃ. ৪।১৬; কৌ.গৃ. ৪।৩
১৫। আহিতাগ্নিসংস্কার—কৌ.গৃ. ৫।৩
১৬। ইন্দ্রাণীকর্ম—শা.গৃ. ১।১১; কৌ.গৃ. ১।৭
১৭। উত্সর্গ—আ.গৃ. ৩।৫; শা.গৃ. ৪।৬; কৌ.গৃ. ৩।৮
১৮। উদ্দীক্ষণিকা—শা.গৃ. ২।১২; কৌ.গৃ. ২।৭, ১৮-৩১
১৯। উপনয়ন—আ.গৃ. ১।১৯; শা.গৃ. ২।১-৪; কৌ.গৃ. ২।১;
২০। উপরম—শা.গৃ. ৪।৭; ৩।৯
২১। উপাকরণ—আ.গৃ. ৩।৫; শা.গৃ. ৪।৫; কৌ.গৃ. ৩।৭
২২। ঋত্বিক্‌লক্ষণ—আ.গৃ. ১।২৩
২৩। একোদ্দিষ্টশ্রাদ্ধ—শা.গৃ. ৪।২; কৌ.গৃ. ৩।১৪, ১১-২১
২৪। ঔর্ধ্বদেহিকম্—কৌ.গৃ. ৫।১
২৫। কন্যাবরণ—আ.গৃ. ১।৫; শা.গৃ. ১।৬; কৌ.গৃ.১।২
২৬। কর্ণবেধন—কৌ.গৃ. ১।২০
২৭। কৃষিকর্ম—শা.গৃ. ৪।১৩; কৌ.গৃ. ৩।১৩
২৮। গর্ভরক্ষণ—শা.গৃ. ১।২১; কৌ.গৃ. ১।১৩
২৯। গর্ভাধান—শা.গৃ. ১।১৯; কৌ.গৃ. ১।১২
৩০। গবাম্-অঙ্কনকর্ম—শা.গৃ. ৩।১০; কৌ.গৃ. ৩।৫, ৯-১০

৩১। গৃহপ্রবেশ—আ.গৃ. ২।১০; শা.গৃ. ১।১৬; কৌ.গৃ. ১।১০

৩২। গোদান—আ.গৃ. ১।১৮

৩৩। গোষ্ঠকর্ম—শা.গৃ. ৩।৯; কৌ.গৃ. ৪।৪; ১৯-২০

৩৪। চতুর্থীকর্ম—শা.গৃ. ১।১৮; কৌ.গৃ. ১।১১

৩৫। চূড়াকরণ—শা.গৃ. ১।২৮; কৌ.গৃ. ১।২১ (চৌলকর্ম—আ.গৃ.১।১৭)

৩৬। চৈত্রীকর্ম—শা.গৃ. ৪।১৯; কৌ.গৃ. ৪।৪; ১৯-২০

৩৭। জলাশয়োত্সর্গ—শা.গৃ. ৫।২

৩৮। জাতকর্ম—আ.গৃ. ১।১৫; শা.গৃ. ১।২৪; কৌ.গৃ. ১।১৬

৩৯। তর্পণ—আ.গৃ. ৩।৪।১-৪; শা.গৃ. ৪।৯-১০; কৌ.গৃ. ২।৫

৪০। দণ্ডনিয়ম—আ.গৃ. ১।১৯।১২-১৩; শা.গৃ. ২।১৩; কৌ.গৃ. ২।৮

৪১। দশপূর্ণমাস—শা.গৃ. ১।৩

৪২। ধ্রুবদর্শন—আ.গৃ. ১।৭।২২; শা.গৃ. ১।১৭; কৌ.গৃ. ১।১০; ১১-২৫

৪৩। নামকর্ম—আ.গৃ. ১।১৫।৪-১২; শা.গৃ. ১।২৫; কৌ.গৃ. ১।১৬;৮-২০

৪৪। নৌকারোহণ—আ.গৃ. ১।৮।২

৪৫। নিষ্ক্রমণিকা—কৌ.গৃ. ১।১৮

৪৬। পঞ্চমহাযজ্ঞ—আ.গৃ. ৩।১

৪৭। পরিধি—কৌ.গৃ. ৫।৮

৪৮। পরিস্তরণ—শা.গৃ. ১।৮

৪৯। পশুকর্ম—শা.গৃ. ২।১৬

৫০। পশুযাগ—আ.গৃ. ১।১১

৫১। পাকযজ্ঞ—আ.গৃ. ১।১; শা.গৃ. ১।১০; কৌ.গৃ. ১।৬

৫২। পাণিগ্রহণ—আ.গৃ. ১।৭-৯; শা.গৃ. ১।১৩; কৌ.গৃ. ১।৮, ১৬-২৩

৫৩। পাত্রযোজন—আ.গৃ. ৪।৩

৫৪। পুংসবন—আ.গৃ. ১।১৩; শা.গৃ. ১।২০; কৌ.গৃ. ১।১২।৭

৫৫। প্রতিশ্রুত্হোম—শা.গৃ. ১।৭; কৌ.গৃ. ১।৩

৫৬। প্রবাসগমন—শা.গৃ. ৩।৬; কৌ.গৃ. ৩।৪।৪

৫৭। প্রায়শ্চিত্ত—শা.গৃ. ৪।১০; ৫।৪।৫-৮

৫৮। প্লবকর্ম—শা.গৃ.. ৪।১৪; কৌ.গৃ. ৩।১৩ ১৩-১৭

৫৯। ব্রহ্মচারিধর্ম—আ.গৃ. ১।২০; শা.গৃ. ২।৬,১৮; কৌ.গৃ. ৩।১১

৬০। ভূতিকর্ম—কৌ.গৃ. ১।৩

৬১। মধুপর্কপ্রদান—আ.গৃ. ১।২৪

৬২। মেধাজনন—আ.গৃ. ১।২২

৬৩। রাজসংনাহন—আ.গৃ. ৩।১২
৬৪। রাজাকে ধনুকবচপ্রদান—আ.গৃ. ৩।১২
৬৫। বধূর লক্ষণ—শা.গৃ. ১।৫।৫-১০; কৌ.গৃ. ১।১।৫-১০
৬৬। বাস্তুকর্ম—আ.গৃ. ২।৭-১০; শা.গৃ. ৩।২,৩; কৌ.গৃ. ৩।২
৬৭। বিবাহ—আ.গৃ. ১।৭; শা.গৃ. ১।১২-১৮; কৌ.গৃ. ১।৮
৬৮। বৃষোত্সর্গ—শা.গৃ. ৩।১১; কৌ.গৃ. ৩।৬
৬৯। বৈশ্বদেব—শা.গৃ. ২।১৪; কৌ.গৃ. ৩।১০
৭০। ব্রতধারণ—আ.গৃ. ১।২২
৭১। ব্রতাদেশন—শা.গৃ. ২।১১; কৌ.গৃ. ২।৭
৭২। ব্রাহ্মণের গুণ বিচার—শা.গৃ. ১।২।২-৭
৭৩। শান্তিকর্ম—আ.গৃ. ৪।৬; শা.গৃ. ৬।৩-৬; কৌ.গৃ. ৪।১
৭৪। শূলগব—আ.গৃ. ৪।৯
৭৫। শ্রবণাকর্ম—শা.গৃ. ৪।১৫; কৌ.গৃ. ৪।২
৭৬। শ্রাদ্ধকর্ম—আ.গৃ. ৪।৭; শা.গৃ. ৪।১,২; কৌ.গৃ. ৩।১৪, ৫।৭
৭৭। ষডর্ঘণ—শা.গৃ. ২।১৫; কৌ.গৃ. ৩।১০।৩১-৩৫
৭৮। সন্ধ্যা-উপাসনা—শা.গৃ. ২।৯; কৌ.গৃ. ২।৬
৭৯। সপিণ্ডীকরণ—শা.গৃ. ৪।৩
৮০। সপ্তপদগমন—আ.গৃ. ১।৭।১৯; শা.গৃ. ১।১৪; কৌ.গৃ. ১।৮
৮১। সমারোহণ—শা.গৃ. ৫।১
৮২। সমাবর্তন—আ.গৃ. ৩।৮; শা.গৃ. ৩।১; কৌ.গৃ. ৩।১
৮৩। সর্পবলি—আ.গৃ. ২।১; শা.গৃ. ৪।১৮; কৌ.গৃ. ৪।৪, ৯-২০
৮৪। সাবিত্রানুবাচন—শা.গৃ. ২।৫; কৌ.গৃ. ২।৩।৪; আ.গৃ. ১।২১
৮৫। সীমন্তোন্নয়ন—আ.গৃ. ১।১৪; শা.গৃ. ১।২২; কৌ.গৃ. ১।১৪
৮৬। সূতিকাগৃহ-সংস্কার—শা.গৃ. ১।২৩; কৌ.গৃ. ১।১৫
৮৭। স্নাতকধর্ম—শা.গৃ. ৪।১১,১২; কৌ.গৃ. ৩।১১
৮৮। স্বাধ্যায়মহিমা—কৌ.গৃ. ৩।১২
৮৯। স্বাধ্যায়বিধি—আ.গৃ. ৩।২; শা.গৃ. ১।৪; কৌ.গৃ. ১।১
৯০। স্বাধ্যায়ারণ্যকনিয়ম—শা.গৃ. ৬।১—৩
৯১। হোমকর্ম—শা.গৃ. ১।২৬

পরিশিষ্ট-১২

ঋগ্‌বেদীয় গৃহ্যসূত্র

দশকর্ম

গর্ভাধানম্

ষোড়শদিনাভ্যন্তরে জ্যোতি:শাস্ত্রোক্তনক্ষত্রে পুংশুদ্ধিত: পতির্ অলঙ্কৃতাং পত্নীম্ শয্যাম্ আনীয় তয়া সহ সুখোপবিষ্টঃ জীববত্সাসধবাস্ত্রীপিষ্টশূকশিম্বারসেন পত্ন্যা দক্ষিণনাসাপুটে ব্যাকৃন্নস্যং বক্ষ্যমাণমন্ত্রাভ্যাং দদ্যাত্। উদীর্ষ্বাত ইতি মন্ত্রদ্বয়স্য সূর্যাসাবিত্রী ঋষি: সূর্যাসাবিত্রী দেবতা ত্রিষ্টুপ্ ছন্দো নস্যদানে বিনিয়োগ:। ওঁ উদীর্ষ্বাত[১] পতিবতী. হ্যেষা বিশ্বাবসুং নমসা গীর্ভিরীলে। অন্যামিচ্ছ পিতৃষদং ব্যক্তাং স তে ভাগো জনুষা তস্য বিদ্ধি। ও উদীর্ষ্বাতো বিশ্বাবসো নমসেলামহে ত্বা। অন্যামিচ্ছপ্রফর্ব্যং সং জায়াং পত্ন্যা সৃজ স্বাহা। ওঁ গন্ধর্বস্য বিশ্বাবসোর্মখমসি ইত্যুপস্পৃশেত্। বিষ্ণুর্যোনিমিতি মন্ত্রস্য বশিষ্ঠঋষির্লিঙ্গোক্তা দেবতানুষ্টুপ্ ছন্দো যোনিবিকাশে বিনিয়োগঃ। ওঁ বিষ্ণুর্যোনিং কল্পয়তু ত্বষ্টা রূপাণি পিংযতু। আ সিঞ্চতু প্রজাপতির্ধাতা গর্ভং দধাতু তে স্বাহা। ইতি দ্বারং বিদারয়েত্। তাং পূষন্নিতি মন্ত্রস্য সূর্যাসাবিত্রী ঋষি: সূর্যাসাবিত্রী দেবতে পংক্তিচ্ছন্দঃ পত্নীগমনে বিনিয়োগঃ ওঁ তাং[২]পূষঞ্ছিবতমামেরয়স্ব যস্যাং বীজং মনুষ্যা বপন্তি যা ন ঊরূ উশতী বিশ্রয়াতে যস্যামুশন্ত: প্রহরাম শেপম্ ইতি পঠিত্বা গচ্ছেত্। কন্যামিতি স্থানে পত্ন্যা নাম কর্ত্তব্যম্। রেত:পাতাবসরে হে অমুকে, প্রাণে তে রেতো দধামি ইতি পঠেত্। সমাপ্তেঽনুপ্রীণয়েত্। ওঁ ভূরগ্নিগর্ভা যথা দ্যৌরিতি মন্ত্রেণ গর্ভিণী। বার্য়ুযথা

ঋতু হইতে ষোড়শদিনাভ্যন্তরে জ্যোতি:শাস্ত্রোক্ত নক্ষত্রে পতি অলঙ্কৃতা পত্নীকে শয্যায় আনিয়া তৎসহ সুখে উপবেশন-পূর্বক জীববৎসা সধবা স্ত্রী কর্তৃক পেষিত শূকশিম্বের রস পত্নীর দক্ষিণনাসাপুটে প্রদান করিবেন। "ওঁ উদীর্ষ্বাত-" ইত্যাদি মন্ত্রদ্বয় পাঠ-পূর্বক নাসাপুটে উহা দিতে হয়। তদনন্তর "ওঁ বিষ্ণুর্যোনিং-" ও "ওঁ তৎ পূষন্-" ইত্যাদি মন্ত্রে যথানিয়মে পত্নীতে উপগত হইবেন। শয়নকালে "হে অমুকে প্রাণে" ইত্যাদি এবং "ও ভূরগ্নিগর্ভা" ইত্যাদি পাঠ করিবেন। তৎপরে "ও আপ ইদ্

১। ঋ ১০/৮৫/২১

২। ঋ. ঋ১০/৮৫/৩৭

দিশাং গর্ভম্ এবং গর্ভং দধামি তে। ইতি অগ্রালম্ভনং। ওঁ আপ ইদ বা উ ভেষজীরাপোঽমীবচাতনী:। আপ: সর্বস্য ভেষজীস্তাস্তে কৃণ্বন্তু ভেষজম্[৩] ইত্যুপস্থং প্রক্ষালয়েত্। হস্তাভ্যাং দশশাখাভ্যাং জিহ্বা বাচ: পুরোগবী। অনাময়িত্নুভ্যাং ত্বা তাভ্যাং ত্বোপ স্পৃশামসি।[৪] অনেন যোনিং প্রক্ষালয়েত্। ততো হস্তৌ পাদৌ প্রক্ষাল্য দ্বির্আচম্য ওঁ সূর্যো নো দিবস্পাতু বাতো অন্তরিক্ষাত্। অগ্নির্ন: পার্থিবেভ্য:।। জোষা সবিতর্যস্য তে হর: শতং সবাঁ অর্হতি পাহি নো দিদ্যুত: পতন্ত্যা:।। চক্ষুর্নো দেব: সবিতা চক্ষুর্ন উত পর্বত:। চক্ষুর্ধাতা দধাতু নঃ। চক্ষুর্নো ধেহি চক্ষুষে চক্ষুর্বীখ্যৈ তনূভ্য:। সঞ্চেদং বি চ পশ্যেম। সুসন্দৃশং ত্বা বয়ং প্রতি পশ্যেম সূর্য বি পশ্যেম নৃচক্ষস:[৫] ইতি কৃতাঞ্জলি: সূর্য্যম্উপস্থায়াগ্নের্উপস্থানং কুর্যাত্। ওঁ বধেন দস্যুং প্র হি চাতয়স্ব বয়: কৃন্বানস্তন্বে স্বায়ৈ। পিপর্ষি যৎ সহসস্পুত্র দেবান্ত্সো অগ্নে পাহি নৃতম বাজে অস্মান্।। বয়ন্তে অগ্ন উক্থৈর্বিধেম বয়ং হব্যৈ: পাবক ভদ্রশোচে। অস্মে রয়িং বিশ্ববারং সমিন্বাস্মে বিশ্বানি দ্রবিণানি ধেহি। অস্মাকমগ্নে অধ্বরং জুষস্ব সহস: সূনো ত্রিষধস্থ হব্যম্। বয়ং দেবেষু সুকৃত: স্যাম শর্মণা নস্ত্রিবরূথেন পাহি।[৬] বিশ্বানি নো ইতি মন্ত্রস্য বসুশ্রুতঋষিরগ্নির্দ্দেবতা ত্রিষ্টুপ্ ছন্দোঽগ্ন্যুপস্থাপনে বিনিয়োগঃ। ওঁ বিশ্বানি নো দুর্গহা জাতবেদঃ সিন্ধুং ন নাবা দুরিতাতি পর্ষি। অগ্নে অত্রিবন্নমসা গৃণানো ঽস্মাকং বোধ্যবিতা তনূনাম্। যস্ত্বা হৃদা কীরিণা মন্যমানো ঽ মর্ত্ত্যং মর্ত্ত্যো জোহবীমি। জাতবেদো যশো অস্মাসু ধেহি প্রজাভিরগ্নে অমৃতত্বমশ্যাম্।। যস্মৈ ত্বং সুকৃতে জাতবেদ উ লোকমগ্নে কৃণবঃ স্যোনম্। অশ্বিনং স পুত্রিণং বীরবন্তং গোমন্তং রয়িং নশতে স্বস্তি।।[৭] অগ্নিস্তুবিশ্রবস্তমং তুবিব্রহ্মাণমুত্তমম্ অতূর্ত্তং শ্রাবয়ত্পতিং পুত্রং দদাতি দাশুষে। অগ্নির্দদাতি সত্পতিং সাসাহ যো যুধা নৃভিঃ। অগ্নিরত্যং রঘুষ্যদং জেতারমপরাজিতম্।।[৮] ইদং কর্ম সকৃদ্ এব কর্ত্তব্যম্।।

বা-" ইত্যাদি এবং "হস্তাভ্যাং দশশাখাভ্যাং-" ইত্যাদি মন্ত্রে উভয়ে অঙ্গ প্রক্ষালন করিবেন। পরে হস্তপদ-প্রক্ষালনপূর্বক দুইবার আচমন করিয়া "ও সূর্যো নো দিবস্পাতু-" ইত্যাদি মন্ত্রে করপুটে সূর্যোপস্থান করিয়া "চক্ষুর্ধাতা-" ইত্যাদি মন্ত্রে অগ্নির উপস্থাপন করিবেন।

৩। ঋ ১০/১৩৭/৬
৪। ঋ ১০/১৩৭/৭
৫। ঋ ১০/১৫৮/১-৫
৬। ঋ - ৫/৪/৬-৮
৭। ঋ ৫/৪/৯-১১
৮। ঋ. ৫।২৫।৫,৬

পুংসবনম্

তত্র চন্দ্রনামাগ্নিঃ। তৃতীয়মাসে পুষ্যানক্ষত্রং প্রাপ্য ইদং কর্ম করণীয়ম্। পূর্বদিনে গর্ভিণী হবিষ্যং কুর্যাত্। পরদিনে পতিঃ কৃতনিত্যক্রিয়ো মাতৃকাপূজাং বৃদ্ধিশ্রাদ্ধঞ্চ কুর্যাত্। ততো লগ্নসময়ে প্রাঙ্গণচ্ছায়ামণ্ডপে প্রাঙ্মুখোপবিষ্টঃ কর্ম কুর্যাত্। যথা উপলেপনাদিস্রুক্স্রুবমেক্ষণ-প্রতাপনান্তং কৃত্বা প্রাজাপত্যচরুং প্রসাধ্যাগ্নের্নামকরণাজ্য-ভাগান্তং কর্ম কুর্যাত্। ততো মঙ্গলতূর্যঘোষং কারয়িত্বা বস্ত্রাদ্যলঙ্কৃতা অবিঘ্নশরাবহস্তা বাসুদেবদ্বাদশনাম-লিখিতবস্ত্রবেষ্টনেন কৃতরক্ষা পত্নী পত্যুর্বামপার্শ্বে উপবিষ্টা দক্ষিণহস্তং প্রসারয়েত্। ততঃ পতিস্তদুপরি দধি দত্ত্বা দ্বৌ মাষৌ যবৈকং চ নিক্ষিপেত্। ততঃ কিং পিবসীতি বারত্রয়ং পৃচ্ছেত্। সা চ পুংসবনমিতি বারত্রয়ম্ উক্ত্বা পিবেত্। এবং বারত্রয়ম্ কুর্যাত্। ততঃ পতির্জীব বত্সাভ্যাং দম্পতীভ্যাং শিশিরপিষ্টদূর্বারসেন দক্ষিণনাসাপুটে নস্যং দদ্যাদ্ অনেন। অগ্নিরৈতু প্রথমো দেবতানাং সোঽস্যৈ প্রজাং মুঞ্চতু মৃত্যুপাশাত্। তদয়ং রাজা বরুণোঽনুমন্যতাং যথেয়ং স্ত্রী পৌত্রমঘং ন রোদাত্। ততঃ পত্নীসংস্পৃষ্টো বক্ষ্যমাণমন্ত্রৈশ্চরুসাধনোক্তপরিপাচ্যচরুভিঃ ষড়াহুতীর্জুহুয়াত্। ব্রহ্মণাগ্নিরিতি ষড়র্চস্য সাংখ্য ঋষির্ব্রহ্মাগ্নী দেবতেঽনুষ্টুপ্ ছন্দঃ প্রধানচরুহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ ব্রহ্মণাগ্নিঃ সংবিদানো রক্ষোহা বাধতামিতঃ। অমীবা যস্তে গর্ভং দুর্ণামা যোনিমাশয় স্বাহা। ইদমগ্নীব্রহ্মাভ্যাং। যস্তে গর্ভমমীবা দুর্নামা যোনিমাশয়ে। অগ্নিষ্টং ব্রহ্মণা সহ নিষ্ক্রব্যাদ-মনীনশত্ স্বাহা। ইদমগ্নীব্রহ্মাভ্যাং। ওঁ যস্তে হন্তি পতয়ন্তং নিষত্স্নুং যঃ সরীসৃপম্। জাতং যস্তে জিঘাংসতি তমিতো নাশয়ামসি স্বাহা।। ইদং ব্রহ্মণে। ওঁ যস্ত

এই সংস্কারে চন্দ্রনামা অগ্নি স্থাপন করিতে হয়। গর্ভের তৃতীয় মাসে পুষ্যা-নক্ষত্রে এই সংস্কার করণীয়। পূর্বদিনে গর্ভিণী হবিষ্য করিবেন। পরদিন পতি নিত্যক্রিয়া করিয়া মাতৃকাপূজা ও বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ করিবেন। পরে লগ্নসময়ে প্রাঙ্গণে ছায়ামণ্ডপে প্রাঙ্মুখে উপবিষ্ট হইয়া কর্ম করিবেন। যথা—উপলেপনাদি স্রুক্-স্রুব মেক্ষণ প্রতাপনান্ত কর্ম করিয়া প্রাজাপত্যচরু প্রসাধন, অগ্নির নামকরণ ও আজ্যভাগান্ত কর্ম করিবেন। পরে বাসুদেবের দ্বাদশনামলিখিত বস্ত্র দ্বারা বেষ্টিতা পত্নী বস্ত্রাদ্যলঙ্কৃতা হইয়া শরাবহস্তে মঙ্গলধ্বনি সহকারে আসিয়া পতির বামপার্শ্বে উপবেশন-পূর্বক দক্ষিণ হস্ত প্রসারণ

ঊরূ বিহরত্যন্তরা দম্পতী শয়ে। যোনিং যোঽন্তরারেঢ়ি তমিতো নাশয়ামসি স্বাহা। ইদমগ্নয়ে। ওঁ যস্ত্বা ভ্রাতা পতির্ভূত্বা জারো ভূত্বা নিপদ্যতে। প্রজাং যস্তে জিঘাংসতি তমিতো নাশয়ামসি স্বাহা। ইদং ব্রহ্মাণে। যস্ত্বা স্বপ্নেন তমসা মোহয়িত্বা নিপদ্যতে। প্রজাং যস্তে জিঘাংসতি তমিতো নাশয়ামসি[১] স্বাহা। ইদং ব্রহ্মাণে। ততঃ পত্ন্যা হৃদয়ম্ আলভেত। যত্তে সুষীম ইত্যস্য প্রজাপতির্ঋষিশ্চন্দ্রো দেবতানুষ্টপ্ ছন্দো হৃদয়ালভনে বিনিয়োগঃ। ওঁ যত্তে সুষীমে হৃদয়ে হিতমন্তঃ প্রজাপতৌ। মন্যেঽহং মাং তদ্বিদ্বাংসং সাহং পৌত্রমঘবন্নিসাং ইত্যনেন। ততোঽস্যাঃ সর্বাঙ্গানি পাণিনা মার্জয়েত্। অক্ষিভ্যামিতি সূক্তস্য বিবৃহা ঋষির্যক্ষঘ্নো দেবতানুষ্টুপ্ছন্দোঽঙ্গমার্জনে বিনিয়োগঃ। ওঁ অক্ষীভ্যাং তে নাসিকাভ্যাংকর্ণাভ্যাং ছুবুকাদধি। যক্ষ্মং শীর্ষণ্যং মস্তিষ্কা-জ্জিহ্বায়া বি বৃহামি তে। ওঁ আন্ত্রেভ্যস্তে গুদাভ্যো বনিষ্ঠো র্হ্দয়াদধি। যক্ষ্মং মতস্নাভ্যাং যক্নঃ প্লাশিভ্যো বি বৃহামি তে। ওং ঊরুভ্যাং তে অষ্ঠীবদ্ভ্যাং পার্ষ্ণিভ্যাং প্রপদাভ্যাম্। যক্ষ্মং শ্রোণিভ্যাং ভাসদাদ্ ভংসসো বি বৃহামি তে। ওঁ গ্রীবাভ্যস্ত উষ্ণিহাভ্যঃ কীকসাভ্যো অনূক্যাত্। যক্ষ্মং দোষণ্যমং-সাভ্যাং বাহুভ্যাং বি বৃহামি তে। ওঁ মেহনাদ্বনংকরণাল্লোমভ্যস্তে নখেভ্যঃ। যক্ষ্মং সর্বস্মাদাত্মনস্তমিদং বি বৃহামি তে। ওঁ অঙ্গাদঙ্গাল্লোম্নো লোম্নো জাতং পর্বণি পর্বণি। যক্ষ্মং সর্বস্মাদাত্মনস্তমিদং বি বৃহামি তে।[২] এভির্মন্ত্রৈঃ। ততশ্চরুণা স্বিষ্টকৃতম্ আজ্যেন প্রায়শ্চিত্তং চ সমাপয়েত্। ততো দক্ষিণাচ্ছিদ্রাবধারণম্চ।।

করিবেন। তখন পতি সেই হস্তোপরি দধি, দুইটি মাষকলায় ও একটি যব নিক্ষেপ করিয়া তিনবার জিজ্ঞাসা করিবেন, "কি পান করিতেছ?" পত্নীও তিনবার "পুংসবন" এই কথা বলিয়া তাহা পান করিবেন। এই প্রকারে তিনবার পান করিতে হয়। তৎপরে জীববৎসা দম্পতিকর্তৃক পিষ্ট শিশির দূর্বারস দ্বারা পতি পত্নীর দক্ষিণনাসাপুটে নস্য প্রদান করিবেন। "ওঁ অগ্নিরেতু প্রথমো-" ইত্যাদি মন্ত্রে নস্য দিবে। পরে পতি পত্নীকে স্পর্শ পূর্বক "ওঁ ব্রহ্মণাগ্নিঃ সম্বিদানো-" ইত্যাদি ছয় মন্ত্রে ছয়টি চরুহোম করিবেন। তদনন্তর পত্নীর হৃদয়দেশ স্পর্শপূর্বক "ওঁ যত্তে সুষীমে-" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিবেন। পরে "ওঁ অক্ষিভ্যাং-" ইত্যাদি মন্ত্রে সর্বাঙ্গে হস্ত মার্জন করিতে হয়। তৎপরে চরু দ্বারা স্বিষ্টকৃৎহোম এবং আজ্য দ্বারা প্রায়শ্চিত্তহোম সমাপন-পূর্বক দক্ষিণা প্রদান ও অচ্ছিদ্রাবধারণ করিবেন।

১। ঋ. ১০।১৬২ ২। ঋ. ১০।১৬৩

অনবলোভনম্

অত্র শোভননামাগ্নিঃ। চতুর্থমাসে জ্যোতিঃশাস্ত্রোক্তশুভদিবসে পতিঃ কৃতনিত্যক্রিয়ঃ মাতৃপূজাং বৃদ্ধিশ্রাদ্ধঞ্চ কুর্যাত্। ততঃ প্রাঙ্গণকৃতচ্ছায়ামণ্ডপে প্রাঙ্মুখ আসনে উপবিশতি। গর্ভিণী চ পুংসবনোক্তবেশা পত্যুর্বামপার্শ্বে উপবিশতি। পতিশ্চ তয়া স্পৃষ্টঃ কর্ম কুর্যাত্। উপলেপনাদিমেক্ষণপ্রতাপনান্তং কৃত্বা প্রাজাপত্যং চরুং প্রসাধ্যাগ্নের্নামকরণাঘারাজ্যভাগান্তং কর্ম কুর্যাত্। মুষ্টিগ্রহণে দেবতানামানি যথা-প্রজাপতির্বিষ্ণুঃ। ততশ্চরোর্ভাগম্ উদ্ধৃত্য ইদং প্রজাপতয়ে ইতি দেবতানির্দেশং কৃত্বা হিরণ্যগর্ভ ইত্যস্য হিরণ্যগর্ভঋষিঃ প্রজাপতির্দেবতা ত্রিষ্টুপ্ ছন্দশ্চরুহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ততাগ্রে ভূতস্য জাতঃ পতিরেক আসীত্। স দাধার পৃথিবীং দ্যামুতেমাং কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম[১] স্বাহা। ইদং প্রজাপতয়ে। তত ইদং হিরণ্যগর্ভায় ইত্যুদ্দেশং কৃত্বা। সাংখ্য ঋষিস্ত্রিষ্টুপ্ ছন্দো লিঙ্গোক্তা দেবতা প্রধানচরুহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ য আত্মদা বলদা যস্য বিশ্ব উপাসতে প্রশিষং যস্য দেবাঃ। যস্য ছায়ামৃতং যস্য চক্ষুঃ কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম[২] স্বাহা। ইদং হিরণ্যগর্ভায়। পুনশ্চরোর্ভাগম্ উদ্ধৃত্য ইদম্‌আদিপুরুষায় বিষ্ণবে ইতি দেবতানির্দেশং কৃত্বা সহস্রশীর্ষেত্যস্য নারায়ণ ঋষিঃ পুরুষো দেবতানুষ্টুপ্ ছন্দশ্চরুহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাত্। স ভূমিং বিশ্বতো বৃ ত্বত্যতিষ্ঠদ্ দশাঙ্গলুম্।[৩] ইদমাদিপুরুষায় বিষ্ণবে। ওঁ আয়ুষ্যং বর্চস্যং রায়স্পোষমৌদ্ভিদং ইদং হিরণ্যং বর্চস্ব জৈত্রায়া বিশ্বতা-জমাং। ইতি গর্ভবত্যাশ্চতুর্দক্ষু রক্ষাং কুর্যাত্। ততশ্চরুণা স্বিষ্টকৃতম্ আজ্যেন প্রায়শ্চিত্তং সমাপ্য দক্ষিণাচ্ছিদ্রাবধারণং কুর্যাত্। গর্ভবতী চাশীর্গ্রহণং কুর্যাত্।

এই সংস্কারে শোভননামা অগ্নি স্থাপনীয়। গর্ভের চতুর্থমাসে জ্যোতিঃশাস্ত্রবিহিত শুভদিবসে পতি কৃতনিত্যক্রিয় হইয়া মাতৃকাপূজা ও বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ সমাপন-পূর্বক প্রাঙ্গণে ছায়ামণ্ডপে প্রাঙ্মুখে আসনোপরি উপবেশন করিবেন। গর্ভিণীও পুংসবনোক্ত বেশ ধারণ-পূর্বক পতির বামপার্শ্বে আসিয়া উপবিষ্টা হইলে পতি তাহাকে স্পর্শ করত সমস্ত কর্ম নির্বাহ করিবেন। উপলেপনাদি মেক্ষণ-প্রাজাপত্য চরুহোম, অগ্নির নামকরণ ও আঘারাজ্যভাগান্ত সর্ব কর্ম উপরি-উক্ত মূলের লিখিত নিয়মে ও মন্ত্রে সম্পাদন করিয়া গর্ভবতীর চতুর্দিকে রক্ষা বিধান করিবেন। পরে চরু দ্বারা স্বিষ্টকৃৎহোম ও আজ্য দ্বারা প্রায়শ্চিত্তহোম করিয়া দক্ষিণা প্রদান ও অচ্ছিদ্রাবধারণ করিলে গর্ভিণীও আশীর্বাদ গ্রহণ করিবেন।

১। ঋ. ১০/১২১/১ ২। ঋ. ১০/১২১/২ ৩। ঋ. ১০/৯০/১

সীমন্তোন্নয়নম্

অত্র মঙ্গলনামাগ্নিঃ। শুভসময়ে প্রাঙ্গণচ্ছায়ামণ্ডপে প্রাঙ্মুখ আসনোপরিষ্টঃ পতিঃ কর্ম কুর্যাত্। অদ্যেত্যাদি মত্পত্ন্যা অমুকীদেব্যাঃ সীমন্তোন্নয়নকর্মাঙ্গসব্রহ্মাকহোমকর্মাহং করিষ্যামি। তত উপলেপনাদ্যাজ্যভাগান্তং কর্ম কুর্যাত্। গর্ভবতী চ পুংসরনোক্তবেশা পত্যুর্বামপার্শ্বে উপবিশতি। পতিস্তয়া স্পৃষ্টো বক্ষ্যমাণমন্ত্রৈর্ অষ্টাহুতীর্জুহোতি। ধাতা দধাত্বিতি মন্ত্রস্য হিরণ্যগর্ভ ঋষির্ধাতা দেবতা ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ আজ্যহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ ধাতা দধাতু যে প্রাচ্যং জীবাতুমক্ষিতং। বয়ং দেবস্য ধীমহি সুমতী বাজিনীবতীং স্বাহা। ইদং ধাত্রে ॥১॥ হিরণ্যগর্ভঋষির্ধাতা দেবতানুষ্টুপ্ ছন্দঃ প্রাধানাজ্যহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ ধাতা প্রজানামুতবায় ঈশে ধাত্রেদং বিশ্বং ভুবনং প্রজানন্। ধাতাকৃষ্টিবনিযাভিচষ্টে ধাত্র ঈঙ্গব্যং ঘৃতবজ্জু হোতি স্বাহা। ইদং ধাত্রে।।২।। রাকা ম ইতি মন্ত্রদ্বয়স্য গৃৎসমদ ঋষী রাকা দেবতা জগতীচ্ছন্দঃ আজ্যহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ রাকামহং সুহবাং সুষ্টুতী হুবে শৃণোতু নঃ সুভগা বোধতু ত্মনা। সীব্যত্বপঃ সূচ্যাচ্ছিদ্যমানয়া দধাতু বীরং শতদায়মুক্থ্যং স্বাহা। ইদং রাকায়ৈ।।৩।। ওঁ যাস্তে রাকে সুমতয়ঃ সুপেশসো যাভির্দদাসি দাশুযে বসূনি। তাভির্নো অদ্য সুমনা উপাগহি সহস্রপোষং সুভগে ররাণা[১] স্বাহা। ইদং

এই সংস্কারে মঙ্গলনামা অগ্নি স্থাপনীয়। শুভসময়ে পতি প্রাঙ্গণে ছায়ামণ্ডপে প্রাঙ্মুখে আসনোপবিষ্ট হইয়া সঙ্কল্প করিয়া উপলেপনাদি আজ্যভাগান্ত সমস্ত কর্ম করিবেন। গর্ভিণী পুংসবনোক্ত বেশে পতির বামপার্শ্বে উপবিষ্টা হইলে পতি তাহাকে স্পর্শপূর্বক "ওঁ ধাতা দধাতু-" ইত্যাদি অষ্ট মন্ত্রে আটটি আহুতি প্রদান করিবেন। অনন্তর পক্কডুম্বরফলকস্তবকদ্বয় তিনটি পবিত্র সূত্রে বেষ্টিত করিয়া ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ উচ্চারণ-পূর্বক তিনবার সীমন্ত উত্তোলন করিয়া দিবেন। পরে ওঁ সোমো ন রাজায়-" ইত্যাদি পাঠ করিতে হয়। তৎপরে "নিবিষ্টচক্রাসি বৈ গঙ্গে নিবিষ্টচক্রাসি বৈ যমুনে" এইরূপ স্মরণ-পূর্বক "ও আয়ুষ্যং বর্চস্যং-" ইত্যাদি মন্ত্রে পত্নীর কণ্ঠে

১। ঋ. ২/৩২/৪,৫

রাকায়ৈ।।৪।। নেজমেষ ইতি ত্রয়াণাং বশিষ্ঠঋষির্বিষ্ণুর্দেবতানুষ্টুপ্ ছন্দ আজ্যহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ নেজমেষ পরা পত সুপুত্রঃ পুনরা পত। অস্যৈ মে পুত্রকামায়ৈ গর্ভমা ধেহি যঃ পুমান্ স্বাহা। ইদং বিষ্ণবে।।৫।। ওঁ যথেয়ং পৃথিবী মহ্যুত্তানা গর্ভমা দধে। এবং তং গর্ভমা ধেহি দশমে মাসি সূতবে স্বাহা। ইদং বিষ্ণবে।।৬।। ওঁ বিষ্ণোঃ শ্রৈষ্ঠ্যেন রূপেণাস্যাং নার্য্যাং গর্ভিণ্যাং পুমাংসং পুত্রমা ধেহি দশমে মাসি সূতবে স্বাহা। ইদং বিষ্ণবে।।৭।। প্রজাপত ইত্যস্য হিরণ্যগর্ভ ঋষিঃ প্রজাপতির্দেবতা ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ আজ্যহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ প্রজাপতে ন ত্বদেতান্যন্যো বিশ্বা জাতানি পরি তা বভূব। যত্কামাস্তে জুহুমস্তন্নো অস্তু বয়ং স্যাম পতয়ো রয়ীণাং[১] স্বাহা। ইদং প্রজাপতয়ে।।৮।। ততঃ পক্বোডুম্বরফলস্তবকযুগ্মং শ্বেতশ্বাবিচ্ছলক্যাত্রয়ং তদভাবে পবিত্রত্রয়ং সূত্রবেষ্টিতঞ্চৈকীকৃত্য ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বরিত্যনেন বারত্রয়ং সীমন্তম্ ঊর্ধ্বম্ উন্নয়তি। তত ওঁ সোমো ন রাজাবতু মানুষীঃ প্রজা ইতি পঠেত্। ততো নিবিষ্টচক্রাসি বৈ গঙ্গে নিবিষ্টচক্রাসি বৈ যমুনে ইতি স্মরেত্। ততঃ সৌবর্ণচক্রাদিকং পত্ন্যাঃ কণ্ঠে বধ্নীয়াত্। ওঁ আয়ুষ্যং বর্চস্যং রায়স্পোষমৌদ্ভিদম্। ইদং হিরণ্যং বর্চস্ব জ্ জৈত্রায়া বিশতাদুমাম্ ইত্যনেন। ততঃ প্রায়শ্চিত্তং সমাপয়তি। ততো দক্ষিণাং কৃত্বা জীবত্পতিপুত্রা যদ্ যদ্ বদন্তি তত্ তত্ কুর্যাত্। ততোঽচ্ছিদ্রাবধারয়েত্।। ইতি সীমন্তোন্নয়নম্।।

সুবর্ণচক্রাদি বন্ধন করিয়া দিবেন। পরে প্রায়শ্চিত্তহোম সম্পাদন-পূর্বক দক্ষিণা দিয়া পতিপুত্রবতী নারীর অভিপ্রায়ানুসারে যাহা যাহা কর্তব্য তাহা করিয়া অচ্ছিদ্রাবধারণ করিবেন।

ইতি ঋগ্বেদীয় সীমন্তোন্নয়ন।

১। ঋ. ১০/১২১/১০

জাতকর্ম

তত্র প্রগল্‌ভনামাগ্নিঃ। পুত্রে জাতে নাড়ীচ্ছেদনাদন্যস্পর্শাত্ চ পূর্বং পিতা উপলেপনাদ্যাজ্যভাগান্তং কৃত্বা পঞ্চাহুতীর্জুহুয়াত্। ওঁ অগ্নয়ে স্বাহা। এবমিন্দ্রায়। প্রজাপতয়ে। বিশ্বেভ্যো দেবেভ্যঃ। ব্রহ্মণে। ততঃ প্রদীপবন্দনপূর্বকং পুত্রমুখং দৃষ্ট্বা সচেলং স্নায়াত্। ততঃ সর্পির্মধুনী কাংস্যপাত্রে প্রক্ষিপ্য সুবর্ণেন তোলয়িত্বা কুমারজিহ্বায়াং দদ্যাদ্ অনেন। সুতে দদামীত্যস্য প্রজাপতির্ঋষিঃ কুমারো দেবতা ত্রিষ্টুপ্ ছন্দো মধুঘৃতসুবর্ণপ্রাশনে বিনিয়োগঃ। ওঁ সুতে দদামি মধুনো ঘৃতস্য বেদং সবিতাপ্রসুতং মঘোনাং। আয়ুষ্মান্ গুপ্তো দেবতাভিঃ শতং জীব শরদো লোকেঽস্মিন্। ততঃ কুমারস্য কর্ণয়োরুপরি হিরণ্যং নিধায় জপতি। মেধাং তদেব ইত্যস্য প্রজাপতির্ঋষির্লিঙ্গোক্তা দেবতানুষ্টুপ্ ছন্দো মেধাজননে বিনিয়োগঃ। ওঁ মেধান্তে দেবঃ সবিতা মেধাং দেবী সরস্বতী। মেধান্তে অশ্বিনৌ দেবাবাধত্তাং পুষ্করস্রজৌ। অগ্রে দক্ষিণকর্ণে, ততো বামকর্ণে। ততঃ পুত্রস্য দক্ষিণস্কন্ধে দক্ষিণহস্তং দত্ত্বা পঠেত্। অশ্মা ভবেত্যস্যাথর্বণঋষির্লিঙ্গোক্তা দেবতানুষ্টুপ্ ছন্দোঽংসাভিমর্ষণে বিনিয়োগঃ। ওঁ অশ্মা ভব পরশুর্ভব হিরণ্যমমৃতং ভব। বেদো বৈ পুত্রনামাসি স জীব শরদঃ শতম্। এবং বামস্কন্ধেঽপি। ততঃ সাবিত্রীনাড়ীং ছেদয়িত্বা কুমারং প্রক্ষালয়েত্। ততো মাতুর্দক্ষিণস্তনং হিরণ্যোদকেন প্রক্ষালয়েদ্ অনেন। ওঁ ইমাং কুমারো জরাং ধরতু দীর্ঘমায়ুঃ প্রজীবসে। অস্মৈ স্তনৌ প্রযুজ্যানা আয়ুর্বর্চো যশো বলম্। এবং বামম্অপি। ইন্দ্রশ্রেষ্ঠাণীতি মন্ত্রস্য গৃত্সমদ লঋষিরিন্দ্রো দেবতা ত্রিষ্টুপ্ ছন্দো দক্ষিণস্তনদানে বিনিয়োগঃ। ওঁ ইন্দ্র শ্রেষ্ঠাণি[১] দ্রবিণানি ধেহি চিত্তিং দক্ষস্য

এই সংস্কারে প্রগল্‌ভনামক অগ্নি স্থাপনীয়। পুত্র জন্মিলে নাড়ীচ্ছেদনের ও অন্য কর্তৃক স্পর্শের পূর্বে পিতা উপলেপনাদি আজ্যভাগান্ত সমস্ত কর্ম করিয়া "ও অগ্নয়ে স্বাহা" ইত্যাদি মন্ত্রে অগ্নি, ইন্দ্র, প্রজাপতি, বিশ্বেদেব ও ব্রহ্মা ইহাদিগের প্রত্যেককে এক একটি আহুতি দিবেন। তৎপরে প্রদীপবন্দন-পূর্বক পুত্রমুখ দেখিয়া সবস্ত্র স্নান করিতে হয়।

অনন্তর কাংস্যপাত্রে মধু ও ঘৃত নিক্ষেপ-পূর্বক সুবর্ণশলাকাদি দ্বারা তাহা তুলিয়া "ওঁ সুতে দদামি-" ইত্যাদি মন্ত্রে কুমারের জিহ্বায় প্রদান করিবেন। পরে কুমারের কর্ণোপরি হিরণ্য রাখিয়া "ওঁ মেধান্তে দেবঃ সবিতা-" ইত্যাদি মন্ত্র জপ করিতে হয়। প্রথমতঃ দক্ষিণ কর্ণে, পরে বামকর্ণে জপ করিবে। অনন্তর পুত্রের দক্ষিণস্কন্ধে দক্ষিণ হাত দিয়া "ওঁ অশ্মা ভব পরশুর্ভব-" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিবেন। তৎপরে সাবিত্রী নাড়ী

সুভগত্বমস্মে। পোষং রয়ীণামরিষ্টিং তনূনাম্ আত্মানং বাচঃ সুদিনত্বমহ্নাম্।। অনেন কুমারায় দক্ষিণং স্তনং দদাতি। অস্মে প্রযন্ধীতি মন্ত্রস্য কুশিকঋষিরিন্দ্রো দেবতা ত্রিষ্টুপ্ ছন্দো বামস্তনদানে বিনিয়োগঃ। ওঁ অস্মে[২] প্রযন্ধি মঘবন্নৃজীষিন্নিন্দ্র রায়ো বিশ্ববারস্য ভূরেঃ। অস্মে শতং শরদো জীবসে ধা অস্মে বীরাঞ্ছশ্বত ইন্দ্র শিপ্রিন্। অনেন বামম্।।

ছেদন-পূর্বক কুমারকে প্রক্ষালন করিয়া হিরণ্যোদক দ্বারা "ওঁ ইমাং কুমারো"- ইত্যাদি মন্ত্রে মাতার দক্ষিণ স্তন প্রক্ষালন করিবেন। পরে ঐ প্রকারে বাম স্তনও প্রক্ষালিত করিতে হয়। তৎপরে "ওঁ ইন্দ্র শ্রেষ্ঠানি-" ইত্যাদি মন্ত্রে কুমারকে দক্ষিণ স্তন এবং "ওঁ অস্মে প্র যন্ধি-" ইত্যাদি মন্ত্রে বাম স্তন পান করিতে দিবেন।

---

১. ঋ. ২।২১।৬

২. ঋ. ৩।৩৬।১০

গুপ্তনামকরণম্

কোঽপি ন জানীয়াত্ তথা গুপ্তং নাম কুর্যাত্। যদি দেশান্তরগতঃ পিতা শৃণোতি পুত্রো মে জাতস্তদাগতঃ সূতকান্তে পুত্রস্য মূর্ধানং গৃহীত্বা জপতি। ওঁ অঙ্গাদঙ্গাৎ সম্ভবসি হৃদয়াদধিজায়সে। আত্মা বৈ পুত্রনামাসি স জীব শরদঃ শতম্ ইতি পঠিত্বা শিরসি চুম্বনদ্বয়ং দদ্যাত্। ততঃ প্রায়শ্চিত্তাদি সমাপয়েত্।।

কেহ জানিতে না পারে, এইরূপ ভাবে গুপ্ত নামকরণ করিবেন। যদি পিতা দেশান্তরে থাকেন, তাহা হইলে পুত্রজন্মের সংবাদ-শ্রবণান্তে গৃহে আসিয়া জননাশৌচান্তে পুত্রের মস্তক ধারণ-পূর্বক "ওঁ অঙ্গাদঙ্গাৎ সম্ভবসি-" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া মস্তকে দুইবার চুম্বন করিবেন। পরে প্রায়শ্চিত্তহোমাদি সমস্ত কর্ম যথাবিধানে শেষ করিতে হয়।

প্রকাশনামকরণম্

অত্র পার্থিবনামাগ্নিঃ। পিতা স্নাত্বা কৃতনিত্যক্রিয়ো মাতৃকাপূজাং বসোর্ধারাদানং বৃদ্ধিশ্রাদ্ধঞ্চ কৃত্বা শুভসময়ে প্রাঙ্মুখ আসনে উপবিশেত্। মাতাপি স্নানং কৃতমঙ্গলং নূতনবস্ত্রাচ্ছাদিতং দূর্বাক্ষতশিরসং কুমারম্ অঙ্কে কৃত্বা প্রাঙ্মুখী উপবিশেত্। ততঃ সুবর্ণবদ্ধকুশৈস্তাম্রপাত্রস্থজলেন বক্ষ্যমাণমন্ত্রৈঃ কুমারং সিঞ্চেত্। সমুদ্রজ্যেষ্ঠা ইতি মন্ত্রস্য বশিষ্ঠ ঋষিরাপো দেবতা ত্রিষ্টুপ্ ছন্দো মার্জনে বিনিয়োগঃ। ওঁ সমুদ্রজ্যেষ্ঠাঃ[1] সলিলস্য মধ্যাত্ পুনানা যন্ত্যভি নিবিশমানাঃ। ইন্দ্রো যা বজ্রী বৃষভো ররাদ তা আপো দেবীরিহ মামবন্তু। ওঁ যা আপো দিব্যা উত বা স্রবন্তি খনিত্রিমা উত বা যাঃ স্বয়ংজাঃ। সমুদ্রার্থা যাঃ শুচয়ঃ পাবকাস্তা আপো দেবীরিহ মামবন্তু। ওঁ যাসাং রাজা বরুণো যাতি মধ্যে সত্যানৃতে অবপশ্যঞ্জনানাম্। মধুশ্চুতঃ শুচয়ো যাঃ পাবকাস্তা আপো দেবীরিহ মামবন্তু। ওঁ যাসু রাজা বরুণো যাসু সোমো বিশ্বে দেবা যাসূর্জং মদন্তি। বৈশ্বানরো যাস্বগ্নিঃ প্রবিষ্টস্তা আপো দেবীরিহ মামবন্তু। আপোহিষ্ঠেত্যস্যর্চস্য সিন্ধুদ্বীপ ঋষিরাপো দেবতা গায়ত্রী ছন্দো মার্জনে বিনিয়োগঃ। ওঁ আপো[2] হি ষ্ঠা ময়ো ভুবস্তা ন উর্জ্জে দধাতন। মহে রণায় চক্ষসে। ওঁ যো বঃ শিবতমো রসস্তস্য ভাজয়তেহ নঃ। উশতীরিব মাতরঃ। ওঁ তস্মা অরং গমাম বো যস্য ক্ষয়ায় জিন্বথ আপো জনয়থা চ নঃ। দেবস্য

এই সংস্কারে পার্থিবনামক অগ্নি স্থাপনীয়। পিতা স্নান-পূর্বক নিত্যক্রিয়া, মাতৃকাপূজা, বসুধারা দান ও বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ করিয়া শুভ সময়ে প্রাঙ্মুখে আসনে উপবেশন করিবেন। মাতাও স্নান-পূর্বক কুমারকে নববস্ত্রাচ্ছাদিত ও কৃতমঙ্গল করিয়া তাহার মস্তকে দূর্বা ও অক্ষত দিয়া ক্রোড়ে লইবেন এবং প্রাঙ্মুখী হইয়া উপবিষ্টা হইবেন। পরে সুবর্ণসংযুক্ত কুশযোগে তাম্রপাত্রস্থ জল লইয়া "ওঁ সমুদ্রজ্যেষ্ঠা:-" ইত্যাদি মন্ত্রে কুমারকে অভিষিক্ত

১। ঋ. ৭।৪৯ ২। ঋ. ১০।৯।১-৩

ত্বা সবিতুরিত্যস্য প্রজাপতির্ঋষিঃ সবিতাশ্বিপূষাণো দেবতা: ত্রিষ্টুপ্ ছন্দো মার্জনে বিনিয়োগঃ। ওঁ দেবস্য ত্বা সবিতুঃ প্রসবেঽশ্বিনোর্বাহুভ্যাং পূষ্ণো হস্তাভ্যাম্। অপ নঃ শোশুচদঘমিত্যষ্টর্চস্য কুৎস ঋষিঃ শুচিরগ্নির্দেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দো মার্জনে বিনিয়োগঃ। ওঁ অপ নঃ শোশুচদঘমগ্নে শুশুগ্ধ্যা রয়িম্।[১] অপ নঃ শোশুচদঘম্। সুক্ষেত্রিয়া সুগাতুয়া বসূয়া চ যজামহে। অপ নঃ শোশুচদঘং। প্র যদ্ভন্দিষ্ঠ এষাং প্রাস্মাকাসশ্চ সূরয়ঃ। অপ নঃ শোশুচদঘম্। প্র যত্ তে অগ্নে সূরয়ো জায়েমহি প্রতে বয়ং। অপ নঃ শোশুচদঘম্। প্রযদগ্নেঃ সহস্বতো বিশ্বতো য়ন্তি ভানবঃ। অপ নঃ শোশুচদঘম্। ত্বং হি বিশ্বতোমুখ বিশ্বতঃ পরিভূরসি। অপ নঃ শোশুচদঘম্। দ্বিষো ন বিশ্বতোমুখাতি নাবেব পারয়। অপ নঃ শোশুচদঘম্। স নঃ সিন্ধুমিব নাবয়াতি পর্ষা স্বস্তয়ে। অপ নঃ শোশুচদঘম্। তত উপলেপনাদ্যাজ্যভাগান্তং কৃত্বা পঞ্চাহুতীর্জুহুয়াত্। ওঁ অগ্নয়ে স্বাহা ইদমগ্নয়ে। এবমিন্দ্রায়। প্রজাপতয়ে। বিশ্বেভ্যো দেবেভ্যঃ। ব্রহ্মণে। ততো মাতা উত্তরশিরসং কুমারং নামকর্তুঃ ক্রোড়ে দদ্যাত্। স চ মঙ্গলতূর্য্যঘোষেষু সত্সু কুমারদক্ষিণকর্ণে কুমারনাম বদেত্। অমুকদেবশর্মাসি। ততঃ শ্রীঅমুদেবশর্মায়ংতে পুত্র ইতি তন্মাতুরগ্রে কথয়েত্। অন্যেভ্যোঽপি। ততো মাত্রে কুমারং সমর্পয়েত্। ততঃ প্রায়শ্চিত্তং স্বিষ্টকৃতঞ্চ সমাপ্য দক্ষিণাচ্ছিদ্রাবধারণং কুর্যাত্।।

করিবেন। তৎপরে উপলেপনাদি আজ্যভাগান্ত সর্ব কর্ম করিয়া "ওঁ অগ্নয়ে স্বাহা" ইত্যাদি প্রকারে অগ্নি, ইন্দ্র, প্রজাপতি, বিশ্বেদেব ও ব্রহ্মা ইঁহাদিগের প্রত্যেককে এক একটি আহুতি দিবে। তৎপরে মাতা উত্তরশিরা কুমারকে নামকর্তার ক্রোড়ে দিয়া মঙ্গল তূর্য্যধ্বনি সহকারে কুমারের কর্ণে "তোমার নাম অমুক" এই কথা বলিয়া তদীয় মাতার নিকট "তোমার এই পুত্রের নাম অমুক" এই কথা বলিবেন। তৎপরে অন্যান্য লোকের নিকটেও ঐরূপ কুমারনাম বলিয়া কুমারকে মাতৃক্রোড়ে প্রদান করিয়া প্রায়শ্চিত্ত-হোম, স্বিষ্টকৃৎহোম, দক্ষিণাদান. অচ্ছিদ্রাবধারণ প্রভৃতি সম্পাদন করিবেন।

১। ঋ. ১/৯৭

নিষ্ক্রমণম্

তত্র পিতা কৃতনিত্যক্রিয়ো মাতৃকাপূজাং বসোর্ধারাদানং বৃদ্ধিশ্রাদ্ধঞ্চ কুর্যাত্। ততশ্চ বিষ্ণুধর্মোক্তমন্ত্রৈস্ তত্তদ্দেবতাপূজাং কুর্যাত্ যথা। ওঁ যত ক ইন্দ্র ভয়ামহে ততো নোঅভয়ং কৃধি। মঘবঞ্ছগ্ধি তব তন্ন উতিভির্বি দ্বিষো বিজহি। ওঁ ইন্দ্রায় নমঃ। ওঁ অগ্নিং[1] দূতং বৃণীমহে হোতারং বিশ্ববেদসম্। অস্য যজ্ঞস্য সুক্রতুম্। ওঁ অগ্নয়ে নমঃ। ওঁ যমায়[2] সোমং সুনুত যমায় জুহুতা হবিঃ। যমং হ যজ্ঞং গচ্ছত্যগ্নিদূতো অরং কৃতঃ। ওঁ যমায় নমঃ। ওঁ মো[৩] যু ণঃ পরাপরা নিঋতির্দুর্হণাবধীত্। পদীষ্ট তৃষ্ণয়া সহ ওঁ নির্ঋতয়ে নমঃ। ওঁ তত্ ত্বা[8] যামি ব্রহ্মণা বন্দমানস্তদা শাস্তে যজমানো হবির্ভিঃ। অহেলমানো বরুণেহ বোধ্যুরুশংস মা ন আয়ুঃ প্র মোষীঃ। ওঁ বরুণায় নমঃ। ওঁ তব[৫] বায়বৃতস্পতে ত্বষ্টুর্জামাতরদ্ভুত অবাংস্যা বৃণীমহে। ওঁ বায়বে নমঃ। ওঁ সোমো[৬] ধেনুং সোমো অর্বন্তমাশুং সোমো বীরং কর্মণ্যং দদাতি। সাদন্যং বিদথ্যং সভেয়ং পিতৃশ্রবণং যো দদাশদস্মৈ। ওঁ সোমায় নমঃ। ওঁ তমীশানং[৭] জগতস্তস্থুষ্পতিং ধিয়ং জিন্বমবসে হূমহে বয়ম্। পূষা নো যথা বেদসামসদ্ বৃধে রক্ষিতা পায়ুরদব্ধঃ স্বস্তয়ে।। ওঁ ঈশানায় নমঃ। ওঁ ব্রহ্ম[৮] জজ্ঞানং প্রথমং পুরস্তাদ্বি সীমতঃ সুরুচো বেন আবঃ। সবুধ্ন্যা উপমা অস্য বিষ্ঠাঃ সতশ্চ যোনিমসতশ্চ বি বঃ। ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ। ওঁ কালিকো নাম সর্পো নবনাগসহস্রবলঃ। যমুনাহ্রদে সো জাতোহয়ং নারায়ণবাহনঃ। যদি কালিকদূতস্য যদি বা কালিকাদ্ভয়ং। জন্মভূমিপরিক্রান্তো নির্বিষো যাতু কালিকঃ। ওঁ অনন্তায় নমঃ। ওঁ স্যোনা[৯] পৃথিবি ভবানৃক্ষরানিবেশনী। যচ্ছা নঃ শর্ম সপ্রথাঃ। ওঁ পৃথিব্যৈ নমঃ। ওঁ সোমং রাজানং বরুণমগ্নিমন্বারভামহে। আদিত্যং বিষ্ণুং সূর্যং ব্রহ্মাণঞ্চ বৃহস্পতিম্। প্রজাবন্তঃ সচেমহি। ওঁ সোমায় নমঃ। ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ[১০] পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ। দিবীব চক্ষুরাততম্। ওঁ বাসুদেবায় নমঃ। ওঁ আদিত্ প্রত্নস্য[১১] রেতসো জ্যোতিঃ পশ্যন্তি

পিতা নিত্যক্রিয়া, মাতৃকাপূজা, বসুধারা দান, বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ প্রভৃতি সম্পাদন-পূর্বক বিষ্ণুধর্মোক্ত মন্ত্র দ্বারা তৎতৎদেবতার পূজা করিবেন। যে প্রকারে যে যে মন্ত্রে তৎতৎদেবতা অর্থাৎ ইন্দ্র, অগ্নি, যম প্রভৃতির পূজা করিতে হয়, তাহা উপরে মূলেই স্পষ্ট। অনন্তর মাতা লগ্নসময়ে নূতনবস্ত্রাচ্ছাদিত উত্তরশিরা কুমারকে ক্রোড়ে লইয়া

ক।	ঋ. ৮।৬১।১৩	৪।	ঋ. ১/২৪/১১	৮।	খিল ৩/২২/১
১।	ঋ. ১/১২/৩	৫।	ঋ. ৮/২৬/২১	৯।	ঋ. ১/২২/১৫
২।	ঋ. ১০/৪/১৩	৬।	ঋ. ১/৯১/২০	১০।	ঋ. ১/২২/১০
৩।	ঋ. ১/৩৮/৬	৭।	ঋ. ১/৮৯/৫	১১।	ঋ. ৮/৬/৩০

বাসরম্। পরো যদিধ্যতে দিবা।। ওঁ গণেশায় নমঃ। ততো লগ্নসময়ে মাতা নূতনবস্ত্রাচ্ছাদিতম্ উত্তরশিরসং কুমারম্ অঙ্কে কৃত্বা পত্যুর্দক্ষিণতঃ স্থিত্বা মঙ্গলতূর্য্যঘোষেষু সত্সু তদঙ্কে কুমারং দদ্যাত্। পিতা চেতি পঠন্ গৃহ্নাতি। স্বস্তি নো মিমীতামিতি সপ্তর্চস্য সূক্তস্য স্বস্ত্যাত্রেয়শ্যাবাশ্ব ঋষির্বিশ্বেদেবা দেবতাস্তিস্র আদ্যাস্ত্রিষ্টুভো মধ্যে দ্বে অনুষ্টব্অন্যে দ্বে ত্রিষ্টুভৌ কুমারগ্রহণে বিনিয়োগঃ। ওঁ স্বস্তি[১২] নো মিমীতামশ্বিনা ভগঃ স্বস্তিদেব্যদিতিরনর্বণঃ স্বস্তি পূষা অসুরো দধাতু নঃ স্বস্তি দ্যাবা পৃথিবী সুচেতুনা। স্বস্তয়ে বায়ুমুপব্রবামহৈ। সোমং স্বস্তি ভুবনস্য যস্পতিঃ। বৃহস্পতিং সর্বগণং স্বস্তয়ে স্বস্তয় আদিত্যাসো ভবন্তু নঃ। বিশ্বে দেবা নো অদ্যা স্বস্তয়ে। বৈশ্বানরো বসুরগ্নিঃ স্বস্তয়ে। দেবা অবন্ত্বভবঃ স্বস্তয়ে স্বস্তি নো রুদ্রঃ পাত্বংহসঃ। স্বস্তি মিত্রাবরুণা স্বস্তি পথ্যে রেবতি। স্বস্তি ন ইন্দ্রশ্চাগ্নিশ্চ স্বস্তি নো অদিতে কৃধি। স্বস্তি পন্থামনুচরেম সূর্যাচন্দ্রমসাবিব। পুনর্দদতাঘ্নতা জানতা সং গমেমহি। স্বস্ত্যয়নং তার্ক্ষ্যমরিষ্টনেমিং মহদ্ভুতং বায়সং দেবানাম্। অসুরঘ্নমিন্দ্রসখং সমুৎ সুবৃহদ্যশো নাবমিবারুহেম। অংহোমুচমাঙ্গিরসং গয়ঞ্চ স্বস্ত্যাত্রেয়ং মনসা চ তার্ক্ষ্যং প্রয়তপাণিঃ শরণং প্রপদ্যে। স্বস্তি সম্বাধে অভয়ং নো অস্তু। ইতি সূক্তং জপ্ত্বাঙ্কে কুমারম্ আদায় অপ্রতিরথং জপন্ বহির্নিষ্ক্রাময়েত্। যথা। আশুঃ শিশান ইতি ত্রয়োদশর্চস্য সূক্তস্য পৈলঋষির্লিঙ্গোক্তা দেবতাস্ত্রিষ্টুপ্ ছন্দোঽপ্রতিরথজপে বিনিয়োগঃ। ওঁ আশুঃ[১৩] শিশানো বৃষভো ন ভীমো ঘনাঘনঃ ক্ষোভণশ্চর্ষণীনাম্। সংক্রন্দনোঽনিমিষ একবীরঃ শতং সেনা অজয়ত্ সাকমিন্দ্রঃ। সংক্রন্দনেনানিমিষেণ জিষ্ণুনা যুত্কারেণ দুশ্চ্যবনেন ধৃষ্ণুনা। তদিন্দ্রেণ জয়ত তত্ সহধ্বং যুধোনর ইষুহস্তেন বৃষ্ণা। স ইষুহস্তৈঃ স নিষঙ্গিভির্বশী সংস্রষ্টা সযুধ ইন্দ্রোগণেন। সংসৃজিষ্টৎ সোমপা বাহুশর্ধ্যুগ্রধন্বা প্রতিহিতাভিরস্তা। বৃহস্পতে পরি দীয়া রথেন রক্ষোহামিত্রাঁ অপবাধমানঃ। প্রভঞ্জন্ত্ সেনাঃ প্রমৃণো যুধা জয়ন্নস্মাকমেধ্যবিতা রথানাম্। বলবিজ্ঞায়ঃ স্থবিরঃ প্রবীরঃ সহস্বান্ বাজী সহমান উগ্রঃ। অভিবীরো অভিসত্বা সহোজা জৈত্রমিন্দ্র রথমা তিষ্ঠ গোবিত্। গোত্রভিদং গোবিদং বজ্রবাহুং জয়ন্তমজ্ম প্রমৃণন্তমোজসা। ইমং সজাতা অনু বীরয়ধ্বমিন্দ্রং সখায়ো অনু সং রভধ্বম্। অভি

পতির দক্ষিণে দণ্ডায়মানা হইলে মঙ্গলধ্বনি সহকারে কুমারকে তদঙ্কে দিবেন। পতি "ওঁ স্বস্তি নো মিমীতা-" এই সূক্ত পাঠ করিবেন। তৎপরে "ওঁ আশুঃ শিশানো-" ইত্যাদি অপ্রতিরথ মন্ত্র ও "ওঁ অসৌ যো সেনা-" ইত্যাদি বিষ্ণুধর্মোক্ত মন্ত্র পাঠ করিবেন। তৎপরে ব্রাহ্মণ, বন্ধুবান্ধব ও পুত্রবতী নারীগণে পরিবেষ্টিত হইয়া মঙ্গলধ্বনি সহকারে কুমারের মুখ বস্ত্রাচ্ছাদিত করত তাহাকে বাহিরে আনয়ন করিবেন।

১২। ঋ. ৫/৫১/১১-১৫

১৩। ঋ. ১০/১০৩

গোত্রাণি সহসা গাহমানোঽ দয়ো বীরঃ শতমন্যুরিন্দ্রঃ। দুশ্চ্যবনঃ পৃতনাষালযুধ্যোঽস্মাকং সেনা অবতু প্র যুত্সু। ইন্দ্র আসাং নেতা বৃহস্পতির্দক্ষিণা যজ্ঞঃ পুর এতু সোমঃ। দেবসেনানামভিঞ্জতীনাং জয়ন্তীনাং মরুতো যন্ত্বগ্রম্। ইন্দ্রস্য বৃষ্ণো বরুণস্য রাজ্ঞ আদিত্যানাং মরুতাং শর্ধ উগ্রম্। মহামনসাং ভুবনশ্চ্যবানাং ঘোষো দেবানাং জয়তামুদস্থাত্। উদ্ধর্ষয় মঘবন্নায়ুধান্যুৎ সত্বনাং মামকানাং মনাংসি। উদ্বৃত্রহন্ বাজিনাং বাজিনান্যুদ্রথানাং জয়তাং যন্তু ঘোষাঃ। অস্মাকমিন্দ্রঃ সমৃতেষু ধ্বজেষ্বস্মাকং যা ইষবস্তা জয়ন্তু। অস্মাকং বীরা উত্তরে ভবন্ত্বস্মাঁ উ দেবা অবতা হবেষু। অমীষাং চিত্তং প্রতিলোভয়ন্তী গৃহাণাঙ্গান্যপ্বে পরেহি। অভি প্রেহি নির্দহ হৃত্সু শোকৈরন্ধেনামিত্রাস্তমসা সচন্তাম্। প্রেতা জয়তা নর ইন্দ্রো বঃ শর্ম যচ্ছতু। উগ্রা বঃ সন্তু বাহবোঽ নাধৃষ্যা যথাসথ। ইত্যপ্রতিরথসূক্তং বিষ্ণুধর্মোক্তমন্ত্রঞ্চ পঠেত্। যথা। ওঁ অসৌ যো সেনামরুতঃ পরেষামভ্যেতি ন তু জসাস্মদ্ধমানা। তাং গূহত তমসাপব্রতেন যথা মামন্যোন্যং জনানাম্। অন্ধা অমিত্রাভবতো শীর্ষাণা অহয় ইব। তেষাং বো অগ্নিদংষ্ট্রাণাং ইন্দ্রো হন্তু বয়ং বয়ং। ততস্তত্র পঠেন্মন্ত্রং যত্তদ্রামানিবো ধমে। চন্দ্রার্কয়োর্দ্দিগীশানাং বিশ্বাঞ্চ গগনস্য চ। নিক্ষেপার্থমহং দদ্মি তে মে রক্ষন্তু সর্ব্বদা। অপ্রমত্তং প্রমত্তং বা দিবারাত্রমথাপি বা। রক্ষন্তু সর্ব্বতঃ সর্ব্বে দেবাঃ শক্রপুরোগমাঃ। ততো দ্বিজসুহৃৎপুত্রবতীভিবৃতো মঙ্গলতুর্য্যঘোষে সতি বস্ত্রপিহিতমুখং কুমারং গৃহাদ্‌বহির্নিষ্ক্রাময়েত্। ততঃ পূর্বাভিমুখঃ কুমারমুখবস্ত্রম্ অপসার্য্য বক্ষ্যমাণমন্ত্রৈঃ কুমারম্ আদিত্যম্ ঈক্ষয়েত্। তচ্চক্ষুরিতিমন্ত্রত্রয়স্য বশিষ্ঠ ঋষিঃ সূর্যো দেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দঃ কুমারস্য সূর্যদর্শনে বিনিয়োগঃ। ওঁ তচ্চক্ষুর্দেবহিতং পুরস্তাচ্ছুক্রমচ্চরত্। পশ্যেম শরদঃ শতং জীবেম শরদঃ শতং নন্দাম শরদঃ শতং মোদাম শরদঃ শতং ভবাম শরদঃ শতম্। ততঃ সূর্যায়ার্ঘ্যং দদ্যাদ্ অনেন। আ কৃষ্ণেনেত্যস্য হিরণ্যস্তূপ ঋষিঃ সবিতা দেবতা ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ সূর্যার্ঘ্যদানে বিনিয়োগঃ। ওঁ আ কৃষ্ণেন[২] রজসা বর্তমানো নিবেশয়ন্নমৃতং মর্ত্যঞ্চ হিরণ্যয়েন সবিতা রথেনা দেবো যাতি ভুবনানি পশ্যন্।। ততো মাত্রে কুমারং সমর্পয়েত্। মাতা চ পতিপুত্রবতীভির্বৃতা মঙ্গলতুর্য্যঘোষে সতি স্বগৃহম্ আনয়েত্।।

অনন্তর পূর্বাভিমুখ হইয়া কুমারের মুখাচ্ছাদন উন্মোচন-পূর্বক "ওঁ তচ্চক্ষুর্দেবহিতং-" ইত্যাদি মন্ত্রে কুমারকে সূর্যদর্শন করাইতে হয়। তদনন্তর "ওঁ আ কৃষ্ণেন রজসা-" ইত্যাদি মন্ত্রে সূর্যার্ঘ্য প্রদান করিবেন। পরে মাতৃক্রোড়ে শিশুকে প্রদান করিলে মাতাও পতিপুত্রবতী নারীগণে পরিবৃতা হইয়া মঙ্গলধ্বনি-সহকারে স্বগৃহে কুমারকে আনয়ন করিবেন।

১। ঋ. ৭/৬৬/১৬
২। ঋ. ১/৩৫/২

অন্নপ্রাশনম্

অত্র শুচিনামাগ্নিঃ। পিতা কৃতনিত্যক্রিয়ো মাতৃকাপূজাং বসোর্ধারাদানং বৃদ্ধিশ্রাদ্ধঞ্চ কৃত্বা দেবান্ পূজয়েদ্। যথা। ওঁ ব্রহ্ম জজ্ঞানং প্রথমং পুরস্তাদ্বি সীমতঃ সুরুচো বেন আবঃ। স বুধ্ন্যা উপমা অস্য বিষ্ঠাঃ সতশ্চ যোনিমসতশ্চ বি বঃ। ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ। ওঁ ত্র্যম্বকং[২] যজামহে সুগন্ধিং পুষ্টিবর্ধনং। উর্বারুকমিব বন্ধনান্মৃত্যোর্মুক্ষীয় মামৃতাত্। ওঁ ত্র্যম্বকায় নমঃ। ওঁ বষট্[২] তে বিষ্ণবাস আ কৃণোমি তন্মে জুষস্ব শিপিবিষ্ট হব্যম্। বর্ধন্তু ত্বা সুষ্টুতয়ো গিরো মে যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ। ওঁ বিষ্ণবে নমঃ। ওঁ আ[৩] প্যায়স্ব সমেতু তে বিশ্বতঃ সোম বৃষ্ণ্যম্ ভবা বাজস্য সঙ্গথে। ওঁ সোমায় নমঃ। ওঁ আ[৪] কৃষ্ণেন রজসা বর্তমানো নিবেশয়ন্নমৃতং মর্ত্যঞ্চ। হিরণ্যয়েন সবিতা রথেনা দেবো যাতি ভুবনানি পশ্যন্। ওঁ সবিত্রে নমঃ। ওঁ যত[৫] ইন্দ্র ভয়ামহে ততো নো অভয়ং কৃধি। মঘবঞ্ছগ্ধি তব তন্ন ঊতিভির্বি দ্বিযো বি মৃধো জহি। ওঁ ইন্দ্রায় নমঃ। ওঁ অগ্নিং[৬] দূতং বৃণীমহে হোতারং বিশ্ববেদসম্ অস্য যজ্ঞস্য সুক্রতুম্। ওঁ অগ্নয়ে নমঃ। ওঁ যমায়[৭] সোমং সুনুত যমায় জুহুতা হবিঃ। যমং হ যজ্ঞং গচ্ছত্যগ্নিদূতো অরং কৃতঃ। ওঁ যমায় নমঃ। ওঁ মো[৮] ষু ণঃ পরাপরা নিঋতির্দুর্হণা বধীত্। পদীষ্ট তৃষ্ণয়া সহ। ওঁ নির্ঋতয়ে নমঃ। ওঁ তত্ ত্বা[৯] যামি ব্রহ্মণা বন্দমানস্তদাশাস্তে যজমানো হবির্ভিঃ। অহেলমানো বরুণেহ বোধ্যুরুশংস মা ন আয়ুঃ প্র মোষীঃ। ওঁ বরুণায় নমঃ। ওঁ তব[১০] বায়বৃতস্পতে ত্বষ্টুর্জামাতরদ্ভুত অবাংস্যা বৃণীমহে। ওঁ বায়বে নমঃ। ওঁ সোমো[১১] ধেনুং সোম অর্বন্তমাশুং সোমো বীরং কর্মণ্যং দদাতি। সাদন্যং বিদথ্যং সভেয়ং পিতৃশ্রবণং যো দদাশদস্মৈ। ওঁ সোমায় নমঃ। ওঁ তমীশানং[১২] জগতস্তস্থুষস্পতিং ধিয়ংজিন্বমবসে

এই সংস্কারে শুচিনামা অগ্নি স্থাপনীয়। পিতা নিত্যক্রিয়া, মাতৃকাপূজা, বসুধারাদান, বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ প্রভৃতি করিয়া "ওঁ ব্রহ্ম জজ্ঞানং-" ইত্যাদি মন্ত্রসমূহ দ্বারা ব্রহ্মাদি দেবগণের পূজা করিবেন। তৎপরে উপলেপনাদি আজ্যভাগান্ত কর্ম করিয়া ব্রহ্মাদিপূজোক্ত মন্ত্রসমূহে ঐ সকল দেবতার হোম করিয়া অগ্নি, চন্দ্র, প্রজাপতি, বিশ্বেদেব ও ব্রহ্মা ইঁহাদিগের উদ্দেশে এক একটি আহুতি দিবেন। পরে প্রায়শ্চিত্তহোম ও স্বিষ্টকৃদ্হোম

১। ঋ. ৭/৫৯/১২
২। ঋ. ৭/৯৯/৬৭
৩। ঋ. ১/৯১/১৬
৪। ঋ. ১/৩৫/২
৫। ঋ. ৮/৬১/১৩
৬। ঋ. ১/১২/১
৭। ঋ. ১০/১৪/১৩
৮। ঋ. ১/৩৮/৬
৯। ঋ. ১/২৪/১১
১০। ঋ. ৮/২৬/২১
১১। ঋ. ১/৯১/২০
১২। ঋ. ১/৮৯/৫

হূমহে বয়ম্। পূষা নো যথা বেদসামসদ্ বৃধে রক্ষিতা পাযুরদব্ধঃ স্বস্তয়ে। ওঁ ঈশানায় নমঃ। ওঁ ব্রহ্ম জজ্ঞানং প্রথমং পুরস্তাদ্ বি সীমতঃ সুরুচো বেন আবঃ। স বুধ্ন্যা উপমা অস্য বিষ্ঠাঃ সতশ্চযোনিমতশ্চ বি বঃ। ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ। ওঁ কালিকো নাম সর্পো নবনাগসহস্রবলঃ। যমুনাহ্রদে স জাতোহয়ং নারায়ণবাহনঃ। যদি কালিকদূতস্য যদি বা কালিকাদ্ ভয়ং। জন্মভূমিপরিক্রান্তো নির্বিষো যাতু কালিকঃ। ওঁ অনন্তায় নমঃ। ওঁ স্যোনা[1] পৃথিবি ভবানৃক্ষরা নিবেশনী। যচ্ছা নঃ শর্ম সপ্রথঃ। ওঁ পৃথিব্যৈ নমঃ। ওঁ দিগ্‌ভ্যো নমঃ। ততঃ পিতা উপলেপনাদ্যাজ্যভাগান্তং কৃত্বা ব্রহ্মাদীনাং পূজোক্তমন্ত্রৈর্হোমঞ্চ কৃত্বা পঞ্চাহুতীর্জুহুয়াত্ যথা। ব্রহ্মা - ত্র্যম্বক - বিষ্ণু - সোম - সবিতৃ - ইন্দ্র - অগ্নি - যম - নির্ঋতি - বরুণবায়ু - সোম - ঈশান - ব্রহ্মা - অনন্ত - পৃথিবী-দিক্। ওঁ অগ্নয়ে স্বাহা। ইদমগ্নয়ে ন মম। এবম ইন্দ্রায়। প্রজাপতয়ে। বিশ্বেভ্যো দেবেভ্যঃ। ব্রহ্মণে। ততঃ প্রায়শ্চিত্তং স্বিষ্টকৃতঞ্চ সমাপয়েত্। ততো মাতা স্নাত্বালঙ্কৃতকুমারম্ অঙ্কে কৃত্বা পত্যুর্বামপার্শ্বে উপবিশতি। পাককর্ত্রী চতুর্বিধম্ অন্নম্ উপনয়েত্। পিতা কুমারম্ আচম্য স্বস্তিবাচনপূর্বকং দধিঘৃতমধুক্ষীরযুক্তান্নং প্রাশয়েদ্ অনেন। অন্নপতে অন্নস্যেত্যস্য বিশ্বামিত্র ঋষিরগ্নির্দেবতা ত্রিষ্টুপ্ ছন্দোঽন্নপ্রাশনে বিনিয়োগঃ। ওঁ অন্নপতে অন্নস্য নো দেহ্যনমীবস্য শুষ্মিণঃ। প্রপ্র দাতারং তারিষ ঊর্জ নো ধেহি দ্বিপদে শং চতুষ্পদে।[2] ততো মাতাপি সর্বেষাম্ অন্নব্যঞ্জনানাং কিঞ্চিদ্ উদ্ধৃত্য কুমারং প্রাশয়েত্। তত আচম্য তাম্বুলরসং দত্ত্বা মাত্রে সমর্পয়েত্। ততঃ স্বর্ণধান্যশাস্ত্রাদি দত্ত্বা লক্ষণং পশ্যেত্।

করিতে হয়। অনন্তর মাতা কুমারকে স্নান করাইয়া অলঙ্কারে অলঙ্কৃত করিয়া পতির বামপার্শ্বে গিয়া উপবিষ্টা হইবেন। পরে পাককর্ত্রী চতুর্বিধ অন্ন আনয়ন করিলে পিতা আচমন ও স্বস্তিবাচন - পূর্বক "ওঁ অন্নপতে অন্নস্য-" ইত্যাদি মন্ত্রে দধিমধুঘৃতযুক্ত অন্ন কুমারকে লেহন করাইবেন। মাতাও সমস্ত অন্ন-ব্যঞ্জন হইতে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ লইয়া কুমারকে সেবন করাইবেন। পরে আচমনপূর্বক তাম্বুলরস দিয়া মাতৃক্রোড়ে কুমারকে অর্পণ করিতে হয়। তৎপরে স্বর্ণ, ধান্য, শাস্ত্র প্রভৃতি দিয়া লক্ষণ দর্শন করিবে।

১। ঋ. ১/২২/১৫
২। বা. স. ১১।৮৩

চূড়াকরণম্

অত্র সত্যনামাগ্নিঃ। পিতা প্রাতঃ কৃতনিত্যক্রিয়ো মাতৃকাপূজাং বসোর্ধারাম্ আয়ুষ্য-সূক্তজপং বৃদ্ধিশ্রাদ্ধঞ্চ কুর্যাত্। ততশ্ছায়ামণ্ডপে আলেপনাদিলিখিতবেদিকামধ্যে সপল্লবপূর্ণকুম্ভং স্থাপয়েত্। ততো মঙ্গলতুর্যঘোষে সতি পতিঃ প্রাঙ্মুখাসনোপবিষ্টঃ কর্ম কুর্যাত্। মাতা চ কুমারম্ অঙ্কে ধৃত্বা পত্যুর্বামপার্শ্বে উপবিশেত্। হোতা উপলেপনাদ্যাজ্য-ভাগান্তং কৃত্বাগ্নের্‌উত্তরত আস্তীর্ণকুশেষু ব্রীহিযবমাষতিলপূর্ণান্ চতুরঃ শরাবান্ বলীবর্দগোময়শমীপত্র-শীতোষ্ণোদকনবনীতপূর্ণান্ পঞ্চশরাবান্ অগ্নেঃ পশ্চান্মাতুঃ সমীপে পৃথক্ পৃথক্ স্থাপয়েত্। মাতুর্দক্ষিণতঃ পিতা একবিংশতিকুশপিঞ্জলীঃ স্থাপয়েত্। ততঃ কুমারেণান্বারব্ধশ্চতস্র আহুতীর্জুহোতি। অগ্ন আয়ূংষীতি তৃচস্য শতং বৈখানসা ঋষয়োঽগ্নিঃ পবমানো দেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দ আজ্যহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ অগ্ন[1]আয়ূংষি পবস আ সুবোর্জমিষঞ্চ নঃ। আরে বাধস্ব দুচ্ছুনাং স্বাহা। ইদমগ্নয়ে পবমানায়। ওঁ অগ্নির্ঋষিঃ পবমানঃ পাঞ্চজন্যঃ পুরোহিতঃ। তমীমহে মহাগয়ং স্বাহা। ইদমগ্নয়ে পবমানায়। ওঁ অগ্নে[২] পবস্ব স্বপা অস্মে বর্চ সুবীর্যং দধদ্ রয়িং ময়ি পোষং স্বাহা। ইদমগ্নয়ে পবমানায়। প্রজাপত ইত্যস্য হিরণ্যগর্ভ ঋষিঃ প্রজাপতির্দেবতা ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ আজ্যহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ প্রজাপতে[২] ন ত্বদেতান্যন্যো বিশ্বা জাতানি পরি তা বভূব। যত্কামাস্তে জুহুমস্তন্নো অস্তু বয়ং স্যাম পতয়ো রয়ীণাং স্বাহা। ইদং প্রজাপতয়ে। ততস্ত্রিশ্বেতশল্ল-কীকণ্টকেন কুমারস্য কেশার্ধং দক্ষিণকর্ণোপরি অর্ধং বামকর্ণোপরি স্থাপয়িত্বা দক্ষিণস্থেন ভাগেন ভাগচতুষ্টয়ঞ্চ কৃত্বা স্থাপয়েত্। ততঃ কুমারস্য পশ্চিমদেশে স্থিত্বা শীতোষ্ণজলশরাবদ্বয়ং পাণিভ্যাং গৃহীত্বা যুগপদেবান্যপাত্রে মিশ্রণং কুর্যাদ্ অনেন। ওঁ

এই সংস্কারে সত্যনামা অগ্নি স্থাপনীয়। প্রাতে পিতা নিত্যক্রিয়া, মাতৃকাপূজা, বসুধারাদান, আয়ুষ্যসূক্তজপ, বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ এই সকল সম্পাদন করিয়া ছায়ামণ্ডপে আলেপনাদিলিখিত বেদিমধ্যে সপল্লব পূর্ণকুম্ভ স্থাপন করিবেন। পরে মঙ্গলধ্বনি সহকারে প্রাঙ্মুখে আসনোপবিষ্ট হইয়া কর্মে প্রবৃত্ত হইবেন। মাতাও কুমারকে ক্রোড়ে লইয়া পতির বামপার্শ্বে উপবেশন করিবেন। হোতা উপলেপনাদি আজ্যভাগান্ত কর্ম করিয়া অগ্নির উত্তরে আস্তীর্ণ কুশের উপরে ব্রীহি যব, মাষ ও তিলপূর্ণ চারটি শরা

১। ঋ. ৯।৬৬।১৯-২১

২। ঋ. ১০।১২১।১০

উষ্ণেন বায় উদকেনৈহি। ততঃ কিঞ্চিন্মিশ্রিতজলং নবনীতঞ্চ গৃহীত্বা তেন কুমারস্য দক্ষিণকেশভাগোপরি ত্রিবারং ক্লেদয়েদ্ অনেন। অদিতি: কেশানিত্যস্য প্রজাপতির্ঋষিরদিতিরাপশ্চ দেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দশ্চূড়াকরণে বিনিয়োগঃ । ওঁ অদিতিঃ কেশান্ বপত্বাপ উন্দন্তু মেদসে দীর্ঘায়ুষ্ট্বায় বলায় বর্চসে। হোতা তিস্রঃ কুশপিঞ্জলীরাদায় কুমারস্য তস্মিন্ কেশভাগে পশ্চিমাগ্রাঃ কৃত্বা নিদধাত্যনেন। ওষধে ইত্যস্য প্রজাপতির্ঋষিরোষধির্দেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দশ্চূড়াকরণে বিনিয়োগঃ। ওঁ ওষধে ত্রায়স্বৈনম্। ততো দক্ষিণহস্তেন তাম্রক্ষুরেণ পীড়য়ত্যনেন। স্বধিত ইত্যস্য প্রজাপতির্ঋষিঃ স্বধিতির্দেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দশ্চূড়াকরণে বিনিয়োগঃ। ওঁ স্বধিতে মৈনং হিংসীঃ। ততো লোহক্ষুরেণ ছিনত্ত্যনেন। ওঁ যেনাবপত্ সবিতা ক্ষুরেণ সোমস্য রাজ্ঞো বরুণস্য বিদ্বান্। তেন তে ব্রহ্মাণো বপতেদমস্যায়ুষ্যং জরদষ্টিযথাসত্ ইতি কেশাংশ্ছিত্ত্বা পিঞ্জলসহিতান্ প্রাগগ্রান্ কৃত্বা শমীপত্রৈঃ সহ মাত্রে প্রযচ্ছতি। মাতা চ গোময়শরাবে ক্ষিপেত্। ততঃ পুনরপি উষ্ণেন বায় উদকেনেহীত্যনেন উদকমিশ্রণম্। ততঃ কিঞ্চন্মিশ্রতজলং নবনীতঞ্চ গৃহীত্বা অদিতিঃ কেশানিত্যস্য প্রজাপতির্ঋষিরদিতিরাপশ্চ দেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দশ্চূড়াকরণে বিনিয়োগঃ। ওঁ অদিতিঃ কেশান্ বপত্বাপ উন্দন্তু মেদসে দীর্ঘায়ুষ্ট্বায় বলায় বর্চসে। ইত্যনেন ত্রিবারং দ্বিতীয়কেশভাগং ক্লেদয়েত্। ততঃ কুশপিঞ্জলীত্রয়ম্ আদায় ওষধে ইত্যস্য প্রজাপতির্ঋষিরোষধির্দেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দশ্চূড়াকরণে বিনিয়োগঃ। ওঁ ওষধে ত্রায়স্বৈনম্। ইত্যনেন পিঞ্জলীস্থাপনম্। তাম্রক্ষুরং গৃহীত্বা স্বধিত ইত্যস্য প্রজাপতির্ঋষিঃ স্বধিতির্দেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দশ্চূড়াকরণে বিনিয়োগঃ। ওঁ স্বধিতে মৈনং হিংসীঃ। ইত্যনেন পীড়য়তি। ততো লৌহক্ষুরং গৃহীত্বা ওঁ প্রজাপতির্ঋষির্ধাতা দেবতা ত্রিষ্টুপ্ ছন্দশ্চূড়াকরণে বিনিয়োগ:। ওঁ যেন ধাতা বৃহস্পতেরগ্নেরিন্দ্রস্যাবপত্। তেন তে বপামি ব্রহ্মণা জীবাতবে জীবনায়। ইত্যনেন বা। তেন ত আয়ুষে বপামি সুশ্লোক্যায় স্বস্তয়ে। ইত্যনেন

এবং বলীবর্দ-গোময়, শমীপত্র, শীতোষ্ণোদক ও নবনীতপূর্ণ পাঁচটি শরা অগ্নির পশ্চিমে মাতার নিকটে পৃথক্ পৃথক্ স্থাপন করিবেন। মাতার দক্ষিণভাগে পিতা একবিংশতি কুশগুচ্ছ স্থাপন করিবেন। অনন্তর "ওঁ অগ্ন আয়ুংষি-" ইত্যাদি চারিটি মন্ত্রে চারিটী আহুতি দিবেন। পরে তিনটি শ্বেত শল্লকীকণ্টক দ্বারা কুমারের দ্বারা কুমারের কেশার্ধ দক্ষিণকর্ণোপরি ও বামকর্ণোপরি অর্ধেক স্থাপন-পূর্বক দক্ষিণস্থ ভাগ দ্বারা ভাগচতুষ্টয় করিবেন। তৎপরে কুমারের পশ্চিমদিকে থাকিয়া করে শীতোষ্ণজলপূর্ণ শরাবদ্বয় লইয়া যুগপৎ অন্যপাত্রে মিশ্রিত করিবেন। "ওঁ উষ্ণেন বায় উদকেনৈহি" এই মন্ত্রে

ছিত্বা শমীপত্রৈঃ সহ মাত্রে দদ্যাত্। মাতা চ গোময়শরাবে ক্ষিপেত্। ততঃ পুনরপি ওঁ উষ্ণেন বায় উদকেনেহীতি জলমিশ্রণম্। ততঃ কিঞ্চিন্মিশ্রিতজলং নবনীতঞ্চ গৃহীত্বা অদিতিঃ কেশানিত্যস্য প্রজাপতির্ঋষিরদিতিরাপশ্চ দেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দশ্চূড়াকরণে বিনিয়োগঃ। ওঁ অদিতিঃ কেশান্ বপত্বাপ উন্দন্তু মেদসে দীর্ঘয়ুষ্টবায় বলায় বর্চসে। ইতি তৃতীয়কেশভাগং ত্রিঃ ক্লেদয়েত্। ততঃ পিঞ্জলীত্রয়ং গৃহীত্বা ওষধে ইত্যস্য প্রজাপতির্ঋষিঃ স্বধিতির্দেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দশ্চূড়াকরণে বিনিয়োগঃ। ওঁ ওষধে ত্রায়স্বৈনং। ইতি পিঞ্জলীং স্থাপয়েত্। তাম্রক্ষুরং গৃহীত্বা স্বধিত ইত্যস্য প্রজাপতির্ঋষিঃ স্বধিতির্দেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দশ্চূড়াকরণে বিনিয়োগঃ। ওঁ স্বধিতে মৈনং হিংসীঃ ইতি পীড়য়েত্। লোহক্ষুরং গৃহীত্বা। ওঁ যেন ভগ্নশ্চ রাত্র্যাং জ্যোক্ চ পশ্যতি সূর্যম্। তেন তে আয়ুষে বপামি সুশ্লোক্যায় স্বস্তয়ে ইতি ছিত্বা মাত্রে শমীপত্রৈঃ সহ দদ্যাৎ মাতা চ গোময়শরাবে ক্ষিপেত্। ততঃ পুনরপি ওঁ উষ্ণেন বায় উদকেনেহীতি জলমিশ্রণম্। ততঃ কিঞ্চিন্মিশ্রিতজলং নবনীতঞ্চ গৃহীত্বা অদিতিঃ কেশানিত্যস্য প্রজাপতির্ঋষিরদিতিরাপশ্চ দেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দশ্চূড়াকরণে বিনিয়োগঃ। ওঁ অদিতিঃ কেশান্ বপত্বাপ উন্দন্তু মেদসে দীর্ঘয়ুষ্টবায় বলায় বর্চসে ইতি চতুর্থকেশভাগং ত্রিঃ ক্লেদয়েত্। ততঃ কুশপিঞ্জলীত্রয়ং গৃহীত্বা ওষধে ইত্যস্য প্রজাপতির্ঋষিরোষধির্দেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দশ্চূড়াকরণে বিনিযোগঃ ওঁ ওষধে ত্রায়স্বৈনম্ ইতি পিঞ্জলীং দদ্যাত্। তাম্রক্ষুরং গৃহীত্বা স্বধিত ইত্যস্য প্রজাপতির্ঋষিঃ স্বধিতির্দেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দশ্চূড়াকরণে বিনিয়োগঃ। ওঁ স্বধিতে মৈনং হিংসীঃ। ইতি পীড়য়েত্। লৌহক্ষুরং গৃহীত্বা ওঁ যেনাবপত্ সবিতা ক্ষুরেণ সোমস্য রাজ্ঞো বরুণস্য বিদ্বান্। তেন তে ব্রহ্মণা বপতেদমস্যায়ুষ্যং জরদষ্টির্যথাসত্। ওঁ যেন ধাতা বৃহস্পতেরগ্নেরিন্দ্রস্য চাবপত্ তেন তে আয়ুষে বপামি সুশ্লোক্যায় স্বস্তয়ে। ওঁ যেন ভুয়শ্চ রাত্র্যাং জ্যোক্ চ পশ্যতি সুর্যং তেন তে আয়ুষে বপামি সুশ্লোক্যায় স্বস্তয়ে।

মিশ্রিত করিতে হয়। তদনন্তর কিঞ্চিৎ মিশ্রিতজল ও নবনীত লইয়া তদ্দ্বারা কুমারের দক্ষিণকেশভাগোপরি "ওঁ অদিতিঃ-" ইত্যাদি মন্ত্রে তিনবার ক্লিন্ন করিবেন । অনন্তর তিনটী কুশগুচ্ছ লইয়া কুমারের উক্ত কেশভাগে পশ্চিমাগ্র করিয়া রাখা হয়। পরে দক্ষিণহস্ত দ্বারা তাম্রক্ষুর লইয়া "ওঁ স্বধিতে মৈনং হিংসীঃ" এই মন্ত্রে পীড়ন এবং "ওঁ যেনাবপত্ সবিতা-" ইত্যাদি মন্ত্রে লৌহক্ষুর দ্বারা কেশচ্ছেদন-পূর্বক গুচ্ছসহ প্রাগগ্র করিয়া শমীপত্রসহ মাতাকে প্রদান করিলে মাতাও তাহা গোময়শরাবে ক্ষেপণ করিবেন। তৎপরে পুনরায় "ওঁ উষ্ণেন বায় উদকেনেহি" মন্ত্রে উদকমিশ্রণ, কিঞ্চিৎ মিশ্রিতজল ও দ্বিতীয় কেশভাগ ক্লিন্নকরণ, পূর্ববৎ কুশগুচ্ছত্রয় লইয়া নবনীত লইয়া

এভির্মন্ত্রৈশ্ছিত্ত্বা শমীপত্রৈঃ সহ মাত্রে দদ্যাত্। মাতা চ গোময়শরাবে ক্ষিপেত্। ততো হোতা কুমারোত্তরতঃ পশ্চাত্ তিষ্ঠেত্। ততঃ পূর্বস্থাপিতকেশং ভাগচতুষ্টয়ং কৃত্বা জলং মিশ্রয়েত্। ওঁ উষ্ণেন বায় উদকেনেহি। ততঃ কিঞ্চিন্মিশ্রিতজলং নবনীতঞ্চ গৃহীত্বা অদিতিঃ কেশানিত্যস্য প্রজাপতির্ঋষিরদিতিরাপশ্চ দেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দশ্চূড়াকরণে বিনিয়োগঃ। ওঁ অদিতিঃ কেশান্ বপত্বাপ উন্দন্তু মেদসে দীর্ঘয়ুষ্ট্বায় বলায় বর্চসে ইত্যুত্তরকেশভাগং ত্রিঃ ক্লেদয়েত্। ততঃ পিঞ্জলীত্রয়ং গৃহীত্বা ওষধে ইত্যস্য প্রজাপতির্ঋষিঃ স্বধিতির্দেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দশ্চূড়াকরণে বিনিয়োগঃ। ওঁ ওষধে ত্রায়স্বৈনং ইতি পিঞ্জলীঃ স্থাপয়েত্। তাম্রক্ষুরং গৃহীত্বা সুধিত ইত্যস্য প্রজাপতিঋষিঃ স্বধিতির্দেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দশ্চূড়াকরণে বিনিয়োগঃ। ওঁ স্বধিতে মৈনং হিংসীঃ ইতি পীড়য়েত্। লৌহক্ষুরং গৃহীত্বা ওঁ যেনাবপত্ সবিতা ক্ষুরেণ সোমস্য রাজ্ঞো বরুণস্য বিদ্বান্। তেন তে ব্রহ্মণা বপতেদমস্যায়ুষ্যং জরদষ্টির্যথাসত্। ইতি ছিত্ত্বা শমীপত্রৈঃ সহ মাত্রে দদ্যাত্। সা চ গোময়শরাবে ক্ষিপেত্। পুনরপি ওঁ উষ্ণেন বায় উদকেনেহীতি জলমিশ্রণম্। ততঃ কিঞ্চিন্মিশ্রিতজলং নবনীতঞ্চ গৃহীত্বা অদিতিঃ কেশানিত্যস্য প্রজাপতির্ঋষিরদিতিরাপশ্চ দেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দশ্চূড়াকরণে বিনিয়োগঃ ওঁ অদিতিঃ কেশান্ বপত্বাপ উন্দন্তু মেদসে দীর্ঘায়ুষ্ট্বায় বলায় বর্চ্চসে। ইতি দ্বিতীয়ভাগং ত্রিঃ ক্লেদয়েত্। পিঞ্জলীত্রয়ং গৃহীত্বা ওষধে ইত্যস্য প্রজাপতির্ঋষিরোষধির্দেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দশ্চূড়াকরণে বিনিয়োগঃ। ওঁ ওষধে ত্রায়স্বৈনম্। ইতি পিঞ্জলীস্থাপনম্। তাম্রক্ষুরং গৃহীত্বা স্বধিত ইত্যস্য প্রজাপতিঋষিঃ সুধিতির্দেবতা গাত্রীচ্ছন্দশ্চূড়াকরণ বিনিয়োগঃ ওঁ স্বধিতে মৈনং হিংসীরিতি পীড়য়েত্। লৌহক্ষুরং গৃহীত্বা ওঁ যেন ধাতা বৃহস্পতেরগ্নেরিন্দ্রস্য চাবপত। তেন তে আয়ুষে বপামি সুশ্লোক্যায় স্বস্তয়ে। ইতি ছিত্ত্বা শমীপত্রৈঃ সহ মাত্রে দদ্যাত্। সা চ গোময়শরাবে ক্ষিপেত্। পুনরপি ওঁ উষ্ণেন বায় উদকেনেহীতি জলমিশ্রণম্। ততঃ কিঞ্চিন্মিশ্রিতজলং নবনীতঞ্চ গৃহীত্বা অদিতিঃ কেশানিত্যস্য প্রজাপর্ঋিষির্অদিতিরাপশ্চ দেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দশ্চূড়াকরণে বিনিয়োগঃ। ওঁ অদিতিঃ কেশান্ বপত্বাপ উন্দন্তু মেদসে দীর্ঘায়ুষ্ট্বায় বলায় বর্চ্চসে । ইতি দ্বিতীয়ভাগং ত্রিঃ ক্লেদয়েত্। পিঞ্জলীত্রয়ং গৃহীত্বা

"ওঁ অদিতিঃ কেশান্" ইত্যাদি মন্ত্রে তিনবার উহা স্থাপন, তাম্রক্ষুর দ্বারা পীড়ন, লৌহক্ষুর দ্বারা ছেদন ও মাতাকে প্রদান এবং মাতা কর্তৃক গোময়শরাবে নিক্ষেপ প্রভৃতি সমস্ত করিতে হইবে। এই প্রকার নিয়মে তৃতীয় কেশভাগ ও চতুর্থ কেশ ভাগও কর্তন করিতে হয়। তৎপরে ঐরূপ নিয়মেই উত্তরকেশ ভাগচতুষ্টয়ও একাদিক্রমে কর্তন ও গোময়শরাবে ক্ষেপণ করিবে । তদনন্তর হোতা "ওঁ যত ক্ষুরেণ মার্জয়তা-" ইত্যাদি মন্ত্রে অঙ্গুষ্ঠ ও কনিষ্ঠাযোগে ক্ষুরধারা মার্জন করিবেন। পরে নাপিতকে ক্ষুর

ওষধে ইত্যস্য প্রজাপতির্ঋষিরোষধির্দেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দশ্চূড়াকরণে বিনিয়োগঃ। ওঁ ওষধে ত্রায়স্বৈনম্। ইতি পিঞ্জলীস্থাপনম্। তাম্রক্ষুরং গৃহীত্বা স্বধিত ইত্যস্য প্রজাপতির্ঋাষঃ স্বধিতির্দেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দশ্চূড়াকরণে বিনিয়োগঃ। ওঁ স্বধিতে মৈনং হিংসীরিতি পীড়য়েত্ লৌহক্ষুরং গৃহীত্বা ওঁ যেন ধাতা বৃহস্পতেরগ্নেরিন্দ্রস্য চাবপত্ তেন তে আয়ুষে বপামি সুশ্লোক্যায় স্বস্তয়ে। ইতি ছিত্বা শমীপত্রৈঃ সহ মাত্রে দদ্যাত্। সা চ গোময়শরাবে ক্ষিপেত্। পুনরপি উষ্ণেন বায় উদকেনেহি ইতি জলমিশ্রণম্। কিঞ্চিন্মিশ্রিতজলং নবনীতঞ্চ গৃহীত্বা অদিতিঃ কেশানিত্যস্য প্রজাপতির্ঋষিরদিতিরাপশ্চ দেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দশ্চূড়াকরণে বিনিয়োগঃ। ওঁ অদিতিঃ কেশান বপত্বাপ উন্দন্তু মেদসে দীর্ঘায়ুত্বায় বলায় বর্চ্চসে ইতি তৃতীয়ভাগং ক্লেদয়েত্। পিঞ্জলীত্রয়ং গৃহীত্বা ওষধে ইত্যস্য প্রজাপতির্ঋষিরোষধির্দেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দশ্চূড়াকরণে বিনিয়োগঃ। ওঁ ওষধে ত্রায়স্বৈনং ইতি পিঞ্জলীস্থাপনম। তাম্রক্ষুরং গৃহীত্বা স্বধিত ইত্যস্য প্রজাপতির্ঋষিঃ স্বধিতির্দেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দশ্চূড়াকরণে বিনিয়োগঃ। ও স্বধিতে মৈনং হিংসীঃ ইতি পীড়য়েত্। লৌহক্ষুরং .... গৃহীত্বা ওঁ যেন ভূয়শ্চ রাত্র্যাং জ্যোক্ চ পশ্যতি সূর্যং তেন তে আয়ুষে বপামি সুশ্লোক্যায় স্বস্তয়ে । ইতি ছিত্বা শমীপত্রৈঃ সহ মাত্রে দদ্যাত্ সা চ গোময়শরাবে ক্ষিপেত্। চতুর্থভাগচ্ছেদনং নাপিতেন কর্তব্যম্। ততো হোতা অঙ্গুষ্ঠোপকনিষ্ঠাভ্যাং ক্ষুরধারাং মার্জয়েদ্ অনেন। যত্ক্ষুরেণেত্যস্য প্রজাপতির্ঋষিঃ ক্ষুরো দেবতা ক্ষুরধারামার্জনে বিনিয়োগঃ। ওঁ যত্ক্ষুরেণ[১]ময়িতা সুপেশসা বপ্তা বপসি কেশান্ ছিন্ধি শিরোহস্যায়ুঃ মা প্রমোষীঃ। ততো নাপিতায় ক্ষুরং দত্বা বদেত্। শীতোষ্ণাভিরদ্ভিরবর্থং কুর্বাণোহক্ষুণ্বন কুমারং কুশলীকুরু। করবাণীতি নাপিতো বদেত্। ততোহগ্নিসমীপে সর্বান্ কেশান্ মুণ্ডয়েত্। ততঃ কুমারং বেদ্যাং নীত্বা পতিপুত্রবত্যো মঙ্গলপূর্বকং স্নাপয়িত্বা অলঙ্কৃত্য কর্ণবেধং কারয়িত্বা মাতুরঙ্কে দদ্যুঃ. হোতা প্রায়শ্চিত্তং স্বিষ্টকৃতঞ্চ সমাপ্য দক্ষিণাচ্ছিদ্রাবধারণং কুর্যাত্। ব্রীহ্যাদিচতুরঃ শরাবান্ নাপিতায় দদ্যাত্। কেশাংশ্চ বংশবিটপাদৌ শুচিদেশে স্থাপয়েত্।

দিয়া বলিবেন, "এই শীতোষ্ণ জল দ্বারা কুমারকে কুশলীকর।" নাপিতও "করিতেছি" বলিয়া অগ্নিসমীপে সমস্ত কেশমুণ্ডন করিবে। তদনন্তর পতিপুত্রবতী নারীরা কুমারকে বেদীতে লইয়া মঙ্গলাচার-সহকারে স্নান করাইয়া অলঙ্কারে বিভূষিত করিবেন এবং কর্ণবেধ করাইয়া মাতৃক্রোড়ে প্রদান করিবেন। এদিকে হোতা প্রায়শ্চিত্ত-হোম ও স্বিষ্টকৃদ্‌হোম সমাপন-পূর্বক দক্ষিণাপ্রদান ও অচ্ছিদ্রাবধারণ করিবেন। নাপিতকে ব্রীহি প্রভৃতি দ্বারা পূর্ণ শরাবচতুষ্টয় দান করিতে হয়। কেশসমূহ বংশবিটপাদিতে শুচিপ্রদেশে ফেলিয়া দিবে।

উপনয়নম্

অত্র সমুদ্ভবনামাগ্নিঃ । পিতা কৃতনিত্যক্রিয়ো মাতৃপূজাং বসোর্ধারাম্ আয়ুষ্যসূক্তজপং বৃদ্ধিশ্রাদ্ধঞ্চ কুর্যাত্। মাণবকো লগ্নসময়াত্ পূর্বং ভুক্ত্বাচম্য শিখাধারণপূর্বকং ক্ষৌরং কুর্যাত্। ততঃ কুমারং স্নাপয়িত্বা গৈরিকাদিরক্তং বস্ত্রম্ ত্রকং পরিধাপয়েত্। ততঃ পিতা উপলেপনাদিমেক্ষণসংস্কারান্তং কৃত্বা চরুং শ্রপয়েত্। যথা ওঁ সদসস্পতয়ে ত্বা জুষ্টং গৃহ্ণামি। ওঁ সদসস্পতয়ে ত্বা জুষ্টং নির্বপামি। সদসস্পতয়ে ত্বা জুষ্টং প্রোক্ষামি। এবং গায়ত্র্যৈ ঋষিভ্যঃ ব্রহ্মণে। ততঃ প্রস্ফোটনাদিপাকান্তং কৃত্বাবতারয়েত্। ততোঽগ্নের্নামকরণা-জ্যভাগান্তং কুর্যাত্। ততো যজ্ঞোপবীতম্ ত্রকং কুমারস্য বামস্কন্ধে দক্ষিণস্কন্ধাবলম্বনং কুর্য্যাদ্ অনেন। ওঁ যজ্ঞোপবীতমন্ত্রস্য ব্রহ্মর্ষিস্ত্রিষ্টুপ্ছন্দো ব্রহ্মাবিষ্ণুমহেশ্বরা দেবতা যজ্ঞোপবীতধারণে বিনিয়োগঃ । ওঁ যজ্ঞোপবীতং পরমং পবিত্রং বৃহস্পতের্যত্ সহজং পুরস্তাত্। আয়ুষ্যমগ্র্যং প্রতিমুঞ্চ শুভং যজ্ঞোপবীতং বলমস্তু তেজঃ। ততঃ কৃষ্ণাজিনোত্তরীয়ং দদ্যাদ্ অনেন। প্রজাপতির্ঋষিস্ত্রিষ্টুপ্ছন্দঃ কৃষ্ণাজিনং দেবতা কৃষ্ণাজিনপরিধাপনে বিনিয়োগঃ। ওঁ মিত্রস্য চক্ষুর্ভুবনং বলীয়স্তেজো যশস্বি স্থবিরং সমৃদ্ধম্। অনাহনস্য বসনং জিষ্ণং পরীদং বাহ্যজিনং দধেয়ম্। তত আচম্য ব্রহ্মগ্রন্থিযুক্তাং মেখলাং গৃহীত্বা ওঁ ইয়ং দুরুক্তাত্ পরিধাবমানা বর্ণং পবিত্রং পুবতীন আগাৎ।। প্রাণাপানাভ্যাং বলমাবহন্তী স্বসা দেবী সুভগা মেখলেয়ং। ওঁ ঋতস্য গোপ্ত্রী তপসঃ পবস্বী ঘ্নতী রক্ষঃ সহমানা অরাতীঃ। সামা সমন্তমভিপর্য্যেহি সমস্তমনুপরেহি ভদ্রে ভর্ত্তারস্তে মেখলে মা রিষাম। ইতি দত্বা পঠেৎ ওঁ স্বস্তি[১] নো মিমীতামশ্বিনা ভগঃ স্বস্তি দেব্যদিতিরনর্বণঃ। স্বস্তি পূষা অসুরো দধাতু নঃ স্বস্তি দ্যাবাপৃথিবী সুচেতুনা। ততো

এই সংস্কারে সমুদ্ভবনামাক অগ্নি স্থাপনীয়। পিতা নিত্যক্রিয়া, মাতৃকপূজা, বসুধারাদান, আয়ুষ্যসূক্তজপ ও বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ সমাপন করিবেন। মাণবক লগ্নসময়ের পূর্বে ভোজন, আচমন ও শিখাধারণ-পূর্বক ক্ষৌর সম্পাদন করিবে। অনন্তর কুমারকে স্নান করাইয়া গৈরিকাদি-রঞ্জিত বস্ত্র পরিধান করাইতে হয়। পরে পিতা উপলেপনাদি মেক্ষণ-সংস্কারান্ত কর্ম করিয়া যথাবিধি চরুশ্রপণ, প্রস্ফোটন ও পাক করিয়া অবতরণ করিবেন। তৎপরে নামকরণাদি আজ্যভাগান্ত সমস্ত কার্য করিবেন। অনন্তর একটি

১। ঋ. ৫।৫১।১১

যথাবিভবং কুণ্ডলাদিনালঙ্কুর্যাত্। ততো মাণবকঃ করসংপুটং কৃত্বা যাচেত। ও উপনয়ন্তু মাং যুষ্মত্পাদাঃ। গুরুঃ - ওঁ উপনেষ্যামি ভবন্তম্। মাণবকো - বাঢ়ম্ ইতি বদেত্। তত আচার্যোঽগ্নের্ উত্তরতো গত্বা কুমারেণান্বারব্ধশ্ চতস্র আহুতীর্জুহুয়াদ্ যথা,-অগ্ন আয়ুং-ষীতি তৃচস্য শতং বৈখানসা ঋষয়োঽগ্নিঃ পবমানো দেবতা দৈবী গায়ত্রীচ্ছন্দ আজ্যহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ অগ্ন[১]আয়ূংষি পবস আ সুবোর্জমিষঞ্চ নঃ। আরে বাধস্ব দুচ্ছুনাম্ স্বাহা। ইদমগ্নয়ে পরমানায়। ওঁ অগ্নির্ঋষিঃ পবমানঃ পাঞ্চজন্যঃ পুরোহিতঃ। তমীমহে মহাগয়ম্ স্বাহা। ইদমগ্নয়ে পবমানায়। ওঁ অগ্নে পবস্ব স্বপা অস্মে বর্চঃ সুবীর্যম্ দধদ্ রয়িং ময়ি পোষম্ স্বাহা। ইদমগ্নয়ে পবমানায়। প্রজাপতির্ঋষিঃ প্রজাপতির্দেবতা ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ আজ্যহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ প্রজাপতে[২] ন ত্বদেতান্যন্যো বিশ্বা জাতানি পরি তা বভূব। যত্কামাস্তে জুহুমস্তন্নো অস্তু বয়ং স্যাম পতয়ো রয়ীণাম্ স্বাহা। ইদং প্রজাপতয়ে। ততঃ আচার্যোঽগ্নের্ উত্তরত উর্ধ্বস্তিষ্ঠেত্। ততঃ পুরস্তান্ মাণবকঃ প্রত্যঙ্মুখঃ কৃতাঞ্জলিঃ। আচার্যো মাণবকস্যাঞ্জলিম্ অদ্ভিঃ পূরয়েত্। আচার্য্যস্যাঞ্জলিম্ অন্যো ব্রাহ্মণঃ পূরয়েত্। তত আচার্যো মাণবকস্যাঞ্জলৌ স্বাঞ্জলিমিশ্রণং কুর্যাত্। বশিষ্ঠ ঋষিস্ত্রিষ্টুপ্ছন্দোঽগ্নির্দেবতা জলাঞ্জলিসেকে বিনিয়োগঃ। ওঁ তত্ সবিতুর্বৃণীমহে[৩] বয়ং দেবস্য ভোজনং শ্রেষ্ঠং সর্বধাতমং তুরং ভগস্য ধীমহি ইতি। তেনোদকেন মাণবকং সিঞ্চেত্। ততো মাণবকদক্ষিণহস্তং সাঙ্গুষ্ঠং গৃহীত্বা প্রজাপতির্ঋষিঃ সবিতা দেবতা ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ উপনয়নে মাণবকদক্ষিণহস্তগ্রহণে বিনিয়োগঃ। ওঁ দেবস্য ত্বা সবিতুঃ প্রসবেঽশ্বিনোর্বাহুভ্যাং পূষ্ণো হস্তাভ্যাং শ্রীঅমুকদেবশর্মন্ হস্তং তে গৃহ্নামি। পুনরপি মাণবকস্যাঞ্জলিম্ অদ্ভিঃ পূরয়িত্বা পাণিভ্যাং গৃহীত্বা বশিষ্ঠ ঋষিস্ত্রিষ্টুপ্ ছন্দোগ্নির্দেবতা জলাঞ্জলিসেকে বিনিয়োগঃ। ওঁ তত্ সবিতুর্বৃণীমহে[৩] বয়ং দেবস্য ভোজনং শ্রেষ্ঠং সর্বধাতমং তুরং ভগস্য ধীমহি ইতি তেনোদকেন মাণবকং সিঞ্চেত্। ততো মাণবকস্য দক্ষিণহস্তং সাঙ্গুষ্ঠং গৃহীত্বা প্রজাপতির্ঋষিঃ সবিতা দেবতা ত্রিষ্টপ্ ছন্দ উপনয়নে মানবকহস্তগ্রহণে বিনিয়োগঃ। ওঁ সবিতা তে হস্তমগ্রহীত্ শ্রীঅমুকদেবশর্মন্

যজ্ঞোপবীত দক্ষিণ স্কন্ধাবলম্বনভাবে কুমারের বামস্কন্ধে দিবেন। উহা 'ওঁ যজ্ঞোপবীতং পরমং' - ইত্যাদি মন্ত্রে দিতে হয়। পরে 'ওঁ মিত্রস্য চক্ষুঃ-' ইত্যাদি মন্ত্রে কৃষ্ণাজিনোত্তরীয় প্রদান করিবেন। তদনন্তর আচমন-পূর্বক ব্রহ্মগ্রন্থিযুক্ত মেখলা 'ওঁ ইয়ং দুরুক্তাত্-' ইত্যাদি মন্ত্রে পরিধান করাইয়া 'ওঁ স্বস্তি নো-' ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিবেন। পরে যথাশক্তি কুণ্ডলাদি দ্বারা মাণবককে অলঙ্কৃত করিবেন। অনন্তর মাণবক করজোড় করিয়া এইরূপ প্রার্থনা করিবেন, "আপনারা আমাকে উপনীত করুন।" গুরু কহিবেন,

১। ঋ. ৯/৬৬/১৯-২১
২। ঋ. ১০/১২১/১০

হস্তং তে গৃহ্ণামি। পুনরপি মাণবকস্যাঞ্জলিম্ অদ্ভিঃ পূরয়িত্বা পাণিভ্যাং গৃহীত্বা বশিষ্ঠর্ঋষিস্ত্রিষ্টুপ্ ছন্দোঽগ্নির্দেবতা জলাঞ্জলিসেকে বিনিয়োগঃ। ওঁ তত্ সবিতুর্বৃণীমহে বয়ং দেবস্য ভোজনং শ্রেষ্ঠং সর্বধাতমং তুরং ভগস্য ধীমহি। ইতি মাণবকং সিঞ্চেত্। ততো মাণবকস্য হস্তং সাঙ্গুষ্ঠং গৃহীত্বা প্রজাপতির্ঋষিরগ্নির্দেবতা উপনয়নে মাণবকহস্তগ্রহণে বিনিয়োগঃ। ওঁ অগ্নিরাচার্যস্তবাসৌ হস্তং গহ্ণামি অমুকদেবশর্মন্নিতি। তত আচার্যো মাণবকম্ আদিত্যম্ ঈক্ষয়েদ্ অনেন। ওঁ দেব সবিতরেষ তে ব্রহ্মচারী ত্বং গোপায়েতি। আচার্যো ব্রহ্মচারিণং পৃচ্ছতি - কিং - নামাসি। মাণবকঃ অমুকদেবশর্মাহং ভোঃ। কস্য ব্রহ্মচার্যসি? প্রাণস্য ব্রহ্মচার্যস্মি। কস্ত্বাম্নুনয়তে। কায় ত্বা পরিদধামি। স শৃন্বংস্তিষ্ঠেত্। আচার্যঃ ব্রহ্মচারিণম্ অগ্নিপ্রদক্ষিণম্ আবর্তয়তি। ওঁ গৃত্সমদ ঋষির্যূপো দেবতা ত্রিষ্টুপ্ ছন্দোঽগ্নিপ্রদক্ষিণে বিনিয়োগঃ। ওঁ যুবা সুবাসাঃ[১] পরিবীত আগাত্ স উ শ্রেয়ান্ ভবতি জায়মানঃ। তত আচার্য উত্থিতঃ প্রাঙ্মুখঃ প্রাঙ্মুখস্য উত্থিতস্য মাণবকস্য পৃষ্ঠদেশে স্থিত্বা স্কন্ধস্যোপরি হস্তং দত্ত্বা হৃদয়দেশম্ আলভেত। গৃত্সমদ ঋষির্যূপো দেবতা ত্রিষ্টুপ্ ছন্দো মাণবকহৃদয়ালম্ভনে বিনিয়োগঃ। ওঁ তং ধীরাসঃ কবয় উন্নয়ন্তি স্বাধ্যো মনসা দেবয়ন্তঃ। তত উভৌ প্রাঙ্মুখাব্ অগ্নিসমীপে উপবিশতঃ। মাণবকস্তূষ্ণীম্ একাং সমিধম্ অগ্নৌ হুত্বা অপরাং গৃহীত্বা প্রজাপতির্ঋষিরগ্নির্দেবতা বৃহতীচ্ছন্দ সমিদ্‌ধোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ অগ্নয়ে সমিধমহার্ষং বৃহতে জাতবেদসে তয়া ত্বমগ্নে বর্ধস্ব সমিধা ব্রহ্মণা বয়ং স্বাহা। ইদং ব্রহ্মণে। মাণবকোঽগ্নিম্ উপস্পৃশ্য সোদকেন পাণিনা বারত্রয়ং মুখং

"তোমাকে উপনীত করিব।" তখন মাণবক "বাঢ়ম্" শব্দ উচ্চারণ করিবেন। তদনন্তর আচার্য অগ্নির উত্তর দিকে গিয়া "অগ্ন আয়ূংষি-" ইত্যাদি মন্ত্রসমূহ দ্বারা চারিটি আহুতি প্রদান করিবেন। পরে আচার্য অগ্নির উত্তরে দণ্ডায়মান হইলে সম্মুখে মাণবকও প্রত্যঙ্মুখে করপুটে দণ্ডায়মান হইবেন। আচার্য মাণবকের অঞ্জলিতে এবং অন্য ব্রাহ্মণ আচার্যের অঞ্জলিতে জল পূর্ণ করিবেন। তৎপরে আচার্য মাণবকের অঞ্জলিতে স্বীয় অঞ্জলি মিশ্রণ করিয়া "ওঁ তত্সবিতুর্বৃণীমহে-" ইত্যাদি মন্ত্রে সেই জল দ্বারা মাণবককে অভিষেক করিবেন। পরে মাণবকের সাঙ্গুষ্ঠ দক্ষিণ হস্ত ধরিয়া "ওঁ দেবস্য ত্বা সবিতুঃ-" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিবেন। পুনরায় মাণবকের অঞ্জলি জলপূরিত করিয়া কর দ্বারা গ্রহণ-পূর্বক উক্ত মন্ত্র পাঠ করিয়া সেই জল দ্বারা মাণবককে অভিষিক্ত করিবেন। পুনরায় উক্তরূপে মাণবকের হস্ত ধারণ-পূর্বক মন্ত্র পাঠ ও পুর্বোক্তরূপে জল দ্বারা অভিষিঞ্চন করিবেন। পরে পুনরায় মাণবকের হস্ত ধারণ-পূর্বক "ওঁ অগ্নিরাচার্যঃ -" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিবেন। "ওঁ দেব সবিতঃ" — ইত্যাদি মন্ত্রে মাণবককে সূর্য

নির্মার্ষ্ট্যনেন। ওঁ তেজসা মাং সমনজ্মি। তত উত্থায়াঞ্জলিং বদ্ধাগ্নিম্ উপস্থাপয়তি। বসুশ্রুতঋষিরগ্নির্দেবতানুষ্টুপ্ ছন্দোহগ্ন্যুপস্থাপনে বিনিয়োগঃ ওঁ ময়ি মেধাং ময়ি প্রজাঃ ময্যগ্নিস্তেজো দধাতু। ওঁ ময়ি মেধাং ময়ি প্রজাঃ ময়ীন্দ্র ইন্দ্রিয়ং দধাতু। ওঁ ময়ি মেধাং মাংন প্রজাঃ ময়ি সূর্যো ভ্রাজো দধাতু। ওঁ যত্ তেহগ্নে তেজস্তেনাহং তেজস্বী ভূয়াসম্। ও যত্তেহগ্নে বর্চস্তেনাহং বর্চস্বী ভূয়াসম্। ওঁ যত্তেহগ্নে তরস্তেনাহম্ তরস্বী ভূয়াসম্।৬। ততঃ কৌত্স ঋষী রুদ্রো দেবতা জগতীচ্ছন্দ আশীঃকর্মণি বিনিয়োগঃ। ওঁ মা[১] নস্তোকে তনয়ে মা ন আয়ৌ মা নো গোষু মা নোহশ্বেষু রীরিষঃ। বীরান্ মা নো রুদ্র ভামিতোবধীর্হবিষ্মন্তঃ সদমিত্ ত্বা হবামহে। ওঁ ত্র্যায়ুষং জমদগ্নেঃ কশ্যপস্য ত্র্যায়ুষং তন্মেহস্তু ত্র্যায়ুষং তন্নোহস্তু ত্র্যায়ুষ। ওঁ স্বস্তি শ্রদ্ধাং যশঃ প্রজ্ঞাং বিদ্যাং বুদ্ধিং শ্রিয়ং বলম্। আয়ুষ্যং তেজ আরোগ্যং দেহি মে হব্যবাহন। ততো ব্রহ্মচারী জানুদ্বয়ং ভূমৌ নিপাত্য গুরোর্দক্ষিণপাদং দক্ষিণহস্তেন বামেন বামং গৃহীত্বা বদেত্ - শ্রীঅমুকদেবশর্মাহং ভোঃ অভিবাদয়ামি। আচার্যঃ- ওঁ আয়ুষ্মান্ ভব সৌম্য শ্রীঅমুকদেবশর্মন্নিতি। ব্রহ্মচারী পাণিভ্যাং শির আলভেত। আচার্যঃ ব্রহ্মচারিহস্তৌ হস্তাভ্যাং সংগৃহ্য উত্তরীয়বাসসা সংছাদ্য গায়ত্রীং বদেত্। যথা—শ্বেতবর্ণা সমুদ্দিষ্টা কাষায়বসনা তথা। শ্বেতৈর্বিলেপনৈঃ পুষ্পৈরলঙ্কারৈশ্চ শোভিতা। অক্ষমালাধরা দেবী পদ্মাসনগতা শুভা। আদিত্যমণ্ডলান্তঃ-স্থা ব্রহ্মলোকগতা স্থিরা। তত্রাবাহ্য জপিত্বা চ নমস্কারৈর্বিসর্জয়েত্। সবিতা দেবতা চাস্যা মুখমগ্নিস্তদিত্যৃচঃ। বিশ্বামিত্র ঋষিশ্ছন্দো গায়ত্রী তু বিধীয়তে। আয়াহি বরদে দেবি জপ্যে মে সন্নিধৌভব। গায়ন্তং ত্রায়তে যস্মাদ্ গায়ত্রী ত্বং ততঃ স্মৃতা। এষা হি ত্রিপদা দেবী শব্দব্রহ্মময়ী শুভা. মহতা তপসা দৃষ্টা বিশ্বামিত্রেণ ধীমতা। গায়ত্রীঞ্চৈব

দর্শন করাইবেন। আচার্য "তোমার নাম কি?" জিজ্ঞাসা করিলে মাণবক কহিবেন, "অমুক দেবশর্মা"। আচার্য জিজ্ঞাসা করিবেন, "কস্য ব্রহ্মচার্যসি?" মাণবক কহিবেন, "প্রাণস্য ব্রহ্মচার্যস্মি।" "কস্ত্বামুপনয়তে কায় ত্বা পরিদধামি" বলিলে মাণবক শ্রবণ-পূর্বক দণ্ডায়মান রহিবেন। আচার্য "ওঁ যুবা সুবাসাঃ-" ইত্যাদি মন্ত্রে ব্রহ্মচারীকে অগ্নি-প্রদক্ষিণ করাইবেন। অনন্তর আচার্য পূর্বমুখ মাণবকের পশ্চাৎদেশে থাকিয়া স্কন্ধোপরি হস্ত প্রদান-পূর্বক "ওঁ তং ধীরাসঃ-" ইত্যাদি মন্ত্রে তদীয় হৃদয়দেশ স্পর্শ করিবেন। অনন্তর উভয়ে পূর্বমুখে অগ্নি-সমীপে উপবেশন করিবেন। মাণবক বিনামন্ত্রে অগ্নিতে একটী সমিধ আহুতি দিয়া অন্য সমিধ্ গ্রহণ-পূর্বক "ওঁ অগ্নয়ে সমিধং-" ইত্যাদি মন্ত্রে আহুতি দিবেন। পরে মাণবক অগ্নি স্পর্শ-পূর্বক হস্তে জল লইয়া "ওঁ তেজসা-"

১। ঋ. ১/১১৪/৮

বেদাংশ্চ তুলয়া সমতোলয়ত্। বেদা একত্র সাঙ্গাশ্চ গায়ত্রী চৈকতঃ স্থিতা। যোগভূতা তু বেদানাং গুহ্যোপনিযদাং তথা। তাভ্যঃ সারস্তু গায়ত্রী তিস্রো ব্যাহৃতয়স্তথা। গায়ত্র্যাঃ পাদমর্ধঞ্চ ঋচোহর্ধমৃচ এব চ। ব্রহ্মহত্যা সুরাপানং সুবর্ণস্তেয়মেব চ। গুরুদারগমনঞ্চৈব জপ্যেনৈষা পুনাতি বৈ। এতয়া জ্ঞাতয়া সর্বং বাঙ্ময়ং বিদিতং ভবেত্। উপাসিতং ভবেচ্চৈব বিশ্বং ভুবনপঞ্চকম্। অজ্ঞাত্বা ত্বৈব গায়ত্রীং ব্রাহ্মণ্যাদেব হীয়তে। গায়ত্রী দেবজননী গায়ত্রী লোকপাবনী। ন গায়ত্র্যাঃ পরং জপ্যমেতদ্ বিজ্ঞায় মুচ্যতে। তত্রাস্য মাতা সাবিত্রী পিতা ত্বাচার্য উচ্যতে। ততো গায়ত্রীং ক্রমশো বদেদ্। যথা—ওঁ তত্ সবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি। মাণবকেনপঠিতে পুনরাচার্যঃ- ওঁ তত্ সবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি। ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াত্ ইতি পঠেত্। ততো ভূরিতি ভুব ইতি স্বরিতি চ পাঠয়েত্। ততো মাণবস্য হৃদয়ে ঊর্ধ্বাঙ্গুলং দক্ষিণ হস্তং দত্ত্বা পঠেত্। পরাকদাসঋষির্হৃদয়ং দেবতা ত্রিষ্টুপ্ ছন্দো মাণবকহৃদয়দেশালভনে বিনিয়োগঃ। ওঁ মম ব্রতে তে হৃদয়ং দধামি মম চিত্তমনুচিত্তং তেহস্তু মম বাচমেকমনা জুষস্ব বৃহস্পতিস্ত্বা নিযুনক্তু মহ্যম্। ততো মাণবকস্য কটিদেশে মেখলাং বধ্নাতি। বিশ্বামিত্রঋষির্মেখলা দেবতা ত্রিষ্টুপ্ ছন্দো মেখলাবন্ধনে বিনিয়োগঃ। ওঁ ইয়ং দুরুক্তাত্ পরিবাধমানা শর্ম বরূথং পুনতী ন আগাৎ। প্রাণাপানাভ্যাং বলমাবহন্তী স্বসা দেবী সুভগা মেখলেয়ম্। ওঁ ঋতস্য গোপ্ত্র তপসঃ পবস্বী ব্রতী রক্ষঃ সহমানা অরাতীঃ। সা নঃ সমন্তমনুপর্যেহি ভদ্রে ধর্তারস্তে মেখলে মা রিষাম। ততো মাণবকায় কেশসম্মিতং পালাশদণ্ডং দদ্যাদ্ অনেন। আত্রেয়ঋষির্বিশ্বেদেবা দেবতাস্ত্রিষ্টুপ্ ছন্দো দণ্ডগ্রহণে বিনিযোগঃ। ওঁ স্বস্তি নো মিমীতামশ্বিনা ভগঃ স্বস্তি দেব্যদিতিরনর্বণঃ। স্বস্তি পূষা অসুরো দধাতু নঃ স্বস্তি দ্যাবাপৃথিবী সুচেতুনা। ততো ব্রহ্মচারিণম্ আদিশতি- ওঁ ব্রহ্মচার্যসি, অপোহশান, কর্ম

ইত্যাদি মন্ত্রে তিন বার মুখ মার্জন করিবেন। অনন্তর গাত্রোত্থান করিয়া করপুটে "ময়ি মেধাং ময়ি প্রজাঃ-" ইত্যাদি মন্ত্রসমূহ দ্বারা উপস্থান করিবেন। পরে "ওঁ মা নস্তোকে-" ইত্যাদি মন্ত্রে আশীষ প্রার্থনা করিতে হয়। তৎপরে ব্রহ্মচারী ভূতলে জানুদ্বয় পাতিয়া দক্ষিণ হস্ত দ্বারা গুরুর দক্ষিণ চরণ এবং বাম হস্ত দ্বারা বামপদ ধারণ- পূর্বক বলিবেন, "আমি অমুকদেবশর্মা আপনাকে অভিবাদন করি।" আচার্য কহিবেন, ভো অমুকদেবশর্মন্! আয়ুষ্মান হও।" ব্রহ্মচারী কর দ্বারা মস্তক স্পর্শ করিবেন। আচার্য "সাবিত্রী অধ্যয়ন কর" বলিলে, ব্রহ্মচারী কহিবেন, "আপনি উপদেশ করুন।" তখন আচার্য উভয় হস্তে ব্রহ্মচারীর হস্তদ্বয় ধারণ - পূর্বক উত্তরীয় বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদন করত গায়ত্রী বলিতে আরম্ভ করিবেন। প্রথমতঃ "শ্বেতবর্ণা সমুদ্দিষ্টা কাষায়বসনা তথা-"

১। ঋ. ৩/৬২/১০

কুরু, মা দিবা স্বাপ্সীঃ, আচার্য্যাদ্ বেদমধীষ্ব, উদকসমিত্‌কুশাদ্যাহরণং কুরু, সায়ং প্রাতঃ সমিধম্ আধেহি, সায়ং প্রাতর্ভিক্ষাটনং কুরু। ব্রহ্মচারী বাঢ়ম্ ইতি বদেত্। ব্রহ্মচারী উদকং স্পৃষ্ট্বা বদ্ধাঞ্জলির্বদেত্। ওঁ ব্রতানাং ব্রতপতিরসি ব্রতং সাবিত্রীকং ত্রৈবার্ষিকং চরিষ্যামি (যথাশক্তি কালনির্দেশং বা কুর্যাত্)। ততো গৃহীতদণ্ডো ব্রহ্মচারী পাত্রং হস্তে কৃত্বা প্রার্থয়েত্ 'ভবতি ভিক্ষাং দেহী'তি মাতরং, তদভাবে ভগিনীম্। ততো 'ভবন্ ভিক্ষাং দেহী' তি পিতরং যাচেত। তে চ তণ্ডুলাদিকং সুবর্ণরজতাদিকঞ্চ যথাশক্তি দদ্যুঃ। ততোঽন্যান্ প্রার্থয়েত্। তেঽপি দদ্যুঃ। তদ্ ভৈক্ষ্যম্ আচার্যায় নিবেদয়েত্। আচার্যোঽ 'প্যুপভুজ্যতাম্'ইত্যনুজ্ঞাং দদ্যাত্। মাণবকোঽপি তত্ সায়ং ভোক্তুং স্থাপয়েত্। ততো বেদাধ্যয়নং গ্রহণঞ্চ কুর্যাত্। আচার্যো ব্রহ্মচারিণান্বারব্ধঃ স্রুচি ঘৃতস্রুবম্ অবদানস্থানে ঘৃতস্রুবদ্বয়ং দত্ত্বা। বশিষ্ঠ ঋষিঃ সদসস্পতির্দেবতা অনুপ্রবচনীয়চরুহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ সদসস্পতিমদ্ভুতং[১] প্রিয়মিন্দ্রস্য কাম্যম্। সনিং মেধাময়াসিষম্ স্বাহা। ইদং সদসস্পতয়ে। ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ তত্ সবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াত্ স্বাহা। ইদং গায়ত্র্যৈ। ওঁ ঋষিভ্যঃ স্বাহা। ইদং ঋষিভ্যঃ। ততঃ সমিদ্‌ধোমঃ। বশিষ্ঠঋষিঃ সদসস্পতির্দেবতা সমিদ্‌ধোমে বিনিয়োগঃ। সদসস্পতিমদ্ভুতং প্রিয়মিন্দ্রস্য কাম্যং সনিং মেধাময়াসিষং স্বাহা। ইদং সদসস্পতয়ে। এবং গায়ত্র্যৈ। ঋষিভ্যঃ। ইদানীং সন্ধ্যা কর্তব্যা। ততো ব্রহ্মচারী তূষ্ণীম্ একাং সমিধং হুত্বা অপরাং গৃহীত্বা প্রজাপতির্ঋষির্‌অগ্নির্দেবতা বৃহতীচ্ছন্দঃ সমিদ্‌ধোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ অগ্নয়ে সমিধমহার্ষং বৃহতে জাতবেদসে তয়া ত্বমগ্নে বর্ধস্ব সমিধা ব্রহ্মণা বয়ং স্বাহা। ইদং ব্রহ্মণে। ততো মাণবকঃ বিপ্রান্ অঞ্জলিং বদ্ধ্বা যাচেত। বেদসমাপ্তিং ভবন্তো মেঽনুব্রুবন্তু। বিপ্রাঃ অবিঘ্নেন বেদসমাপ্তিরস্তু ভবতঃ। ততো মেধাজননং। আচার্যো কুম্ভোদকেনাসিঞ্চন্তং ব্রহ্মচারিণম্ ইমং মন্ত্রং ত্রিঃ পাঠয়েদ্। যথা- ওঁ সুশ্রবঃ সুশ্রবা অসি যথা ত্বং সুশ্রবা অস্যেবং মা সুশ্রবঃ সৌশ্রবসং কুরু যথা ত্বং দেবানাং যজ্ঞস্য নিধিপাস্যেবমহং মনুষ্যাণাং দেবানাং নিধিপো ভূয়াসম্। ততো বেদারম্ভঃ। গুরুরদ্যেত্যাদি অমুকদেবশর্মণো

ইত্যাদি পাঠ করত "ওঁ তত্ সবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি-" ইত্যাদি ক্রমে মূলের লিখিত নিয়মে ক্রমশঃ সমস্ত গায়ত্রী পাঠ করাইবেন। পরে মাণবকের হৃদয়ে উর্ধ্বাঙ্গুল দক্ষিণ হস্ত দিয়া "ওঁ মম ব্রতে তে হৃদয়ং-" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করত "ওঁ ইয়ং দুরুক্তাত্-" ইত্যাদি মন্ত্রে মাণবকের কটিদেশে মেখলা বন্ধন করিবেন। তৎপরে "ওঁ স্বস্তি নো-" ইত্যাদি মন্ত্রে মাণবককে পালাশদণ্ড প্রদান করিতে হয়। অনন্তর আচার্য ব্রহ্মচারীকে এইরূপ আদেশ করিবেন, "ব্রহ্মচারী হইলে, আপোঽশান, কর্ম কর, দিবা

১। ঋ. ১/১৮/৬

বেদকর্মাঙ্গহোমমহং করিষ্যামি ইতি সংকল্প্যাজ্যহোমং কুর্যাদ্। যথা–ওঁ পৃথিব্যৈ স্বাহা ইদং পৃথিব্যৈ। এবমগ্নয়ে। ব্রহ্মণে। প্রজাপতয়ে। ছন্দোভ্যঃ। দেবেভ্যঃ। ঋষিভ্যঃ। শ্রদ্ধায়ৈ। মেধায়ৈ। সদসস্পতয়ে। তত আচার্যোঽগ্নের্ উত্তরতঃ প্রাঙ্মুখঃ প্রত্যঙ্মুখায় শিষ্যায় গুরুমুখম্ ঈক্ষমাণায় দক্ষিণহস্তেন গুরোর্দক্ষিণপাদং গৃহীত্বোপসন্নায় ওঙ্কারমহাব্যাহৃতিপূর্বং পাঠয়ন্ বেদাদীন্ অধ্যাপয়েত্। মধুচ্ছন্দা ঋষির্ অগ্নির্দেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দো বেদারম্ভে বিনিয়োগঃ। ওঁ অগ্নিমীলে পুরোহিতম্। পুনরপি ঋষিচ্ছন্দসী পঠিত্বা অগ্নিমীলে পুরোহিতং যজ্ঞস্য দেবমৃত্বিজম্। পুন: ঋষিচ্ছন্দসী পঠিত্বা ওঁ অগ্নিমীলে[১] পুরোহিতং যজ্ঞস্য দেবমৃত্বিজং হোতারং রত্নধাতম্। ইতি ঋক্। যাজ্ঞবল্ক্য ঋষিরুষ্ণিক্‌ছন্দোঽগ্নির্দেবতা ব্রহ্মযজ্ঞজপে বিনিয়োগঃ। ওঁ ইষে[২] ত্বোর্জে ত্বা বায়বঃ স্থ। পুনঃ ঋষিচ্ছন্দসী পঠিত্বা ওঁ ইষে[২] ত্বোর্জে ত্বা বায়বঃ স্থ দেবো বঃ সবিতা প্রার্পয়তু। পুনঃ ঋষিচ্ছন্দসী পঠিত্বা ওঁ ইষে[২] ত্বোর্জে ত্বা বায়বঃ স্থ দেবো বঃ সবিতা প্রার্পয়তু শ্রেষ্ঠতমায় কর্মণে। ইতি যজুঃ। গৌতম ঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দোঽগ্নির্দেবতা ব্রহ্মযজ্ঞজপে বিনিয়োগঃ। ওঁ অগ্ন আয়াহি বীতয়ে। পুনঃ ঋষিচ্ছন্দ পঠিত্বা ওঁ অগ্ন আয়াহি বীতয়ে গৃণানো হব্যদাতয়ে। পুনঃ ঋষিচ্ছন্দসী পঠিত্বা ওঁ অগ্ন[৩] আয়াহি বীতয়ে গৃণানো হব্যদাতয়ে। নি হোতা সত্সি বর্হিষি।। ইতি সাম। পিপ্পলাদঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দো বরুণো দেবতা ব্রহ্মযজ্ঞজপে বিনিয়োগঃ। ওঁ শং নো[৪] দেবীরভীষ্টয়ে। পুনঃ ঋষিচ্ছন্দসী পঠিত্বা। ওঁ শন্নো দেবীরভীষ্টয়ে আপো ভবন্তু পীতয়ে। পুনঃ ঋষিচ্ছন্দসী পঠিত্বা। ওঁ শং নো[৪] দেবীরভীষ্টয়ে আপো ভবন্তু পীতয়ে শংযোরভি স্রবন্তু নঃ।

ভাগে নিদ্রিত হইও না, আচার্যসকাশে বেদ অধ্যয়ন কর, উদক, সমিধ, কুশ প্রভৃতি আহরণ করিও, সায়ংকালে ও প্রভাতে সমিৎহোম করিও এবং প্রাতে ও সন্ধ্যায় ভিক্ষার্থ বহির্গত হইও।" ব্রহ্মচারী "বাঢ়ম্" বলিয়া স্বীকার করত জল স্পর্শ-পূর্বক বদ্ধাঞ্জলি হইয়া "ওঁ ব্রতানাং ব্রতপতিরসি" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিবেন। তদনন্তর দণ্ডধারী ব্রহ্মচারী পাত্র হস্তে লইয়া ভিক্ষা প্রার্থনা করিবেন। প্রথমতঃ মাতার নিকট "ভবতি ভিক্ষাং দেহি" বলিয়া প্রার্থনা করিতে হয়। মাতার অভাবে ভগিনী-সকাশে প্রার্থনা করিবেন। পরে "ভবন্ ভিক্ষাং দেহি" বলিয়া পিতার নিকট ভিক্ষা প্রার্থনা করিবেন। সকলে যথাশক্তি তণ্ডুলাদি ও স্বর্ণরজতাদি ভিক্ষা দিবেন। তৎপরে অন্যান্য লোকের নিকট প্রার্থনা করিলে তাঁহারাও যথাশক্তি ঐ প্রকার দিবেন। ভিক্ষালব্ধ সমস্ত দ্রব্য আচার্যকে দিতে হয়। আচার্য "উপভুজ্যতাং" বলিয়া অনুজ্ঞা দিলে মাণবকও সায়ং

১। ঋ. ১/১/১ ২। বা. স. ১/১/১
৩। সা. স. ১/১ ৪। অ. স. ১/১/১

সমাবর্তনম্

ব্রহ্মচারী প্রিয়বচনপ্রণিপাতাশ্রমানুরূপপারিতোষিকপ্রদানেন গুরুং তোষয়িত্বা স্নানান্তে প্লবননামকং সংস্কারং করোতি। তত্র এতানি দ্রব্যাণি - কর্ণে কাঞ্চনাদিনির্মিতকুণ্ডলং কণ্ঠে পরিধানযোগ্যং মণিং বস্ত্রম্ উপানদ্যুগলং বৈণদণ্ডং সর্বৌষধিগন্ধানুলেপনং উষ্ণীষং ছত্রং সর্বম্ আচার্য এবং দদ্যাত্। ততঃ সর্বাঃ সমিধোহ-গ্নিসমীপে স্থাপয়েত্। আচার্যায় ভোজ্যং গাঞ্চ দত্ত্বান্যেভ্যোঽপি ভোজ্যানি দদ্যাত্। ততঃ কর্ত্তাদ্যেত্যাদি অমুকদেবশর্মণঃ সমাবর্তনকর্মাঙ্গহোমং করিষ্যে। ততঃ শ্মশ্র্বাদিসংস্কারং কুর্যাত্। তত্রাদৌ চৌড়সমানঃ হোমঃ। ততঃ কুশপিঞ্জল্যাধানতাম্রলৌহক্ষুরপীড়নাদিকাঃ ক্রিয়াঃ কুর্যাত্। তন্মন্ত্রাশ্চূড়াকড়ণপ্রকরণাত্ জ্ঞাতব্যাঃ। তৈস্তৈর্মন্ত্রৈঃ সপ্তধা ছিত্ত্বা মাত্রে সমর্পণান্তং কৃত্বা শিখাধারণপূর্বকং ক্ষৌরং কারয়েত্। ততো মাণবকঃ সর্বৌষধিভিঃ স্নাত্বা বস্ত্রাদিকং গুরবে নিবেদ্য স্বয়ং গৃহ্ণীয়াদ্ যথা—গৃত্সমদ ঋষির্লিঙ্গোক্তা দেবতাস্ত্রিষ্টুপ্ছন্দো বস্ত্রপরিধানে বিনিয়োগঃ। ওঁ যুবং বস্ত্রাণি[১] পীবসা বসাথে যুবোরচ্ছিদ্রা মন্তবো হ সর্গাঃ। অবাতিরতমনৃতানি বিশ্ব ঋতেন মিত্রাবরুণা সচেথে। ইত্যনেন বস্ত্রেকং পরিধায়াপরবস্ত্রম্ উপধায় উষ্ণীষং বধ্নীয়াত্। পরমাত্মা ঋষিঃ পরমাত্মা দেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দো

কালে ভোজনার্থ তাহা রাখিয়া দিবেন। তৎপরে বেদাধ্যয়ন ও বেদগ্রহণ করিতে হয়। যথা—আচার্য ব্রহ্মচারী সহ মূলের লিখিত নিয়মে ও মন্ত্রে চরুহোম ও সমিৎহোম করিবেন। তৎপরে সন্ধ্যা করিতে হয়। পরে ব্রহ্মচারী একটী সমিৎ-হোম করিয়া অপর সমিৎ গ্রহণ-পূর্বক "ওঁ অগ্নয়ে সমিধং-" ইত্যাদি মন্ত্রে হোম করিবেন। অনন্তর মাণবক করযোড়ে ব্রাহ্মণগণের নিকট প্রার্থনা করিবেন যে, "আপনারা অনুমোদন করুন আমার যেন বেদপাঠ সমাপ্ত হয়।" ব্রাহ্মণেরাও কহিবেন, "নির্বিঘ্নে তোমার বেদ পাঠের সমাপ্তি হউক।" তদনন্তর মেধাজনন কর্ম। আচার্য কুম্ভোদক দ্বারা অভিষিক্ত ব্রহ্মচারীকে তিনবার "ওঁ সুশ্রবঃ-" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করাইবেন। অনন্তর বেদারম্ভ। গুরু সঙ্কল্প করিয়া "ওঁ পৃথিব্যৈ স্বাহা" ইত্যাদি মন্ত্রসমূহ দ্বারা আজ্যহোম করিবেন। পরে আচার্য অগ্নির উত্তরে প্রাঙ্মুখে বসিবেন এবং শিষ্য প্রত্যঙ্মুখে বসিয়া গুরুরমুখের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া থাকিবেন। শিষ্য দক্ষিণ হস্ত দ্বারা গুরুর দক্ষিণ পদ ধরিয়া নিকটস্থ হইলে গুরু তৎপরে ব্যাহৃতি পাঠ করাইয়া বেদাদি অধ্যয়ন করাইবেন। যেরূপে অধ্যাপন করিবে তাহার প্রণালী স্পষ্টরূপে মূলেই লিখিত আছে।

১। ঋ. ১/১৫২/১

যজ্ঞোপবীতধারণে বিনিয়োগঃ। ওঁ যজ্ঞোপবীতমিত্যাদিনা গৃহ্লীয়াত্। ওঁ উদুত্তমংবরুণ-পাশমস্মদবাধমং বি মধ্যমং শ্রথায়। অথা বয়ম্ আদিত্য ব্রতে তবানাগসো অদিতয়ে স্যাম। ইতি মেখলাকৃষ্ণাজিনে মোচয়িত্বা বৈণবদণ্ডাগ্রে স্থাপয়েত্। ওঁ অশ্মনস্তেজোহসি চক্ষুষী মে পাহি। ইত্যঞ্জনং গৃহ্লীয়াত্। ওঁ অশ্মনস্তেজোহসি শ্রোত্রং মে পাহি। ইতি কুণ্ডলে বধ্নীয়াত্। অনুলেপনেন পাণী প্রলিপ্য মুখমগ্রে ব্রাহ্মণো লিম্পেত্। ওঁ অনাবর্ত্তস্যানাবর্ত্তো ভূয়াসম্। ইতি শিখায়াং স্রজং বধ্নীয়াত্। ওঁ দেবানাং প্রতিষ্ঠে স্থঃ সর্বতো মাং পাহি। ইত্যুপানহম্। ওঁ দিবশ্ছন্নাসি বানস্পত্যোহসি সর্বতো মাং পাহি। ইতি ছত্রম্। ওঁ বেণুরসি বানস্পত্যোহসি সর্বতো মাং পাহি ইতি বৈণবদণ্ডং গৃহ্লীয়াত্। ততঃ পলাশদণ্ডং তূষ্ণীম্ অগ্নৌ ক্ষিপেত্। ওঁ আয়ুষ্যং বর্চস্যং রায়স্পোষমৌদ্ভিদং। ইদং হিরণ্যং বর্চস্ব জৈত্রায়া বিশতাদিমাম্। ইতি কণ্ঠে মণিং বধ্নীয়াত্। ততো মাণবকো লম্বমানম্ উষ্ণীষং কৃত্বা উপানহৌ সন্ত্যজ্যাগ্নিসমীপং গত্বাগ্নের্ঐশান্যাং দিশি উৰ্দ্ধস্থিতো বক্ষ্যমাণমন্ত্রেণ সমিধম্ একাং জুহুয়াত্। ওঁ স্মৃতঞ্চ মে অস্মৃতঞ্চ মে তন্ম উভয়ব্রতঞ্চ মে নিন্দা চ মে অনিন্দা চ মে তন্ম উভয়ব্রতঞ্চ মে বিদ্যা চ মে অবিদ্যা চ মে তন্ম উভয়ব্রতঞ্চ মে ইষ্টঞ্চ মে অনিষ্টঞ্চ মে তন্ম উভয়ব্রতঞ্চ মে দত্তঞ্চ মে অদত্তঞ্চ মে তন্ম উভয়ব্রতঞ্চ মে প্রজ্ঞা চ মে অপ্রজ্ঞা চ মে তন্ ম উভয়ব্রতঞ্চ মে শ্রদ্ধা চ মে অশ্রদ্ধা চ মে তন্ ম উভয়ব্রতঞ্চ মে অধীতঞ্চ মে অনধীতঞ্চ মে তন্ম উভয়ব্রতঞ্চ মে কৃতঞ্চ মে অকৃতঞ্চ মে তন্ম উভয়ব্রতঞ্চ মে সত্যঞ্চ মে অসত্যঞ্চ মে তন্ম উভয়ব্রতঞ্চ মে শ্রুতঞ্চ মে অশ্রুতঞ্চ মে তন্ম উভয়ব্রতঞ্চ মে ব্রতঞ্চ মে অব্রতঞ্চ মে তন্ম উভয়ব্রতঞ্চ মে যদগ্নেঃ সেন্দ্রস্য সপ্রজাপতিকস্য সঋষিকস্য সঋষিরাজন্যকস্য সপত্নীকস্য সপত্নীরাজন্যকস্য সাকাশস্য সাতিকাশস্য সপ্রতীকাশস্য সদেবমনুষ্যস্য সগন্ধর্বাপ্সরকস্য সহারণ্যৈশ্চ পশুভির্গ্রাম্যৈশ্চ যন্ম আত্মনি ব্রতম্ তন্মে সর্বং ব্রতং ইদমহমগ্নে ন মম সর্ব্বব্রতো ভবামি স্বাহা। ইদমগ্নয়ে। ততো ব্রহ্মচারী উপবিশ্য মণ্ডপাত্ সমিধম্ আকৃষ্য

ব্রহ্মচারী প্রিয়বাক্য, প্রণিপাত ও আশ্রমানুরূপ পারিতোষিক প্রদান দ্বারা গুরুকে সন্তুষ্ট করিয়া স্নানান্তে প্লবন-নামক সংস্কার করিবেন। কর্ণে ধারণযোগ্য কাঞ্চনাদি-নির্মিত কুণ্ডল, কণ্ঠে পরিধানযোগ্য মণি, বস্ত্র, উপানহ-যুগল, বৈণদণ্ড, সর্বৌষধি গন্ধানুলেপন, উষ্ণীষ, ছত্র এই সমস্ত আচার্য প্রদান করিবেন। অনন্তর সমস্ত সমিধ্ অগ্নিসমীপে স্থাপন করিবেন। আচার্যকে ভোজ্য ও গো দান-পূর্বক অন্যান্য ব্রাহ্মণকেও ভোজ্য দান করিবেন। পরে কর্তা সঙ্কল্প করিয়া শ্মশ্রু প্রভৃতি সংস্কার করিবেন। প্রথমতঃ চূড়াকরণবৎ হোম করিবেন। পরে কুশগুচ্ছ স্থাপন, ও তাম্র লৌহক্ষুরপীড়নাদি

১। ঋ. ১/২৪/১৫

বক্ষ্যমাণমন্ত্রৈঃ সমিদ্‌ধোমং করোতি। দশানাম্ অপ্রতিরথ ঋষির্‌অগ্নির্দেবতা বিরাট্ ছন্দঃ সমিদ্‌ধোমে বিনিয়োগঃ। ও মমাগ্নে[১] বর্চো বিহবেষ্বস্তু বয়ং ত্বেন্ধানাস্তন্বং পুষেম। মহ্যং নমন্তাং প্রদিশশ্চতস্রস্ত্বয়াধ্যক্ষেণ পৃতনা জয়েম স্বাহা। ইদমগ্নয়ে ন মম। ওঁ মম দেবা বিহবে সন্তু সর্ব ইন্দ্রবন্তো মরুতো বিষ্ণুরগ্নিঃ মমান্তরীক্ষমরুলোকমস্তু মহ্যং বাতঃ পবতাং কামে অস্মিন্ স্বাহা। ইদমগ্নয়ে ন মম।২। ওঁ ময়ি দেবা দ্রবিণমা যজন্তাং ময্যাশীরস্তু ময়ি দেবহূতিঃ। দৈব্যা হোতারো বনুষন্ত পূর্বেঽরিষ্টাঃ স্যাম তন্বা সুবীরাঃ স্বাহা। ইদমগ্নয়ে ন মম। ৩ । ওঁ মহ্যং যজন্তু মম যানি হব্যাকূতিঃ সত্যা মনসো মে অস্তু এনো মা নি গাং কতমচ্চনাহং বিশ্বে দেবাসো অধি বোচতা নঃ স্বাহা। ইদমগ্নয়ে ন মম।৪। ওঁ দেবীঃ ষলু র্বীরুরু ণঃ কৃণোতু বিশ্বে দেবাস ইহ বীরয়ধ্বম্। মা হাস্মহি প্রজয়া মা তনূভির্মা রধাম দ্বিষতে সোম রাজন্ স্বাহা। ইদমগ্নয়ে ন মম ।৫। ওঁ অগ্নে মন্যুং প্রতিনুদন্ পরেষামদব্ধো গোপাঃ পরি পাহি নস্ত্বম্। প্রত্যঞ্চো যন্তু নিগুতঃ পুনস্তে মৈষাং চিত্তং প্রবুধাং বি নেশত্ স্বাহা। ইদমগ্নয়ে।৬। ওঁ ধাতা ধাতৃণাং ভুবনস্য যস্পতির্দেবং ত্রাতারমভিমাতিষাহম্। ইমং যজ্ঞমশ্বিনোভা বৃহস্পতির্দেবাঃ পান্তু যজমানং ন্যর্থাত্ স্বাহা। ইদমগ্নয়ে ন মম। ৭ । ওঁ উরুব্যচা নো মহিষঃ শর্ম যংসদস্মিন্ হবে পুরুহূতঃ পুরুক্ষুঃ। স নঃ প্রজায়ৈ হর্যশ্ব মৃলয়েন্দ্র মা নো রীরিষো মা পরা দাঃ স্বাহা। ইদমগ্নয়ে ন মম। ৮। ওঁ যে নঃ সপত্না অপ তে ভবন্তিন্দ্রাগ্নিভ্যামব বাধামহে তান্। বসবো রুদ্রা আদিত্যা উপরিস্পৃশং মোগ্রং চেত্তারমধিরাজমক্রন্ স্বাহা। ইদমগ্নয়ে ন মম।৯। ওঁ অর্বাঞ্চমিন্দ্রমমুতো হবামহে যো গোজিদ্ ধনজিদশ্বজিদ্ ষ ইমং নো যজ্ঞং বিহবে জুষস্বাস্য কুর্মো হরিবো মো দিনং ত্বা স্বাহা। ইদমগ্নয়ে ন মম ।১০। ততঃ

সমস্ত ক্রিয়া সম্পাদন করিতে হয়। চূড়াকরণেই ঐ সকলের মন্ত্রাদি লিখিত হইয়াছে। তদনন্তর মাণবক শিক্ষা ধারণ-পূর্বক ক্ষৌর কর্মসম্পাদন করিয়া সর্বৌষধিজলে স্নান-পূর্বক বস্ত্রাদি গুরুকে নিবেদন করিবেন এবং "ওঁ যুবং বস্ত্রাণি-" ইত্যাদি মন্ত্রে স্বয়ং বস্ত্র পরিধান-পূর্বক অন্য একখানি বস্ত্র উষ্ণীষরূপে বন্ধন করিবেন। পরে "ওঁ যজ্ঞোপ-বীতং-" ইত্যাদি মন্ত্রে যজ্ঞোপবীত ধারণ, "ওঁ উদুত্তমং বরুণ পাশং-" ইত্যাদি মন্ত্রে মেখলা ও কৃষ্ণাজিন মোচন-পূর্বক বৈণবদণ্ডাগ্রে স্থাপন করিবেন। "ওঁ অশ্মনস্তেজোঽসি শ্রোত্রং মে পাহি-" ইত্যাদি মন্ত্রে কুণ্ডল ধারণ করিবেন। হস্তে অনুলেপন প্রদান,

১। ঋ. ১০/১২৮

প্রায়শ্চিত্তং স্বিষ্টকৃতঞ্চ সমাপ্য দক্ষিণাং দদ্যাত্। স্নাতকস্যৈতে নিয়মাঃ। ন নক্তং স্নায়াত্, ন নগ্নঃ স্বপেত্, ন নগ্নাং স্ত্রিয়ং বীক্ষেত মৈথুনাদ্‌অন্যত্র, বর্ষতি ন ধাবেত, ন বৃক্ষম্ আরোহেত, ন সংশয়ম্ আপদ্যেত। এতত্ সর্বং গুরুণা স্নাতকায় উপদেষ্টব্যম্। ততো ব্রহ্মচারী গৃহীতদণ্ডঃ সোপানত্কঃ সোষ্ণীষঃ কপটব্যাকোপম্‌আচরন্ কানিচিৎ পদানি গচ্ছতি। ততো মাত্রা পিত্রা বন্ধুভিশ্চ পরিহাসরীত্যা প্রিয়বচনপুরঃসরং ব্যাঘুট্যানীতঃ। ততো নিবৃত্তায়াং সন্ধ্যায়াং কৃতপাদশৌচাচমন উপবিশ্য বাগ্‌যতো ভুঞ্জীত। অমৃতোপস্তরণমসি স্বাহা। ইত্যাপোশানং কৃত্বাঙ্গুষ্ঠকনিকাষ্ঠভ্যাম্ অন্নং গৃহীত্বা ওঁ প্রাণায় স্বাহা। অঙ্গুষ্ঠমধ্যমাভ্যাং ওঁ ব্যানায় স্বাহা। অঙ্গুষ্ঠতর্জনীভ্যাং ওঁ উদানায় স্বাহা। সর্বাঙ্গুলীভিঃ ওঁ সমানায় স্বাহা। ততো মৌনম্ আতৃপ্তি ভুক্ত্বা ওঁ অমৃতাপিধানমসি স্বাহা। ইত্যাপোশানপূর্বকম্ আচম্য কৃতপাদপ্রক্ষালনঃ কৃষ্ণাজিনাস্তৃতায়াং শয়িত্বাক্ষারলবণাশনং দিনত্রয়ম্ আবশ্যকং কুর্যাত্। ততো যথেচ্ছয়া কর্তব্যম্।।

"ওঁ অনাবর্ত্তস্য-" ইত্যাদি মন্ত্রে শিখায় মাল্যবন্ধন, "ওঁ দেবানাং-" ইত্যাদি মন্ত্রে উপানহ ধারণ, "ওঁ দিবশ্ছন্দাংসি-" ইত্যাদি মন্ত্রে ছত্র এবং "ওঁ বেণুরসি-" ইত্যাদি মন্ত্রে বেণুদণ্ড গ্রহণ করিতে হয়। পরে তূষ্ণীংভাবে অগ্নিতে পলাশদণ্ড ক্ষেপণ করিবেন। তদনন্তর মাণবক উষ্ণীষ লম্বমান করতঃ উপানহ সন্তাড়ন পূর্বক অগ্নিসমীপে অগ্নির ঈশানদিকে দণ্ডায়মান হইবেন এবং "ওঁ স্মৃতঞ্চ মে-" ইত্যাদি মন্ত্রে একটি সমিধ আহুতি দিবেন। পরে ব্রহ্মচারী উপবেশন-পূর্বক মণ্ডপ হইতে সমিধ আকর্ষণ করিয়া "ওঁ মমাগ্নে বর্চো-" ইত্যাদি দশটি মন্ত্রে সমিৎহোম করিবেন। তৎপরে প্রায়শ্চিত্ত-হোম ও স্বিষ্টকৃৎহোম করিয়া দক্ষিণা প্রদান করিতে হয়। স্নাতকের নিয়ম যথা—রাত্রিতে স্নান করিবে না, উলঙ্গ হইয়া শয়ন করিবে না, নগ্না স্ত্রী দর্শন করিবে না, ধাবমান হইবে না, বৃক্ষে আরোহণ করিবে না, কোন বিষয়ে সন্দিগ্ধ হইবে না। গুরু স্নাতককে এইরূপ

বিবাহপদ্ধতিঃ

তত্র বিবাহাত্ প্রাগ্ ইন্দ্রাণীকর্ম। তত্র প্রাঙ্মুখ উপবিশ্য উপরি বিতানং কৃত্বা বক্ষ্যমাণমন্ত্রেণ কার্পাসসূত্রেণ প্রতিদিশং ত্রির্বেষ্টয়েত্। ওঁ ইন্দ্রাণীমাসু নারিষু[1] সুভগামহ মশ্রবম্। নহ্যস্যা অপরঞ্চন জরসা মরতে পতি র্বিশ্বস্মাদিন্দ্র উত্তরঃ। ততঃ কেশপক্ষয়োর্ঊর্ণাসূত্রং বধ্নীয়াদ্ বক্ষ্যমাণমন্ত্রেণ—ওঁ অগ্নে বিশ্বেভিঃ[2] স্বনীকদেবৈরূর্ণাবন্তং প্রথমঃ সীদ যোনিম্ কুলায়িনং ঘৃতবন্তং সবিত্রে যজ্ঞং নয় যজমানায় সাধু।। ততঃ কৃতবৃদ্ধিশ্রাদ্ধঃ প্রতিপাদিতহস্তোদকঃ কন্যাদাতা অর্হণার্থম্ এতানি দ্রব্যাণ্যুপকল্পয়েত্। যথা—বিষ্টরং পাদ্যম্ অর্ঘ্যম্ আচমনীয়ং দধি মধু কাংস্যপাত্রে দ্বে গৌরিতি চ। ততঃ কন্যাদাতা শুভে লগ্নে চরে সমুপস্থিতে স্বস্তিবাচনপূর্বকং সূর্যঃ সোম ইত্যাদি পঠিত্বা ওঁ সাধু ভবানাস্তাং ইতি পঠেত্। বরঃ- সাধ্বহমাসে ইতি বদেত্। দাতা - ওঁ অর্চ্চয়িষ্যামো ভবন্তম্। বরঃ ওঁ অর্চ্চয় ইতি। ততঃ পাদ্যার্ঘ্যাচমনীয়গন্ধপুষ্পবস্ত্রমাল্যানি বরায় দদ্যাত্। ততঃ কন্যাদাতা বরস্য দক্ষিণং জানু অক্ষতানি চ ধৃত্বা ওঁ অদ্যামুকে মাসি অমুকরাশিস্থে ভাস্করে অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রস্যামুকপ্রবরস্যামুকদেবশর্মণঃ প্রপৌত্রং এবং পৌত্রং এবং পুত্রম্ অমুকদেবশর্মাণং বরম্ অমুকগোত্রম্ অমুকপ্রবরম্ অমুকদেবশর্মাণং বর অমুকগোত্রস্যামুকপ্রবরস্যামুকদেবশর্মণঃ প্রপৌত্রীং এবং পৌত্রীং

উপদেশ দিবেন। তদনন্তর দণ্ড, উপানহ, উষ্ণীষ প্রভৃতি-ধারী ব্রহ্মচারী কপট কোপ প্রদর্শন-পূর্বক কতিপয় পদ অগ্রসর হইলে মাতা, পিতা ও বন্ধুগণ পরিহাস করিয়া প্রিয়সম্ভাষণে ফিরাইয়া আনয়ন করিবেন। অনন্তর সন্ধ্যাকাল অতীত হইলে পাদশৌচ ও আচমন-পূর্বক উপবেশন করত বাগ্‌যত হইয়া ভোজন করিতে হয়। প্রথমে "অমৃতোপস্তরণমসি স্বাহা" বলিয়া আচমন পূর্বক অঙ্গুষ্ঠ ও কনিষ্ঠা দ্বারা অন্ন গ্রহণ করিয়া "ওঁ প্রাণায় স্বাহা"; অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকা দ্বারা গ্রহণ-পূর্বক "ওঁ অপানায় স্বাহা"; অঙ্গুষ্ঠ ও মধ্যমা দ্বারা গ্রহণ-পূর্বক "ওঁ ব্যানায় স্বাহা"; অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জনী দ্বারা গ্রহণ-পূর্বক "ওঁ উদানায় স্বাহা"; এবং সর্বাঙ্গুলী দ্বারা দ্বারা "ওঁ সমানায় স্বাহা" বলিয়া গ্রহণ করিতে হয়। তদনন্তর মৌনভাবে তৃপ্তি সহকারে ভোজন করিয়া "ওঁ অমৃতাপিধানমসি স্বাহা" বাক্যে জলস্পর্শ-পূর্বক আচমন করত পাদপ্রক্ষালন করিবেন এবং কৃষ্ণাজিন - শয্যায় শয়ন করিবেন। এই দিন হইতে তিন দিন যাবৎ ক্ষার-লবণ সেবন করিতে নাই। তৎপরে যথেচ্ছ ভোজন করিতে পারিবেন।

১। ঋ. ১০।৮৬।১১ ২। ঋ. ৬।১৫।১৬

এবং পুত্রীম্ অমুকগোত্রাম্ অমুকপ্রবরাম্ অমুকীদেব্যভিধানাং কন্যাং শুভবিবাহেন পাদ্যাদিভির্ অভ্যর্চ্চ্য ভবন্তম্ অহং বৃণে। ততঃ 'ওঁ যথাজ্ঞানতঃ করবাণি' ইতি বরো বদেত্। ততঃ আচারাত্ কন্যাবরয়োর্মুখচন্দ্রিকাং কারয়েত্। ততঃ প্রাঙ্মুখ কন্যাদাতা প্রত্যঙ্মুখশ্চ বর উপবিশেত্। ততো দাতা বিষ্টরাদিভির্বরম্ অর্চয়েত্। যথা—দাতা বিষ্টরমাদায় ওঁ বিষ্টরো বিষ্টরো বিষ্টরঃ প্রতিগৃহ্যতাম্। বরঃ- বিষ্টরং প্রতিগৃহ্নামীত্যভিধায় মধ্যে পার্শ্বে কৃত্বা পঠেত্। ওঁ অহং বর্ষ্ম ইত্যস্য প্রজাপতির্ঋষিরনুষ্টুপ্ ছন্দঃ পরমেষ্ঠী দেবতা বিষ্টরাসনদানে বিনিয়োগঃ। ওঁ অহং বর্ষ্ম সজাতানাবিদ্যুতামিব সূর্যঃ ইমন্তমভিতিষ্ঠামি যো মা কশ্চাভিদাসতি ইতি উপবিশতি বিষ্টরে উদগগ্রে আক্রম্য বা। ততঃ কন্যাদাতা পাদ্যমিতি ত্রির্নিবেদয়েত্। ততো বরঃ পাদ্যং প্রতিগৃহ্নামীত্যনেন হস্তাভ্যাং গৃহীত্বা শিরসি দদ্যাত্। ততো দাতা আচমনীয়মিতি ত্রির্নিবেদয়েত্। বরঃ আচমনীয়ং প্রতিগৃহ্নামীত্যনেন আচমনীয়ং গৃহীত্বা ওঁ অমৃতোপস্তরণমসি স্বাহেতি আচামেত্। ততো দাতা কাংস্যপাত্রে দধিমধূ নিক্ষিপ্য মধ্বভাবে ঘৃতং বা কাংস্যপাত্রান্তরেণ পিধায় ওঁ মধুপর্ক ইতি ত্রির্নিবেদয়েত্। ততো বরঃ মধুপর্কং প্রতিগৃহ্নামীত্যানীয় বীক্ষেত্। ওঁ মিত্রস্য ত্বা ইত্যস্য প্রজাপতিঋর্ষিঃ সবিতা দেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দো মধুপর্কপ্রেক্ষণে বিনিয়োগঃ। ওঁ মিত্রস্য ত্বা চক্ষুষা প্রতীক্ষে ইত্যনেন নিরীক্ষ্য। ওঁ দেবস্য ত্বা ইত্যস্য প্রজাপতির্ঋষিঃ পূষা দেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দো মধুপর্কগ্রহণে বিনিয়োগঃ। ওঁ দেবস্য ত্বা সবিতুঃ প্রসবেঽশ্বিনোর্বাহুভ্যাং পূষ্ণো হস্তাভ্যাং প্রতিগৃহ্নামি ইত্যনেন প্রতিগৃহ্য। ওঁ মধু বাতেতি বিশ্বামিত্র ঋষিঃ সবিতা দেবতা ত্রিষ্টুপ্ ছন্দো মধুপর্কালোড়নে বিনিয়োগঃ। ওঁ মধু বাতা[১] ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ ইতি ঋচা সব্যে পাণৌ কৃত্বা অঙ্গুষ্ঠানামিকাভ্যাং ত্রিঃ প্রদক্ষিণম্ আলোড্য ওঁ বসবস্ত্বা গায়ত্রেণ ছন্দসা ভক্ষয়ন্ত্বিতি পুরস্তান্ নিক্ষিপতি। ওঁ রুদ্রাস্ত্বা ত্রৈষ্টুভেন ছন্দসা ভক্ষয়ন্ত্বিতি দক্ষিণতঃ ওঁ আদিত্যাস্ত্বা জগতেন ছন্দসা ভক্ষয়ন্ত্বিতি পশ্চাত্। ওঁ বিশ্বে

বিবাহ-সংস্কারের প্রথমেই ইন্দ্রাণীকর্ম। প্রতিমুখে উপবেশন-পূর্বক উপরিভাগে বিতান আচ্ছাদন করত "ওঁ ইন্দ্রাণীমাসু-" ইত্যাদি মন্ত্রে কার্পাসসূত্র দ্বারা প্রতিদিকে তিনবার বেষ্টন করিবে। তৎপরে "ওঁ অগ্নে বিশ্বেভিঃ-" ইত্যাদি মন্ত্রে ঊর্ণাসূত্র বন্ধন করিতে হয়। অনন্তর কন্যাদাতা কৃতবৃদ্ধিশ্রাদ্ধ ও কৃতহস্তোদক হইয়া অর্হণাথ বিষ্টর, পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয়, দধি, মধু, দুইটি কাংস্যপাত্র ও গো এই সমস্ত স্থাপন করিবেন। পরে শুভলগ্নে স্বস্তিবাচনান্তে "সূর্য সোম" ইত্যাদি পাঠ করিয়া "ওঁ সাধু ভবানাস্তাং" বলিলে বর "সাধ্বহমাসে" এবং "অর্চয়িষ্যামো ভবন্তং" বলিলে, বর "অর্চয়" বলিবেন। তৎপরে বরকে পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয়, গন্ধ, পুষ্প, বস্ত্র ও মাল্য দিতে হয়। কন্যাদাতা

১। ঋ. ১।৯০।৬

দেবাস্ত্বা আনুষ্টুভেন ছন্দসা ভক্ষয়ন্তিত্বরতঃ। ওঁ ভূতেভ্যস্ত্বামুক্ষিপামি ইতি মধ্যে নিক্ষিপেত্। ওঁ বিরাজো দোহোঽসি ইতি প্রথমং প্রাশ্নীয়াত্। তত আচম্য ওঁ বিরাজো দোহমসীতি দ্বিতীয়ম্। ওঁ ময়ি দোহঃ পাদ্যায়ৈ বিরাজ ইতি তৃতীয়ম্। তত আচম্য সর্বং ন ভক্ষয়েত্ ন তৃপ্তিং গচ্ছেত্ উত্তরতো ব্রাহ্মণায়োচ্ছিষ্টং প্রযচ্ছেত্। তত আচমনবিধানেন ওঁ অমৃতাপিধানমসীত্যনেন পুনর্ আচামতি। ততঃ শৌচার্থম্ আচমনম্। ততঃ কর্মাঙ্গ াচমনং কুর্যাত্। এবমাচান্তোদকো ভবতি। ততো দাতা গৌর্ইতি ত্রির্নিবেদয়েত্। ততো বরঃ হতো মে পাপ্মা পাপ্মা মে হত ইতি গাম্ অনুত্সৃজন্ পঠতি। ওঁ মাতা রুদ্রাণামিত্যস্য বশিষ্ঠ ঋষিস্ত্রিষ্টুপ্ ছন্দো গৌর্দেবতা গবানুমন্ত্রণে বিনিয়োগঃ। ওঁ মাতা[১] রুদ্রাণাং দুহিতা পশূনাং স্বসাদিত্যানামমৃতস্য নাভিঃ প্র নু বোচং চিকিতুষে জনায় মা গামনাগামদিতিং বধিষ্ট। ততো বন্ধনান্মুক্তোঽয়ং গৌরিতি নাপিতো বাচয়তি। ততঃ কন্যাম্ আনীয় বরার্থং প্রথমং ব্রাহ্মণান্ স্বস্তি বাচয়িত্বা বরং বাচয়েত্। ওঁ দীর্ঘায়ুঃ শ্রীঃ শান্তিঃ পুষ্টশ্চাস্তু শিবা আপঃ সন্তু অক্ষতঞ্চারিষ্টঞ্চাস্তু। ততঃ সম্প্রদানম্। কন্যাম্ অর্চয়িত্বা বাক্যং কুর্যাত্। ওমদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রস্যামুকপ্রবরস্যামুকদেবশর্মণঃ প্রপৌত্রায় তথা পৌত্রায় তথা পুত্রায় অমুকগোত্রায় অমুকপ্রবরায় অমুকনাম্নে তুভ্যং অমুকগোত্রস্যামুক প্রবরস্যামুকদেবশর্মণঃ প্রপৌত্রীং তথা পৌত্রীং তথা পুত্রীম্ অমুকগোত্রাম্ অমুকপ্রবরাম্ অমুকীদেব্যভিধানাং কন্যাং প্রজাপতিদেবতাকাম্ অমুকগোত্রস্যামুকস্য স্বর্গকামোঽহং সম্প্রদদে। ততো বরঃ স্বস্তীতি বদেত্। ততঃ প্রাঙ্মুখায় বরায় প্রত্যঙ্মুখো বদেত্। ধর্মে চার্থে চ কামে চ ন ব্যভিচারিতব্যা ত্বয়েয়ম্ ইতি। ততো বরো বাঢ়মিতি ব্রূয়াত্। ততঃ কন্যাম্ অভিমৃশ্য জপতি। ক ইদমিত্যস্য

আতপতণ্ডুলসহ বরের দক্ষিণজানু ধরিয়া 'ওমদ্য-' ইত্যাদি বাক্যে বরণ করিলে বর "বৃতোঽস্মি" বলিবেন। দাতা "ওঁ যথাবিহিতং বিবাহকর্ম কুরু" বলিলে বর "ও যথাজ্ঞানতঃ করবাণি" বলিবেন। তদনন্তর আচারানুসারে কন্যা ও বরের মুখচন্দ্রিকা করাইতে হয়। অনন্তর কন্যাদাতা পূর্বমুখে ও বর পশ্চিম মুখে উপবেশন করিবেন। তৎপরে বিষ্টরাদি দ্বারা বরকে অর্চনা করিতে হয়। যথা—দাতা বিষ্টর লইয়া "ওঁ বিষ্টরো বিষ্টরো বিষ্টরঃ প্রতিগৃহ্যতাম্" বলিলে বর "বিষ্টরং প্রতিগৃহ্ণামি" বলিয়া "ওঁ অহং বর্ষ্ম" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করত তদুপরি উপবিষ্ট হইবেন। ঐ প্রকারে পাদ্য প্রদান করিলে বর লইয়া মস্তকে দিবেন। আচমনীয় দিলে গ্রহণ-পূর্বক "ওঁ অমৃতোপস্তরণমসি স্বাহা" বলিয়া আচমন করিবেন। তৎপরে কাংস্যপাত্রে দধি মধু, মধুর অভাবে ঘৃত

১. ঋ. ৮।১০১।১৫

প্রজাপতির্ঋষিঃ কামো দেবতা ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ কন্যাগ্রহণে বিনিয়োগঃ। ওঁ ক ইদং কস্মা অদাত্ কামঃ কামায় অদাত্ কামো দাতা কামঃ প্রতিগৃহীতা কামঃ সমুদ্রমাবিশত্ কামেন ত্বাং প্রতিগৃহ্ণামি কামৈতত্ তে। ওঁ বৃষ্টিরসি দ্যৌস্ত্বা দদাতু পৃথিবী ত্বা প্রতিগৃহ্ণাতু ইত্যনেন বাচয়েত্। দক্ষিণাঃ পান্তু বহু দেয়ঞ্চ নোঽস্তু প্রজাপতিঃ প্রীয়তাং তিথিকরণং মুহূর্তনক্ষত্রে গ্রহলগ্নসম্পদঃ সন্তু। পুণ্যাহমিতি স্বস্তীতি ঋদ্ধিরিতি ত্রির্নিবেদয়েত্। তত উদকপাত্রং গৃহীত্বা ওঁ অনাধৃষ্টমস্যনাধৃষ্টং দেবানামোজো অভিশস্তিপাঃ। অনভিশস্ত্যমঞ্জসা সত্যম্ উপাগমত্ স্বিতে মধোঃ। ওঁ যৎ কুক্ষি রামমিত্যঙ্গিরাঃ প্রজাপতিঋষির্বিশ্বেদেবা দেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দোঽভিমন্ত্রণে বিনিয়োগঃ। ওঁ যৎ কক্ষি বাংস বলনং পুত্রোঙ্গিরসামদাৎ তেন নৌত্য বিশ্বেদেবাঃ সম্প্রিয়ং সমজীজনন্। ইত্যভিমন্ত্র্য। ওঁ সমুদ্রজ্যেষ্ঠাঃ[১] সলিলস্য মধ্যাত্ পুনানা যন্ত্যনিবিশমানাঃ। ইন্দ্রো যা বজ্রী বৃষভো ররাদ তা আপো দেবীরিহ মামবন্তু। ওঁ যা আপো দিব্যা উত বা স্রবন্তি খনিত্রিমা উত বা যাঃ স্বয়ংজাঃ। সমুদ্রার্থা যাঃ শুচয়ঃ পাবকাস্তা আপো দেবীরিহ মামবন্তু। ওঁ যাসাং রাজা বরুণো যাতি মধ্যে সত্যানৃতে অবপশ্যঞ্জনানাম্ মধুশ্চুতঃ শুচয়ো যাঃ পাবকাস্তা আপো দেবীরিহ মামবন্তু। ওঁ যাসু রাজা বরুণো যাসু সোমো বিশ্বে দেবা যাসূর্জং মদন্তি। বৈশ্বানরো যাস্বগ্নিঃ প্রবিষ্টস্তা আপো দেবীরিহ মামবন্তু ইতি কন্যাম্ অভিষিচ্য। ওঁ আ নঃ প্রজা ইতি প্রজাপতির্ঋষির্বিশ্বে-দেবা দেবতা ত্রিষ্টুপ্ ছন্দোঽপামার্জনে বিনিয়োগঃ। ওঁ আ[২] নঃ প্রজাং জনয়তু প্রজাপতি- রাজরসায় সমনক্ত্বর্যমা। অদুর্মঙ্গলীঃ পতিলোকমা বিশ শং নো ভব দ্বিপদে শং চতুষ্পদে। ওঁ অঘোরচক্ষুরপতিঘ্ন্যেধি শিবা পশুভ্যঃ সুমনাঃ সুবর্চাঃ। বীরসূর্দেবকামা স্যোনা শং নো ভব দ্বিপদে শং চতুষ্পদে। ইত্যেতাভ্যাং স্পৃশেত্। ততঃ সুবর্ণাদিদক্ষিণাং দদ্যাত্। ততঃ কন্যায়া অধোবাসঃ সংগৃহ্য গৃহং বিশেয়ুঃ। ততো জনধর্মান্ গ্রামধর্মাংশ্চ কুর্যুঃ। ততঃ স্বস্তি নো মিমীতেত্যাদিনা স্বস্তিবাচনং কুর্যাত্। ততো মণ্ডপে আগারচ্ছায়ায়াং আষোড়-শাঙ্গুলম্ অবনীং নির্মন্থ্য তেনাগ্নিনা জাতকর্মান্নপ্রাশনচৌড়-

---

স্থাপন-পূর্বক অপর কাংস্যপাত্র দ্বারা আচ্ছাদন করিয় তিনবার যথাযথ বাক্যে প্রদান করিলে বর তাহা "গ্রহণ করিলাম" বলিয়া "ওঁ মিত্রস্য ত্বা-" ইত্যাদি মন্ত্রে গ্রহণ করিবেন এবং "মধুবাতা-" ইত্যাদি মন্ত্রে অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকা দ্বারা তিনবার আলোড়ন করিয়া "বসবস্ত্বা-" ইত্যাদি মন্ত্রে পুরোভাগে, "ওঁ রুদ্রাস্ত্বা-" ইত্যাদি মন্ত্রে দক্ষিণে, "ওঁ আদিত্যাস্ত্বা-" ইত্যাদি মন্ত্রে পশ্চাতে এবং "ওঁ বিশ্বেদেবাস্ত্বা-" ইত্যাদি মন্ত্রে মধ্যভাগে কিঞ্চিৎ নিক্ষেপ করিয়া "ওঁ বিরাজো-" ইত্যাদি মন্ত্রে প্রথমে কিঞ্চিৎ সেবন করিবেন। পরে আচমন-পূর্বক "ওঁ বিরাজো-" ইত্যাদি মন্ত্রে দ্বিতীয় বার এবং "ওঁ ময়ি

১। ঋ. ৭।৪৯ ২। ঋ. ১০।৮৫।৪৩,৪৪

কর্মোপনয়ন-সমাবর্তনবিবাহানি কর্মাণি কুর্যুঃ। অভাবে ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়াগারেভ্যো বা অগ্নিম্ আনীয় উপলেপনাদ্যাজ্যভাগান্তং কর্ম কৃত্বা যোজকনামানম্ অগ্নিং সংস্থাপ্য। পশ্চাদ্ অগ্নের্ উত্তরতঃ অশ্মানং সুপুত্রম্ আনীয় তস্মিন্নেব উদককুম্ভং সংস্থাপ্য তয়া কন্যয়া সংস্পৃশেদ্ বরঃ। তত আজ্যাহুতীর্জুহোতি। ওঁ অগ্ন[1] আয়ূংষি ইতি তিসৃণাং শতং বৈখানস ঋষয়োঽগ্নিঃ পবমানো দেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দঃ আজ্যহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ অগ্ন আয়ূংষি পবস আ সুবোর্জমিষঞ্চ নঃ। আরে বাধস্ব দুচ্ছুনাম্ স্বাহা। ওঁ অগ্নির্ঋষিঃ পবমানঃ পাঞ্চজন্যঃ পুরোহিতঃ। তমীমহে মহাগয়ম্ স্বাহা। ওঁ অগ্নে পবস্ব স্বপা অস্মে বর্চঃ সুবীর্যং দধদ্ রয়িং ময়ি পোষং স্বাহা। ওঁ ত্বমর্যমা[2] ভবসি যত্ কনীনাং নাম স্বধাবন্ গুহ্যং বিভর্ষি। অঞ্জন্তি মিত্রং সুধিতং ন গোভির্যদ্দম্পতী সমনসা কৃণোমি স্বাহা। ওঁ প্রজাপতে[3] ন ত্বদেতান্যন্যো বিশ্বা জাতানি পরি তা বভূব যত্ কামাস্তে জুহুমস্তন্নো অস্তু বয়ং স্যাম পতয়ো রয়ীণাং স্বাহা। ততো ব্যাহৃতিভিশ্চতস্র আজ্যাহুতীর্জুহুয়াত্। তত্রাপি ত্বমর্যমা ভবসীতি চতুর্থীপূরণার্থং জুহুয়াদ্ ইত্যেকে। ইতি হুত্বা তিষ্ঠন্ প্রত্যঙ্মুখঃ প্রাঙ্মুখাসীনায়াঃ। ওঁ গৃভ্ণামি ইতি প্রজাপতির্ঋষিঃ সবিতা দেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দঃ। কন্যাপাণিগ্রহণে বিনিয়োগঃ। ওঁ গৃভ্ণামি[4] তে সৌভগত্বায় হস্তং ময়া পত্যা জরদষ্টির্যথাসঃ। ভগো অর্যমা সবিতা পুরন্ধির্মহ্যং ত্বাদুর্গার্হপত্যায় দেবাঃ ইত্যনেন সাঙ্গুষ্ঠম্ উভয়কামঃ। প্রদক্ষিণম্অগ্নিম্উদককুম্ভঞ্চামাত্র পরিণয়নং জপতি। ওঁ অমোহ হমস্মি ইতি প্রজাপতির্ঋষিরগ্নির্দেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দ কন্যাপরিণয়নে বিনিয়োগঃ। ওঁ অমোহ হমস্মি সা ত্বমসি দ্যৌরহং পৃথিবী ত্বং সামাহমস্মি ঋক্ ত্বং দ্বাবেব বিবহাবহৈ প্রজাং প্রজনয়াবহৈ সম্প্রিয়ৌ রোচিষ্ণূ সমনন্যমনো জীবেম শরদঃ শতমিতি। অগ্নিম্ উদককুম্ভঞ্চ প্রদক্ষিণীকৃত্য। ওঁ ইমমশ্মানমিতি মেধাতিথির্ঋষিরগ্নির্দেবতা ত্রিষ্টুপ্ ছন্দোঽশ্মারোহণে বিনিয়োগঃ। ওঁ ইমমশ্মানমারোহাশ্মেব ত্বং স্থিরা ভব। সহস্ব

দোহঃ-" ইত্যাদি মন্ত্রে তৃতীয়বার কিঞ্চিৎ সেবন করিতে হয়। পরে আচমন ও আচমনবিধানে পুনরাচমন করিবেন। তদনন্তর শৌচার্থ আচমন করিতে হয়। "ওঁ সত্যং যশঃ-" ইত্যাদি মন্ত্রে দ্বিতীয় আচমন করিবেন। তৎপরে কর্মাঙ্গাচমন করিবেন। অনন্তর দাতা গো নিবেদন করিলে বর "ওঁ হতো মে পাপ্মা-" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ পূর্বক-গো মোচন করিবেন এবং নাপিত "গৌ' শব্দ উচ্চারণ করিবে। তদনন্তর কন্যাকে আনয়ন-পূর্বক প্রথমে ব্রাহ্মণগণকে স্বস্তিবাচন করাইয়া বরকে "ওঁ দীর্ঘায়ুঃ শ্রীঃ-" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করাইতে হয়।

১। ঋ. ৯।৬৬।১৯-২১ ২। ঋ. ৫।৩।২ ৩। ঋ. ১০।১২১।১০

৪। ঋ. ১০।৮৫।৩৬

পৃতনায়তোঽভিতিষ্ঠ প্রতন্যত ইত্যনেনাশ্মানম্ আরোহয়েত্। ততোঽবতার্য্য কন্যায়া অঞ্জলৌ ঘৃতস্রুবং দত্ত্বা ভ্রাতা ভ্রাতৃস্থানো বা দ্বিরলাজান্ আবপতি। ত্রিঃ প্রদক্ষিণীকৃত্য দম্পতী জুহুতঃ। পতির্‌আজ্যস্রুবেণাভিঘার্য্য লাজকৌষম্‌অপি ঘৃতস্রুবেণাভিঘার্য্য। ওঁ অর্যমণমিতি প্রজাপতির্ঋষিঃ সবিতা দেবতা বৃহতীচ্ছন্দো লাজহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ অর্যমা প্রেতো মুঞ্চাতু মামুতঃ স্বাহা। ইতি কন্যা জুহোতি যথা বহ্নৌ পততি। ততঃ প্রদক্ষিণম্ অগ্নিম্ উদককুম্ভঞ্চ কৃত্বা ওঁ অমোঽহমস্মি ইত্যনেনাগ্নিং পরিক্রম্য ওঁ ইমমশ্মানমারোহেত্যনেনাশ্মানম্‌আরোহয়িত্বাবতার্য্য পুনর্ অঞ্জলিপূরণাদিকং কৃত্বা। ওঁ বরুণং নু দেবমিতি প্রজাপতির্ঋষিঃ সবিতা দেবতা বৃহতীচ্ছন্দো লাজহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ বরুণং নু দেবং কন্যা অগ্নিমযক্ষত। স ইমাং দেবো বরুণঃ প্রেতো মুঞ্চাতু মামুতঃ স্বাহেতি তথৈব জুহুয়াত্। পুনরমোঽহস্মি ইত্যনেনাগ্নিম্ উদকুম্ভঞ্চ প্রদক্ষিণং কারয়িত্বা ইমমশ্মানমারোহেত্যনেনাশ্মারোহণং কৃত্বাবতার্য্য পুনর্ অঞ্জলিপূরণাদিকং তথৈব কারয়িত্বা ওঁ পূষণং নু দেবমিতি প্রজাপতির্ঋষিঃ সবিতা দেবতা বৃহতীচ্ছন্দো লাজহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ পূষণং নু দেবং কন্যা অগ্নিমযক্ষত। স ইমাং দেবঃ পূষা প্রেতো মুঞ্চাতু মামুতঃ স্বাহা। ইতি তথৈব জুহুয়াত্। পুনরমোঽহমস্মীত্যনেনাভিমুখং শূর্পকোণেন যথা বহ্নৌ পততি তথা সর্বং তূষ্ণীং জুহুয়াত্। ততো বরো কেশমোচনপক্ষে ইমং মন্ত্রং পঠেত্। ওঁ প্র ত্বা[১] মুঞ্চামি বরুণস্য পাশাত্ যেন ত্বাবধ্নাত্ সবিতা সুশেবঃ। ঋতস্য যোনৌ সুকৃতস্য লোকেঽরিষ্টাং ত্বা সহ পত্যা দধামি ইত্যনেন কেশান্ মোচয়েত্। ওঁ প্রেতো[২] মুঞ্চাতু নামুতঃ। সুবদ্ধাম্ অমুতস্করম্। যথেয়মিন্দ্র মীঢ্বঃ সুপুত্রা সুভগাসতি ইত্যনেন বধ্নীয়াত্। তথৈতস্যাম্ অপরাজিতায়াং দিশি সপ্তপদাঅভ্যুত্ক্রাময়তি বরঃ। ওঁ ইষ একপদীত্যাদীনাং প্রজাপতির্ঋষিরিন্দ্রো দেবতানুষ্টুপ্ ছন্দঃ সপ্তপদীকরণে

অনন্তর সম্প্রদান। —কন্যাকে অর্চনা-পূর্বক যথাযথ বাক্যে সম্প্রদান করিলে বর "স্বস্তি" উচ্চারণ করিবেন। পরে কন্যাদাতা প্রত্যঙ্মুখোপবিষ্ট বরকে "ধর্মে চার্থে চ কামে চ" ইত্যাদি বলিলে বরও "বাঢ়ম্" উচ্চারণ করিবেন। তৎপরে কন্যাকে অভিমর্শন-পূর্বক "ওঁ ক ইদং কস্মা" ইত্যাদি কামস্তুতি পাঠ করাইতে হয় এবং পুণ্যাহ, স্বস্তি ও ঋদ্ধিবাচন-পূর্বক উদকপাত্র লইয়া "ওঁ অনাধৃষ্টং-" ইত্যাদি মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করিয়া "ওঁ আ নঃ প্রজা জনয়তু-" ইত্যাদি মন্ত্রদ্বয় পাঠ-পূর্বক স্পর্শ করিবে। পরে সুবর্ণাদি দক্ষিণা দিতে হয়। অনন্তর কন্যার অধোবাস ধারণ-পূর্বক গৃহে প্রবেশ করাইবেন। এই সময়েই

১। ঋ. ১০।৮৫।২৪   ২। স.১০।৮৫।২৫

বিনিয়োগঃ। ওং ইষ একপদী ভব সা মামনুব্রতা ভব পুত্রান্ বিন্দাবহৈ বহূংস্তে সন্তু জরদষ্টয়ঃ। অপরমন্ত্রে ঋষ্যাদিপাঠান্তে ওঁ ঊর্জে দ্বিপদী ভব সা মে ইত্যাদি। ওঁ রায়স্পোষায় ত্রিপদী ভব। ওঁ মায়োভব্যায় চতুষ্পদী ভব। ওঁ প্রজাসু পঞ্চপদী ভব। ওঁ ঋতুভ্যঃ ষট্পদী ভব। ওঁ সখা সপ্তপদী ভব সা মামনুব্রতা ভব...জরদষ্টয় ততো দম্পত্যোঃ শিরসি সন্নিধায় উদককুম্ভেন আ সিঞ্চেত্। দম্পতী মৌনী ভূত্বা তাবদ্ আস্তাং যাবদ্ বধূর্ অরুন্ধতীং সপ্তর্ষীংশ্চ ন পশ্যতি। ততো বাচং বিসৃজেতাম্। মাসহনি চেতং দিশম্ অবলোকয়েত্। ততশ্চ প্রায়শ্চিত্তং স্বিষ্টকৃদাদিকং সমাপয়েত্। ওঁ ধ্রুবা দৌরিত্যস্য প্রজাপতির্ঋষিঃ পূষা দেবতা জগতীচ্ছন্দো ধ্রুবদর্শনে বিনিয়োগঃ। ওঁ ধ্রুবা দ্যৌর্ ধ্রুবা পৃথিবী ধ্রুবাসঃ পর্বতা ইমে ধ্রুবো রাজা বিশাময়ং ধ্রুবস্তে রাজা বরুণো ধ্রুবো দেবো বৃহস্পতিঃ। ধ্রুবস্ত ইন্দ্রশ্চাগ্নিশ্চ রাষ্ট্র ধারয়তাং ধ্রুবম্। ধ্রুবম্ ঈক্ষমাণো বরঃ পঠেত্। ততঃ প্রয়াণ উপপদ্যমানে ওঁ পূষা[1] ত্বেতো নয়তু হস্তগৃহ্যাশ্বিনা ত্বা প্র বহতাং রথেন। গৃহান্ গচ্ছ গৃহপত্নী যথাসো বশিনী ত্বং বিদথমা বদাসি ইত্যনেন যানম্ আরোহয়েত্। যদি নদ্যন্তরা ভবতি তদা অশ্মন্বতী[2] রীয়তে সং রভধ্বমুত্তিষ্ঠত প্র তরতা সখায় ইত্যর্ধর্চেন বধূং নাবম্ আরোহয়েত্। অত্রা জহাম যে অসন্নশেবাঃ শিবান্‌বয়মুত্তরেমাভি বাজান্ ইত্যর্ধর্চেন নাব উত্তরে বর্ত্মনি নীয়মানা চেদ্‌রোদতি তদা জীবং[3] রুদন্তি বি ময়ন্তে অধ্বরে দীর্ঘামনু প্রসিতিং দীধিয়ুর্নরঃ। বামং পিতৃভ্যো য ইদং

লোকাচার ও গ্রামাচার অনুসারে তৎতৎ কর্ম্ম সমাধা করিতে হয়। তদনন্তর স্বস্তিবাচন-পূর্বক ছায়ামণ্ডপে আষোড়শাঙ্গুল অরণী নির্মন্থন করিবে। সেই অগ্নি দ্বারা জাতকর্ম, অন্নপ্রাশন, চূড়াকরণ, উপনয়ন, সমাবর্তন ও বিবাহকর্ম সম্পাদন করিতে হয়। তদভাবে ব্রাহ্মণের বা ক্ষত্রিয়ের গৃহ হইতে অগ্নি আনয়ন করিয়া উপলেপনাদি আজ্যভাগান্ত কর্ম করিয়া যোজকনামা অগ্নি স্থাপন করিবে। পরে অগ্নির উত্তরে শিলা "ওঁ অগ্ন আয়ূংষি-" ইত্যাদি মন্ত্রে আজ্যাহুতি প্রদান করিবেন। তৎপরে ব্যাহৃতি - উচ্চারণপূর্বক চারিটি আহুতি দিতে হয়। এইরূপে হোম করিয়া প্রত্যঙ্মুখ হইয়া "ওঁ গৃহ্ণামি-" ইত্যাদি মন্ত্রে প্রাঙ্মুখে উপবিষ্টা কন্যার সাঙ্গুষ্ঠ হস্ত গ্রহণ করিবেন। তদনন্তর "ওঁ অমোহমস্মি"- ইত্যাদি মন্ত্রে অগ্নি ও উদককুম্ভ প্রদক্ষিণ করিয়া "ওঁ ইমমশ্মানং-" ইত্যাদি মন্ত্রে শিলার উপর আরোহণ করিবেন। অনন্তর শিলা হইতে অবতরণ করিলে ভ্রাতা বা ভ্রাতৃস্থানীয় অপর কেহ কন্যার অঞ্জলিতে ঘৃতস্রুব ও লাজ প্রদান করিবে। তখন দম্পতী তিনবার অগ্নি প্রদক্ষিণ করিয়া হোম করিবেন। "ওঁ অর্যমণং নু দেবং-"ইত্যাদি মন্ত্রে কন্যা

১। ঋ. ১০।৮৫।২৬ ২। ঋ. ১০।৫৩।৮ ৩। ঋ. ১০।৪০।১০

সমেরিরে ময়ঃ পতিভ্যো জনয়ঃ পরিষ্বজে ইতি পঠেত্। বিবাহাগ্নিং তস্মিন্নেব কালেঽগ্রতো নয়েত্। কন্যানেন সুপুণ্যবৃক্ষচতুষ্পথেষু—ওঁ মা বিদন্ পরিপন্থিনো য আসীদন্তি দম্পতী। সুগেভির্দুর্গমতীতাম্ অপ দ্রান্ত্বরাতয় ইতি পঠেত্। সুমঙ্গলীরিয়ং[1] বধূরিমাং সমেত পশ্যত। সৌভাগ্যমস্যৈ দত্ত্বায়াথাস্তং বি পরেতন ইত্যনেন। বাসে বাসে বা অনেন ঈক্ষকান্ দর্শয়েত্। ওঁ ইহ[2]প্রিয়ং প্রজয়া তে সমৃধ্যতামস্মিন্ গৃহে গার্হপত্যায় জাগৃহি। এনা পত্যা তন্বং সং সৃজস্বাধা জিব্রী বিদথমা বদাথ ইত্যনেন বধূং গৃহং প্রবেশয়েত্। অথ বিবাহাগ্নিম্ উপসমাধায় পশ্চাদগ্নের্ আনডুহং চর্মাস্তীর্য পূর্বগ্রীবম্ উত্তরলোম তাম্উপবেশ্য তয়া পরিগৃহীত আজ্যাহুতীর্জুহোতি। এবং- বিধাহুভিতত্রয়স্য সংস্রব গ্রহণং কার্য্যম্। ও আ নঃ[3]প্রজা জনয়তু প্রজাপতিরাজরসায় সমনক্ত্বর্যমা। অদুর্মঙ্গলীঃ পতিলোকমাবিশ শং নো ভব দ্বিপদে শং চতুষ্পদে স্বাহা। ওঁ ইমাং ত্বমিন্দ্র মীঢ্বঃ সুপুত্রাং সুভগাং কৃণু। দশাস্যাং পুত্রানা ধেহি পতিমেকাদশং কৃধি স্বাহা। ওঁ সম্রাজ্ঞী শ্বশুরে ভব সম্রাজ্ঞী শ্বশ্র্বাং ভব । ননান্দরি সম্রাজ্ঞী ভব সম্রাজ্ঞী অধি দেবৃষু স্বাহা। ওঁ সমঞ্জন্তু বিশ্বে দেবাঃ সমাপো হৃদয়ানি নৌ। সং মাতরিশ্বা সং ধাতা সমু দেষ্ট্রী দধাতু নৌ ইতি প্রাশয়েত্। সংস্রাবম্ আজ্যশেষেণ বধূহৃদয়দেশম্ অভ্যনক্তি বা।

অথ চতুর্থীহোমঃ। নিবর্তিত নিত্যকৃত্যঃ শিখিনামানম্ অগ্নিং সংস্থাপ্য প্রাজাপত্যচরুং শ্রপয়িত্বা প্রথমম্ আজ্যাহুতীর্জুহোতি। ওঁ ভূঃ পৃথিব্যৈ দিব্যায় মহতে চ স্বাহা। ওঁ ভুবো বায়বে চান্তরীক্ষায় দিব্যায় মহতে চ স্বাহা। ওঁ স্বঃ সূর্যায় দিব্যায় মহতে চ স্বাহা। ওঁ

আহুতি দিবে, যেন আহুতি বহ্নিমধ্যে নিপতিত হয়। তৎপরে "ওঁ অমোঽহমস্মি" ইত্যাদি মন্ত্রে অগ্নি ও উদককুম্ভ প্রদক্ষিণ-পূর্বক "ওঁ ইমমশ্মানং-" ইত্যাদি মন্ত্রে শিলার উপর আরোহণ করিয়া পুনরায় অবতরণ করিবেন এবং পুনর্বার অঞ্জলি পূর্ণ করিয়া "ওঁ বরুণং ত্বা দেবং-" ইত্যাদি মন্ত্রে আহুতি দিবেন। পুনরার ঐরূপে অগ্নি ও উদককুম্ভ প্রদক্ষিণ, শিলার উপর আরোহণ, শিলা হইতে অবতরণ এবং অঞ্জলি গ্রহণ-পূর্বক "ওঁ পূষণং ত্বদেবং ইত্যাদি মন্ত্রে আহুতি দিবেন। তৎপরে পুনরায় ঐ প্রকারে অগ্নি প্রদক্ষিণ-পূর্বক শূর্পকোণ দ্বারা তূষ্ণীংভাবে হোম করিতে হয়। তৎপরে বর "ওঁ প্র ত্বা মুঞ্চাতু-" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া বধূর কেশ মোচন করিবেন এবং "ওঁ প্রেতো মুঞ্চাতু-" ইত্যাদি মন্ত্রে বন্ধন করিয়া দিবেন। অনন্তর ' ওঁ ইয একপদী ভব-" ইত্যাদি

১। ঋ. ১০/৮৫/৩৩
২। ঋ. ১০/৮৫/২৭
৩। ঋ. ১০/৮৫/৪৩-৪৭

ভূর্ভুবঃ স্বশ্চন্দ্রমসঃ নক্ষত্রেভ্যশ্চ দিগ্‌ভ্যশ্চ দিব্যায় মহতে চ স্বাহা। অথ চরুহোমঃ। ওঁ অগ্নে প্রায়শ্চিত্তে ত্বং দেবানাং প্রায়শ্চিত্তিরসি যাস্যা পতিঘ্নী তনূস্তামস্যা অপজহি স্বাহা। ওঁ বায়ো প্রায়শ্চিত্তে ত্বং দেবানাং প্রায়শ্চিত্তিরসি যাস্যা অপুত্র্যা তনুস্তামস্যা অপজহি স্বাহা। ওঁ সূর্যঃ প্রায়শ্চিত্তে ত্বং দেবানাং প্রায়শ্চিত্তিরসি যাস্যা অপসব্যা তনুস্তামস্যা অপজহি স্বাহা। ওঁ বরুণং দেবং কন্যা অগ্নিং নু অযক্ষত। স ইমং দেবো বরুণঃ প্রেতো মুঞ্চাতু মামুতঃ স্বাহা। ওঁ পূষাণমিত্যাদি ওঁ প্রজাপতে[১] ন ত্বদেতান্যন্যো বিশ্বা জাতানি পরি তা বভূব। যত্‌কামাস্তে জুহুমস্তন্নো অস্তু বয়ং স্যাম পতয়ো রয়ীণাং স্বাহা। ততো ব্রাহ্মণান্ ভোজয়িত্বা স্বস্ত্যয়নং বাচয়েত্।

মন্ত্রে সপ্তপদী গমন করিবেন। পরে জলকুম্ভ দ্বারা দম্পতীর মস্তকে অভিষেক করিতে হয়। যাবৎ বধূ অরুন্ধতী ও সপ্তর্ষি দর্শন না করেন, তাবৎ দম্পতী মৌনভাবে অবস্থান করিবেন। পরে যথাযথ মন্ত্রে সর্বদিক অবলোকন পূর্বক প্রয়শ্চিত্ত-হোম ও স্বিষ্টকৃৎহোম করিবেন। "ওঁ ধ্রুবাসৌ ধ্রুবা-" ইত্যাদি মন্ত্রে বর ধ্রুব দর্শন এবং "ওঁ পূষন্নিতো-" ইত্যাদি মন্ত্রে যানারোহণ করিবেন। যদি নদীপথে যানাদি আরোহণ করিতে হয়, তাহা হইলে "সংরভধ্বমুত্তিষ্ঠত-" ইত্যাদি মন্ত্রাংশ পাঠ করিবেন। এই সময়েই সম্মুখেই বিবাহাগ্নি আনয়ন করিতে হয়। তৎপরে কন্যা যথাযথ মন্ত্র পাঠ করিলে যথাবিধি মন্ত্র পাঠ দ্বারা তাঁহাকে গৃহে প্রবেশ করাইবেন। পরে বিবাহাগ্নি সম্মুখে রাখিয়া অনডুহ-চর্মের উপরে বসিয়া বধূসহ বর আজ্যাহুতি প্রদান করিবেন। "আ নঃ প্রজা জনয়তু-" ইত্যাদি হোমমন্ত্র মূলে স্পষ্টীকৃত আছে। পরে চতুর্থী হোম। নিত্যক্রিয়া সম্পাদন - পূর্বক শিখিনামক অগ্নি স্থাপন করিয়া প্রজাপত্য চরু গ্রহণ করিয়া "ওঁ ভূঃ পৃথিব্যৈ দিব্যায়-" ইত্যাদি মন্ত্রে আহুতি দিবেন। পরে "ওঁ অগ্নে প্রায়শ্চিত্তে-" ইত্যাদি মন্ত্রে চরুহোম করিতে হয়। তৎপরে ব্রাহ্মণ- ভোজন করাইয়া স্বস্তিবাচন করাইবে।

১। ঋ. ১০/১২১/১০

ঋতুসংস্কারঃ।

তত্র মারুতনামাগ্নিঃ। যদা পত্ন্যাঃ প্রথমং রজো ভবতি তদা সা গৃহে ঋতুব্রতম্ আচরন্তী ত্রিরাত্রম্ অতিবাহয়েত্। ততঃ ষোড়শদিবসাভ্যন্তরে জ্যোতিঃ শাস্ত্রোক্তফলবন্ধনদিবসে পতিঃ কৃতনিত্যক্রিয়ো লগ্নসময়ে প্রাঙ্গণচ্ছায়ামণ্ডপে মঙ্গলতূর্য্যঘোষেষু সত্সু প্রাঙ্মুখ আসনে উপবিশেত্। পত্নী পরিধৃতরক্তবস্ত্রালঙ্কারবতী নাভৌ নিহিতসুবর্ণপদ্মা পত্যুর্বামপার্শ্বে উপবিশতি। ততঃ পতিঃ কর্ম কুর্যাত্। অদ্যেত্যাদি মত্পত্ন্যাঃ শ্রীঅমুকীদেব্যাঃ প্রথমঋতু-সংস্কারাঙ্গসব্রহ্মক-হোমাদি-কর্মাহং করিষ্যে। ততঃ কুশণ্ডিকোক্তবিধিনা উপলেপনাদিমেক্ষণ-সংস্কারান্তং কর্ম কৃত্বা প্রাজাপত্যচরুং প্রসাধ্য। মুষ্টিগ্রহণে দেবতানামানি যথা—বিষ্ণুত্বষ্ট্-প্রজাপতিধাতৃভ্যস্ত্বা জুষ্টং ইত্যাদি এবং সিনীবালীসরস্বত্যগ্নিভ্যঃ অগ্নিভ্যাং প্রজাপতয়ে বিষ্ণবে প্রজাপতয়ে। তত অগ্নের্নামকরণাঘারাজ্যভাগান্তং কর্ম কুর্যাত্। ততঃ পত্নী সমারব্ধপতিঃ স্রুচি স্রুবেণ ঘৃতস্রুবং দত্ত্বা চরোঃ পূর্বার্ধাত্ মেক্ষণেন দ্বির্ অবদায় পুনরাজ্যেনাভিঘার্য্য বক্ষ্যমাণমন্ত্রৈঃ ষড়াহুতীর্জুহোতি। যথা বিষ্ণুর্যোনিমিত্যস্য সূক্তস্য বশিষ্ঠঋষির্লিঙ্গোক্তা দেবতানুষ্টুপ্ ছন্দঃ প্রথমঋতুসংস্কারকর্মণি চরুহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ বিষ্ণুর্যোনিং[১] কল্পয়তু ত্বষ্টা রূপাণি পিংশতু। আ সিঞ্চতু প্রজাপতির্ধাতা গর্ভং দধাতু তে স্বাহা। ইদং বিষ্ণুত্বষ্টৃপ্রজাপতিধাতৃভ্যঃ।।১।। হিরণ্যগর্ভ ঋষিঃ সিনীবালী সরস্বত্যশ্বিনৌ দেবতা অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ। গর্ভাধানে চরুহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ গর্ভং ধেহি সিনীবালি গর্ভং ধেহি সরস্বতি।

উল্লিখিত সংস্কারসমূহ ব্যতিরেকে "ঋতুসংস্কার" নামে আর একটি সংস্কার আছে। এই সংস্কারে মারুতনামা অগ্নি স্থাপন করিতে হয়। প্রথম রজোদর্শন হইলে নারী ঋতুব্রত আচরণ-পূর্বক ত্রিরাত্র গৃহমধ্যে অতিবাহিত করিবে। পরে ষোড়শদিনাভ্যন্তরে জ্যোতিঃ-শাস্ত্রবিহিত ফলবন্ধনদিবসে পতি নিত্যক্রিয় হইয়া লগ্নসময়ে প্রাঙ্গণে ছায়ামণ্ডপে মঙ্গল-ধ্বনি-সহকারে আসনে উপবেশন করিবেন। পত্নীও রক্তবস্ত্র ও অলঙ্কার ধারণ-পূর্বক নাভিদেশে স্বর্ণপদ্ম নিহিত করত পতির বামপার্শ্বে উপবিষ্ট হইবেন। অনন্তর পতি "অদ্যেত্যাদি মত্পত্ন্যাঃ" ইত্যাদি মূলের লিখিত বাক্যে যথানিয়মে হোমাদি কর্ম করিবেন। কুশণ্ডিকোক্ত বিধানে উপলেপনাদি মেক্ষণ-সংস্কারান্ত কর্ম করিয়া প্রাজাপত্য

১। ঋ. ১০/১৮৪/১-৩

গর্ভং তে অশ্বিনৌ দেবাবা ধত্তাং পুষ্করস্রজৌ স্বাহা। ইদং সিনীবালীসর-স্বত্যশ্বিভ্যঃ।।২।। হিরণ্যগর্ভঋষিব্অশ্বিনৌ দেবতানুষ্টুপ্ ছন্দশ্চরুহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ হিরণ্ময়ী অরণী যং নির্মন্থতো অশ্বিনা তন্ তে গর্ভং হবামহে দশমে মাসি সূতবে স্বাহা। ইদমশ্বিভ্যঃ।।৩।। হিরণ্যগর্ভ ঋষিঃ প্রজাপতির্দেবতানুষ্টুপ্ ছন্দশ্চরুহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ নেজমেষ[1] পরা পত সপুত্রঃ পুনরা পত অস্যৈ মে পুত্রকামায়ৈ গর্ভমা ধেহি যঃ পুমান্ স্বাহা। ইদং প্রজাপতয়ে।।৪।। হিরণ্যগর্ভঋষির্বিষ্ণুর্দেবতানুষ্টুপ্ ছন্দশ্চরুহোমে বিনিয়োগ। ওঁ বিষ্ণোঃ শ্রৈষ্ঠ্যেণ রূপেণাস্যাং নার্যাং গর্ভিণ্যাং পুমাংসং পুত্রমা ধেহি দশমে মাসি সূতবে স্বাহা। ইদং বিষ্ণবে।।৫।। প্রজাপত ইত্যস্য হিরণ্যগর্ভঋষিঃ প্রজাপতির্দেবতা ত্রিষ্টুপ্ ছন্দশ্চরুহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ প্রজাপতে ন ত্বদেতান্যন্যো বিশ্বা জাতা ন পরি তা বভূব যত্ কামাস্তে জুহুমস্তন্নো অস্তু বয়ং স্যাম পতয়ো রয়ীণাং স্বাহা। ইদং প্রজাপতয়ে।।৬।। হিরণ্যগর্ভঋষির্বিষ্ণুর্দেবতানুষ্টুপ্ ছন্দশ্চরুহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ যথেয়[2] পৃথিবী মহ্যুত্তানা গর্ভমা দধে। এবং তং গর্ভমা ধেহি দশমে মাসি সূতবে স্বাহা। ইদং বিষ্ণবে।।৭।। ততঃ পতিরবক্ষ্যমাণমন্ত্রৈঃ পত্ন্যা মূর্ধানম্ আলভেত। অপ[3] নঃ শোশুচদঘমিত্যস্য সূক্তস্য কুত্স ঋষিব্অগ্নির্দেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দঃ শির আলভনে বিনিয়োগ। অপ নঃ শোশুচদঘমগ্নে শুশুগ্ধ্যা রয়িম্। অপ নঃ শোশুচদঘম্।। সুক্ষেত্রিয়া সুগাতুয়া বসূযা চ যজামহে। অপ নঃ শোশুচদঘম্।। প্র যদ্ ভন্দিষ্ঠ এষা প্রাস্মাকাশশ্চ সূরয়ঃ আপ নঃ শোশুচদঘম্।। প্র যত্ তে আগ্নে সূরয়ো জায়েমহি প্র তে বয়ং অপ নঃ শোশুচদঘম্। প্র যদগ্নেঃ সহস্বতো বিশ্বতো যন্তি ভানবঃ। অপ নঃ শোশুচদঘম্।। ত্বং হি

চরু-হোম করিতে হইবে। বিষ্ণু, ত্বষ্টা, প্রজাপতি, ধাতা, সিনীবালী, প্রজাপতি, বিষ্ণু প্রভৃতি দেবতার উদ্দেশে হোম করিবেন। পরে অগ্নির নামকরণ ও আঘারাজ্যভাগান্ত কর্ম করিতে হয়। তদনন্তর মূলের লিখিত নিয়মে "ওঁ বিষ্ণুর্যোনিং কল্পয়তু -", ইত্যাদি ছয়টি আহুতি প্রদান করিবে। পরে "ওঁ যথেয়ং পৃথিবী-" ইত্যাদি মন্ত্রে একটি আহুতি দিবেন। তৎপরে পতি "ওঁ অপ নঃ শোশুচদ্-" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ- পূর্বক পত্নীর মস্তক স্পর্শ করিবেন। তদনন্তর "ওঁ বিশ্বাত্মা বিশ্বকর্তা" ইত্যাদি মন্ত্রে সূর্যার্ঘ্য প্রদান করিতে হয়। পরে "ওঁ যাঃ ফলিনীঃ-" ইত্যাদি মন্ত্রে ফলবন্ধন করিয়া পত্নীকে দিয়া আশীর্বাদ করিলে পত্নীও হস্ত প্রসারণ -পূর্বক গ্রহণ করিবেন। তৎপরে স্বিষ্টকৃৎপ্রভৃতি সমাপন-পূর্বক দক্ষিণা-প্রদান ও অচ্ছিদ্রাবধারণ করিয়া কর্ম শেষ করিতে হয়।

১। খিল ৪/১৩/১-৩ ২। ঋ. ১০/৬০/৯ ৩। ঋ. ১/৯৭

বিশ্বতোমুখ বিশ্বতঃ পারিভূরসি। অপ নঃ শোশুচদঘম্। দ্বিষো নো বিশ্বতোমুখাতি নাবেব পারয়। অপ নঃ শোশুচদঘম্।। স নঃ সিন্ধুমিব নাবয়াতি পর্ষা স্বস্তয়ে। অপ নঃ শোশুচদঘম্। তত উত্থায় পতিঃ সূর্যার্ঘ্যং দদ্যাত্। আ কৃষ্ণেণেতি মন্ত্রস্য হিরণ্যস্তূপ ঋষিঃ সবিতা দেবতা ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ সূর্যার্ঘদানে বিনিয়োগঃ। ওঁ আ[৪] কৃষ্ণেণ রজসা বর্তমানো নিবেশয়ন্নমৃতং মর্ত্ত্যঞ্চ হিরণ্যয়েন সবিতা রথেনা দেবো যাতি ভুবনানি পশ্যন্। ওঁ বিশ্বাত্মা বিশ্বকা চ বিশ্বেশো বিশ্বদক্ষিণঃ। নবপুষ্পোত্সবে চৈতদ্ গৃহাণার্ঘ্যং দিবাকর। নমস্তে পদ্মিনীকান্ত সুধাকান্ত নমোঽস্তু তে। নবপুষ্পোত্সবে চৈতদ্ গৃহাণার্ঘ্যং দিবাকর। এভির্মন্ত্রৈঃ সূর্যার্ঘ্যং দদ্যাত্। অথ ফলবন্ধনং। যাঃ ফলিনীরিত্যস্য ত্রিত ঋষির্বনস্পতির্দেবতানুষ্টুপ্ ছন্দঃ ফলদানে বিনিয়োগঃ। ওঁ যাঃ[১] ফলিনীর্যা অফলা অপুষ্পা যাশ্চ পুষ্পিণীঃ। বৃহস্পতিপ্রসূতাস্তা নো মুঞ্চন্ত্বংহসঃ। অনেন পতিঃ পত্নৈ দদ্যাদ্আশীর্বাদঞ্চ। সা চ প্রসারিতকরা পুত্রাণামিত্যাশংসন্তী গৃহ্ণীয়াত্। ততঃ স্বিষ্টকৃদাদি সমাপয়তি। অদ্যেত্যাদি মত্পত্ন্যা অমুকীদেব্যাঃ কৃতৈতদৃতুসংস্কারকর্মাভূত সব্রহ্মাকহোমকর্ম-প্রতিষ্ঠার্থং দক্ষিণামিদমিত্যাদি। ততোঽচ্ছিদ্রাবধারণম্।।

১। ঋ ১০/৯৭/১৫

পরিশিষ্ট—১৩

গ্রন্থপঞ্জী

(আলোচিত বিশেষ গ্রন্থের সূচী)

১। আশ্বলায়ন-শ্রৌতসূত্রম্ (গার্গ্যনারায়ণের বৃত্তিসমেত)— রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন-সম্পাদিত—এশিয়াটিক সোসাইটি (কলিকাতা), ১৯৮৯

২। আশ্বলায়ন-গৃহ্যসূত্রম্ (নারায়ণবৃত্তি-সমেত)— গণেশ শাস্ত্রী সম্পাদিত— আনন্দাশ্রম মুদ্রণালয়, ১৯৭৮

৩। কৌষীতক-গৃহ্যসূত্রম্ (ভবত্রাতবৃত্তি সমেত)— টি. আর. চিন্তামণি সম্পাদিত— পাণিনি (নিউ দিল্লি), ১৯৮২

৪। শাঙ্খায়ন-গৃহ্যসূত্রম্ -- এস. আর. সেহ্গাল -- মুন্সিরাম মনোহর লাল(দিল্লি) ১৯৬০

৫। India of Vedic Kalpasutras – Ram Gopal – Motilal Banarasidass, Second Edition, 1983

৬। RPVU – A. B. Keith – Banarasidass, 1976

৭। The Sacred Books of the East (Vols. 29, 30) – F. Max Muller – Banarasidass, 1965

20. Garbhopaniṣad 2
21. Mâlavikâgnimitram Act 1.4
22. Mohenzodaro plate 3
23. Râmâyana 1.13.7
24. अर्थोऽभिधेयरयिवस्तु प्रयोजननिवृत्तिषु Nânârthavarga. Amarakośa 270
25. Mahâbhârata. Śântiparvan
26. Mahâbhârata, Ādiparvan 170
26. Mahâbhârata, Śāntiparvan Ch 59
27. मनुष्याणां वृत्तिरर्थः मनुष्यवती भूमिरित्यर्थः।
28. पृथिव्याः लाभे पालने यावन्त्यर्थशास्त्राणि पूर्वाचार्यैः प्रस्थापितानि तानि संहृत्यैकमर्थशास्त्रमिदं कृतम्।
29. History of Dharmaśâstra. P. V. Kane.
30. History of Sanskrit literature. A.B. Keith p. 204
31. Positive Sciences of the Hindus p. 145
32. Ṛgveda 1.116.35; 1.52.8
33. Ṛgveda 1.81.4; 10.96.3
34. Ṛgveda 6.49.18; 4.87.15
35. Vimâna in Ancient India
36. Mohenzodaro and the Indus Valley Civilisation. I. Marshall, 1931.

36A. Arthaśâstra II.12. Ch 33 from the beginning
37. Arthaśâstra ch 178
38. Hindu Chemistry. pp 99-100
39. Ṛgveda 10.97.1-23
40. तमसा बहुरूपेण वेष्टिता कर्महेतुना Manusaṁhitâ Ch I
41. Udayana on पृथिवी निरूपण
42. वृक्षादय ... प्रसिद्धशरीरकृतत्वात् Positive Science of the Hindus. p 173
43. अतिमन्दात्मक संज्ञितम् ib p 41
44. History of Sanskrit Literature p 554

45. Atharvaveda 9.8.2-20; 10.2.6; 11.18.24
46. Praśastapâda pp 38-39
47. Positive Sciences of the Hindus p 189-90
48. Pratimâlakṣaṇam ed by P. N. Bose p VII-X
49. Ath. Veda 12.2.45
50. About 76 countries have been mentioned in the Arthaśâstra Chs 20-34
51. Kâvyamīmâṁsâ ed by C. Dalal. G.O.S. edn
52. Kâdambarī ed by H. Siddhantavagiśa p 316
53. Samarânganạsutradhār Ch V. vss 20-27
54. The Wonder that was India page 448-449
55. Ṛgveda 4.36.1-2; 1.12.1
56. Ṛgveda 1.181.3-4; 1.18.2; 1.183.1
57. Râmâyana 4.123.1-55
58. Raghuvamśam Canto XIII. 1-79
59. Mahâbhârata Ādiparvan Ch 63. vss 11-14; Ch 57. vss 13-14
60. Arthaṣâstra Ch 135 from the beginning
61. Samarânganasūtradhār Ch 31. vss 45-57
62. C*f* धर्मार्थकामा: सममेव सेव्या: यो ह्येकसक्त: स जनो जघन्य: ।
63. Kuttanīmatam Kâvyamâlā Series
64. Lalitavistara Ch X. page 88 Mithila Vidyapith Edn 1950
65. Hayaśirṣapañcarâtram ed by Dr. K. K. Duttaśastri (under publication). Asiatic Society Calcutta.